পবিত্র ত্রিপিটক

(একাদশ খণ্ড)

খুদ্দকনিকায়ে

খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত
ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু ও প্রেতকাহিনি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (একাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু ও প্রেতকাহিনি**]

পবিত্র ত্রিপিটক

একাদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু ও প্রেতকাহিনি**]

জিনবংশ মহাস্থবির, শীলালংকার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, জ্যোতিপাল ভিক্ষু, সাধনানন্দ মহাস্থবির, সম্বোধি ভিক্ষু ও ড. আশা দাশ
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (একাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু ও প্রেতকাহিনি**]

অনুবাদকবৃন্দ : জিনবংশ মহাস্থবির, শীলালংকার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, জ্যোতিপাল ভিক্ষু, সাধনানন্দ মহাস্থবির, সম্বোধি ভিক্ষু ও ড. আশা দাশ

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭

ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮

(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)

প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-11

(Khuddaka Nikaye Khuddaka Patho, Dhammapada, Udana, Itivuttaka, SuttaNipata, Vimanavatthu & Pretakahini)

Translated by Various Translators

Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh

Khagrachari Hill District, Bangladesh

e-mail : tpsocietybd@gmail.com

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

খুদ্দকপাঠ

ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়ী পূর্ণিমা ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

উৎসর্গ

মদীয় উপাধ্যায়গুরু পরিনির্বাপিত শ্রাবকবুদ্ধ
শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-কে দুঃখমুক্তির তরে,
এই গ্রন্থটি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে উৎসর্গিত করা হলো।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

ইতি

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে খুদ্দকপাঠ

ভূমিকা

বন্দনা জানাই তথাগত বুদ্ধগণ, প্রত্যকবুদ্ধ তাঁর শ্রাবক, মহাশ্রাবককে। আরও বন্দনা জানাই আমার দীক্ষাগুরু, আচার্য, উপাধ্যায়গণকে। স্বভাবত উক্ত গ্রন্থের নাম খুদ্দকপাঠো। পালি সাহিত্যে সূত্রপিটককে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (১) খুদ্দকনিকায়, (২) দীর্ঘনিকায় (৩) মজ্ঝিমনিকায়, (৪) সংযুক্তনিকায় ও (৫) অঙ্গুত্তরনিকায়। আবার এই খুদ্দকনিকায়ে বাইশটি গ্রন্থ সমাহারের মধ্যে এই 'খুদ্দকপাঠো'ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

এখানে 'খুদ্দকপাঠো' গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো। যথা : শরণত্রয়, দশ শিক্ষাপদ, বত্রিশ অশুচি আকার, কুমার-প্রশ্ন, মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, তিরোকুড্ড সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্র।

শরণত্রয় : সেই সময়কার প্রাণীগণ নিজেকে সুখ-সমৃদ্ধির ও বিবিধ প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেবদেবী, পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা, চন্দ্র, সূর্য—এভাবে আরও কত রকমের যে আশ্রয় গ্রহণ করতো তার কোনো শেষ নেই। কিন্তু সেই আশ্রয়ে কী পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব? সেই আশ্রয় সম্যক আশ্রয় নয় বিধায় সত্ত্বগণ দুঃখের সাগরে ভাসছে আর ডুবছে। মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যা আশ্রয় নিলে কখনো কোনো সত্ত্বগণ সুখী-সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ সম্যক আশ্রয়ে সত্ত্বগণকে একমাত্র দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই শরণ হচ্ছে নিজের জীবনকে সম্যক পথে পরিচালিত হয়ে দুঃখমুক্তি লাভের অনুকূলে রাখা। শরণ আবার দুই প্রকার; যথা : লোকিক শরণ ও লোকোত্তর শরণ। যারা মার্গফল লাভ করেনি তারা লোকিক শরণ গ্রহণ করে। লৌকিক শরণ ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যাঁরা মার্গফল লাভ করেছেন, তাঁরাই লোকোত্তর শরণ গ্রহণ করে। লোকোত্তর শরণ ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কাজেই লোকোত্তর শরণেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সকলের কর্তব্য। যখন বোধিপালঙ্কে বুদ্ধত্ব লাভ করার পর জগতের হিতসুখ ও মঙ্গলের কিভাবে সত্ত্বগণ সর্বপ্রথম বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ ও সংঘের শরণ নিয়েছেন তারই উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই শরণত্রয়ে নিহিত আছে।

দশ শিক্ষাপদ : বিনয়পিটকে 'মহাবর্গে' উল্লেখিত রয়েছে, ভগবান বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে গিয়েছিলেন সেই সময় রাহুল কুমার মাতার আদেশে যখন

পিতৃধন খোঁজার জন্য গিয়েছেন, তখন বুদ্ধ নিজেই পিতৃধন দেওয়ার জন্য অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবিরকে প্রব্রজ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই দশ শিক্ষা সর্বপ্রথম শ্রামণদের তথাগত বুদ্ধই প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনা দশবিধ শিক্ষায় দ্রষ্টব্য দেখুন।

বত্রিশ প্রকার অশুচি : আমাদের এই দেহে উপরিস্থিত মাথা থেকে পাদ তলা পর্যন্ত বত্রিশ প্রকার অশুচি ঘৃণ্য পদার্থ। সারবস্তু বলতে কিছুই নেই। জ্ঞানদৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দেহ অশুচি পঁচা দুর্গন্ধময়। মুক্তির বিঘ্নকারক। তাই ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুত্তরনিকায়ে বলেছেন, 'যাঁরা অশুচি ভাবনা করেন, তাঁরাই অমৃতসুখ ভোগ করেন। যাঁরা অশুচি ভাবনা করেন না, তাঁরা অমৃতসুখ ভোগ করেন না।' কায়গতস্মৃতি ভাবনা বিস্তারিত আরও বিশুদ্ধিমার্গ বইয়ে দেখুন।

কুমার-প্রশ্ন : ত্রিপিটক সাহিত্যে দুজন সোপাক স্থবিরের কাহিনি উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে বুদ্ধ যাঁকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিয়েছেন। সেই সোপাক স্থবিরের কাহিনি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সোপাক স্থবির মাত্র সাত বছরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেছেন। তাই, এর নামকরণ হয়েছে কুমার-প্রশ্ন।

মঙ্গল সূত্র : মঙ্গলসূত্র কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল? কিসে মঙ্গল হয়? কিসে দেব-মনুষ্যগণ সমৃদ্ধিশালী হবে? কেউ কেউ দেখা, শুনা ও ঘ্রাণ নেয়া থেকে মঙ্গল হয়। এরূপে তর্ক-বিতর্কের কোনো সমাধান না হয়ে এই দেব-মনুষ্যগণ বারো বছর পর্যন্ত 'মঙ্গল' সম্পর্কে চিন্তা করেও কোনো প্রকারে সঠিক 'মঙ্গল' বিষয় নিধারণ করতে পারেনি। একমাত্র তথাগত এই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের বিষয় উপদেশ দিয়ে সেই বিষয়ের সমাধান দিয়েছিলেন।

রতন সূত্র : 'রতন সূত্রে' বৈশালী উৎপত্তি সম্পর্কে দেয়া আছে। একসময় এই বৈশালী প্রভূত ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। কিন্তু সেই বৈশালী নগরীতে দুর্ভিক্ষ, রোগভয় ও অমনুষ্যের উপদ্রব এই ত্রিবিধ উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। এই ত্রিবিধ ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বৈশালীবাসী বুদ্ধকে রাজগৃহ হতে নিমন্ত্রণ করে আনলে, বুদ্ধের প্রভাবে সেই বৈশালীবাসীর ত্রিবিধ ভয় তৎক্ষণাৎ দুরীভূত হলো। বুদ্ধ আনন্দ ভন্তেকে জল ছিটিয়ে সেই 'রতন সূত্রটি' আবৃত্তির করার জন্য বললেন।

তিরকুড্ড সূত্র : 'তিরকুড্ড সূত্রটি' প্রেতলোক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। প্রেতলোক আবার ছয় প্রকার দেখা যায়; যথা : ১. ঋতুজীবী, ২. ক্ষুৎপিপাসিক, ৩. নিজ্ঝামতৃষ্ণিক, ৪. কালকঞ্জিক, ৫.

পরদত্তোপজীবী। এই ছয় প্রকার প্রেতের মধ্যে একমাত্র পরদত্তোপজীবী প্রেতলোকে মনুষ্যলোক থেকে তাদের জ্ঞাতিস্বজন ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দান-দক্ষিণা দিয়ে জল ঢেলে 'ইহা আমাদের জ্ঞাতিপ্রেতের উদ্দেশ্যে হোক' সেই পরদত্তোপজীবী প্রেতরাই তা প্রাপ্য হয়ে সুখে জীবন ধারণ করে। কারণ প্রেতলোকে কোনো প্রকার কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় নেই। অন্য প্রেতলোকে জন্মধারণ করলেও জ্ঞাতিস্বজন দান দিলে সেই প্রেতগণ পায় না। এ সূত্রে বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার রাজা তাঁর জ্ঞাতিপ্রেতদের উপলক্ষ করে পুণ্যদান দিলে, তারা দিব্য আহার, বস্ত্র, জল ও বাসস্থান লাভ করে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

নিধিকণ্ড সূত্র : নিধি অর্থ ধন-সম্পদ। তখনকার দিনে মানুষেরা বিবিধ বিপদ-আপদ, খরা, দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জল না আসা পর্যন্ত এরূপ গর্ত খনন করে এভাবে সংরক্ষণ করতো। (বর্তমানে অবশ্য মানুষেরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে) কিন্তু পুণ্য ফুরিয়ে গেলে এ রকম গুপ্তধন হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, কোথায় রেখেছেন ভুলেও যেতে পারে। অমনুষ্য অথবা অপ্রিয় মানুষেরা সেই ধন তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই পুণ্যসম্পদ রাজা, চোর, ডাকাতও অমনুষ্য কেউ হরণ করতে পারে না। তাই এই পুণ্য (দান, শীল ও ভাবনা) নিধি অজেয়। এই পুণ্যনিধির ফলে সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক, চক্রবর্তী রাজা, ধনী, শ্রেষ্ঠী যা ইচ্ছা তাই লাভ করা করা যায়। বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধ এক শ্রেষ্ঠী কুটুম্বিককে এই 'নিধিকণ্ড সূত্রটি' উপদেশ দিয়েছিলেন।

করণীয় মৈত্রী সূত্র : ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন বুদ্ধের নিকট পাঁচশত ভিক্ষু কর্মস্থান ভাবনা নিয়ে হিমালয়ের পাশে এক সুন্দর নিবিড় বন ছিল। তার পাশে জলবহুল একখানা গ্রাম ছিল। তাঁরা কর্মস্থান ভাবনা নিয়ে বর্ষাবাস যাপন করছিলেন। এদিকে বৃক্ষদেবতাগণ সেই ভিক্ষুদের শীলতেজে তাঁদের নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। ভিক্ষুগণ বর্ষার তিন মাস এখানে অবস্থান করবে জেনে তারা ভিক্ষুদের বিরূপ চেহারা, ভয় এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিলে ভিক্ষুগণ সেখান থেকে বর্ষাবাসের মধ্যে চলে এসে, সে বিষয় ভগবান জ্ঞাত করলেন। ভগবান তখন জ্ঞানযোগে চিন্তা করে দেখলেন যে, সেই ভিক্ষুদের একমাত্র তৃষ্ণাক্ষয়ে সেই স্থানই উপযুক্ত। তাই ভগবান সেই উদ্বিগ্ন বনচারী ভিক্ষুদের সেই স্থানেই আবার পাঠিয়ে দিয়ে এই 'করণীয় মেত্রী সূত্র' আবৃত্তির জন্য নির্দেশ দিলেন।

বইয়ের ভূমিকার কলেবর বেশি বড়ো হয়ে গেছে কি না জানি না। তবু খানিকটা বেশি লেখা হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন।

এই খুদ্দকপাঠো বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে যাঁদের বইয়ের নাম অবশ্যই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হচ্ছে। পালি বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের, বিনয়পিটকে 'মহাবর্গ' ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির। 'থেরগাথা' ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। 'মহামঙ্গল' ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাস্থবির। 'মহামানব বুদ্ধ' রণধীর বড়ুয়া। 'সদ্ধম রত্নাকর' ধর্মতিলক স্থবির। সেই সব ভন্তেদেরকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আবারও বন্দনা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষ করে ষষ্ঠ সঙ্গায়নের সফটওয়ার থেকে পালি ত্রিপিটকের মূল খুদ্দকপাঠো তেমন বড় ধরনের বই নয়। বইটিকে মানানসই করে তোলার জন্য খুদ্দকপাঠো পালি অর্থকথার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রারম্ভে শরণত্রয় হতে করণীয় সূত্রের উৎপত্তি পর্যন্ত সর্বগুলো খুদ্দকপাঠোর পালি অর্থকথা থেকে নেয়া হয়েছে। এই খুদ্দকপাঠো বইটি অবশ্যই অনেকেই বঙ্গানুবাদ করেছেন। এদের নাম হলো নীলাম্বর বড়ুয়া, ডা. সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির ও ভদন্ত সত্যপাল মহাথের (ভারত)। এই বইটিও ঠিক 'ধর্মপদ' বইয়ের মতো, কারণ 'ধর্মপদ' বইটি অনেকেই অনুবাদ করে গিয়েছেন। আমার যখন ইচ্ছা হলো তাই আমিও এই বইটি অনুবাদ করলাম। কতটুকু সার্থক অনুবাদ করতে সক্ষম হলাম সেটি বিবেচনা করবেন আপনারা যারা পাঠক তারা। পরিশেষে সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই খুদ্দকপাঠো দেখা শুনার দায়িত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞার পাশে আবদ্ধ রেখেছেন শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ স্থবির। যাঁরা যাঁরা আমাকে এই কাজে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে গেলেন তাঁদের স্থানবিশেষে বন্দনা ও মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানিয়ে উক্ত খুদ্দকপাঠো বইয়ের ভূমিকার ইতি টানলাম।

'ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!'

তাং- ০৬-০৪-২০১৭ ইং

সম্বোধি ভিক্ষু
রাজবন ভাবনা কেন্দ্র
কাটাছড়ি, রাঙামাটি

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা”

খুদ্দকনিকায়ে

খুদ্দকপাঠ

১. শরণত্রয় বা ত্রিশরণ

শরণের উৎপত্তি

ভগবান বুদ্ধ যখন বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বোধিপালঙ্কে রাত্রির তৃতীয় যামে অর্থাৎ শেষ যামে এরূপে চারি আর্যসত্য জানবার ও দেখবার ফলে তাঁর চিত্ত কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব থেকে বিমুক্ত হয়েছে। উন্নত জ্ঞানে তিনি জানতে পারলেন যে, চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃতকার্য পরিসমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর আর তাঁকে পুনর্জন্মগ্রহণ করতে হবে না। যখন তিনি বুদ্ধ হলেন, তখন তাঁর অন্তনির্হিত মন হতে প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসে স্বত উৎসারিত কণ্ঠে প্রথম নিম্নোক্ত উদান গাথাটি ভাষণ করলেন।

‘‘অনেকজাতিসংসারং, সন্ধাৰিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারং গৰেসন্তো, দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
‘‘গহকারক দিট্ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং ৰিসঙ্খতং।
ৰিসঙ্খারগতং চিত্তং, তন্হানং খযমজ্ঝগা’’তি॥

অনুবাদ : “জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃপুন দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
গৃহকারক, গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুড়মার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।”

ভগবান বুদ্ধ সবেমাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বোধিতরুমূলে সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রথম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব[১] উৎপত্তি ও নিরোধবশে, স্বমনে আনুপূর্বিকভাবে পর্যালোচনা করে, এই তত্ত্বের অর্থ জ্ঞাত হয়ে, সেই শুভক্ষণে এই আবেগপূর্ণ দ্বিতীয় উদান-গাথা আবৃত্তি করলেন :

‘‘যদা হৰে পাতুভৰন্তি ধম্মা।
আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
অথস্স কঙ্খা ৰপযন্তি সব্বা।
যতো পজানাতি সহেতুধম্ম’’ন্তি॥

অনুবাদ : “সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব শঙ্কা (সন্দেহ) সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-বশে ধর্ম সমুদয়।”

এভাবে ভগবান বুদ্ধ অজপাল-ন্যাগ্রোধ বৃক্ষমূলে এক সপ্তাহকাল, মুচলিন্দ বৃক্ষমূলে এক সপ্তাহকাল ও রাজায়তনমূলে এক সপ্তাহকাল ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তি-সুখ অনুভব করছেন। সেই সময় তপস্‌সু ও ভল্লিক নামে দুইজন বণিক উৎকল হতে সেই স্থান দিয়ে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁদের জ্ঞাতি-সলোহিত দেবতা তাঁদেরকে বললেন, “মারিষ, ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করে রাজায়তন-মূলে অবস্থান করছেন। আপনারা তাঁকে ‘মন্থ’[২] ও ‘মধুপিণ্ড’[৩] দানে পূজা করুন। তা আপনাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে।” অনন্তর তাঁরা ‘মন্থ’ ও ‘মধুপিণ্ড’ হস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন (বন্দনা) করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভগবানকে বললেন, “প্রভো, ভগবান আপনি আমাদের ‘মন্থ’ ও ‘মধুপিণ্ড’ গ্রহণ করুন, যেন ইহা আমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হয়।”

---

[১]। অবিদ্যা-প্রত্যয় হতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হতে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয় হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হতে ভব, ভব-প্রত্যয় হতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

[২]। শক্তু (ভাজা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া)।

[৩]। চর্বি, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত শক্তুর লাড়ু।

ভগবান ভাবলেন, "তথাগত স্বহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; আমি 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' কীসে গ্রহণ করব?" তখন চারি লোকপাল মহারাজা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে চারদিক হতে চারিটি শিলাপাত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত করে বললেন, "প্রভো, এতে 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করুন।"

ভগবান সেই মহার্ঘ শিলাপাত্রের প্রত্যেকটিতে[১] 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করে ভোজন করলেন। বণিকদ্বয় ভগবানকে বললেন, "প্রভো, আমরা উভয়ে ভগবানের শরণাগত এবং তদুপদিষ্ট ধর্মের শরণাগত হচ্ছি। ভগবান আমাদেরকে আজ থেকে আমরণ শরণাগত উপাসক বলে অবধারণ করুন।" এরাই সর্বপ্রথম জগতে ভগবান বুদ্ধের প্রথম শরণাগত দ্বিবাচিক উপাসক হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন।

ভগবানের মনে এই চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো : "আমি সর্বপ্রথম কার নিকট এই ধর্ম উপদেশ করব। কোনোজনই আমার এই ধর্মোপদেশ বুঝতে পারবে?" সাথে সাথে আড়াঢ় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের কথা মনে পড়ল। কেননা এরা দুজনই দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত ও দীর্ঘকালব্যাপী সাধনারত এবং নির্মল স্বভাবসম্পন্ন। অতএব আমি সর্বপ্রথম তাঁদের নিকটই ধর্মোপদেশ প্রদান করব। এঁরা অতিসত্বর বুঝতে সক্ষম হবেন। তখন জনৈক দেবতা ভগবানকে জানালেন, "আড়াঢ় কালাম সপ্তাহকাল পূর্বে এবং রুদ্রক রামপুত্র গত রাতে দেহত্যাগ করেছেন।" অতঃপর তাঁর মনে এই চিন্তা উদয় হলো, "এখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করছে?" ভগবান দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ, বারাণসীর সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে অবস্থান করছে।

ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে বারাণসী-সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে উপনীত হলেন, যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করছেন। ভগবানকে দূর হতে দেখে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করে দিলেন, এই শ্রমণ গৌতম সাধনাভ্রষ্ট, দ্রব্যবহুল। তাঁকে কোনো প্রকার সেবা-পরিচর্যা করা হবে না। কেবল উপবেশনের জন্য আসন প্রস্তুত করা হবে।

কিন্তু যে মাত্র ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্তী উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা কেউ স্ব-স্ব প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে সমর্থ হলেন না। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ সমস্ত ব্রত-কার্যাদি সম্পাদন করলেন। তখন বুদ্ধ তাঁদের ধর্মোপদেশ

---

[১]। ভগবানের অধিষ্ঠানের প্রভাবে চারটি পাত্র একটিতে পরিণত হয়েছিল।—সম-পাসা।

প্রদান করলে তাঁরা সকলে অর্হত্ত্ব লাভ করে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। সেই সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যসহ জগতে সংঘ প্রতিষ্ঠিত এবং ছয়জনই অর্হৎ হয়েছিলেন। এর পর যশ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিলে, তখন যশের পিতা যশকে খোঁজার জন্য গেলে; ভগবান বুদ্ধ যশের পিতাকে আনুপূর্বিকভাবে ধর্মোপদেশ দিলেন। সেই হতে যশের পিতা শ্রেষ্ঠী আজীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করলেন। ইনিই জগতে সর্বপ্রথম 'ত্রিবাচিক' অর্থাৎ ত্রি-শরণাগত উপাসক হয়েছিলেন।

এই ত্রিশরণ কেন ভাষিত? কোথায় ভাষিত? কখন ভাষিত? কী কারণে ভাষিত? ইহা ভগবান কর্তৃক ভাষিত। কোনো শ্রাবক, ঋষি, বা দেবতা কর্তৃক ভাষিত নহে। সর্বপ্রথম ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর পর আয়ুষ্মান যশ প্রমুখ একষট্টিজন সহায়ক (বন্ধু) অর্হত্ত্ব লাভ করে, বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য ধর্ম দেশনা কর। কিরূপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করলেন তা উক্ত হলো :

''যেকেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে, ন তে গমিস্সন্তি অপাযভূমিং।
পহায মানুসং দেহং, দেৰকাযং পরিপূরেস্সন্তী''তি॥

(দী. নি. ২.৩৩২; সং. নি. ১.৩৭)।

অনুবাদ : যে কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্ব বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে, সে কোনো দিন চার অপায়ে গমন করবে না। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ করে দেবলোকে জন্মধারণ করবে।

''এৰঞ্চ পন, ভিকখৰে, পব্বাজেতব্বো উপসম্পাদেতব্বো। পঠমং কেসমস্সুং ওহারেত্রা কাসাযানি ৰত্থানি অচ্ছাদাপেত্রা একংসং উত্তরাসঙ্গং কারাপেত্রা ভিকখূনং পাদে ৰন্দাপেত্রা উক্কুটিকং নিসীদাপেত্রা অঞ্জলিং পগ্গন্হাপেত্রা 'এৰং ৰদেহী'তি ৰত্তব্বো 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামী'''তি (মহাৰ. ৩৪)।

অনুবাদ :'হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করা কর্তব্য। প্রথমে কেশ (চুল) দাড়ি মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্র (রং কাপড়) পড়ে, উত্তরাসঙ্গ (চীবর) একাংশ করে, ভিক্ষুদের পাদে বন্দনা করে উৎকুটিকভাবে উপবেশন করে, দুই হাত একত্র করে মস্তকোপরি তুলে এরূপ বলা কর্তব্য—আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ও সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।"

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

সজ্ঘং সরণং গচ্ছামি॥
দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সজ্ঘং সরণং গচ্ছামি॥
ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সজ্ঘং সরণং গচ্ছামি॥

অনুবাদ : আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয়বার, আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।
তৃতীয়বার, আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।
শরণত্রয় সমাপ্ত।

২. দশ শিক্ষাপদের উৎপত্তি

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করে কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রস্থান করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে কপিলবাস্তুতে গমন করলেন। ভগবান সেই শাক্যরাজ্য কপিলবাস্তুতে ন্যাগ্রোধারামে অবস্থান করতে লাগলেন। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করে, পাত্রচীবর নিয়ে শুদ্ধোদন শাক্যের নিবাসে উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। রাহুলের মাতৃদেবী কুমার রাহুলকে বললেন, "রাহুল, উঁনিই তোমার পিতা, উঁনার নিকট গমন করে দায়াদ (উত্তরাধিকার) যাচঞা কর।"

কুমার রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহানুভব শ্রমণ, আপনার ছায়া কতই না সুখদ" ভগবান আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। কুমার রাহুল ভগবানের

পেছনে পেছনে অনুসরণ করে বলতে লাগলেন, "মহানুভব শ্রমণ আমাকে দায়াদ (উত্তরাধিকার) প্রদান করুন, মহানুভব শ্রমণ আমাকে উত্তরাধিকার প্রদান করুন।"

ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন : "সারিপুত্র, কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।"

"প্রভো, আমি কুমার রাহুলকে কিভাবে প্রব্রজ্যা দান করব?"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন ।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি যে, শ্রামণদের শিক্ষাপদ দশটি এবং তা শ্রামণদেরকে শিক্ষা করতে হবে। এভাবে ভগবান বুদ্ধ নিজেই দশ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন।

দসসিকখাপদং

১. পাণাতিপাতা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

২. অদিন্নাদানা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৩. অব্রহ্মচরিযা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৪. মুসাৰাদা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৫. সুরামেরযমজ্জপমাদট্‌ঠানা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৬. ৰিকালভোজনা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৭. নচ্চ-গীত-ৰাদিত-ৰিসূকদস্সনা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৮. মালা-গন্ধ-ৰিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-ৰিভূসনট্‌ঠানা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

৯. উচ্চাসযন-মহাসযনা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

১০. জাতরূপ-রজতপটিগ্গহণা ৰেরমণী-সিকখাপদং সমাদিযামি।

দসসিকখাপদং নিট্‌ঠিতং।

দশবিধ শিক্ষাপদ

১। প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২। অদত্তগ্রহণ বা চুরি থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩। অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪। মিথ্যাবাক্য থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫। সুরাপান অর্থাৎ মদ, গাজা, হেরোইন, ফেনসিডিল বিবিধ প্রকার

নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬। বিকালভোজন থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭। নাচ-গান-বাদ্য বা কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮। বিভূষণের (নিজেকে সাজানোর জন্য) মাল্য-সুগন্ধী দ্রব্য ধারণ-অলংকারগ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৯। উচ্চশয্যা-মহাশয্যা থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০। সোনা-রুপা বা টাকা-পয়সা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দশবিধ শিক্ষাপদ সমাপ্ত।

দশবিধ শীলের বিস্তারিত কিছু ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরা হলো :

১। হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্র (ছোট) বৃহৎ (বড়) দৃশ্য-অদৃশ্য (দেখা-অদেখা), হিংস্র-অহিংস্র, উৎপন্ন-অনুৎপন্ন (যা ডিমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে) প্রাণীমাত্রেরই হত্যা হতে বিরত থাকা এবং প্রাণিহত্যার কারণ না হওয়া, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াভাব পোষণ করা, হিত ও অনুকম্পাকারী হওয়া এবং কোনো প্রাণীকে সামান্য দণ্ডাঘাত (লাঠি) বা শস্ত্র (দাঁ, ছুড়ি ইত্যাদি জাতীয়) আঘাত না করাই প্রথম শীলের শিক্ষা।

২। অপরের স্থাবর-অস্থাবর (সম্পত্তি) বা দ্রব্যাদি এমনকি সামান্য সূত্রনাল পর্যন্ত চুরি চিত্তে গ্রহণ না করা, এই বিষয়ে অন্যজনকেও উৎসাহিত না করা এবং অপরের ক্ষতি ও পরপীড়ন চিন্তা অন্তরে না আনা। দ্বিতীয় শীলের শিক্ষা।

৩। অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকা। অব্রহ্মচর্য বলতে হীন আচরণ বা দুই ব্যক্তির মৈথুন (যৌনাচার) সেবন বা যৌনাচার সেবন চেতনা বুঝায়। যৌনাচারের চারটি অঙ্গ আছে। যথা : ক) অগমনীয় বস্তু, খ) যৌন সেবন চিত্ত (গ) মার্গে (দ্বারে) মার্গে প্রতিপাদন (স্থাপন) ঘ) সেবনের আস্বাদ অনুভব করা। পুরুষ পরস্ত্রী গমনে জন্মান্তরে স্ত্রীত্ব লাভ, পুরষত্ব হানি ও অপুত্রক ইত্যাদি হতে হয়। এবং স্ত্রীলোক পরপুরুষ সংসর্গে নপুংসক ও অপুত্রক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কামসেবা ও কামভোগ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকাই তৃতীয় শীলের শিক্ষা।

৪। মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করে সত্যবাক্য বলা এই শীলের আসল উদ্দেশ্য। বিভেদ সৃষ্টিকারক কথা, কর্কশবাক্য ও বৃথাবাক্যালাপ মিথ্যাবাক্যের

অন্তর্গত। মিথ্যাকথা না বলার দরুণ লোক সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও জগতে অবিসংবাদী হন। ভেদবাদ্য না বা বলায় তিনি কলহকারীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন, উৎসাহদাতা, একতাপ্রিয়, একতারত এবং একতা অভিলাষী হন এবং নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, হৃদয়গ্রাহী, সদর্থপূর্ণ এবং বহুজন প্রিয় সুবাক্য ব্যবহার করেন। সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করে তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী ও বিনয়বাদী হন এবং যথাসময়ে উপমা পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্য বলেন। এটাই চতুর্থ শীলের শিক্ষা।

৫। প্রমাদপরায়ণ (মাতাল গ্রস্ত) পাঁচ প্রকারের সুরা (পিষ্টক বা ভাত দ্বারা প্রস্তুত), মৈরেয় (ফুল বা ফল), মদ, গাজা, অহিফেন, ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি সকল প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকাই পঞ্চম শীলের শিক্ষা।

৬। বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকা। বিকাল বলতে মধ্যাহ্নের পর হতে পরদিবস অরুণ (সূর্য) উদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত বুঝতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কোনো খাদ্য, ভোজ্য, বিস্কুট, মুড়ি, দুধ, সাগু ইত্যাদি খাওয়া বা পান করা নিষেধ। এটাই ষষ্ঠ শীলের শিক্ষা।

৭। নাচ-গান-বাচনা, গরু লড়াই, মহিষ লড়াই, মোরগে-মোরগে লড়াই, ভোজবাজী ইত্যাদি কৌতুকাবহ দৃশ্যাদি দর্শন ও শোনা থেকে বিরত থাকাই সপ্তম শীলের শিক্ষা।

৮। বিভূষণের কারণে মালা, গন্ধ, ও বিলেপনাদি ধারণ-মণ্ডণ হতে বিরত হওয়া। এই শীলের শিক্ষা।

৯। উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হতে বিরত থাকা এই শীলের উদ্দেশ্য। খাট অথবা পালঙ্ক উচ্চতা ঝলমের নিম্ন হতে পায়া পর্যন্ত মধ্যমপুরুষের একহাত পরিমাপের অধিক উচ্চ আসন বুঝায়। মহাশয্যা বলতে চিত্র-বিচিত্র সুসজ্জিত পালঙ্ক তোষকাদিসহ আরামদায়ক বিলাসময় শয্যা বা আসন বুঝায়। এটাই নবম শীলের শিক্ষা।

১০। সোনা-রূপ্যাদি গ্রহণ না করা। সোনা-রূপা বলতে যাবতীয় মুদ্রা, টাকা ও বহুমূল্য প্রস্তর যা গ্রহণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, এরূপ বুঝতে হবে। এটাই দশম শীলের শিক্ষা।

কামভোগী গৃহীর ন্যায় শ্রমণদের ভোগবাসনা যাতে বৃদ্ধি না হয়। সে-কারণে শীল প্রতিপাল করা অবশ্যই কর্তব্য।

৩. বত্রিশ প্রকার অশুচির আকার

এই কায়ে বা দেহে আছে—

কেশ, (চুল) লোম, নখ, দাঁত, ত্বক (চামড়া),
মাংস, স্নায়ু (রক), অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক (কিডনি),
হৃদয়, যকৃৎ (লিভার), ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌,
অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর (পাকস্থলী), করীষ (পায়খানা), মাথার মগজ,
পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ,
অশ্রু, বসা, থুথু, শিকনি, লসিকা, মূত্র।

বত্রিশ প্রকার অশুচি সমাপ্ত।

দ্বত্তিংসাকার (বত্রিশ প্রকার অশুচির ব্যাখ্যা)

"একধম্মো, ভিকখৰে, ভাৰিতো বহুলীকতো মহতো সংৰেগায সংৰত্ততি। মহতো অত্থায সংৰত্ততি। মহতো যোগকেখমায সংৰত্ততি। মহতো সতিসম্পজঞ্ঞায সংৰত্ততি। ঞাণদস্সনপ্পটিলাভায সংৰত্ততি। দিট্ঠধম্মসুখৰিহারায সংৰত্ততি। ৰিজ্জাৰিমুত্তিফলসচ্ছিকিরিযায সংৰত্ততি। কতমো একধম্মো? কাযগতা সতি। অমতং তে, ভিকখৰে, ন পরিভুঞ্জন্তি, যে কাযগতাসতিং ন পরিভুঞ্জন্তি। অমতং তে, ভিকখৰে, পরিভুঞ্জন্তি, যে কাযগতাসতিং পরিভুঞ্জন্তি। অমতং তেসং, ভিকখৰে, অপরিভুত্তং পরিভুত্তং, পরিহীনং অপরিহীনং, ৰিরদ্ধং আরদ্ধং, যেসং কাযগতা সতি আরদ্ধা"তি। (অ. নি.)

এৰং ভগৰতা অনেকাকারেন পসংসিত্বা—

"কথং ভাৰিতা, ভিকখৰে, কাযগতাসতি কথং বহুলীকতা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা? ইধ, ভিকখৰে, ভিকখু অরঞ্ঞগতো ৰা"তি (ম. নি.)

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম ভাবিত (ভাবনায় নিয়োজিত), বহুলীকৃত (পুনঃপুন অভ্যাসিত) চিত্ত অধিকতর (বৃহৎ) উপকারের দিকে পরিচালিত হয়। অতিকতর মঙ্গলের দিকে পরিচালিত হয়। অধিকতর নির্বাণের দিকে পরিচালিত হয়। অধিকতর স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দিকে পরিচালিত হয়। প্রত্যক্ষধর্মে সুখবিহারের দিকে পরিচালিত হয়। বিদ্যাবিমুক্তি ফল প্রত্যক্ষ করার দিকে পরিচালিত হয়। সেই একবিধ ধর্ম কী? সেই একবিধ ধর্ম হলো কায়গত (দেহকে অশুচি দেখা) স্মৃতি ভাবনা। হে ভিক্ষুগণ, যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়নি, তারা অমৃতসুখ

পরিভোগ করেনি। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়েছে তাদের অমৃতসুখ পরিভোগ করে। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয় নি, তাদের অমৃতসুখ সম্যকভাবে অপরিভুক্ত। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়েছে, তাদের অমৃতসুখ সম্যকভাবে পরিভুক্ত। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়নি, তাদের অমৃত সুখ পরিহীন। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়েছে, তাদের অমৃত সুখ অপরিহীন। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়নি, তাদের অমৃত সুখ বিরুদ্ধ। যারা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত হয়েছে, তাদের অমৃত সুখ আরদ্ধ (দৃঢ় স্থিরকৃত)।”

এরূপে ভগবান বুদ্ধ বিবিধ প্রকারে প্রশংসা করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে কায়গতস্মৃতি ভাবনায় ভাবিত বহুলীকৃত হলে, মহাফল ও মহা আনিশংস লাভ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অরণ্য অথবা শূন্যাগারে গিয়ে অবস্থান করে, এই দেহে ঊর্ধ্ব এবং নিম্নে পদতল পর্যন্ত কেশ মস্তক চামড়া পরিপূর্ণ নানাপ্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করবে। এই দেহে কেশ (চুল), লোম, নখ, দাঁত, ত্বক (চামড়া), মাংস, স্নায়ু (রক), অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ (মল বা পায়খানা), মাথার মজক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, শিকনি, লসিকা, মূত্র পরিপূর্ণ। এভাবে ভিক্ষুগণ অশুচি ভাবনায় নিয়োজিত থাকবে।

বত্রিশ প্রকার অশুচি ধাতু পরিচিতি : কেশ (চুল) **: বর্ণ** (রং)—স্বভাবত কালো। **আকার**—দাঁড়িপাল্লার দণ্ডের মতো লম্বা গোলাকৃতি। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন হয়। **অবস্থান**—মাথাকে বেষ্টন করে থাকা চামড়ায় এদের অবস্থান। যা উভয় পার্শ্বে কানের গোড়া, সামনে কপালের কিনারা এবং পিছনে ঘাড় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। **সীমা**—চুলগুলো মাথাকে বেষ্টিত করে থাকা, নিচে তাদের মূল বা গোড়া, উপরে আকাশ, আড়াআড়িভাবে অন্যান্য চুল দ্বারা বিভক্ত। দুটো চুল এক নয়। এটা এদের সীমা।

লোম : রং—স্বভাবত কালো ও কালো বাদামী। **আকার**—তালগাছের শেকড়ের মতো এর মাথা অবনত হয়ে থাকে। **দিক**—এরা দুই দিকে উৎপন্ন হয়। **অবস্থান**—চুল, হাত ও পায়ের তলা ব্যতীত শরীরকে ঘিরে বেশির ভাগ চামড়ায় উৎপন্ন হয়। **সীমা**—এই লোমগুলো শরীরকে ঘিরে থাকা চামড়ায় সামান্য মাত্র প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত। নিজ মূল বা গোড়া দ্বারা উপরে আকাশ, আড়াআড়িভাবে অন্যান্য লোম দ্বারা সীমাবদ্ধ। দুটো লোম এক নয়, এটিই তাদের একই সীমা।

নখ : রং—সাদা। **আকার**—মাছের আঁশের মতো। **দিক**—পায়ের নখ নীচে এবং আঙ্গুলের নখ উপরের দিকে। এরা দুই দিকে উৎপন্ন হয়। **অবস্থান**—আঙুলের আগার পিষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিত। **সীমা**—দুই দিকে আঙুলের প্রান্তের মাংস দ্বারা ভেতরে আঙুলের পিঠের মাংস দ্বারা বাইরে এবং আগায় আকাশ দ্বারা আড়াআড়িভাবে অন্যান্য নখ দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আলাদা আলাদা নখ বুঝানো হয়েছে। দুই নখ এক নয়, এটিই তাদের সীমা।

দাঁত : রং—সাদা। **আকার**—এদের আকৃতি বিভিন্ন ধরণের হয়। **দিক**—এরা সবই উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—এরা দুই হনুকাস্থি (চোয়ালের) হাড়ে প্রতিষ্ঠিত। **সীমা**—নীচে চোয়ালের হাড়ে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তাদের নিজ নিজ গোড়া দ্বারা সীমাবদ্ধ। উপরের আকাশ দ্বারা আড়াআড়িভাবে (পাশাপাশি) অন্যান্য দাঁত দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ত্বক (চামড়া) : রং—সাদা। **আকার**—চামড়া শরীরের আকারের মতো। **দিক**—এটি দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—সারা শরীর আবৃত আছে। **সীমা**—এটি নীচে যে তলের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই তলের দ্বারা এবং উপরে আকাশের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মাংস : রং—লাল। কিংশুক ফুলের মতো। **আকার**—এর আকার বিবিধ প্রকার। **দিক**—এটি দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—তিনশত বিশটিরও অধিক হাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। **সীমা**—নিচে হাড়ের পুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত তল দ্বারা উপরে চামড়া দ্বারা আড়াআড়িভাবে অন্যান্য মাংস দ্বারা সীমাবদ্ধ।

স্নায়ু (পেশীতন্ত্র) : রং—সাদা। নয়শত পেশীতন্ত্র। **আকার**—এরা নানাবিধ আকৃতির। **দিক**—এগুলো উভয়দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—সমস্ত শরীরের হাড়গুলোর সাথে যুক্ত করে আছে। **সীমা**—নিচে তিনশত হাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত তল দ্বারা উপরে মাংস ও চামড়াকে যুক্ত করে থাকা অংশগুলো দ্বারা আড়াআড়িভাবে অন্যান্য পেশিতন্ত্র দিয়ে সীমাবদ্ধ।

অস্থি (হাড়) : রং—সাদা। **আকার**—এদের আকার বিভিন্ন ধরণের। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান** —সমস্ত শরীর পরিবেষ্টিত। **সীমা**—এই হাড়গুলো ভেতরে মজ্জা দ্বারা উপরে মাংস দ্বারা এবং মাথায় পরস্পর দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অস্থি (হাড়ের) মজ্জা : রং—সাদা। **আকার**—বড় বড় হাড়ের মজ্জা হলো বাঁশের চোঙার মধ্যে রাখা তৈলাক্ত বড় বড় বেতের আগার মতো। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—হাড়গুলোর ভিতরে অবস্থিত। **সীমা**—হাড়গুলোর অভ্যন্তরস্থ তলের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বৃক্ক (কিডনি) : রং—হালকা লাল। **আকার**—একই বৃন্তে থাকা দুটো আমের আকারের মতো। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—কিডনিগুলো হৃদপিণ্ডকে ঘিরে আছে এবং দুটো স্থূল পেশিতন্ত্রতে আবদ্ধ, যে পেশিতন্ত্রগুলো প্রথমে গলা হতে বের হয়ে সামান্য দুভাগ হয়েছে। **সীমা**—কিডনি তার কিডনির অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

হৃদপিণ্ড : রং—লাল। পদ্মপাতার পিষ্ঠ বর্ণ। **আকার**—নিম্নমুখী করে রাখা পদ্মমুকুলের আকারের মতো। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—শরীরের অভ্যন্তরে দুটো স্তনের মধ্যে অবস্থিত। **সীমা**—হৃদপিণ্ডটি এর হৃদপিণ্ডের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

যকৃৎ (লিভার) : রং—পাণ্ডু (ফ্যাকাসে) লাল। শাপলাপাতার পিঠের বর্ণের মতো। **আকার**—কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) পাতার আকারের মতো। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—দুটো স্তনের ভিতরে ডান পাশে অবস্থিত। **সীমা**—যকৃৎ যকৃতের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ক্লোমা (ঝিল্লি) : রং—সাদা এবং মিহি সুতির বস্ত্রের মতো। **আকার**—নিজ স্থানের আকার। **দিক**—অপ্রকাশ্য ক্লোমা উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—অপ্রকাশ্য ক্লোমাটি হৃদপিণ্ড এবং কিডনিকে আবৃত করে অবস্থিত। **সীমা**—নীচে মাংস, উপরে চামড়া দ্বারা আড়াআড়িভাবে ক্লোমার অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

প্লীহা : রং—নীল। নিগুণ্ডি ফুলের বর্ণের মতো। **আকার**—কালো বাছুরের সাত আঙুল পরিমাণ বড় অবদ্ধ জিহ্বার মতো। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—হৃদপিণ্ডের বামপাশে, পেটের উপরিভাগকে আশ্রয় করে অবস্থিত। **সীমা**—প্লীহার অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ফুসফুস : রং—লাল। **আকার**—অসমানভাবে কাটা পুরু বা মোটা পিঠাখণ্ডের মতো। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—শরীরের অভ্যন্তরে দুটো স্তনের মাঝে হৃদপিণ্ড ও যকৃতের উপরিভাগকে আচ্ছাদিত করে ঝুলে থাকে। **সীমা**—ফুসফুসের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অন্ত্র : রং—সাদা। চুন মিশ্রিত বালুর বর্ণের মতো। **আকার**—রক্তপূর্ণ খোলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা এবং মাথাছিন্ন সাপের মতো। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—গলা এবং নীচে পায়ুপথের সাথে সংলগ্ন এবং গলা থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। **সীমা**—অন্ত্রের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অন্ত্রগুণ : রং—সাদা। সাদা শাপলার শেকড়ের বর্ণ। **আকার**—সাদা

শাপলার শেকড়ের আকার। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—একুশটি অন্ত্রভাঁজের বা অন্ত্রকুণ্ডলীর মাঝে অবস্থিত। **সীমা**—অন্ত্রগুণের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

উদর(পাকস্থলী) : রং—চিবানো আহারের বর্ণ। **আকার**—জলছাঁকনিতে শিথিলভাবে বদ্ধ চালের স্তুপের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—পাকস্থলীতে অবস্থিত। **সীমা**—পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মল (পায়খানা) : রং—ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের বর্ণ। **আকার**—এর স্থানের আকার। **দিক**—নীচের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—মলাশয়ে অবস্থিত। নাভীর নীচে ও মেরুদণ্ডের গোড়ার মাঝখানে অবস্থিত। **সীমা**—মলাশয় এবং মলের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মগজ : রং—সাদা। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—মাথার খুলির চার ভাগ অনুসারে এর অভ্যন্তরে অবস্থিত। **সীমা**—মাথার খুলির ভিতরস্থ তল এবং মগজের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

পিত্ত : (বদ্ধপিত্ত অবদ্ধপিত্ত) রং—বদ্ধপিত্তের রং মধুক তেলের রঙের ন্যায়। অবদ্ধ পিত্তের রং আকুলি ফুলের রঙের ন্যায়। **দিক**—বদ্ধপিত্ত উপরের দিকে উৎপন্ন, অন্যটি দুই দিকেই উৎপন্ন। **অবস্থান**—অবদ্ধপিত্ত চুল, লোম, দাঁত, নখ, শক্ত শুকনো চামড়া এবং মাংসবিহীন অবশিষ্ট সারা শরীরে অবস্থান করে। বদ্ধপিত্ত হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের মাঝে যকৃৎকে আশ্রয় করে থাকা বড় কোসাতকী ফলের কোয়ার মতো পিত্তথলিতে থাকে। **সীমা**—পিত্তের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

শ্লেষ্মা : রং—সাদা। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—পাকস্থলীতে অবস্থিত। **সীমা**—শ্লেষ্মার অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

পুঁজ : রং—শুকনো পাতার হলদে রং। **আকার**—সেখানে আশ্রিত তার স্থানের আকার। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—রক্ত স্থির হয়ে বসে গিয়ে ফোড়াদি দেখা দিলে সেখানে এই পুঁজ থাকে। **সীমা**—পুঁজের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

রক্ত : রং—ঘন লাক্ষারসের মতো লাল। **আকার**—উভয়ই তাদের স্থানের আকার। **দিক**—জমা হয়ে থাকা রক্ত উপরের দিকে উৎপন্ন। অন্যটি দুই দিকেই উৎপন্ন। **অবস্থান**—বিচরণশীল রক্ত চুল, লোম, দাঁত, নখ,

মাংসহীন স্থান ও শক্ত শুকনো চামড়া বাদে সারা শরীরে শিরাজালের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত থাকে। **সীমা**—রক্তের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ঘাম : রং—পরিষ্কার তিলের তেল সদৃশ। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—চুল ও লোমকুপের ফাঁকে অবস্থান। **সীমা**—ঘামের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মেদ : রং—হলুদের ফালি করা বর্ণ সদৃশ। **আকার**—মাংসের উপরে দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে রাখা হলুদ রঙা মিহি সুতিবস্ত্রের আকারে অবস্থিত। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—মোটা শরীরে সারা শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। কৃশ শরীরে নলার মাংস ইত্যাদিকে আশ্রয় করে থাকে। **সীমা**—নীচে মাংস ও উপরে চামড়া দ্বারা আড়াআড়িভাবে মেদের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অশ্রু : রং—স্বচ্ছ তিলের তেল সদৃশ। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—চোখের কোটরে অবস্থিত। **সীমা**—অশ্রুর অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বসা (চর্বি) : রং—নারিকেল তেলের রং। **আকার**—স্নান করার সম পরিষ্কার পানির উপর ছড়িয়ে পড়া ভাসমান তেলবিন্দুর আকার। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান** —হাতের তালু, হাতের পৃষ্ঠতল, নাকের ডগা, কপাল ও কাঁধের চূড়ায় এর অবস্থান। **সীমা**—চর্বির অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

থুথু : রং—সাদা ফেনার রং। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—উভয় গালের পাশ দিয়ে নেমে এসে জিহ্বায় অবস্থান করে। **সীমা**—থুথুর অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সিকনি : রং—কচি তালশাঁসের মতো বর্ণ। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—উপরের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—নাসারন্ধ্র বা নাকের ফুটো পূর্ণ করে অবস্থান করে। এটি সবসময় জমা থাকে না। **সীমা**—সিকনির অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

লসিকা (গ্রন্থিতেল) : রং—কণিকার নির্যাসের বর্ণ। **আকার**—তার স্থানের আকার। **দিক**—দুই দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—একশ আশিটি হাড়ের জোড়ার অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং জোড়াগুলোকে তেল দেয়া বা পিচ্ছিল রাখার কাজ করে। **সীমা**—গ্রন্থিতেলের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

প্রসাব (মূত্র) : রং—শিমের ক্ষারীয় জলের বর্ণ। **আকার**—উপুড় করে রাখা পানির কলসীর ভিতরে থাক পানির আকার। **দিক**—নিচের দিকে উৎপন্ন। **অবস্থান**—মুত্রথলির অভ্যন্তরে অবস্থিত। **সীমা**—মুত্রথলির অভ্যন্তর

এবং মুত্রের অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৪. কুমার-প্রশ্ন

কুমার প্রশ্নের উৎপত্তি

সোপাক স্থবির

ত্রিপিটক সাহিত্যে থেরগাথা অর্থকথায় দুজন সোপাক স্থবিরের কাহিনি উল্লেখিত রয়েছে। এর মধ্যে সপ্তম নিপাতের সোপাক স্থবিরের কাহিনীর সাথে কুমার প্রশ্নের মিল পাওয়া যায়। তাই কুমার-প্রশ্নের মূল উৎপত্তির কারণ এখানে তুলে ধরা হলো।

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণশিল্পে সুদক্ষ হন। কামভোগের দোষ দেখে গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি এক পর্বতে বাস করতেন। ভগবান তাঁর আসন্ন মৃত্যুদর্শনে তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি বুদ্ধ দর্শনে প্রীত হয়ে পুষ্পাসন রচনা করে দিলেন। শাস্তা তথায় বসে অনিত্য বিষয়ক ধর্মোপদেশ দিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেন মত আকাশপথে গমন করেন। তিনি পূর্বগৃহীত নিত্যভাব ত্যাগ করে হৃদয়ে অনিত্য সংজ্ঞা স্থাপন করলেন। তখন তাঁর মৃত্যু হয়। দেহান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সোপাক যোনিতে জাত হন। কেউ কেউ বণিককুলে জাত বলে তাঁকে সোপাক নামে অভিহিত করেন। তাঁর চারি মাস বয়ঃক্রমকালে পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁর খুল্লতাত (কাকা) তাঁকে পালন করে। তাঁর সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে খুল্লতাত নিজের পুত্রের সঙ্গে কলহ করতে দেখে অতিশয় রাগ হয়। তখনি তাঁকে শ্মশানে নিয়ে হাত দুখানি বেঁধে ফেলে এবং এক মৃতদেহের সাথে দৃঢ়ভাবে বেঁধে চলে আসে। তাঁকে 'শৃগালাদি ভক্ষণ করুক' এই ছিল খুল্লতাতের দুরভিসন্ধি, কিন্তু পারমীপূর্ণ বালক, তাঁর এই শেষ জন্ম। তাই বালকের পুণ্যবলে মেরে ফেলতে খুল্লতাতের সাহস হল না, শৃগাল প্রভৃতিও অনিষ্ট করল না। বালক অর্দ্ধরাত্রি সময়ে এই বলে বিলাপ করতে লাগল :

'অহো! আমার কী দুর্গতি হবে, এই অবন্ধুর বন্ধু কে হবে। শ্মশানের মাঝে আমি একাকী বাঁধা আছি, কে আমার অভয় দাতা হবে।'

ভগবান তখন সত্ত্বগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করছিলেন। তিনি বালকের

হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হত্ত্বফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হয়েছে দেখে তাঁর দেহ হতে একটি আলোকসম্পাত করলেন ও স্মৃতি উৎপাদন করে বললেন :

'সোপাক, এস ভয় করিও না, তথাগতকে দর্শন কর। 'রাহুমুখগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়' আমিই তোমাকে পরিত্রাণ করব।'

বুদ্ধ প্রভাবে বালকের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল এবং গাথা শ্রবণের পর স্রোতাপন্ন হয়ে গন্ধকুটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর মাতা পুত্রকে না দেখে বালকের খুল্লতাতকে জিজ্ঞাসা করল, সে কিছুই বলল না। এদিক-ওদিক অন্বেষণ করা সত্ত্বেও পুত্রকে না দেখে ভাবল, 'বুদ্ধগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে জানেন, এখন আমি ভগবানের নিকট গমন করে আমার পুত্রের বিষয় জেনে নেব।' এই ভেবে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলো। 'ভগবান তখন বালককে ঋদ্ধিবলে লুকিয়ে রাখলেন।' পুত্রের মাতা জিজ্ঞাসা করল, 'ভন্তে, আমার পুত্রকে দেখছি না, আপনি তার কোনো খবর জানেন কী?' ভগবান তার প্রশ্নোত্তরে একটি গাথা ভাষণ করলেন :

'পুত্র, পিতা, বান্ধব ত্রাণের কারণ নহে। মৃত্যুরাজ এসে যখন বাধ্য করবে, তখন জাতি বন্ধু কেউই রক্ষা করতে পারবে না।'

পরে ভগবান আরও ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্মকথা শুনে বালকের মাতা স্রোতাপন্ন হলেন। বালক অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন। তখন ভগবান ঋদ্ধি ছেড়ে দিলেন। সেই স্ত্রী পুত্রকে দেখে অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট হলেন। বালক অর্হৎ হয়েছেন জেনে তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদানপূর্বক চলে গেলেন। ভগবান গন্ধকুটির ছায়ায় চঙ্ক্রমণ করছেন, এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানের পেছন পেছন চঙ্ক্রমণ করতে লাগলেন। ভগবান তাঁকে উপসম্পদা দেওয়ার ইচ্ছায় 'এক নাম কী?' হতে দশটি প্রশ্ন করলেন। তিনি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝে 'সমস্ত সত্ত্ব আহারে স্থিত' হতে দশটি প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন। সেই কারণে ওই প্রশ্ন দশটি 'কুমার প্রশ্ন' নামে অভিহিত হয়। ভগবান তাঁর প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে উপসম্পদার আদেশ দিলেন। তাই উহা 'প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা' নামে অভিহিত হলো।

১. "একং নাম কিং"? "সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা"।

২. "দ্বে নাম কিং"? "নামঞ্চ রূপঞ্চ"।

৩. "তীণি নাম কিং"? "তিস্সো ৰেদনা"।

৪. "চত্তারি নাম কিং"? "চত্তারি অরিযসচ্চানি"।

৫. "পঞ্চ নাম কিং"? "পঞ্চুপাদানকখন্ধা"।

৬. "ছ নাম কিং"? "ছ অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি"।

৭. "সত্ত নাম কিং"? "সত্ত বোজ্ঝঙ্গা"।

৮. "অট্ঠ নাম কিং"? "অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো"।

৯. "নৰ নাম কিং"? "নৰ সত্তাৰাসা"।

১০. "দস নাম কিং"? "দসহঙ্গেহি সমন্নাগতো 'অরহা'তি ৰুচ্চতী"তি।

কুমারপঞ্হা নিট্ঠিতা।

কুমার প্রশ্ন

১। এক নাম কী? "জীব জগতের সকল সত্ত্ব আহার দ্বারা জীবন ধারণ করে।"

২। দুই নাম কী? "নাম ও রূপ।"

৩। তিন নাম কী? " তিন প্রকার বেদনা।"

৪। চার নাম কী? "চার প্রকার আর্যসত্য।"

৫। পঞ্চ (পাঁচ) প্রকার নাম কী "পঞ্চোপদান স্কন্ধ।"

৬। ছয় প্রকার নাম কী? "ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।"

৭। সাত প্রকার নাম কী? "সাত বোধ্যঙ্গ।"

৮। আট প্রকার নাম কী? "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।"

৯। নয় প্রকার নাম কী? "নয় প্রকার সত্ত্বাবাস"।

১০। দশবিধ নাম কী? "দশবিধ অঙ্গ দ্বারা বিভূষিত অর্হৎ।

কুমার প্রশ্ন সমাপ্ত।

কুমার প্রশ্নের ব্যাখ্যা

''একধম্মে, ভিকখৰে, ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো সম্মা ৰিরজ্জমানো সম্মা ৰিমুচ্চমানো সম্মা পরিযন্তদস্সাৰী সম্মত্তং অভিসমেচ্চ দিট্ঠেৰ ধম্মে দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমস্মিং একধম্মে? সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা। ইমস্মিং খো, ভিকখৰে, একধম্মে ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'একো পঞ্হো একো উদ্দেসো একং ৰেয্যাকরণ'ন্তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজেকে এক ধর্মে সম্যকভাবে জন্মগ্রহণে অপ্রবৃত্তি জন্মায়, নিজেকে পৃথকাবস্থায় রাখে, নিজে বিমুক্ত রাখে, অন্তিম (শেষ) দর্শনকারী বিশুদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়ে, দৃষ্টধর্মে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটায়। সেই এক ধর্ম কী? সকল সত্ত্ব বা প্রাণীগণ আহার (খাদ্যর) উপর

নির্ভরশীল। হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্মে ভিক্ষু সম্যকভাবে জন্মগ্রহণে অপ্রবৃত্তি জন্মায়, নিজেকে পৃথকাবস্থায় রাখে, নিজেকে বিমুক্ত রাখে, অন্তিম (শেষ) দর্শনকারী বিশুদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়ে, দৃষ্টধর্মে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটায়। 'সেই এক প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষুগণ উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

"দ্বীসু, ভিকখৰে, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু দ্বীসু? নামে চ রূপে চ। ইমেসু খো, ভিকখৰে, দ্বীসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো...পে... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'দ্বে পঞ্হা, দ্বে উদ্দেসা, দ্বে ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই দ্বিবিধ ধর্ম কী? সেই দ্বিবিধ ধর্ম হলো নাম ও রূপ। হে ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই দ্বিবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

নাম ও রূপ : নাম বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। রূপ বলতে রূপস্কন্ধ বুঝায়। সুতরাং নাম-রূপ বললে উক্ত পঞ্চস্কন্ধকে বুঝায়।

"তীসু, ভিকখৰে, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু তীসু? তীসু ৰেদনাসু। ইমেসু খো, ভিকখৰে, তীসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'তযো পঞ্হা, তযো উদ্দেসা, তীণি ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই তিন প্রকার ধর্ম কী? সেই তিন প্রকার ধর্ম হলো সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও অদুঃখ-অসুখবেদনা। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ধর্মের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মেতে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই ত্রিবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

বেদনা : বেদনা তিন প্রকার; যথা : সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষাবেদনা।

"চতূসু, ভিকখৰে, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু চতূসু? চতূসু আহারেসু। ইমেসু খো, ভিকখৰে, চতূসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'চত্তারো পঞ্হা চত্তারো উদ্দেসা চত্তারি ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই চতুর্বিধ আহার কী? চতুর্বিধ আহার হলো। যথা : কবলীকৃত আহার, স্পর্শ আহার, বিজ্ঞান আহার ও মনোসঞ্চেতনা আহার। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্বিধ আহারের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মেতে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই চারবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

"তযিদং, ভিকখৰে, দুকখং অরিযসচ্চং অনুবুদ্ধং পটিৰিদ্ধং... দুকখনিরোধগামিনিপটিপদা অরিযসচ্চং অনুবুদ্ধং পটিৰিদ্ধং, উচ্ছিন্না ভৰতন্হা, খীণা ভৰনেত্তি, নত্থি দানি পুনব্ভৰো''তি (সং. নি. ৫.১০৯১)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখনিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই চারি আর্যসত্যকে উপলব্ধ, হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে ভবতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পুনরায় ভবসংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না।"

চার আর্যসত্য : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখসমুদয় বা দুঃখের কারণ, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায় বা মার্গসত্য।

"পঞ্চসু, ভিকখৰে, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু পঞ্চসু? পঞ্চসু উপাদানকখন্ধেসু। ইমেসু খো, ভিকখৰে, পঞ্চসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'পঞ্চ পঞ্হা, পঞ্চ উদ্দেসা, পঞ্চ ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই পঞ্চোপাদনস্কন্ধ কী? সেই পঞ্চোপাদন স্কন্ধ হলো। যথা : রূপস্কন্ধ,

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চোপাদান স্কন্ধে ভিক্ষু সম্যক ধর্মেতে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই পঞ্চবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ।

"ছসু, ভিকখৰে, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু ছসু? ছসু অজ্ঝত্তিকেসু আযতনেসু। ইমেসু খো, ভিকখৰে, ছসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা নিব্বিন্দমানো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'ছ পঞ্হা ছ উদ্দেসা ছ ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৭)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী? সেই ছয় প্রকার ধর্ম হলো। ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। যথা : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, কায় ও মন-আয়তন। হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন ধর্মের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মেতে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই ষড়বিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, কায় ও মনো আয়তন।

"সত্তসু, আৰুসো, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা সুভাৰিতচিত্তো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। কতমেসু সত্তসু? সত্তসু বোজ্ঝঙ্গেসু। ইমেসু খো, আৰুসো, সত্তসু ধম্মেসু ভিকখু সম্মা সুভাৰিতচিত্তো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'সত্ত পঞ্হা সত্ত উদ্দেসা সত্ত ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং ভগৰতা, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৮)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী? সেই সাত প্রকার ধর্ম হলো।

সাত বোধ্যঙ্গ। যথা : স্মৃতিবোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা)-বোধ্যঙ্গ, বীর্য বোধ্যঙ্গ, প্রীতিবোধ্যঙ্গ, প্রশান্তিবোধ্যাঙ্গ হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ধর্মের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মেতে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই সপ্তবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

সাত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতিবোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা) বোধ্যঙ্গ, বীর্য-বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি-বোধ্যঙ্গ, সমাধি-বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা-বোধ্যঙ্গ।

"অট্ঠসু, আৰুসো, ধম্মেসু ভিকখু সম্মা সুভাৰিতচিত্তো... দুকখস্সন্তকরো হোতি। 'অট্ঠ পঞ্হা, অট্ঠ উদ্দেসা, অট্ঠ ৰেয্যাকরণানী'তি ইতি যং তং ৰুত্তং ভগৰতা, ইদমেতং পটিচ্চ ৰুত্ত''ন্তি (অ. নি. ১০.২৮)।

অনুবাদ : "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক ধর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন (পরিনিবৃত্তি) ঘটায়। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী? সেই আট প্রকার ধর্ম হলো। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত বা কর্ম, সম্যক আজীব বা জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ধর্মের মধ্যে ভিক্ষু সম্যক ধর্মে রত হয়ে নির্বেদের দিকে, মোহমুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে দুঃখের অন্তসাধন ঘটায়। 'সেই অষ্টবিধ প্রশ্নের উদ্দেশ (বর্ণনা, ব্যাখ্যার) সমাধান হয়।' ভগবান এরূপে ভাষণ করলে, ভিক্ষু উক্ত ভাষণকে অভিনন্দন বা সাধুবাদ জানালেন।"

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত বা কর্ম, সম্যক আজীব বা জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

"সন্তাৰুসো, সত্তা নানত্তকাযা নানত্তসঞ্ঞিনো, সেয্যথাপি মনুস্সা একচ্চে চ দেৰা একচ্চে চ ৰিনিপাতিকা, অযং পঠমো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা নানত্তকাযা একত্তসঞ্ঞিনো, সেয্যথাপি, দেৰা ব্রহ্মকাযিকা, পঠমাভিনিব্বত্তা, অযং দুতিযো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা একত্তকাযা নানত্তসঞ্ঞিনো, সেয্যথাপি, দেৰা আভস্সরা, অযং ততিযো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা একত্তকাযা একত্তসঞ্ঞিনো, সেয্যথাপি, দেৰা সুভকিণ্হা, অযং চতুত্থো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা অসঞ্ঞিনো অপ্পটিসংৰেদিনো,

সেয্যথাপি, দেৰা অসঞ্ঞসত্তা, অযং পঞ্চমো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা সব্বসো রূপসঞ্ঞানং... আকাসানঞ্চাযতনূপগা, অযং ছট্ঠো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা... ৰিঞ্ঞাণঞ্চাযতনূপগা, অযং সত্তমো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা... আকিঞ্চঞ্ঞাযতনূপগা, অযং অট্ঠমো সত্তাৰাসো। সন্তাৰুসো, সত্তা... নেৰসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনূপগা, অযং নৰমো সত্তাৰাসো”তি (দী. নি. ৩.৩৪১)।

নয় সত্ত্বাবাসের অনুবাদ : নানাকায় নানাসংজ্ঞাবিশিষ্ট (মনুষ্যগণ, কোনো কোনো দেবতা, কোনো কোনে নরকগামী এই পর্যায়ভুক্ত), নানাকায় একসংজ্ঞাবিশিষ্ট (ব্রহ্মকায়িক দেবগণ), এককায় নানাসংজ্ঞাবিশিষ্ট (আভাস্বর দেবগণ), এককায় একসংজ্ঞাবিশিষ্ট (শুভকীর্ণ দেবগণ), সংজ্ঞাহীন (অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণ), আকাশায়াতন উপগত (যাঁরা আকাশ-অনন্ত অতিক্রম করে আকাশ-আয়তনে স্থিত হন), বিজ্ঞানায়তন উপগত (যাঁরা অনন্ত-বিজ্ঞান অতিক্রম করে অনন্ত-বিজ্ঞান আয়তনে স্থিত হন), আকিঞ্চনায়তন উপগত (যাঁরা অনন্ত-আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে কিছু নেই, এরূপ সংজ্ঞায় স্থিত হন), নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন উপগত করে (যাঁরা রূপসংজ্ঞা প্রতিঘসংজ্ঞা আয়তন সমতিক্রম করে সংজ্ঞা ‘সংজ্ঞাও নেই’, অসংজ্ঞাও নেই’ এরূপ অবস্থায় স্থিত হন) প্রাণী।

দশবিধ অঙ্গে বিভূষিত অর্হৎ : অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যক কর্ম, অশৈক্ষ্য সম্যক জীবিকা, অশৈক্ষ্য সম্যক ব্যায়াম, অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান ও অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি। যাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি, শিখার আরও কিছু আছে, তাঁরা শৈক্ষ্য এবং যাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, শিখার আর কিছুই নেই তাঁরা অশৈক্ষ্য। অর্হত্ত্বফল লাভ হলে শিখার আর কিছুই থাকে না, এজন্য তাঁরা অশৈক্ষ্য। অন্যেরা শৈক্ষ্য।

মঙ্গল সূত্রের উৎপত্তি কথা

সেই সময় জম্বুদ্বীপে নগরের দ্বারে ও সভাগৃহের মধ্যে বহু লোক একত্রিত হয়ে, বিবিধ মণি-মাণিক্য স্বর্ণ দিয়ে নানাপ্রকার গল্পের কথা বলাতেন। এক একবারের উত্থাপিত কথা চার মাসব্যাপী চলত। সে সময় তাঁদের মধ্যে একদিন মঙ্গলের বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হলো। অর্থাৎ মঙ্গল কী? দর্শনে

মঙ্গল, না শ্রবণে (শোনা) মঙ্গল, না ঘ্রাণ নেওয়ায় মঙ্গল? এ মঙ্গল সম্বন্ধে কে বা ভালোরূপে জানে?

অতঃপর এক দৃষ্ট মাঙ্গলিক ব্যক্তি বললেন, আমি মঙ্গলের বিষয় জানি। জগতে দর্শনেই মঙ্গল সাধিত হয়। যেমন, কোনো কোনো ব্যক্তি সকালে ওঠে চাতক পাখী, বেণুযষ্টি (বাঁশের লাঠি), গর্ভিনী, কুমার, অলংকৃত (সাজানো) পূর্ণঘট, কাঁচা রোহিত মাছ, সৈন্ধব ঘোড়া, সৈন্ধব ঘোড়ার রথ, বৃষভ, গাভী, কপিলগরু এগুলো ছাড়াও অন্যান্য বিবিধ প্রকার যদি মঙ্গল সম্মত বস্তু দর্শন করে, এতে তার মঙ্গল হয়। তাঁর কথা কোনো কোনো জন বিশ্বাস করলেন, আর কোনো কোনো জন বিশ্বাস করলেন না। অবিশ্বাসীরা বিবাদ করতে লাগলেন।

অনন্তর শ্রুত মাঙ্গলিক ব্যক্তি বললেন, ওহে, চোখে শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ সবকিছু দেখা যায়। দর্শনে যদি মঙ্গল হতো, তা হলে দৃষ্ট বস্তুমাত্রেই মঙ্গলজনক হতো। কাজেই দর্শনে মঙ্গলজনক হতে পারে না। শব্দ শ্রবণেই মঙ্গল সাধিত হয়। কোনো মানুষ যদি সকালে ওঠে বৃদ্ধি, বর্দ্ধনশীল, পূর্ণ, স্থুল, সুমন, শ্রী, শ্রীবর্ধন, আজ সুনক্ষত্র, সুমুহূর্ত্ত, সুদিবস, সুমঙ্গল এই যত প্রকার মঙ্গল শব্দ শুনবে, ততই মঙ্গল সাধন হবে। ইহা শ্রুত মঙ্গল। তাঁর কথাও কোনো কোনো জন বিশ্বাস করলেন, আর কোনো কোনো জন বিশ্বাস করলেন না। অবিশ্বাসীরা বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর আঘ্রাণ মাঙ্গলিক ব্যক্তি বললেন, "শ্রুতি মঙ্গলজনক নহে, শ্রবণ শক্তি সাধু-অসাধু, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ সমস্ত শ্রবণ করে। শ্রবণের দ্বারা যদি মঙ্গল হতো, তবে সমস্তই মঙ্গলজনক বলে ধরে নিতে হতো। কাজেই তা মঙ্গলকর নহে। আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শের দ্বারা মঙ্গল হয়। যেমন, কোনো কোনো ব্যক্তি সকালে ওঠে পদ্মাদির গন্ধ গ্রহণ করে, অপরিপক্ক দন্তকাষ্ঠের গন্ধের স্বাদ, মাটি স্পর্শ করে, সোনালি বর্ণ, ভিজা গোবর, কচ্ছপ, তিল, পুষ্প (ফুল), ফল স্পর্শ করে। কাঁচা মাটি যথার্থভাবে লেপন করে, কাঁচা বস্ত্র পরিধান করে, কাঁচা টুপি ধারণ করে। এর দ্বারা তার মঙ্গল হয়। তার অভিমতও কোনো জন গ্রহণ করলেন। কোনো জন গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যাঁরা যেই মত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সেই মতে আচরণ করতে লাগলেন। এ প্রকার মঙ্গল কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

তখন জম্বুদ্বীপবাসীর প্রাণবন্ত মানুষেরা স্থানে স্থানে একত্রিত হয়ে "কীসে মঙ্গল হয়?" এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। তাদের রক্ষাকর্তা দেবতারাও এ বিষয় শুনে সেরূপ চিন্তা করছিলেন। এভাবে পরস্পরের নিকট শুনে

আকাশবাসী দেবতা, চতুর্মহারাজিক দেবতা হতে সুদর্শী দেবতা ও অকনিষ্ঠ দেবতারা একেক স্থানে একত্রিত হয়ে মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। এভাবে দশ হাজার চক্রবালের মধ্যে সর্বত্র মঙ্গল চিন্তা উৎপন্ন হলো। তারা "এটিই মঙ্গল, এটিই মঙ্গল" বলে মঙ্গলের বিচার করতে করতে কোনোটিকে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। অথচ এ বিষয় নিয়ে তাঁদের বার বছর অতীত হয়ে গেল। আর্যশ্রাবক ব্যতীত অবশিষ্ট দেব-নর-ব্রহ্মা সকলেই উক্ত ত্রিবিধ মঙ্গলের মধ্যে যথার্থভাবে মঙ্গল বলে একটিও গ্রহণ করতে পারল না। তখন জগতে মঙ্গল কোলাহল উৎপন্ন হয়।

পাঁচ প্রকার কোলাহল (ঘোষণা); যথা : কল্পকোলাহল, চক্রবর্তীকোলাহল, বুদ্ধকোলাহল, মঙ্গলকোলাহল ও মোনয়্যকোলাহল।

কল্পকোলাহল : কামলোকের দেবতাগণ বিহ্বল মাথায় আলুলায়িত (ছড়ানো-ছিটানো) কেশে কান্নাজনিত মুখে অশ্রুসমূহ হাত দ্বারা মোচন করতে করতে রক্তবস্ত্র পরিধান সদৃশ বিরূপবেশ ধারণ করে, জগতে বিচরণ করে বলেন যে, এখন হতে লক্ষ বছর পরে জগৎ ধ্বংস হবে। এমন কি এই মহাসমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এই মহাপৃথিবী ও পর্বতের রাজা সিনেরুপর্বতসহ শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। এমন কী ব্রহ্মালোক পর্যন্ত নিশ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব তোমরা সকলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা কর। মাতাপিতার সেবা কর। কুলজ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি গুরুবর্গের সম্মান-গৌরব কর, প্রমাদ পরিত্যাগ করে, অপ্রমত্ত হয়ে জীবনযাপন কর। এর নাম কল্পকোলাহল।

চক্রবর্তীকোলাহল : কামলোকবাসীর দেবতাগণ মনুষ্যলোকে বিচরণ করে ঘোষণা করেন যে, "আজ হতে একশত বছর পরে জগতে চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হবে।" এর নাম চক্রবর্তীকোলাহল।

বুদ্ধকোলাহল : শুদ্ধাবাস ভূমির ব্রহ্মাগণ ব্রহ্মা আভরণে সজ্জিত হয়ে, অত্যধিক আনন্দের সাথে মনুষ্যলোকে বিচরণ করতে করতে বুদ্ধগুণ প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, "আজ হতে হাজার বছর পরে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন।" এর নামই বুদ্ধকোলাহল।

মঙ্গলকোলাহল : সুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকের ব্রহ্মাগণ দেব-মনুষ্যগণের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে, জগতে বিচরণ করে ঘোষণা করেন যে, "আজ হতে বারো বছর পরে সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে মঙ্গল বিষয় প্রকাশ করবেন।" এর নামই মঙ্গলকোলাহল।

মোনেয়্যকোলাহল : শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকের ব্রহ্মাগণ মনুষ্যলোকে বিচরণ

করে ঘোষণা করেন যে, "আজ হতে সাত বছর পরে একজন ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের নিকট মোনেয়্য প্রতিপদা ব্রত পালন করবেন।" এর নামই মোনেয়্যকোলাহল।

এই পাঁচ প্রকার কোলাহলের মধ্যে দেব-মনুষ্যদের মধ্যে জগতে মঙ্গলকোলাহল উৎপন্ন হলো।

অতঃপর দেব-মনুষ্যগণ এভাবে মঙ্গল চিন্তা করতে করতে বারো বছর অতিবাহিত করলেন। তথাপি তাঁরা মঙ্গল বিষয়ে কোনো কিছুই নির্ধারণ করতে পারলেন না। তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবতাগণ একত্রিত হয়ে এরূপ চিন্তা করছিলেন। "মারিস, গৃহস্বামী যেমন গৃহপরিজনের কর্তা, গ্রামের মোড়ল যেমন গ্রামবাসীর কর্তা, রাজা যেমন প্রজা সাধারণের কর্তা; সেরূপ এই দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের চেয়েও পুণ্যতেজে, ঐশ্বর্যবলে এবং প্রতিভা প্রভাবে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তিনি দুই দেবলোকের অধিপতি কাজেই আমরা দেবরাজ ইন্দ্রকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। তৎপর দেবতারা গিয়ে দেবৈশ্বর্য প্রতিমণ্ডিত অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত পারিজাতমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রকে অভিবাদনপূর্বক একপান্তে স্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হে দেবরাজ ইন্দ্র, বর্তমান মঙ্গল সম্বন্ধে যেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তা আপনি কী জানেন? কেউ কেউ বলছেন দর্শনে মঙ্গল, কেউ কেউ বলছেন শ্রবণে মঙ্গল, কেউ কেউ ঘ্রাণে, আস্বাদন ও স্পর্শকরণে মঙ্গল বলে প্রকাশ করছেন। ইহাতে আমরা সম্যক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। আপনি যদি যথাধর্ম বলেন, তবে বড়ই উত্তম হবে।

দেবরাজ স্বভাবত প্রজ্ঞাবান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই মঙ্গল কথা কোথায় উত্থাপিত হয়েছে?" "আমরা দেব, চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের নিকট শুনেছি। কিন্তু এটি মনুষ্যলোকে উত্থাপিত হয়েছিল। তাদের নিকট ক্রমান্বয়ে আকাশবাসী দেবতা, আকাশস্থিত দেবতা হতে ভূমিবাসী দেবতা, ভূমিবাসী দেবতা হতে মনুষ্য-আরক্ষা দেবতা, মনুষ্য-আরক্ষা দেবতা হতে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।"

"বন্ধুগণ, তোমরা অগ্নিকে হেয় মনে করে জোনাকিকে বড় মনে করছ। জগতের নিখিল মঙ্গলের নির্দেশক ভগবান বুদ্ধকে অবহেলা করে আমাকে জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত মনে করেছ! বন্ধুগণ, এস ভগবানের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁর নিকট আমরা সদুত্তর পেতে পারি।" ইন্দ্র দেবতাদের এভাবে উৎসাহিত করে একজন দেবপুত্রকে আদেশ করলেন, "বৎস, তুমি গিয়ে ভগবান বুদ্ধকে এ বিষয় জিজ্ঞাস কর।" দেবপুত্র ইন্দ্রের আদেশে

দিব্যভূষণে ভূষিত হয়ে বিদ্যুতের ন্যায় দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত করে দেবগণ পরিবৃত সাথে জেতবন বিহারে পৌঁছে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শে দাঁড়িয়ে গাথাচ্ছন্দে মঙ্গল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবান তার প্রত্যুত্তর প্রদান প্রসঙ্গে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলযুক্ত সমস্ত পাপক্ষয়কারী মঙ্গল পরিত্রাণ দেব-মানবের হিতার্থ দেশনা করছিলেন।"

৫. মঙ্গলসুত্তং (মঙ্গল সূত্র)

(নিদানং)

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তুযিংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং;
দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপবিনাসনং,
সব্বলোকহিতত্থায় মঙ্গলং তং ভণাম হে।

দেবত-মনুষ্যগণ বারো বছরব্যাপী চিন্তা করেও ইহ-পরকালে "কীসে প্রকৃত মঙ্গল হয়" তা জানতে পারেনি। সকল প্রকার পাপ বিনাশক বুদ্ধ দেশিত আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল বিষয় দেব-মনুষ্যগণের হিতার্থে প্রকাশ করছি।

১. এৰং মে সুতং—একং সমযং ভগৰা সাৰত্থিযং ৰিহরতি জেতৰনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেৰতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তৰণ্ণা কেৰলকপ্পং জেতৰনং ওভাসেত্বা যেন ভগৰা তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগৰন্তং অভিৰাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেৰতা ভগৰন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

১। আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর এক জনৈক দেবতা রাতের শেষভাগে সমস্ত জেতবন চতুর্দিক আলোকিত করে যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন (বন্দনা, নমস্কার) করে, একপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর সেই দেবতা একপার্শ্বে স্থিত অবস্থায় ভগবানকে গাথায় মঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন :

২. "বহূ দেৰা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তযুং।
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং"॥

২। বহু দেবতা-মানুষ মঙ্গল সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কীসে মঙ্গল হয়? সেটি নিধারণ করতে পারেনি। সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখদায়ক উত্তম মঙ্গল আমাদেরকে ব্যাখ্যা করুন।

৩. "অসেৰনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেৰনা।
পূজা চ পূজনেয্যানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৩। মূর্খ (অজ্ঞানী) ব্যক্তির সেবা না করা, পণ্ডিত (জ্ঞানী) ব্যক্তির সেবা করা। পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৪. "পতিরূপদেসৰাসো চ, পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা।
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৪। ধর্মত জীবন যাপনে প্রতিরূপ (বৌদ্ধপ্রধান) দেশে বাস করা, পূর্ব (অতীত) পূর্ব জন্মে সম্পাদিত পুণ্যের ফলে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে নিয়োজিত রাখা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৫. "বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, ৰিনযো চ সুসিক্খিতো।
সুভাসিতা চ যা ৰাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৫। বহু সত্য বিষয়ক গভীর জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা ও বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া। সুভাষিত (কর্ণসুখকর) বাক্য ভাষণ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৬. "মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো।
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৬। মাতাপিতার সেবা, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ (রক্ষণাবেক্ষণ) অনাকুল (নিষ্পাপ, প্রশান্ত, শৃঙ্খল) কর্ম (জীবিকা) নির্বাহ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৭. "দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো।
অনৰজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৭। দান, ধর্ম আচরণ ও জ্ঞাতিদের বিবিধ কার্যে সাহায্য সহযোগিতা করা, অনবদ্য (নির্দোষ, পরিশুদ্ধ) কর্ম সম্পাদন করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৮. "আরতী ৰিরতী পাপা, মজ্জপানা চ সংযমো।
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৮। বিবিধ প্রকার পাপ কার্যে অনাসক্তি নিবৃত্তি (বিরাগ), মদ্য, নেশাজাতীয় দ্রব্যাদিতে সংযমতা (বিরত) থাকা, অপ্রমাদের সাথে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৯. "গারৰো চ নিৰাতো চ, সন্তুট্ঠি চ কতঞ্ঞুতা।
কালেন ধম্মস্সৰনং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৯। গৌরবনীয় (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) ব্যক্তির গৌরব (শ্রদ্ধা) প্রদর্শন করা, তাঁদের প্রতি নম্রতা (ভদ্রতা) পোষণ করা, সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যথা

সময়ে ধর্মশ্রবণ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১০. "খন্তী চ সোৰচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং।
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

১০। ক্ষমাশীল হওয়া, প্রীতিকরপূর্ণ ভিক্ষু-শ্রমণদের দর্শন লাভ করা, যথাসময়ে (যেকোনো উপযুক্ত সময়ে) ধর্মালোচনা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১১. "তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং।
নিব্বানসচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

১১। তপশ্চর্যা (ভাবনা) করা, ব্রহ্মচর্য (শীল প্রতিপালন ও ভাবনাদিতে) নিজেকে নিয়োজিত থেকে চতুরার্যসত্যকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১২. "ফুটঠস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পতি।
অসোকং ৰিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

১২। আট[১] লোকধর্মের প্রতি চিত্তকে অবিচলিত রাখা। শোকহীন, নিষ্পাপ, পবিত্র ও নির্বিঘ্নে (নিরাপদে) থাকা। ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১৩. "এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা।
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তম"ন্তি॥

১৩। যাঁরা এই সকল মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করে, তাঁরাই সর্বত্রই অপরাজিত (জয়ী) হন। তাঁরা সর্বত্রই স্বস্তির সাথে নির্বিঘ্নে (নিরাপদে) থাকেন। ইহাই তাঁদের (দেব-মনুষ্যগণের) মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করাই উত্তম মঙ্গল।

মঙ্গলসূত্র সমাপ্ত।

৬. রতনসুত্তং (রতন সূত্র)

রতন সূত্রের উৎপত্তি কথা

তখন বারাণসী রাজার অগ্রমহেষী গর্ভধারণ করেছিলেন। তিনি ইহা জ্ঞাত হয়ে, রাজাকে এবিষয় নিবেদন করলেন। রাজা রাণীকে গর্ভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ দিলেন। রাণী যথাযথভাবে গর্ভপাত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গর্ভ পরিপক্ব সময়ে প্রসবঘরে প্রবেশ করলেন। পুণ্যবতী খুব প্রাতঃকালে

---

[১]। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।

(সকালবেলা) গর্ভবেদনা প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সময় রাণী প্রাতঃকালেই রক্তবর্ণগোলাকার আবরিত লাল গোলাপ পুষ্পসদৃশ এক মাংসপেশী প্রসব করলেন। তখন, "অন্য দেবীগণ স্বর্ণময় আকৃতি সদৃশ পুত্র প্রসব করলেন। অগ্রমহেষী মাংসপেশী প্রসব করেছেন। রাজার সম্মুখে আমার এরূপ অপবাদ (নিন্দা) প্রকাশিত হবে।" সেই অপবাদের ভয়ে চিন্তা করে সেই মাংশপেশী একটি ভাজনে রেখে, অপর একজনের দ্বারা ভাজনটি আচ্ছাদিত করে রাজচিহ্নযুক্ত অঙ্কিত করে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন। মানুষের (রাণীর) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ভাজনটি দেবগণ রক্ষার জন্য নিয়োজিত রইলেন। সেই ভাজনটিতে সোনার পাট্টায় লাল বর্ণ রঙের একখানা লেখা বেঁধেছিল। "এটি বারাণসী রাজার অগ্রমহেষীর পুত্র-পুত্রী।" তখন সেই ভাজনটি ঢেউ ভয় ইত্যাদি উপদ্রব রহিত হয়ে গঙ্গাস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

সেই সময় একজন তাপস গোপালকুল আশ্রয়ে গঙ্গার তীরবর্তীতে অবস্থান করছেন। তিনি খুব ভোরে গঙ্গা নদীতে নিম্নাভিমুখী একটি ভাজন ভেসে আসতে দেখে পাংশুকুল (যেকোনো জনের পরিত্যক্ত) সংজ্ঞায় এটি গ্রহণ করলেন। তথায় তিনি তা খুললে, পাট্টায় লিখিত রাজ-অঙ্কিত মুদ্রিত লিখা এবং মাংশপেশীই দেখল। এটি দেখে তিনি এরূপ বললেন, "এই গর্ভ এমনি যে, এ গর্ভ থেকে তেমন কোনো প্রকার পঁচা-দুর্গন্ধভাব উৎপন্ন হয়নি।" এটিকে আশ্রমে নিয়ে পরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানে রেখেদিলেন। অতঃপর ইহা অর্ধমাসে অতিক্রম করলে দ্বিবিধ মাংশপেশী হয়েছিল। তাপস ইহা দেখে, অতীব যত্নসহকারে উত্তমভাবে রেখেদিলেন। তখন পুনরায় অর্ধমাস পরে একটার পর একটা মাং পেশী হতে হাত-পা-মাতা অনুক্রমে পঞ্চ (পাঁচ) পঞ্চ ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হয়েছিল। তাপস তা দেখে পুনরায় আরও উত্তমভাবে রেখেদিলেন। অনন্তর অর্ধমাস পরে সেই মাংশপেশী হতে সোনার বর্ণসদৃশ একজন বালক ও একজন বালিকা হয়েছিল। তখন সেই তাপস তাঁদের প্রতি পুত্রস্নেহ পোষণ করেছিলেন। পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে সেই তাপসের আঙ্গুলের মাথায় দুধ উৎপন্ন হলো। সেই বালক-বালিকা জন্ম হতে ক্ষীর (দুধ) ভাত লাভ করলেন। তিনি ভাত ভোজন করে ক্ষীর বালকদের মুখে বিন্দু বিন্দু পতিত করাতেন। যা সেটি বালকদের উদরে (পেটে) প্রবেশ করত। তখন এদের দুজনকে উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর মণিময় ভাজন সদৃশ দেখাচ্ছিল বিধায় এরূপে লিচ্ছবী নামকরণ হয়েছিল। অনেকে আবার এরূপ বলেন, "সূচীকর্মের ন্যায় বিন্যাস্ত সদৃশ, পারস্পরিকভাবে লীন (অনুজ্জ্বল) নয় বিধায় প্রকৃতির ছবি সদৃশ হয়েছিল।" এদের দেহ আকৃতি বর্ণ লীন

(অনুজ্জ্বল বর্ণ) নয় বিধায় লিচ্ছবী নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাপস সন্তানগণকে লালন-পালন করার জন্য উস্‌সর (উশ্বর) নামক এক গ্রামে পিণ্ডচারণে গিয়ে অতীব দুপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সেই ব্যাপারটি (বিষয়টি) এক গোপালককে জ্ঞাত করলে, গো (গরু) পালক বলল, "ভন্তে, প্রব্রজিতদের সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন অতীব প্রতিবন্ধক। এই সন্তানগণকে আমাদেরকে দিন, আমরা এদের লালন-পালন করব। আপনি নিজের প্রব্রজিত কর্ম সম্পাদিত করুন।" তাপস 'উত্তম বলে' সম্মত (রাজি) হলেন। গোপালক তারপরের দিন রাস্তা সমান করে পুষ্প (ফুল) দ্বারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ধ্বজা পতাকা উঠিয়ে, বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে তাপসের আশ্রমে আসল। "তোমরা এই মহাপুণ্যবান সন্তানগণকে, অপ্রমাদের সাথে বড় কর, বড় হলে, এদের পরস্পরের সহিত আবাহ-বিবাহ করে, পঞ্চ (পাঁচ) গোরস দ্বারা রাজাকে পরিতৃপ্ত করে, ভূমিভাগ গ্রহণ করে নগর মাপিয়ে, তথায় কুমারকে অভিষেক করাবে।" এই বলে তাপস তাঁর সন্তানগণকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। তারা "উত্তম বলে" সম্মত হয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সেই সন্তানগণকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভরণপোষণ করতে লাগল।

তাপসের বালকগণ যখন বর্ধিতকালে খেলা করতে করতে খারাপ মনোভাব নিয়ে ঝগড়া-ঝাটিতে অপর গোপাল পুত্রদেরকে হাতে ও পায়ে প্রহার (আঘাত) করত। তারা তখন কান্নাকাটি করত। তাদের মাতা-পিতাগণ যখন তাদের জিজ্ঞাসা করত "তোমরা কী জন্যই রোদন করছ?" গোপালপুত্রগণ বলল, "এই মাতাপিতাহীন তাপস পালিত পুত্রগণ আমাদের অত্যধিক প্রহার করছেন।" তখন হতে সেই মাতাপিতাগণ বলল, "এই তাপস বালকগণ আমাদের অপর বালকগণকে উৎপীড়ন করছে, দুঃখ দিচ্ছে। এদের সাথে সম্পর্ক (সংযোগ) বর্জন করা কর্তব্য।" বর্জন করেছে বিধায় এদের নাম "বজ্জী" বলা হতো। তখনি সেই প্রদেশ এর পরিমাণ ছিল তিনশত যোজন। অতঃপর সেই প্রদেশ গোপালকগণ রাজাকে নিমন্ত্রণ করে এনে পঞ্চ গোরস দ্বারা সন্তুষ্ট করে শ্রেষ্ঠ (অগ্রস্থানে রাখলেন। তথায় এভাবে নগর পরিমাপ করে নির্দিষ্ট ষোলো বছরে উন্নীত কুমারকে অভিষেক করে রাজা করালেন। তিনি সেই কুমারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। "অন্য জায়গা হতে কুমারী আনার প্রয়োজন নেই, এখান হতে কোনো কন্যা দেওয়া উচিত নয়।" তাঁদের প্রথম সহবাসের কারণে এরূপে দুজন দুজন পুত্র ও কন্যা করে ষোলোজন জন্মগ্রহণ করলেন। সেখান হতে সেই সন্তানগণ যথাক্রমে (একাধারে) বর্ধিত হতে হতে আরাম, উদ্যান (বাগান), আবাসস্থান

পরিবার সম্পত্তি গ্রহণ করতে করতে অপর্যাপ্ত হওয়ায় সেই নগরকে তিন গাবুত[১] অন্তর (পরপর) প্রাচীর দ্বারা ঘেরা দিয়েছিলেন। ইহা পুনঃপুন বৈশালী অধিকারভুক্ত বিধায় বৈশালী নামকরণ করা হয়েছে। এটিই বৈশালী উৎপত্তির ইতিবৃত্ত।

বৈশালীতে ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ

এই বৈশালী ভগবান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। নিঃসন্দেহে তথায় রাজার সংখ্যা সাত হাজার সাতশ সাতজন ছিলেন। এই প্রকারে যুবরাজ সেনাপতি ভাণ্ডাগারিকও প্রভূত ছিলেন। যথায় বলা হয়েছে :

"সেই সময় বৈশালী সমৃদ্ধিশালী, ঐশ্বর্যশালী জনবহুল পরিবেষ্টিত রাজ্যে খাদ্যর সুপ্রাচুর্য সাত হাজার সাতশ সাতখানা প্রসাদ, কূটাগার (দু-তিন তলা বাসভবন), প্রমোদ-উদ্যান ও পুষ্করিণী (পুকুর) ছিল।" (মহাবর্গ ৩২৬)

অপর একসময়ে বৈশালীতে অনাবৃষ্টির কারণে দুভিক্ষ দুর্দশা উৎপন্ন হয়েছিল। প্রথমে সেই নগরীর গরিব দুর্গত মানুষেরা মারা গেল। মৃত মানুষের দেহগুলো বাইরে ফেলে দেয়া হলো। কিন্তু সেই মৃত মানুষের ভীষণ পঁচা দুর্গন্ধে ভূত-পিশাচাদি অমনুষ্যরা নগরে প্রবেশ করতে লাগল। কালক্রমে এত অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল যে, মৃতদেহের সৎকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। পঁচা-দুর্গন্ধময় মৃতদেহ দেখতে দেখতে ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হলো। সেই প্রতিকূল ঘৃণার কারণে নগরে অহিবাত (বিসুচিকা) রোগের উৎপন্ন হলো। দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্যর উপদ্রব এই তিন প্রকার ভয়ে সন্ত্রস্ত বৈশালীবাসী প্রজাসাধারণ রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে, তাদের অসহ্য দুঃখ কাহিনি বিবৃত করেছিলেন। "মহারাজ, নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। ইতোপূর্বে রাজপরম্পরা সাত রাজার রাজত্ব কাল পর্যন্ত এরূপ দুর্দশা দেখা দেয়নি। আমাদের মনে হয়, ইহা আপনার অধার্মিকতার দ্বারা ঘটছে।" তা শুনে রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে মন্ত্রণাগৃহে সম্মিলিত হয়ে বললেন, "তোমরা আমার অধার্মিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখ।" তারা সকলে বিচার করে রাজার কোনো দোষ দেখতে পেল না।

তখন রাজার কোনো প্রকার দোষ দেখতে না পেয়ে তারা ভাবতে লাগল,

---

[১]। শান্তরক্ষিত ভান্তের পালি অভিধান মতে দুই মাইলের চেয়ে কিছু কর্ম দৈর্ঘ্যকে বুঝানো হয়েছে।

"কী প্রকারে আমাদের এই দুর্দশার অবসান হবে?" তথায় কেউ কেউ বলতে লাগল, পুরাণ কশ্যপ, মক্ষলি গোশাল প্রভৃতি আজীবক (সন্ন্যাসী) শাস্তাগণ আছেন। তাঁদের পদধূলি পড়লেই বৈশালীর মঙ্গল হবে। অপর কেউ কেউ বলতে লাগল, "জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। সেই ভগবান সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য ধর্মোপদেশ করে থাকেন। তিনি মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী। তাঁর পদার্পণেই আমাদের সমস্ত ভয় তিরোহিত হয়ে যাবে।"

'বুদ্ধ' এই নাম শুনে তারা সকলে আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, "ভগবান বুদ্ধ সম্প্রতি কোথায় অবস্থান করছেন?" আমরা যদি লোক প্রেরণ করি, তিনি আসবেন কী?" এ প্রস্তাবে অপর কোনো কোনো জন বলতে লাগল, "বুদ্ধগণ জগতের প্রতি অনুকম্পাকারী। কেন এখানে আসবেন না?" তিনি এখন রাজগৃহে অবস্থান করছেন। মহারাজ বিম্বিসার তাঁর সেবা করেন। তিনি যদি আসতে বাধা না দেন, তবে অবশ্যই আসবেন। "তা হলে রাজাকে জ্ঞাত করে আনয়ন করব।" এই ভেবে তারা দুজন রাজা লিচ্ছবীকুমারকে সৈন্যবাহিনীসহ প্রভূত (বহুবিধ) উপঢৌকন (উপহার) দিয়ে রাজা বিম্বিসারের নিকট পাঠাল এবং বলল, "রাজা বিম্বিসারকে বলে ভগবানকে নিয়ে আস।" তাঁরা রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিম্বিসারকে তাঁদের উপঢৌকন প্রদানপূর্বক মনোবাঞ্ছা নিবেদন করলেন। রাজা তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে বললেন, "ইহা তোমরাই বুঝতে পার।" তাঁরা ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে, ভগবানের চরণে বন্দনা নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন, "ভন্তে, আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে, যদি ভগবান করুণা করে একবার বৈশালীতে শুভ পদার্পণ করেন, তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।" তখন ভগবান সর্বজ্ঞতা প্রভাবে চিন্তা করে দেখতে পেলেন যে—"আমি যদি বৈশালীতে 'রত্নসূত্র' দেশনা করি, তা হলে কোটি হাজার চক্রবালের রক্ষাদণ্ড সদৃশ হবে এবং চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হবে।" এই চিন্তা করে ভগবান তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

অতঃপর রাজা বিম্বিসার ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন শুনে, "ভগবান বৈশালীতে নিমন্ত্রণ করেছেন।" তা নগরে ঘোষণা করায়ে, ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বিম্বিসার রাজা বললেন, "ভন্তে, আপনি না কি বৈশালী নগরে গমন করবেন?" তখন ভগবান বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ' মহারাজ। সেজন্য ভন্তে, আপনাদের গমনের জন্য যতদুর রাস্তা ততদুর পর্যন্ত সজ্জিত করিয়েছি।

অনন্তর রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ হতে গঙ্গা পর্যন্ত পাঁচ যোজন ভূমি সমান করে যোজনে যোজনে বিহার তৈরি করে ভগবানের গমনকাল জ্ঞাপন করলেন। ভগবান পাঁচশত ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে যাত্রা করলেন। রাজা পাঁচ যোজন অন্তর রাস্তা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার পাঁচ বর্ণের পুষ্প দ্বারা জানু পর্যন্ত ছিটিয়ে ধ্বজা পতাকা পূর্ণঘট তুলে কদলীবৃক্ষাদি লাগিয়ে ভগবানকে দ্বিবিধ শ্বেত (সাদা) ছাতা ও ভিক্ষুসংঘকে এক একটি করে ছাতা দিলেন, নিজের পরিবারের সাথে পুষ্প সুগন্ধি ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা পূজা করতে করতে এক এক বিহারে ভগবানকে অবস্থান করিয়ে মহারাজ বিম্বিসার মহাদান যজ্ঞের আয়োজন করে, ভগবানকে পূজা করতে করতে পাঁচ দিন পর গঙ্গা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন।

তথায় সর্ব অলংকার দ্বারা নৌকা সজ্জিত করাবস্থায় বৈশালী রাজ্যে সংবাদ জানালেন। "আগমন রত ভগবান সজ্জিত রাস্তা দিয়ে গমন করলে সকলে ভগবানের পেছনে পেছনে যাত্রা করলেন।" তখন বৈশালীগণ বললেন, "আমরাও ভগবান বুদ্ধকে দ্বিগুণ পূজা করব।" তাঁরা বৈশালী হতে গঙ্গা পর্যন্ত তিন যোজন ভূমি সমান করে ভগবানকে চারটি শ্বেত ছাতা এবং ভিক্ষুসংঘকে দ্বিবিধ দ্বিবিধ শ্বেত ছাতাসমূহ সজ্জিত করে পূজা করার জন্য গঙ্গাতীরে আগমন করে অবস্থান করলেন।

অনন্তর রাজা বিম্বিসার দুটি নৌকাকে একত্রিত করে মণ্ডপ (মঞ্চ) নির্মাণ করিয়ে পুষ্পা দ্বারা সজ্জিত করে তথায় সর্ববিধ রত্নময় বুদ্ধের আসন প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুত) করালেন। সেই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে ভগবান উপবেশন করলেন। অপর পাঁচশত ভিক্ষুসংঘও নৌকায় ওঠে যথানুরূপভাবে আসনে উপবেশন করলেন। রাজা বিম্বিসার ভগবানকে নৌকায় গমন করতে করতে দেখে গঙ্গা নদীতে গলা প্রমাণ পর্যন্ত জলে নেমে, "ভন্তে, ভগবান যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বৈশালী হতে আগমন করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই গঙ্গা তীরে অবস্থান করব।" বলে প্রত্যাগমন করলেন। তখন উপরিস্থিত অকনিষ্ঠবাসী দেবতা পর্যন্ত ভগবানকে পূজা করছিলেন। নিম্নে গঙ্গায় অবস্থানকারী কম্বলসতরাদয় নাগরাজা ভগবান বুদ্ধকে পূজা করলেন। এরূপে ভগবান মহা পূজা-সৎকার লাভ করে দীর্ঘ যোজনমাত্র গঙ্গায় গমন করে বৈশালীর সীমান্তে প্রবেশ করলেন।

তখন লিচ্ছলী রাজাগণ রাজা বিম্বিসারের দ্বারা করা পূজার দ্বিগুণ করতে করতে গলা প্রমাণ জলে ভগবানের পেছনে পেছনে যাত্রা করেছিলেন। সেই ক্ষণে তৎমুহূর্তে আকাশে হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল এবং বিদ্যুৎ চমকিয়ে

চারিদিক হতে মেঘ গর্জন করতে করতে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হলো। তথায় বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যেই জলপ্লাবন হয়ে ছিল, তৎ দ্বারা বৈশালীর দুর্গন্ধ মৃতদেহ ভেসে গিয়ে ভূভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভগবান যখন বৈশালীতে উপস্থিত হলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবপরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণের আবির্ভাবে প্রেত-পিশাচাদি অমনুষ্যদের অনেকে দূরীভূত হলো।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ প্রিয়শিষ্য আনন্দ স্থবিরকে আহবান করে বললেন, "আনন্দ, এই 'রত্ন সূত্র' শিক্ষা করে ধর্মপূজার উপকরণসমূহ গ্রহণ করে লিচ্ছবী কুমারগণ সহ বৈশালী নগরের তিনটি প্রাকারের অন্তরে বিচরণ করতে করতে আবৃত্তি কর।" কোটিলক্ষ চক্রবালের দেবগণ সেই 'রত্নসূত্রের' আদেশ পালনে বাধ্য হয়। তারই প্রভাবে বৈশালীর রোগ, ভয়, অমনুষ্যভয় ও দুর্ভিক্ষভয় শীঘ্র অন্তর্হিত হয়ে যাবে। স্থবির আনন্দ ভগবানের আদেশে পরিত্রাণ পাঠ করতে করতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তথায় ভগবান সেই দেব-মনুষ্যর সম্মুখে রত্নসূত্র ভাষণ করেছিলেন।

রতন সুত্তং

পণিধানতো পট্ঠায তথাগতস্স দসপারমিযো, দসউপপরমিযো, দসপরমত্থপারমিযোতি। সমতিংসপারমিযো পঞ্চ মহাপরিচ্চগে লোকত্থচরিযং, ঞাতত্থচরিযং, বুদ্ধত্থচরিযন্তি তিস্সোচরিযাযো; পচ্ছিমভবে গব্ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্কমনং পধানচরিযং বোধিপল্লঙ্কে মারবিজযং সব্বঞ্ঞুতাঞাণপটিবেধং ধম্মচক্কপবত্তনং নব লোকুত্তরধম্মেতি। সব্বেপিমে বুদ্ধগুণে আবজ্জেত্বা বেসালিযা পুরে তীসু পাকারেন্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তা আযস্মা আনন্দত্তেরো বিয কারুঞ্ঞচিত্তং উপট্ঠাপেত্বা।

কোটীসতসহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্সাম্পটিগ্গণ্হন্তি যঞ্চ বেসলিযা পুরে।
রোগামনুস্সদুব্ভিক্খা সম্ভূতং তিবিধং ভযং,
খিপ্পমন্তধাপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ : ভগবান বুদ্ধ সুমেধ তাপস জন্মে অমরাবতী নগরে দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে দশ পারমী, দশ উপপারমী, দশ পরমার্থ পারমী সর্বমোট ত্রিশ পারমী, পাঁচ প্রকার মহাদান, জগতের হিতার্থে, জ্ঞাতিদের হিতার্থে, বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ত্রিবিধ আচরণ পরিপূর্ণ করেন;

তারপর শেষের জন্মে মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্ম, সংসার গৃহত্যাগ, কঠোর সাধনা, বোধিতরুমূলে মার বিজয়, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন ও নবলোকোত্তর ধর্ম ও বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করে বৈশালী নগরে সারা রাতব্যাপী পরিত্রাণ পাঠকারী আনন্দ স্থবিরের ন্যায় করুণাপূর্ণ চিত্তে উপস্থাপন করছি।

কোটি হাজার চক্রবালবাসী দেবগণ যাঁর আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যে পরিত্রাণ পাঠ করে বৈশালী নগরে রোগ, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ ত্রিবিধ ভয় উপদ্রব অতীব দ্রুত দূরীভূত হয়েছিল। সেই পরিত্রাণ (রতনং) সূত্র পাঠ করছি।

১. যানীধ ভূতানি সমাগতানি, ভুম্মানি ৰা যানি ৰ অন্তলিকেখ।
সব্বেৰ ভূতা সুমনা ভৰন্তু, অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং॥

১। ভূমিবাসী (পৃথিবীবাসী) ও আকাশবাসী যেই সমস্ত সত্ত্ব (প্রাণী) এখানে উপস্থিত হয়েছ। সকলে প্রসন্ন (প্রফুল্লচিত্তে) আনন্দিত হও। অতঃপর বিনয়ের (ভদ্রতার) সাথে আমার ভাষিত বাক্য শ্রবণ কর।

২. তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে, মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায।
দিৰা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং, তস্মা হি নে রকখথ অপ্পমত্তা॥

২। তদ্ধেতু (এই কারণে) হে দেবতাগণ, সকলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। মনুষ্যগণের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে তাদের হিত চিন্তা কর। দিবা-রাত্রি তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্য দান করছে। তদ্ধেতু তোমরাও তাদের প্রতি (মৈত্রীপরায়ণ হয়ে) অপ্রমত্তভাবে তাদেরকে রক্ষা কর।

৩. যং কিঞ্চি ৰিত্তং ইধ ৰা হুরং ৰা, সগ্গেসু ৰা যং রতনং পণীতং।
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন, ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৩। ইহলোকে বা পরলোকে অথবা স্বর্গ-ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত মূল্যবান রত্ন (সম্পদ) রয়েছে। তার কোনোটাই তথাগত (বুদ্ধের) রত্নের সমান নহে। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের সুখ-সমৃদ্ধি (মঙ্গল) হোক।

৪. খযং ৰিরাগং অমতং পণীতং, যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি, ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৪। সমাহিত শাক্যমুনি বুদ্ধ (লোভ-দ্বেষ-মোহ) ক্ষয় করে, বিরাগ, অমৃতপদ ও পণীত (শ্রেষ্ঠ) নির্বাণ ধর্ম লাভ করেছেন। সেই ধর্মরত্নের তুলনায় অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ রত্ন (সম্পদ) নেই। এই সত্যবাক্যের দ্বারা

তোমাদের মঙ্গল হোক।

৫. যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিৰণ্ণযী সুচিং, সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন ৰিজ্জতি, ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৫। বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি (পরিশুদ্ধ) সমাধির প্রশংসা করেছেন, বিশেষত কার্যারম্ভের সাথে সাথে সেই সমাধির ফল পাওয়া যায়। তার সমান তুলনা অন্য কোনো সমাধি নাই। ধর্মরত্নের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপ্রাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

৬. যে পুগ্গলা অট্‌ঠ সতং পসত্থা, চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাৰকা, এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৬। যেই অষ্টবিধ[১] আর্যপুদ্গালকে বুদ্ধাদি সৎপুরুষগণ দ্বারা প্রশংসিত। তাঁরা মার্গস্থ-ফলস্থ ভেদে চার যুগ্ম। সেই সুগতের শ্রাবকগণ দক্ষিণার (দান পাওয়ার) যোগ্য। এই শ্রাবকগণকে দান দিলে মহাফল (মহাপুণ্য) হয়। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

৭. যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন, নিক্কামিনো গোতমসাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং ৰিগযহ, লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৭। যাঁরা গৌতম বুদ্ধের শাসনে মানসিকভাবে দৃঢ়বীর্যে কামনারহিত স্থির চিত্তে অবস্থান করেন। এরা অনায়াসে অমৃত অবগাহন করে লব্ধ নির্বাণসুখ উপভোগ করছেন। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

৮. যথিন্দখীলো পথৰিস্সিতো সিযা, চতুব্ভি ৰাতেহি অসম্পকম্পিযো।
তথূপমং সপ্পুরিসং ৰদামি, যো অরিযসচ্চানি অৰেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৮। যেমন পৃথিবীতে (ভূমিতে) ইন্দ্রখীল (নগরদ্বারস্থ সুদৃঢ় খুঁটি) সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হলে, চারদিকের বায়ু দ্বারা কম্পিত করতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ যিনি চারি আর্যসত্য সত্যকে সম্যকভাবে দর্শন করেছেন। সেই সৎপুরুষকেও আমি ইন্দ্রখীল তুল্য বলি। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

---

[১]। স্রোতাপন্নমার্গস্থ হতে অর্হত্ত্বফলস্থ পর্যন্ত অষ্টবিধ আর্যপুদ্গাল।

৯. যে অরিযসচ্চানি ৰিভাৰযন্তি, গম্ভীরপঞ্ঞেঞ্ঞন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসং পমত্তা, ন তে ভৰং অট্ঠমমাদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

৯। গম্ভীর প্রজ্ঞাবান ভগবান বুদ্ধের দ্বারা সুদেশিত, যে বা যাঁরা চারি আর্যসত্য বোধগম্য হয়েছেন, তিনি প্রমাদ বহুল হলেও সংসারে আটবারের অধিক জন্মগ্রহণ করেন না। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

১০. সহাৰস্স দস্সনসম্পদায, তযস্সু ধম্মা জহিতা ভৰন্তি।
সক্কাযদিট্ঠী ৰিচিকিচ্ছিতঞ্চ, সীলব্বতং ৰাপি যদত্থি কিঞ্চি॥

১১. চতূহপাযেহি চ ৰিপ্পমুত্তো, ছচ্চাভিঠানানি অভব্ব কাতুং।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

১০-১১। দর্শনসম্পদ (স্রোতাপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে) সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (বুদ্ধ ধর্মের প্রতি সন্দেহ) শীলব্রত পরামর্শ (মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম) এই ত্রিবিধ অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ হয়। চার অপায় (তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়) হতে বিমুক্ত হন এবং ছয় প্রকার[১] গুরুতর মহাপাপ সম্পাদন করতে অসমর্থ হন। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

১২. কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং, কাযেন ৰাচা উদ চেতসা ৰা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায, অভব্বতা দিট্ঠপদস্স ৰুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

১২। স্রোতাপত্তিলাভী কিঞ্চিৎ (সামান্য) পরিমাণও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করেন না। কোনো কারণে পাপকর্ম করলেও তা গোপন করেন না। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

১৩. ৰনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে, গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মৰরং অদেসযি, নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

১৩। যেমন গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে বনের বৃক্ষ-লতাদি পত্র-পল্লভে সুশোভিত হয়। ঠিক তদ্রূপ (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ) পুষ্পে শোভিত ও

---

[১]। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, বুদ্ধের চরণ হতে রক্তপাত, সংঘভেদ ও বুদ্ধ ব্যতীত অন্য মতাবলম্বীর শরণ গ্রহণ।

নির্বাণদায়ী শ্রেষ্ঠ ধর্ম বুদ্ধ জগতের কল্যাণে প্রচার করেছেন। ইহাই বুদ্ধরত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

১৪. ৰরো ৰরঞঞূ ৰরদো ৰরাহরো, অনুত্তরো ধম্মৰরং অদেসযি।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

১৪। বর (শ্রেষ্ঠ) বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ) বরদ (বিমুক্তিসুখ দাতা, নির্বাণ দাতা) বরাহর (শ্রেষ্ঠ মার্গের লব্ধকারী) বুদ্ধ অনুত্তর (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম প্রচার করেছেন। ইহাই বুদ্ধরত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

১৫. খীণং পুরাণং নৰ নত্থি সম্ভৰং, ৰিরত্তচিত্তাযতিকে ভৰস্মিং।
তে খীণবীজা অৰিরূল্হিছন্দা, নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং, এতেন সচ্চেন সুৰত্থি হোতু॥

১৫। যাঁদের পুরাতন কর্ম ক্ষয় হয়েছে, ভবিষ্যতে নতুন কর্ম উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই। সেই কর্ম বীজ ক্ষয়প্রাপ্ত অবৃদ্ধি কর্মপরায়ণ জ্ঞানীগণ নির্বাপিত প্রদীপতুল্য নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাই সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক।

(অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র বললেন,)

১৬. যানীধ ভূতানি সমাগতানি, ভুম্মানি ৰা যানি ৰ অন্তলিকেখ।
তথাগতং দেৰমনুস্সপূজিতং, বুদ্ধং নমস্সাম সুৰত্থি হোতু॥

১৬। আকাশবাসী ও ভূমিবাসী যে সকল দেবতা এখানে সমাবেত হয়েছ, এস সকলে সম্মিলিত (একত্রিত) হয়ে দেব-মনুষ্যর পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার (বন্দনা) করি। এই বন্দনার ফলে সকলের মঙ্গল হোক।

১৭. যানীধ ভূতানি সমাগতানি, ভুম্মানি ৰা যানি ৰ অন্তলিকেখ।
তথাগতং দেৰমনুস্সপূজিতং, ধম্মং নমস্সাম সুৰত্থি হোতু॥

১৭। আকাশবাসী ও ভূমিবাসী যে সকল দেবতা এখানে সমাবেত হয়েছ, এস সকলে সম্মিলিত (একত্রিত) হয়ে দেব-মনুষ্যের পূজিত ধর্মকে নমস্কার (বন্দনা) করি। এই বন্দনার ফলে সকলের মঙ্গল হোক।

১৮. যানীধ ভূতানি সমাগতানি, ভুম্মানি ৰা যানি ৰ অন্তলিকেখ।
তথাগতং দেৰমনুস্সপূজিতং, সঙ্ঘং নমস্সাম সুৰত্থি হোতূতি॥

১৮। আকাশবাসী ও ভূমিবাসী যে সকল দেবতা এখানে সমাবেত হয়েছ, এস সকলে সম্মিলিত (একত্রিত) হয়ে দেব-মনুষ্যর পূজিত সংঘকে নমস্কার (বন্দনা) করি। এই বন্দনার ফলে সকলের মঙ্গল হোক।

রত্ন সূত্র সমাপ্ত।

৭. তিরোকুট্টসুত্তং (তিরোকুড্ড সূত্র)

তিরোকুড্ড সূত্রের উৎপত্তি কথা

এখন হতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে কাশি নামক এক নগর ছিল। তথায় জয়সেন নামক এক রাজার মহিষী সিরিমা দেবীর গর্ভে ফুস্‌স নামক বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে অনুক্রমে বুদ্ধ হয়েছিলেন। জয়সেন রাজা পুত্রের প্রতি মমত্ব (স্নেহ) উৎপন্ন করে, "আমার পুত্র গৃহত্যাগ করে বুদ্ধ হয়েছেন, কাজেই বুদ্ধ আমার, ধর্ম আমার ও সংঘ আমার।" সবসময় রাজায় বুদ্ধের সেবা পরিচর্যা করতেন। অন্যদের সেবা পরিচর্যা করার সুযোগ দিতেন না।

ভগবান ফুস্‌স বুদ্ধের আরও তিনজন ভাই তাঁরা সকলে একদিন চিন্তা করছিলেন। "বুদ্ধগণ সমস্ত জগতের হিতসুখ মঙ্গলের জন্য উৎপন্ন হন। ইহা কখনো একজনের জন্য না। আমাদের পিতা অন্যদের সুযোগ দেন না। কখন আমরা ভগবানকে সেবা পরিচর্যা করার সুযোগ পাব?" সেই পুত্রগণ একটা উপায় বের করে বলল, "এস আমরা কিছু উপায় বের করি।" এমন সময় তাঁরা প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব উৎপন্ন করিয়েছিলেন। তখন রাজা জয়সেন "প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব উৎপন্ন হলো" শুনে তিনজন পুত্রকে ডেকে প্রত্যন্ত প্রদেশের উপদ্রব উপশমের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব উপশম করে আগমন করলেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বর দিয়েছিলেন। "তোমরা যা বর ইচ্ছা কর, তাই গ্রহণ কর।" তাঁরা তখন রাজাকে বললেন, "আমরা ভগবান বুদ্ধকে সেবা-পরিচর্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করি।" রাজ তখন বললেন, "ইহা বাদ দিয়ে তোমরা অন্যকিছু বর গ্রহণ কর।" তাঁরা তখন বললেন, "আমাদের অন্যকিছু বর চাওয়া অনর্থক। সেকারণে তাঁরা তাদের কথায় দৃঢ় অটল রহিলেন। তাঁরা বুদ্ধকে সেবার জন্য সাত বছরের জন্য যাচঞা (প্রার্থনা) করেছিলেন। রাজা তাঁদের ততদিন পর্যন্ত অনুমোদন দেন নি। এভাবে ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, সাত মাস, ছয় মাস, পঞ্চ মাস ও চার মাস পর্যন্ত প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু কোনো অনুমোদন পেল না। শেষে রাজা তিন মাসের জন্য বুদ্ধকে সেবা করার জন্য অনুমোদন পেল।

তাঁরা জয়সেন রাজার নিকট বর লাভ করে, পরম সন্তুষ্ট সহকারে ফুস্‌স বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, ভগবান আমরা আপনাকে তিন মাসের জন্য সেবা-পরিচর্যা করতে ইচ্ছা করি। ভন্তে, ভগবান আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এখানে তিন মাসের জন্য বর্ষাবাসে

অবস্থান করুন।” ভগবান তখন নীরবে তাঁদেরকে সম্মতি দিলেন। তখন রাজকুমারেরা নিজেদের জনপদে নিযুক্ত এক পুরুষকে সংবাদ পাঠালেন যে, “আমাদের দ্বারা এই তিন মাস ভগবানকে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছি। তুমি এসে বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করে ভগবানের সমস্ত সেবাপরিচর্যার উপকরণগুলো তৈরি কর।” সে এসে তার সমস্ত কর্ম সম্পাদন হয়েছে, তাঁদেরকে প্রতি উত্তর জানালেন। সেই রাজপুত্রগণ কাষায়বস্ত্র পরিধান করে ঐশ্বর্যসহকারে হাজার পুরুষ পরিচর্যাকারী সেবকের সাথে ভগবানকে সম্মানের সহিত সেবাপরিচর্যা করতে করতে জনপদে নিয়ে একটি বিহার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষসংঘকে দান করলেন। ভগবান এই বিহারে বর্ষাবাস যাপন করলেন।

সেই সময় ভাণ্ডাগারিক নামে এক গৃহপতিপুত্র সপত্নীক এরা অতিশয় শ্রদ্ধাবান ও বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের দানীয় বস্তু শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত দান দিতেন। জনপদে নিযুক্ত পুরুষ সেই কার্যভার গ্রহণ করে জনপদ হতে এগার হাজার পুণ্যার্থী ও পরিচর্যাকারীর সাথে দানকার্য সম্পাদন করতেন। তথায় সেই পুণ্যার্থী পরিচর্যাকারীর মধ্যে কোনো কোনো জন ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীনসম্পন্ন ছিল। তারা দানকার্যে অন্তরায় করে উত্তম উত্তম দানীয় বস্তু নিজেরাই আগেভাগে খেয়ে ফেলত। ভোজনশালায়ও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ একাই কাজ করত। রাজপুত্রগণ বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত ভগবানের মহাপূজা সৎকার করে ভগবানকে পূর্বগামী করে পিতার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তথায় সেখানে গমন করে ভগবান পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা, রাজপুত্রগণ, জনপদে নিযুক্তসেবকগণ ও ভাণ্ডাগারিক সকলে কালক্রমে সবাই মৃত্যুর পর পরিষদের সাথে স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। যারা ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন অসাধু তারা মরণের পর নিরয়ে জন্মগ্রহণ করল। এরূপে শ্রদ্ধাবানেরা স্বর্গ হতে স্বর্গে আর শ্রদ্ধাহীনরা নরক হতে নরকে বিরানব্বইকল্প পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন।

অনন্তর এই ভদ্রকল্পে কশ্যপবুদ্ধের সময়ে সেই দুঃশীল অশ্রদ্ধাসম্পন্না লোকেরা প্রেতলোকের মধ্যে উৎপন্ন হয়েছিল। তখন মনুষ্যরা নিজেদের জ্ঞাতী প্রেতদের মঙ্গলের জন্য ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে বলতেন। “ইহা আমাদের জ্ঞাতিপ্রেতদের উদ্দেশ্যে হোক।” তারা সেই পুণ্যসম্পত্তি লাভ করে সুখী সমৃদ্ধি হলো। তখন ওই প্রেতগণ ইহা দেখে কশ্যপ ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, কশ্যপ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ভন্তে, আমরাও কী এরূপ সম্পত্তি লাভ করতে পারব?” কশ্যপ ভগবান তাদের বললেন,

"এখন তোমরা এরূপ সম্পত্তি লাভ করবে না। ভবিষ্যতে গৌতম নামক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হবেন, সেই বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার নামক জনৈক এক রাজা হবেন। তিনি এ হতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে তোমাদের জ্ঞাতি হয়েছিল। তিনি যখন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্য দান দিয়ে তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান দিয়ে অনুমোদন করবেন, তখন তোমরা লাভ করে সুখী হতে পারবে।" প্রেতগণ কশ্যপ বুদ্ধের মুখের কথা শুনে মনে করল,"তারা যেন আগামীকল্য লাভ করবে।"

অতঃপর একবুদ্ধান্তর কল্প অতীত হলে আমাদের গৌতম বুদ্ধ ভগবান জগতে আবির্ভূত হলেন। তখন সেই তিন রাজপুত্রগণ এক হাজার পুরুষের সাথে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মগধরাজ্যে মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়ে, অনুক্রমে ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে গয়াশীর্ষে ত্রিবিধ জটিল (নদীকশ্যপ, গয়াকশ্যাপ ও উরুবেলাকশ্যপ) নাম ধারণ করেছিলেন। জনপদে নিযুক্ত পুরুষ রাজা বিম্বিসারই ছিলেন। সেই ভাণ্ডাগারিক গৃহপতি বিশাখ নামক মহাশ্রেষ্ঠী হয়েছিলেন। তাঁরই পত্নী ধর্মদিন্না নাম্নী শ্রেষ্ঠীর কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরূপে অবশিষ্ট পুরুষগণও রাজার পরিষদবর্গ পরিবার হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধ জগতে বুদ্ধ লাভ করারপর সাত সপ্তাহ পর অনুক্রমে বারাণসী গিয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র প্রবর্তন করে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য প্রভৃতিকে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়ে ত্রিবিধ জটিল ঋষিকে প্রব্রজিত করে, এক হাজারের বেশি শিষ্যসংঘ পরিবৃত হয়ে, রাজগৃহে গমন করলেন। তথায় ভগবান বুদ্ধ উপস্থিত হয়ে এগারো হাজার নব্বইজন মগধ ব্রাহ্মণগৃহপতির সাথে রাজা বিম্বিসার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন ভগবান বুদ্ধকে রাজা আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, দ্বিতীয় দিন দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আগে আগে গমন করে গাথা সহকারে বললেন :

"দন্তের সাথে যাঁরা দান্ত, বিমুক্তের সাথে যাঁরা বিমুক্ত সে সকল পুরাণ জটিলের দল নিয়ে, স্বর্ণনিষ্ক বর্ণরূপে শোভামান হয়ে দয়াময় ভগবান রাজগৃহে প্রবেশ করছেন।" (মহাবর্গ ৫৮)

এরূপবিধ গাথা দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানকে প্রশংসা করতে করতে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে রাজগৃহ নগরে রাজভবনে প্রবেশ করে বিম্বিসার রাজা মহাদান গ্রহণ করলেন। বিম্বিসার রাজার সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ "রাজা আজ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে

পুণ্যানুমোদন করবেন।” সেই আশায় সকলে একত্রিত হয়ে রাজবাড়িতে অবস্থান করলেন।

রাজা দান দিয়ে “কোথায় ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করবেন?” ভগবানের জন্য কোথায় বিহার তৈরি করা হবে? সেই চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সুতরাং সেই দান কারো উদ্দেশ্যে অনুমোদন করলেন না। প্রেতগণ রাত্রিতে রাজার বাসভবনে নিরাশ হয়ে ভীতিজনক শরীরে লোম খাড়া হয়ে বিকট বিকট চিৎকার করতে লাগলো। এতে রাজা বিম্বিসার ভীত-সন্ত্রস্ত ও সংবিগ্ন হলেন। রাজা রাত্রির প্রভাতে (সকালবেলা) ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে, ওই বিকট শব্দের কথা প্রকাশ করলেন। এরপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “ভন্তে, এরূপ বিকট শব্দ, ভবিষ্যতে আমার কোনো অমঙ্গল হবে কী? ভগবান বললেন, “মহারাজ, ভয় করবেন না। আপনার ভবিষ্যতে সামান্য কোনো অমঙ্গল হবে না। আপনার বহু পুরাতন জ্ঞাতি প্রেতলোকের মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। তারা এক বুদ্ধান্তর কল্প পর্যন্ত প্রতীক্ষিত (আকাঙ্ক্ষীত হয়ে) বিচরণ করছে। আপনি গতকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান দিয়ে পুণ্যাংশ অনুমোদন করেন নি। তাই তারা নিরাশ হয়ে, এরূপ বিকট লোমহর্ষকর চিৎকার করছে।”

তখন বিম্বিসার রাজা বললেন, “ভন্তে, এখনি এই পুণ্যাংশ প্রদান করলে তারা কি লাভ করবে?” “হ্যাঁ, মহারাজ তারা লাভ করবে।” “তাহলে ভন্তে, আজকের জন্য আপনি আমার নিমন্ত্রণ করে, আমাকে অনুগ্রহ করুন।” দান দিয়ে, আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে পুণ্য দান করব। ভগবান মৌনভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাজা রাজভবনে গমন করে, মহাদান আয়োজন করলেন। ভগবান বুদ্ধ আগামীকাল আসার কথা সবাইকে জ্ঞাত করালেন। ভগবান বুদ্ধ রাজ অন্তঃপুরে গমন করে ভিক্ষুসংঘসহ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। এদিকে প্রেতগণ “আজ আমরা নিশ্চয়ই পুণ্যাংশ লাভ করব।” এই মনে করে রাজভবনের ধারে গিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন ভগবান এমন ঋদ্ধি প্রয়োগ করলেন যেন সমস্ত প্রেত রাজার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। রাজা তখন জল ঢেলে উৎসর্গ করার সময় বললেন, “এই পুণ্য আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে হোক।” এরূপ বলার সাথে সাথে সেই প্রেতদের জন্য দিব্য পদ্মফুল সমাকীর্ণ পুকুর উৎপন্ন হয়েছিল। তথায় তারা স্নান করল, জল পান করে তাদের দীর্ঘদিনের তৃষ্ণা বেদনা ও ক্লান্তি দূর হলো। শরীরটা উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণের হলো। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে যখন যাগু খাদ্যভোজ্য দান দিলেন, তাঁদেরও সাথে সাথে দিব্যযাগু খাদ্যভোজ্য উৎপন্ন

হয়েছিল। প্রেতগণ তা পরিভোগ করে তাদের শরীর উজ্জ্বলতা ফিরে আসল। এরপর রাজা যখন তাদের উদ্দেশ্য বস্ত্র (চীবর) ও শয্যাসন দান করল, তৎমুহূর্তে তাদের দিব্য কাপড়, দিব্যযান, দিব্যপ্রসাদ, দিব্য বিছানাপত্র, দিব্য শয্যাসন ও অলংকারবিধ উৎপন্ন হয়েছিল। তারা সমস্ত দিব্যসম্পত্তি লাভ করে রাজার ন্যায় শোভিত হলো এবং ভগবানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা এসব দেখে অতীব আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ ভোজনকৃত্য সমাপ্ত করে রাজার দান অনুমোদনের জন্য এই "তিরোকুড্ড সূত্রটি" গাথায় প্রকাশ করলেন।

তিরোকুট্টসুত্তং

১. তিরোকুট্টেসু তিট্ঠন্তি, সন্ধিসিঙ্ঘাটকেসু চ।
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি, আগন্ত্বান সকং ঘরং॥

১। প্রেতযোনীতে জন্মধারণকারী মৃত জ্ঞাতিগণ নিজের বাড়িতে এসে, প্রাচীরের দেওয়ালের ধারে, বাড়ির কোনায়, চৌরাস্তার মাথায় অথবা দরজার নিকট দাঁড়িয়ে থাকে।

২. পহূতে অন্নপানম্হি, খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে।
ন তেসং কোচি সরতি, সত্তানং কম্মপচ্চযা॥

২। প্রভূত (প্রচুর) অন্ন-পানীয় ও খাদ্যভোজ্য থাকা সত্ত্বেও সত্ত্বগণের পাপকর্ম বিপাক প্রত্যয় হেতু জ্ঞাতিগণ তাদের (মৃত জ্ঞাতিদের) স্মরণ করে না।

৩. এৰং দদন্তি ঞাতীনং, যে হোন্তি অনুকম্পকা।
সুচিং পণীতং কালেন, কপ্পিযং পানভোজনং।
ইদং ৰো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতযো॥

৩। মনুষ্যলোকে যারা অনুকম্পাকারী জ্ঞাতিগণ প্রেতাত্মাগণের প্রতি পারলোকিক হিতার্থে সময়ে শুচি (পবিত্র) উত্তম পরিভোগের উপযুক্ত অন্ন (ভোজন), পানীয় দান করে। এই দানময় পুণ্য লাভ করে আমাদের জ্ঞাতিগণ সুখী হোক।

৪. তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা, ঞাতিপেতা সমাগতা।
পহূতে অন্নপানম্হি, সক্কচ্চং অনুমোদরে॥

৪। যে সকল জ্ঞাতিপ্রেতগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা প্রচুর অন্ন-পানীয় লাভ করে, (দানজনিত পুণ্য) বিনীতভাবে (শ্রদ্ধাচিত্তে) অনুমোদন করে।

৫. চিরং জীৰন্তু নো ঞাতী, যেসং হেতু লভামসে।
অম্হাকঞ্চ কতা পূজা, দাযকা চ অনিপ্ফলা॥

৫। যাদের কারণে এই পুণ্য লাভ করলাম। তারা (জীবিত) জ্ঞাতিগণ দীর্ঘজীবী হোক। আমাদের পূজা করা হলো, দায়কের দানও নিষ্ফল হয় না।

৬. ন হি তত্থ কসি অত্থি, গোরকেখত্থ ন ৰিজ্জতি।
ৰণিজ্জা তাদিসী নত্থি, হিরঞ্ঞেঞ্ঞন কযক্কযং।
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি, পেতা কালঙ্কতা তহিং॥

৬। প্রেতলোকে জীবিকোপার্জনের জন্য কৃষি কর্ম নেই, গো (গরু) পালন নেই, তাদৃশ ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, হিরণ্য (স্বর্ণের) ক্রয়-বিক্রয়ও নেই। কালগত প্রেতগণ মনুষ্যলোক থেকে প্রদত্ত পুণ্যর প্রভাবে জীবিকা নির্বাহ করে।

৭. উন্নমে উদকং ৰুট্ঠং, যথা নিন্নং পৰত্ততি।
এৰমেৰ ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি॥

৭। উচ্চ স্থান হতে পতিত জল দ্বারা যেমন নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়। ঠিক তেমনি এখান হতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতগণের উদ্দেশ্য উৎপন্ন হয়।

৮. যথা ৰারিৰহা পূরা, পরিপূরেন্তি সাগরং।
এৰমেৰ ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি॥

৮। যেমন ছোট ছোট নদীসমূহের জল প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরকে পরিপূর্ণ করে, ঠিক তেমনি এখান হতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতগণের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়।

৯. অদাসি মে অকাসি মে, ঞাতিমিত্তা সখা চ মে।
পেতানং দকিখণং দজ্জা, পুব্বে কতমনুস্সরং॥

৯। মনুষ্যলোকে থাকা অবস্থায় তারা আমার কত উপকার করেছিল। আমাকে কত কিছু দিয়েছিল, তারা আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও সখা ছিল। তাদের পূর্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করে প্রেতগণের উদ্দেশ্যে অন্ন-বস্ত্রাদি দান দেওয়া উচিত।

১০. ন হি রুণ্ণং ৰা সোকো ৰা, যা চঞ্ঞা পরিদেৰনা।
ন তং পেতানমত্থায, এৰং তিট্ঠন্তি ঞাতযো॥

১০। মৃত জ্ঞাতির জন্য রোদন, শোক ও পরিতাপ প্রেতদের কোনো উপকারে আসে না। তাদের (প্রেতদের) অবস্থা পূর্ববৎ (আগের মতো) থাকে।

১১. অযঞ্চ খো দকিখণা দিন্না, সঙ্ঘম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা।

দীঘরত্তং হিতাযস্স, ঠানসো উপকপ্পতি॥

১১। এই যে দান দক্ষিণা দেয়া হয়, তা সংঘের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, তা মৃত প্রেতের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধন করবে। ইহা তৎক্ষণাৎ তাদের নিকট (প্রেতলোকে) উৎপন্ন হয়।

১২. সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো, পেতান পূজা চ কতা উলারা।
বলঞ্চ ভিকখূনমনুপ্পদিন্নং, তুম্হেহি পুঞঞং পসুতং অনপ্পকন্তি॥

১২। এই দায়ময় পুণ্যকর্ম দ্বারা জ্ঞাতি ধর্ম পালন করা হলো। জ্ঞাতিপ্রেতগণের উত্তমরূপেও পূজা করা হলো। আর ভিক্ষুসংঘকে বল প্রদান করা হলো। সাথে দাতারাও প্রচুর পুণ্যের অধিকারী হলো।

তিরোকুড্ড সূত্র সমাপ্ত।

৮. নিধিকণ্ড সূত্র

নিধিকণ্ড সূত্রের উৎপত্তি

বুদ্ধ ভগবানের সময় শ্রাবস্তীতে একজন কুটুম্বিক আঢ্য মহাধনী শ্রেষ্ঠী মহাসম্পদশালী ছিলেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি অতীব প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মাৎসর্যমল বিরহিত হয়ে সতত দান চেতনা নিয়ে তাঁর আবাসে অবস্থান করতেন। তিনি একদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করছিলেন। সেই সময় রাজার ধনের প্রয়োজন হয়। রাজা কুটুম্বিকের নিকট পুরুষ (দূত) পাঠিয়ে বললেন, "হে সৌম্য, গিয়ে বল কুটুম্বিক যেন আমার রাজভবনের সেখানে যেন আসে।" সেই দূত গমন করে কুটুম্বিককে বললেন, "হে গৃহপতি, রাজা আপনাকে রাজভবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন।" তখন কুটুম্বিক শ্রদ্ধাধি গুণসমন্নাগত চেতনায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান কার্য পরিবেশন রতাবস্থায় তিনি বললেন, "হে সৌম্য, তুমি যাও, আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি, এখন আমি পুণ্যনিধি নিধান করছি।" তখন ভগবান ভোজন গ্রহণের পর, সেই পুণ্যসম্পদ পরমার্থ নিধি দর্শন করতে কুটুম্বিকের দান অনুমোদনার্থ "নিধিং নিধেতি পুরিসোতি' এই গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

১. নিধিং নিধেতি পুরিসো, গম্ভীরে ওদকন্তিকে।
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে, অত্থায মে ভৰিস্সতি॥

১। ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে প্রয়োজনে কার্য উপস্থিত হলে, এই ধন আমার উপকারে আসবে। এরূপ মনে করে মনুষ্য মাটি খনন করতে করতে নিম্নে জল উঠে এই রকম গভীর গর্তে ধন (সম্পত্তি) পুতে রাখে।

২. রাজতো ৰা দুরুত্তস্স, চোরতো পীলিতস্স ৰা।
ইণস্স ৰা পমোকখায, দুব্ভিকেখ আপদাসু ৰা।
এতদত্থায লোকস্মিং, নিধি নাম নিধীযতি॥

২। রাজার দৌরাত্ম্য (উৎপীড়ন, নির্যাতন), চুরের উপদ্রব, ঋণমুক্তি, দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোনো বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পাব। এরূপ চিন্তা করে, নিজের জন্য গভীর গর্তে ধন পুতে রাখে।

৩. তাৰস্সুনিহিতো সন্তো, গম্ভীরে ওদকন্তিকে।
ন সব্বো সব্বদা এৰ, তস্স তং উপকপ্পতি॥

৩। এরূপে জলস্পর্শী গভীর গর্তে ওই গুপ্ত ধন সুনিহিত রাখা সত্ত্বেও সবসময় তার এটি উপকারে আসে না।

৪. নিধি ৰা ঠানা চৰতি, সঞ্ঞা ৰাস্স ৰিমুযহতি।
নাগা ৰা অপনামেন্তি, যকখা ৰাপি হরন্তি নং॥

৫. অপ্পিযা ৰাপি দাযাদা, উদ্ধরন্তি অপস্সতো।
যদা পুঞ্ঞকখযো হোতি, সব্বমেতং ৰিনস্সতি॥

৪-৫। তদ্ধেতু এই গুপ্তধন স্থানও পরিবর্তন হতে পারে; সংজ্ঞা (চিহ্নিত) স্থানটির বিস্মৃত (ভুলে যাওয়া) হতে পারে; নাগ অথবা যক্ষগণ হরণ (নিয়ে) যেতে পারে; অপ্রিয় কোনো লোক বা উত্তরাধিকারী নিজের অজান্তে তুলে নিয়ে যেতে পারে। যখন পুণ্য ক্ষয় হয়, তখন সবকিছু বিনাশ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৬. যস্স দানেন সীলেন, সংযমেন দমেন চ।
নিধী সুনিহিতো হোতি, ইত্থিযা পুরিসস্স ৰা॥

৭. চেতিযম্হি চ সঙ্ঘে ৰা, পুগ্গলে অতিথীসু ৰা।
মাতরি পিতরি চাপি, অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি॥

৬-৭। যেকোনো স্ত্রী আর পুরুষ লোকের দান, শীল, সংযম ও দমনের দ্বারা চৈত্যাদি নির্মাণ, সংঘের সেবা, পুদ্গল, মাতাপিতার ও জ্যেষ্ঠ ভাই-বোনের সেবা, সম্মান ও ভরণপোষণে যে পুণ্য কর্ম করা হয়। ইহাই সেই গুপ্তনিধির মতো সুরক্ষিত হয়।

৮. এসো নিধি সুনিহিতো, অজেয্যো অনুগামিকো।
পহায গমনীযেসু, এতং আদায গচ্ছতি॥

৮। প্রকৃতপক্ষে এই গুপ্ত ধন সুনিহিত (সুরক্ষিত), অজেয় ও অনুগামী (নিজ দেহের ছায়ার ন্যায় অনুগামী) বলে কথিত হয়। পার্থিব জীবনের ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করে, শুধুমাত্র এই পুণ্যকর্ম নিয়ে পরলোকে গমন

করতে হয় ।

৯. অসাধারণমঞ্ঞেসং, অচোরাহরণো নিধি।
কযিরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি, যো নিধি অনুগামিকো॥

৯। এই অসাধারণ (অতুলনীয়) পুণ্যনিধি অপরের কোনো অধিকার নেই। চোরেরা এই নিধি (ধন) চুরি করে নিতে পারে না। যেই পুণ্যনিধি (সম্পদ) মনুষ্যের সাথে সাথে অনুগমন করে, সেজন্য পণ্ডিতগণ এমন পুণ্য সঞ্চয় করেন।

১০. এস দেৰমনুস্সানং, সব্বকামদদো নিধি।
যং যদেৰাভিপত্থেন্তি, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১০। এই পুণ্য নিধি(সম্পদ) দেব-মনুষ্যর সকল কামনা পরিপূরণ করে। যা যা ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করে সমস্ত এ পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করে।

১১. সুৰণ্ণতা সুসরতা, সুসণ্ঠানা সুরূপতা।
আধিপচ্চপরিৰারো, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১১। সুন্দর বর্ণ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দর দেহসৌষ্ঠব, সুন্দর রূপ ও আধিপ্রত্যয় (প্রভাব-প্রতিপত্তি) সম্পন্ন পরিবার সবকিছু এই পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করে।

১২. মানুস্সিকা চ সম্পত্তি, দেৰলোকে চ যা রতি।
যা চ নিব্বানসম্পত্তি, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১২। প্রাদেশিক রাজা, চক্রবর্তীর প্রিয় সুখ ও স্বর্গের দিব্য দেবেন্দ্র রাজার সুখ, সবকিছু এই পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১৩. মানুস্সিকা চ সম্পত্তি, দেৰলোকে চ যা রতি।
যা চ নিব্বানসম্পত্তি, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১৩। মনুষ্যলোকের মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকের দিব্য আনন্দদায়ক সম্পত্তি এবং নির্বাণসম্পত্তি। সবকিছুই এই পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১৪. মিত্তসম্পদমাগম্ম, যোনিসোৰ পযুঞ্জতো।
ৰিজ্জা ৰিমুত্তি ৰসীভাৰো, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১৪। বুদ্ধাদি পরম কল্যাণমিত্র সম্পদ লাভ করে, সমাধিতে একাগ্রতাবস্থায় বিদ্যা, বিমুক্তিতে চিত্তের বশীভাব হয়। সবকিছু এই পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১৫. পটিসম্ভিদা ৰিমোকখা চ, যা চ সাৰকপারমী।
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি, সব্বমেতেন লব্ভতি॥

১৫। চারি[১] প্রতিসম্ভিদা (বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান), আট বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধ ও সম্যকসম্বুদ্ধ সবকিছু এই পুণ্যনিধির মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১৬. এৰং মহিদ্ধিকা এসা, যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা।
তস্মা ধীরা পসংসন্তি, পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি॥

১৬। এরূপ এই পুণ্যসম্পদগুলি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, তদ্ধেতু ধীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যকর্মের প্রশংসা করে, তাই পুণ্য কার্য সম্পাদন করেন।

নিধিকণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

৯. মৈত্রী সুত্র

মৈত্রী সূত্রের উৎপত্তি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বর্ষাবাসের কাছাকাছি নানা রাজ্য বা দেশ হতে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট এসে কমস্থান ভাবনা গ্রহণ করে, সেই সেই জায়গায় বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের জন্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান তদনুরূপেই রাগ (কামরাগ) চরিত্রদের সবিজ্ঞান-অবিজ্ঞানবশে এগারো প্রকার অশুভ কর্মস্থান ভাবনা, দ্বেষচরিত্রের জন্য চার প্রকার অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা কর্মস্থান ভাবনা, মোহচরিত্রের জন্য মরণানুস্মৃতি কর্মস্থান ভাবনা, বিতর্ক-চরিত্রের জন্য আনাপান স্মৃতি ভাবনা, পৃথিবী কসিন প্রভৃতি দশবিধ কর্মস্থান ভাবনা, শ্রদ্ধা-চরিত্রের জন্য বুদ্ধানুস্মৃতি কর্মস্থান ভাবনা, বুদ্ধি-চরিত্রের জন্য চার প্রকার ধাতু (মাটি, পানি, তেজ, বায়ু) কর্মস্থান প্রভৃতি এই নিয়মে চুরাশি হাজার প্রভেদে চরিত্র অনুকুল অনুযায়ী কর্মস্থান ভাবনাসমূহ তিনি বলতেন।

অতঃপর একসময় পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানের নিকট কর্মস্থান ভাবনা গ্রহণ করে যথোপযুগী শয্যাসন ও অনুকূল উপযুক্ত গোচর (পিণ্ডচারণের) গ্রামের সন্ধান করতে করতে অনুক্রমে প্রত্যন্ত হিমালয়ের সাথে এক আবদ্ধ নীলকান্তমণিতুল্য শীতল ঘন ছায়াসম্পন্ন সুবিস্তৃত নীল বনসণ্ডমণ্ডিত মুক্তারজাল, রূপার ফালি সদৃশ বালু ছিটানো ভূমিভাগ শুচি মনোমুগ্ধকর শীতল জলাশয় পরিবেষ্টিত পর্বতমালা দেখতে পেলেন। অতঃপর সেই

---

[১]। অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ।

ভিক্ষুসংঘ তথায় এক রাত্রি অবস্থান করে খুব ভোর বেলায় হাত-মুখাদি শরীরকৃত্যাদি কাজকর্ম সম্পাদন করে, তার অবিদূরে এক গ্রামে পিণ্ডচারণের জন্য গমন করলেন। গ্রামটি খুব ঘনবসতি ও হাজারজন কুলসমৃদ্ধ। সেই গ্রামবাসীরা ভিক্ষুদের দেখে শ্রদ্ধাশীল ও প্রসন্ন হলেন। কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় প্রব্রজিতদের দেখা অতীব দুর্লভ। তাই তারা ভিক্ষুদের দেখে এভাবে প্রীতি সৌমনস্য (আনন্দ) উৎপন্ন হয়েছিল। তারা ভিক্ষুদেরকে ভোজন করিয়ে "ভন্তে, আমাদের এখানে আপনারা তিন মাস বর্ষাবাস অবস্থান করুন।" তারা ভিক্ষুদের সম্মতি পেয়ে, তাদের পরিশ্রমে পাঁচশত কুঠির নির্মাণ করে তথায় আসনের পীঠ জল পরিভোজনের জন্য ঘট প্রভৃতি সমস্ত উপকরণাদি যোগাড় করে দিলেন।

ভিক্ষুগণ তার পরদিন পিণ্ডচারণের জন্য অন্য গ্রামে প্রবেশ করলেন। তথায় ও অনেক মানুষেরা তাঁদের যথোচিত সেবাপরিচর্যা করে তথায় বর্ষাবাস যাপনের জন্য অনুরোধ জানালেন। "কোনো প্রকার অন্তরায় না হলে এখানেই বর্ষাবাস যাপন করব।" ভিক্ষুগণ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বনের ভিতরে প্রবেশ করে সারা রাত্রি আরব্ধবীর্যে নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণে ক্লেশধ্বংস করতে জ্ঞান সৌমনস্য মনস্কার বহুল হয়ে বৃক্ষমূলে গিয়ে উপবেশন করলেন। এদিকে শীলবান ভিক্ষুদের শীলতেজে ক্ষীণপুণ্য বৃক্ষদেবতারা নিজেদের নিজেদের বিমান হতে বের হয়ে, স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে এদিক সেদিক বিচরণ করতে লাগলেন। যেমন রাজা অথবা রাজমন্ত্রীরা কোনো কারণে দরিদ্র গ্রামবাসীর ঘরে গিয়ে অবস্থান করলে সেই ঘরবাসীরা ঘর হতে চ্যুত হয়। ঠিক তেমনি দেবতারাও আপন আপন বিমান হতে বের হয়ে দূরে অবস্থান করে, অবলোকন করলেন যে, "ভিক্ষুগণ কখন এখান থেকে গমন করবেন।" তখন তাঁরা এরূপে চিন্তা করতে লাগলেন, ভিক্ষুগণ অবশেষে যখন বর্ষাবাস আরম্ভ করেছেন, তাহলে অবশ্যই তিন মাস এখানে অবস্থান করবেন। কাজেই আমরা এত দীর্ঘদিন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাহিরে থাকতে পারব না। আমরা ভিক্ষুদের ভয়ানক বীভৎস আলম্বন বিষয় দেখাব। ভিক্ষুগণ যখন রাত্রিতে ধ্যানকার্যে রত থাকলে তাঁরা ভয়ানক যক্ষরূপ বেশ ধারণ করে ভিক্ষুদের সামনে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকট বিকট শব্দ করতেন। ভিক্ষুগণ সেই রূপসমূহ দেখে, তাঁদের বিকট শব্দ শুনে ভিক্ষুদের হৃদয় কম্পিত হতো। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের চেহারা বিকৃত পাণ্ডুরোগ সদৃশ হয়েছিল। তাঁরা সেখানে তাঁদের চিত্তকে একাগ্রতা আনতে সক্ষম হয়নি। বিক্ষিপ্ত চিত্তে বিশেষত পুনঃপুন ভয় উৎপত্তির কারণে তাঁরা স্মৃতি বিহ্বলতা

হলেন। আরও অসহ্য দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত করছিলেন। সেই দুর্গন্ধে তাঁদের মাথাপীড়া উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে এরূপ উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে, তা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন না।

অতঃপর একদিন সংঘ প্রধান স্থবিরের সেবার সময়ে সকলে সমবেত হলে সংঘ প্রধান সবাই জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা যখন প্রথম বনে প্রবেশ করে ধ্যান করেছিলে, তখন তোমাদের মুখের চেহারা বেশ বিপ্রসন্ন ও স্বাভাবিক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এখন তোমাদেরকে পাণ্ডুরোগ জাত ভগ্নস্বাস্থ্য দেখছি কেন? এস্থান কী তোমাদের স্বাস্থ্যের অনুকুল নয়?" তখন একজন ভিক্ষু বললেন, "ভন্তে, আমি রাত্রিতে এরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতির রূপ দেখি, ভীষণ শব্দ শুনি এবং অসহ্য দুর্গন্ধ পেতে থাকি। সেই কারণে আমার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না।" এরূপে একে একে সকলে একই কথা বলতে লাগলেন। তখন প্রধান স্থবির মহোদয় বললেন, "বন্ধুগণ, ভগবান দুবার বর্ষাবাস যাপনের বিধান করেছেন, বিশেষত এই স্থান আমাদের সাধনার অনুকূল নহে, কাজেই আমরা ভগবানের নিকট গিয়ে অপর আরেকখানা যোগ্য স্থানের পরামর্শ নিব।" তাঁরা সকলে প্রধান সংঘস্থবিরের প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে সাধুবাদের সাথে সম্মতি দিলেন এবং শয্যাসন গুছিয়ে শ্রাবস্তীতে ভগবানের নিকট গেলেন।

বনবাসী ভিক্ষুরা আসতে দেখে ভগবান তাঁদের এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাব্রতের সময় দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ নিষেধ করে আমি তোমাদের শিক্ষাপদ নির্দেশ করেছি। তোমরা কী জন্য দেশ ভ্রমণ করছ?" তখন তাঁরা আদ্যোপান্ত সকল বিষয় বুদ্ধের নিকট গোচরীভূত করলেন। ভগবান চিন্তা করে দেখিলেন যে, সেই স্থান ছাড়া সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁদের সাধনার পক্ষে উপযুক্ত অপর সামান্য স্থানও নেই। তখন তাঁদের বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের উপযুক্ত স্থান আমি আর দেখছি না। তোমরা সেখানে গিয়ে তৃষ্ণার অবসান করতে পারবে। তোমরা সে স্থানেই গিয়ে বাস কর। যদি দেবতাদের কাছে সদয় ব্যবহার পেতে চাও, তবে এই পরিত্রাণ শিক্ষা কর। ইহার দ্বারা তোমাদের 'পরিত্রাণ' এবং 'কর্মস্থান' উভয়বিধ কার্য সাধিত হবে।" ভগবান এই পরিত্রাণ সূত্রটি ভাষণ করলেন।

সেখানে অপর ভিক্ষুগণও বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আপনাদের সেই স্থানই উপযুক্ত। আপনারা সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন।" তখন ভগবান সেই অরণ্যবাসী উদ্বিগ্নমনা ভিক্ষুদের বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তথাপি তোমরা অরণ্যের আশ্রয়ে থাকলে এরূপই জানা থাকা কর্তব্য। তাদৃশরূপে যেই

পরিত্রাণ সর্বদা উৎসাহ সহকারে সকালে ও বিকালে তোমরা দু দুবার মৈত্রী, অশুভ ও মরণানুস্মৃতি ভাবনা ও আবৃত্তি আটমহাসংবেগ বিষয় চিন্তা করবে। যেমন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও চার প্রকার অপায় দুঃখ ভয়। আরও চার বিষয় হলো জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ। অপায় (তির্যক, প্রেত, অসুর ও নরক) দুঃখ হলো পঞ্চম, অতীতে পুনর্জন্মগ্রহণ করা হয়েছে দুঃখ, ভবিষ্যতে পুনর্জন্মগ্রহণ করাও দুঃখ, বর্তমানে আহার অন্বেষণই দুঃখ।" এরূপে ভগবান সেই বনবাসী ভিক্ষুদের মৈত্রী পরিত্রাণ, বিদর্শন শিক্ষা জ্ঞাত করে, এই মৈত্রী সূত্রটি ভাষণ করেছিলেন।

করণীযমেত্ত সুত্তং

যস্‌সানুভাবতো যক্‌খা, নেব দস্‌সেন্তি ভিংসনং
যম্‌হি চেবানুযুঞ্জন্তো, রত্তিং দিবমতন্দিতো;
সুখং সুপতি সুত্তো চ, পাপং কিঞ্চি না পস্‌সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ : যে পরিত্রাণের প্রভাবে যক্ষেরা ভীষণ রূপ ধারণ করে ভয় দেখাতে পারে না। যেই মৈত্রী পরিত্রাণ দিন-রাত নিরলসভাবে ও একাগ্র চিত্তে পুনঃপুন ভাবনা বা পাঠ করলে সুনিদ্রা হয় আর নিদ্রিত অবস্থায় কোনো পাপ বা খারাপ স্বপ্ন দেখে না, সেই বিবিধ গুণযুক্ত পরিত্রাণ ভাষণ করছি।

১. করণীযমত্থকুসলেন, যন্তসন্তং পদং অভিসমেচ্চ।
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ, সুৰচো চস্স মুদু অনতিমানী॥

১। শান্তপদ নির্বাণলাভী অর্থকুশল দ্বারা জ্ঞাতকারী ব্যক্তির করণীয় তা এরূপ, তিনি সমর্থ (সক্ষম), ঋজু (সরল ও মানসিক কুটিলতাহীন), অতীব সরল, অতীব বিনীত ভাষণকারী, কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও অভিমানশূন্য হবেন।

২. সন্তুস্সকো চ সুভরো চ, অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকৰুত্তি।
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ, অপ্পগব্ভো কুলেস্বননুগিদ্ধো॥

২। তিনি যথালাভে সন্তুষ্ট (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট চীবর, খাদ্য, ঔষধ ও আবাস লাভে যিনি তুষ্ট থাকেন), মিতাহারী, অল্পকৃত্য (বিবিধ কাজকমে, নিরর্থক আজেবাজে গল্প গুজবে, সঙ্গীদের সাথে সঙ্গপ্রিয়তা পরিত্যাগে শুধুমাত্র নিজের অষ্ট পরিষ্কারাদি নিয়ে শ্রমণ ধর্ম পালন করে), মিতব্যয়ী, শান্তেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত), প্রজ্ঞাবান, গম্ভীর (নিরহংকারী, চাঞ্চল্যহীন) ও গৃহীকুলে অনাসক্ত থাকেন।

৩. ন চ খুদ্দমাচরে কিঞ্চি, যেন ৰিঞঞূ পরে উপৰদেয্যুং।
সুখিনোৰ খেমিনো হোন্তু, সব্বেসত্তা ভৰন্তু সুখিতত্তা॥

৩। তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র পাপ কর্ম করতে পারবে না, যা অপর বিজ্ঞগণ (পণ্ডিতগণ) কর্তৃক নিন্দা করতে পারে। কাজেই তাঁকে সব সময় কামনা করতে হয়, সকল প্রাণী সুখী হোক, আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করুক।

৪. যে কেচি পাণভূতত্থি, তসা ৰা থাৰরা ৰনৰসেসা।
দীঘা ৰা যেৰ মহন্তা, মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা॥

৫. দিট্ঠা ৰা যেৰ অদিট্ঠা, যেৰ দূরে ৰসন্তি অৰিদূরে।
ভূতা ৰ সম্ভৰেসী ৰ, সব্বসত্তা ভৰন্তু সুখিতত্তা॥

৪-৫। যে-সমস্ত জীবন্ত (প্রাণি) ভয়ার্ত, নির্ভীক (ভয়হীন), দীর্ঘ (লম্বা), ছোট, বড়, মধ্যম, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র, স্থূল, দৃশমান, অদৃশ্যমান, দূরে বা নিকটে (কাছে) বাস করে, যারা জন্মগ্রহণ করেছে বা জন্মগ্রহণ করবে, (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জগতে যত সত্ত্ব আছে) সেই সমস্ত প্রাণী সকলে সুখী হোক।

৬. ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞেঞথ কত্থচি ন কঞ্চি।
ব্যারোসনা পটিঘসঞঞা, নাঞঞমঞঞস্স দুকখমিচ্ছেয্য॥

৬। কোনো কারণে পরস্পর (একে অপরকে) কিঞ্চিৎ (সামান্য পরিমাণও) অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না। হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, পরস্পরের প্রতি দুঃখ কামনা করিও না।

৭. মাতা যথা নিযং পুত্তমাযুসা একপুত্তমনুরকেখ।
এৰম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাৰযে অপরিমাণং॥

৭। মাতা যেমন স্বীয় একমাত্র পুত্রকে নিজ জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতিও অপরিমাণভাবে মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮. মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাৰযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ, অসম্বাধং অৰেরমসপত্তং॥

৮। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে ও সর্বত্র আড়াআড়িভাবে (তির্যকভাবে) যে সকল জীব আছে, তারা সকলে বাধাহীন, অবৈরীহীন (শত্রুহীন) ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোক। এরূপে সমস্ত জগতের প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো ৰ, সযানো যাৰতাস্স ৰিতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য, ব্রহ্মমেতং ৰিহারমিধমাহু॥

৯। দাঁড়ান, বিচরণ (হাঁটা), উপবেশন (বসা), শয়নে যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রা

না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। এরূপ অবস্থানকে আর্যগণ ব্রহ্মবিহার[১] বলেন।

১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগ্গম্ম, সীলৰা দস্সনেন সম্পন্নো।
কামেসু ৰিনেয্য গেধং, ন হি জাতুগ্গব্ভসেয্য পুন রেতীতি॥

১০। শীল প্রতি পালনকারী, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে, কামের প্রতি ভোগ-লালসা দমন করে। পুনরায় গর্ভাশয়ে (মাতৃগর্ভে) জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ সেই আর্যপুদ্গল দেবলোক বা ব্রহ্মলোক থেকে আয়ুশেষে পরিনির্বাপিত হন।

করণীয় মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ে খুদ্দকপাঠ সমাপ্ত।

১। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। এই চার প্রকার ব্রহ্মবিহার।

খুদ্দকনিকায়ে

ধম্মপদ

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

উৎসর্গ

বিনাজুরী শ্মশান বিহার-প্রতিষ্ঠাতা, আমরণ শ্মশানবাসী
পূত-চরিত্র, আচারনিষ্ঠ, প্রিয়ভাষী সাধক
বিচিত্র 'ধর্মকথিক' গিরীশচন্দ্র মহাস্থবির,
পরমারাধ্য উপাধ্যায়
মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে ধম্মপদ

বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার যে স্থান, পালি সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান। এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। গীতা মূলত ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন; ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণী আজ সর্বমানবেরই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সংকলিত হয়েছে, এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। তেমনি বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণীরই সংগ্রহ। কিন্তু গীথা ও ধম্মপদের ধর্মবাণীগুলি আমরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সেই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই উপদেশ দিয়েছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এ কথা সত্য যে, এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত বাণী সংকলিত হয়েছে। এই বিশেষ মর্যাদার প্রভাবেই এই দুই গ্রন্থ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ও সব ভাষাতেই সমভাবে আদৃত ও অনূদিত হচ্ছে। অথচ যে ধম্মপদ আজ পৃথিবীতে ভারতীয় আদর্শের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়তা করছে, সেই ধম্মপদ ভারতবর্ষেই এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কালে অবশ্য ধম্মপদ ভারতবর্ষে নূতন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করেছে, কিন্তু গীতার সহিত সমকক্ষতা লাভের আশা এখনো বহু দূরবর্তী। অথচ এক সময়ে এশিয়ার চিত্তবিজয়-অভিযানে ধম্মপদ গীতাকে বহু পরিমাণেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। আধুনাপূর্ব কালে গীতা ভারতবর্ষের বাইরে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। অথচ ধম্মপদ এক কালে সিংহল-ব্রহ্ম-শ্যাম এবং চীন-তিব্বত-তুর্কিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার বহু দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে যে কারণে বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি ভূমিতে মহিমাভ্রষ্ট হয়েছিল, সে কারণেই ধম্মপদের প্রভাবও সেখানে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে ধম্মপদ গ্রন্থখানি প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস বহু পরিমাণেই জানা গিয়েছে। সকলেই জানে যে, গীতা পুস্তকখানি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকেরই অঙ্গবিশেষ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় বা অংশ; তার

পঞ্চমটির নাম খুদ্দকনিকায়। খুদ্দকনিকায় ষোলটি পুস্তকের সমষ্টি; তার দ্বিতীয় পুস্তকখানিরই নাম ধম্মপদ। ধম্মপদও ক্ষুদ্র, বোধ করি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে। কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে বলা যায় না। প্রাচীন কালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ বিস্তৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি সাহিত্যেই ধম্মপদ গ্রন্থখানি আবহমানকাল সুরক্ষিত আছে। তাই তার পালি রূপটাই সুপরিচিত হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদের প্রভাবও কম ছিল না। কিছুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। সংস্কৃত ধম্মপদের নাম 'উদানবর্গ'। এই উদানবর্গ একাধিকবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধম্মপদ গ্রন্থের এইসব বিভিন্নরূপের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধম্মপদ ও উদানবর্গ' প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ সংবর্ধন-লেখমালা, ১৯৩১)। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-প্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' পুস্তকেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু পরিচয় আছে। বর্তমান ভূমিকা লেখকের 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থে ধম্মপদের রচনাকাল তথা তার ভারতীয় প্রকৃতি, প্রভাব ও গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

সুখের বিষয় দীর্ঘকালীন বিস্তৃতির পরে ধম্মপদ আজ আবার আমাদের নবোদ্‌বুদ্ধ চিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের উপক্রম করছে। এই প্রতিষ্ঠাদানে যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের পর থেকে বাংলাদেশে ধম্মপদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা মন্থর হলেও স্থির গতিতে বেড়ে চলছে। ফলে গীতার ন্যায় ধম্মপদেরও বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধর্মাঙ্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির সম্পাদিত ধম্মপদের সুলভ ও সুবহ সংস্করণটি সাদরে অভিনন্দিত হবার যোগ্য। বাংলা ভাষায় ধম্মপদের এমন সুপরিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কি না জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক-ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য-বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী

পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়াতে বইখানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে। আশা করি এই সংস্করণটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এবং বাঙালির হৃদয়ে ধম্মপদের মহৎ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পথিকৃতের কাজ করবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

নিবেদন

ধম্মপদ করুণাময় বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছিল। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোনো সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে প্রায়শই ইহা প্রতীত হইবে যেন আড়াই হাজার বৎসরের পুর্ব-সীমায় উপবিষ্ট সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পুরুষ আমাদেরই অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিঘ্নসমূহ আবিষ্কার করিয়া সেগুলি মোচন করিবার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, মানব মনের চিরন্তন রহস্যগুলির উদ্ঘাটন ও উহাদের সুচিন্তিত সমাধান ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। মানব প্রকৃতি দেশকাল-নিরপেক্ষ। অতীতেও ধম্মপদ মানুষের পক্ষে যেরূপ আত্মশুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধির সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমানেও ইহা সেইরূপই বিবেচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রুপই হইবে।

ধম্মপদের প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। উপমাগুলি যথাযথ এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাহিক জীবন হইতে আহৃত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য। কোনো দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। সে কারণে ইহা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যাহার উপাদেয়তা সম্রাট অশোককে মুগ্ধ ও আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল সে মাধুর্যে কোটি কোটি মানব-হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্য কী? শান্তি-সন্ধানী জন-সমাজের জন্য আজিও ইহা অপরিহার্য।

অভিমত

‘যদি একটি মাত্র পুস্তককে কেহ সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিশ্বের গ্রন্থাগারে ধম্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তক পাওয়া অসম্ভব।’

—ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ণ কৃত ধম্মপদ-ভূমিকা ‘এশিয়া মহাদেশে যদি কোন অমর মহাকাব্য কখনো রচিত হয়ে থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই ধম্মপদ। ভারতের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে

তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু-হাজার বছরের রোমক ও খ্রিষ্টান সংস্কৃতির পরে আজিও সেই বাণী কোপেন হেগেন থেকে কেম্ব্রিজ এবং শিকাগো থেকে সেন্টপিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করছে।”

—অধ্যপক A. J. Edmunds অনূদিত ধম্মপদ ভূমিকা ‘ধম্মপদে রহস্য বা তত্ত্ব-বিচারের কোনো স্থান নাই। তার ফলে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। তত্ত্ব-বিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যা আত্মপ্রত্যয় ও জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

—The Buddha's way of Virtue (1912) ভূমিকা[১৬] ‘বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধম্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে।’

—History of Sanskrit Literature P. 370

রচনাকাল

সিদ্ধিলাভের পর হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের হিতের জন্য বিভিন্ন ধর্মপিপাসুদের মধ্যে যে অমৃতবাণী বর্ষণ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ। খ্রিষ্টীয় প্রারম্ভে সিংহলাধিপতি মহানামের রাজত্বকালে (৪১০-৩২) মগদের আচার্য বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ইহার অর্থকথা রচনা করেন। ধম্মপদের ইহাই একমাত্র প্রামাণ্য ভাষ্য। গ্রন্থকার ইহাতে মূল গাথার অনেক পাঠান্তরের উল্লেখ করেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তকে এই পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় সে প্রতিলিপিগুলি সিংহলরাজ বট্টগামিনীর সময়ে (খৃ. পূ. ৮৮-৭৬) লিপিবদ্ধ হয়। খৃ. পূ. ৩য় শতকের পূর্বার্ধে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র কর্তৃক মাগধী ভাষা হইতে ওই ভাষ্য সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। ‘যা তম্বপাণিম্হি দীপাভাষায় সণ্ঠিতা’ তাহাই উত্তর কালে বুদ্ধঘোষের অর্থকথা রচনার উপজীব্য হয়।

খৃ. পূ. প্রথম শতাব্দীর রচিত ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ধম্মপদের উল্লেখ আছে। এবং অভিধম্মপিটকের ‘কথাবত্থু’ খৃ. পূ. তৃতীয় শতকে রচিত। ধম্মপদের অনেক গাথা ইহাতে পাওয়া যায়, সুতরাং ধম্মপদ এ দুই গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

দীপবংশ ও মহাবংশে দেখা যায় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক (খৃ. পূ. ২৭২-

৩২) শ্রামণের নিগ্রোধের (উপগুপ্তের) মুখে ধম্মপদের 'অপ্পমাদ বগ্‌গ' শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের পূর্বেও ধম্মপদ বর্তমান ছিল।

মহাসাঙ্ঘিক রচিত 'মহাবস্তুর' অনেক স্থানে ধম্মপদ বুদ্ধভাষিত বলা হইয়াছে, [যথোক্তং ভগবতা ধর্ম্মদেষু]। তাঁহার উপদেশ হইতে চয়ন করিয়া প্রথম সঙ্গীতিতে (খ্রী. পূ. ৪৮৫ অব্দে) ধম্মপদ সংকলিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনুমোদিত হয়।

অভিযান

যে জনকল্যাণ-প্রেরণা ধম্মপদকে উত্তুঙ্গ প্রাচীর হিমালয় ও সমুদ্র-বেষ্টিত ভারতসীমা লঙ্ঘনে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ইহাকে অনূদিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে। যাহা ভারতের কোনো গ্রন্থের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নাই। পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই তিন প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষায় ধম্মপদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পালি ॥ অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

প্রাকৃত ॥ অপ্রমদু অমুতপদ প্রমদু মুচুনো পদ,
অপ্রমত ন মীয়তি যে প্রমত যধ মুতু।

সংস্কৃত ॥ অপ্রমাদো হ্যমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যুনঃ পদম্,
অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃতাঃ।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য ধর্মত্রাত খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতকে মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ধম্মপদের এক সম্পাদন করেন। ইহার ১৬ বর্গ পালি ধম্মপদের অনুরূপ। কনিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত ৪র্থ মহাসভায় সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ইহা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃতেও ধম্মপদের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত সংস্কৃত 'উদানবর্গ' মূলত সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের ধম্মপদ।

খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্য কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় ধম্মপদ অনূদিত হয়। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোশৃঙ্গ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে এই ধম্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদের (রাওলপিন্ডি অঞ্চলের) তৎকালীন প্রচলিত প্রাকৃত, স্থানীয় অশোক শিলালিপির সহিত সম্পর্কিত। পণ্ডিতদের মতে ইহাই অধুনা প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর বড়ুয়া ও মি. মিত্রের সম্পাদনায় (১৯২১) ইহা প্রকাশিত হয়।

মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। লিপি উত্তর গুপ্তযুগের (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর) ব্রাহ্মী। পণ্ডিতদের অনুমান—এই বিশেষ সংস্করণটিই পরবর্তী কালে (৮০৭-৪২) পণ্ডিত বিদ্যাপ্রভাকর তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তথাকার বৌদ্ধ আচার্য্য অবলোকিত সিংহ ৩৬শ বর্গ ও ২৬৮৪ শ্লোকযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় "ধর্মসমুচ্চয়" নামে এক গ্রন্থ সংকলন করেন। ডক্টর বড়ুয়া বলেন, 'ইহা ধম্মপদের সর্বশেষ ও বৃহত্তর সংস্করণ।'

Indian Culture, Vol III, No. 2, Page 368.

২২৩ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ হয়। এ ভাষায় ধম্মপদের বহু ভাষায় অনুবাদ বিদ্যমান। 'ধর্মসংগ্রহ মহার্ঘ্য গাথা' নামে দশম শতাব্দীর শেষে (৯৮০-১০০১) ধম্মপদের শেষ অনুবাদ হয়।

৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র কাবুল হইতে সংস্কৃত ধম্মপদের এক পাণ্ডুলিপি চীনে হইয়া যান। ইহাতে মূল ধম্মপদের সহিত আরও ৭টি বর্গ যুক্ত হয়।

ধম্মপদের মাধ্যমে প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-অভিযান চলিয়াছে। বস্তুত বুদ্ধবাণীই এশিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশকে ভারতের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। অধ্যাপদ সেন মহাশয় বলেন, "আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা উপনিষদ কোনো কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারে নি।... বস্তুত এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিসাবে ধম্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।" ধম্মপদ-পরিচয় (৪০ পৃ.)

প্রাকৃত ধম্মপদের সম্পাদকগণ বলেন, "ধম্মপদ সাহিত্যের খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারো শ বছরব্যাপী ঐতিহ্য আছে, তা ছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে, কেননা এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহদ্‌বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।"

পুনরভ্যুদয়

উত্থান পতন জগতের ধর্ম। কোনো বস্তু চিরকাল সমান থাকে না। ধম্মপদ সম্বন্ধেও সে নীতি অপরিহার্য। ইহা ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভূত সমৃদ্ধ করিল এবং সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে আপনার করিয়া লইল, তথাপি দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে নানা বিপর্যয়ে ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধম্মপদও ভুলিতে বসিল।

আধুনিক যুগে (১৮৫৫) ডেনমার্কবাসী ডক্টর ফস্‌বোল লাটিন ভাষায় ধম্মপদের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তৎপর বার্নূফ, গর্গালি, উফম, ওয়েবার প্রভৃতি মনীষীরা ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া ধম্মপদের প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ফার্নান্দ হু ধম্মপদ ফরাসী ভাষায় ও রেভারেন্ড বীল ভাষা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন। অধ্যাপক মোক্ষ-মূলারের (১৮৮৯) অনুবাদ প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থ শ্রেণিতে প্রকাশিত হয়। এইরূপে পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ধম্মপদের দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে।

১৮৯৮ অব্দে বুদ্ধঘোষের টীকা সমেত ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাটটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ অব্দে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বসু ধম্মপদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমানকালে ইহাই ভারতীয় ভাষায় প্রথম ধম্মপদ। কপিল-আশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় পুনর্বার ইহার সংস্কৃত পদ্য ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ণ (১৯২১) হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ভারতের অনেক ভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ হইয়াছে।

আধুনিক লাটিন, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসী, ডেনমার্ক, ইতালী, রুশ প্রভৃতি উন্নত ভাষার ন্যায় মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, সংস্কৃত, নেপালী, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় ইহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোডিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ধম্মপদের অসংখ্য সংস্করণ বিদ্যমান।

ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা পালি ধম্মপদ সহজবোধ্য। সংস্কৃতজ্ঞদের পক্ষে আরও সহজ। বাংলা ভাষীদেরও ইহা দুর্বোধ্য নহে, উদাহরণেই প্রমাণিত হইবে :

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো। পালি

ন হি বৈরেন বৈরানি শাম্যন্তীহ কদাচন,
অবৈরেন চ শাম্যন্তি এ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ। সংস্কৃত
"বৈরিতা বৈরিতা শান্ত নাহি করে কদাচন;
অবৈরিতা শান্ত করে"; এই ধৰ্ম্ম সনাতন।

বীবেরন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি-কৃত পদ্যানুবাদ

ধম্মপদ ও গীতা

"আমরা শ্রীমদ্ভগদ্গীতার যেরূপ সমাদর করি বৌদ্ধগণ ধম্মপদ গ্রন্থের তদ্রুপ সমাদর করিয়া থাকেন।"

— ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (ধম্মপদ ভূমিকা)

"ধম্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত বলে মনে হয় না।"

— ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধৰ্ম্ম ও সাহিত্য, ৬৬

"বৌদ্ধধর্মে ধর্মপদ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও সেই স্থান পাইয়াছে। ধর্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত হয়, গীতাও তদ্রুপ বহু হিন্দুগৃহে পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।... গীতার ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মী-স্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মতো শূন্য নহে, সুতরাং বৌদ্ধগণই যে গীথা হইতে 'নির্বাণ' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।... 'যোগক্ষেম' শব্দটি প্রাচীন। সম্ভবত উপনিষদ্ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।"

— স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতা ভূমিকা।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম নির্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা দীপ-নির্বাণে ব্যবহৃত হইত—মুক্তি অর্থে নহে। আর্যমুক্তির সহিত ইহা ভাব সামঞ্জস্যহীন। দীপনির্বাণ দীপস্থিতি নহে, তৈল, সলিতা প্রভৃতি কারণদ্রব্যের সমবায়ে যে দীপশিখা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিত, ইন্ধন বা কারণের অভাবে সেই স্ফুলিঙ্গরাশির অনুৎপত্তিই দীপনির্বাণ। সুতরাং অনুৎপাদের স্থিতি অবান্তর কল্পনা। জীব-নির্বাণ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কার্য-কারণের যে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ জীবরূপে চলিয়াছে, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতি কারণের নিরোধে কার্যরূপ জীবন-প্রবাহের অনুৎপত্তিই জীব-নির্বাণ, জীবস্থিতি নহে। নির্বাণের নামান্তর 'অনুৎপাদ নিরোধ'। বৌদ্ধ মুক্তির সহিত নির্বাণের ভারসাম্য বিদ্যমান। যাহা আর্যমুক্তির দ্যোতক নহে। ধম্মপদের জনপ্রিয় ও মুক্তিবাচক নির্বাণ শব্দ পরবর্ত্তী কালে সঙ্গতিহীন হইলেও গীতাকার

ব্রহ্মনির্বাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

যোগক্ষেপ শব্দ ধম্মপদের ন্যায় গীতায়ও পরিদৃষ্ট হয়—"যাঁহারা অন্য চিন্তা না করিয়া আমাকে উপাসনা করেন সেই সকল নিত্য যোগযুক্তগণের যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি বহন করি।" গীতা, ৯|২২

"যাঁহারা নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ও সতত (শমথ-বিদর্শন) ধ্যানপরায়ণ; সেই সমল সুধীরাই অনুত্তর যোগক্ষেম (যোগমুক্তিত) নির্বাণ অধিগত হন।" ধম্মপদ, ২|৩

উভয় গ্রন্থে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। গীতা বলে উপাসকের যোগক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন, পরতন্ত্রতা ও মূখাপেক্ষিতা ইহার আদর্শ। কিন্তু ধম্মপদ ঘোষণা করে অধ্যবসায় ও সাধনা প্রভাবে সাধক নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন করেন। আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার ইহাই আদর্শ। অপরে অধ্যয়ন করিয়া নিজের জ্ঞান আহরণ যেমন অসম্ভব, একের মুক্তিও সেইরূপ অপরে আহরণ করিতে পারে না। 'পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞেহি' মুক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞগণের স্বয়ং উপলব্ধির বিষয়। যোগক্ষেম শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমুখী। এ সকল আলোচনায় প্রমাণিত হয় ধম্মপদের যোগক্ষেম মৌলিক।

ডক্টর লরিনসারের মতে গীতা বুদ্ধের জন্মের অনেক পরে এমনকি যীশুখ্রিষ্টের আবির্ভাবেরও অনেক পরে রচিত। সুতরাং উভয় গ্রন্থের মধ্যে কে উত্তমর্ণ তাহা সহজে অনুমেয়।

গীতা ও ভাগবতে অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক অবতারবাদে বৈদিক ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বর বিরোধ রহিয়াছে। যেখানে যে ছিল না সেখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকার কিংবা নিরাকারই হউন সর্বব্যাপীর পক্ষে অবতরণের স্থান ও প্রয়োজন নাই। আচার্য শঙ্করের মতে 'গীতাশাস্ত্র বেদার্থসার সংগ্রহ'। সুতরাং উহা বেদানুকূল হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতা ভগবদুক্তিরূপে বর্ণিত, এই বিশ্বাস বেদবিরুদ্ধ।'

'গীতা পদ্মনাভ নামক ঋষির রচিত। পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত নহে।' (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

মহাভারতের ১৬শ অধ্যায়ে, অনুগীতাতে উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় অর্জন যখন পুনরায় শুনিতে চাহেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, "যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন?" যাহা শ্রোতা বিস্মৃত, বক্তা পুনর্বার বলিতে অসমর্থ; তাহাই সঞ্জয় অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিলেন ধৃতরাষ্ট্রে নিকট! তবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন? পুরাতন ত্রিপিটক ও বাইবেলে দেখা যায় উপদেষ্টা কিছু বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন "এতদবোচ ভগবা"— Thus said the Lord অর্থাৎ ভগবান এরূপ বলিয়াছেন। ইহা উপদেশ দিবার তদানীন্তন একটা প্রণালী; সম্ভবত গীতায়ও তাহা অনুসৃত হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবত উভয়ের অবতারবাদ পরস্পর সঙ্গতিহীন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এক ঈশ্বরই যুগে যুগে অবতরণ করেন। আর ভাগবতের "অবতারাঃ হ্যসংখেয়্যাঃ" অবতারেরা অসংখ্যেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্বে, অবতার পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন; সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ। সুতরাং মানুষের ন্যায় অবতারও অসংখ্য।

'ভাগবতের সার কথা কৃষ্ণতত্ত্ব। স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্তত ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র কলঙ্কমুক্ত নহে।"

রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, যিনি ধর্মের স্থাপিয়তা—

> 'স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা,
> প্রতীপমাচরদ্বক্ষাণ, পরদারাভিমর্ষণম্? ভাগবতা ১০।৩৩।২১

তিনি ধর্মের কর্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপাহিত কর্ম করিলেন কেন? শুকদেব দুই যুক্তি দ্বারা এই কার্য সমর্থন করিলেনন, (১) তেজীয়ান ব্যক্তিদের কোনো অপকর্মে দোষ হয় না, 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বতুজোঃ যথা' ১০।৩৩।৩০; (২) তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগের অন্তর্যামী পুরুষ, ক্রীড়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়াছেন বৈ'ত নয় তবে আর কি দোষ হইল?'

গীথা এই যুক্তি সমর্থন করে না। প্রধান ব্যক্তিরা যে যে আচরণ করেন অন্য লোকেরা তাহাই অনুকরণ করে।

> 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।' (গীতা ৩।২১)

যিনি ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মজগতের আদর্শ, জনসাধারণ তাঁহার অনুসরণ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল কৈফিয়ৎ ন্যায়ালয়ে নিরপরাধ

প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সুধীগণের বিবেচ্য।

"অতএব অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র। তাহা মানবসমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায়।" (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকেও উল্লেখ দৃষ্ট হয় :

"যং যং কামী কাময়তি অপি চণ্ডালিকামপি,
সব্বেহি সদিসো হোতি নত্থি কামে অসদিসো।
অত্থি জংবাবতী নাম মাতা সিবিস্‌স রাজিনো,
সা ভরিয়া বাসুদেবস্‌স কণ্‌হস্‌স মহিষী পিয়া।"

(জাতক ষষ্ঠ খণ্ড, ৪২১, ফসবোল সংস্করণ)

কামী মানুষ যেই স্ত্রীর কামনা করে— চণ্ডালিকা হইলেও সে তাহার প্রতি মুগ্ধ হয়। কামভোগে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলেই সমান। শিবি রাজার মাতার নাম জংবাবতী, তিনি ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের প্রিয়া ভার্যা ও অগ্রমহিষী।

টীকাকার বলেন, 'একদিন মহারাজ কৃষ্ণ স্বীয় উদ্যানের পথে এক সুন্দরী তন্বী, অবিবাহিতা চণ্ডাল তরুণীকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি পাটরাণী করিয়া লন। তখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন, জাতিভেদ মানিতেন না।

তৎপরে 'নিদ্দেসে' বাসুদেব ও তৎপন্থী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পাণিনির—'বাসুদেবার্জুনভ্যাং বুন্‌' ৪।৩।৯৮ সূত্রে ওই সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিয়া বাসুদেবের মূর্তিসহ দ্বারে দ্বারে ঘুরিত এবং উদরনির্বাহ করিত। মহারাষ্ট্রের পুনাদি জিলার বাসুদেবা নামক লোকদিগকে দেখিলে ওই সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। উহারা মাথায় ময়ুর পাখার উঁচু টুপি এবং দেহে লম্বা চোগান পরে আর প্রাতঃকালে বাসুদেবের নামে ভিক্ষা করে।

বাসুদেব ছিলেন গুপ্তরাজাদের কুলদেবতা। শকদের পতনের পর যেমন মহাদেব লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত হন, তেমনি গুপ্তদের অবনতির সময়ে বাসুদেব হইলেন ব্যভিচারী গোপাল। রাজাদের বিলাসিতা যত বাড়িয়াছে বাসুদেবও তত বিলাসী হইয়াছে।' (ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর অহিংসা)।

ক্ষেত্রবিশেষ রক্তমাংসের মানুষ বুদ্ধিবলে আপনাকে ভগবানের অবতার, অংশ, কিংবা সম্পর্কিত করিয়া স্বীয় দুর্বলতা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও অন্ধ ভক্তের হাতে পড়িয়া তথাকথিত ভগবানের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধম্মপদ অবতারবাদ মানে না।

ডক্টর অটো সাহেবের মতে গীতার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। উহার শ্লোক সংখ্যা ১২৮-এর অনধিক। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলি পৃথক পৃথক গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলি প্রক্ষিপ্ত।

গার্বে ও হপকিন্স-এর মতে অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতার স্ব স্ব রচনা সংযোগ করিয়াছেন। বার্নেটের ধারণা যে গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্মমতের সুসামঞ্জস্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকসংখ্যার বৈষম্য এই সমল উক্তি সমর্থন করে। ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাথিয়াবার গণ্ডাল স্টেটে ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দের হস্তলিখিত যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অতিরিক্ত শ্লোক ও ২৫০টি পাঠান্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের ধর্মগুলের মুদ্রিত গীতায় প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তি পর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেচ্ছভাবে গ্রহণপূর্বক ৭৪৫ শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। একাদশ শতকে বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক আলবেরুণী স্বীয় গ্রন্থে গীতার যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত গীতায় তাহা নাই। সম্রাট আকবরের সময়ে গীতার যে ফার্সী অনুবাদ হয় উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪০। বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ৭৪৫ সংখ্যাই সমর্থন করেন। শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত ইহাতে শ্লোক ছিল ৭০০।

ধম্মপদ মোট ৪২৩টি গাথায় সম্পূর্ণ। এবং এই গাথাগুলি এক এক ঘটনা বা কাহিনীর সহিত সংযুক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে একাধিক গাথাও উক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য মোট একোনত্রিশত (২৯৯) কাহিনী পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টীয় ৪৫৫-৫২৮ পর্যন্ত গুপ্তযুগ। ওই সময়ে ভারতকাব্য মহাভারতে পরিণতি লাভ করে। উহার অনেক স্থানে হূণদের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্ত হূণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএন চাঙ'-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত হূণদের আক্রমণ ও ধ্বংসাবশেষের সন্ধান দেয়। এই সময় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সময় (৪৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) যুদ্ধের প্ররোচনা দানের নিমিত্ত গীতার প্রথমাংশ রচিত ও মহাভারতে সংযুক্ত হয়। (ভা. স. অ. ১২৭) সহস্র বৎসরের প্রচলিত বৌদ্ধসভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি।

একক কোনো মতের পক্ষে হয়ত টিকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ, সগুণ, নির্গুণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগৃহীত হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন গীতার 'এবং প্রবর্তিতং চক্রম্' ৩|১৬ বৌদ্ধ ধর্মচক্রের প্রভাব সূচনা করে। 'গীতাসূপনিষৎসু' উক্তি দ্বারা ইহা শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে রচিত বলিয়া যদি কেহ প্রাচীনত্বের দাবি করে, তাহা যুক্তিসহ নহে। সম্রাট আকবরের সময়ে রচিত দশ সূত্র সমন্বিত 'আল্লোপনিষদ্' নামের দরুণ প্রাচীনত্বের দাবি করিতে পারে না। বস্তুত শুধু প্রাচীনত্বের দ্বারা কোনো গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

ধম্মপদের ১২|৪ গাথার সহিত গীতার ৫|৬ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'ইহা ধম্মপদ বাণীরই বিস্তার মাত্র। আত্মশরণ গীতার মূলনীতি নহে। কারণ, প্রথমত আত্মশরণ নীতি ও ভক্তি পরস্পরের অনুকূল বা পরিপূরক নয় এবং গীতাধর্ম যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণকথিত 'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। (গীতা ১৮|৬৬) বুদ্ধকথিত 'অত্তদীপা অত্তসরণা অনঞ্ঞ-সরণা বিহরথ। (পরিনিব্বান সূত্র) এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী এ কথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নাই! (ধম্মপদ পরিচয় ২৭ পৃ.) স্ববিরোধী হইলেও গীতায় এই নীতি সগৌরবে বিরাজমান।

ধম্মপদের ৭|৮ গাথায় ধর্মসেনাপতি সারিপুত্ত থেরের নিকট পুরুষোত্তম আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। ৬৩ গাথায় ছন্ন থেরকে তথাবিধ পুরুষোত্তম ভজনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার ১৫শ অখ্যায়েও পুরুষোত্তম যোগ এবং ১৫|১৭, ১৯ শ্লোকে পুরুষোত্তম-আদর্শ ও ভজনাপ্রণালি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরকালে উহাই গীতার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

ধম্মপদ ২০|৪ গাথার স্মরণীয় রূপে গীতার ১৮|৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধম্মপদ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে। গীতার শিক্ষা বিপরীত। বুদ্ধগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তির স্বীয় আবিষ্কৃত পথ শিক্ষা দেন মাত্র। মুক্তিকামীকেই তজ্জন্য উদ্যম করিতে হয়। আপন মুক্তি আপনার হাতে, কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষায় কিংবা মধ্যস্থতায় প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নহে। ইহা কত বড় আত্মনির্ভরতা ও আশ্বাসের বাণী। যোগক্ষেম বহনের ন্যায় সর্বপাপমুক্তির আশ্বাসও অনর্থক। যদি শরণাগত ভক্তের পাপমুক্তি ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইত তবে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই মিথ্যার দরুন ভক্ত

যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইত না। বস্তুত পাপের পরিণাম ও পুণ্যের পুরস্কার, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, বন্ধন ও মুক্তি ধম্মপদের ১২|৫, ৯ গাথানুসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একে অপরকে শুদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না।

গীতা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রেরণা দানের নিমিত্ত কেবল অর্জুনকেই বলা হইয়াছে। ধম্মপদ প্রশান্ত হৃদয়ে জীবকল্যাণ প্রেরণায় বহুজনকে উপদিষ্ট। যুদ্ধ ধ্বংসের পথ, যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রোহিণী নদীর জলের জন্য শাক্য ও কোলিয়ের সংগ্রাম ও কাশী রাজ্যের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুতাপ প্রশমনের জন্য ধম্মপদের ১৫|১, ২, ৩ ও ৫ গাথা বর্ণিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ধম্মপদের সনাতন নীতি।

ধম্মপদের প্রভাব

ধম্মপদ বিশ্ব-সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্য ইহা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। ইহার অপ্রমাদ নীতি মহাভারতে ও খ্রি. পূ. প্রথম শতকের খোদিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের মূলনীতি। এই অনুমান সর্বৈব সত্য নহে। ইহারা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ডক্টর বড়ুয়া বলেন :

"অপ্রমাদই হলো ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূলনীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।"

—Asoka and his Inscriptions. pp. 27. 250.

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন :

"প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষ বাণী।"

—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪) পৃ. ৪৯

পণ্ডিতেরা বলেন, "স্বাধিকার বা স্বকর্ত্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ।" অপ্রমত্ততার জন্য সদাজাগ্রত উত্থান ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকারের প্রয়োজন। তাই ধম্মপদে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুই নীতির প্রতিও জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত উত্থান ও অপ্রমাদ সম্ভব নহে। ভাগবতেরা কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠ—আত্মনিষ্ঠ নহেন। ওই নীতির সহিত অপ্রমাদ সামঞ্জস্যহীন।

মহাভারতের ভাগবত নীতি :

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম জানি তাতেও আমার নিবৃত্তি নাই, হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করি।

এই নীতিতে স্বাধিকার বা পুরুষকারের প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা জ্ঞানীদের বিবেচ্য। অথচ ওই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ গীতায় অপ্রমাদের উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

ধম্মপদের অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করে, সারা জীবন তিনি এই নীতির অনুসরণ ও প্রচার করায় তখন ইহা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং এই নীতি অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাও অযৌক্তিক নহে।

ধম্মপদের গাথার সহিত মহাভারত, মনুসংহিতা, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, পালি ভাষার বচনগুলিই মূল, সংস্কৃতে ওই সকল বচন কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা উহাদের অনুকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত হইয়াছে।" (ধম্মপদ ভূমিকা ৯০)

অধ্যাপক ভাগবত মহাশয়ের ইংরেজি অনুবাদসহ ধম্মপদের পকেট সংস্করণ দেখিয়াই বাংলা ভাষায় এইরূপ সংস্করণের প্রয়োজন অনুভব করি। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। কয়েকবার মুদ্রণের প্রয়াস করিয়াও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে ধম্মপদের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দুর্বলতার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেন, "সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার নিমিত্ত পনেরো বৎসর অপেক্ষা করার চেয়ে বারো আনা সুন্দরেই তখন ইহা বাহির হওয়া উচিত ছিল, এ ভাবে রাখিলে হয়ত আর বাহির হইবে না।" সত্যই ইতিমধ্যে জীবনের যে বিপর্যয় গিয়াছে হয়ত মুদ্রণের সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইত; তাঁহার পরামর্শ, উৎসাহ ও প্রুফ দর্শনে সক্রিয় সাহায্যই ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইল। অনুগ্রহপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া তিনি ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কবি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ কুসুম বড়ুয়া বি.এ. ও আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শান্তরক্ষিত স্থবির ইহার মুদ্রণের উপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছে। জগজ্জ্যোতির প্রচার-সচিব শ্রীমান জ্ঞানানন্দ ভিক্ষুর সহায়তা মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত করিয়াছে, তজ্জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ। ধম্মপদের অনুবাদে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের ঋণ অনস্বীকার্য।

ধম্মপদ মান মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। বৌদ্ধ উপাসকগণ প্রাতে সন্ধ্যায় উহার কয়েক বর্গ অধ্যয়ন না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করেন না। সাধারণের ব্যবহার-সৌকর্যে ইহা অনূদিত হইল। ইহা কোনো মৌলিকত্বের দাবি রাখে না। কেবল ক্ষুদ্র কলেবরে ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট স্থান পাইবার প্রত্যাশা করে।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১৪ | ৪ | ৫৪

ধর্ম্মাধার মহাস্থবির
উপাধ্যায়
নালন্দা বিদ্যাভবন

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!"

১. যমক বর্গ

১. মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা, মনোসেট্‌ঠা মনোমযা।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন, ভাসতি ৰা করোতি ৰা।
ততো নং দুকখমন্বেতি, চক্কংৰ ৰহতো পদং॥

অনুবাদ : মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোনো কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর [বলদের] পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহার অনুসরণ করে।

২. মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা, মনোসেট্‌ঠা মনোমযা।
মনসা চে পসন্নেন, ভাসতি ৰা করোতি ৰা।
ততো নং সুখমন্বেতি, ছাযাৰ অনপাযিনী॥

অনুবাদ : মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোনো কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয়।

৩. অক্কোচ্ছি মং অৰধি মং, অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনযহন্তি, ৰেরং তেসং ন সম্মতি॥

অনুবাদ : আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল, যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না।

৪. অক্কোচ্ছি মং অৰধি মং, অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং নুপনযহন্তি, ৰেরং তেসূপসম্মতি॥

অনুবাদ : আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ না করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়।

৫. ন হি ৰেরেন ৰেরানি, সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অৰেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো॥

অনুবাদ : জগতের শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম।

৬. পরে চ ন ৰিজানন্তি, মযমেত্থ যমামসে।
যে চ তত্থ ৰিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা॥

অনুবাদ : আমরা এখানে [কলহে] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অনুক্ষণ মৃত্যুর দিকে যাইতেছি, [কলহপ্রিয়] লোকেরা ইহা বুঝে না; যাহারা ইহা উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয়।

৭. সুভানুপস্সিং ৰিহরন্তং, ইন্দ্রিযেসু অসংৰুতং।
ভোজনম্হি চামত্তঞ্ঞুং, কুসীতং হীনৰীরিযং।
তং ৰে পসহতি মারো, ৰাতো রুক্খংৰ দুব্বলং॥

অনুবাদ : যে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী, ইন্দ্রিয়েসমূহে অসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, আলোস্যপরায়ন ও হীনবীর্য, বায়ুবিধ্বস্ত দুর্বল বৃক্ষের ন্যায় মার [রিপুগণ] তাহাকেই অভিভূত করে।

৮. অসুভানুপস্সিং ৰিহরন্তং, ইন্দ্রিযেসু সুসংৰুতং।
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং, সদ্ধং আরদ্ধৰীরিযং।
তং ৰে নপ্পসহতি মারো, ৰাতো সেলংৰ পব্বতং॥

অনুবাদ : যিনি [বাহ্য] শোভা দর্শনে বিরত [অশুভ ভাবনায় রত], ইন্দ্রিয়সমূহে সুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান ও আরব্ধবীর্য, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায় মার তাঁহাকে কখনো অভিভূত করিতে পারে না।

৯. অনিক্কসাৰো কাসাৰং, যো ৰত্থং পরিদহিস্সতি।
অপেতো দমসচ্চেন, ন সো কাসাৰমরহতি॥

অনুবাদ : যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ-বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

১০. যো চ ৰন্তকসাৰস্স, সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন, স ৰে কাসাৰমরহতি॥

অনুবাদ : যিনি কলুষমুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ, তিনিই গৈরিক বসন ধারণের যোগ্য।

১১. অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা॥

অনুবাদ : যাহারা অসারকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যা কল্পনাবিলাসীরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে পারে না।

১২. সারঞ্চ সারতো ঞত্বা, অসারঞ্চ অসারতো।
তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা॥

অনুবাদ : যাঁহারা সারবস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে জানেন, সেই সম্যক সংকল্পগোচর ব্যক্তিরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়।

১৩. যথা অগারং দুচ্ছন্নং, ৰুট্ঠী সমতিৰিজ্ঝতি।
এৰং অভাৰিতং চিত্তং, রাগো সমতিৰিজ্ঝতি॥

অনুবাদ : দুরাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি সাধনাবিহীন চিত্তে কামরাগ প্রবেশ করে।

১৪. যথা অগারং সুছন্নং, ৰুট্ঠী ন সমতিৰিজ্ঝতি।
এৰং সুভাৰিতং চিত্তং, রাগো ন সমতিৰিজ্ঝতি॥

অনুবাদ : সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি সাধনাপূত চিত্তে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করে না।

১৫. ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি, পাপকারী উভযত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো ৰিহঞ্ঞতি, দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো॥

অনুবাদ : পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দকর্ম দেখিয়া অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।

১৬. ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি, কতপুঞ্ঞো উভযত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি, দিস্বা কম্মৰিসুদ্ধিমত্তনো॥

অনুবাদ : কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। স্বীয় কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন।

১৭. ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি, পাপকারী উভযত্থ তপ্পতি।
"পাপং মে কত"ন্তি তপ্পতি, ভিয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো॥

অনুবাদ : পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ করে। আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হয়।

১৮. ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি, কতপুঞ্ঞো উভযত্থ নন্দতি।
"পুঞ্ঞং মে কত"ন্তি নন্দতি, ভিয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো॥

অনুবাদ : কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই আনন্দিত হন। আমার দ্বারা পুণ্য করা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করেন।

১৯. বহুম্পি চে সংহিত ভাসমানো, ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপোৰ গাৰো গণযং পরেসং, ন ভাগৰা সামঞ্ঞস্স হোতি॥

অনুবাদ : রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই গোরসের অধিকারী

হয় না, সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য (ধর্মগ্রন্থ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করে না সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।

২০. অপ্পম্পি চে সংহিত ভাসমানো, ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী।
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সম্মপ্পজানো সুৰিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিযানো ইধ ৰা হুরং ৰা, স ভাগৰা সামঞ্ঞস্স হোতি॥

অনুবাদ : যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াই ধর্মানুকূল জীবন গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহারপূর্বক প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক পারত্রিক কিছুতেই অকৃষ্ট হন না, তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।

২. অপ্রমাদ বর্গ

২১. অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি, যে পমত্তা যথা মতা॥

অনুবাদ : অপ্রমাদ অমৃত লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর আর যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতসদৃশ।

২২. এৰং ৰিসেসতো ঞত্বা, অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি, অরিযানং গোচরে রতা॥

অনুবাদ : অপ্রমত্ততার এই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ আর্যদের আচরিত ধর্মে রত থাকেন এবং অপ্রমাদে প্রমোদিত হন।

২৩. তে ঝাযিনো সাততিকা, নিচ্চং দল্হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং, যোগকেখমং অনুত্তরং॥

অনুবাদ : যাঁহারা ধ্যানপরায়ণ, সতত উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী, সেই ধীর ব্যক্তিগণ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

২৪. উট্ঠানৰতো সতীমতো, সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো।
সঞ্ঞতস্স ধম্মজীৰিনো, অপ্পমত্তস্স যসোভিৰড্ঢতি॥

অনুবাদ : যিনি উদ্যমশীল, স্মতিমান, পবিত্রকর্মা ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদন করেন এবং যিনি সংযত ও ধর্মত জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২৫. উট্ঠানেনপ্পমাদেন, সংযমেন দমেন চ।
দীপং কযিরাথ মেধাৰী, যং ওঘো নাভিকীরতি॥

অনুবাদ : উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা মেধাবী নিজের জন্য এমন দ্বীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করিতে সমর্থ হন, যাহাকে সংসারস্রোত

বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

২৬. পমাদমনুযুঞ্জন্তি, বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্পমাদঞ্চ মেধাৰী, ধনং সেট্ঠংৰ রক্খতি॥

অনুবাদ : অজ্ঞ ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রমাদে অনুরক্ত হয়, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করেন।

২৭. মা পমাদমনুযুঞ্জেথ, মা কামরতিসন্থৰং।
অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো, পপ্পোতি ৰিপুলং সুখং॥

অনুবাদ : কখনো প্রমাদের অনুসরণ করিও না, কাম ও রতি সম্ভোগে অনুরক্ত হইও না। যিনি অপ্রমত্তভাবে ধ্যান করেন তিনি পরম সুখের অধিকারী হন।

২৮. পমাদং অপ্পমাদেন, যদা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্ঞাপাসাদমারুযহ, অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্ঠোৰ ভূমট্ঠে, ধীরো বালে অৰেক্খতি॥

অনুবাদ : পণ্ডিত লোক অপ্রমাদের দ্বারা যখন প্রমাদকে অপনোদন করেন, তখন পর্বতারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভূমিস্থ জনগণকে অবলোকন করেন, তদ্রুপ তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে অরোহণ করিয়া স্বয়ং শোকরহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

২৯. অপ্পমত্তো পমত্তেসু, সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্সংৰ সীঘস্সো, হিত্বা যাতি সুমেধসো॥

অনুবাদ : প্রমত্তদের মধ্যে যিনি অপ্রমত্ত, নিদ্রিতদের মধ্যে যিনি নিত্যজাগ্রত, দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় সেই মেধাবী ব্যক্তি প্রমত্তগণকে অতিক্রম করিয়া (ধর্মপথে) অগ্রসর হন।

৩০. অপ্পমাদেন মঘৰা, দেৰানং সেট্ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি, পমাদো গরহিতো সদা॥

অনুবাদ : মঘবা (ইন্দ্র) অপ্রমাদের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন; প্রমাদ সর্বদা নিন্দার্হ।

৩১. অপ্পমাদরতো ভিক্খু, পমাদে ভযদস্সি ৰা।
সংযোজনং অণুং থূলং, ডহং অগ্গীৰ গচ্ছতি॥

অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম বন্ধন (সংযোজন)-সমূহ অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হন।

৩২. অপ্পমাদরতো ভিক্খু, পমাদে ভযদস্সি ৰা।
অভব্বো পরিহানায, নিব্বানস্সেৰ সন্তিকে॥

অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, সাধনামার্গ হইতে তাঁহার পতন অসম্ভব, তিনি নির্বাণের নিকটবর্তী হইয়াছেন।

৩. চিত্ত বর্গ

৩৩. ফন্দনং চপলং চিত্তং, দূরক্খং দুন্নিৰারযং।
উজুং করোতি মেধাৰী, উসুকারোৰ তেজনং॥

অনুবাদ : শরনির্মাতা তীরের ফলাকে যেমন সোজা করে জ্ঞানী পুরুষ স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সেইরূপ সরল করেন।

৩৪. ৰারিজোৰ থলে খিত্তো, ওকমোকতউব্ভতো।
পরিফন্দতিদং চিত্তং, মারধেয্যং পহাতৰে॥

অনুবাদ : জলাবাস হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে নিক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় এই চিত্ত ও মাররাজ্য ছাড়িবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়।

৩৫. দুন্নিগ্গহস্স লহুনো, যত্থকামনিপাতিনো।
চিত্তস্স দমথো সাধু, চিত্তং দন্তং সুখাৰহং॥

অনুবাদ : দুর্দমনীয়, লঘুগতি, যথেচ্ছ-বিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গলজনক; দমিত চিত্ত সুখাবহ হয়।

৩৬. সুদুদ্দসং সুনিপুণং, যত্থকামনিপাতিনং।
চিত্তং রক্খেথ মেধাৰী, চিত্তং গুত্তং সুখাৰহং॥

অনুবাদ : বিজ্ঞব্যক্তি অতি দুর্বোধ্য, সুদক্ষ ও যথেচ্ছ-বিচরণশীল চিত্তকে রক্ষা করিবেন; সুরক্ষিত চিত্ত সুখাবহ হয়।

৩৭. দূরঙ্গমং একচরং, অসরীরং গুহাসযং।
যে চিত্তং সংযমেস্সন্তি, মোক্খন্তি মারবন্ধনা॥

অনুবাদ : দূরগামী, একচর, অশরীর ও হৃদয়গুহাশ্রিত চিত্তকে যাঁহারা সংযত করেন তাঁহারা মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

৩৮. অনৰট্ঠিতচিত্তস্স, সদ্ধম্মং অৰিজানতো।
পরিপ্লৰপসাদস্স, পঞ্ঞা ন পরিপূরতি॥

অনুবাদ : যাহার চিত্ত অনবস্থিত, যে ব্যক্তি সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ও যাহার প্রসন্নতা বিক্ষুব্ধ, তাহার প্রজ্ঞা কখনো পরিপূর্ণ হয় না।

৩৯. অনৰস্সুতচিত্তস্স, অনন্বাহতচেতসো।
পুঞ্ঞপাপপহীনস্স, নত্থি জাগরতো ভযং॥

অনুবাদ : যাহার চিত্ত অনাসক্ত ও অবিচলিত, যিনি পাপ-পুণ্যের বন্ধন পরিহার করিয়াছেন, সেই জাগ্রত ব্যক্তির পতনভয় আর থাকে না।

৪০. কুম্ভূপমং কাযমিমং ৰিদিত্বা, নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোধেথ মারং পঞ‍্ঞাৰুধেন, জিতঞ্চ রক্খে অনিৰেসনো সিযা॥

অনুবাদ : এই দেহকে কুম্ভবৎ (ভঙ্গুর) মনে করিয়া এই চিত্তকে নগরের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা কর; কিন্তু তৎপ্রতি আসক্তি রাখিও না।

৪১. অচিরং ৰতযং কাযো, পথৰিং অধিসেস্সতি।
ছুদ্ধো অপেতৰিঞ‍্ঞাণো, নিরত্থংৰ কলিঙ্গরং॥

অনুবাদ : হায় ! অচিরে এই দেহ বিজ্ঞানহীন হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দরাশায়ী হইবে।

৪২. দিসো দিসং যং তং কযিরা, ৰেরী ৰা পন ৰেরিনং।
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং, পাপিযো নং ততো করে॥

অনুবাদ : বৈরী বৈরীর বা শত্রু শত্রুর যতখানী (অনিষ্ট) করে, মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্ত মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

৪৩. ন তং মাতা পিতা কযিরা, অঞ্ঞে ৰাপি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং, সেয্যসো নং ততো করে॥

অনুবাদ : মাতাপিতা কিংবা জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মানুষের করিতে পারে না, সত্যনিবিষ্ট চিত্ত তাহার ততোধিক উপকার করে।

৪. পুষ্প বর্গ

৪৪. কো ইমং পথৰিং ৰিচেস্সতি, যমলোকঞ্চ ইমং সদেৰকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং, কুসলো পুপ্ফমিৰ পচেস্সতি॥

অনুবাদ : কে দেবলোক ও যমলোক সহ এই পৃথিবী জয় করিবে? দক্ষ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় কে সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবে?

৪৫. সেখো পথৰিং ৰিচেস্সতি, যমলোকঞ্চ ইমং সদেৰকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং, কুসলো পুপ্ফমিৰ পচেস্সতি॥

অনুবাদ : শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী) দেবলোকসহ এই পৃথিবী ও যমলোক জয় করিবেন। সুনিপুণ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় শিক্ষার্থী সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবেন।

৪৬. ফেণূপমং কাযমিমং ৰিদিত্বা, মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি, অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে॥

অনুবাদ : যিনি এই শরীরকে ফেনপিণ্ড ও মরীচিকার ন্যায় (অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া) সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন, তিনি মারের ফুলশর (পঞ্চকামে আসক্তি) ছেদন করিয়া মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে গমন করেন।

৪৭. পুপ্ফানি হেৰ পচিনন্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোৰ, মচ্চু আদায গচ্ছতি॥

অনুবাদ : [ভোগের] পুষ্পচয়নে নিরত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি প্রবল স্রোতে প্লাবিত সুপ্ত গ্রামের ন্যায় [কামনার অতৃপ্ত অবস্থায় সহসা] মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

৪৮. পুপ্ফানি হেৰ পচিনন্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তঞেঞ্ৰ কামেসু, অন্তকো কুরুতে ৰসং॥

অনুবাদ : [ভোগের] পুষ্প চয়নরত আসক্তমনা ব্যক্তিকে কামনার অতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যু অধিকার করে।

৪৯. যথাপি ভমরো পুপ্ফং, ৰণ্ণগন্ধমহেঠযং।
পলেতি রসমাদায, এৰং গামে মুনী চরে॥

অনুবাদ : ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণ-গন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া যায়, ভিক্ষুও ওইভাবে লোকালয়ে বিচরণ করিবেন।

৫০. ন পরেসং ৰিলোমানি, ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনোৰ অৰেক্খেয্য, কতানি অকতানি চ॥

অনুবাদ : পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ করিবেন না; নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৫১. যথাপি রুচিরং পুপ্ফং, ৰণ্ণৰন্তং অগন্ধকং।
এৰং সুভাসিতা ৰাচা, অফলা হোতি অকুব্বতো॥

অনুবাদ : যেমন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিরর্থক হয়, সেইরূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত না করিলে নিষ্ফল হয়।

৫২. যথাপি রুচিরং পুপ্ফং, ৰণ্ণৰন্তং সুগন্ধকং।
এৰং সুভাসিতা ৰাচা, সফলা হোতি কুব্বতো॥

অনুবাদ : যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে সার্থক হয়, তদ্রুপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়।

৫৩. যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা, কযিরা মালাগুণে বহূ।
এৰং জাতেন মচ্চেন, কত্তব্বং কুসলং বহুং॥

অনুবাদ : যেমন পুষ্পরাশি হইতে নানাবিধ মাল্য প্রস্তুত করা যায়, তদ্রুপ যে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও বহুবিধ সৎকর্ম্ম করা উচিত।

৫৪. ন পুপ্ফগন্ধো পটিৰাতমেতি, ন চন্দনং তগরমল্লিকা।
সতঞ্চ গন্ধো পটিৰাতমেতি, সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পৰাযতি॥

অনুবাদ : পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয় না; চন্দন কিংবা টগর মল্লিকা প্রভৃতির গন্ধও না; কিন্তু সৎলোকের গুণসুরভি বায়ুর প্রতিকূলেও গমন করে; সৎপুরুষ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত হন।

৫৫. চন্দনং তগরং ৰাপি, উপ্পলং অথ ৰস্সিকী।
এতেসং গন্ধজাতানং, সীলগন্ধো অনুত্তরো॥

অনুবাদ : চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধরাশি অপেক্ষা শীলবান ব্যক্তির শীলসৌরভ উৎকৃষ্টতম।

৫৬. অপ্পমত্তো অযং গন্ধো, য্বাযং তগরচন্দনং।
যো চ সীলৰতং গন্ধো, ৰাতি দেৰেসু উত্তমো॥

অনুবাদ : টগর কিংবা চন্দনের সুগন্ধ অল্পমাত্র। চরিত্রবানের উত্তম গুণসৌরভ দেবতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

৫৭. তেসং সম্পন্নসীলানং, অপ্পমাদৰিহারিনং।
সম্মদঞ্ঞা ৰিমুত্তানং, মারো মগ্গং ন ৰিন্দতি॥

অনুবাদ : যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ, যাঁহারা অপ্রমত্ত এবং সম্যরূপে সত্য জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, মার তাঁহাদের গতিপথ জানিতে পারে না।

৫৮. যথা সঙ্কারঠানস্মিং, উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে।
পদুমং তত্থ জাযেথ, সুচিগন্ধং মনোরমং॥

৫৯. এৰং সঙ্কারভূতেসু, অন্ধভূতে পুথুজ্জনে।
অতিরোচতি পঞ্ঞায, সম্মাসম্বুদ্ধসাৰকো॥

অনুবাদ : রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে যেমন কচিৎ পবিত্র সুগন্ধযুক্ত মনোরম পদ্ম জন্মে, তেমনি আবর্জনারূপ অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক প্রজ্ঞাদীপ্তিতে বিরাজ করেন।

৫. মূর্খ বর্গ

৬০. দীঘা জাগরতো রত্তি, দীঘং সন্তস্স যোজনং।
দীঘো বালানং সংসারো, সদ্ধম্মং অৰিজানতং॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে তাহার রাত্রি দীর্ঘ হয়; শ্রান্ত ব্যক্তির

পথ দীর্ঘ হয়; সদ্ধর্মানবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংসার জীবন দীর্ঘ হয়।

৬১. চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয্য, সেয্যং সদিসমত্তনো।
একচরিযং দল্হং কযিরা, নত্থি বালে সহাযতা॥

অনুবাদ : [সংসারযাত্রায়] যদি নিজের সদৃশ কিংবা উন্নততর সঙ্গী লাভ না হয় তবে দৃঢ়তার সহিত একাই চলিবে; মূর্খের সঙ্গে সাহচর্য হয় না।

৬২. পুত্তা মত্থি ধনম্মত্থি, ইতি বালো ৰিহঞ্ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নত্থি, কুতো পুত্তা কুতো ধনং॥

অনুবাদ : আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া অজ্ঞ লোক দুঃখ পায়; আপনার নহে, পুত্র কিংবা ধন কিরূপে (আপন) হইবে?

৬৩. যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং, পণ্ডিতো ৰাপি তেন সো।
বালো চ পণ্ডিতমানী, স ৰে "বালো"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যে মূর্খ নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন, তদ্বারা সে সেই পরিমাণে পণ্ডিত, কিন্তু যে মূর্খ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে সে-ই যথার্থ মূর্খ বলিয়া কথিত হয়।

৬৪. যাৰজীৰম্পি চে বালো, পণ্ডিতং পযিরুপাসতি।
ন সো ধম্মং ৰিজানাতি, দব্বী সূপরসং যথা॥

অনুবাদ : দর্বী (চামচ) যেমন সুপরস জানিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ আজীবন পণ্ডিত-সান্নিধ্যে বাস করিয়াও ধর্ম কী বস্তু জানিতে পারে না।

৬৫. মুহুত্তমপি চে ৰিঞ্ঞূ, পণ্ডিতং পযিরুপাসতি।
খিপ্পং ধম্মং ৰিজানাতি, জিব্হা সূপরসং যথা॥

অনুবাদ : বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি মুহূর্তকালের জন্যেও পণ্ডিতের সাহচর্য করেন, জিহ্বার সুপরস আস্বাদনের ন্যায় অচিরেই তিনি ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

৬৬. চরন্তি বালা দুম্মেধা, অমিত্তেনেৰ অত্তনা।
করোন্তা পাপকং কম্মং, যং হোতি কটুকপ্ফলং॥

অনুবাদ : মন্দবুদ্ধি মূর্খগণ দুঃখফলপ্রসূ পাপকর্ম করিয়া নিজের শত্রুরই সাহচর্য করে।

৬৭. ন তং কম্মং কতং সাধু, যং কত্বা অনুতপ্পতি।
যস্স অস্সুমুখো রোদং, ৰিপাকং পটিসেৰতি॥

অনুবাদ : যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয়, অশ্রুমুখে রোদন করিয়া যে কাজের ফল ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম না করাই ভালো।

৬৮. তঞ্চ কম্মং কতং সাধু, যং কত্বা নানুতপ্পতি।
যস্স পতীতো সুমনো, ৰিপাকং পটিসেৰতি॥

অনুবাদ : যাহা করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, কাজের ফল সানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কর্মই করা ভালো।

৬৯. মধুৰা মঞ্ঞতি বালো, যাৰ পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং, বালো দুকখং নিগচ্ছতি॥

অনুবাদ : যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে ততদিন মূর্খ উহাকে মধুময় মনে করে, কিন্তু পাপ যখন পরিণত হয় তখন মূর্খকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

৭০. মাসে মাসে কুসগ্গেন, বালো ভুঞ্জেয্য ভোজনং।
ন সো সঙ্খাতধম্মানং, কলং অগ্ঘতি সোল়সিং॥

অনুবাদ : মূর্খ যদি (তপশ্চর্যাকল্পে) মাসে মাসে কুশাগ্রের দ্বারা (একবার মাত্র) আহার করে, তথাপি সে জ্ঞাতধর্মা ব্যক্তির ষোলো কলার এক কলার যোগ্যও হয় না।

৭১. ন হি পাপং কতং কম্মং, সজ্জু খীরংৰ মুচ্চতি।
ডহন্তং বালমন্বেতি, ভস্মচ্ছন্নোৰ পাৰকো॥

অনুবাদ : স্বকৃত পাপকর্ম সদ্য দুগ্ধের ন্যায় সহসা বিনষ্ট হয় না, ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় উহা মূর্খকে দহন করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করে।

৭২. যাৰদেৰ অনত্থায, ঞত্তং বালস্স জাযতি।
হন্তি বালস্স সুক্কংসং, মুদ্ধমস্স ৰিপাতযং॥

অনুবাদ : কেবলমাত্র অনর্থের জন্যই মূর্খ লোকের শিল্পজ্ঞান জন্মে; উহা [মূর্খের প্রজ্ঞা] শির নিপাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য নাশ করে।

৭৩. অসন্তং ভাৰনমিচ্ছেয্য, পুরেকখারঞ্চ ভিকখুসু।
আৰাসেসু চ ইস্সরিযং, পূজা পরকুলেসু চ॥

অনুবাদ : [নির্বোধ ভিক্ষু] যে সম্মান প্রাপ্য নহে উহা লাভের ইচ্ছা করে, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাধান্য, বিহারে আধিপত্য ও গৃহীদের পূজা লাভের প্রত্যাশা করে।

৭৪. মমেৰ কত মঞ্ঞন্তু, গিহীপব্বজিতা উভো।
মমেৰাতিৰসা অস্সু, কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্মিচি।
ইতি বালস্স সঙ্কপ্পো, ইচ্ছা মানো চ ৰড্ঢতি॥

অনুবাদ : গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই [বিহারের যাবতীয়] কাজ আমার দ্বারা কৃত মনে করুক, সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্যে আমারই বশবর্তী হউক—এইরূপে

সংকল্প, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান বৃদ্ধি পায়।

৭৫. অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী।
এৱমেতং অভিঞ্ঞায, ভিকখু বুদ্ধস্স সাৱকো।
সক্কারং নাভিনন্দেয্য, ৱিৱেকমনুব্রূহযে॥

অনুবাদ : লাভের উপায় এক, নির্বাণের উপায় আর—পরিজ্ঞাত হইয়া বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষু সম্মান [সৎকার] কামনা করিবেন না। তিনি অনাসক্তি [বিবেক] অনুশীলন করিবেন।

৬. পণ্ডিত বর্গ

৭৬. নিধীনংৱ পৱত্তারং, যং পস্সে ৱজ্জদস্সিনং।
নিগ্গযহৱাদিং মেধাৱিং, তাদিসং পণ্ডিতং ভজে।
তাদিসং ভজমানস্স, সেয্যো হোতি ন পাপিযো॥

অনুবাদ : যিনি [তোমার] ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্য ভর্ৎসনা করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধি প্রদর্শকের ন্যায় দেখিবে। যে ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তাহার মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল নয়।

৭৭. ওৱদেয্যানুসাসেয্য, অসব্ভা চ নিৱারযে।
সতঞ্হি সো পিযো হোতি, অসতং হোতি অপ্পিযো॥

অনুবাদ : যিনি উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন এবং অসত্য নিবারণ করেন তিনি অসতের অপ্রিয় এবং সৎলোকের প্রিয় হন।

৭৮. ন ভজে পাপকে মিত্তে, ন ভজে পুরিসাধমে।
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে, ভজেথ পুরিসুত্তমে॥

অনুবাদ : পাপী মিত্রের সংসর্গ করিবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না, কল্যাণমিত্রদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে।

৭৯. ধম্মপীতি সুখং সেতি, ৱিপ্পসন্নেন চেতসা।
অরিযপ্পৱেদিতে ধম্মে, সদা রমতি পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করেন; পণ্ডিত ব্যক্তি আর্যোপদিষ্ট ধর্মে সর্বদা রত থাকেন।

৮০. উদকঞ্হি নযন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নমযন্তি তেজনং।
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা॥

অনুবাদ : সেচকগণ জলকে [যথেচ্ছ] পরিচালিত করে, শরনির্মাতা শরকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে আয়ত্ত করে; আর পণ্ডিতগণ

দমন করেন নিজেকে।

৮১. সেলো যথা একঘনো, ৰাতেন ন সমীরতি।
এৰং নিন্দাপসংসাসু, ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা॥

অনুবাদ : কঠিন পর্বত যেমন বায়ু দ্বারা কম্পিত হয় না, তদ্রুপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা-প্রশংসাতে বিচলিত হন না।

৮২. যথাপি রহদো গম্ভীরো, ৰিপ্পসন্নো অনাৰিলো।
এৰং ধম্মানি সুত্বান, ৰিপ্পসীদন্তি পণ্ডিতা॥

অনুবাদ : গভীর, স্বচ্ছ ও অনাবিল, হ্রদের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন।

৮৩. সব্বত্থ ৰে সপ্পুরিসা চজন্তি, ন কামকামা লপযন্তি সন্তো।
সুখেন ফুট্ঠা অথ ৰা দুখেন, ন উচ্চাৰচং পণ্ডিতা দস্সযন্তি॥

অনুবাদ : সৎপুরুষেরা সমস্ত আসক্তি বর্জন করেন; সত্ত্বগণ কাম্যবস্তুর আলোচনা করেন না; তাঁহারা সুখে উল্লসিত কিংবা দুঃখে অবসন্ন হন না।

৮৪. ন অত্তহেতু ন পরস্স হেতু, ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্ঠং।
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো,
স সীলৰা পঞ্ঞৰা ধম্মিকো সিযা॥

অনুবাদ : যিনি অধর্মত নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র কামনা করেন না, এমনকি সমৃদ্ধিও ইচ্ছা করেন না তিনিই প্রকৃত শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক।

৮৫. অপ্পকা তে মনুস্সেসু, যে জনা পারগামিনো।
অথাযং ইতরা পজা, তীরমেৰানুধাৰতি॥

অনুবাদ : [ধর্ম সাগরের] পারগামী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প; অবশিষ্ট জনতা তার তীরেই ধাবমান।

৮৬. যে চ খো সম্মদকখাতে, ধম্মে ধম্মানুৰত্তিনো।
তে জনা পারমেস্সন্তি, মচ্চুধেয্যং সুদুত্তরং॥

অনুবাদ : যাঁরা সুব্যাখ্যাত ধর্মানুযায়ী জীবন গঠনে প্রবৃত্ত, কেবল তাঁরাই সুদুস্তর মৃত্যুর অধিকার উত্তীর্ণ হয়ে পরপারে গমন করেন।

৮৭. কণ্হং ধম্মং ৰিপ্পহায, সুক্কং ভাৰেথ পণ্ডিতো।
ওকা অনোকমাগম্ম, ৰিৰেকে যত্থ দূরমং॥

৮৮. তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো।
পরিযোদপেয্য অত্তানং, চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : পণ্ডিত অসত্য (কৃষ্ণ) ধর্ম ত্যাগ করিয়া সত্য (শুক্ল) ধর্ম

অনুসরণ করিবেন; আগার হইতে অনাগারত্ব লাভ করিয়া যে নিঃসঙ্গতায় (বিবেক) আনন্দলাভ দুঃসাধ্য সেই নিঃসঙ্গতাতেই তিনি অভিরতি (আনন্দ) লাভের সাধনা করিবেন; কামনা ত্যাগ করিয়া ও অকিঞ্চন হইয়া পণ্ডিত চিত্তক্লেশ হইতে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখিবেন।

৮৯. যেসং সম্বোধিযঙ্গেসু, সম্মা চিত্তং সুভাৰিতং।
আদানপটিনিস্সগ্গে, অনুপাদায যে রতা।
খীণাসৰা জুতিমন্তো, তে লোকে পরিনিব্বুতা॥

অনুবাদ : সম্ভোধি-অঙ্গে যাঁহাদের চিত্ত সুগঠিত হইয়াছে, যাঁহারা গ্রহণে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যনিরত, সেই ক্ষীণপাপ দ্যুতিমানগণ ইহ জগতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

৭. অর্হৎ বর্গ

৯০. গতদ্ধিনো ৰিসোকস্স, ৰিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।
সব্বগন্থপ্পহীনস্স, পরিল়াহো ন ৰিজ্জতি॥

অনুবাদ : যাঁহার সংসারের পথ শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক, সর্বপ্রকার বিমুক্ত ও সর্ববন্ধনবিহীন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখ [পরিদাহ] থাকে না।

৯১. উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো, ন নিকেতে রমন্তি তে।
হংসাৰ পল্ললং হিত্বা, ওকমোকং জহন্তি তে॥

অনুবাদ : যাঁহারা স্মৃতিমান ও উদ্যমশীল তাঁহারা গৃহে আসক্ত নহেন; হংস জলাশয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারাও তেমনই গৃহ পরিত্যাগ করেন।

৯২. যেসং সন্নিচযো নত্থি, যে পরিঞ্ঞাতভোজনা।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ, ৰিমোকেখা যেসং গোচরো।
আকাসে ৰ সকুন্তানং, গতি তেসং দুরন্নযা॥

অনুবাদ : যাঁহাদের সঞ্চয় নাই, যাঁহারা পরিজ্ঞাতভোজী, শূন্যতা ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাঁহাদের গোচর হইয়াছে, আকাশে বিহঙ্গের গতির ন্যায় তাঁহাদের গতি দুর্জ্ঞেয়।

৯৩. যস্সাসৰা পরিকখীণা, আহারে চ অনিস্সিতো।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ, ৰিমোকেখা যস্স গোচরো।
আকাসে ৰ সকুন্তানং, পদং তস্স দুরন্নযং॥

অনুবাদ : যাঁহার পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহারে অনাসক্ত,

শূন্যতা ও অনিমিত্ত-রূপ তাঁহার পদাঙ্ক নিরূপণ অসম্ভব।

৯৪. যস্সিন্দ্রিযানি সমথঙ্গতানি, অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা।
পহীনমানস্স অনাসৰস্স, দেৰাপি তস্স পিহযন্তি তাদিনো॥

অনুবাদ : সারথি দ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইয়াছে, যিনি নিরভিমান ও নিষ্কলুষ তদ্রুপ ব্যক্তিদের সাহচর্য দেবতাদেরও স্পৃহনীয়।

৯৫. পথৰিসমো নো ৰিরুজ্ঝতি, ইন্দখিলুপমো তাদি সুব্বতো।
রহদোৰ অপেতকদ্দমো, সংসারা ন ভৰন্তি তাদিনো॥

অনুবাদ : যিনি পৃথিবীর ন্যায় অক্ষুব্ধ, স্তম্ভের [ইন্দ্রখীল] ন্যায় দৃঢ়, সরোবরের ন্যায় অনাবিল তাদৃশ ব্যক্তির সংসার [জন্মান্তর] হয় না।

৯৬. সন্তং তস্স মনং হোতি, সন্তা ৰাচা চ কম্ম চ।
সম্মদঞ্ঞা ৰিমুত্তস্স, উপসন্তস্স তাদিনো॥

অনুবাদ : যিনি সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত ও শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার মন, বাক্য ও কার্য শান্ত হয়।

৯৭. অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ, সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো।
হতাৰকাসো ৰন্তাসো, স ৰে উত্তমপোরিসো॥

অনুবাদ : যিনি অন্ধবিশ্বাসহীন [অশুদ্ধ], যিনি অকৃতজ্ঞ [নির্বাণজ্ঞ], যাঁহার বন্ধনছিন্ন, [পুনর্জন্মের] অবকাশ নষ্ট এবং কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই পুরুষোত্তম।

৯৮. গামে ৰা যদি ৰারঞ্ঞে, নিন্নে ৰা যদি ৰা থলে।
যত্থ অরহন্তো ৰিহরন্তি, তং ভূমিরামণেয্যকং॥

অনুবাদ : গ্রামে কিংবা অরণ্যে, নিম্নে কিংবা [উচ্চ] ভূমিতে—যেখানেই অর্হৎগণ অবস্থান করেন—সে স্থানই রমণীয়।

৯৯. রমণীযানি অরঞ্ঞানি, যত্থ ন রমতী জনো।
ৰীতরাগা রমিস্সন্তি, ন তে কামগৰেসিনো॥

অনুবাদ : সাধারণ লোক যেখানে আনন্দ পায় না, সেই অরণ্যসকল রমণীয়; বীতরাগ ব্যক্তিগণ তথায় আনন্দানুভব করেন—কারণ তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।

৮. সহস্র বর্গ

১০০. সহস্সমপি চে ৰাচা, অনত্থপদসংহিতা।
একং অত্থপদং সেয্যো, যং সুত্বা উপসম্মতি॥

অনুবাদ : অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটিমাত্র সার্থক বাক্য—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে—তাহাই শ্রেয়।

১০১. সহস্সমপি চে গাথা, অনত্থপদসংহিতা।
একং গাথাপদং সেয্যো, যং সুত্বা উপসম্মতি॥

অনুবাদ : অর্থহীন পদযুক্ত সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাই শ্রেয়—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে।

১০২. যো চ গাথা সতং ভাসে, অনত্থপদসংহিতা।
একং ধম্মপদং সেয্যো, যং সুত্বা উপসম্মতি॥

অনুবাদ : অর্থহীন শত গাথা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ ও শ্রেয়, [কারণ] উহা শুনিয়া লোকে শান্তি লাভ করে।

১০৩. যো সহস্সং সহস্সেন, সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানং, স ৰে সঙ্গামজুত্তমো॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তাহার তুলনায় যিনি কেবল নিজেকে জয় করেন—তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী।

১০৪. অত্তা হৰে জিতং সেয্যো, যা চাযং ইতরা পজা।
অত্তদন্তস্স পোসস্স, নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো॥

১০৫. নেৰ দেৰো ন গন্ধব্বো, ন মারো সহ ব্রহ্মুনা।
জিতং অপজিতং কযিরা, তথারূপস্স জন্তুনো॥

অনুবাদ : অপর সকলকে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ; নিত্যসংযমী, আত্মজয়ী ও তথাবিধ পুরুষের জয়কে ব্রহ্মাসহ দেবতা, মার ও গন্ধর্ব কেহই অপজয় করিতে পারে না।

১০৬. মাসে মাসে সহস্সেন, যো যজেথ সতং সমং।
একঞ্চ ভাৰিতত্তানং, মুহুত্তমপি পূজযে।
সাযেৰ পূজনা সেয্যো, যঞ্চে ৰস্সসতং হুতং॥

অনুবাদ : প্রতিমাসে সহস্র মুদ্র ব্যয় করিয়া শতবর্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করা এবং কোনো ভাবিতাত্মা (সাধনসিদ্ধ) পুরুষকে মুহূর্তের জন্যও পুজা করা, (এই দুই এর মধ্যে) সেই পুজাই শতবর্ষের আহুতি অপেক্ষা শ্রেয়।

১০৭. যো চ ৰস্সসতং জন্তু, অগ্গিং পরিচরে ৰনে।
একঞ্চ ভাৰিতত্তানং, মুহুত্তমপি পূজযে।
সাযের পূজনা সেয্যো, যঞ্চে ৰস্সসতং হুতং॥

অনুবাদ : শতবর্ষ অরণ্যে অগ্নি-পরিচর্যা করা এবং কোনো শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে মুহূর্তের জন্যও পুজা করা, (এই দইএর মর্ধে) শতবর্ষের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা সেই পুজাই শ্রেয়।

১০৮. যং কিঞ্চি যিট্ঠং ৰ হুতং ৰ লোকে, সংৰচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেকেখা।
সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি, অভিৰাদনা উজ্জুগতেসু সেয্যো॥

অনুবাদ : লোকে পুণ্যকামী হইয়া সংবৎসর বা হোম করার ফল ঋজুপ্রতিপন্ন আর্যদের প্রতি অভিবাদনের ফলে এক চতুর্থাংশ তুল্যও নহে; অভিবাদনের ফলই শ্রেষ্ঠতর।

১০৯. অভিৰাদনসীলিস্স, নিচ্চং ৰুড্ঢাপচাযিনো।
চত্তারো ধম্মা ৰড্ঢন্তি, আযু ৰণ্ণো সুখং বলং॥

অনুবাদ : (জ্ঞান ও বয়ো) বৃদ্ধের প্রতি সতত অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনকারীর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল—এই চতুর্বিধ সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

১১০. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, দুস্সীলো অসমাহিতো।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, সীলৰন্তস্স ঝাযিনো॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি দুঃশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা সচ্চরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়।

১১১. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, পঞ্ঞৰন্তস্স ঝাযিনো॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়।

১১২. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, কুসীতো হীনৰীরিযো।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, ৰীরিযমারভতো দল্হং॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্যপরায়ণ পুরুষের একটি দিনের জীবনও শ্রেয়।

১১৩. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, অপস্সং উদযব্বযং।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, পস্সতো উদযব্বযং॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধের) উদয়বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ

বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়-বিলয় দর্শনকারী এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।

১১৪. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, অপস্সং অমতং পদং।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, পস্সতো অমতং পদং॥

অনুবাদ : অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।

১১৫. যো চ ৰস্সসতং জীৰে, অপস্সং ধম্মমুত্তমং।
একাহং জীৰিতং সেয্যো, পস্সতো ধম্মমুত্তমং॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি ওই ধর্ম দর্শন করিয়াছেন তাঁহার এক দিনের জীবনও শ্রেয়।

৯. পাপ বর্গ

১১৬. অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিৰারযে।
দন্ধঞ্হি করোতো পুঞ্ঞং, পাপস্মিং রমতী মনো॥

অনুবাদ : কল্যাণকর্ম অতি সত্বর কর, পাপ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ, বিলম্বে পুণ্যকর্মকারীর মন পাপেতেই রমিত হয়।

১১৭. পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা, ন নং কযিরা পুনপ্পুনং।
ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ, দুক্খো পাপস্স উচ্চযো॥

অনুবাদ : যদি কেহ [দৈবাৎ] পাপকর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে বারংবার না করে এবং উহাতে যেন তাহার রুচি না জন্মায়, (কারণ) পাপের সঞ্চয় দুঃখজনক।

১১৮. পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা, কযিরা নং পুনপ্পুনং।
তম্হি ছন্দং কযিরাথ, সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো॥

অনুবাদ : যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে তবে উহা যেন সে পুনঃপুন করে এবং উহাতে যেন রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্যের সঞ্চয় সুখকর।

১১৯. পাপোপি পস্সতি ভদ্রং, যাৰ পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং, অথ পাপো পাপানি পস্সতি॥

অনুবাদ : যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ পাপী মঙ্গল দর্শন করে; কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ব হয় তখন পাপী অমঙ্গল দেখিতে পায়।

১২০. ভদ্রোপি পস্সতি পাপং, যাৰ ভদ্রং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং, অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি॥

অনুবাদ : কল্যাণকর্ম যতদিন ফল প্রদান না করে, ততদিন অকল্যাণ মনে হয়; কিন্তু উহা যখন ফলপ্রসূ হয় তখন পুণ্যবান কল্যাণের সাক্ষাৎ পান।

১২১. মাৰমঞ্ঞেথ পাপস্স, ন মন্তং আগমিস্সতি।
উদবিন্দুনিপাতেন, উদকুম্ভোপি পূরতি।
বালো পূরতি পাপস্স, থোকং থোকম্পি আচিনং॥

অনুবাদ : 'ইহা আমায় ফল দিবে না' এই ভাবিয়া পাপকে সামান্য মনে (অবহেলা) করিও না। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে যেমন কুম্ভ পূর্ণ হয়, তদ্রুপ অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি পাপে পূর্ণ হয়।

১২২. মাৰমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্স, ন মন্তং আগমিস্সতি।
উদবিন্দুনিপাতেন, উদকুম্ভোপি পূরতি।
ধীরো পূরতি পুঞ্ঞস্স, থোকং থোকম্পি আচিনং॥

অনুবাদ : 'এই পুণ্য আমায় ফল দিবে না' এই ভাবিয়া পুণ্যকার্যে অবহেলা করিও না; বিন্দু বন্দু জল পড়িয়া কুম্ভ পূর্ণ হয়, অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যের পূর্ণতা সাধন করেন।

১২৩. ৰাণিজোৰ ভযং মগ্গং, অপ্পসত্থো মহদ্ধনো।
ৰিসং জীৰিতুকামোৰ, পাপানি পরিৰজ্জযে॥

অনুবাদ : প্রচুর ধনশালী নিঃসঙ্গ বণিকের ভয়ের পথ পরিহারের ন্যায় এবং বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিষ পরিত্যাগের ন্যায় পাপসমূহ পরিবর্জন করিবে।

১২৪. পাণিম্হি চে ৰণো নাস্স, হরেয্য পাণিনা ৰিসং।
নাব্বণং ৰিসমন্বেতি, নত্থি পাপং অকুব্বতো॥

অনুবাদ : যদি হাতে ক্ষত না থাকে তবে উহা দ্বারা বিষও আহরণ করা যায়; ব্রণহীন ব্যক্তির দেহে বিষ প্রবেশ করে না। প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তির (অন্তরেও) পাপ সংক্রমিত হয় না।

১২৫. যো অপ্পদুট্ঠস্স নরস্স দুস্সতি, সুদ্ধস্স পোসস্স অনঙ্গণস্স।
তমেৰ বালং পচ্চেতি পাপং, সুখুমো রজো পটিৰাতংৰ খিত্তো॥

অনুবাদ : যে নির্দোষ, নিরপরাধ, নির্মল চরিত্র লোকের অনিষ্ট করে, বায়ুর প্রতিকূলে নিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় কৃতপাপকর্মের ফল সেই মূর্খের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

১২৬. গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি, নিরযং পাপকম্মিনো।
সগ্গং সুগতিনো যন্তি, পরিনিব্বন্তি অনাসৰা॥

অনুবাদ : (মৃত্যুর পর) কেহ কেহ মাতৃগর্ভে ও পাপীরা নরকে উৎপন্ন হয়; ধার্মিক ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করেন এবং ক্ষীণাসবগণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১২৭. ন অন্তলিকেখ ন সমুদ্দমজ্ঝে, ন পব্বতানং ৱিৰরং পৱিস্স।
ন ৱিজ্জতী সো জগতিপ্পদেসো, যত্থট্ঠিতো মুচ্চেয্য পাপকম্মা॥

অনুবাদ : অন্তরীক্ষে, সমদ্রমধ্যে কিংবা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ কর না কেন, জগতের এমন কোনো স্থান নাই যেখানে থাকিয়া পাপকর্ম (ফলভোগ) হইতে মক্তি পাওয়া যায়।

১২৮. ন অন্তলিকেখ ন সমুদ্দমজ্ঝে, ন পব্বতানং ৱিৰরং পৱিস্স।
ন ৱিজ্জতী সো জগতিপ্পদেসো, যত্থট্ঠিতং নপ্পসহেয্য মচ্চু॥

অনুবাদ : জগতে এমন কোনো প্রদেশ বিদ্যমান নাই, যেখানে অবস্থিত ব্যক্তিকে মৃত্যু বিনাশ (প্রসহন) করে না—অন্তরীক্ষে নহে, সমুদ্রমধ্যে নহে, পর্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াও নহে।

১০. দণ্ড বর্গ

১২৯. সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বে ভাযন্তি মচ্চুনো।
অত্তানং উপমং কত্বা, ন হনেয্য ন ঘাতযে॥

অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত, নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত কিংবা হত্যা করিবে না।

১৩০. সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বেসং জীৱিতং পিযং।
অত্তানং উপমং কত্বা, ন হনেয্য ন ঘাতযে॥

অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলের প্রিয়; সুতরাং নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও প্রহার করিবে না কিংবা আঘাত করিবে না।

১৩১. সুখকামানি ভূতানি, যো দণ্ডেন ৱিহিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো, পেচ্চ সো ন লভতে সুখং॥

অনুবাদ : আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া যে অপর সুখাভিলাষী প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, পরলোকে সে কখনো সুখ লাভ করে না।

১৩২. সুখকামানি ভূতানি, যো দণ্ডেন ন হিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো, পেচ্চ সো লভতে সুখং॥

অনুবাদ : আত্মসুখাভিলাষী হইয়া যিনি অপরাপর সুখকামী প্রাণীগণকে

দণ্ড দ্বারা হিংসা করে না, পরলোকে তিনি নিশ্চই সুখ লাভ করিবেন।

১৩৩. মাৰোচ ফরুসং কঞ্চি, ৰুত্তা পটিৰদেয়্যু তং।
ডুকখা হি সারম্ভকথা, পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং॥

অনুবাদ : কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না, যাহাদিগকে কটু কথা বলিবে তাহারাও তোমাকে কটু কথা বলিতে পারে। ক্রোধযুক্ত বাক্য [সংরম্ভবাক্য] দুঃখকর, তজ্জন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে।

১৩৪. সচে নেরেসি অত্তানং, কংসো উপহতো যথা।
এস পত্তোসি নিব্বানং, সারম্ভো তে ন ৰিজ্জতি॥

অনুবাদ : আঘাতপ্রাপ্ত কাংস্যের ন্যায় যদি নিজেকে নীরব রাখিতে পার তবেই তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত; তোমার ক্রোধজ বাদবিসম্বাদ আর থাকিবে না।

১৩৫. যথা দণ্ডেন গোপালো, গাৰো পাজেতি গোচরং।
এৰং জরা চ মচ্চু চ, আযুং পাজেন্তি পাণিনং॥

অনুবাদ : গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়াইয়া গোচারণে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে তাড়না করিতেছে।

১৩৬. অথ পাপানি কম্মানি, করং বালো ন বুজ্ঝতি।
সেহি কম্মেহি ডুম্মেধো, অগ্গিদড্ঢোৰ তপ্পতি॥

অনুবাদ : নির্বোধ ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান কালে উহার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় কর্ম দ্বারা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।

১৩৭. যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু, অপ্পদুট্ঠেসু ডুস্সতি।
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং, খিপ্পমেৰ নিগচ্ছতি॥

১৩৮. ৰেদনং ফরুসং জানিং, সরীরস্স চ ভেদনং।
গরুকং ৰাপি আবাধং, চিত্তকেখপঞ্চ পাপুণে॥

১৩৯. রাজতো ৰা উপসগ্গং, অব্ভকখানঞ্চ দারুণং।
পরিকখযঞ্চ ঞাতীনং, ভোগানঞ্চ পভঙ্গুরং॥

১৪০. অথ ৰাস্স অগারানি, অগ্গি ডহতি পাৰকো।
কাযস্স ভেদা ডুপ্পঞ্ঞো, নিরযং সোপপজ্জতি॥

অনুবাদ : অদণ্ডনীয় ও নিরপরাধকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যে ব্যক্তি দণ্ডবিধান করে সেই ব্যক্তি ইহজন্মে সহসা দশবিধ অবস্থার অন্যতর লাভ করে।

তীব্র যন্ত্রণা, ধনক্ষয়, অঙ্গচ্ছেদ, পক্ষাঘাতাদি কঠিন ব্যাধি ও চিত্তবিক্ষেপগ্রস্ত হয়। রাজা হইতে উপসর্গ বা যশলোপ, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পত্তিবিনাশ, অথবা তাহার গৃহদাহ ঘটে; দেহাবসানে সেই

মন্দবুদ্ধি নরকে উৎপন্ন হয়।

১৪১. ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পঙ্কা, নানাসকা থণ্ডিলসাযিকা ৰা।
রজোজল্লং উক্কুটিকপ্পধানং, সোধেন্তি মচ্চং অৰিতিণ্ণকঙ্খং॥

অনুবাদ : নগ্নচর্যা, জটাধারণ, পঙ্কলেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিশয্যা, ধূলি বা ভস্মমর্দন, স্বেদমলরক্ষণ কিংবা উৎকুটিক স্থিতিরূপ প্রচেষ্টা, এই সকল তপশ্চর্যার কিছুই সংশয়-অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।

১৪২. অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য, সন্তো দন্তো নিযতো ব্রহ্মচারী।
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিকখু॥

অনুবাদ : অলংকৃত হইয়াও যিনি শান্ত, দান্ত ও নিয়ত ব্রহ্মচারী, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাবর্জিত হইয়া শম-আচরণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।

১৪৩. হিরীনিসেধো পুরিসো, কোচি লোকস্মি ৰিজ্জতি।
যো নিদ্দং অপবোধেতি, অস্সো ভদ্রো কসামিৰ॥

অনুবাদ : সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাঘাতকে ঘৃণা করে, সেইরূপ যিনি নিন্দাকে অবজ্ঞা করেন এবং যিনি হ্রী-নিষেধ (অর্থাৎ লজ্জাহেতু অকুশল হইতে বিরত থাকেন), তেমন মহাপুরুষ জগতে খুব কমই আছেন।

১৪৪. অস্সো যথা ভদ্রো কসানিৰিট্ঠো, আতাপিনো সংৰেগিনো ভৰাথ।
সদ্ধায সীলেন চ ৰীরিযেন চ, সমাধিনা ধম্মৰিনিচ্ছযেন চ।
সম্পন্নৰিজ্জাচরণা পতিস্সতা, জহিস্সথ দুকখমিদং অনপ্পকং॥

অনুবাদ : কশাহত ভদ্র অশ্ব যেমন বেগবান হয়, তদ্রুপ তোমরা বীর্যবান ও সংবেগযুক্ত হও; শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি ও ধর্মবিনিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হও। ইহাতে তোমরা এই অপরিমেয় দুঃখরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

১৪৫. উদকঞ্হি নযন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নমযন্তি তেজনং।
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দমযন্তি সুব্বতা॥

অনুবাদ : সেচপ্রণালীকারগণ যেমন জলকে চালিত করেন, শরনির্মাতাগণ যেমন শরের ঋজুতা সাধন করেন, তক্ষকগণ যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে নমিত করেন, ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণও তদ্রুপ নিজেকে দমন করেন।॥

১১. জরা বর্গ

১৪৬. কো নু হাসো কিমানন্দো, নিচ্চং পজ্জলিতে সতি।
অন্ধকারেন ওনদ্ধা, পদীপং ন গৰেসথ॥

অনুবাদ : (রাগ-দ্বেষাদি অগ্নিতে) সতত প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া তোমাদের কিসের হাস্য? কিসের আনন্দ? [অবিদ্যারূপ] অন্ধকারে আবৃত থাকা সত্ত্বেও কোনো আলোর সন্ধান করিবে না?

১৪৭. পস্স চিত্তকতং বিম্বং, অরুকাযং সমুস্সিতং।
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং, যস্স নত্থি ধুৰং ঠিতি॥

অনুবাদ : ব্রণযুক্ত, অস্থিসমুন্নত, রোগাতুর, বহু সংকল্পের বিষয়ীভূত, বস্ত্রাভরণে সুচিত্রিত এই দেহবিম্ব অবলোকন কর—যাহার ধ্রুব স্থিতি নাই।

১৪৮. পরিজিণ্ণমিদং রূপং, রোগনীলৃং পভঙ্গুরং।
ভিজ্জতি পূতিসন্দেহো, মরণন্তঞ্হি জীৰিতং॥

অনুবাদ : এই রূপ (জড়দেহ) পরিজীর্ণ [অর্থাৎ জীর্ণতাধর্মী]। ইহা রোগের নীড় ও ভঙ্গুর। এই পূতিপূর্ণ দেহ ভগ্ন হয়, মরণেই এ জীবনের শেষ।

১৪৯. যানিমানি অপত্থানি, অলাবূনেৰ সারদে।
কাপোতকানি অট্ঠীনি, তানি দিস্বান কা রতি॥

অনুবাদ : শরৎকালীন অলাবুর ন্যায় নিক্ষিপ্ত, কপোতের ন্যায় শুভ্র এই অস্থিগুলি দেখিলে আবার আসক্তি কিসের?

১৫০. অট্ঠীনং নগরং কতং, মংসলোহিতলেপনং।
যত্থ জরা চ মচ্চু চ, মানো মক্খো চ ওহিতো॥

অনুবাদ : রক্তমাংসলিপ্ত অস্থিসমূহের দ্বারা এই দেহনগর নির্মিত হয়াছে—যেখানে জড়া, মরণ, অহংকার ও কপটতা বিরাজ করে।

১৫১. জীরন্তি ৰে রাজরথা সুচিত্তা, অথো সরীরম্পি জরং উপেতি।
সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি, সন্তো হৰে সব্ভি পৰেদযন্তি॥

অনুবাদ : সুচিত্রিত রাজরথগুলি (কালে) জীর্ণ হয়। মনুষ্যদেহও সেইরূপ ক্রমে জড়ায় উপনীত হয়। কিন্তু সৎব্যক্তিদের ধর্ম কখনো জীর্ণ হয় না। সৎদিগের নিকট সাধুগণ এই অভিমতই প্রকাশ করেন।

১৫২. অপ্পস্সুতাযং পুরিসো, বলিবদ্ধোৰ জীরতি।
মংসানি তস্স ৰডঢন্তি, পঞ্ঞা তস্স ন ৰডঢতি॥

অনুবাদ : অল্পশ্রুত (অজ্ঞানী) পুরুষ বলদের ন্যায় জীর্ণ (অর্থাৎ বৃথাই

বৃদ্ধ) হয়। তাহার মাংসসমূহই কেবল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।

১৫৩. অনেকজাতিসংসারং, সন্ধাৰিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারং গৰেসন্তো, দুকখা জাতি পুনপ্পুনং॥

অনুবাদ : গৃহকারকের সন্ধান করিতে গিয়া (যথার্থ জ্ঞানাভাবে) তাহাকে না পাইয়া সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুনঃপুন জন্ম দুঃখজনক।

১৫৪. গহকারক দিট্ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং ৰিসঙ্খতং।
ৰিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্হানং খযমজ্ঝগা॥

অনুবাদ : গৃহকারক, এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি। তুমি পুনরায় গৃহ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন (বিসংস্কৃত) হইয়াছে। (আমার) সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।

১৫৫. অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং, অলদ্ধা যোব্বনে ধনং।
জিণ্ণকোঞ্চাৰ ঝাযন্তি, খীণমচ্ছেৰ পল্ললে॥

অনুবাদ : (যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে, মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় ধ্যান [অর্থাৎ অনুশোচনা] করিতে হয়।

১৫৬. অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং, অলদ্ধা যোব্বনে ধনং।
সেন্তি চাপাতিখীণাৰ, পুরাণানি অনুত্থুনং॥

অনুবাদ : (যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে অতীতের জন্য অনুশোচনায় জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়।

১২. অত্ত বর্গ

১৫৭. অত্তানঞ্চে পিযং জঞ্ঞা, রক্খেয্য নং সুরক্খিতং।
তিণ্ণং অঞ্ঞতরং যামং, পটিজগ্গেয্য পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : যদি কেহ নিজেকে প্রিয় মনে করে তবে তার নিজেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত। পণ্ডিত ত্রিযামের মধ্যে অন্তত এক যামও (আত্মরক্ষায়) সজাগ থাকিবেন। [অর্থাৎ জীবনের এক তৃতীয়াংশও অবহিতভাবে যাপন করিবেন।]

১৫৮. অত্তানমেৰ পঠমং, পতিরূপে নিৰেসযে।
অথঞ্ঞমনুসাসেয্য, ন কিলিস্সেয্য পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : প্রথমে নিজেকে (স্বকর্তব্য) নিবেশিত করিবে, অতঃপর অপরকে উপদেশ দিবে—তবেই পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইবেন না।

১৫৯. অত্তানং চে তথা কযিরা, যথাঞ্ঞমনুসাসতি।
সুদন্তো ৰত দমেথ, অত্তা হি কির দুদ্দমো॥

অনুবাদ : লোকে অপরকে যে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি অনুরূপভাবে গঠিত করে তবে স্বয়ং সুদান্ত হইয়া [পরকে] দমন করিতে পারিবে; বস্তুত নিজকে দমন করা দুঃসাধ্য।

১৬০. অত্তা হি অত্তনো নাথো, কো হি নাথো পরো সিযা।
অত্তনা হি সুদন্তেন, নাথং লভতি দুল্লভং॥

অনুবাদ : আপনিই আপনার নাথ (ত্রাণকর্তা); তদ্ভিন্ন আপর কে কাহার নাথ? সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন।

১৬১. অত্তনা হি কতং পাপং, অত্তজং অত্তসম্ভৰং।
অভিমত্থতি দুম্মেধং, ৰজিরং ৰস্মমযং মণিং॥

অনুবাদ : পাষাণময় মণিকে তদুৎপন্ন বজ্র (হীরক) যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তদ্রুপ আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভুত পাপকর্ম সেই নির্বোধকেই বিনষ্ট করে।

১৬২. যস্স অচ্চন্তদুস্সীল্যং, মালুৰা সালমিৰোত্থতং।
করোতি সো তথত্তানং, যথা নং ইচ্ছতী দিসো॥

অনুবাদ : যে অত্যন্ত দুঃশীলতা দ্বারা মালুবালতা বিজড়িত শালবৃক্ষের ন্যায় পরিবেষ্টিত হয়, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট ইচ্ছা করে—সে-ই নিজের তদ্রুপ অনিষ্ট সাধন করে।

১৬৩. সুকরানি অসাধূনি, অত্তনো অহিতানি চ।
যং ৰে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ, তং ৰে পরমদুক্করং॥

অনুবাদ : অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ, কিন্তু যাহা প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কর্ম অতিশয় দুষ্কর।

১৬৪. যো সাসনং অরহতং, অরিযানং ধম্মজীৰিনং।
পটিক্কোসতি দুম্মেধো, দিট্ঠিং নিস্সায পাপিকং।
ফলানি কট্ঠকস্সেৰ, অত্তঘাতায ফল্লতি॥

অনুবাদ : যে মূঢ় ভ্রান্ত ধারণাবশত আর্য, ধর্মজীবী অর্হৎগণের অনুশাসনের প্রতি আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ফলোদ্ভবের] ন্যায় নিজের

ধ্বংসের নিমিত্তই ফলবান হয়।

১৬৫. অত্তনা হি কতং পাপং, অত্তনা সংকিলিস্সতি।
অত্তনা অকতং পাপং, অত্তনাৰ ৰিসুজ্ঝতি।
সুদ্ধী অসুদ্ধি পচ্চত্তং, নাঞ্ঞো অঞ্ঞং ৰিসোধযে॥

অনুবাদ : স্বকৃত পাপ নিজকেই কলুষিত করে, স্বীয় অকৃত পাপ নিজকেই বিশুদ্ধ রাখে। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার; একে অপরকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না ।

১৬৬. অত্তদত্থং পরত্থেন, বহুনাপি ন হাপযে।
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায, সদত্থপসুতো সিযা॥

অনুবাদ : বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ বিনষ্ট করিবে না; আত্মহিত পরিজ্ঞাত হইয়া পরমার্থ সাধনে তৎপর থাকা সকলের উচিত।

১৩. লোক বর্গ

১৬৭. হীনং ধম্মং ন সেৰেয্য, পমাদেন ন সংৰসে।
মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেৰেয্য, ন সিযা লোকৰড্ঢনো॥

অনুবাদ : হীন বিষয় সেবা করিও না। প্রমত্ততায় জীবন কাটাইও না। মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না। লোক (জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিও না।

১৬৮. উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য, ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ॥

অনুবাদ : উদ্যম কর, প্রমত্ত হইও না। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ কর। ধর্মাচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে অবস্থান করে।

১৬৯. ধম্মং চরে সুচরিতং, ন নং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ॥

অনুবাদ : ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করিবে; উহা অন্যায়ভাবে আচরণ করিবে না। ধর্মাচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে কালযাপন করেন।

১৭০. যথা পুব্বুলকং পস্সে, যথা পস্সে মরীচিকং।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥

অনুবাদ : লোকে যেমন বুদবুদ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি জগৎকে তদ্রুপ (ভঙ্গুর ও অসার) বলিয়া জানেন, তিনি মৃত্যুরাজের দৃষ্টিবহির্ভূত হন।

১৭১. এথ পস্সথিমং লোকং, চিত্তং রাজরথূপমং।
যত্থ বালা ৰিসীদন্তি, নত্থি সঙ্গো ৰিজানতং॥

অনুবাদ : এস, বিচিত্র রাজরথের ন্যায় তোমরা এই দেহজগৎ নিরীক্ষণ কর। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহে আসক্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোনো আকর্ষণ থাকে না।

১৭২. যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা, পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি।
সোমং লোকং পভাসেতি, অব্ভা মুত্তোৰ চন্দিমা॥

অনুবাদ : পূর্বে প্রমত্ত হইয়াও যিনি পরে অপ্রমত্ত হন, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তিনি এই জগৎ উদ্‌ভাসিত করেন।

১৭৩. যস্স পাপং কতং কম্মং, কুসলেন পিধীযতি।
সোমং লোকং পভাসেতি, অব্ভা মুত্তোৰ চন্দিমা॥

অনুবাদ : যাহার পূর্বকৃত পাপকর্ম [পরবর্তী] লোকত্তর কুশলকর্ম দ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ আলোকিত করেন।

১৭৪. অন্ধভূতো অযং লোকো, তনুকেত্থ ৰিপস্সতি।
সকুণো জালমুত্তোৰ, অপ্পো সগ্গায গচ্ছতি॥

অনুবাদ : এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইখানে অল্পসংখ্যক লোক সত্য দর্শনে সমর্থ। জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় অল্প লোক স্বর্গ লাভ করে।

১৭৫. হংসাদিচ্চপথে যন্তি, আকাসে যন্তি ইদ্ধিযা।
নীযন্তি ধীরা লোকম্হা, জেত্বা মারং সৰাহিনিং॥

অনুবাদ : হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, ঋদ্ধিমানেরা আকাশে গমন করেন; ধীরগণ সসৈন্য মারকে জয় করিয়া সংসারবর্ত হইতে মুক্ত হন।

১৭৬. একং ধম্মং অতীতস্স, মুসাৰাদিস্স জন্তুনো।
ৰিতিণ্ণপরলোকস্স, নত্থি পাপং অকারিযং॥

অনুবাদ : একমাত্র ধর্মলঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং পরলোকে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির অকরণীয় এমন কোনো পাপ কার্য নাই।

১৭৭. ন ৰে কদরিযা দেৰলোকং ৰজন্তি, বালা হৰে নপ্পসংসন্তি দানং।
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো, তেনেৰ সো হোতি সুখী পরত্থ॥

অনুবাদ : কৃপণ ব্যক্তিরা দেবলোকে যাইতে পারে না। মূর্খেরা কখনো দানের প্রশংসা করে না। পণ্ডিত ব্যক্তি দান অনুমোদন করেন এবং তদ্বারাই তিনি পরলোকে সুখী হন।

১৭৮. পথব্যা একরজ্জেন, সগ্গস্স গমনেন ৰা।
সব্বলোকাধিপচ্চেন, সোতাপত্তিফলং ৰরং॥

অনুবাদ : পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন এমনকি সর্বলোকের ওপর আধিপত্য অপেক্ষাও স্রোতাপত্তিফল উৎকৃষ্ট।

১৪. বুদ্ধ বর্গ

১৭৯. যস্স জিতং নাৰজীযতি, জিতং যস্স নো যাতি কোচি লোকে।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং, অপদং কেন পদেন নেস্সথ॥

অনুবাদ : যাঁহার বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না, যাঁহার বিজিত রিপু জগতে কিছুমাত্র তাঁহার অনুসরণ করে না, সেই রিপুজয়ী সর্বদর্শী বুদ্ধকে তোমরা কোন উপায়ে বিচলিত করিবে?

১৮০. যস্স জালিনী ৰিসত্তিকা, তন্হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতৰে।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং, অপদং কেন পদেন নেস্সথ॥

অনুবাদ : জগতে কোথাও আবদ্ধ করার মতো বিষময়ী, জালস্বরূপা তৃষ্ণা যাঁহার বিদ্যমান নাই, সেই নিষ্কলুষ (অপদ) অনন্তগোচর বুদ্ধকে তোমরা কোন উপায়ে বিচলিত করিবে?

১৮১. যে ঝানপসুতা ধীরা, নেকখম্মুপসমে রতা।
দেৰাপি তেসং পিহযন্তি, সম্বুদ্ধানং সতীমতং॥

অনুবাদ : যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত, নিষ্কাম শান্তিতে নিবিষ্ট সেই স্মৃতিমান সম্বুদ্ধগণের দর্শন দেবগণও স্পৃহা করেন।

১৮২. কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো, কিচ্ছং মচ্চান জীৰিতং।
কিচ্ছং সদ্ধম্মস্সৰনং, কিচ্ছো বুদ্ধানমুপ্পাদো॥

অনুবাদ : মানবজন্ম লাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপৎসঙ্কুল। সদ্ধর্ম শ্রবণ আয়াসসাধ্য; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে।

১৮৩. সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং॥

অনুবাদ : সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি (শীল), কুশলকর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পরিবত্রতা সাধন (সমাধি)—ইহাই বুদ্ধদের অনুশাসন।

১৮৪. খন্তী পরমং তপো তিতিকখা, নিব্বানং পরমং ৰদন্তি বুদ্ধা।
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী, ন সমণো হোতি পরং ৰিহেঠযন্তো॥

অনুবাদ : বুদ্ধগণ ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা ও নির্বাণকে পরম বলেন। পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত কিংবা পরকে কষ্ট দিয়া কেহ

শ্রমণ হইতে পারে না।

১৮৫. অনূপৰাদো অনূপঘাতো, পাতিমোক্খে চ সংৰরো।
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং, পন্তঞ্চ সযনাসনং।
অধিচিত্তে চ আযোগো, এতং বুদ্ধান সাসনং॥

অনুবাদ : পরচর্চা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্ষের নির্দিষ্ট শীলে পূর্ণ সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, নির্জনে শয়নাসন এবং উচ্চতর সাধনার অনুশীলন—ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।

১৮৬. ন কহাপণৰস্সেন, তিত্তি কামেসু ৰিজ্জতি।
অপ্পস্সাদা দুখা কামা, ইতি ৰিঞ্ঞায পণ্ডিতো॥

১৮৭. অপি দিব্বেসু কামেসু, রতিং সো নাধিগচ্ছতি।
তন্হক্খযরতো হোতি, সম্মাসম্বুদ্ধসাৰকো॥

অনুবাদ : সুবর্ণ মুদ্রা বর্ষণের দ্বারা বাসনার তৃপ্তি হয় না; কামের স্বাদ অল্প কিন্তু দুঃখ অধিক; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া দিব্য কামের প্রতিও অনুরক্ত হন না। সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন।

১৮৮. বহুং ৰে সরণং যন্তি, পব্বতানি ৰনানি চ।
আরামরুক্খচেত্যানি, মনুস্সা ভযতজ্জিতা॥

১৮৯. নেতং খো সরণং খেমং, নেতং সরণমুত্তমং।
নেতং সরণমাগম্ম, সব্বদুক্খা পমুচ্চতি॥

অনুবাদ : বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল শরণ নিরাপদ নহে কিংবা ইহারা উত্তম আশ্রয়ও নহে; এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্বদুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

১৯০. যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ, সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো।
চত্তারি অরিযসচ্চানি, সম্মপ্পঞ্ঞায পস্সতি॥

১৯১. দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং, দুক্খস্স চ অতিক্কমং।
অরিযং চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং, দুক্খূপসমগামিনং॥

১৯২. এতং খো সরণং খেমং, এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্ম, সব্বদুক্খা পমুচ্চতি॥

অনুবাদ : যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-অতিক্রমরূপ নিরোধ ও দুঃখোপশমকারী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারি আর্যসত্য প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন। তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণ-জ্ঞানই নিরাপদ, ক্ষেমংকর; ইহারাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই জ্ঞান ও শরণ অবলম্বন করিয়া যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি সম্ভব।

১৯৩. দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো, ন সো সব্বত্থ জাযতি।
যত্থ সো জাযতি ধীরো, তং কুলং সুখমেধতি॥

অনুবাদ : (বুদ্ধের ন্যায়) পুরুষোত্তম দুর্লভ। তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও জাতি সুখ-সমৃদ্ধ হয়।

১৯৪. সুখো বুদ্ধানমুপ্পাদো, সুখা সদ্ধম্মদেসনা।
সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গী, সমগ্গানং তপো সুখো॥

অনুবাদ : (জগতে) বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক। সদ্ধর্মের উপদেশ প্রচার সুখকর। সংঘের একতা সুখদায়ক; ঐক্যবদ্ধগণের তপস্যা সুখপ্রদ।

১৯৫. পূজারহে পূজযতো, বুদ্ধে যদি ৰ সাৰকে।
পপঞ্চসমতিক্কন্তে, তিণ্ণসোকপরিদ্দৰে॥

১৯৬. তে তাদিসে পূজযতো, নিব্বুতে অকুতোভযে।
ন সক্কা পুঞ্ঞং সঙ্খাতুং, ইমেত্তমপি কেনচি॥

অনুবাদ : যাঁহারা (তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানাদি) প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী, শোক-পরিতাপ উত্তীর্ণ, নির্বাণমুক্ত ও নির্ভয় হইয়াছেন তাদৃশ পূজার্হ বুদ্ধদিগকে অথবা তাঁহাদের শ্রাবকগণকে যাঁহারা পূজা করেন, কেহ তাহাদের পুণ্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

১৫. সুখ বর্গ

১৯৭. সুসুখং ৰত জীৰাম, ৰেরিনেসু অৰেরিনো।
ৰেরিনেসু মনুস্সেসু, ৰিহরাম অৰেরিনো॥

অনুবাদ : এস, আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরীভাব লইয়া বাস করি; হিংসাকারীদের মধ্যে এস, আমরা অহিংস হইয়া সুখে জীবন ধারণ করি।

১৯৮. সুসুখং ৰত জীৰাম, আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু, ৰিহরাম অনাতুরা॥

অনুবাদ : এস, আমরা তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে ধীর হইয়া কালাতিপাত করি; অধীর মনুষ্যদের মধ্যে ধীর হইয়া সুখে অবস্থান করি।

১৯৯. সুসুখং ৰত জীৰাম, উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনস্সেসু, ৰিহরাম অনুস্সুকা॥

অনুবাদ : বিষয়াসক্ত জনসাধারণের মধ্যে এস, আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। উৎসুকদের মধ্যে এস, আমরা নিরুৎসুক হইয়া সুখে

অবস্থান করি।

২০০. সুসুখং ৰত জীৰাম, যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্খা ভৰিস্সাম, দেৰা আভস্সরা যথা॥

অনুবাদ : যেহেতু আমাদের কোনো কিঞ্চন বা প্রত্যাশা নাই, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করি; আভাস্বর (দীপ্তিমান) দেবতাদের ন্যায় আমরা প্রীতি উপভোগ করি।

২০১. জযং ৰেরং পসৰতি, দুক্খং সেতি পরাজিতো।
উপসন্তো সুখং সেতি, হিত্বা জযপরাজযং॥

অনুবাদ : যুদ্ধজয় শত্রুর সৃষ্টি করে। পরাজিত অতিশয় দুঃখে কাল কাটায়। কিন্তু যিনি রাগদ্বেষাদি উপশম করিয়াছেন, তিনি জয়-পরাজয় পরিহারপূর্বক শান্তিতেই জীবন যাপন করেন।

২০২. নত্থি রাগসমো অগ্গি, নত্থি দোসসমো কলি।
নত্থি খন্ধসমা দুক্খা, নত্থি সন্তিপরং সুখং॥

অনুবাদ : রাগের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান কলি (পাপ) নাই। পঞ্চস্কন্ধসদৃশ দুঃখ নাই। শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নাই।

২০৩. জিঘচ্ছাপরমা রোগা, সঙ্খারপরমা দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং, নিব্বানং পরমং সুখং॥

অনুবাদ : ক্ষুধা কঠিনতম রোগ, সংস্কারসমূহ নিদারুণ দুঃখ, ইহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানীগণ পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

২০৪. আরোগ্যপরমা লাভা, সন্তুট্ঠিপরমং ধনং।
ৰিস্সাসপরমা ঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং॥

অনুবাদ : আরোগ্য পরম লাভ; সন্তোষ পরম ধন; বিশ্বস্ত লোকই পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

২০৫. পৰিৰেকরসং পিত্বা, রসং উপসমস্স চ।
নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো, ধম্মপীতিরসং পিৰং॥

অনুবাদ : যিনি বিবেকজাত রস ও ক্লেশোপশমের রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং লোকোত্তর ধর্মজনিত প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় ও নিষ্পাপ হন।

২০৬. সাহু দস্সনমরিযানং, সন্নিৰাসো সদা সুখো।
অদস্সনেন বালানং, নিচ্চমেৰ সুখী সিযা॥

অনুবাদ : আর্যগণের দর্শন শুভজনক; সর্বদা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ সুখপ্রদ। মূর্খগণের অদর্শনে মানুষ সততই সুখী হইয়া থাকে।

২০৭. বালসঙ্গতচারী হি, দীঘমদ্ধান সোচতি।
দুক্খো বালেহি সংৰাসো, অমিত্তেনেৰ সব্বদা।
ধীরো চ সুখসংৰাসো, ঞাতীনংৰ সমাগমো॥

২০৮. তস্মা হি—
ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ, ধোরযহসীলং ৰতৰন্তমরিযং।
তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং, ভজেথ নকখত্তপথংৰ চন্দিমা॥

অনুবাদ : মূর্খের সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনুশোচনা করিতে হয়। সর্বদা শত্রুসহবাসের ন্যায় মূর্খের সহবাস দুঃখজনক এবং পণ্ডিতের সহবাস পরমাত্মীয় সম্মেলনের ন্যায় সুখকর। তদ্ধেতু, চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রপথ অনুসরণ করে তদ্রুপ তোমরাও প্রজ্ঞাবান, শাস্ত্রজ্ঞ, শীলবান, ধুতাঙ্গ ব্রতসম্পন্ন, আর্য, মেধাবান, সৎপুরুষের অনুসরণ করিবে।

১৬. প্রিয় বর্গ

২০৯. অযোগে যুঞ্জমত্তানং, যোগস্মিঞ্চ অযোজযং।
অত্থং হিত্বা পিযগ্গাহী, পিহেতত্তানুযোগিনং॥

২১০. মা পিযেহি সমাগঞ্ছি, অপ্পিযেহি কুদাচনং।
পিযানং অদস্সনং দুকখং, অপ্পিযানঞ্চ দস্সনং॥

অনুবাদ : যিনি নিজেকে যোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া অযোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন ও শ্রেয় ছাড়িয়া প্রিয়গ্রাহী হন, অতঃপর তিনি আত্মহিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (আদর্শ) স্পৃহা করেন।

২১১. তস্মা পিযং ন কযিরাথ, পিযাপাযো হি পাপকো।
গন্থা তেসং ন ৰিজ্জন্তি, যেসং নত্থি পিযাপ্পিযং॥

অনুবাদ : তদ্ধেতু [কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে] প্রিয় করিও না, কারণ প্রিয়বিয়োগ দুঃখকর; যাঁহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই তাঁহাদের কোনো বন্ধন থাকে না।

২১২. পিযতো জাযতী সোকো, পিযতো জাযতী ভযং।
পিযতো ৰিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভযং॥

অনুবাদ : প্রিয় হইতে শোক উৎপন্ন হয়। প্রিয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যিনি প্রিয়ানুরক্তি হইতে মুক্ত তাঁহার শোক তাকে না—ভয়ের কথা কী?

২১৩. পেমতো জাযতী সোকো, পেমতো জাযতী ভযং।
পেমতো ৰিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভযং॥

অনুবাদ : প্রিয় হইতে শোক ও ভয় জন্মে, প্রেয় হইতে মুক্ত ব্যক্তির শোক কিংবা ভয় থাকিতে পারে না।

২১৪. রতিযা জাযতী সোকো, রতিযা জাযতী ভযং।
রতিযা ৰিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভযং॥

অনুবাদ : রতি (বিষয়াসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয়; রতি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুক্ত তাঁহার শোক বা ভয় নাই।

২১৫. কামতো জাযতী সোকো, কামতো জাযতী ভযং।
কামতো ৰিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভযং॥

অনুবাদ : কাম (বিষয়-বাসনা) হইতে শোক উৎপন্ন হয়; কাম হইতে ভয় জন্মে। যিনি কামবিমুক্ত তাঁহার শোক ও ভয় থাকে না।

২১৬. তণ্হায জাযতী সোকো, তণ্হায জাযতী ভযং।
তণ্হায ৰিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভযং॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; যিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁহার শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায়?

২১৭. সীলদস্সনসম্পন্নং, ধম্মট্ঠং সচ্চৰেদিনং।
অত্তনো কম্ম কুব্বানং, তং জনো কুরুতে পিযং॥

অনুবাদ : যিনি শীলবান, সম্যক দর্শনসম্পন্ন, সদ্ধর্মে স্থিত, সত্যবেদী ও আত্মকর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত, তিনি জনসাধারণের প্রিয় হন।

২১৮. ছন্দজাতো অনক্খাতে, মনসা চ ফুটো সিযা।
কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, উদ্ধংসোতোতি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যাহার চিত্ত বাসনায় অপ্রতিবদ্ধ (নির্লিপ্ত), যাহার হৃদয় [জ্ঞানলোকে] বিকশিত হইয়াছে এবং অনির্বচনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, সেই আর্যপুরুষ ঊর্ধ্বস্রোতা নামে অভিহিত হন।

২১৯. চিরপ্পৰাসিং পুরিসং, দূরতো সোত্থিমাগতং।
ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ, অভিনন্দন্তি আগতং॥

২২০. তথেৰ কতপুঞ্ঞম্পি, অস্মা লোকা পরং গতং।
পুঞ্ঞানি পটিগণ্হন্তি, পিযং ঞাতীৰ আগতং॥

অনুবাদ : দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদবর্গ যেমন তাঁহার আগমন অভিনন্দন করে, তদ্রুপ পুণ্যবানও ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুণ্যসমূহ আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করে।

১৭. ক্রোধ বর্গ

২২১. কোধং জহে ৰিপ্পজহেয্য মানং, সংযোজনং সব্বমতিক্কমেয্য।
তং নামরূপস্মিমসজ্জমানং, অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুকখা॥

অনুবাদ : ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে না।

২২২. যো ৰে উপ্পতিতং কোধং, রথং ভন্তংৰ ৰারযে।
তমহং সারথিং ব্রূমি, রস্মিগ্গাহো ইতরো জনো॥

অনুবাদ : ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যিনি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত সারথি বলি, অপর ব্যক্তিরা বলগাধারী মাত্র।

২২৩. অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিযং দানেন, সচ্চেনালিকৰাদিনং॥

অনুবাদ : মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে; সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে।

২২৪. সচ্চং ভণে ন কুজ্ঝেয্য, দজ্জা অপ্পস্পি যাচিতো।
এতেহি তীহি ঠানেহি, গচ্ছে দেৰান সন্তিকে॥

অনুবাদ : সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু দান করিও। এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন করিবে।

২২৫. অহিংসকা যে মুনযো, নিচ্চং কাযেন সংৰুতা।
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং, যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে॥

অনুবাদ : যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কায়-সংযত, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে গিয়া শোক করিতে হয় না।

২২৬. সদা জাগরমানানং, অহোরত্তানুসিক্খিনং।
নিব্বানং অধিমুত্তানং, অত্থং গচ্ছন্তি আসৰা॥

অনুবাদ : যাঁহারা সর্বদা স্মৃতিমান, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত, যাঁহারা নির্বাণ অভিলাষী তাঁহাদের পাপ প্রবৃত্তিসমূহ অস্তমিত হয়।

২২৭. পোরাণমেতং অতুল, নেতং অজ্জতনামিৰ।
নিন্দন্তি তুন্হিমাসীনং, নিন্দন্তি বহুভাণিনং।

মিতভাণিম্পি নিন্দন্তি, নত্থি লোকে অনিন্দিতো॥

২২৮. ন চাহু ন চ ভৱিস্সতি, ন চেতরহি ৱিজ্জতি।
একন্তং নিন্দিতো পোসো, একন্তং ৱা পসংসিতো॥

অনুবাদ : হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে, বহুভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে—ইহা আজিকার (অদ্যতন) কথা নহে, ইহা চিরকালেরই (পোরাণ) কথা। একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতে হইবে না, এখনো বিদ্যমান নাই।

২২৯. যং চে ৱিঞ্ঞূ পসংসন্তি, অনুৱিচ্চ সুৱে সুৱে।
অচ্ছিদ্দৱুত্তিং মেধাৱিং, পঞ্ঞাসীলসমাহিতং॥

২৩০. নিকখং জম্বোনদস্সেৱ, কো তং নিন্দিতুমরহতি।
দেৱাপি নং পসংসন্তি, ব্রহ্মুনাপি পসংসিতো॥

অনুবাদ : যদি বিজ্ঞগণ, কোনো নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীলসম্পন্ন ও সমাধিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ণ) নির্মিত নিষ্ক (কণ্ঠাভরণ) যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মা কর্তৃকও তিনি প্রশংসিত।

২৩১. কাযপ্পকোপং রকেখয্য, কাযেন সংৱুতো সিযা।
কাযদুচ্চরিতং হিত্বা, কাযেন সুচরিতং চরে॥

অনুবাদ : শারীরিক অত্যাচার দমন করিবে; কায়-সংযত হইবে। কায়-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত্র হইবে।

২৩২. ৱচীপকোপং রকেখয্য, ৱাচায সংৱুতো সিযা।
ৱচীদুচ্চরিতং হিত্বা, ৱাচায সুচরিতং চরে॥

অনুবাদ : বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে, বাক্যে সংযত হইবে। বাক-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া বাক-সুচরিত হইবে।

২৩৩. মনোপকোপং রকেখয্য, মনসা সংৱুতো সিযা।
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা, মনসা সুচরিতং চরে॥

অনুবাদ : মানসিক প্রকোপ দমন করিবে, মন সংযত হইবে। মানসিক দুশ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া মনঃসুচরিত হইবে।

২৩৪. কাযেন সংৱুতা ধীরা, অথো ৱাচায সংৱুতা।
মনসা সংৱুতা ধীরা, তে ৱে সুপরিসংৱুতা॥

অনুবাদ : যে ধীরগণ কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন, তাঁহারাই সর্বতোভাবে সুসংযত।

১৮. মল বর্গ

২৩৫. পণ্ডুপলাসোৰ দানিসি, যমপুরিসাপি চ তে উপট্ঠিতা।
উয্যোগমুখে চ তিট্ঠসি, পাথেয্যম্পি চ তে ন ৰিজ্জতি॥
২৩৬. সো করোহি দীপমত্তনো, খিপ্পং ৰাযম পণ্ডিতো ভৰ।
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো, দিব্বং অরিযভূমিং উপেহিসি॥

অনুবাদ : এখন তুমি (পতনোন্মুখ) পাণ্ডুপত্রের ন্যায় হইয়াছ, যমদূতেরা তোমার সমীপে উপস্থিত; তুমি এখন মৃত্যুমুখে অবস্থিত অথচ তোমার নিকট [পুণ্যরূপ] পাথেয় নাই। সুতরাং তুমি নিজের জন্য দ্বীপ [সুরক্ষিত আশ্রয়] গঠন কর। তজ্জন্য অবিলম্বে উদ্যম কর ও পণ্ডিত হও। তুমি নির্মল নিষ্কাম হইয়া দিব্য আর্যভূমিতে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হও।

২৩৭. উপনীতৰযো চ দানিসি, সম্পযাতোসি যমস্স সন্তিকে।
ৰাসো তে নত্থি অন্তরা, পাথেয্যম্পি চ তে ন ৰিজ্জতি॥
২৩৮. সো করোহি দীপমত্তনো, খিপ্পং ৰাযম পণ্ডিতো ভৰ।
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো, ন পুনং জাতিজরং উপেহিসি॥

অনুবাদ : এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ পথিমধ্যে তোমার কোনো বিশ্রামস্থান নাই অথচ তোমার পাথেয় সঞ্চয় নাই। সুতরাং তুমি নিজের জন্য পুণ্যরূপ দ্বীপ (আশ্রয়) গঠন কর, সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও, নির্মল ও তৃষ্ণাহীন হও, তাহা হইলে পুনরায় জন্ম-জরার অধীন হইবে না।

২৩৯. অনুপুব্বেন মেধাৰী, থোকং থোকং খণে খণে।
কম্মারো রজতস্সেৰ, নিদ্ধমে মলমত্তনো॥

অনুবাদ : স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল পরিহার করে, তদ্রুপ মেধাবী ব্যক্তি ও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আপনার মল বিদূরিত করিবেন।

২৪০. অযসাৰ মলং সমুট্ঠিতং, ততুট্ঠায তমেৰ খাদতি।
এৰং অতিধোনচারিনং, সানি কম্মানি নযন্তি দুগ্গতিং॥

অনুবাদ : লৌহজাত ময়লা যেমন নিজ উৎপত্তিস্থানকেই ক্ষয় করে, তদ্রুপ অত্যাচারী ব্যক্তিকে স্বকৃত কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে।

২৪১. অসজ্ঝাযমলা মন্তা, অনুট্ঠানমলা ঘরা।
মলং ৰণ্ণস্স কোসজ্জং, পমাদো রকখতো মলং॥

অনুবাদ : পুনঃপুন আবৃত্তি (অভ্যাস) না করা মন্ত্রের মল, অনুদ্যমই

গৃহবাসের মল, আলস্য শারীরিক সৌন্দর্যের মল এবং রক্ষকের মল অসাবধানতা।

২৪২. মলিত্থিযা দুচ্চরিতং, মচ্ছেরং দদতো মলং।
মলা ৰে পাপকা ধম্মা, অস্মিং লোকে পরম্হি চ॥

২৪৩. ততো মলা মলতরং, অৰিজ্জা পরমং মলং।
এতং মলং পহন্ত্বান, নিম্মলা হোথ ভিকখৰো॥

অনুবাদ : দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য দাতার মল, ইহলোক ও পরলোকে পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ। এই সকল মল অপেক্ষা অধিকতর মল অবিদ্যা। ভিক্ষুগণ, এই মল পরিহারপূর্বক তোমরা নির্মল হও।

২৪৪. সুজীৰং অহিরিকেন, কাকসূরেন ধংসিনা।
পকখন্দিনা পগব্ভেন, সংকিলিট্ঠেন জীৰিতং॥

অনুবাদ : যে খাদ্যসংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী, দুঃসাহসী, প্রগল্‌ভ এবং যে কলঙ্কিত জীবন যাপন করে, তাহার পক্ষে জীবিকানির্বাহ সহজ।

২৪৫. হিরীমতা চ দুজ্জীৰং, নিচ্চং সুচিগৰেসিনা।
অলীনেনাপ্পগব্ভেন, সুদ্ধাজীৰেন পস্সতা॥

অনুবাদ : যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা অন্বেষণ করেণ, অপ্রগল্‌ভ বা উচ্ছৃঙ্খলতাহীন ও শুদ্ধ জীবিকা আদর্শ করেন, তাদৃশ ধার্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য।

২৪৬. যো পাণমতিপাতেতি, মুসাৰাদঞ্চ ভাসতি।
লোকে অদিন্নমাদিযতি, পরদারঞ্চ গচ্ছতি॥

২৪৭. সুরামেরযপানঞ্চ, যো নরো অনুযুঞ্জতি।
ইধেৰমেসো লোকস্মিং, মূলং খণতি অত্তনো॥

২৪৮. এৰং ভো পুরিস জানাহি, পাপধম্মা অসঞ্ঞতা।
মা তং লোভো অধম্মো চ, চিরং দুকখায রন্ধযুং॥

অনুবাদ : জগতে যে প্রাণিহিংসা করে, অদত্ত দ্রব্য অপহরণ করে ও পরদার গমন করে, মিথ্যাকথা বলে, যে সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়—ইহজীবনেই সে আপন সুখের মূল উৎপাটিত করে। হে পুরুষ, এই প্রকার অসংযম ও পাপাচার জানিয়া রাখ; লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।

২৪৯. দদাতি ৰে যথাসদ্ধং, যথাপসাদনং জনো।
তত্থ যো মঙ্কু ভৰতি, পরেসং পানভোজনে।

ন সো দিৰা ৰা রত্তিং ৰা, সমাধিমধিগচ্ছতি॥

২৫০. যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং, মূলঘচ্চং সমূহতং।
স ৰে দিৰা ৰা রত্তিং ৰা, সমাধিমধিগচ্ছতি॥

অনুবাদ : মানুষ স্বীয় শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা অনুসারে দান করে। তথায় অপরের খাদ্য পানীয়ের প্রতি যে ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত (মঙ্কু) হয়, সে দিবা কিংবা রাত্রিতে কদাপি সমাধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁর সেই ঈর্ষা সমুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন।

২৫১. নত্থি রাগসমো অগ্গি, নত্থি দোসসমো গহো।
নত্থি মোহসমং জালং, নত্থি তণ্হাসমা নদী॥

অনুবাদ : আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই ও তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই।

২৫২. সুদস্সং ৰজ্জমঞ্ঞেসং, অত্তনো পন দুদ্দসং।
পরেসং হি সো ৰজ্জানি, ওপুনাতি যথা ভুসং।
অত্তনো পন ছাদেতি, কলিংৰ কিতৰা সঠো॥

অনুবাদ : অপরের দোষ সহজেই চোখে পড়ে, নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ যেমন করিয়া বাতাসে শস্যের ভুষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে পরের দোষগুলিও প্রচার করিয়া থাকে। আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায় মানুষ স্বীয় দোষ গোপন করে।

২৫৩. পরৰজ্জানুপস্সিস্স, নিচ্চং উজ্ঝানসঞ্ঞিনো।
আসৰা তস্স ৰড্ঢন্তি, আরা সো আসৰক্খযা॥

অনুবাদ : যে সর্বদা পরের ছিদ্রান্বেষণ ও অপরকে ভর্ৎসনা করে, তাহার দোষসমূহ (আসব) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আসবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয়।

২৫৪. আকাসেৰ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরে।
পপঞ্চাভিরতা পজা, নিপ্পপঞ্চা তথাগতা॥

অনুবাদ : আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তেমন [এই সর্বজ্ঞ-শাসনের] বাহিরে শ্রমণ [আর্যশ্রাবক] নাই। জনগণ (তৃষ্ণাদি) প্রপঞ্চে নিরত, তথাগতগণ নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াছেন।

২৫৫. আকাসেৰ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরে।
সঙ্খারা সস্সতা নত্থি, নত্থি বুদ্ধানমিঞ্জিতং॥

অনুবাদ : আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আর্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ

নাই। সংস্কারসমূহ শাশ্বত নহে এবং বুদ্ধগণের চাঞ্চল্য নাই। (বুদ্ধগণ নিয়তই অবিচলিত থাকেন।)

১৯. ধার্মিক বর্গ

২৫৬. ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো, যেনত্থং সাহসা নযে।
যো চ অত্থং অনত্থঞ্চ, উভো নিচ্ছেয্য পণ্ডিতো॥

২৫৭. অসাহসেন ধম্মেন, সমেন নযতী পরে।
ধম্মস্স গুত্তো মেধাৰী, "ধম্মট্ঠো"তি পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যিনি বিচারে (রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়বশত) পক্ষপাতিত্ব করেন তদ্দ্বারা তিনি ধর্মস্থ (ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করেন, যিনি ন্যায়ত নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইয়া (অপরাধানুরূপ) অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ন্যায়-ধর্মের রক্ষক, বুদ্ধিমান ও সুবিচারক বলিয়া উক্ত হন।

২৫৮. ন তেন পণ্ডিতো হোতি, যাৰতা বহু ভাসতি।
খেমী অৰেরী অভযো, "পণ্ডিতো"তি পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যদি যত অধিক পরিমাণে কথা বলে তবে সে তদ্দ্বারা পণ্ডিত হয় না; যিনি সহিষ্ণু, দয়ালু ও নির্ভীক তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হন।

২৫৯. ন তাৰতা ধম্মধরো, যাৰতা বহু ভাসতি।
যো চ অপ্পম্পি সুত্বান, ধম্মং কাযেন পস্সতি।
স ৰে ধম্মধরো হোতি, যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি॥

অনুবাদ : যিনি যত অধিক ভাষণ করুক না কেন তাহাতে তিনি ধর্মধর হইতে পারেন না। যিনি অল্পমাত্র ধর্মকথা শুনিয়া নিজের জীবনে তাহা আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।

২৬০. ন তেন থেরো সো হোতি, যেনস্স পলিতং সিরো।
পরিপক্কো ৰযো তস্স, "মোঘজিণ্ণো"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : শিরকেশ পক্ক হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির [প্রবীণ] হয় না; তাহার বয়স পরিপক্ব, বার্ধক্য নিরর্থক বলা চলে।

২৬১. যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ, অহিংসা সংযমো দমো।
স ৰে ৰন্তমলো ধীরো, "থেরো" ইতি পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যাঁহার মধ্যে আর্যসত্য, নবলোকত্তর ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও ইন্দ্রিয়-সংবরণ বিদ্যমান—সেই নির্মল, জ্ঞানবান পুরুষকেই স্থবির বলা হয়।

২৬২. ন ৰাক্করণমত্তেন, ৰণ্ণপোকখরতায ৰা।
সাধুরূপো নরো হোতি, ইস্সুকী মচ্ছরী সঠো॥

২৬৩. যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং, মূলঘচ্চং সমূহতং।
স ৰন্তদোসো মেধাৰী, "সাধুরূপো"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : কেবল সুমধুর বাক্যবিন্যাস কিম্বা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্য দ্বারা ঈর্ষুক, মাৎসর্যপরায়ণ ও শঠব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয় না। যাঁহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে সেই নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু উক্ত হন।

২৬৪. ন মুণ্ডকেন সমণো, অব্বতো অলিকং ভণং।
ইচ্ছালোভসমাপন্নো, সমণো কিং ভৰিস্সতি॥

অনুবাদ : ধুতাঙ্গ ব্রতহীন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া কেবল শিরমুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না। কামনা ও ভোগস্পৃহাসম্পন্ন লোক কী প্রকারে শ্রমণ হইবে?

২৬৫. যো চ সমেতি পাপানি, অণুং থূলানি সব্বসো।
সমিতত্তা হি পাপানং, "সমণো"তি পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যাঁহার সূক্ষ্ম ও স্থূল সকল প্রকার পাপ সর্বতোভাবে উপশম হইয়াছে তদ্ধেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হন।

২৬৬. ন তেন ভিকখু সো হোতি, যাৰতা ভিকখতে পরে।
ৰিস্সং ধম্মং সমাদায, ভিকখু হোতি ন তাৰতা॥

অনুবাদ : অপরের নিকট ভিক্ষা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হয় না; বিষম পাপাচার অনুশীলনের দ্বারা কেহ সত্যিকার ভিক্ষু হইতে পারে না।

২৬৭. যোধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ, বাহেত্বা ব্রহ্মচরিযৰা।
সঙ্খায লোকে চরতি, স ৰে "ভিকখূ"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : জগতে যিনি পাপ-পুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং ইহলোকে সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলিয়া অভিহিত হন।

২৬৮. ন মোনেন মুনী হোতি, মূল্হরূপো অৰিদ্দসু।
যো চ তুলংৰ পগ্গযহ, ৰরমাদায পণ্ডিতো॥

২৬৯. পাপানি পরিৰজ্জেতি, স মুনী তেন সো মুনি।
যো মুনাতি উভো লোকে, "মুনি" তেন পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : মূঢ় অবিদ্বান লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড গ্রহণের ন্যায় শ্রেয় গ্রহণ করিয়া পাপসমূহ পরিবর্জন করেন তদ্বারা তিনিই মুনি হন। যিনি (অন্তর-বাহির) উভয় লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মুনি বলিয়া অভিহিত হন।

২৭০. ন তেন অরিযো হোতি, যেন পাণানি হিংসতি।
অহিংসা সব্বপাণানং, "অরিযো"তি পৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদ্বারা সে আর্য হইতে পারে না; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই আর্য বলিয়া কথিত হন।

২৭১. ন সীলব্বতমত্তেন, বাহুসচ্চেন ৰা পন।
অথ ৰা সমাধিলাভেন, ৰিৰিত্তসযনেন ৰা॥

২৭২. ফুসামি নেকখম্মসুখং, অপুথুজ্জনসেৰিতং।
ভিকখু ৰিস্সাসমাপাদি, অপ্পত্তো আসৰকখযং॥

অনুবাদ : কেবল শীল ও ব্রত, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [লৌকিক] সমাধিলাভ, কিংবা নির্জনবাস দ্বারা অথবা 'আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম (অনাগামী) সুখ অনুভব করিতেছি; এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু, আসবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিও না, অর্থাৎ ক্ষান্ত হইও না।

২০. মার্গ বর্গ

২৭৩. মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো, সচ্চানং চতুরো পদা।
ৰিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং, দ্বিপদানঞ্চ চকখুমা॥

২৭৪. এসেৰ মগ্গো নত্থঞ্ঞো, দস্সনস্স ৰিসুদ্ধিযা।
এতঞ্হি তুম্হে পটিপজ্জথ, মারস্সেতং পমোহনং॥

অনুবাদ : মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ। দর্শনবিশুদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই। তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর; ইহা মারকে সম্মোহিত করে।

২৭৫. এতঞ্হি তুম্হে পটিপন্না, দুকখস্সন্তং করিস্সথ।
অকখাতো ৰো মযা মগ্গো, অঞ্ঞায সল্লকন্তনং॥

২৭৬. তুম্হেহি কিচ্চমাতপ্পং, অকখাতারো তথাগতা।
পটিপন্না পমোকখন্তি, ঝাযিনো মারবন্ধনা॥

অনুবাদ : এই মার্গ অনুসরণ করিয়া তোমরা দুঃখের অন্ত করিবে। (দুঃখ) শল্য উৎপাটনের উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছি। উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে; তথাগতগণ ধর্ম-ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানীগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

২৭৭. "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা"তি, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো ৰিসুদ্ধিযা॥

অনুবাদ : যাবতীয় সংস্কার অনিত্য ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগপ্রাপ্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

২৭৮. "সব্বে সঙ্খারা দুকখা"তি, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো ৰিসুদ্ধিযা॥

অনুবাদ : সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন যোগী প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

২৭৯. "সব্বে ধম্মা অনত্তা"তি, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো ৰিসুদ্ধিযা॥

অনুবাদ : সকল পদার্থ (ধর্ম) অনাত্ম ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন ইহাই বিশুদ্ধি লাভের পথ।

২৮০. উট্‌ঠানকালম্হি অনুট্‌ঠহানো, যুৰা বলী আলসিযং উপেতো।
সংসন্নসঙ্কপ্পমনো কুসীতো, পঞ্ঞায মগ্গং অলসো ন ৰিন্দতি॥

অনুবাদ : উদ্যমের সময়ে যে উদ্যমহীন, তরুণ ও শক্তিমান হইয়াও যে আলস্যযুক্ত, সংকল্পে অবসন্নচিত্ত, হীনবীর্য, নিরুৎসাহী, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না।

২৮১. ৰাচানুরকখী মনসা সুসংৰুতো, কাযেন চ নাকুসলং কযিরা।
এতে তযো কম্মপথে ৰিসোধযে, আরাধযে মগ্গমিসিপ্পৰেদিতং॥

অনুবাদ : বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে এবং কায়িক অকুশল করিবে না, এই ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখিবে; এইরূপে ঋষি-প্রবেদিত মার্গ আরাধনা করিতে পারে না।

২৮২. যোগা ৰে জাযতী ভূরি, অযোগা ভূরিসঙ্খযো।
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা, ভৰায ৰিভৰায চ।
তথাত্তানং নিৰেসেয্য, যথা ভূরি পৰড্ঢতি॥

অনুবাদ : যোগ (সাধনা) হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, যোগ ব্যতীত প্রজ্ঞা ক্ষয় হয়। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞাবৃদ্ধি পায় তদ্রুপ কার্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিবে।

২৮৩. ৰনং ছিন্দথ মা রুকখং, ৰনতো জাযতে ভযং।
ছেত্বা ৰনঞ্চ ৰনথঞ্চ, নিব্বনা হোথ ভিকখৰো॥

২৮৪. যাৰ হি ৰনথো ন ছিজ্জতি, অণুমত্তোপি নরস্স নারিসু।
পটিবদ্ধমনোৰ তাৰ সো, ৰচ্ছো খীরপকোৰ মাতরি॥

অনুবাদ : ভিক্ষুগণ, (লালসার) বন ছেদন কর, বৃক্ষ (দুঃখবিশেষ) কাটিও না। বন হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়; বন ও বনথ (ঝোপ) ছেদন করিয়া তোমরা নির্বন (বাসনামুক্ত) হও।

যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণুমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিত্তও নারীতে আবদ্ধ থাকিবে।

২৮৫. উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকংৰ।
সন্তিমগ্গমেৰ ব্রূহয, নিব্বানং সুগতেন দেসিতং॥

অনুবাদ : হস্ত দ্বারা শারদীয় কুমুদ উৎপাটনের ন্যায় তোমার নিজের স্নেহাসক্তি (তৃষ্ণা) উচ্ছেদ কর। শান্তিমার্গ অনুশীলন কর। নির্বাণমার্গ সুগত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

২৮৬. ইধ ৰস্সং ৰসিস্সামি, ইধ হেমন্তগিম্হিসু।
ইতি বালো ৰিচিন্তেতি, অন্তরাযং ন বুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : বর্ষার এই স্থানে, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এই স্থানে বাস করিব, নির্বোধ এইরূপ চিন্তা করে। (জীবনের) অন্তরায় (অবসান) সে জানিতে পারে না।

২৮৭. তং পুত্তপসুসম্মত্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোৰ, মচ্চু আদায গচ্ছতি॥

অনুবাদ : পুত্র, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসক্তমনা, এমন ব্যক্তিকে মৃত্যু (অতৃপ্ত অবস্থাতেই হঠাৎ) লইয়া যায় যেমন মহাপ্লাবন সুপ্তগ্রামকে (ভাসাইয়া) লইয়া যায়।

২৮৮. ন সন্তি পুত্তা তাণায, ন পিতা নাপি বন্ধৰা।
অন্তকেনাধিপন্নস্স, নত্থি ঞাতীসু তাণতা॥

অনুবাদ : (মৃত্যু হইতে) ত্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই, পিতাও নাই, বন্ধুগণও নাই; যমাক্রান্তের ত্রাণকার্য জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব নয়।

২৮৯. এতমত্থৰসং ঞত্বা, পণ্ডিতো সীলসংৰুতো।
নিব্বানগমনং মগ্গং, খিপ্পমেৰ ৰিসোধযে॥

অনুবাদ : (নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা—অপর কেহ নহে) এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পণ্ডিত ও সংযতচরিত্র ব্যক্তি নির্বাণমার্গ অবিলম্বে বিশোধিত করিবেন।

২১. প্রকীর্ণ বর্গ

২৯০. মত্তাসুখপরিচ্চাগা, পস্সে চে ৰিপুলং সুখং।
চজে মত্তাসুখং ধীরো, সম্পস্সং ৰিপুলং সুখং॥

অনুবাদ : যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ-হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায় তবে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ (অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন।

২৯১. পরদুক্খূপধানেন, অত্তনো সুখমিচ্ছতি।
ৰেরসংসগ্গসংসট্ঠো, ৰেরা সো ন পরিমুচ্চতি॥

অনুবাদ : যে পরকে দুঃখ দিয় নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গ-সংসৃষ্ট বৈর-বিজড়িত) ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্তি পায় না।

২৯২. যঞ্হি কিচ্চং অপৰিদ্ধং, অকিচ্চং পন কযিরতি।
উন্নল়ানং পমত্তানং, তেসং ৰড্ঢন্তি আসৰা॥

অনুবাদ : যাহাদের কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই উদ্ধত ও প্রমত্তদের আসবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২৯৩. যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা, নিচ্চং কাযগতা সতি।
অকিচ্চং তে ন সেৰন্তি, কিচ্চে সাতচ্চকারিনো।
সতানং সম্পজানানং, অত্থং গচ্ছন্তি আসৰা॥

অনুবাদ : যাঁহাদের নিত্যই কায়গতস্মৃতি সুঅভ্যস্থ, তাঁহারা কদাপি অকৃত্যের সেবা করেন না, সততই কৃত্যে রত থাকেন। ঈদৃশ স্মৃতিমান প্রাজ্ঞদের আসবসমূহ অন্তগত হয়।

২৯৪. মাতরং পিতরং হন্ত্বা, রাজানো দ্বে চ খত্তিযে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা, অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : মাতা (তৃষ্ণা), পিতা (অহংকার), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা (শ্বাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি) এবং সানুচয় রাষ্ট্রকে (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ানুরাগকে) বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনঘ (পাপমুক্ত) হন।

২৯৫. মাতরং পিতরং হন্ত্বা, রাজানো দ্বে চ সোত্থিযে।
ৰেযগ্ঘপঞ্চমং হন্ত্বা, অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : কৃষ্ণারূপ মাতা, অহংকাররূপ পিতা, শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন শ্রোত্রিয় রাজা এবং পঞ্চম ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হন।

২৯৬. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি॥

অনুবাদ : যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

২৯৭. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, নিচ্চং ধম্মগতা সতি॥

অনুবাদ : যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিরন্তর ধর্মগত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

২৯৮. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি॥

অনুবাদ : দিবারাত্রি নিরন্তর যাঁহাদের স্মৃতি সংঘগত, সেই গৌতম শিষ্যগণ সদা জাগ্রত থাকেন।

২৯৯. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, নিচ্চং কাযগতা সতি॥

অনুবাদ : দিবারাত্রি যাঁহাদের স্মৃতি কায়গতস্মৃতি নিত্য সক্রিয় থাকে, গৌতম বুদ্ধের সেই শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৩০০. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, অহিংসায রতো মনো॥

অনুবাদ : যাঁহাদের মন দিবারাত্র অহিংসায় নিত্য নিয়ত, সেই গৌতম-শ্রাবকগণ সর্বদা জাগ্রত আছেন।

৩০১. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি, সদা গোতমসাৰকা।
যেসং দিৰা চ রত্তো চ, ভাৰনায রতো মনো॥

অনুবাদ : যাঁহাদের মন দিবারাত্রি অনুক্ষণ ভাবনায় (ধ্যানে) রত, সেই গৌতম-শ্রাবকগণ সদা জাগ্রত আছেন।

৩০২. দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং, দুরাৰাসা ঘরা দুখা।
দুক্খোসমানসংৰাসো, দুক্খানুপতিতদ্ধগূ।
তস্মা ন চদ্ধগূ সিযা, ন চ দুক্খানুপতিতো সিযা॥

অনুবাদ : প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দুরভিরম্য (নিরানন্দময়); গার্হস্থ্যজীবন দুঃসাধ্য ও দুঃখময়। অসমান লোকের সঙ্গে বাস দুঃখজনক। [জন্মান্তরের] পথিক দুঃখে পতিত হয়। সুতরাং পথিক হইও না এবং দুঃখে পতিত হইও না।

৩০৩. সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো, যসোভোগসমপ্পিতো।
যং যং পদেসং ভজতি, তত্থ তত্থেৰ পূজিতো॥

অনুবাদ : শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ভোগী পুরুষ যে যে প্রদেশে উপস্থিত হন সেখানেই তিনি সম্মানিত হন।

৩০৪. দূরে সন্তো পকাসেন্তি, হিমৰন্তোৰ পব্বতো।
অসন্তেত্থ ন দিস্সন্তি, রত্তিং খিত্তা যথা সরা॥

অনুবাদ : সৎপুরুষ হিমবান পর্বতের ন্যায় দূর হইতেও প্রকাশিত হন, কিন্তু অসৎ ব্যক্তি রাত্রে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃশ্য হয় না।

৩০৫. একাসনং একসেয্যং, একো চরমতন্দিতো।
একো দমযমত্তানং, ৰনন্তে রমিতো সিযা॥

অনুবাদ : যিনি একাসননিষন্ন, একশয্যাশায়ী ও অতন্দ্র একচারী হইয়া একান্তভাবে নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে (নির্জনবাসে) প্রীতি লাভ করেন।

২২. নিরয় বর্গ

৩০৬. অভূতৰাদী নিরযং উপেতি, যো ৰাপি কত্বা ন করোমি চাহ।
উভোপি তে পেচ্চ সমা ভৰন্তি, নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ॥

অনুবাদ : অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অন্যায়) করিয়া 'আমি করি নাই' বলে, সেও নরকে গমন করে; এই উভয় হীনকর্মা মানষই পরলোক সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

৩০৭. কাসাৰকণ্ঠা বহৰো, পাপধম্মা অসঞ্ঞতা।
পাপা পাপেহি কম্মেহি, নিরযং তে উপপজ্জরে॥

অনুবাদ : যাহারা কণ্ঠে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াও অসংযত হয় ও পাপাচরণ করে, সেই বহু সংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে পতিত হয়।

৩০৮. সেয্যো অযোগুলো ভুত্তো, তত্তো অগ্গিসিখূপমো।
যঞ্চে ভুঞ্জেয্য দুস্সীলো, রট্ঠপিণ্ডমসঞ্ঞতো॥

অনুবাদ : যিনি দুঃশীল ও অসংযত (ভিক্ষু), তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাও রাষ্ট্রদত্ত (পরদত্ত) পিণ্ড ভোজন করা অপেক্ষা শ্রেয়।

৩০৯. চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো, আপজ্জতি পরদারূপসেৰী।
অপুঞ্ঞলাভং ন নিকামসেয্যং, নিন্দং ততীযং নিরযং চতুত্থং॥

৩১০. অপুঞ্ঞলাভো চ গতী চ পাপিকা, ভীতস্স ভীতায রতী চ থোকিকা।
রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি, তস্মা নরো পরদারং ন সেৰে॥

অনুবাদ : পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপুণ্যলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন তৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক। তাহার অপুণ্যলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয়। ভীত নর-নারীর রতিও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না।

৩১১. কুসো যথা দুগ্গহিতো, হত্থমেৰানুকন্ততি।
সামঞ্ঞং দুপ্পরামট্ঠং, নিরযাযুপকড্ঢতি॥

অনুবাদ : যেমন অসাবধানে গৃহীত কৃশতৃণ হস্তকেই বর্তন করে সেইরূপ দুরাচরিত শ্রামণ্য নিরয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

৩১২. যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং, সংকিলিট্ঠঞ্চ যং ৰতং।
সঙ্কস্সরং ব্রহ্মচরিযং, ন তং হোতি মহপ্ফলং॥

অনুবাদ : শিথিল (উদ্যেমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং সশঙ্ক স্মৃতি (অপবিত্র হেতু যার স্মৃতি শঙ্কা জন্মায় সেই) ব্রহ্মচর্যের ফল ভালো হয় না।

৩১৩. কযিরা চে কযিরাথেনং, দল্হমেনং পরক্কমে।
সিথিলো হি পরিব্বাজো, ভিয্যো আকিরতে রজং॥

অনুবাদ : যদি কুশল কর্ম করিতে হয় তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে। কারণ শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজই বিকিরণ করে।

৩১৪. অকতং দুক্কটং সেয্যো, পচ্ছা তপ্পতি দুক্কটং।
কতঞ্চ সুকতং সেয্যো, যং কত্বা নানুতপ্পতি॥

অনুবাদ : দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়, কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অনুতাপ দেয়; তাদৃশ সৎকর্ম করাই শ্রেয়, যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয় না।

৩১৫. নগরং যথা পচ্চন্তং, গুত্তং সন্তরবাহিরং।
এৰং গোপেথ অত্তানং, খণো ৰো মা উপচ্চগা।
খণাতীতা হি সোচন্তি, নিরযম্হি সমপ্পিতা॥

অনুবাদ : প্রত্যন্ত [সীমান্তবর্তী] নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত করা হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা করিও। সময় নষ্ট করিও না। যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে তাহারা নরকে সমর্পিত হইয়া অনুতাপ করে।

৩১৬. অলজ্জিতাযে লজ্জন্তি, লজ্জিতাযে ন লজ্জরে।
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং॥

অনুবাদ : যেস্থলে লজ্জা করিতে নাই এমন স্থলে লজ্জা করে এবং যেখানে লজ্জা করা উচিত সেখানে লজ্জা করে না, ঈদৃশ ভ্রান্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

৩১৭. অভযে ভযদস্সিনো, ভযে চাভযদস্সিনো।
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং॥

অনুবাদ : যাহারা অভয়ের কর্মে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্যে নির্ভয় হয়, সেই মিথ্যা মতাবলম্বী ব্যক্তিরা দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

৩১৮. অৰজ্জে ৰজ্জমতিনো, ৰজ্জে চাৰজ্জদস্সিনো।
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং॥

অনুবাদ : যাহারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে এবং বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে, সেই সব মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

৩১৯. ৰজ্জঞ্চ ৰজ্জতো ঞত্বা, অৰজ্জঞ্চ অৰজ্জতো।
সম্মাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি সুগ্গতিং॥

অনুবাদ : দোষকে দোষরূপে ও নির্দোষকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ হন, তাঁহারা সুগতি প্রাপ্ত হন।

২৩. নাগ বর্গ

৩২০. অহং নাগোৰ সঙ্গামে, চাপতো পতিতং সরং।
অতিৰাক্যং তিতিক্খিস্সং, দুস্সীলো হি বহুজ্জনো॥

অনুবাদ : সংগ্রামে হস্তী যেভাবে ধনুনিক্ষিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও তেমনই অতিবাক্য (দুর্বাক্য) সহ্য করিব; কারণ দুঃশীলের সংখ্যাই অধিক।

৩২১. দন্তং নযন্তি সমিতিং, দন্তং রাজাভিরূহতি।
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু, যোতিৰাক্যং তিতিকখতি॥

অনুবাদ : সুশিক্ষিত নাগ জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতে রাজা আরোহণ করেন। মানুষের মধ্যে যিনি পুরুষবাক্য সহ্য করেন, সেই দান্তই উত্তম।

৩২২. ৰরমস্সতরা দন্তা, আজানীযা চ সিন্ধৰা।
কুঞ্জরা চ মহানাগা, অত্তদন্তো ততো ৰরং॥

অনুবাদ : শিক্ষিত অশ্বতর, সিন্দুদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (হস্তী) ইহারা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যিনি আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম।

৩২৩. ন হি এতেহি যানেহি, গচ্ছেয্য অগতং দিসং।
যথাত্তনা সুদন্তেন, দন্তো দন্তেন গচ্ছতি॥

অনুবাদ : সংযত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন অগত দিকে (নির্বাণে) গমন করেন যেখানে এই সকল (অশ্বতরাদি) যানের দ্বারা যাওয়া সম্ভব নহে।

৩২৪. ধনপালো নাম কুঞ্জরো, কটুকভেদনো দুন্নিৰারযো।
বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি, সুমরতি নাগৰনস্স কুঞ্জরো॥

অনুবাদ : ধনপাল নামক তীব্র মদস্রাবী দুর্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায় আহার্য ভক্ষণ করে না। কুঞ্জর নাগবন স্মরণ করিতে থাকে।

৩২৫. মিদ্ধী যদা হোতি মহগ্ঘসো চ, নিদ্দাযিতা সম্পরিৰত্তসাযী।
মহাৰরাহোৰ নিৰাপপুট্ঠো, পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মন্দো॥

অনুবাদ : যে অলস ব্যক্তি অধিকভোজী, খাদ্যপুষ্ট স্থূল বরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও পার্শ্ব পরিবর্তনপূর্বক শয়নশীল হয়, সে মন্দবুদ্ধি বারবার মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে।

৩২৬. ইদং পুরে চিত্তমচারি চারিকং, যেনিচ্ছকং যত্থকামং যথাসুখং।
তদজ্জহং নিগ্গহেস্সামি যোনিসো, হত্থিপ্পভিন্নং ৰিয অঙ্কুসগ্গহো॥

অনুবাদ : এই চিত্ত পূর্বে যথেষ্টরূপে যথাসুখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ করিয়াছে, অঙ্কুশগ্রাহীর মদমত্তহস্তী দমনের ন্যায় আজ আমি ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে সম্পূর্ণরূপে দমন করিব।

৩২৭. অপ্পমাদরতা হোথ, সচিত্তমনুরক্খথ।
দুগ্গা উদ্ধরথত্তানং, পঙ্কে সন্নোৰ কুঞ্জরো॥

অনুবাদ : অপ্রমাদের রত হও, স্বীয় চিত্ত সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর।

৩২৮. সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারিধীরং।
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা॥

অনুবাদ : যদি জ্ঞানবান সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে।

৩২৯. নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারিধীরং।
রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে মাতঙ্গরঞ্ঞেৰ নাগো॥

অনুবাদ : যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তবে বিজিত রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের ন্যায় একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে।

৩৩০. একস্স চরিতং সেয্যো, নত্থি বালে সহাযতা।
একো চরে ন চ পাপানি কযিরা, অপ্পোস্সুক্কো মাতঙ্গরঞ্ঞেঞ্ঞৰ নাগো॥

অনুবাদ : একাকী বিচরণ করাই শ্রেয় কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা হয় না। মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রুপ অনাসক্ত হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। কদাচ পাপ করিবে না।

৩৩১. অত্থম্হি জাতম্হি সুখা সহাযা, তুট্ঠী সুখা যা ইতরীতরেন।
পুঞ্ঞং সুখং জীৰিতসঙ্খযম্হি, সব্বস্স দুকখস্স সুখং পহানং॥

অনুবাদ : প্রয়োজনকালে সহায় (বন্ধুতা) সুখকর, অল্পাধিক লাভে তুষ্টিও সুখকর; জীবিতসংক্ষয়ে (জীবনান্তে) পুণ্য সুখকর আর (জীবিতকালে) সর্বদুঃখ পরিহার সুখোত্তম।

৩৩২. সুখা মত্তেয্যতা লোকে, অথো পেত্তেয্যতা সুখা।
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে, অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা॥

অনুবাদ : জগতে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণপরিচর্যা সুখদায়ক।

৩৩৩. সুখং যাৰ জরা সীলং, সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা।
সুখো পঞ্ঞায পটিলাভো, পাপানং অকরণং সুখং॥

অনুবাদ : বার্ধক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্ঞালাভ সুখপ্রদ এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর।

২৪. তৃষ্ণা বর্গ

৩৩৪. মনুজস্স পমত্তচারিনো, তণ্হা ৰড্ঢতি মালুৰা ৰিয।
সো প্লৰতী হুরা হুরং, ফলমিচ্ছংৰ ৰনস্মি ৰানরো॥

অনুবাদ : প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবালতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বনের ফলান্বেষী বানর যেমন (বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে) তদ্রুপ সে ব্যক্তিও (তৃষ্ণার প্রেরণায় জন্ম হইকে জন্মান্তরে) ধাবিত হয়।

৩৩৫. যং এসা সহতে জম্মী, তণ্হা লোকে ৰিসত্তিকা।
সোকা তস্স পৰড্ঢন্তি, অভিৰট্ঠংৰ বীরণং॥

অনুবাদ : জগতে এই অপকৃষ্ট বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিভূত করে,

তাহার শোক (সংসারদুঃখ) বর্ষণসিক্ত বীরণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

৩৩৬. যো চেতং সহতে জম্মিং, তণ্হং লোকে দুরচ্চযং।
সোকা তম্হা পপতন্তি, উদবিন্দুৰ পোকখরা॥

অনুবাদ : সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিভূত করিতে পারেন, পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর ন্যায় তাহার শোক অপসৃত হয়।

৩৩৭. তং ৰো ৰদামি ভদ্দং ৰো, যাৰন্তেত্থ সমাগতা।
তণ্হায মূলং খণথ, উসীরত্থোৰ বীরণং।
মা ৰো নল়ংৰ সোতোৰ, মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং॥

অনুবাদ : এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতেছি, উশীরার্থীর বেণাতৃণের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মত মার যেন তোমাদিগকে বারবার বিধ্বস্ত না করে।

৩৩৮. যথাপি মূলে অনুপদ্দৰে দল়্হে, ছিন্নোপি রুক্খো পুনরেৰ রূহতি।
এৰম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে, নিব্বত্ততী দুকখমিদং পুনপ্পুনং॥

অনুবাদ : মূল উৎপাটিত না হইলে ও দৃঢ় থাকিলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হইলে দুঃখ ও পুনঃপুন উৎপন্ন হয়।

৩৩৯. যস্স ছত্তিংসতি সোতা, মনাপসৰনা ভুসা।
মাহা ৰহন্তি দুদ্দিট্ঠিং, সঙ্কপ্পা রাগনিস্সিতা॥

অনুবাদ : যাহারা তৃষ্ণানদী ছত্রিশ স্রোতে মনোরম হইয়া প্রবাহিত হয়, সেই ভ্রান্তদৃষ্টি ব্যক্তিদে রাগাশ্রিত অভিলাষস্রোত প্রবল বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

৩৪০. সৰন্তি সব্বধি সোতা, লতা উপ্পজ্জ তিট্ঠতি।
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং, মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; সেই আঙ্কুরিত তৃষ্ণালতা দেখিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা উহার মূল ছেদন কর।

৩৪১. সরিতানি সিনেহিতানি চ, সোমনস্সানি ভৰন্তি জন্তুনো।
তে সাতসিতা সুখেসিনো, তে ৰে জাতিজরূপগা নরা॥

অনুবাদ : জীবগণের সুখতৃষ্ণা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক (মনে) হয়। সে সকল মানুষ এইরূপে স্বাদাসক্ত হইয়া সুখান্বেষী হয়, তাহারা বারবার জন্ম ও জরার কবলে পতিত হয়।

৩৪২. তসিণায পুরক্খতা পজা, পরিসপ্পন্তি সসোৰ বন্ধিতো।
সংযোজনসঙ্গসত্তকা, দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাজড়িত জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবিত হয়। সংযোজন (আসক্তি শৃঙ্খলে) আবদ্ধ হইয়া তাহারা চিরকাল পুনঃপুন দুঃখ পাইয়া থাকে।

৩৪৩. তসিণায পুরক্খতা পজা, পরিসপ্পন্তি সসোৰ বন্ধিতো।
তস্মা তসিণং ৰিনোদযে, আকঙ্খন্ত ৰিরাগমত্তনো॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাবদ্ধ জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় (সংসারবর্তে) ঘুরিতেছে। সুতরাং হে ভিক্ষু, স্বীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তৃষ্ণার অপনোদন করিবে।

৩৪৪. যো নিব্বনথো ৰনাধিমুত্তো, ৰনমুত্তো ৰনমেৰ ধাৰতি।
তং পুগ্গলমেথ পস্সথ, মুত্তো বন্ধনমেৰ ধাৰতি॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি একদা গার্হস্থ্য বন্ধনমুক্ত ও তপোবনে অভিনিবিষ্ট ছিল সে বন্ধনমুক্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে, ভিক্ষুগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ, সে মুক্ত হইয়াও পুনরায় বন্ধনাভিমুখে চলিয়াছে।

৩৪৫. ন তং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা, যদাযসং দারুজপব্বজঞ্চ।
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেসু, পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা॥

৩৪৬. এতং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা, ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং।
এতম্পি ছেত্বান পরিব্বজন্তি, অনপেক্খিনো কামসুখং পহায॥

অনুবাদ : জ্ঞানীগণ লৌহ, কাষ্ঠ কংবা তৃণ-নির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না; মণিকুণ্ডলও স্ত্রীপুত্রের প্রতি সারত্ব-জ্ঞানে যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন; এই বন্ধন মানুষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল হইলেও ইহা মোচন করা দুঃসাধ্য। পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন করেন এবং কামসুখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

৩৪৭. যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং, সযংকতং মক্কটকোৰ জালং।
এতম্পি ছেত্বান ৰজন্তি ধীরা, অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায॥

অনুবাদ : যাহারা রাগাসক্তিবশত (তৃষ্ণা) স্রোতের অনুবর্তন করে তাহারা মাকড়সার ন্যায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জ্ঞানীগণ ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন।

৩৪৮. মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো, মজ্ঝে মুঞ্চ ভৰস্স পারগূ।
সব্বত্থ ৰিমুত্তমানসো, ন পুনং জাতিজরং উপেহিসি॥

অনুবাদ : পূর্ব-পশ্চাৎ ও মধ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের পারগামী হও। সর্বথা বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-জরায় উপনীত হয় না।

৩৪৯. ৰিতক্কমথিতস্স জন্তুনো, তিব্বরাগস্স সুভানুপস্সিনো।
ভিয্যো তন্হা পৰড্ঢতি, এস খো দল্হং করোতি বন্ধনং॥

অনুবাদ : বিতর্কপীড়িত তীব্র রাগে অনুরক্ত এবং শুভদর্শী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এই ব্যক্তিই বন্ধনকেই দৃঢ় করে।

৩৫০. ৰিতক্কূপসমে চ যো রতো, অসুভং ভাৰযতে সদা সতো।
এস খো ব্যন্তি কাহিতি, এস ছেচ্ছতি মারবন্ধনং॥

অনুবাদ : যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান হইয়া দেহাদির অশুভ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন করেন।

৩৫১. নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী, ৰীততণ্হো অনঙ্গণো।
অচ্ছিন্দি ভৰসল্লানি, অন্তিমোযং সমুস্সযো॥

অনুবাদ : যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্ত্রাসহীন তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন, যাঁহারা ভবকণ্টক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অন্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না)।

৩৫২. ৰীততণ্হো অনাদানো, নিরুত্তিপদকোৰিদো।
অকখরানং সন্নিপাতং, জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ।
স ৰে ''অন্তিমসারীরো, মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো''তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদ-কুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন, সেই অন্তিম দেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই মহাপুরুষ নামে অভিহিত।

৩৫৩. সব্বাভিভূ সব্বৰিদূহমস্মি, সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো।
সব্বঞ্জহো তন্হকখযে ৰিমুত্তো, সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং॥

অনুবাদ : আমি সর্বজয়ী, সর্ববিৎ, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয়-হেতু বিমুক্ত হইয়াছি।সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব?

৩৫৪. সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি, সব্বরসং ধম্মরসো জিনাতি।
সব্বরতিং ধম্মরতি জিনাতি, তন্হকখযো সব্বদুকখং জিনাতি॥

অনুবাদ : ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। ধর্মরস সর্বরস অপেক্ষা উত্তম। ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ জয় করে।

৩৫৫. হনন্তি ভোগা দুম্মেধং, নো চ পারগৰেসিনো।
ভোগতণ্হায দুম্মেধো, হন্তি অঞ্ঞেঞ্ঞৰ অত্তনং॥

অনুবাদ : পরসন্ধানী না হইলে ভোগসুখসমূহ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। দুর্মেধা ভোগসুখ-তৃষ্ণাবশত অন্যের ন্যায় নিজেরই অনিষ্ট করে।

৩৫৬. তিণদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অযং পজা।
তস্মা হি ৰীতরাগেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং॥

অনুবাদ : তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভালো জন্মায় না, ভোগানুরাগবশত এই জনসমাজ কলুষিত হয়; সুতরাং বীতরাগদিগকে প্রদত্ত দান মহা ফলদায়ক হয়।

৩৫৭. তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অযং পজা।
তস্মা হি ৰীতদোসেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং॥

অনুবাদ : ক্ষেত্রসমূহ তৃণদোষে দূষিত হয়, এই জনগণ দ্বেষদোষে কলুষিত হয়, সেইজন্য দ্বেষহীনদিগকে প্রদত্ত দান মহা ফলপ্রদ হয়।

৩৫৮. তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অযং পজা।
তস্মা হি ৰীতমোহেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং॥

অনুবাদ : ক্ষেত্রসমূহ তৃণ দ্বারা নষ্ট হয়, এই জনগণ মোহ দ্বারা বিনষ্ট হয়; তজ্জন্য মোহমুক্তগণকে দান করিলে মহা ফলপ্রদ হয়।

৩৫৯. (তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অযং পজা।
তস্মা হি ৰিগতিচ্ছেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং॥)
তিণদোসানি খেত্তানি, তণ্হাদোসা অযং পজা।
তস্মা হি ৰীততণ্হেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং॥

অনুবাদ : ভূমি তৃণবহুল হইলে নিষ্ফল হয়, মানুষ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা দ্বারা কলুষিত হয়; সুতরাং অনাসক্তদিগকে প্রদত্ত দান মহৎ ফলপ্রসূ হয়।

২৫. ভিক্ষু বর্গ

৩৬০. চকখুনা সংৰরো সাধু, সাধু সোতেন সংৰরো।
ঘানেন সংৰরো সাধু, সাধু জিৰহায সংৰরো॥

অনুবাদ : চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), কর্ণসংযম সাধু, ঘ্রাণসংযম সাধু ও জিহ্বাসংযম সাধু।

৩৬১. কাযেন সংৰরো সাধু, সাধু ৰাচায সংৰরো।
মনসা সংৰরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংৰরো।

সব্বত্থ সংৰুতো ভিকখু, সব্বদুকখা পমুচ্চতি॥

অনুবাদ : কায়িক সংযম সাধু, বাচনিক সংযম সাধু, মানসিক সংযম সাধু, সর্ব সংযম সাধু। সর্বথা সংযম ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।

৩৬২. হত্থসংযতো পাদসংযতো, ৰাচাসংযতো সংযতুত্তমো।
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো, একো সন্তুসিতো তমাহু ভিকখুং॥

অনুবাদ : যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংযমী, যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ এবং যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকে ভিক্ষু বলা হয়।

৩৬৩. যো মুখসংযতো ভিকখু, মন্তভাণী অনুদ্ধতো।
অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্স ভাসিতং॥

অনুবাদ : যে ভিক্ষু বাক্‌সংযমী ও মন্ত্রভাষী, (প্রজ্ঞাভাষী), যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয়।

৩৬৪. ধম্মারামো ধম্মরতো, ধম্মং অনুৰিচিন্তযং।
ধম্মং অনুস্সরং ভিকখু, সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি॥

অনুবাদ : যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না।

৩৬৫. সলাভং নাতিমঞ্ঞেয্য, নাঞ্ঞেসং পিহযং চরে।
অঞ্ঞেসং পিহযং ভিকখু, সমাধিং নাধিগচ্ছতি॥

অনুবাদ : স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা (ঈর্ষা) করিবে না, পরের প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না।

৩৬৬. অপ্পলাভোপি চে ভিকখু, সলাভং নাতিমঞ্ঞতি।
তং ৰে দেৰা পসংসন্তি, সুদ্ধাজীৰিং অতন্দিতং॥

অনুবাদ : লাভ স্বল্প হইলেও যদি কোনো ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবহেলা করেন না, সেই শুদ্ধজীবী, অতন্দ্র ভিক্ষুই দেবতাদের প্রশংসাভাজন হন।

৩৬৭. সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতং।
অসতা চ ন সোচতি, স ৰে "ভিকখূ"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : নামরূপময় সর্ব বস্তুতে যাহার মমতাবোধ ('আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা) নাই, উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

৩৬৮. মেত্তাৰিহারী যো ভিকখু, পসন্নো বুদ্ধসাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সঙ্খারূপসমং সুখং॥

অনুবাদ : যে ভিক্ষু মৈত্রীসানায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ

(শাসন) অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন।

৩৬৯. সিঞ্চ ভিকখু ইমং নাৰং, সিত্তা তে লহুমেস্সতি।
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ, ততো নিব্বানমেহিসি॥

অনুবাদ : হে ভিক্ষু, এই (জীবন) তরী সেচন কর, সেচিত হইলে তোমার তরী লঘু হইবে, রাগদ্বেষ ছেদন করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে।

৩৭০. পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে, পঞ্চ চুত্তরি ভাৰযে।
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিকখু, ‘‘ওঘতিণ্ণো’’তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : পঞ্চ (বন্ধন) ছেদন কর, পঞ্চ (দোষ) পরিত্যাগ কর, আর পঞ্চ (গুণের) সাধন কর। যে ভিক্ষু পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয়।

৩৭১. ঝায ভিকখু মা পমাদো, মা তে কামগুণে রমেস্সু চিত্তং।
মা লোহগুলং গিলী পমত্তো, মা কন্দি ‘‘দুকখমিদ’’ন্তি ডযহমানো॥

অনুবাদ : হে ভিক্ষু, ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে (কাম্যবিষয়ে) ভ্রমণ না করে! প্রমত্ত হইয়া (নরকে) লৌহগোলক গ্রাস করিও না; (দুঃখাগ্নিতে) প্রজ্জ্বলিত হইয়া ‘হায় দুঃখ’ বলিয়া যেন ক্রন্দন করিতে না হয়।

৩৭২. নত্থি ঝানং অপঞঞস্স, পঞঞা নত্থি অঝাযতো।
যম্হি ঝানঞ্চ পঞঞা চ, স ৰে নিব্বানসন্তিকে॥

অনুবাদ : অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী।

৩৭৩. সুঞঞাগারং পৰিট্ঠস্স, সন্তচিত্তস্স ভিকখুনো।
অমানুসী রতি হোতি, সম্মা ধম্মং ৰিপস্সতো॥

অনুবাদ : শূন্যাগারে প্রবিষ্ট, শান্তচিত্ত ও সম্যক ধর্মদর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব আনন্দ লাভ হয়।

৩৭৪. যতো যতো সম্মসতি, খন্ধানং উদযব্বযং।
লভতী পীতিপামোজ্জং, অমতং তং ৰিজানতং॥

অনুবাদ : যখন যিনি স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয় ধ্যান করেন তখন তিনি অমৃতজ্ঞের (নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন।

৩৭৫. তত্রাযমাদি ভৰতি, ইধ পঞঞস্স ভিকখুনো।
ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠি, পাতিমোকেখ চ সংৰরো॥

৩৭৬. মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে, সুদ্ধাজীৰে অতন্দিতে।

পটিসন্থারৰুত্যস্স, আচারকুসলো সিযা।
ততো পামোজ্জবহুলো, দুকখস্সন্তং করিস্সতি॥

অনুবাদ : প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য এই : ইন্দ্রিয়সংযম, সন্তোষ এবং প্রাতিমোক্ষ পালন, শুদ্ধাজীব অতন্দ্র কল্যাণমিত্রদের সাহচর্য করিবে। প্রতিসেবাশীল এবং আচারকুশল হইবে। তাহাতে আনন্দবহুল ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করিবে।

৩৭৭. ৰস্সিকা ৰিয পুপ্ফানি, মদ্দৰানি পমুঞ্চতি।
এৰং রাগঞ্চ দোসঞ্চ, ৰিপ্পমুঞ্চেথ ভিকখৰো॥

অনুবাদ : ভিক্ষুগণ, বর্ষিকা (মল্লিকা) যেমন ম্লানপুষ্প বর্জন করে তেমন তোমরা রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে।

৩৭৮. সন্তকাযো সন্তৰাচো, সন্তৰা সুসমাহিতো।
ৰন্তলোকামিসো ভিকখু, "উপসন্তো"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যাঁহার কায় শান্ত, বাক্য শান্ত এবং মন শান্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি লৌকিক বাসনাবহীন হইয়াছেন, সেই ভিক্ষুই উপশান্ত বলিয়া কথিত হন।

৩৭৯. অত্তনা চোদযত্তানং, পটিমংসেথ অত্তনা।
সো অত্তগুত্তো সতিমা, সুখং ভিকখু ৰিহাহিসি॥

অনুবাদ : নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর। হে ভিক্ষু, যিনি আত্মগুপ্ত ও স্মৃতিমান তিনি সুখে বিহার করেন।

৩৮০. অত্তা হি অত্তনো নাথো, (কো হি নাথো পরো সিযা)
অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সংযমমত্তানং, অস্সং ভদ্রংৰ ৰাণিজো॥

অনুবাদ : নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। সুতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের ন্যায় নিজেকে সংযত করিবে।

৩৮১. পামোজ্জবহুলো ভিকখু, পসন্নো বুদ্ধসাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সঙ্খারূপসমং সুখং॥

অনুবাদ : যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার উপশম- রূপ সুখময় শান্ত পদ (নির্বাণ) অধিগত হন।

৩৮২. যো হৰে দহরো ভিকখু, যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে।
সোমং লোকং পভাসেতি, অব্ভা মুত্তোৰ চন্দিমা॥

অনুবাদ : নিতান্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে উদভাসিত করেন।

২৬. ব্রাহ্মণ বর্গ

৩৮৩. ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম, কামে পনুদ ব্রাহ্মণ।
সঙ্খারানং খযং ঞত্বা, অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ॥

অনুবাদ : হে ব্রক্ষণ, পরক্রম সহকারে তৃষ্ণাস্রোত ছেদন কর, কাম অপনোদন কর। সংস্কারসমূহের ক্ষয়-রহস্য জানিয়া তুমি অকৃত (নির্বাণতত্ত্ব) জ্ঞাত হও।

৩৮৪. যদা দ্বযেসু ধম্মেসু, পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো।
অথস্স সব্বে সংযোগা, অত্থং গচ্ছন্তি জানতো॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যখন দ্বিবিধ ধর্মোপারদর্শী হন, তখন তাঁহার জ্ঞাতসারে সমস্ত সংযোগ অস্তমিত (বিলুপ্ত) হয়। দ্বিবিধ ধর্ম—সমথ (সাময়িক ক্লেশোপশম) এবং বিদর্শন (চিরতরে ক্লেশনিবৃত্তি)।

৩৮৫. যস্স পারং অপারং ৰা, পারাপারং ন ৰিজ্জতি।
ৰীতদ্দরং ৰিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যাঁহার পার (ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন), অপার (ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন) কিংবা পারাপার বিদ্যমান নাই (অর্থাৎ উভয়ের প্রতি মমত্ববোধ নাই), যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত; আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৩৮৬. ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, কতকিচ্চমনাসৰং।
উত্তমত্থমনুপ্পত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ধ্যানরত, বিরজ (রজোগুণহীন), কৃত-কর্তব্য, অনাসব এবং পরমার্থ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৮৭. দিৰা তপতি আদিচ্চো, রত্তিমাভাতি চন্দিমা।
সন্নদ্ধো খত্তিযো তপতি, ঝাযী তপতি ব্রাহ্মণো।
অথ সব্বমহোরত্তিং, বুদ্ধো তপতি তেজসা॥

অনুবাদ : সুর্য দীপ্ত হয় দিবাকালে, চন্দ্র আলোক দান করে রাত্রে , ক্ষত্রিয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন অস্ত্রসজ্জায়, ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হন ধ্যানে, কিন্তু বুদ্ধ অহোরাত্রই নিজ তেজে দীপ্যমান থাকেন।

৩৮৮. বাহিতপাপোতি ব্রাহ্মণো, সমচরিযা সমণোতি ৰুচ্চতি।
পব্বাজযমত্তনো মলং, তস্মা "পব্বজিতো"তি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : যিনি বিগতপাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমাচারী তিনি শ্রমণ বলিয়া উক্ত হন; তেমনি যিনি আত্মমল বিদূরিত করিয়াছেন তাঁহাকেই প্রব্রজিত বলা হয়।

৩৮৯. ন ব্রাহ্মণস্স পহরেয্য, নাস্স মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো।
ধী ব্রাহ্মণস্স হন্তারং, ততো ধী যস্স মুঞ্চতি॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করিবে না। ব্রাহ্মণহন্তা বা ব্রাহ্মণ-প্রহর্তাকে ধিক। যে প্রহারকারীকে (ক্ষমা না করিয়া) আক্রোশ করে তাহাকে আরও ধিক।

৩৯০. ন ব্রাহ্মণস্সেতদকিঞ্চি সেয্যো, যদা নিসেধো মনসো পিযেহি।
যতো যতো হিংসমনো নিৰত্ততি, ততো ততো সম্মতিমেৰ দুকখং॥

অনুবাদ : যখন মন প্রিয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত হয় তখন উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য শ্রেয় নয়। কারণ যে যে অবস্থা হইতে হিংস্র মন নিবৃত হয়, তাহা হইতে সম্ভাব্য দুঃখের নিশ্চিত উপশম হয়।

৩৯১. যস্স কাযেন ৰাচায, মনসা নত্থি দুক্কটং।
সংৰুতং তীহি ঠানেহি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এবং এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি সংযত, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯২. যম্হা ধম্মং ৰিজানেয্য, সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং।
সক্কচ্চং তং নমস্সেয্য, অগ্গিহুত্তংৰ ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, সেইরূপ তাঁহাকেও শ্রদ্ধা নিকট সম্যক সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম জানা যায় তাঁহাকেও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিবে।

৩৯৩. ন জটাহি ন গোত্তেন, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ, সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : জটা, গোত্র বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

৩৯৪. কিং তে জটাহি দুম্মেধ, কিং তে অজিনসাটিযা।
অব্ভন্তরং তে গহনং, বাহিরং পরিমজ্জসি॥

অনুবাদ : যে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কী প্রয়োজন? তোমার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ (বাসনাপূর্ণ), কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছ।

৩৯৫. পংসুকূলধরং জন্তুং, কিসং ধমনিসন্থতং।
একং ৰনস্মিং ঝাযন্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি পাংশুকূল (ধূলিমাখা জীর্ণ বস্ত্র) পরিহিত, যাঁহার কৃশ দেহে ধমনি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যান নিরত, তাঁহাকেই

আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯৬. ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি, যোনিজং মত্তিসম্ভৰং।
ভোৰাদি নাম সো হোতি, সচে হোতি সকিঞ্চনো।
অকিঞ্চনং অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যদি কেহ রাগদ্বেষাদি কলুষ (কিঞ্চন) যুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্ভূত বলিয়া তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না; সে কেবল 'ভো'-বাদী (ওহে! আমি ব্রাহ্মণ এরূপ সম্ভোধনকারী)। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯৭. সব্বসংযোজনং ছেত্বা, যো ৰে ন পরিতস্সতি।
সঙ্গাতিগং ৰিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্ত্রস্ত নহেন এবং যিনি সঙ্গাতীত (আসক্তিরহিত) ও বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯৮. ছেত্বা নদ্ধিং ৰরত্তঞ্চ, সন্দানং সহনুক্কমং।
উকিখত্তপলিঘং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ক্রোধ (নন্ধী), তৃষ্ণা (বরত্রা) ও অনুষঙ্গসহ সমস্ত শৃঙ্খল (সন্দাম) ছেদন করিয়াছেন, যাঁহার মোহপ্রাচীর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যিনি বুদ্ধ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯৯. অক্কোসং ৰধবন্ধঞ্চ, অদুট্ঠো যো তিতিকখতি।
খন্তীবলং বলানীকং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি আক্রোশ প্রহার ও বন্ধন নির্দোষচিত্তে সহ্য করেন ক্ষান্তিবলই যাঁর সেনাবল, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০০. অক্কোধনং ৰতৰন্তং, সীলৰন্তং অনুস্সদং।
দন্তং অন্তিমসারীরং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও (পুনর্জন্ম ক্ষয় করায়) অন্তিমদেহধারী, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ।

৪০১. ৰারি পোকখরপত্তেৰ, আরগ্গেরিৰ সাসপো।
যো ন লিম্পতি কামেসু, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : পদ্মপত্রস্থিত জল ও সুচাগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় যিনি কাম্যবস্তুতে নির্লিপ্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০২. যো দুকখস্স পজানাতি, ইধেৰ খযমত্তনো।
পন্নভারং ৰিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ইহজীবনেই স্বীয় দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যিনি

ভারমুক্ত ও সংযোজনহীন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৩. গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাৰিং, মগ্গামগ্গস্স কোৰিদং।
উত্তমত্থমনুপ্পত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যিনি পরমার্থ অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রহ্মণ বলি।

৪০৪. অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি, অনাগারেহি চূভযং।
অনোকসারিমপ্পিচ্ছং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী (অনাগারিক) উভয়ের সহিত অসংসৃষ্ট, যিনি অনালয়চারী, নিস্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৫. নিধায দণ্ডং ভূতেসু, তসেসু থাৰরেসু চ।
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াতীত (অর্হৎ) সর্ববিধ প্রাণীর প্রতি দণ্ড পরিহারপূর্বক যিনি কোনো প্রাণীকে হত্যা করেন না কিংবা হত্যার কারণ হন না, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৬. অৰিরুদ্ধং ৰিরুদ্ধেসু, অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং।
সাদানেসু অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি বিরুদ্ধদের প্রতি অবিরুদ্ধ মৈত্রীপরায়ণ), দণ্ডধারীদের প্রতি শান্ত এবং বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৭. যস্স রাগো চ দোসো চ, মানো মক্খো চ পাতিতো।
সাসপোরিৰ আরগ্গা, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যাঁহার রাগ, দ্বেষ অহংকার ও কপটতা সুচ্যগ্র হইতে পতিত সর্ষপের ন্যায় পরিতক্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৮. অকক্কসং ৰিঞ্ঞাপনিং, গিরং সচ্চমুদীরযে।
যায নাভিসজে কঞ্চি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি অকর্কশ, অর্থজ্ঞাপক ও এমন সত্য বাক্য বলেন যাহার দ্বারা কেহ ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০৯. যোধ দীঘং ৰ রস্সং ৰা, অণুং থূলং সুভাসুভং।
লোকে অদিন্নং নাদিযতি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ইহজগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, সূক্ষ্ম বা স্থূল, ভালো বা মন্দ [কোনোরূপ] অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১০. আসা যস্স ন ৰিজ্জন্তি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ।
নিরাসাসং ৰিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার কোনো প্রত্যাশা নাই, যিনি বাসনা ও বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১১. যস্সালযা ন ৰিজ্জন্তি, অঞ্ঞায অকথংকথী।
অমতোগধমনুপ্পত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যাঁহার আলয় (তৃষ্ণা) নাই, যিনি জ্ঞানোদয়-হেতু সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি অমৃতাবগাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১২. যোধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ, উভো সঙ্গমুপচ্চগা।
অসোকং ৰিরজং সুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয় আসক্তি অতিক্রম করিয়া শোকহীন, নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৩. চন্দংৰ ৰিমলং সুদ্ধং, ৰিপ্পসন্নমনাৰিলং।
নন্দীভৰপরিক্খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যাঁহার নন্দি (আসক্তি) ও ভব (অস্তিত্ব) ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৪. যোমং পলিপথং দুগ্গং, সংসারং মোহমচ্চগা।
তিণ্ণো পারগতো ঝাযী, অনেজো অকথংকথী।
অনুপাদায নিব্বুতো, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : (মুক্তির) পরিপন্থী, দুর্গম ও সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া যিনি উত্তীর্ণ, পারগত, ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, উপাদান-রহিত ও নির্বৃত (অনাসক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৫. যোধ কামে পহন্ত্বান, অনাগারো পরিব্বজে।
কামভৰপরিক্খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগরিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন যিনি কামজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৬. যোধ তন্হং পহন্ত্বান, অনাগারো পরিব্বজে।
তন্হাভৰপরিক্খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : এই লোকে তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগরিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৭. হিত্বা মানুসকং যোগং, দিব্বং যোগং উপচ্চগা।
সব্বযোগৰিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি মানবিক যোগ (বন্ধন) পরিহারপূর্বক দিব্যযোগ অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি সর্ববিধ যোগমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৮. হিত্বা রতিঞ্চ অরতিঞ্চ, সীতিভূতং নিরূপধিং।
সব্বলোকাভিভুং ৰীরং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শান্ত ও নিরুপাধি হইয়াছেন, সেই সর্বলোক বিভু বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১৯. চুতিং যো ৰেদি সত্তানং, উপপত্তিঞ্চ সব্বসো।
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি সর্বতোভাবে প্রাণীগণের উৎপত্তি ও লয়-রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি অনাসক্ত সুগত (সদ্গতিপ্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ।

৪২০. যস্স গতিং ন জানন্তি, দেৰা গন্ধব্বমানুসা।
খীণাসৰং অরহন্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানবগণ জানে না, সেই ক্ষীণাসব অর্হৎকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪২১. যস্স পুরে চ পচ্ছা চ, মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং।
অকিঞ্চনং অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যাঁহার সম্মুখে-পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই প্রত্যাশা (কিঞ্চন) নাই, যিনি অকিঞ্চন ও অপরিগ্রহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪২২. উসভং পৰরং ৰীরং, মহেসিং ৰিজিতাৰিনং।
অনেজং ন্হাতকং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যিনি ঋষভ (অগ্রগণ্য) প্রবর (শ্রেষ্ঠ) বীর, মহর্ষি, বিজিতারি অকলুষ, স্নাতক (ধৌতপাপ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪২৩. পুব্বেনিৰাসং যো ৰেদি, সগ্গাপাযঞ্চ পস্সতি,
অথো জাতিক্খযং পত্তো, অভিঞ্ঞাৰোসিতো মুনি।
সব্বৰোসিতৰোসানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অনুবাদ : যে মুনি পূর্বনিবাস (জন্মপরম্পরা) বিদিত আছেন, যিনি (মানসনেত্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয়প্রাপ্ত, যাঁহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

শব্দার্থকোষ

সংখ্যাগুলি গাথাজ্ঞাপক

অত্তা—৬১, ১০৪, ১৫৯, ১৬০ আত্ম, স্বয়ং, নিজ। কর্ম্মকারকে অত্তানং, অত্তজং—**১৬১** আত্মজ; অত্তদত্থং—**১৬৬** আত্মার্থ; অত্তদন্তস্‌স—**১৬৬** আত্মসংযমীর; অত্তদন্তো—৩২২ আত্মসংযমী; অত্তমনো—৩২৮ সন্তুষ্টচিত্ত; অত্তসম্ভবং—**১৬১** আত্মজ; অত্তঘঞ্‌ঞায়—**১৬৪** আত্মহত্যার নিমিত্ত। অত্তহেতু—৮৪ আপনার নিমিত্ত; অত্তানুযোগিনং—২০৯ আত্মহিতে নিযুক্তদিগকে।

অনত্তা—২৭৯ অনাত্মা। উপনিষদ্‌-গ্রন্থাবলীতে উক্ত আছে—সর্ষপ, যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার বা পরিমাণবিশিষ্ট অজড়, অব্যয় ও অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিদ্যমান। উহা পরমাত্মার অংশ। জৈনমতে আত্মা অনিত্য, পরিণামী ও গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ও পুনর্জন্ম আছে। বৌদ্ধধর্মে সৎকায়দৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদানরূপে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মুক্তির অন্তরায়। এইরূপ আত্মার অভাবই অনাত্মা। এই অনাত্মত্ব উপলব্ধিই দুঃখমুক্তির অন্যতর উপায়। ইহা লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। সর্ব সংস্কার অনিত্য দু:খ ও অনাত্মন। নির্বাণ কেবল অনাত্মন।

অনিক্কসাবো—৯ রাগাদি কষায় বা কলুষযুক্ত। ৩০৭, ৩১১, ৩১২ গাথা তুলনীয়।

অনিমিত্ত—৯২, ৯৩ অনিদর্শন (Deliverance), নির্গুণ সাধক যখন 'সর্ব সংস্কার অনিত্য' ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তাঁহার নিত্যাদি ভ্রান্ত নিমিত্ত তিরোহিত হয়, এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষকারীর উদ্ভাবিত মার্গ 'অনিমিত্ত বিমোক্ষ'; যখন 'সর্ব সংস্কার দুঃখ' ভাবনা করেন তখন তাঁহার চিত্ত তৃষ্ণা-প্রণিধি (প্রার্থনা) মুক্ত হয়। এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্ভাবিত মার্গ 'অপ্রনিহিত বিমোক্ষ'; আর যখন সংস্কৃত অসংস্কৃত 'সর্বধর্ম অনাত্মা' ভাবনা করেন তখন তাঁহার আত্মাভিনিবেশ পরিত্যক্ত হয়; এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্ভাবিত মার্গ শূন্যতা (Signless) বিমোক্ষ। (অভিধম্মত্থসঙ্গহে বিমোক্ষ-ভেদ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান গ্রন্থের ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯ গাথানুসারে বিদর্শন ভাবনা করিলে পরিণামে যথাক্রমে এই ত্রিবিধ বিমোক্ষের মাধ্যমে সাধকের মুক্তি লাভ হয়। এখানে 'অপ্রণিহিত বিমোক্ষ' উহ্য রহিয়াছে।

অনুপাদিয়ানো—২০ আসক্তিহীন হইয়া, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদানহীন হইয়া।

অনুসয়—৩৪৩ 'থামগতট্‌ঠেন অনুসেন্তীতি অনুসয়া'— শক্তভাবে চিত্ত সন্ততিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুশয়; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি—কামরাগ (কামবাসনা), ভবরাগ (জীবনের অনুরাগ), প্রতিঘ (প্রতিহিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিৎসা (সংশয়) ও অবিদ্যা অনুশয়; (বিভঙ্গ—৫১৭) পৃ.)।

অপদ—১৭৯, ১৮০ নিষ্কলুষ, কর্মক্লেশ (রাগদ্বেষাদি রিপু) বিমুক্ত। সেই অপদ বুদ্ধকে কোন উপায়ে (পদ) বিচলিত করবে? অর্থাৎ "যস্‌স হি রাগ পদাদিসু এক পদম্পি অত্থি তং তুম্‌হে নেয্যাথ, বুদ্ধস্‌স পন একপদম্পি নত্থি তং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্‌সথ"? (চাইলর্ডাস অভিধান) যাহার রাগাদি উপাদানের একটি মাত্র পদ বা অবস্থাও বর্তমান আছে, তাহাকেই তোমরা লইয়া যাইতে পার; কিন্তু বুদ্ধের তথাবিধ এক পদ মাত্রও নাই, সুতরাং সেই অপদ বুদ্ধকে কোন পদ (উপায় বা প্রলোভন) দ্বারা লইয়া যাইবে?

অপায়—২১১ অপগম, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বিণ্— অপায়িন, অপেত—৯, ৪১, ৯৫। অনপায়িনী (স্ত্রী)-২, অবিচ্ছিন্ন; চতুর্বিধ অপায়—৪২৩, নিরয়, তির্যক, যোনি, প্রেতলোক ও অসুরভূমি। (সত্য দর্শন ৬২ পৃ.)

অপায়—৩৮৫ ভবনদীর এই পার, কূল। পার—পরপার।

তুলনীয়—"নদীর এপারে বসে ভাবে মনে মন,
ওপারেতে শান্তিসুখ জ্বলন্ত জীবন।"

পারাপার—উভয় পার। অর্থাৎ আন্তর ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক বিষয় কিংস্বা উভয়ের প্রতি যাহার আমিত্ব ও মমত্ববোধ নাই, তিনি ভয় ও সংযোজনমুক্ত।

অপুথুজ্জনসেবিত—২৭২ পৃথক বা প্রাকৃতজন অসেবিত, অর্থাৎ আর্যগণসেবিত। এখানে বলা হইতেছে, সংযম, শাস্ত্রজ্ঞান, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি লাভ, নির্জনে বাস দ্বারা নিষ্কাম সুখ মিলে না। এ সকলের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের গৌণ সম্বন্ধ। অনাগামীমার্গ দ্বারা কামরাগ সমুচ্ছিন্ন হয়। উহাই আর্যজনসেবিত নিষ্কাম-সুখ। কিন্তু তাঁহারও ভবরাগ বা ব্রহ্মত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়; সুতরাং ব্রহ্মালোকে পুনর্জন্ম ঘটে। বুদ্ধের ভাষায়—

"যথাপি অপ্পমত্তকোপি গূথো দুগ্‌গন্ধো হোতি,
এবং অপ্পমত্তকোপি ভবো দুক্‌খো'তি।"

অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা আসবক্ষয়েই সর্ব দুঃখের অবসান ঘটে। সুতরাং উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য, শীলসমাধি নহে। (মজ্ঝিমনিকায়ে 'রথবিনীত সুত্ত'

দ্রষ্টব্য)।

অপ্পমত্ত—৫৬; অল্পমাত্র। অপ্পমত্ত—**২১** অপ্রমত্ত, সতর্ক, উদ্যোগী, সৎকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীল। অপ্রমত্তেরা নির্বাণ অধিগত হইয়া পুনর্জন্মের ক্ষয় করেন, সুতরাং তাঁহারা অমর। প্রমত্তেরা মৃতের সামিল। মৃতের ন্যায় তাহারা আত্মশুদ্ধি সাধনে অসমর্থ।

অপ্পমাদ—২১; অপ্রমাদ; সৎকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীলতা। যাবতীয় কুশলকর্ম অপ্রমাদের দ্বারা সাধিত হয়।

অভাবিত—১৩; সাধনাবিহীন, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা বিরহিত; বিপরীত "সুভাবিত"—১৪; সাধনাপূত; সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে। সুতরাং তাহাতে রাগাদি প্রবিষ্ট হয় না।

অভিঞ্ঞ্ঞা—৪২৩; অভিজ্ঞা; উচ্চতর জ্ঞান। ইহা লোকীয় ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ। বিবিধ ঋদ্ধি (অলৌকিক বিভূতি) দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্মপরম্পরায় স্মৃতি ও দিব্যচক্ষু বা সত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই 'লোকীয় অভিজ্ঞা'। ইহাদের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের সম্বন্ধ গৌণ। লোকোত্তর অভিঞ্ঞ্ঞা 'আসবক্ষয়-জ্ঞান', ইহাতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে।

অমত—৩৭৪; অমৃত, নির্বাণ। অমতপদ—২১, ১১৪; অমৃতাধিগমোপায়। অমতোগধ—৪১১; অমৃতে অবগাহিত, স্নাত।

অমত্তঞ্ঞূ—৭; অমাত্রাজ্ঞ; ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন অর্থাৎ যিনি ভোজ্যদ্রব্যের অন্বেষণ, গ্রহণ ও পরিভোগের পরিমাণ ও পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিপরীত "মত্তঞ্ঞূ"—৮; "পরিঞ্ঞ্ঞাতভোজনা"—৯২।

অরহতং—১৬৪; অর্হৎ-এর; মাননীয় ব্যক্তির; যিনি বুদ্ধের প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে আসবক্ষয় করেন, তিনিই অর্হৎ। কর্মকারকে অরহন্তং, ৪২০।

অরহতি—৯, ১০,২৩০; যোগ্য হওয়া; উপযুক্ত হওয়া।

অরিয়—৭৯, আর্য, সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয়। বিশেষার্থে স্রোতপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বমার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট আর্যপুদ্গল। 'অরিয়' পবেদিতে ধম্মে—৭৯, বুদ্ধাদি আর্য (পবিত্র) গণ প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্মে। অরিয়ভূমি—২৩৬, শুদ্ধাবাসভূমি। অনাগামী আর্যেরা দেহান্তে ব্রহ্মলোকের 'শুদ্ধাবাসে' উৎপন্ন হন। তথা হইতে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হইয়া অকনিষ্ঠ ভূমিতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ঊর্ধ্বস্রোতা তাঁহাতের নাম। আর্যজাতি বিশেষের নাম। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহাকে পূতচরিত্র বুদ্ধ ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়াছে। অরিয় সচ্চানি—

১৯০, চারি আর্য (শ্রেষ্ঠ) সত্য; অরিয়ঞ্চ অট্ঠঙ্গিকং মগ্গং—১৯১।

অবিজ্জা—২৪৩; অবিদ্যা। চতুরার্যসত্য, পূর্বান্ত-অপরান্ত ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞান।

অসুভ (ভাবনা)—৩৫০; অশুভ; অশুচি। অসুভানুপস্সিং—৮, অশুভদর্শী অর্থাৎ অশুভ ভাবনাকারী। 'দেবমন্দির' বা 'ধর্মক্ষেত্র' আখ্যা দিলেও এই দেহ বত্রিশ অশুচির ভাণ্ড, যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ (বন্ধনী) উদরীয় (উদরস্থ খাদ্য), করীষ (বিষ্ঠা) মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, (চর্বি) থুথু, শিখনী, লসিকা (গ্রন্থির তরল পদার্থ) ও মুত্র। মূত্রভাণ্ডে কৃমির ন্যায় এই দেহ অশুচিতে উৎপন্ন হয়। বিষ্ঠাপূর্ণ পায়খানার ন্যায় ইহা অশুচিতে পরিপূর্ণ। ইহা নানা কৃমির বাসস্থান, সতত অশুচি নিঃস্রাবী। কাম লালসার প্রহাণের নিমিত্ত সাধককে জড়দেহের এই অশুচিতা ও ঘৃণ্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। তৎসম্বন্ধেধ সুশৃঙ্খল চিন্তাই অশুভ ভাবনা। বিপরীত শুভ ভাবনা বা শোভাদর্শী।

অহিংসা—২৬১, ২৭০; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বা সাম্য। ইহা সক্রিয় মনোবৃত্তি।

আতুর—১৯৮; পীড়িত, আক্রান্ত। রাগাদি ক্লেশপীড়িত।

আসব—আসব—৯৩, "ধম্মতো যাব গোত্রভূ ভবতো যাব ভবগ্গা অ (সমন্তা) সবন্তি (পবত্তন্তি)'তি আসবা; আয়তিং বা সংসার দুক্খং সবন্তি (পসবন্তী)'তি আসবা।" ধর্ম হিসাবে গোত্রভূ চিত্ত (লোকোত্তর-মার্গের পূর্বক্ষণ) এবং ভব হিসাবে ভবাগ্র পর্যন্ত সর্বদিকে যাহা স্রবিত (প্রবাহিত) হয় কিংবা যাহা হইতে ভাবী সংসারদুঃখ স্রাব বা প্রসব হয় তাহাই আসব। আ+সু—অভিস্সবে। (অত্থসালিনী) চিত্তের মত্ততা সাধক অকুশল চৈতসিক (মনোবৃত্তি) বিশেষ। ইহা চতুর্বিধ—(১) কামাসব (কামবাসনা) ইহা অনাগামী মার্গে রুদ্ধ হয়। (২) ভবাসব (কামলোক ও সাকার-নিরাকার ব্রহ্মলোকের কামনা)। ইহা অর্হত্ত্বমার্গে সমুচ্ছিন্ন হয়। (৩) দৃষ্টাসব (সৎকায় দৃষ্টি বা অবিনশ্বর আত্মার ধারণা) ইহা স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা রুদ্ধ হয়। (৪) অবিদ্যাসব—সমন্তের সহিত জড়িত। ইহা অর্হত্ব মার্গদ্বারা ক্ষয় হয়। যাহার আসব ক্ষয় হইয়াছে তিনি অনাসব—৯৪, ১২৬, ৩৮৬, 'খীণাসব' ৮৯, ৪২০। আসবক্খয়—২৫৩, ২৭২; আসবক্ষয়। আসব, ওঘ, যোগ, ও গ্রন্থি বস্তুত একই জাতীয় মনোবৃত্তি। (অভিধম্মত্থসঙ্গহো)।

ইঞ্জিতং—২৫৫; চলন, কম্পন। বুদ্ধদেব 'অভিমত' চির অচহ্চল, তৃষ্ণা-

মান প্রভাবে গঠিত কিংবা বিচলিত নহে।

ইন্দখীলূপমো—৯৫; ইন্দ্র দেবগণের রাজা, শ্রেষ্ঠ। যে স্তম্ভ আকার ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ইন্দ্রখীল। প্রধান স্তম্ভ সদৃশ।

উজুগত—১০৮; ঋজুগত। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণের ঋজুপথ। এই পথে প্রতিপন্ন জীবন্মুক্ত গণ 'ঋজুগত'। এই আর্যশ্রাবকদের প্রতি অভিবাদন বা কায়িক সম্মান প্রদর্শনজনিত কুশল-চেতনার ফল তুলনামূলকভাবে উক্ত হইয়াছে।

উদয়ব্বয়—১১৩, ৩৭৪; উদয়—উৎপত্তি; বৃদ্ধি। ব্যয়—হ্রাস, বিলয়। এই উদয়-ব্যয় অনুশীলনেই পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা অনিমিত্ত (৯২) বিমোক্ষের উপায়।

উপসম্পদা—১৮৩, (উপ+সং+পদ); গ্রহণ, অর্জন। বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ।

উস্‌সুক—উৎসুক, পঞ্চকামগুণ অন্বেষণকারী।

ওক—গৃহ ৫মী ওকা ৭৮ আগার হইতে; ওকমোকং ৯১ ওকং+ওকং দ্বিরুক্তি। রুচিং উদক শব্দের সংক্ষিপ্তাকারে দৃষ্ট হয়। যথা "ওকমোকতো উব্ভতো" ৩৪।

ওঘ—৪৭ বন্যাস্রোত; বিশেষার্থে আসবে উক্ত চতুর্বিধ মনোবৃত্তি। 'যস্‌স সংবিবজ্জন্তি তং বট্টস্মিং ওহনন্তী (ওসিদাপেন্তি)'তি ওঘা; (অব+হন=হিংসায় অ. সা.) যাহার মধ্যে ইহারা বিদ্যমা, তাহাকে সংসারাবর্তে বাসাইয়া ডুবাইয়া প্রবাহিত করে। তজ্জন্য ইহারা ওঘ। যাহারা ইহা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা 'ওঘতীর্ণ' ৩৭০।

কসাব—১০; কাষায়; পাপ। বন্তু কসাব—যাহার পাপ বমিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনিক্কসাবো ৯, তদ্বিপরীত।

কাম—ইচ্ছা, কামনা, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ, তৃষ্ণা, বিষয়ানুরাগ, কাম্যবস্তু। বস্তুকাম ও ক্লেশকামভেদে ইহা দ্বিবিধ; রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভৃতি বস্তুকাম; এবং উহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষাদি রিপুনিচয় ক্লেশকাম। কামকাম ৮৩ কাম্যের আশায়; কামরতি সন্থবং ২৭ আসঙ্গ-স্পৃহা; কামগুণ ৩৭১ কাম-বন্ধন। কামসুখ ৩৪৬; কামভব ৪১৫ কাম এবং ভব।

কায়—সমূহ, দেহ। (রূপকায় ও নামকায়) অরুকায়—১৪৭ ব্রণসমূহ। কায়েন সংবুতো ২৩১, ২৩৪। কায়েন পস্‌সতি ২৫৯ নাম বা চেতন-কায়ে অর্থাৎ স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।

কোধ—ক্রোধ ২২৩, এই গাথায় উক্ত ক্রোধজয়ের নীতির পরিপূরকরূপে

৫, ৯৫, ২২৫, ৪০৬ গাথার অহিংস নীতি গ্রহণীয়। ক্রোধ সত্য উপলব্ধির বাধা।

গন্থা—২১১; গ্রন্থি, গিরা, বন্ধন। বিশেষার্থে—অভিধ্যা, ব্যাপাদ, শীলব্রত-পরামর্শ, ও ইহা সত্যাভিনিবেশ। 'যস্স সংবিজ্জন্তি তং চুতিপটিসন্ধিবসেন বট্টস্মিং গন্থেন্তি (ঘটেন্তি) তি গন্থা। (গতি-গ্রন্থনে) যাহার নিকট ইহারা বিদ্যমান তাহাকে চ্যুতি-প্রতিসন্ধিবশে গ্রন্থন করে, বন্ধন করে, এই অর্থে ইহারা গ্রন্থি। ওঘ দ্রষ্টব্য। গন্থপহীনস্স ৯০।

গোচর—গোচারণ ভূমি; কর্মে গোচরং ১৩৫। আলম্বন, বিষয় ইন্দ্রিয়গণের চারণভূমি—৯২, ৯৩। 'অরিযানং গোচরে রতা' স্রোতাপন্নাদি আর্যগণের বিষয়ে অর্থাৎ নবলোকোত্তর ধর্মে ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত।' বুদ্ধের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত, সেই কারণে তাঁহাকে 'অনন্ত গোচর' ১৭৯ বলা হয়।

ছত্তিংসতি সোতা—৩৩৯; ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাস্রোত; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন ছয় ইন্দ্রিয়; রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য ও ধর্ম ছয় বিষয়, এই দ্বাদশ আয়তনের সংযোগজনিত বেদনা (অনুভূতি) হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। কামতৃষ্ণা (Craving for sensual pleasures), ভবতৃষ্ণা (craving connected with the view of Eternalism) ও বিভবতৃষ্ণা (and craving connected with the view of Nihilism) এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা দ্বারা গুণিত হইলে ইহা ৩৬ প্রকার ধারায় প্রবাহিত হয়।

ছন্দ—১১৭, ১১৮; রুচি, ইচ্ছা। ২১৮; সংকল্প, অভিপ্রায়। ভোগের বা পাইবার তৃষ্ণাকেও ছন্দ বলে যথা কামচ্ছন্দ। এখানে নির্বাণ সম্বন্ধে জাতছন্দ পাওয়ার ও ভোগের ইচ্ছা নহে, নির্বাণ হইবার সঙ্কল্প। ইহার দার্শনিক পরিভাষা 'কত্তুকামতা'।

ঝান—৩৭২; ধ্যান, একাগ্রতা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের প্রণালি, উহা সমথ ও বিদর্শন ভেদে দ্বিবিধ। ক্রমোন্নত স্তর হিসাবে প্রত্যেক ধ্যান পাঁচ ভাবে বিভক্ত।

তথাগত—১৮০; পূর্ববর্তীগণ যথা আগত কিংবা গত ইহারাও তথাগত; বুদ্ধ ও মুক্তপুরুষদের নামান্তর।

তণ্হা—১৮০; ৩৩৪,—তৃষ্ণা, কামনা, বিষয়-বাসনা, প্রলোভন। (তৃষ্ণার 'ছত্তিংসতি সোতা' দেখ।) অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া ইহার ক্ষয়সাধনই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।

ধম্ম—ধর্ম, গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতসিক, পদার্থ, পুণ্য; আচার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। 'সব্বে ধম্ম অনত্তা' ২৭৯; এখানে 'ধর্ম্ম' কার্য-কারণ সম্বন্ধ জাত জড়-চেতন সমস্ত পদার্থকে এবং উহাদের অতীত অবস্থা নির্বাণকেও বুঝাইতেছে। 'এস ধম্মো সনন্তনো' ৫—এই নীতি সনাতন (পুরাতন); 'যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ' ২৬১, ৩৯৩; সত্য এবং সাধুতা (গুণ); চত্তারো ধম্মা ১০৯—চারি গুণ বা অবস্থা; পাপকা ধম্মা ২৪২—পাপ আচার; সতঞ্চ ধম্মো—১৫১; আর্যগণের অধিগত নব লোকোত্তর ধর্ম (অবস্থা) চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্বাণ; অথবা সাধুগণের লৌকিক ধর্ম মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা জরায় উপনীত হয় না, কখনো হ্রাস পায় না। 'একং ধম্মং অতীতস্স' ১৭৬ একটি শীল বা নীতি লঙ্ঘনকারীর; 'বিস্সং ধম্মং সমাদায়' ২৬৬—বিষম নীতি গ্রহণ করিয়া; এবং ধম্মানি সুত্বান ৮২ = ধর্ম শাস্ত্র বা উপদেশ নীতি গ্রহণ করিয়া 'ধম্মং চরে সুচরিতং' ১৬৯ = পিণ্ডাচরণাদি ধুতাঙ্গ ব্রত উত্তমরূপে আচরণ করিবে। 'কণ্হং ধম্মং' ৮৭, কৃষ্ণ ধর্ম বা মন্দ আচার, 'ধম্মঞ্চ সরণং গতো' ১৯০ ধর্মকে আদর্শ করিয়াছেন। 'হীনং ধম্মং' ১৬৭—হীন আচার, পঞ্চকামগুণ। করণ কারকে অসাহসেন ধম্মেন ২৫৭ নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা। 'ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী ২০ = নবলোকোত্তর ধর্মের অনুগামী। ধম্মস্স গুত্তো ২৩৭ = ধর্মের (ন্যায়) রক্ষক। "বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং" ২৭৩ = সব্ব ধম্মানং নিব্বান সঙ্খাতো বিরাগো সেট্ঠো' সমস্ত অবস্থার মধ্যে নির্বাণ নামক বিরাগই শ্রেষ্ঠ। সঙ্খতধম্মানং ৭০ = ধর্ম উপলব্ধিকারীদের। সব্বেসু ধম্মেসু ৩৫৩ = ত্রিলোকের যাবতীয় বিষয়ে। দ্বয়েসু—ধম্মেসু ২৮৪ = শমথ ও বিদর্শনে।

ধম্মা মনোপুব্বঙ্গমা—১, এখানে 'ধম্মা' অর্থ মানসিক অবস্থাসমূহ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত চৈতসিক বা মনোবৃত্তিসমূহ। মনকে পূর্বঙ্গম অর্থাৎ প্রমুখ করিয়াই ইহারা মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয়, এবং একই বিষয় ও বাস্তু অবলম্বন ও আশ্রয় করে। মনের সহযোগিতা ব্যতীত ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মন সদসৎ বৃত্তিনিচয়ের এক জাতিকে বাদ দিয়া অপরকে নিয়া উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং মন ইহাদের প্রধান অগ্রণী ও পূর্বগামী। কিন্তু স্থান ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নহে। এইরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা মনোময় বা মনোগঠিত; অন্যজাত নহে। মন ধর্মসমূহের উপর আধিপত্য করে এই অর্থে মন তাহাদের শ্রেষ্ঠ।

উপনিষৎকার বলেন :

মন এব মনুষ্যানং কারণ বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ম্ স্মৃতম্ ॥ মৈত্রায়নী ৪ | ১১

অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।

বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে মনোদ্বারাবর্তন স্থানে মন স্বীয় গৃহীত আলম্বন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে, তদনুসারে সৎ কিম্বা অসৎ বৃত্তিনিচয় মনের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জবিত বা ধাবিত হয়, নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের মনে সদসৎ কর্ম গঠিত হয়। কায় ও বাক্-সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ার কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম নামে ও ব্যবহৃত হয়। এই কর্মই অনুগামীরূপে ভাবীকালে ভালো-মন্দ ফলদানে সামর্থ্য রাখে।

ন প্রণশ্যন্তি কর্মানি কল্পকোটা শতৈরপি,
সামগ্রিং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহীনং।...

দেহীগণের কর্মরাশি শত কোটি কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আনুষঙ্গিক প্রত্যয় সামগ্রী ও অবসর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

ধম্মপদ—৪৫, ৪৬; ধর্মমূলক গাথা, ধর্মোপলব্ধির উপায়। অর্থকথা বলে, সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

নন্দি—৩৯৮; চর্মরজ্জু, বন্ধন; তত্র তত্রাভিনন্দিনী অর্থে তৃষ্ণা। পাঠান্তরে ‘নদ্ধি’—ক্রোধ, বদ্ধবৈরী।

নন্দী-ভব—৪১৩; ভবের জন্য নন্দী; ভবতৃষ্ণা; কাম, রূপ ও অরূপভবে জন্মের বাসনা। যাহার এ বাসনা ক্ষয় হইয়াছে তিনি ‘নন্দীভব পরিক্‌খীণ’।

নহাতক—স্নাতক; যিনি চিত্তের ক্লেশ ধুইয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ—১৬০, ৩৮০, আশ্রয়, ত্রাণকর্তা, প্রভু। নিজেই নিজের অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীর (জীবন্মুক্ত আর্যগণের) শরণ গ্রহণ করেন। এই ত্রিরত্ন বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের উপর।

নামরূপ—৩৬৭ চেতন ও জড়; নাম = বেদনা, সজ্ঞা, সংস্কার (৫০ চৈতসিক) এবং বিজ্ঞান (৮৯ চিত্ত) স্কন্ধ। রূপ = দেহ, জড়পদার্থ; বৌদ্ধধর্মে ইহাকে ২৮ প্রকার গুণে বিভাগ করিয়া পারমার্থিকভাবে ‘রূপস্কন্ধ’ আখ্যা দিয়াছে।

নিট্‌ঠংগতো—৩৫২; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, লক্ষ্যে উপনীত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত।

নিব্বান—নি+বান = অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা হইতে নির্গমন, নির্বাণ। চিত্তের তৃষ্ণাক্ষয়ের অবস্থার নাম ক্লেশ (কারণের) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ নির্বাণ;

তৃষ্ণামুক্তের মৃত্যু স্কন্ধ (কার্যের) নির্বাণ বা অনুপাধিশেষ নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য। ধম্মপদে গুণবাচক প্রতিশব্দ—অমৃত ২১, যোগক্ষেম ২৩ অনাক্খাত ২১৮, অগতংদিসং ৩২২, জাতিক্খয় ৪২৩।

নিরয়—৩০৬, ৩১৫; (নি+অয়) সুখহীন অবস্থা—যেকোনো জীবনে কিংবা জগতে। ইহা অনন্ত নহে, শান্ত। যখন পাপকর্ম ইহজীবনে কিংবা জন্মান্তরে ফলপ্রসূ হয় তখন এ দুঃখময় অবস্থা বিকশিত হয় আর সেই প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ে তজ্জনিত দুঃখের অবসান ঘটে।

নিরুত্তিপদকোবিদ—৩৫২; ব্যাকরণসম্মত শব্দার্থে অভিজ্ঞ, বিশেষার্থে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান এই চারি প্রতিসম্ভিদা বা বিশ্লেষণ জ্ঞানে দক্ষ।

নিরূপধি—৪১৮; উপাধিহীন, বিশেষার্থে স্কন্ধ, ক্লেশ, কর্ম ও কাম প্রহীন। অর্হতের গুণবাচক শব্দ।

নীবরন—২৯৫ (অনুবাদে) 'চিত্তং নীবরন্তীতি নীবরনা' যে সকল মনোবৃত্তি চিত্তশুদ্ধির আবরণ বা প্রতিবন্ধক তাহারা নীবরণ। উহারা পঞ্চবিধ—কামচ্ছন্দ (কামলালসা), ব্যাপাদ (হিংসা), থীনমিদ্ধ (আলস্য-জড়তা), উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ (ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য) ও বিচকিচ্ছা (সংশয়)।

পঠবিং—পৃথিবী ৪৪, ৪৫,—রূপকার্থে 'অত্তভাব সঙ্খাতং পঠবিং'—এই জীবনরূপ পৃথিবী। অর্থাৎ নিজকে জয় করিবে?

পমত্ত—প্রমত্ত, অসাবধান, ধর্মজীবনে বিস্মৃত, বিষয়ভোগে নিমগ্ন।

পয়িরুপাসতি—৬৪, পুনঃপুন উপস্থিত হয়, সঙ্গ করে ।

পর—অন্য ১৬০, ২য়া পরং ১৮৪, পরং গতং ২২০—পরলোক গত ব্যক্তিকে; পরস্স হেতু = অন্যের জন্য; পরেসং ২৪৯। পরম্হি ১৬৮ = পরলোকে; প্রথমার বহুবচনে 'পরে' ৬ = পণ্ডিত ব্যতীত অন্য সকলে। পরং ২০২ = উচ্চতর।

পরত্থ—১৭৭ পরত্র, অন্য স্থানে, পরলোকে। পরত্থেন ১৬৬ = পদার্থ; পরের জন্য।

পরিঞ্ঞাত ভোজন—৯২, আহার ও আহার্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞাত, তীরণ ও প্রহান ত্রিবিধ পরিজ্ঞা।

পাতিমোক্খ—১৫৮, ৩৭৫; প্রাতিমোক্ষ। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় ২২৭ প্রকার নিয়মাবলী।

পুথুজ্জন—৫০ পৃথগ্জন, প্রাকৃতজন, সাধারণ লোক। যাঁহারা মুক্তিমার্গের সন্ধান পান নাই তাহাদের সাধারণ নাম পৃথগ্জন। তন্মধ্য মার্গ অন্বেষণে নিরতদিগকে কল্যাণ পৃথগ্জন আর সংসারমোহে আচ্ছন্নগণকে অন্ধ

পৃথগ্‌জন বলে।

ভব—কর্ম; উৎপত্তি ভব, জীবনের অস্তিত্ব; কাম, রূপ, অরূপভব। ‘ভবায়-বিভবায়’ ২৮২ = উৎপত্তির জন্য ও ধ্বংসের জন্য।

ভাবনা—অবিদ্যমান কুশলের উৎপাদন ও বিদ্যমান কুশলের রক্ষণ ও সংগঠনই ভাবনা। সাধনা ইহার নামান্তর। একাগ্রচিত্তে পুনঃপুন চিন্তা দ্বারা ইহা সাধনা করিতে হয়। ‘ভাবনায়’ ৩০১ = মৈত্রী ভাবনায়। ‘অসতং ভাবনমিচ্ছেয়্য ৭৩ = অবিদ্যমান গুণসমূহের সম্ভাবনা ইচ্ছা করে। ভাবিতত্তানং ১০৬ = ভাবিতাত্মকে, অর্থাৎ যিনি চিত্তকে ভাবনা বা সাধনা দ্বারা সুগঠিত করিয়া ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন।

মগ্‌গ—২৭৩, ৪০৩, মার্গ, পথ, উপায়; ‘কিলেসে মারেন্তো গচ্ছতীতি মগ্‌গো’ ক্লেশকে মারিয়া গমন করে এই অর্থে মার্গ। ইহা আর্যসত্যের চতুর্থ সত্য। ইহার আট অঙ্গ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিত্তেই পূর্ণতা লাভ করে।

মরীচিধম্মং—৪৬; মরীচিকা স্বভাব, মৃগতৃষ্ণিকাবৎ এই দেহ যথার্থ সারহীন।

মার—৭, রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশমার। নব নব কর্ম সম্পাদন দ্বারা পুনর্জন্ম গঠনকারী পঞ্চস্কন্ধকে স্কন্ধমার; এবং ‘পরনিম্মিত বসবত্তী’ (৬ষ্ঠ) স্বর্গের অংশবিশেষের অধিপতি শক্তিশালী দেবতাকে দেবপুত্র-মার বলা হয়। ইনি ইন্দ্রের ঊর্ধ্বে এবং ব্রহ্মার নীচে অবস্থিত। তাহার প্রভাব সর্বত্র। কণ্‌হ (কৃষ্ণ) অন্তক (৪৮) নমুচি, পমত্ত বন্ধু, কন্দর্প, পাপিমা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। রতি, অরতি, তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা ও কাম ক্ষুৎপিপাসা আদি অগনিত সৈন্য-সামন্ত কল্পিত হয়। মারধেয়্য—৩৪; মারের রাজা—ক্লেশ-বৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষ্ণা উপাদান। মর-বন্ধন—৩৭, ২৭৬, ৩৫০, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার।

মেত্তাবিহারী—৩৬৮; যিনি মৈত্রী ভাবনায় কালাতিপাত করেন। নিজের ন্যায় পরের ও হিতসুখ কামনা মৈত্রী। চিত্তে মৈত্রীর অনুশীলন মানব মাত্রেরই কর্তব্য।

যিট্‌ঠ—১০৮; যজিত, ইষ্ট—উৎসর্গীত; প্রদত্ত। উৎসব অনুষ্ঠানে যাহা প্রদত্ত হয়। (অর্থকথা)

যোগ—২৩, সাধারণ অর্থ সংযোগ; সম্বন্ধ; ‘মানুসকং যোগং’ মনুষ্য

লোকের সহিত সম্বন্ধ; দিব্বং যোগং—দেব লোকের সহিত সম্বন্ধ; ৪১৭। বিশেষার্থ—"বট্টস্মিং যোজেন্তী'তি যোগা" = সংসারবর্তে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এই অর্থে যোগ। কাম, ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারি যোগ। সব্ব যোগ বিসংযুত্তং ৪১৭—সর্ববিধ যোগমুক্ত। যোগক্খেম—যোগমুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ। অপর অর্থ মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যানসাধনা—যোগাবে জায়তী ভূরী ২৮২, যোগ বা সাধনা হইতে জ্ঞান জন্মে।

বর—১৭৮ শ্রেষ্ঠ, উত্তম। 'বরমাদায়' ২৬৮ = শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া। বরত্তং—৩৯৮; = বরত্রা, হস্তীর কক্ষ রজ্জু, রূপকার্থে আসক্তি।

বিজ্জাচরণা—১৪৪; বিদ্যাও আচরণ। ত্রিবিদ্যা পূর্বজন্মের স্মৃতি, সত্ত্বগণের জন্মমৃত্যু জ্ঞান, ও স্বীয় আসব ক্ষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়-সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রতসাধনা প্রভৃতি আচরণ।

বিপ্পসীদন্তি—৮২; অতিশয় প্রসন্ন হন। অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

বিবেক—৭৫, ৮৭; বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। কায়বিবেক = গণবর্জন; লোকালয় হইতে দূরে বাস। চিত্তবিবেক = চিত্তের ক্লেশ-বর্জন। উপধিবিবেক = সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক।

বিমোক্খো—৯২, ৯৩; বিমোক্ষ নির্বাণ। রাগ-দ্বেষ-মোহমুক্তি।

বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন তণ্হাক্খয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সবে নিব্বানং বিমোক্খো হোতি চেতসো। (দী. নি.)

তৈলহীন প্রদীপ নির্বাণের ন্যায় তৃষ্ণাক্ষয় (হেতু) বিমুক্তের চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। ('অনিমিত্ত' দেখুন।)

সগ্গাপায়—৪২৩; স্বর্গ ও নরকে; জীবস্থিতির স্তরবিশেষ। 'বিশুদ্ধিমগ্গে লোকচক্রবাল ৩১ স্তরে বিভক্ত হইয়াছে : ৪ অপায়ভূমি, ১ মনুষ্যলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ সাকার ব্রহ্ম ও ৪ নিরাকার ব্রহ্মলোক। কর্মের তারতম্য হিসাবে ইহাতে জীবের জন্ম হয়, এবং সেই কর্ম ক্ষয় হইলে ভোগের সাথে ভোগীর ও জীবনাবসান ঘটে। সুতরাং উহাদের হইতে জীবের উদ্ধার ও পতন সম্ভব। এ ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত নহে।

ন সব্ব কালিকা এতে বুদ্ধঘোসেন ভাসিতা,
যতো বিনস্সতি ভোগো সহেবেত্থ ভোগিনা।

সঙ্কস্সরং ব্রহ্মচরিয়ং—৩১২; শঙ্কা-স্বরণীয়। 'সঙ্কায় সরিতব্বং অত্তনো আসঙ্কাহি সরিতং।' সভয় স্বরণীয়, স্বীয় আশঙ্কার সহিত স্মৃত অর্থাৎ যাহা

স্মরণ করিলে ক্রটী-বিচ্যুতির জন্য মনে আশঙ্কা জন্মে তদ্রুপ ব্রহ্মচর্য।

সঙ্খত-ধম্মানং—৭০ ধর্ম সংস্কৃত, আবিষ্কৃত, প্রত্যক্ষভূত হইয়াছে যাহাদের। অর্থাৎ যাহারা চতুর্বিধ আর্যসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আর্যদেব। (অর্থকথা) সঙ্খত, সমবায়ে কৃত। প্রত্যয়োৎপন্ন; তদ্বিপরীত 'অঙ্খত' অসংস্কৃত, যাহা নির্বাণের নামান্তর। সঙ্খায়তি ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন 'সঙ্খাত' শব্দের অর্থ সংখ্যা করা তুলনা করা, পরীক্ষা করা। সঙ্খাতুং ১৯৬ = পরিমাণ করিতে।

সঙ্খার—সংস্কার; যাহা প্রত্যয়জাত, সমবায়ে উৎপন্ন; বহুবচনে 'সঙ্খারা'। প্রতীত্যসমুৎপাদে 'অবিজ্জা-পচ্চয়। সঙ্খারা = অবিদ্যা হইতে ভালো-মন্দ সংস্কার বা কর্ম জাত হয়। সংস্কারস্কন্ধ বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত ৫০ প্রকার চৈতসিক 'সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চ' ২৭৭, 'সব্বে সঙ্খারা দুক্খা' ২৭৮; এখানে নির্বাণ ব্যতীত বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ, যাহাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তাহাই সংস্কার।

সঙ্গ—৩৪২; বন্ধন, আসক্তি। "উভো সঙ্গং" ৪১২ = পাপ-পুণ্য উভয় পুনঃ জন্মের ও অনিয়ত গতির কারণ সুতরাং বন্ধন। পঞ্চসঙ্গাতিগো ১৭০ = রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি এই পঞ্চ সঙ্গের (বন্ধনের) অতিক্রমকারী।

সঙ্ঘ—দল, গণ, সমূহ। "সঙ্ঘঞ্চ সরণো গতো" ১৯০ যিনি সঙ্ঘের শরণাগত, অর্থাৎ সংঘজীবন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সঙ্ঘগতা সতি' ২৯৮ = আর্যসংঘের 'সুপ্রতিপন্ন' আদি গুণে নিযুক্ত স্মৃতি। ইহা সংঘানুস্মৃতি ভাবনা।

সঞ্‌ঞোজন—৩১, বন্ধন। দার্শনিক অর্থ 'যস্‌স সংবিজ্জন্তি তং পুগ্‌গলং বট্টস্মিং সংযোজেন্তি (বন্ধন্তি)'তি সঞ্‌ঞোজনা;' যাহার নিকট এইসব মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাহাকে সংসারচক্রে যুক্ত করে, বন্ধন করে এই অর্থে সংযোজন। তন্মধ্যে সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ নিম্নভাগীয়; রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা ঊর্ধ্বভাগীয়। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়, সকৃদাগামীমার্গ কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে, অনাগামীমার্গে উহারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অর্হত্ত্বমার্গে অবশিষ্ট সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়।

সদ্ধা—৩৩৩; শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস নহে। অস্‌সদ্ধো ৯৭ = যিনি শ্রদ্ধার অতীত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী; অর্হৎ।

সন্নিচয়ো—৯২; সঞ্চয়; দ্বিবিধ সঞ্চয়—(১) ভোগসম্পত্তি; (২) কুশলাকুশল কর্ম।

সমংচরেয্য—১৪২; শান্তভাবে জীবন যাবন করে।

সম্বোধি—৮৯; বোধি, লোকোত্তর মার্গজ্ঞান। বোধির সপ্ত অঙ্গ—স্মৃতি, ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা), বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপক্ষো।

সম্মসতি—৩৭৪; সংমর্শন করে; বারবার ভাবনা করা; ক্রিয়াপদ। সম্মাসতি—সম্যক স্মৃতি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।

সম্মাপণিহিত—৪৩; দশ কুশল কর্মে—দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যানুমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মপ্রচার ও সম্যকদৃষ্টি।

সহনুক্কম—৩৯৮; সহ+অনুক্কম; বল্গা; তৃষ্ণার অনুশয়াদি অনুচয়। পলিঘ = অর্গল; রূপকার্থে অবিদ্যা।

সহসা—২৫৬; প্রভাবিত হইয়া; লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়ে বশীভূত হইয়া।

সার—১১; সত্য; শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন এবং পরমার্থ নির্বাণ। ইহা ব্যতীত সমস্তই অসার।

সেখো—৪৫; শৈক্ষ্য; শিক্ষাব্রতী; যিনি লোকোত্তর মার্গ লাভ করিয়াছেন, এখনও অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত। শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন 'যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং' যে পদার্থের উদয় আছে তাহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। অর্হতের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য।

স্রোতাপত্তি—১৭৮; নির্বাণমুখী স্রোত প্রাপ্তির অবস্থা। ত্রিবিধ সংযোজন সমুচ্ছেদ করিয়া স্রোতাপন্ন হয়। জীবন্মুক্তের প্রথম স্তর।

হংস—৯১, হাঁস। আদিচ্চ পথে ১৭৫, আদিত্য পথে। ভগবদ্গীতায় মুক্ত পুরুষকে হংস বলা হইয়াছে। তিনি দেহান্তে সূর্যলোকে গমন করেন আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে, মন কর্মমুক্ত হইলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।

হতাবকাসো—৯৭; যাহার পাপ-পুণ্য সর্ববিধ কর্মোৎপত্তির অবকাশ (সুযোগ) হত হইয়াছে।

হিরী—হ্রী; লজ্জা, শ্লীলতা। হিরীনিসেধো ১৪৩ = হিরী হইয়াছে নিষেধ অর্থাৎ বাধা যার। হিরীমতা ২৪৫ = কুকর্মে লজ্জাশীল। আত্মমর্যাদা জ্ঞান বলে যিনি কুকর্মে বিরত, তিনিই হ্রীমান বা লজ্জাশীল।

হুতং—১০৮; আহুতি। কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধা দ্বারা অতিথিকে কিম্বা অন্য উপায়ে যাহা উৎসর্গিত। (অর্থকথা)

হুরং—২০; অন্যত্র; অন্য জীবনে। হুরাহুরং ৩৩৪ জন্ম হইতে জন্মান্তরে।

খুদ্দকনিকায়ে

(নবাঙ্গ শাস্তাশাসনের এক অঙ্গ)

বিনয়াচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির

এবং

সুপণ্ডিত শ্রীমৎ আর্যবংশ মহাস্থবির

কর্তৃক পরীক্ষিত ও সংশোধিত

শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

অনূদিত

খুদ্দকনিকায়ে উদান
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : ২৪৭৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ
পুনর্মুদ্রণ : ২৫৫১ বুদ্ধাব্দ, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৫৫৭ বুদ্ধাব্দ, পৌষ ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

Khuddaka Nikaye UDANA
Translated by Ven. Jyotipal Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে উদান

১. বোধি বর্গ

২. মুচলিন্দ বর্গ

৩. নন্দ বর্গ

৪. মেঘিয় বর্গ

৫. সোণ বর্গ

প্রকাশকের নিবেদন

'ত্রিপিটক' বৌদ্ধদের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে ছোটো-বড়ো মোট ৫৫টি বই মিলেই বিশাল এই ত্রিপিটক। বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককে একত্রে বলা হয় 'ত্রিপিটক'। এখানে 'পিটক' অর্থ পেটিকা বা ঝুড়ি। মূলত এই ত্রিপিটকই সমগ্র বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ। এটি পালি ভাষায় রচিত।

পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও এখনো আমরা সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় পাইনি। সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটকের বেশ কিছু বই এখনো বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে যে বইগুলো বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে বর্তমানে সেগুলোও তেমন একটা সহজলভ্য নয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! এ দেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাধিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম

ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে খাগড়াছড়িতে। এটি মূলত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনের অধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখনো অনূদিত হয়নি এমন পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে সম্ভব হলে পুরো ত্রিপিটককে একত্রে সেট আকারে প্রকাশের আশা আছে আমাদের। এ কাজে আমরা সদ্ধর্মপ্রাণ, সদ্ধর্মহিতৈষী উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমরা ইতিপূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাবংশ ভিক্ষুর সম্পাদনায় বাংলা হরফে সমগ্র পালি ত্রিপিটক খুব সীমিত আকারে হলেও প্রথম প্রকাশ করেছি। তারপর সম্পাদনা পরিষদের পরামর্শে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে খুদ্দকনিকায়ের *উদান* বইটি কিছুটা সম্পাদনা করে পুনঃপ্রকাশ করতে যাচ্ছি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। অনুবাদ করেছেন শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু। আর এই সংস্করণে সম্পাদনার কাজটি করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সুভূতি ভিক্ষু।

এই *উদান* বইটি পুনঃপ্রকাশের মধ্য দিয়েই বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার জগতে আমাদের শুভ সূচনা হলো। আশা ও বিশ্বাস করি, এই দীর্ঘ ও সাহসী যাত্রায় আমরা ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ, সম্পাদনা পরিষদ, পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্য ও নিয়মিত শ্রদ্ধাদান দাতা সদস্য—সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পাবো। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কিছুটা হলেও

অবদান রাখতে চাই।

পরিশেষে, আমি আবারও এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই পুণ্য তাদের সকলের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এই কামনা করছি।

বিনীত
মধুমঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত *উদান* গ্রন্থটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন থেকে। এটি অনুবাদ করেন শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু মহোদয়। পরে এটি থাইওয়ানের *দ্য বোধি অব দ্য অ্যাডুকেশনাল ফাইন্ডেশন* ও কলকাতাস্থ *মহাবোধি বুক এজেন্সী* হতে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। আজ বহু বছর পর ১৯৫৪ সালে বার্মায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ও বিশোধিত *উদানপালি* গ্রন্থের আলোকে কিছুটা সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আর এটি প্রকাশ করছে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ নামে অধুনা প্রতিষ্ঠিত এক ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা।

ইতিপূর্বে বহু জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত, সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী বুদ্ধবাণীর আকর পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের বহু উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। কিন্তু ছিটেফোটা বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হলেও কোনোটাই পরিপূর্ণ সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। ফলে পবিত্র ত্রিপিটকের বেশির ভাগ বই বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হলেও বেশ কিছু বই এখনো বাংলায় অনূদিত হয়নি। যেগুলো বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই আবার সহজলভ্য নয়। এমনকি বিগত এক দশক আগে থেকে পূজ্য বনভন্তের উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় বিশেষত বাংলাদেশে ধর্মীয় বই অনুবাদ ও পুনঃপ্রকাশের হিরিক পড়ে গেলেও বিশেষ কিছু জনপ্রিয় বই ছাড়া বাকিগুলো এখনো দুষ্প্রাপ্যই রয়ে গেছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শক্ত নীতিমালার অধীনে সুসংগঠিতভাবে বইগুলো প্রকাশিত না হওয়াই এর প্রধান কারণ।

তবে আশার কথা হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে হলেও আবার নতুন করে পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে সেই অভাব মোচনের লক্ষ্যে এক সুদূরপ্রসারী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আর এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূজ্য বনভন্তের সাক্ষাৎ পাওয়া ও আশীর্বাদধন্য কতিপয় সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর উদ্‌যোগে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় গত ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে। এটি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদাননির্ভর একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা।

সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত *উদান* এবং *মহানির্দেশ* এই দুটি বই একই সময়ে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির প্রকাশনাকাজের শুভ সূচনা হলো। তন্মধ্যে *উদান* বইটি পুনঃপ্রকাশ ও *মহানির্দেশ* বইটি বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সুদূর ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা থাকবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিজ্ঞ পাঠক, *উদান* বইটির যথোচিত পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য শ্রীগিরীশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাঁর সুলিখিত *প্রবেশিকায়* তুলে ধরেছেন। তাই এখানে তার পুনরালোচনা তুলে ধরা নিষ্প্রয়োজন। আমি এখানে শুধু পাঠকদের অবগতির জন্যে বইটির সম্পাদনা ও পরিমার্জনা সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলব।

আমরা জানি, সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে বর্তমান মায়ানমারে। সেই সঙ্গীতিতে পবিত্র ত্রিপিটককে যেভাবে সংশোধিত ও বিশোধিত আকারে সংগৃহীত করা হয়, তারই আলোকে এবং বাংলা একাডেমী প্রণীত *প্রমিত বাংলা বানানরীতি* অনুসরণ করে এই *উদান* বইটি সম্পাদনা করা হয়েছে। আর সম্পাদনার কাজটি করেছি—শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু, স্নেহভাজন সুভূতি ভিক্ষু ও আমি—এই তিনজন মিলে যৌথভাবে।

এই *উদান* বইটির মূল পালি অংশটি আমরা পূর্বপ্রকাশিত পালির বদলে ভারতের ইগতপুরিস্থ *বিপস্সনা রিচার্স ইনিস্টিটিউট* হতে চৌদ্দটি হরফে ইন্টারনেটে প্রকাশিত ত্রিপিটক হতে হুবহু সংযোজন করে দিয়েছি। এতে আমরা দেখেছি যে, পূর্বপ্রকাশিত পালির সাথে সবকিছু মোটামুটি ঠিক থাকলেও শুধুমাত্র কতিপয় সূত্রের নামকরণে ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম বোধি বর্গের নিগ্রোধ সূত্র, স্থবির সূত্র, পাবা সূত্র; তৃতীয় নন্দ বর্গের কর্ম সূত্র ও পিণ্ড সূত্রসহ আরও কতিপয় সূত্রের নামকরণে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ত্রিপিটকের আলোকেই আমরা এখানে সূত্রের নামকরণ করেছি। পূর্বপ্রকাশিত *উদান* বইটিতে কোনো ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়নি। আমরা এখানে ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ত্রিপিটকের অনুকরণে গোটা বইটিতে ক্রমিক সংখ্যা যোগ করে দিয়েছি।

বইটিকে আরও সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে বানানরীতিতেও কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বাংলা একাডেমীর আধুনিক

প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি। সেই সাথে বৌদ্ধ পরিভাষার একটি মান ভাষা তৈরির চেষ্টাও আছে আমাদের। তাই আমরা এখানে কারণ-ফল (পটিচ্চসমুপ্পাদ)-এর পরিবর্তে প্রতীত্যসমুৎপাদ, অরহত (অরহা) -এর পরিবর্তে অর্হৎসহ কতিপয় বৌদ্ধ পরিভাষার বানানে কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। এই পরিবর্তন আমরা আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ অনুসরণ করেই করেছি, এবং সেই সাথে অর্থগত দিকটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছি।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকরাই বিচার করবেন।

উল্লেখ্য, সম্ভবত এই প্রথম আধুনিকতার ছাঁচে ফেলে পূর্বপ্রকাশিত মূল পিটকীয় কোনো একটি বইয়ের সম্পাদিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। কাজটি যথেষ্ট সাহসীও বটে। বিজ্ঞ পাঠক মহলে এর কী প্রতিক্রিয়া হয় আমরা তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হলে আমরা একে একে ধারাবাহিকভাবে পূর্বপ্রকাশিত মূল পিটকীয় বইগুলো এভাবে সম্পাদিত ও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করতে চাই, যাতে করে বইগুলোর আপাত দুর্বোধ্য ও খটমটে পালি ঘেঁষা ভাষা যতটা সম্ভব সুবোধ্য, সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করা যায়। আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণ আপনাদের বিজ্ঞোচিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

ইতি

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

১২ অক্টোবর ২০১৩

প্রবেশিকা

শিক্ষা মাত্রেই ধর্মভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষা ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে শিক্ষা প্রকৃত কল্যাণকর হইয়া শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না। সুপবিত্র ভারতভূমি—আর্যাবর্ত যোগী, ঋষি, দার্শনিক, ধার্মিক ও জগদ্গুরুদের চির প্রসূতি। যুগে যুগে ভারতে জগদ্গুরুরা আবির্ভূত হন বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট এই ভারতভূমি চির আদৃত, গৌরবান্বিত ও পূজ্য। ত্রিলোকগুরু ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ ভারত সন্তান। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান ইত্যাদি শব্দ মোটামুটিভাবে অনন্ত গুণাধার শ্রী শ্রী অমিতাভের গুণপ্রকাশক বিশেষণমাত্র।

জ্ঞান ও কর্মবাদের পরম হোতা শ্রী শ্রী ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সাধারণত তিনভাবে বিভক্ত হইয়া ত্রিপিটক নামে অভিহিত হয়; যথা : সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। জনশিক্ষা, লোকহিতৈষণা, বিমুক্তিজ্ঞান ত্রিপিটক গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রেই আছে। ত্রিপিটকশাস্ত্র পরম জ্ঞানের আধার ও মুক্তি পারাবার। এই গ্রন্থসমূহ অবশ্যপাঠ্য, নিত্য প্রতিপাল্য বিষয়ে ভরপুর। ভোগী, ত্যাগী, যোগী, ঋষি, সাধু, সজ্জন, গৃহী, প্রব্রজিত, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিতে পূর্ণ। ত্রিপিটকশাস্ত্র পাঠ করা মানব মাত্রেরই কর্তব্য। লোকহিতকর মহা উপদেশপূর্ণ অনুপম অমূল্য রত্নস্বরূপ ত্রিপিটক গ্রন্থ মাগধী ভাষায় লিখিত। ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সব জাতির ভাষাতে বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক শাস্ত্র অনূদিত হইয়াছে। ইউরোপের মহা মহা সাহিত্যরথী, ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ পালি গ্রন্থ অনুবাদের ভার নিয়া কার্য করিতেছেন। ভারতের কোনো প্রদেশে কোনো ভাষাতেই ইহার অনুবাদ এ যাবৎ হয় নাই। বঙ্গের গৌরব মহামনীষী স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্র বাচস্পতি সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের শুভেচ্ছায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষার প্রচলন এখন হয় নাই! শুধু বারাণসীর হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসর পনেরো ষোল পূর্বে জনৈক সিংহলী ভিক্ষুর সাহায্যে পালি ভাষা শিক্ষাদান করা হইতেছিল বলিয়া আমি তীর্থভ্রমণে গিয়া জানিয়া আসিয়াছিলাম। যাক, সেসব বিষয় সবিস্তারে বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায় ত্রিপিটক গ্রন্থ অনূদিত হইয়া প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেদিন কবে আসবে তারই আশায় আমরা চেয়ে আছি। সমগ্র ভারতে 'বঙ্গবাণী' একটি সমৃদ্ধিশালিনী ভাষা বলিয়া পরিচিত। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাঙালা ইংরেজি ভাষার পরেই স্থান লাভ করে। জাতীয় ভাষা সমৃদ্ধ হওয়া জাতীয় উন্নতির একটা প্রধান লক্ষণ। বঙ্গভাষায় যেমন নানা বিষয়িণী জ্ঞান ও শিক্ষার বিষয় সংগৃহীত, অনূদিত ও জ্ঞানভাণ্ডার রাশিকৃত করা হইয়াছে। তেমনি সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র বুদ্ধবাণীর অনুবাদ করিয়া আমার সাধের মাতৃবাণীকে ততোধিক সম্পদশালিনী দেখিতে পাইলে আমি অত্যন্ত পুলকিত হইব।

অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় বৌদ্ধদের সামান্য চেষ্টায় ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের প্রাণপাত পরিশ্রমে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে শিক্ষিত বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যোগদান করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে বুদ্ধবাক্য শিক্ষালাভ করিয়া নিজদের মাতৃভাষা বাঙালায় পালি গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আশা সফল হউক, ইহাই কামনা।

ত্রিপিটক শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদের জন্য শিক্ষিত সমর্থ ও ভাষাবিদ, পণ্ডিত, বহু উৎসাহী লোকের প্রয়োজন।

আজ ত্রিপিটক শাস্ত্রের অন্তর্গত সূত্রপিটকের খুদ্দকনিকায় পর্যায়ভুক্ত *উদান* গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত মূল ও অনুবাদ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, মাননীয় শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু মহোদয় মূলসহ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

ভিক্ষু মহোদয় বিদ্যোৎসাহী ও অক্লান্তকর্মী, তাঁহার প্রথম চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। *উদান* অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধমুখনিঃসৃত উল্লাসধ্বনি অতি সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ।

লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্মসমূহের যথাযথ অনুভূতি, প্রত্যক্ষীকরণ, সত্য আবিষ্কার, মনন, চিন্তন, অনুধ্যান ইদ্যাদি দ্বারা পবিত্র অন্তরে যে প্রীতির যে উল্লাস জন্মে, তাহাই হৃদি উপকূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই *উদান* গ্রন্থ তাহাই, অর্থাৎ হৃদি পারাবারের জ্ঞানসমুদ্রে দৃষ্ট, শ্রুত, পরিকল্পিত অনুমিত ও

প্রত্যক্ষীভূত সত্য ও ধর্ম সমুচ্ছ্বসিত উল্লাসবাণীই এই *উদান* গ্রন্থ। উল্লাস, বিবেক, প্রীতি ও বিরাগ—বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যেই গ্রন্থখানি প্রতিষ্ঠিত, জগতে যতকিছু আবিষ্কার আছে তার মধ্যে মনস্তত্বের আবিষ্কারই সবার সেরা আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিকের বস্তুজগতের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও চমকপ্রদ তেমনি মনস্তত্ত্বের মনোজগতের ভাবনির্দেশ ও ধর্মনির্দেশ অত্যন্ত কৌতুকাবহ ও পরম আশ্চর্য।

সংসারচক্রের আবর্তনের জন্মজন্মান্তরে পারমিতা পূর্ণ করিয়া জীবজগৎ ধর্মজগৎ ও মনোজগতের সর্বোপরি আত্মিক শক্তির শরণ, ধারণ ও অনুশীলন, সম্প্রসারণ, বাহুলীকরণ ভাবরাজ্য মনোজগতের পরম উন্নতি ও পরম নিদর্শন। জন্মজন্মান্তরের সাধনার দ্বারা মন-মুকুর সম্প্রসারিত ও বিশুদ্ধিকৃত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের—জীবজগতের সমগ্র ভাব মনের আবর্তন, বিবর্তন, সংবর্তন ইত্যাদিকে স্বীয় মানস মুকুরে প্রতিভাত, প্রতিফলিত করিয়া দর্শন, মনন ও ধারণ করিবার অমিত জ্ঞান, অপূর্ব ধ্যান তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই মনোবিজ্ঞানের পরম আশ্চর্য, অত্যন্ত অদ্ভুত চরম শিক্ষা ও পরম জ্ঞান।

যথাভূতভাবে কার্যকারণনীতির, সংসারচক্রের, জন্মান্তর-রহস্যের, জীবজগতের, ভাবজগতের যথাযথভাবে প্রত্যক্ষীকরণ সাক্ষাৎকার তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের লোকোত্তর গুণের অন্তর্গত ও বিষয়ীভূত।

চিত্তনিরুপণ, ধর্মনিরুপণ, জীবজগতের রহস্যোদ্ভেদ, মনোরাজ্যের আবর্তন, বিবর্তন, নিবর্তন, সঙ্কোচন, প্রসারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার অবধারণ তত্ত্বনিরুপণ ইত্যাদি তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞানগোচর বিষয়। সর্বোপরি দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়—এই বিষয় চতুষ্টয় সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা ক্ষুদ্রজ্ঞানে স্বল্পবুদ্ধিতে এই ধর্মের পঠনে, পাঠনে, ধরণে, ধারণে, চিন্তায়, গবেষণায় ও যথাযথ প্রত্যক্ষীকরণে অসমর্থ হইয়াই এহেন অমূল্য ধর্মরত্নের মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। ইহা পবিত্র ভারতভূমির আর্য সনাতন ধর্ম, ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়, আর্যজাতির শ্রেষ্ঠ অলংকার ধর্ম-আভরণ।

সোজা সরল কথায় বলি, তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ-দেশিত ও তৎপ্রবির্তত ধর্ম সর্বজনীন ও মানবসমাজের চিরভূষণ। অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত সাধারণ ও সহজ প্রতিপাল্য একটি উদাহরণ দিয়া আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে চাই। শ্রী শ্রী ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ-উপদিষ্ট পঞ্চনীতি

মানব মাত্রেরই নিত্যরক্ষণীয় অঙ্গের ভূষণস্বরূপ। এমনকি লজ্জা নিবারণের জন্য মানব মাত্রই যেমন অন্ততপক্ষে কটি থেকে জানু পর্যন্ত নিত্য আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তেমন ভগবান বুদ্ধ-উপদিষ্ট পঞ্চনীতি মানব মাত্রেরই অবশ্যপ্রতিপাল্য নিত্য রক্ষিতব্য কটি আচ্ছাদন বস্ত্রসদৃশ। তৎপ্রতিষ্ঠিত আর্য অষ্টাঙ্গিক নীতি, দশাঙ্গ নীতি প্রভৃতিও মানব মাত্রেরই অঙ্গের শোভা ও গৌরব বর্ধনকারী মহামূল্য ভূষণতুল্য। যে মানব পঞ্চনীতি রক্ষা করে না, সে জনসমাজে ভদ্র নামে পরিচিত হইবার যোগ্য হইতে পারে না।

জগতে অসভ্য বর্বর নামে পরিচিত পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা বস্ত্র পরিধান না করিয়া নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকিত। জগতে সভ্যতা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানবেরা কাপড় বুনে তাদের লজ্জানিবারণ করিবার উপায় করে নেয় এবং নিজেদের অনাবৃত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া সভ্য নামে পরিচয় প্রদান করে, ইহাই ইতিহাসের কথা। আমি বলি কি তিনটি মুখ্য কারণে মানবেরা বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। প্রথম কারণ—লজ্জানিবারণ, দ্বিতীয় কারণ—শীতাতপনিবারণ, তৃতীয় কারণ—অঙ্গের সৌন্দর্যবৃদ্ধি। আজকাল সভ্যজগতের শৌখিন লোকেরা নিত্য নব নব সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অঙ্গভরণের আবিষ্কার করিয়া নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। যিনি যাহাই করুন সমস্ত প্রচেষ্টার প্রথম উদ্দেশ্য লজ্জানিবারণ। তেমনি মানব মাত্রেরই নীতি-ধর্ম প্রতিপালন দেহ ও মনের প্রধান ভূষণ, রক্ষাকবচ ও মহাধর্মস্বরূপ। নীতিহীন ও ধর্মহীন হইলে কেহই প্রকৃত মানব নামের যোগ্য হইতে পারে না।

কোনো গ্রন্থবিশেষের প্রবেশিকা বিস্তৃত আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থল নহে। যেই গ্রন্থের প্রবেশিকা লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থূলভাবে আরও গুটিকয়েক কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

সুবিস্তৃত সুগভীর মহাসমুদ্রের জল যেস্থান থেকেই সংগ্রহীত হইয়া আস্বাদিত হউক না কেন তাতে একমাত্র লোণারসই অনুভূত হবে—তার অন্যথা নেই। তেমনি সুবিস্তৃত সুগভীর বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের অর্থাৎ ত্রিপিটক শাস্ত্রের যেস্থান থেকে রস গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা একমাত্র বিমুক্তিরসেই ভরপুর। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের উদানবাণী—আনন্দধ্বনি ধর্ম ও জ্ঞানের যথাভূত সাক্ষাৎকারের পুলকগীতি—পাঠে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ পুলকিত, আনন্দাভিভূত ও বিমুক্তিরসাভিষিক্ত হউন। শ্রীমৎ জ্যোতিপাল নবীন যতি তথাগত অমিতাভের অমিত জ্ঞানজ্যোতি বঙ্গবাণীর মধ্যে প্রকাশ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হউন। মুক্তিমশালের দিগন্ত উচ্ছ্বসিত

প্রভায় নিজে প্রভান্বিত হইয়া পরকেও প্রভাদানে সমর্থ হউন। মহাস্থবির শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক নানা বিষয়িণী প্রজ্ঞাদান কার্যে চিরব্যাপৃত থাকিয়া উৎসর্গীকৃত জীনবকে সার্থক করুন, ইহাই কামনা।

রেঙ্গুন
শুক্লাদশমী
১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল

ইতি
শ্রীগিরীশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার’

খুদ্দকনিকায়ে

উদান বাংলা

১. বোধি-বর্গ

১. প্রথম বোধি সূত্র

১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথমত উরুবেলায় (মহাবালুকাস্তূপের উপরে) নৈরঞ্জনা নদীর তীরস্থিত বোধিবৃক্ষমূলে বাস করেন। তৎকালে তিনি বিমুক্তিসুখ ভোগ করিতে করিতে সপ্তাহকাল এক ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। সেই সপ্তাহ গত হইলে ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া রাত্রির প্রথম যামে পটিচ্চসমুপ্পাদে বা প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুলোম ভাবনাক্রমে সুন্দররূপে মনোনিবেশ করিলেন :

“যদি এই কারণটি থাকে তবে এই ফলটি হয়। এইটির সৃষ্টি হইলে এইটিও সৃষ্ট হয়; যথা : অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হা-হুতাশ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সম্পূর্ণ দুঃখরাশি সৃষ্টি হইয়া থাকে।”

দুঃখ যে এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে—ভগবান এই সত্যার্থ জানিয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

শ্রদ্ধা আদি বোধিপক্ষীয় ধরম,
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী, বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
সকল সংশয় তখন লয়—
এই দুঃখরাশি কোন হেতু আসে
যবে হয় সেই জ্ঞানের উদয়। প্রথম।

(ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

২. দ্বিতীয় বোধি সূত্র

২. উরুবেলা-নিদান :

তৎকালে ভগবান রাত্রির মধ্যম যামে পটিচ্চসমুপ্পাদে বা প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে শেষ হইতে প্রথম পর্যন্ত প্রতিলোম ভাবনাক্রমে সুন্দররূপে মনোনিবেশ করিলেন :

“যদি এই কারণ না থাকে তাহা হইলে এই ফল হয় না। ইহার নিরোধে ইহার নিরোধ হয়; যথা : অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জন্মের নিরোধ, জন্মের নিরোধে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হা-হুতাশের নিরোধ হয়। এইরূপেই সম্পূর্ণ দুঃখরাশির নিরোধ হইয়া থাকে।”

এই সত্যার্থ জানিয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

শ্রদ্ধা আদি বোধিপক্ষীয় ধরম,
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী, বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
সকল সংশয় তখন লয়—
দুঃখের কারণ কীসে ধ্বংস হয়
যবে হয় সেই জ্ঞানের উদয়। দ্বিতীয়।

৩. তৃতীয় বোধি সূত্র

৩. উরুবেলা-নিদান :

তখন ভগবান রাত্রির শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) ধর্মে সুন্দররূপে অনুলোম ও প্রতিলোম ভাবনানুক্রমে মনোনিবেশ করিলেন :

“যদি ইহা থাকে তবে ইহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয়। যদি ইহা না থাকে তবে ইহাও হয় না, ইহার নিরোধে ইহারও নিরোধ হয়; যথা : অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, মৃত্যু,

শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হা-হুতাশের উৎপত্তি হয়। এইরূপেই এই সম্পূর্ণ দুঃখরাশির সমুদয় হইয়া থাকে।"

"অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ ও নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জন্মের নিরোধ, জন্মের নিরোধে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হা-হুতাশের নিরোধ হয়।"

এইরূপেই সেই সম্পূর্ণ দুঃখরাশি নিরুদ্ধ হইয়া যায়—এই সত্যার্থ জানিয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

শ্রদ্ধা আদি বোধিপক্ষীয় ধরম,
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী, বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
ধরম সংগ্রামে তখন জয়—
তপন আকাশে যথা অবভাসে
বিনাশে মারের সৈন্যচয়। তৃতীয়।

৪. হুংহুঙ্ক সূত্র

৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম উরুবেলায় নৈরঞ্জনানদীর তীরে অজপাল-ন্যাগ্রোধমূলে বাস করেন। তৎকালে ভগবান বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতে করিতে সপ্তাহকাল এক ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন।

অতঃপর সেই সপ্তাহ অতীত হইলে ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিলেন। তখন মান ও ক্রোধস্বভাবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট আসিয়া সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ শেষ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে গৌতম, ব্রাহ্মণের স্বরূপ কী? কোন কোন ধর্ম আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

ভগবান উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ সত্যার্থ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ব্রাহ্মণ—যিনি বাহিত পাপ,
মান-ক্রোধহীন বিরাগী,

সংযতচিত্ত, নির্বাণগত,
বিদ্বেষ মোহ তেয়াগী;
ব্রহ্মচর্যবাস হয়েছে যাঁহার
পাপ বৃদ্ধি কোথা নাহি ভবে,
ধর্মত ব্রাহ্মণ বলিয়া তখন
কহিতে পারেন তিনি তবে। চতুর্থ।

৫. ব্রাহ্মণ সূত্র

৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করেন। তৎকালে (একদিন) আয়ুষ্মান সারিপুত্র, মহামোদ্গাল্লায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকোট্ঠিত, মহাকপ্পিন, মহাকচ্চায়ন, মহাচুন্দ, অনুরুদ্ধ, রেবত, নন্দ ও আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দূর হইতেই আসিতে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, ওই দেখ ব্রাহ্মণেরা আসিতেছে।'

ভগবান উহা বলিলে একজন ব্রাহ্মণ জাতীয় ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেন :

'ভন্তে, কিরূপে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? ব্রাহ্মণকরণ ধর্ম কী কী?'

ভগবান উক্ত প্রশ্নের এইরূপ সম্পূর্ণ সত্যার্থ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বাহিত করিয়া পাপ
স্মৃতিযোগে করে বিচরণ,
ক্ষীণ-সংযোজন বুদ্ধ
তাহারাই লোকেতে ব্রাহ্মণ। পঞ্চম।

৬. মহাকাশ্যপ সূত্র

৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহ নগরে কলন্দক-নিবাপে বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পিপ্পলীগুহায় পীড়িতাবস্থায় অত্যন্ত দুঃখবেদনাগ্রস্ত ও বিষম ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলে তিনি রাজগৃহে ভিক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন।

সেই সময় পাঁচশত দেবতা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে পিণ্ডদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সেই পাঁচশত দেবতার

পিণ্ড না লইয়া পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে গরিব তাঁতিদিগের বস্তীতে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। ভগবান দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ দরিদ্র তাঁতিদিগের বস্তিতে ভিক্ষার জন্য যাইতেছেন।

ভগবান তাঁহার 'মধুর রস আস্বাদনের লালসাবিহীনতা' ও 'গরিবের প্রতি দয়া'—এই মাহাত্ম্যদ্বয় বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

অজ্ঞাত যে, অপর-পোষক, দান্তচিত্ত, প্রতিষ্ঠিত সারে,
ক্ষীণাসব উদ্গীরিত দ্বেষ, কহি আমি ব্রাহ্মণ তাহারে। ষষ্ঠ।

৭. অজকলাপক সূত্র

৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান পাবা গ্রামে অজকলাপক নামক চৈত্যে অজকলাপক যক্ষের ঘরে বাস করেন। তৎকালে ভগবান রাত্রির গভীর অন্ধকারে বিমুক্ত স্থানে বসিয়াছিলেন। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই সময় অজকলাপক যক্ষ ভগবানের ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ উৎপাদনের ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং কাছে থাকিয়া তিনবার 'অক্কুল-পক্কুল' বলিয়া বিকট ধ্বনি করিল। সে বিকট পিশাচরূপ ধরিয়া 'হে শ্রমণ, এই তোমার উপর পিশাচ পড়িল' বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

যক্ষের সেই বিকৃতির দ্বারা ভগবানের কেশাগ্র মাত্র টলাইতে পারিবে না—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ব্রাহ্মণ স্বধর্ম সবে যবে হয় পারগত
পিশাচ, পৈশাচী রব তদা হয় পরাহত। সপ্তম।

('অক্কুল-পক্কুল'—পিশাচের শব্দ)

৮. সঙ্গামজি সূত্র

৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে একদিন আয়ুষ্মান সঙ্গামজি ভগবানকে দেখিবার জন্য শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। তাঁহার পুরানা স্ত্রী (ভূতপূর্বা ভার্যা) স্বামী শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন শুনিয়া ছেলেসহ জেতবনে আসিল।

যখন আয়ুষ্মান সঙ্গামজি কোনো এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুরানা স্ত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

'হে শ্রমণ, আমার পুত্র এখন শিশু, আমাকে পালন কর।' আয়ুষ্মান সঙ্গামজি উহা শুনিলেন কিন্তু নীরব রহিলেন। পুনরায় আয়ুষ্মান সঙ্গামজির পুরানা স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, 'হে শ্রমণ, আমার পুত্র এখন শিশু, আমাকে পালন কর।' দ্বিতীয়বারেও আয়ুষ্মান সঙ্গামজি নীরব রহিলেন। আবার আয়ুষ্মান সঙ্গামজির পুরানা স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, 'হে শ্রমণ, আমার পুত্র এখন শিশু, আমাকে পালন কর'। তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান সঙ্গামজি নীরব রহিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সঙ্গামজির পুরানা স্ত্রী ছেলেটিকে তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া 'হে শ্রমণ, এইটি তোমার ছেলে, ইহাকে পোষণ কর' বলিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, আয়ুষ্মান সঙ্গামজি ছেলেটিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না, কোনো কথাও বলিলেন না। আয়ুষ্মান সঙ্গামজির পুরানা স্ত্রী চলিয়া যাইতে যাইতে তিনি কীরূপ করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। যখন সে দেখিল যে তিনি ছেলেটির দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, কোনো কথাও কহিতেছেন না। তখন সে 'এই শ্রমণ আর পুত্রও চায় না' ভাবিয়া পুনরায় গমনপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

ভগবান মনুষ্যচক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুর দ্বারা আয়ুষ্মান সঙ্গামজির পুরানা স্ত্রীকে এইভাবে অপদস্থ হইতে দেখিয়া এবং আয়ুষ্মান সঙ্গামজি যে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তৃষ্ণাহীন, তাহা অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

আসিলে আনন্দ নাহি
গতে নহে শোকাতুর মন,
সঙ্গমুক্ত সঙ্গামজি—
কহি আমি তাঁহারে ব্রাহ্মণ। অষ্টম।

৯. জটিল সূত্র

৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান গয়াতীর্থে গয়াশীর্ষ নামক পাষাণের উপর বাস করিতেছিলেন। তৎকালে অনেকজন জটাধারী তাপস হেমন্ত-রাত্রে মাঘ মাসের শেষ চারি দিনে ও ফাল্গুন মাসের প্রথম চারি দিনে, গয়ানদীতে ও গয়াপুকুরে একবার ডুবে আবার ওঠে, কেহ ডুবে কেহ

ওঠে, কেহ জলসেচন করে, কেহ-বা অগ্নিপরিচর্যা করে। ওই আট দিন মধ্যদেশে হিমপাত হইত। এত শীত হইলেও তাহাদের ওইরূপ করিবার কারণ তাহাদের বিশ্বাস তদ্রূপ অধিক শীতে স্নান করিলে শুদ্ধি লাভ হয়।

ভগবান দিব্যচক্ষে উহা দেখিলেন এবং জলে স্নান করিলে শুদ্ধি হয় বলিয়া যে বিশ্বাস উহা কুমার্গ, উহাতে শুদ্ধি লাভ হয় না, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে জ্ঞানই শুদ্ধির উপায়—ভগবান উহা যথাযথ বুঝিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

যদিও অনেক বার—স্নান করে জলে কোনো জন,
তথাপি সে উদকেতে—শুচি নাহি হয় তার মন;
সত্য আর ধর্ম যাঁর আছে—তিনি শুচি তিনিই ব্রাহ্মণ। নবম।

১০. বাহিয় সূত্র

১০. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে বাহিয় দারুচীরিয় নামে এক তাপস সমুদ্রতীরে সুপ্পারক নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি তথায় বহুলোকের গৌরব-সৎকার, পূজা-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিতেছিলেন; এবং যথেষ্ট চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি পাইতেছিলেন। তৎকালে একদিন বাহিয় দারুচীরিয় নির্জনে বসিয়া ধ্যান করিবার সময় মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন : 'লোকে যদি কোনো অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী ব্যক্তি থাকেন, আমি তাঁহাদেরই একজন।'

তখন বাহিয় দারুচীরিয়ের প্রতি অনুকম্পকারী, হিতৈষী পুরনো জ্ঞাতি-দেবতা চিত্তের দ্বারা তাঁহার চিত্তবিতর্ক জানিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে বাহিয়, তুমি অর্হৎও নও এবং অর্হত্ত্বমার্গলাভীও নও। তোমার এমন উপায়ও (প্রতিপদা বা মার্গ) নাই যে, তুমি অর্হৎ হইতে পার কিংবা অর্হত্ত্বমার্গলাভী হইতে পার।'

তাহা শুনিয়া বাহিয় দারুচীরিয় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দেবতে, তবে এমন কে আছেন যিনি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী?'

দেবতা : 'হে বাহিয়, উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে, তথায় ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এখন বাস করিতেছেন। হে বাহিয়, সেই ভগবানই অর্হৎ এবং অর্হত্ত্ব লাভের জন্যই তাঁহার ধর্মদেশনা।'

এইরূপে বাহিয় দারুচীরিয় ওই দেবতার কথায় সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া সেইদিনই সুপ্পারক হইতে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করিলেন। সর্বত্র কেবল এক রাত্রি থাকিয়া শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবন বিহারে যথায় ভগবান বিহার করেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু বাহিরে চঙ্ক্রমণ (পায়চারি) করিতেছিলেন। তখন বাহিয় দারুচীরিয় সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন :

'ভন্তে, এখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কোথায় বাস করিতেছেন? আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখিতে ইচ্ছা করি।'

ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'হে বাহিয়, ভগবান পিণ্ডচারণের জন্যে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন।'

উহা শুনিয়া বাহিয় দারুচীরিয় তাড়াতাড়ি জেতবন হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, প্রশান্ত বদন সেই ভগবান, লোকের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে করিতে মহাপথে চলিয়াছেন, শান্ত তাঁহার মন, শান্ত ও সংযত তাঁহার ইন্দ্রিয়, তিনি শম ও দমগুণে উত্তমরূপে বিভূষিত, তাঁহার চিত্ত সুরক্ষিত, তিনি সংযতেন্দ্রিয় ও সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে শির স্থাপনপূর্বক বলিলেন :

'ভন্তে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন; হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন; যাহাতে আমার দীর্ঘকাল ধরিয়া হিতসুখ সাধিত হয়।' বাহিয় এইরূপ কহিলে ভগবান বলিলেন, 'বাহিয়, পিণ্ডচারণের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি, এখন অসময়।'

দ্বিতীয়বার বাহিয় দারুচীরিয় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'ভন্তে, ভগবানের জীবনান্তরায় হয় বা আমার জীবনান্তরায় হয়, উহা জানা দুষ্কর। হে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন; হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন।' এইরূপ তিনবার প্রার্থনা করিলেন।

তখন ভগবান বলিলেন, 'হে বাহিয়, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'দৃষ্টে দৃষ্ট মাত্র, শ্রুতে শ্রুত মাত্র, অনুমিতে অনুমিত মাত্র ও বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাত মাত্র থাকিবে।' অর্থাৎ হে বাহিয়, তুমি বিষয় দেখিলে দেখিতে পার, শুনিলে শুনিতে পার এবং অবশিষ্ট দ্বারে অনুমান করিলে করিতে পার, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। 'হে বাহিয়, যখন তোমার দৃষ্টে দৃষ্ট মাত্র, শ্রুতে শ্রুত মাত্র, অনুমিতে অনুমিত মাত্র ও বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাত মাত্র থাকিবে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের দ্বারা কষ্ট পাইবে না। যখন তুমি তাহাদের দ্বারা ক্লিষ্ট

হইবে না, তখন তোমার মন সেখানে থাকিবে না। যখন তোমার মন সেখানে থাকিবে না, তখন তুমি ইহলোকেও নও, পরলোকেও নও এবং ইহ-পর উভয়ের মধ্যে নও, ইহাই দুঃখের অন্ত।'

ওই সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা শুনিয়াই বাহিয় দারুচীরিয়ের চিত্ত আসবমুক্ত হইল।

তখন এই সংক্ষিপ্ত দেশনায় ভগবান বাহিয় দারুচীরিয়কে উপদেশ দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ভগবানের গমনের অল্পক্ষণ পরেই একটি বৎসতরী [তরুণবৎসা] গাভি বাহিয় দারুচীরিয়কে শৃঙ্গাঘাতে মারিয়া ফেলিল। অনন্তর ভগবান শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করিয়া ভোজনান্তে ফিরিয়া বহু ভিক্ষু সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিয় দারুচীরিয়কে মৃত অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, বাহিয় দারুচীরিয়ের শরীর লইয়া মঞ্চে করিয়া দগ্ধ কর এবং স্তূপ নির্মাণ কর। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের সব্রহ্মচারী মৃত। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, বাহিয় দারুচীরিয়ের শরীর মঞ্চে করিয়া বাহির করিলেন এবং দগ্ধ করিয়া স্তূপ নির্মাণ করিলেন। তৎপর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহারা একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, বাহিয় দারুচীরিয়ের শরীর দাহ করা হইয়াছে; তাঁহার জন্য স্তূপও নির্মাণ করা হইয়াছে। তাঁহার কী গতি হইয়াছে? পরলোকে তিনি কোথায় উৎপন্ন হইয়াছেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, বাহিয় দারুচীরিয় পণ্ডিত ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হইয়াছিল, আমাকেও ধর্মদেশনার জন্য কষ্ট প্রদান করে নাই। হে ভিক্ষুগণ, বাহিয় দারুচীরিয় পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।' অতঃপর ভগবান সেই সময় এই অর্থ বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

মৃত্তিকা, সলিল, অনল, অনিল, নাহিক যাহার মাঝে,
শুভ্র গ্রহতারা, শতরশ্মি ধারা, সেথায় নাহিক রাজে;
না করে চন্দ্রমা কৌমুদী প্রকাশ, আঁধার তথায় নাই,
মৌনেতে যখন, সুমুনি ব্রাহ্মণ, আপনি জানেন তাই;
তখন তাঁহার, রূপারূপে আর, মানস নিবদ্ধ নয়,
সুখ-দুঃখ আদি, বেদনা হইতে, হৃদয় বিমুক্ত হয়। দশম।

(এই উদান ভগবান কর্তৃক কথিত হইয়াছে এবং আমা কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে।)

[বোধি বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তিনটি বোধি, হুংহুঙ্ক, ব্রাহ্মণ ও কাশ্যপসহ,
অজকপালক, সঙ্গামজি, জটিল ও বাহিয় দশম।

২. মুচলিন্দ বর্গ

১. মুচলিন্দ সূত্র

১১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথমত উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীতীরে মুচলিন্দ নামক বৃক্ষমূলে বাস করেন। তৎকালে তিনি বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতে করিতে সপ্তাহকাল একাসনে বসিয়া থাকেন। সেই সময় অকালমেঘ উঠিয়া এক সপ্তাহ যাবৎ খুব বৃষ্টি হইয়াছিল এবং শীতল বাতাস বহিয়া দুর্দিন উৎপাদন করিয়াছিল। তখন মুচলিন্দ নাগরাজ স্বগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার ভোগের দ্বারা ভগবানের শরীর সাতবার বেড়াইয়া তাঁহার শিরের উপর মহাফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল যেন ভগবানকে শীত, গ্রীষ্ম, দংশ, মশক, বায়ু ও উত্তাপ স্পর্শ করিতে না পারে।

অনন্তর সেই সপ্তাহ অতীত হইলে ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিলেন। তখন মেঘ চলিয়া গিয়াছে। মুচলিন্দ নাগরাজ ভগবানের শরীর ছাড়িয়া স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া কুমাররূপ ধরিল। এবং ভগবানের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবান তৎকালে বিবেকসুখের এই প্রকার সত্যার্থ অবগত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বিবেক তুষ্টের সুখ শ্রুতির দর্শনে,
অনসূয়া সুখ লোকে দয়া প্রাণীগণে।
সংসারে বৈরাগ্যসুখ কাম অতিক্রম,
অস্মিমান পরিত্যাগ এ সুখ পরম। প্রথম।

২. রাজ সূত্র

১২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতিথিশালায় বসিয়া এইরূপ

কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন : 'বন্ধুগণ, বহু সৈন্যাধীশ্বর মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এই দুই রাজার মধ্যে কাহার ধনসম্পত্তি বেশি, কাহার ভোগসম্পত্তি বেশি, কাহার ধনভাণ্ডার মহৎ, কাহার রাজ্য ও বলবাহন বেশি, কাহার ঋদ্ধিশক্তি বেশি এবং কাহার প্রভাব বেশি?' তাঁহাদের মধ্যে উক্ত প্রকারের কথা হইতেছিল, এমন সময় ভগবান সন্ধ্যাকালীন ধ্যান হইতে উঠিয়া অতিথিশালার দিকে গমন করিলেন। (ভগবান বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় প্রায় সর্বত্র বুদ্ধাসন পাতা থাকিত) এবং অতিথিশালায় যেই বুদ্ধাসন পাতিয়া রাখা হইত উহাতে বসিলেন, বসিয়া ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এখন একত্রে বসিয়া তোমরা কোন কথা বলিতেছ? তোমাদের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত রহিল?'

"ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতিথিশালায় বসিলে আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল : 'বন্ধুগণ, বহু সৈন্যাধীশ্বর মগধরাজ বিম্বিসার বা কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এই দুই রাজার মধ্যে কাহার ধনসম্পত্তি বেশি, কাহার ভোগসম্পত্তি বেশি, কাহার ধনভাণ্ডার মহৎ, কাহার রাজ্য ও বলবাহন বেশি, কাহার ঋদ্ধিশক্তি বেশি, কাহার প্রভাব বেশি?' আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, এমন সময় ভগবান আসিলেন।"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজ্জিত হইয়াছ। তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রগণের গৃহ হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত হইয়া গৃহীজনোচিত তিরচ্ছানকথা (তির্যগ্‌কথা) বলা অনুচিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হইলে তোমাদের দুইটি কর্তব্য, হয়ত ধর্মকথা কহিবে, না হয় আর্য বা শুদ্ধ পুরুষবৎ ধ্যানে মৌন থাকিবে।'

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুগণের কথোপকথন হইতে ধ্যানাদি সম্পত্তি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ সর্বতোভাবে অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সকল তৃষ্ণার ক্ষয়ে এত সুখ অনন্ত অপার,
কাম আর স্বর্গসুখ নহে ভবে ষোড়শাংশ তার। দ্বিতীয়।

৩. দণ্ড সূত্র

১৩. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে অনেকজন ছেলে শ্রাবস্তী ও জেতবনের মধ্যবর্তী স্থানে লাঠির দ্বারা সাপ মারিতেছিল। ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করিয়া

পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে পিণ্ডপাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে অনেকজন ছেলে উক্ত স্থানে লাঠির দ্বারা সাপ মারিতেছে।

ভগবান জীবহিংসার দোষ ও প্রাণীহত্যা হতে বিরতির গুণ চিন্তা করিয়া সর্বতোভাবে তদর্থ অবগত হইলেন এবং তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সুখকামী এই জীবগণ, জীবগণে করিয়া প্রহার,
সুখ কেহ করিলে সন্ধান, হইবে না সুখ লাভ তার।
সুখকামী এই জীবগণ, জীবগণে না করি প্রহার,
সুখ কেহ করিলে সন্ধান, সুখ লাভ হইবে তাহার। তৃতীয়।

৪. সৎকার সূত্র

১৪. শ্রাবস্তী-নিদান :

ভক্তগণ তৎকালে ভগবানের খুব পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিল। তাঁহাকে যথেষ্ট চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি দান করিতেছিল। ভিক্ষুসংঘেরও খুব পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিল এবং প্রচুর চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি তাঁহাদিগকে দান করিতেছিল। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষাহারা হইয়াছিল। তাহারা চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদি পাইতেছিল না। তখন তাহারা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের পূজা-সৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া গ্রামে অথবা বনে ভিক্ষু দেখিলে অসভ্যজনোচিত কর্কশবাক্যে আক্রোশ, গালাগালি, হিংসা ও দুঃখ প্রদান করিতে লাগিল।

তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের কাছে গিয়া অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন :

'ভন্তে ভগবান, আপনি এখন খুব পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা পাইতেছেন; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদিও যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। ভিক্ষুসংঘও খুব পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা পাইতেছেন; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদিও যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ পূজা-সৎকার, গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষাসকল হারাইয়াছে। চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যাদিও পাইতেছে না। ভন্তে, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা ভগবানের ও ভিক্ষুসংঘের পূজা-সৎকার সহিতে না পারিয়া গ্রামে কিংবা বনে ভিক্ষু

দেখিলে অসভ্যের ন্যায় কর্কশ বাক্যের দ্বারা আক্রোশ, গালাগালি, হিংসা ও দুঃখ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঈর্ষাপ্রকৃতি তীর্থিয়দিগের এইরূপ দুরাচার বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

গ্রামে কিংবা অরণ্যে সুখ-দুঃখ লভিয়া,
না ভাবিও স্বকৃত বা পরকৃত বলিয়া।
সুখ-দুঃখস্পর্শ—স্কন্ধের কারণে,
নিরুপধি জনে তাহা পরশিবে কেমনে? চতুর্থ।

৫. উপাসক সূত্র

১৫. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে ইচ্ছানঙ্গল গ্রামের একজন উপাসক কোনো কার্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছিল। সে তথায় স্বীয় কর্তব্য শেষ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিল। তখন ভগবান তাহাকে বলিলেন, 'উপাসক, অনেক দিনের পর আসিলে যে?' উপাসক বলিল, 'ভন্তে, আমি বহুদিন হইতে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম; কিন্তু কোনো-না-কোনো কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থাকায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে পারি নাই।

দুর্লভ বুদ্ধ উৎপত্তিকালে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও কামনাবহুলতার জন্য কামুকেরা বুদ্ধপূজা-ধর্মশ্রবণাদি পুণ্যকার্যের অবসর পায় না; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তিরা নিত্যই ওই সকল সৎকার্যে সুযোগ পাইয়া থাকেন—এই অর্থ ভগবান সর্বতোভাবে অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কোনো বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা যাঁর নাহি ভব মাঝে—
একান্তই সুখী তিনি, বহুশ্রুত, কৃতকার্য কাজে।
তৃষ্ণাযুত লোক দেখ, একজন অপরের প্রতি,
হইয়া আসক্তচিত্ত দুঃখভোগ করিতেছে অতি। পঞ্চম।

৬. গর্ভিণী সূত্র

১৬. শ্রবস্তী-নিদান :

তৎকালে এক পরিব্রাজকের তরুণী ভার্যা গর্ভিণী হইয়াছিল। প্রসবের সময় আসন্ন হইলে সেই পরিব্রাজিকা পরিব্রাজককে বলিল, 'হে ব্রাহ্মণ, তৈল

লইয়া আস; যাহাতে আমার সন্তান প্রসব হইলে উপকার হইবে।’

এইরূপ বলিলে সেই পরিব্রাজক ওই পরিব্রাজিকাকে বলিল, ‘ভদ্রে, আমি তৈল কোথায় পাইব?’ পরিব্রাজিকা তথাপি পুনঃপুন তৈল আনিতে বলিল। তৎকালে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁহার খাদ্যভাণ্ডার হইতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে যথেচ্ছা ঘৃত ও তৈল পান করিতে দিতেন; কিন্তু লইয়া যাইতে দিতেন না। সেই পরিব্রাজক ভাবিল, ভাণ্ডারঘরে প্রচুর পরিমাণে তৈল পান করিল; কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বমনও করিতে পারিল না, বিরেচনও [হজমও] করিতে পারিল না। সে তীব্র কঠোর ও বিষম দুঃখ পাইতে লাগিল। সে দুঃখে অধীর হইয়া এপাশ-ওপাশ, উলুট-পুলট করিতে [গড়াগড়ি দিতে] লাগিল। ভগবান পূর্বাহ্নে অন্তর্বাস পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিবার সময় তাহার ওই দুর্দশা দেখিলেন।

কামুকের ভোজনে অজ্ঞতাহেতু দুঃখ হয়; কিন্তু নিষ্কামের হয় না—ভগবান এই অর্থ সম্পূর্ণ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কোনো বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা নাই যাহাদের ভবে,
একান্তই সুখী তারা আর্যমার্গবেদজ্ঞান লভে।
তৃষ্ণাযুত লোক—দেখ একজন অপরের প্রতি,
হইয়া আসক্তচিত্ত, দুঃখভোগ করিতেছে অতি। ষষ্ঠ।

৭. একপুত্র সূত্র

১৭. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে কোনো এক উপাসকের একমাত্র প্রিয়-মনোজ্ঞ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন বহু উপাসক ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে দিন-দুপুরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলে ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন, ‘হে উপাসকগণ, তোমরা ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে দিন-দুপুরে কেন এখানে আসিয়াছ?’

তখন সেই উপাসক ভগবানকে বলিল, ভন্তে, আমার একমাত্র প্রিয়-মনোজ্ঞ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তাই আমরা ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে দিন-দুপুরে এখানে আসিয়াছি। প্রিয়বস্তুর প্রতি মনের যে টান তাহাই দুঃখ, কেননা সেই প্রিয়ের সহিত যখন বিচ্ছেদ হইতে হয়, তখন তাহা প্রাণে আর সহ্য হয় না; কিন্তু যাহারা সংসারে প্রিয়বস্তুর প্রতি আসক্তিবিহীন, তাহাদের প্রিয়বিচ্ছেদে দুঃখবোধ হয় না—তদর্থ ভগবান সর্বপ্রকারে বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ক্ষণিক-মধুর মনোরমে গ্রথিত মানব-দেব বহু,

দুঃখিত নিহীন হয়ে তারা যেতেছে মরণ রাজবশে।
দিবস-রজনী স্মৃতিযোগে ত্যজিছে মধুর কাম যারা,
তাহারা দুস্তর যমভোগ, করিছে খনন দুঃখমূল। সপ্তম।

৮. সুপ্রবাসা সূত্র

১৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কুণ্ডিকাতে কুণ্ডধান বনে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসা সাত বৎসর গর্ভধারণ করিয়া, সপ্তাহ ধরিয়া যন্ত্রণায় অস্থির ছিল। সে তীব্র কঠোর দুঃসহ বেদনায় পীড়িতা হইয়া তিন প্রকারের বিতর্ক করিতে করিতে তাহা সহ্য করিতেছিল : 'একান্তই সেই ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ যিনি এইরূপ দুঃখ পরিত্যাগের জন্য ধর্মদেশনা করেন। একান্তই সুপথগামী তাঁহার শিষ্য ভিক্ষুগণ যাঁহারা এইরূপ দুঃখ পরিত্যাগের জন্য যথাধর্ম আচরণ করিতেছেন। একান্তই সুখের সেই নির্বাণ, যাহাতে এইরূপ দুঃখ নাই।'

অনন্তর সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আর্যপুত্র, আপনি ভগবানের কাছে যাইয়া (আমার হইয়া) আমি বন্দনা করিতেছি বলিয়া অবনতশিরে ভগবানের পদে বন্দনা করুন। তিনি সুখে আছেন কি না, তাঁহার রোগাদি ভয় নাই কি না, সুস্থ শরীরে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করুন এবং বলুন : 'ভন্তে, কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসা সাত বৎসর ব্যাপিয়া গর্ভধারণ করিতেছে। সে এক সপ্তাহ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে। সে তীব্র কঠোর বিষম দুঃখে পীড়িতা হইয়া রত্নত্রয়ের গুণ বিতর্ক [চিন্তা] করিতে করিতে তাহা সহ্য করিতেছে... (পূর্ববৎ)।

'আচ্ছা' বলিয়া সেই কোলিয়পুত্র সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যার কাছে স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। তৎপর ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল, ভন্তে, সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা ভগবানের শ্রীচরণে অবনতশিরে বন্দনা করিতেছে। সে ভগবানের আরোগ্য, নির্ভয়তা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং বলিতেছে, ভন্তে, সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সাত বৎসর গর্ভধারণ করিয়া সাত দিন যন্ত্রণায় অস্থির ছিল। এখন অত্যন্ত তীব্র কঠোর বিষম দুঃখে পীড়িতা হইয়া তিন প্রকারের বিতর্কের দ্বারা তাহা সহ্য করিতেছে, 'একান্তই সেই ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ যিনি এইরূপ (গর্ভবেদনা) দুঃখ পরিত্যাগের জন্য ধর্মদেশনা করিতেছেন। একান্তই

ভগবানের শিষ্য ভিক্ষুসংঘ সুপথগামী, যাঁহারা এইরূপ দুঃখ পরিত্যাগের জন্য যথাধর্ম আচরণ করিতেছে। সেই নির্বাণ একান্তই সুখময়, যাহাতে এই প্রকারের দুঃখ নাই।'

'সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করুক!' বলিয়া আশীর্বাদ করিবামাত্র সে সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিল।

'সাধু ভন্তে' বলিয়া সেই কোলিয়পুত্র ভগবানের আশীর্বাদ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কোলিয়পুত্র সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিয়াছে দেখিয়া সে ভাবিল, অহো, কতই আশ্চর্য তথাগতের মহাঋদ্ধিমন্ততা ও মহাশক্তিমন্ততা! এমনকি সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সুখিনী হউক! বলামাত্রই সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিয়াছে।' উহা ভাবিয়া সে সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রীতি-প্রফুল্লচিত্ত হইল। অনন্তর সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আর্যপুত্র, আপনি ভগবানের নিকট গমন করুন, যাইয়া আমার কথায় ভগবানের শ্রীচরণে বন্দনা করিবেন এবং বলিবেন, ভন্তে, সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সাত বৎসর গর্ভধারণ করিয়া এক সপ্তাহ যন্ত্রণায় অস্থির ছিল। সে এখন সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিয়াছে। সে সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিতে চায়। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘের সহিত সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যার সাত দিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' সে 'বেশ ভালো' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক বন্দনা করিল ও উপরে কথিত মতে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল।

অপর একজন উপাসক সেই সময় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সেই উপাসকটি আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়নের দায়ক। ভগবান আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়নকে বলিলেন, হে মোদ্গাল্লায়ন, সেই উপাসকের কাছে যাইয়া এইরূপ বলো : সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সাত বৎসর গর্ভিতাবস্থায় থাকিয়া সাত দিন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিল। সে এখন সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিয়াছে। তাহাকে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিবার সুযোগ প্রদান করা হউক। তোমার সেই উপাসক শেষে পিণ্ডদান করিবে। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া সেই উপাসকের বাড়িতে গমন করিলেন; গিয়া উপাসককে বলিলেন, হে

উপাসক, সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সাত বৎসর গর্ভিনী থাকিয়া সপ্তাহকাল যন্ত্রণায় অস্থির ছিল। সে এখন সুখিনী, নিরোগিনী হইয়া নিরোগ পুত্র প্রসব করিয়া সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। তাহার সাত দিনের নিমন্ত্রণ গৃহীত হউক। তুমি শেষে পিণ্ডদান করিতে পারিবে। 'যদি আর্য মহামোদ্গাল্লায়ন আমার ভোগসম্পত্তি, জীবন ও শ্রদ্ধা—এই তিনটি বিষয়ের প্রতিভূ (জামিন) হন; তবে সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা এখন পিণ্ডদান করুক। আমি পিছে করিব। সেই তিনটি কী কী?

(১) আমার ভোগসম্পত্তির যেন কোনো অন্তরায় না হয়।

(২) আমার জীবনের যেন কোনো অন্তরায় না ঘটে।

(৩) আমার শ্রদ্ধা যেনহ্রাস না পায়।

'হে উপাসক, আমি তোমার জীবন ও ভোগসম্পত্তির প্রতিভূ হইলাম। শ্রদ্ধার জন্য তুমিই দায়ী।' 'যদি ভন্তে মহামোদ্গাল্লায়ন, আপনি সম্পত্তি ও জীবন এই দুইটি বিষয়ের জন্য দায়ী হন; তবে সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা সপ্তাহকাল পিণ্ডদান করুক। আমি পিছে করিব।

অতঃপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন উপাসকের সহিত এই কথা স্থির করিয়া ভগবানের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভন্তে, উপাসককে বলিয়াছি। সুপ্রবাসা সাত দিন পিণ্ডদান করুক। সেই উপাসক শেষে দিবে। নির্দিষ্ট দিনে সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা যাবৎ 'আর না, আর না' বলিয়া নিষেধ করিল না, তাবৎ স্বহস্তে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন ও পরিতুষ্ট করিল এবং ছেলের দ্বারা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করাইল।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তোমার গর্ভবাস সহ্য হইয়াছিল কি? তুমি গর্ভে সুখে যাপন করিতে পারিয়াছিলে কি? তোমার কোনো দুঃখ হয় নাই তো?' ছেলে বলিল, 'ভন্তে, আমার কীরূপে সহ্য হইবে! সাত বৎসর ধরিয়া আমার রক্তকুম্ভে বাস হইয়াছে।'

তখন সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যা 'আমার পুত্র ধর্মসেনাপতির সহিত আলাপ করিতেছে' এই ভাবিয়া প্রীত ও হৃষ্ট-তুষ্ট হইল। ভগবান তাহাকে হৃষ্ট-তুষ্ট হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুপ্পবাসে, তুমি এইরূপ পুত্র আরও চাও কি?' 'ভন্তে ভগবান, আমি এইরূপ আরও সাত পুত্র চাই।' পুত্রের কথা শুনিয়া সাত বৎসর সাত দিনের গর্ভবেদনাজনিত বিষম দুঃখ একদিনে পুত্রলোলতায় ভুলিয়া গেল।

এই লোলতাই তৃষ্ণা—যাহার দ্বারা দুঃখময় সংসারকেও প্রমত্ত ব্যক্তিরা জড়াইয়া ধরিতেছে—এই সত্যার্থ অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই

প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

অমধুর মধুর-রূপে—শত্রু মিত্র-রূপ ধরিয়া,
দুঃখ এসে সুখেরি বেশে মত্তজনে যায় দলিয়া। অষ্টম।

৯. বিশাখা সূত্র

১৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীনগরে বিশাখা মিগার-মাতাকর্তৃক নির্মিত পূর্বারাম প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট বিশাখা মিগারমাতার কোনো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাহা অভিপ্রেত সময়ে সম্পন্ন করছিলেন না।

অতঃপর একদিন বিশাখা মিগারমাতা দিন-দুপুরে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিল। ভগবান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিশাখে, তুমি এমন দিন-দুপুরে কোথা হইতে আসিতেছ?' 'ভন্তে, কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট আমার এক প্রয়োজন ছিল। তাহা কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ইচ্ছিত সময়ে সম্পন্ন করিতেছেন না।'

ভগবান তখন পরাধীনতার দোষ ও স্বাধীনতার গুণ অবগত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সকল প্রকারে পর অধীনতা দুখ,
সকল প্রকারে স্বীয় স্বাধীনতা সুখ;
সাধারণে দুঃখভোগ করে বহুতর—
চারি যোগ অতিক্রম বড়ই দুষ্কর। নবম।

১০. ভদ্দিয় সূত্র

২০. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান অনুপ্রিয়ায় আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে কালিগোধার পুত্র আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বা নির্জনগৃহে যাইয়া সর্বদা 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেন।

বহু ভিক্ষু উহা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বন্ধুগণ, কালিগোধার পুত্র আয়ুষ্মান ভদ্দিয় যে অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। পূর্বে গৃহবাসকালে তিনি যে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যগৃহে প্রবেশপূর্বক 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া নিত্য আনন্দধ্বনি করিতেছেন।

অতঃপর অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া নিবেদন করিলেন, ভন্তে, কালিগোধারপুত্র আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে প্রবেশ করিয়া নিত্য 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া আনন্দধ্বনি করেন। ভন্তে, নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতেছেন, গৃহবাসকালে তিনি যে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া করিয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে প্রবেশপূর্বক 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া নিত্য আনন্দধ্বনি করেন।

তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি যাও ভদ্দিয় ভিক্ষুকে আমি ডাকিতেছি বলিয়া বলো।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া ভদ্দিয় কালিগোধারপুত্রের কাছে গমন করিলেন; গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বন্ধো, শাস্তা আপনাকে ডাকিতেছে।'

'আচ্ছা বন্ধো, আসিতেছি' বলিয়া কালিগোধারপুত্র আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিয়া শাস্তার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন, একপার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্দিয়কে তখন ভগবান বলিলেন :

হে ভদ্দিয়, তুমি কি সত্যসত্যই অরণ্যে, বৃক্ষমূলে ও শূন্যগৃহে প্রবেশপূর্বক 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া আনন্দধ্বনি কর?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'হে ভদ্দিয়, তুমি কোন লাভ দেখিয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে প্রবেশপূর্বক ওইরূপ আনন্দধ্বনি কর?' 'ভন্তে, পূর্বে গৃহী অবস্থায় রাজত্ব করিবার সময় আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অন্তঃপুরের ভিতরে ও বাহিরে, নগরের জনপদের ভিতরে ও বাহিরে সুন্দররূপে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ভন্তে, আমি তখন সেইভাবে রক্ষিত ও গোপিত হইয়া ভীত, উদ্বিগ্ন ও উৎশঙ্কিত হইয়া বিচরণ করিতাম। ভন্তে, এখন আমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যগৃহে প্রবেশ করিয়া একাকী অভীত, অনুদ্বিগ্ন, অনুৎশঙ্কিতভাবে বিহার করিতেছি। এখন আমি অনুৎত্রাসী, অনুৎসুক ও লোমহর্ষণ-বিরহিত হইয়াছি এবং পরদত্তবৃত্তির দ্বারা নির্লিপ্ত মৃগসদৃশ মুক্তমনে স্বাধীনভাবে বিহার করিতেছি। প্রভো, আমি এই লাভ দেখিয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যগৃহে যাইয়া 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছি।

পৃথগ্‌জন ব্যক্তিরা যে সুখ ভোগ করিতে পারে না, ভদ্দিয় ভিক্ষু সেই বিবেকসুখ ভোগ করিয়া 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে—ভগবান ইহা সর্বপ্রকারে বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

অন্তর যার কোপবিহীন, ভবাভব যার হয়েছে ক্ষয়—

দেবগণও তার নাহি জানে মন, শোক নাহি যার নাহিক ভয়। দশম।

[মুচলিন্দ বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মুচলিন্দ, রাজ, দণ্ড, সৎকার ও উপাসক,
গর্ভিনী, একপুত্র, সুপ্রবাসা, বিশাখা ও ভদ্দিয়।

৩. নন্দ বর্গ

১. কর্মবিপাকজ সূত্র

২১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে একজন ভিক্ষু ভগবানের অনতিদূরে সোজা দেহে যোগাসনে বসিয়া পুরাতন কর্মের তীব্র কঠিন ও কটুবেদনা স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে দুঃখিত না হইয়া সহ্য করিতেছিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে তাঁহার কাছে সেইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন এবং ক্ষীণাসব ভিক্ষু অসহ্য রোগ-দুঃখে বৈদ্য তালাস আদি করেন না, সুখ-দুঃখাদি লোকধর্মে অবিচলিত থাকেন, এই অর্থ অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

নিরত যে ভিক্ষু সকল করম বরজনে,
সুরত যেজন পূর্বকৃত মল বিধুননে,
শূন্য মমকার, স্থির, নির্বিকার—জনসনে
নাহিক তাঁহার কোনো প্রয়োজন আলপনে। প্রথম।

২. নন্দ সূত্র

২২. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে ভগবান বুদ্ধের ভ্রাতা মাসীমার পুত্র আয়ুষ্মান নন্দ অনেকজন ভিক্ষুকে বলিলেন, ‘বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছার সহিতই ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছি, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিতেছি না। আমি (শীলাদি) শিক্ষা (ত্রয়) ত্যাগ করিয়া গৃহী হইব। উহা শুনিয়া একজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ভন্তে, ভগবানের

মাসতুত ভাই আয়ুষ্মান নন্দ ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন যে তিনি অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, শিক্ষা ত্যাগ করিয়া গৃহী হইবেন। তখন ভগবান অন্য একজন ভিক্ষুকে বলিলেন, ভিক্ষু, তুমি যাও, নন্দ ভিক্ষুকে আমি ডাকিতেছি বলিয়া বলো। ‘আচ্ছা ভন্তে’ বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আয়ুষ্মান নন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ‘বন্ধো, আসুন আপনাকে শাস্তা ডাকিতেছেন। ‘আচ্ছা বন্ধু’ বলিয়া আয়ুষ্মান নন্দ সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নন্দ, তুমি কি সত্যসত্যই ভিক্ষুগণকে এইরূপ বলিতেছ যে তুমি অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছ, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিতেছ না, শিক্ষা ত্যাগ করিয়া (ভিক্ষু হইতে) হীন স্থানীয় গৃহী হইবে? ‘হ্যাঁ ভন্তে।’ ‘হে নন্দ, তুমি কেন অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছ? কেনই-বা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারিতেছ না? কেন শিক্ষা ত্যাগ করিয়া গৃহী হইবে? ‘ভন্তে, শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী চুল আধা আঁচড়াইয়া আমি চলিয়া আসিবার সময় আমাকে অনুরোধ করিল, ‘হে আর্যপুত্র, মুহূর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন।’ ভন্তে, আমি সেই কথা মনে করিয়া অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছি, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তাই শিক্ষা ত্যাগ করিয়া হীন গৃহীধর্ম অবলম্বন করিব।

নন্দের কথা শুনিয়া বলবান পুরুষ যেমনভাবে কুড়ান বাহু মেলে অথবা মেলা বাহু কুড়ায় এমনভাবে ভগবান নন্দের বাহু ধরিয়া জেতবন হইতে অন্তর্ধান হইয়া তাবতিংস [ত্রয়ত্রিংশ] স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। কপোতের পায়ের ন্যায় রাঙাচরণা পাঁচশত অপ্সরা তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করিতে আসিয়াছিল। তৎকালে ভগবান আয়ুষ্মান নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘হে নন্দ, তুমি ওই কপোতের পদের ন্যায় পদবিশিষ্টা অপ্সরা সকল দেখিতেছ কি?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে’ ‘হে নন্দ, শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী বেশি সুন্দরী, না এই কপোতচরণা অপ্সরা পাঁচশত বেশি সুন্দরী? ‘ভন্তে, এই অপ্সরাগণের তুলনায় জনপদকল্যাণী যেন নাক-কান কাটা একটি আধপোড়া বানরী, উহাদের কাছে সে নগণ্যা, তুলনায় অযোগ্যা, এমনকি কলাপ্রমাণ বা কলাংশপ্রমাণও (ষোল ভাগের একভাগও) সুন্দরী হইবে না। ইহারাই অধিকতর সুন্দরী দর্শনযোগ্যা এবং আনন্দদায়িনী।’

ভগবান : ‘হে নন্দ, প্রব্রজ্যায় তুমি বিশেষভাবে রমিত হও, রমিত হও।

তুমি ওইরূপ পাঁচশত অপ্সরা পাইবার জন্য আমি জামিন রহিলাম।'

নন্দ : ভন্তে ভগবান, আপনি যদি আমার ওইরূপ পাঁচশত অপ্সরা লাভের জামিন হন, তবে আমি ভগবানের ব্রহ্মচর্যধর্মে বিশেষভাবে রমিত হইব।'

তৎপর ভগবান পুরুষের সংকুচিত বাহু প্রসারণের ন্যায় বা প্রসারিত বাহু সংকুচনের ন্যায় ভগবান নন্দের বাহুতে ধরিয়া তাবতিংস [ত্রয়ত্রিংশ] স্বর্গে অন্তর্ধান হইয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ শুনিলেন, ভগবানের মাসতুত ভ্রাতা আয়ুষ্মান নন্দ অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন। ভগবান নাকি ইহার জন্য পাঁচশত অপ্সরা লাভের জামিন হইয়াছেন। তারপর হইতে আয়ুষ্মান নন্দের বন্ধু ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান নন্দকে ভৃত্য ও উপক্রেতা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান নন্দ নাকি চাকর, উপক্রেতা; তিনি অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্যাচরণ করিতেছেন, তখন আয়ুষ্মান নন্দ বন্ধু ভিক্ষুগণের ভৃত্য ও উপক্রেতাবাদকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া বিবেকস্থানে একাকী অপ্রমত্ত, উৎসাহশীল, সমাধিস্থ ও নির্বাণগতচিত্ত হইয়া বাস করিতে করিতে অচিরে সেই ব্রহ্মচর্যের অবসানভূত অর্হত্ত্ব স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য কুলপুত্রগণ গৃহ হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হন। তাঁহার কর্তব্য শেষ হইল এবং এই লোকে আর আসিবেন না বলিয়া জানিলেন, অর্থাৎ আয়ুষ্মান নন্দ একজন অর্হৎ হইলেন।

সেই রাত্রির শেষ ভাগে কোনো এক দেবতা জেতবন আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট আসিলেন; এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া সেই দেবতা ভগবানকে বলিলেন, ভন্তে, ভগবানের মাসীমার পুত্র আয়ুষ্মান নন্দ ইহলোকেই আসক্তিক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞাবলে লাভ করিয়া বিহার করিতেছেন। ভগবানও (দিব্যজ্ঞানে) জানিতে পারিলেন যে নন্দ ইহলোকেই আসবক্ষয়হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা লাভ করিয়া বিহার করিতেছে।

অনন্তর আয়ুষ্মান নন্দ সেই রাত্রি গত হইলে ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন, 'ভন্তে, আমার পাঁচশত অপ্সরা লাভের জন্য ভগবান যে জামিন হইয়াছিলেন, এখন আমি ভগবানকে ওই জামিন হইতে মুক্ত করিতেছি।'

ভগবান বলিলেন, 'হে নন্দ, আমিও চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবগত হইয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি আসবসকল ক্ষয় করিয়া ক্ষীণাসব হইয়াছ এবং ইহজন্মেই অভিজ্ঞাদ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার

করিতেছ। একজন দেবতাও রাত্রে আমাকে ওই কথা বলিয়াছে। যেই হইতে তুমি আসক্তিহীন হইয়া আসবক্ষয়হেতু ক্ষীণাসব হইয়াছ, যখন হইতে তোমার চিত্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন হইতেই আমি সেই জামিন হইতে মুক্ত হইয়াছি।'

আয়ুষ্মান নন্দের বিষয় সর্বতোভাবে অবগত হইয়া ভগবান তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

আর্যমার্গ সেতু দিয়ে
ভবপঙ্ক হয়েছে যে পার,
সেই জ্ঞান দণ্ডাঘাতে
কামকাঁটা মর্দিত যাঁহার,
অবিদ্যার ক্ষয়জ্ঞান
যে ভিক্ষুর হয়েছে উদয়,
সুখে-দুঃখে লোকধর্মে
সেই ভিক্ষু কম্পিত না হয়। দ্বিতীয়।

৩. যসোজ সূত্র

২৩. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে যসোজ প্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিলে তাঁহারা বিহারবাসী ভিক্ষুদের সহিত আনন্দজনক আলাপ-সালাপ করিতে, (তাঁহাদের জন্য) শয়নাসন সজ্জিত করিতে ও পাত্রচীবর সামলাইয়া রাখিতে উচ্চশব্দ-মহাশব্দ হইয়াছিল।

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, কাহারা এইরূপ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করিতেছে? জালিয়ারা যেন মাছ লুটিতেছে।' 'ভন্তে, যসোজ প্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানকে দেখিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন। তাঁহারা বিহারবাসী ভিক্ষুদের সহিত প্রীতিজনক আলাপ-সালাপ করিতে, তাঁহাদের জন্য বিছানা করিতে ও পাত্রচীবর সামলাইতে এইরূপ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ উঠিয়াছে।' 'আনন্দ, তবে সেই ভিক্ষুদিগকে শাস্তা ডাকিতেছেন বলিয়া বলো।'

'যে আজ্ঞা, ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'হে আয়ুষ্মানগণ, শাস্তা আপনাদিগকে ডাকিতেছেন।' তাঁহারা 'আচ্ছা' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানের কাছে আসিলেন। আসিয়া

ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলে ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, জালিয়াদের মহাশব্দে মাছ ধরার ন্যায় তোমরা এত গোলমাল করিতেছ কেন?' ভগবান ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আয়ুষ্মান যসোজ বলিলেন, 'ভন্তে, ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য এই পাঁচশত ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসবাসী ভিক্ষুদের সহিত প্রীতিজনক আলাপ-সালাপ করিতে, বিছানা করিতে ও পাত্রচীবর সামলাইতে এই গোলমাল হইতেছে।'

ভগবান বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যাও, তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিতেছি। তোমরা আমার কাছে থাকিও না।'

'যে আজ্ঞা ভন্তে' বলিয়া তাঁহারা ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং শয়নাসন (বিছানাপত্রাদি) সামলাইয়া রাখিয়া পাত্রচীবর লইয়া বৃজিদেশে যাত্রা করিলেন। বৃজিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বর্গমুদা নাম্নী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষাবাস আরম্ভ হইলে আয়ুষ্মান যসোজ ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের অর্থ-হিতকামী ভগবানকর্তৃক আমরা বহিষ্কৃত হইয়াছি। তাহাও তিনি আমাদিগকে দয়া করিয়াই করিয়াছেন। অতএব বন্ধুগণ, চলো আমরা এমনভাবে বিহার করি, যাহাতে ভগবান আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।' 'আচ্ছা বন্ধো' বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান যশোজের বাক্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অলগ্ন, নির্ভুল, দৃঢ় উৎসাহী ও নির্বাণগতপ্রাণ হইয়া বাস
করিতে করিতে সেই বর্ষার মধ্যেই ত্রিবিদ্যা লাভ করিলেন।

তৎপর ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি বিহার করিয়া বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

তথায় ভগবান বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগারশালায় বাস করিতে লাগিলেন, তৎপর ভগবান চিত্তের দ্বারা বর্গমুদা নদীতীরবাসী ভিক্ষুগণের চিত্তাচার এক একটি পৃথক পৃথকভাবে অবগত হইয়া আয়ুস্মান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, যেই দিকে বর্গমুদা নদীতীরবাসী ভিক্ষুগণ বাস করিতেছে, সেই দিক আমার নিকট আলোকময় ও জ্যোতির্ময় বোধ হইতেছে; সেই দিকের কথা স্মরণ করিতে ও তথায় গমন করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। 'হে আনন্দ, তুমি বর্গমুদা নদীতীরস্থ ভিক্ষুগণের নিকট তাহাদিগকে 'আমি

ডাকিতেছি’ বলিয়া জানাইতে দূত পাঠাইয়া দাও, আমি তাহাদিগকে দেখিতে চাই।’

‘আচ্ছা ভন্তে’ বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া একজন ভিক্ষুকে বলিলেন, ‘বন্ধো, আসুন আপনি বর্গমুদা নদীতীরবাসী ভিক্ষুগণের নিকট গিয়া বলুন যে, ভগবান তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন। ভগবান আপনাদের দেখতে চান। ‘আচ্ছা বন্ধো’ বলিয়া, সেই ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিষ্ঠ ব্যক্তির সংকুচিত বাহু প্রসারণের বা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় সেই চূড়া-শোভিত বিহারে অন্তর্হিত হইয়া বর্গমুদা নদীতীরে ওই ভিক্ষুগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘বন্ধুগণ, শাস্তা আপনাদিগকে ডাকিতেছেন, তিনি আপনাদের দর্শনকামী’।

‘আচ্ছা বন্ধো’ বলিয়া তাঁহারা সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিয়া বলবানের সংকুচিত বাহু প্রসারণের বা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় বর্গমুদা নদীর তীরে অন্তর্হিত হইয়া মহাবনে চূড়াশোভিত বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তখন ভগবান আনেঞ্জসমাধিতে (চারি অরূপাবচর ধ্যানে) সমাহিত (সমাধিস্থ) ছিলেন।

ভগবান এখন কোন ধ্যানে আছেন ভাবিয়া দিব্যজ্ঞানে তখন জানিতে পারিলেন যে, ভগবান আনেঞ্জসমাধিতে উপবিষ্ট আছেন। তখন তাঁহারাও আনেঞ্জসমাধিতে উপবিষ্ট হইলেন।

তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রির প্রথম যাম বিগত হইলে মধ্যম যামে আসন হইতে উঠিয়া চীবর একাংশ করিয়া ভগবানের দিকে করজোড় হইয়া বলিলেন, ‘ভন্তে, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আগন্তুক ভিক্ষুগণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া আছেন; এখন তাঁহাদের সহিত সাদর আলাপ করুন।’ তিনি ওইরূপ বলিলেও ভগবান নীরব রহিলেন।

রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ দ্বিতীয়বার আসন হইতে উঠিয়া চীবর একাংশ করিয়া করজোড়ে বলিলেন, ভন্তে, রাত্রি অধিক হইয়াছে। দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে, আগন্তুক ভিক্ষুগণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া আছেন, এখন তাঁহাদের সহিত সাদর আলাপ করুন। তিনি দ্বিতীয়বারও নীরব রহিলেন।

অবশেষে রাত শেষ হইয়া আসিল। অন্তিম যামও চলিয়া গেল। অরুণ বা ঈষৎ রক্তিম আভা পূর্বগগনে দেখা দিল। সেই নন্দমুখী (বা জীবগণের প্রভাত সময়ে মন আনন্দিত হয় বলিয়া আনন্দদায়িণী) রাত্রিতে আয়ুষ্মান আনন্দ

উঠিয়া চীবর একাংশ করিয়া ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, রাত শেষ হইয়াছে, শেষ যামও চলিয়া গিয়াছে, এখন অরুণ উঠিতেছে, রাত্রি আনন্দমুখী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষুসংঘ বসিয়া আছেন। ভন্তে ভগবান, আপনি আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত সাদর আলাপ করুন।

অনন্তর ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, যদি তুমি জানিতে যে, আমরা আর্য লোকোত্তরের ন্যায় ধ্যানযোগে পরস্পরের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছি, তবে তুমি এত কথা বলিতে না। হে আনন্দ, আমি ও এই পাঁচশত ভিক্ষু সকলেই আনেঞ্জসমাধিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম।'

তৎপর ভগবান আনেঞ্জসমাধির অর্থ সর্বতোভাবে বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কাম-ক্লেশ-কণ্টক-ক্রোধ-বধ-বন্ধন,
যেই জন করিয়াছে জয়,
স্থির যথা পর্বত সেই ভিক্ষু কম্পিত,
সুখে-দুখে কভূ নাহি হয়। তৃতীয়।

৪. সারিপুত্র সূত্র

২৪. শ্রাবস্তী-নিদান :

সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অনতিদূরে ধ্যানাসন করিয়া সোজা শরীরে ধ্যানালম্বনমুখে স্মৃতি স্থাপনপূর্বক বসিয়াছিলেন। ভগবান দেখিলেন যে আয়ুষ্মান সারিপুত্র তাঁহার অনতিদূরে ধ্যানাসন করিয়া সোজা শরীরে ধ্যানালম্বনমুখে স্মৃতি স্থাপনপূর্বক বসিয়া আছেন।

তখন ভগবান অচঞ্চলতার গুণ বুঝাইতে এই অর্থ অবধারণ করিয়া (বিদিত হইয়া) এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

শিলাময় পর্বত যেমন, অচল উত্তম প্রতিষ্ঠিত;
তথা মোহ ক্ষয়েতে শ্রমণ, গিরিসম না হয় কম্পিত। চতুর্থ।

৫. মহামোদ্গাল্লায়ন সূত্র

২৫. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন ভগবানের অনতিদূরে সোজা শরীরে কায়গত স্মৃতিতে স্বীয় চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ধ্যানাসনে উপবিষ্ট

হইয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে সেইরূপ ধ্যানাবস্থায় দর্শনপূর্বক তখন এই অর্থ বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

কায়গতস্মৃতি করিয়া স্মরণ, চক্ষু কর্ণ আদি করি' সংবরণ
ছয় স্পর্শ আয়তনে
সতত শ্রমণ সমাধিপ্রবণ, জানিও লভেছ নির্বাণ আপন
সর্বকৃত্য সমাপনে। পঞ্চম।

৬. পিলিন্দবচ্ছ সূত্র

২৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহ নগরের অন্তর্গত কলন্দক নিবাপ' নামক স্থানে বেণুবন বিহারে বাস করেন। সেই সময় আয়ুষ্মান 'পিলিন্দবচ্ছ' ভিক্ষুগণকে বসল (বা চণ্ডাল) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তখন অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের কাছে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান পিলিন্দিবচ্ছ ভিক্ষুগণকে বসল বলিয়া ডাকেন।

তাহা শুনিয়া ভগবান একজন ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভিক্ষু যাও, পিলিন্দিবচ্ছ ভিক্ষুকে 'শাস্তা ডাকিতেছেন বলিয়া ডাকিয়া লইয়া আস'। 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দিবচ্ছের নিকট গমনপূর্বক বলিলেন, 'বন্ধু, আপনাকে শাস্তা ডাকিতেছেন।'

'আচ্ছা বন্ধো' বলিয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দিবচ্ছ সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে বসিলে আয়ুষ্মান পিলিন্দিবচ্ছকে ভগবান বলিলেন, 'সত্যই কি হে ভিক্ষু, তুমি ভিক্ষুগণকে বসল বলিয়া ডাক?' 'হ্যাঁ ভন্তে।'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান পিলিন্দিবচ্ছের পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করিয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা আয়ুষ্মান বচ্ছ ভিক্ষুকে নিন্দা করিও না। সে রাগ করিয়া ভিক্ষুগণকে বসল বলিয়া ডাকে না। হে ভিক্ষুগণ, এই পিলিন্দিবচ্ছ ভিক্ষু পূর্বে পাঁচশত জন্ম ক্রমান্বয়ে সর্বদা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (ব্রাহ্মণেরা অপর নীচ জাতিকে ও চাকর প্রভৃতিকে প্রায়ই বসল বলিয়া ডাকিত) বহুকালাবধি সে বসল বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য এই পিলিন্দিবচ্ছ ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে 'বসল' বলিয়া ডাকে।" আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ যদিও 'বসল' বলিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিতেছে, তথাপি উহা ক্রোধচিত্তে নহে, অভ্যাসবশত।

তদর্থ ভগবান অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

মায়া-হীন, হীন-অভিমান
ক্ষীণলোভ, অমামক, নিরাশ জন
ক্রোধ-হীন, নির্বাপিত মন,
সে-ই ব্রহ্ম, সে-ই ভিক্ষু, সে-ই তো শ্রমণ। ষষ্ঠ।

৭. শুক্র-উদান সূত্র

২৭. রাজগৃহে কালন্দক নিবাপ-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পিপ্পলীগুহায় সপ্তাহকাল একাসনে এক ধ্যানে ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সপ্তাহ অতীত হইলে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সমাধি হইতে উঠিয়া ভাবিলেন, 'আমি রাজগৃহে ভিক্ষায় গেলে ভালো হইবে কি! 'সেই সময়ে পাঁচশত দেবতা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সেই পাঁচশত দেবতার পিণ্ডপাত ফেরৎ দিয়া পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে ভিক্ষা করিতে গমন করেন।

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রও সেই সময়ে মহাকাশ্যপকে পিণ্ডপাত প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি তাঁতির বেশ ধারণ করিয়া কাপড় বুনিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী অসুরকন্যা সুজাতা সুতা নাটাই করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ রাজগৃহে অনুক্রমে ভিক্ষা করিতে করিতে ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্রের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের পাত্রটি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ডেক কড়াই হইতে ভাত-তরকারি পাত্রপূর্ণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দান করিলেন। সেই পিণ্ডপাতে দেবরাজ বহুপ্রকার ডাল, ঝোল, তরকারি দিয়াছিলেন। উহাতে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভাবিলেন, 'এই মহাশক্তিমান, মহাঋদ্ধিমান লোকটি কে?' (যে দিব্য ভোজ্যসদৃশ পিণ্ডদান করিল?) তারপরে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে তিনি শক্র দেবরাজ ইন্দ্র। ইহা জানিয়া তিনি দেবরাজকে বলিলেন, 'তুমি এ কাজ করিলে! [কেননা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের ইচ্ছা ছিল দরিদ্রদিগের পিণ্ড লইয়া তাহাদিগকে মহাপুণ্যবান ও সর্বসুখের ভাগী করিতে। কারণ, দেবরাজেরা সুখেই আছেন।] এমন কাজ আর করিও না'।

দেবরাজ : 'ভন্তে মহাকাশ্যপ, আমাদেরও পুণ্যের প্রয়োজন আছে, আমাদেরও পুণ্য করা কর্তব্য।' ইহা বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশে উঠিলেন এবং

বলিলেন :

'অহো দান, পরম দান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত!
অহো দান, পরম দান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত!
অহো দান, পরম দান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত!'

এই বলিয়া তিনবার আনন্দধ্বনি করিলেন। ভগবান তাহা বিশুদ্ধ মনুষ্যকর্ণের অতীত দিব্যকর্ণে শুনিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আকাশে উঠিয়া (অহো দান, পরম দান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত!... এই বলিয়া তিনবার আনন্দধ্বনি করিতেছে। উহার কারণাদি সকল জানিলেন, এবং 'শীলবান ব্যক্তি দেবমনুষ্য সকলেরই আদরণীয় হয়'—এই অর্থ সর্বাকারে জানিয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ভিক্ষাজীবী আপনারে করেন পালন,
না করেন যেই ভিক্ষু অপরে পোষণ,
উপশান্ত চিত্ত যিনি সদা স্মৃতিমান
দেবগণও সে ভিক্ষুর হয় প্রার্থীয়ান। সপ্তম।

৮. পিণ্ডপাতিক সূত্র

২৮. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু পিণ্ডচারণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া-দাওয়া (ভোজনকৃত্য) শেষ হইলে বরুণগাছের তলায় মণ্ডলমালে বা তৃণপর্ণাচ্ছাদিত বৈঠকখানায় বসিয়া এইরূপ কথাবার্তা বলিতে লাগিল :

'বন্ধুগণ, পিণ্ডচারী ভিক্ষু সময় সময় সুন্দর সুন্দর (রূপবান-রূপবতীগণের) রূপ দেখিতে, গীতাদি মধুর শব্দ শুনিতে, মধুর গন্ধের ঘ্রাণ লইতে, মধুর রস ভোগ করিতে এবং সময়ে সময়ে স্পর্শসুখ ভোগ করিতে পান।' বন্ধুগণ, ভিক্ষাজীবী ভিক্ষু লোকের গৌরব-সৎকার, মান-সম্মান ও পূজা-অর্চনালাভী হইয়া ভিক্ষা করেন। চলো বন্ধুগণ, আমরাও ভিক্ষাজীবী হই। তাহা হইলে আমরাও সময়ে সময়ে এইরূপ রূপদর্শনাদি সুখভোগ করিতে পারিব। এইরূপে লোকের গৌরব, সৎকারাদি লাভ করিয়া ভিক্ষা করিতে পারিব।' এখন তাঁহাদের কার্যের মাঝামাঝি এই কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় ভগবান সান্ধ্যকালীন ধ্যান হইতে উঠিয়া করেরিমণ্ডলমালে বা বরুণবৃক্ষের নিম্নস্থিত বৈঠকখানায় সজ্জিত বুদ্ধাসনে গিয়া বসিলেন; বসিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে এখন কোন কোন কথা হইয়াছিল?' তাঁহারা বলিলেন, ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে

ফিরিয়া আসিলে যখন ভোজনকৃত্য শেষ হইল, তখন করেরিমণ্ডলমালে (বৈঠকখানায়) একত্রিত হইয়া বসিয়া এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলাম, 'বন্ধুগণ, পিণ্ডচারী ভিক্ষু সময় সময় সুন্দর সুন্দর রূপ দেখিতে পান (ইত্যাদি পূর্বোক্তানুরূপ সমস্তই বলিলেন), তারপর ভগবান আসিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের মতো শ্রদ্ধার সহিত গৃহ হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত কুলপুত্রগণের ওই সকল কথা বলা শোভা পায় না। 'হে ভিক্ষুগণ, একত্রিত ভিক্ষুগণের দুইটি কর্তব্য : হয়ত ধর্মকথা বলিবে, নতুবা আর্যতুষ্ণীভাব অবলম্বন করিবে।'

তৎপর ভগবান প্রজ্ঞা, শীল, ধুতাঙ্গ, অল্পেচ্ছুতা ও সন্তুষ্টিতাদি গুণে ভিক্ষাজীবী ভিক্ষু দেবগণেরও স্নেহ লাভ করেন—এই বিষয় বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা বলিলেন :

পিণ্ডপাতে আপনারে করেন পালন,
না করেন যেই ভিক্ষু অপরে পোষণ,
নাই যার পরস্তুতি শুনিবার আশা,
সেই ভিক্ষু দেবতারও পায় ভালোবাসা। অষ্টম।

৯. শিল্প সূত্র

২৯. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারকৃত্য সমাপনান্তে করেরিমণ্ডলমালে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ভাবনার মাঝখানে এই প্রকারের কথা উঠিয়া স্থগিত রহিল : "কেহ প্রশ্ন করিল, 'বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে কে কোন শিল্প জানেন? কে কোন শিল্প শিখিয়াছেন? কোন শিল্প শিল্পসকলের শ্রেষ্ঠ?'"

কেহ কেহ বলিলেন, অশ্বশিল্প, কেহ রথশিল্প, ধনুশিল্প, অন্যান্য অস্ত্রশিল্প, মুদ্রাশিল্প, গণনা, সংকলন, লেখা, কবিত্ব, কূটতর্কশাস্ত্র, আর কেহ কেহ কৃষিশিল্প সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলিলেন। শিক্ষা ও ভাবনা ছাড়িয়া মধ্যে এই কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন। সেই সায়াহ্নে ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া মণ্ডলমালে গমন করিলেন; গিয়া সজ্জিত বুদ্ধাসনে বসিলেন। বসিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কোন আলাপ করিতেছিলে? ইত্যবসরে তোমাদের মধ্যে কোন কথা উঠিয়া স্থগিত রহিল?'

ভিক্ষুগণ পূর্ববৎ যথাযথ বলিলেন।—'তোমাদের ওই সকল কথা বলা

শোভা পায় না, একত্রিত হইলে তোমাদের দুইটি কর্তব্য, হয়ত ধর্মকথা বলিবে, নতুবা আর্যজনোচিত ধ্যানালম্বনে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিবে'।

শিল্পাদি সংসারাবর্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নহে, কেবল জীবিকানির্বাহের জন্য; কিন্তু শীলাদি পরিপূরণ করাই সংসারাবর্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য। প্রকৃত ভিক্ষু তাঁহারা, যাঁহারা ভগবানের আদেশ অনুযায়ী শীলাদি পূর্ণ করেন—এই সকল অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা বলিয়াছিলেন :

নহে শিল্প জীবিকা যাহার,
অল্পলাভে তুষ্ট যেই জন—
সংযত ইন্দ্রিয়, মুক্ত সর্ব-সংযোজন হতে,
তৃষ্ণার অভাবহেতু হীন অহংকার;
ছিন্ন আশা শূন্য মমকার,
মানচ্ছেদ করি' একা করে বিচরণ,
ধর্মতৃপ্ত, ভিক্ষু সেইজন। নবম।

১০. লোক সূত্র

৩০. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান নৈরঞ্জনা নদীর তীরে প্রথম বুদ্ধত্ব লাভের পর বোধিবৃক্ষমূলে বিহার করেন। তৎকালে বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতে করিতে ভগবান সপ্তাহকাল একাসনে বসিয়া থাকেন। তৎপর সেই সপ্তাহ অতীত হইলে ভগবান বুদ্ধচক্ষে ত্রিলোক অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন, প্রাণীগণ অনেক প্রকারে লোভ-দ্বেষ-মোহজনিত সন্তাপে সন্তাপিত ও পরিদাহে পরিদগ্ধ হইতেছে।

অনন্তর এই বিষয় জানিয়া সেই সময় ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

জ্বলিতেছে এই জীবলোক,
স্পর্শ-বিমর্দিত হয়ে, দুঃখ ত্রয়ে নিত্য নিপীড়িত;
স্কন্ধ-রোগে বলিতেছে 'আত্মা' আপনার।
মনে ভাবে যাহা যাহা, তদন্যথা হইতেছে তাহা,
অন্যথা ভাবী ভবাসক্ত, ভব-প্রপীড়িত লোক,
ভবকেই করে, অভিনন্দন তবু,
যারে অভিনন্দন করে, তাই ভয়,

ভয় করে যারে, তাই দুঃখ।
ভবত্যাগহেতু এই ব্রহ্মচর্য-বাস।

যেই সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলে যে নিত্য শাশ্বত কোনো ভবসুখ ভোগের দ্বারা ভব হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারা সকলেই মুক্ত হয় নাই বলিয়া বলিতেছি। অথবা যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলে যে আত্মা ও লোক উচ্ছিন্ন বিধ্বংস হইয়া গেলেই ভব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহারা সকলেই ভব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই বলিয়া বলিতেছি। উপাধির বা পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের হেতু এই দুঃখ। সকল উপাদানের ক্ষয়ে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না। এই দেহ সত্ত্বলোক, সংস্কারলোক প্রভৃতি লোকধাতু বহু, বিবিধ প্রকার; জীবগণ অবিদ্যার দ্বারা উপদ্রুত; একে অন্যের প্রতি সখাবাৎসল্যাদি প্রেমের দ্বারা বদ্ধ হইয়া ভব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। পূর্ব-পশ্চিম দিকাদি সর্বত্র স্বর্গ-নরকাদি যত জগৎ আছে, সকল জগৎ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামশীল।

এইরূপে যথাযথ পূর্ণজ্ঞানে করিলে দর্শন,
ভবতৃষ্ণা দূর হয় বিভবেতে হৃষ্ট নহে মন।

সকল তৃষ্ণার ক্ষয়, অশেষ বিরাগতার দ্বারা নিরোধ লাভই নির্বাণ। অথবা সম্যক প্রকারে তৃষ্ণার ক্ষয়, সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্যতা এবং পুনর্জন্ম নিরোধই নির্বাণ।

নির্বাপিত সে ভিক্ষুর
উপাদান ক্ষয়হেতু জন্ম পুনঃ নয়,
পরাজিত মার, রণে লভেছে সে জয়।
অরহত নির্বিকার সে ভিক্ষু পরম,
সর্বভব করে অতিক্রম। দশম।

[নন্দ বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কর্ম, নন্দ, যশোজ, সারিপুত্র ও কোলিত,
পিলিন্দ, কাশ্যপ, পিণ্ড, শিল্প ও লোক দশম।

৪. মেঘিয় বর্গ

১. মেঘিয় সূত্র

৩১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান চালিকা নগরের অবিদূরে চালিকা পর্বতে বাস করেন। তৎকালে আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানের সেবা করিতেন। একদিন তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তারপর ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আমি জন্তুগ্রামে ভিক্ষায় যাইতে ইচ্ছা করি।' ভগবান 'যাহা তুমি ভালো মনে কর' বলিয়া অনুমতি দিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান মেঘিয় পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া জন্তুগ্রামে ভিক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভোজনান্তে ক্রিমিকালা নদীর তীরে গিয়া পুনঃপুন চংক্রমণ ও পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রসাদজননী রমনীয় এক আম্রকানন দেখিলেন। প্রসাদজননী রমণীয় এক আম্রকানন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই আম্রকানন কতই প্রসাদজননী! কতই রমণীয়া! যেই কুলপুত্র ধ্যান লাভের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহার ধ্যানের নিমিত্ত ইহাই উপযুক্ত স্থান। ভগবান আমাকে অনুমতি দিলে আমি এই আম্রকাননে ধ্যানার্থ আসিব।

তৎপর আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে পাত্রচীবর লইয়া জন্তুগ্রামে ভিক্ষায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় ভিক্ষা করিয়া ভোজনান্তে ফিরিবার সময় ক্রিমিকালানদীর তীরে গমন করিলাম। সেখানে পদব্রজে পুনঃপুন চংক্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, 'প্রসাদজননী... আসিব।' ভন্তে ভগবান, যদি আমাকে অনুমতি দেন তবে আমি এই আম্রবনে ধ্যানের জন্য যাই। আয়ুষ্মান মেঘিয় এইরূপ বলিলে ভগবান তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মেঘিয়, এখন আমি একাকী, অন্য কোনো ভিক্ষুর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

আয়ুষ্মান মেঘিয় পুনরায় ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে ভগবান, আপনার অধিক কিছু করণীয় নাই, যাহা করিয়াছেন তাহারও পরিহানি নাই; আমার কিন্তু ভন্তে, আরও করণীয় রহিয়াছে, যাহা করিয়াছি তাহারও পরিহানি আছে। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি দেন, আমি সেই আম্রকাননে যোগসাধনের জন্য যাই।' (এই) দ্বিতীয়বারেও ভগবান আয়ুষ্মান মেঘিয়কে বলিলেন, 'হে মেঘিয়, আমি একাকী, অপর কোনো ভিক্ষুর আগমন পর্যন্ত

তুমি অপেক্ষা কর।'

তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে পূর্ব্ববৎ 'ভন্তে ভগবান, আপনার অধিক কিছু করণীয় নাই... ইত্যাদি বলিয়া যোগসাধনের জন্য যাইতে প্রার্থনা করিলেন।' তৃতীয়বারে ভগবান বলিলেন, 'হে মেঘিয়, যখন ধ্যানার্থ যাইতে চাহিতেছ। তখন আর কী বলিব। যদি সময় মনে কর, তবে তা-ই কর।'

অনন্তর আয়ুষ্মান মেঘিয় আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেই আম্রকাননের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় গিয়া আম্রকাননে প্রবেশপূর্বক এক বৃক্ষমূলে দিবাধ্যানে বসিলেন। সেই আম্রকাননে ধ্যান করিবার সময় তাঁহার কামচিন্তা, ক্রোধচিন্তা ও হিংসাচিন্তা বার বার বেশিভাবে মনে উঠিতে লাগিল। তখন আয়ুষ্মান মেঘিয় ভাবিলেন, 'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! আমি শ্রদ্ধা করিয়া গৃহ হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, অথচ কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক ও বিহিংসাবিতর্ক—এই তিন পাপজনক অকুশল বিতর্কের দ্বারা পুনঃপুন আবদ্ধ হইতেছি।

তৎপর সন্ধ্যার সময় আয়ুষ্মান মেঘিয় ধ্যান হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট গমন করিলেন; গিয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন এবং বলিলেন, 'ভন্তে, আমার সেই আম্রকাননে বিহার করিবার সময় কামবিতর্কাদি তিনটি পাপজনক অকুশল বিতর্ক বহুল পরিমাণে মনে উঠিতে লাগিল। তখন আমি ভাবিলাম, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! আমি শ্রদ্ধার সহিত গৃহ হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। অথচ কামবিতর্কাদি এই পাপজনক অকুশল বিতর্কের দ্বারা পুনঃপুন আসক্ত হইতেছি। [তখন ভগবান আয়ুষ্মান মেঘিয়কে উপদেশ দিতে লাগিলেন :]

হে মেঘিয়, চিত্তবিমুক্তি বা অর্হত্ত্বফলসমাধি অপূর্ণ থাকিলে পাঁচটি ধর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। সেই পাঁচটি ধর্ম কী কী?

(১) হে মেঘিয়, এই বুদ্ধশাসনে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিমুক্তি লাভ করিতে পারে না তখন কল্যাণমিত্র বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হয়, কল্যাণমিত্রের সাহায্য লইতে হয় এবং তিনি যাহা বলেন কায়মনে তদনুযায়ী আচরণকারী হইতে হয়। হে মেঘিয়, অমুক্তচিত্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ চিত্তবিমুক্তি লাভ করিবার জন্য প্রথম উপায় এই কল্যাণমিত্রতা।

(২) হে মেঘিয়, দ্বিতীয়ত, ভিক্ষুকে শীলবান হইতে হয়, বিনয়শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়। চলাফেরা আচার-গোচর সুন্দর করিতে হয়; অল্পমাত্র পাপেও ভীত হইতে হয় এবং শিক্ষাপদ সকল গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ শিক্ষা করিতে হয়। হে মেঘিয়, অনর্হতের অর্হৎ হইবার জন্য এইটি দ্বিতীয়

ধর্ম।

(৩) হে মেঘিয়, তৃতীয়ত, এমন সকল আলাপ করিতে হয় যাহাতে মন নিষ্পাপ ও উন্মুক্ত হয়, সংসার দুঃখে একান্ত উৎকণ্ঠিত হয় এবং সংসারে অভিরতি ও আসক্তিহীন হয় এবং যাহা চিত্তের নিরোধ ও উপশম আনয়ন করে, আর যাহা বিশেষ জ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ প্রদান করে। উক্ত প্রকারের বাক্যালাপ ইচ্ছামতে সহজে বেশিভাবে লাভ করিতে পারিলে চিত্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। চিত্তবিমুক্তি লাভের উপায়স্বরূপ ইহা তৃতীয় ধর্ম। এই প্রকারে কথাবার্তা বলা উচিত; যথা :

(ক) অপ্পিচ্ছকথা : তৃষ্ণাবহুল না হওয়ার জন্য পরস্পর আলাপ করিবে, পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ দিবে।

(খ) সন্তুট্‌ঠিকথা : ধর্মত যাহা উপার্জন কর তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য বাক্যালাপ করিবে।

(গ) পবিবেককথা : বিবেকস্থানে বা নির্জনে থাকা—কায়বিবেক; কামচিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ধ্যানস্থ করা—চিত্তবিবেক এবং পঞ্চস্কন্ধের কোনোটিকেই আমি বা আমার বলিয়া মনে না করিয়া ওই সকল হইতে পৃথক হওয়া—উপাধিবিবেক। এই তিন বিবেকের কথা কহিবে।

(ঘ) স্ত্রীসংসর্গ না করিবার কথা কহিবে।

(ঙ) ধর্মবীর্য-উৎপাদক কথা কহিবে।

(চ) শীলকথা কহিবে।

(ছ) সমাধিকথা কহিবে।

(জ) জ্ঞানের আলোচনা করিবে।

(ঝ) অর্হত্ত্বফল ও নির্বাণবিষয়ক কথা বলিবে।

(ঞ) এবং সকল লব্ধধর্ম পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিবে।

(৪) হে মেঘিয়, পুনঃ ভিক্ষুকে পাপ পরিত্যাগের ও পুণ্য লাভের জন্য উৎসাহী, শক্তিমান ও দৃঢ়পরাক্রমশালী হইয়া বিচরণ করিতে হয় এবং কুশল ধর্মে ধুরবান বা সর্বদা নিষ্পাপ ধর্মপরায়ণ হইতে হয়। ইহা অনর্হতের অর্হত্ত্বফল লাভের চতুর্থ উপায়।

(৫) হে মেঘিয়, পুনঃ ভিক্ষুকে জ্ঞানবান হইতে হয়, স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়-জ্ঞানদায়িনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইতে হয়, যেই জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ সম্মুখীভূত হয়, সাংসারিক আনন্দ নাশ হয় ও সম্যকরূপে দুঃখের ক্ষয়সাধন হয় সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। হে মেঘিয়, অনর্হতের অর্হত্ত্ব লাভের এইটি পঞ্চম উপায়।

হে মেঘিয়, যে ভিক্ষু সদ্‌গুরু সেবা করে, কল্যাণমিত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, সদ্‌গুরুর প্রতি যাহার বেশি টান, সে-ই আশা করিতে পারে যে, সে শীলবান হইতে পারিবে। যেই প্রকার আচরণ করিলে চতুরপায় ও সংসারাবর্ত দুঃখ হইতে মুক্তি পায়, সেই প্রাতিমোক্ষ সংযমে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অল্পমাত্র পাপেও ভয়সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে বলিয়া সদ্‌গুরুসম্পন্ন ভিক্ষুই আশা করিতে পারে।

হে মেঘিয়, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, সদ্‌গুরুসম্পন্ন ভিক্ষুই আশা করিতে পারে যে, সে শীলবান, প্রাতিমোক্ষসংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, পাপভীরু হইবে, শীল গ্রহণ করিয়া পালন করিবে, মনের পবিত্রতাসাধক চিত্তের বিকাশক একান্ত নিষ্কৃতি, বিরাগ, নিরোধ ও শান্তির আবাহক অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণদায়ক দশবিধ কথামার্গ ইচ্ছামতো সহজে বহুল পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে। সেই দশবিধ কথামার্গ এই :

(ক) অনিচ্ছাকথা : ভোগবিলাসে অনিচ্ছা, ধুতাঙ্গধারী জনোচিত অনিচ্ছা, অপরকে নিজের পাণ্ডিত্য জানাইতে অনিচ্ছা, অলৌকিক গুণধর্ম লাভ হইলেও উহা অপরকে জানাইবার অনিচ্ছা—এই চারি প্রকারের অনিচ্ছা। পালিতে আছে 'অপ্পিচ্ছা' বা অল্প ইচ্ছা এস্থলে 'অল্প' অভাবার্থে অতএব অনিচ্ছা, **(খ) সন্তুষ্টিকথা, (গ) বিবেককথা, (ঘ) অসংসর্গকথা**, (ভাবার্থ পূর্বে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে) **(ঙ) উদ্যোগারম্ভকথা, (চ) শীলকথা, (ছ) সমাধিকথা, (জ) প্রজ্ঞাকথা, (ঝ) বিমুক্তিকথা, ও (ঞ) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা।**

হে মেঘিয়, কল্যাণমিত্রসেবী, কল্যাণসহায় ও কল্যাণমিত্রের প্রতি চিত্তাকর্ষণসম্পন্ন ভিক্ষুই আশা করিতে পারে যে, সে পাপত্যাগ ও পুণ্য বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ-উদ্যোগসম্পন্ন হইবে, শক্তিমান ও দৃঢ়পরাক্রমশালী হইবে, কুশলধর্ম লাভে ধুর ত্যাগ করিবে না।

হে মেঘিয়, কল্যাণমিত্রসেবী, কল্যাণসহায় ও কল্যাণমিত্রের প্রতি চিত্তাকর্ষণসম্পন্ন ভিক্ষুই আশা করিতে পারে যে, যেই জ্ঞানের দ্বারা উদয়াস্ত সম্বন্ধে জানা যায়, আর্যনির্বাণ লাভ ও সম্যক দুঃখের ক্ষয় করা যায় সেই জ্ঞানে জ্ঞানবান হইবে। হে মেঘিয়, সেই ভিক্ষুর এই পঞ্চধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর চারিটি ধর্ম ভাবনা করা প্রয়োজন।

(১) কামাসক্তি ত্যাগের জন্য অশুভ ভাবনা বা শরীরের অশুচির বিষয় ভাবনা করা প্রয়োজন।

(২) ক্রোধ পরিত্যাগের জন্য মৈত্রী ভাবনা করা আবশ্যক।

(৩) বিতর্কচ্ছেদ করিবার জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা করিতে হইবে।

(৪) আমিত্বমান সমুদ্ঘাটন বা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করা কর্তব্য।

হে মেঘিয়, যে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করে তাহার অনাত্মসংজ্ঞা সুন্দররূপে স্থিত থাকে। অনাত্মসংজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষুর আমিত্বমান উচ্ছিন্ন হয়। ইহাই ইহলোকে প্রত্যক্ষ নির্বাণ। মিথ্যাবিতর্ক বা দুশ্চিন্তারূপ চোরগণ আয়ুষ্মান মেঘিয়ের ধর্মধন হরণ করিতেছে—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ক্ষুদ্র—হীন কাম-তর্কগণ,
উপজি অস্থির করে মানবের মন।
সূক্ষ্ম—দেশ জ্ঞাতির চিন্তায়,
হৃদয় উদ্বেল স্থৈর্যহীন হয়ে যায়।
পরিজ্ঞাত নহে তাহা নরে,
ভ্রান্ত চিত্ত ভ্রমে সদা ভব-ভবান্তরে।
স্মৃতিমান বীর যেই জন,
সেই কুবিতর্ক জেনে করে সংবরণ।
চিত্ত ধ্বংসি উহা না জন্মিতে,
করেছেন ত্যাগ বুদ্ধ অশেষ রূপেতে। প্রথম।

২. উদ্ধত সূত্র

৩২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কুশীনগরে মল্লদিগের শালবনে সেই অংশে বিহার করিতেছিলেন, যেখানে শালতরুরাজি বক্রভাবে সারি বাঁধিয়া তিন দিক জুড়িয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের কাছাকাছি এক বনবিহারে বাস করিতেছিল। তাহারা অশান্ত, অহংকারী, চঞ্চল, মুখর, বৃথা বাগাড়ম্বরকারী, স্মৃতিহীন, জ্ঞান ও ধ্যানশূন্য, ভ্রান্তচিত্ত এবং অসংযতেন্দ্রিয়। ভগবান সেই অশান্ত... অসংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষুদিগকে তাঁহার কাছে এক বনবিহারে বাস করিতে দেখিলেন।

ভগবান ওই বিষয় জানিতে পারিয়া তৎকালে এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন :

অসংযত কায় আর মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত যেই জন,
তন্দ্রালস্যে অভিভূত, মারবশে করে সে গমন।
কর তাই চিত্ত সংরক্ষণ,
সম্যক সংকল্প সদা কর আলম্বন;

সম্মুখে সম্যক দৃষ্টি নিয়ে,
উদয়-বিলয় পঞ্চস্কন্ধের জানিয়ে,
তন্দ্রালস্য পরাভব করি,
সকল দুর্গতি ভিক্ষু, যাও পরিহরি। দ্বিতীয়।

৩. গোপালক সূত্র

৩৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কোশল দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক ভিক্ষু ছিলেন। অনেক দূর পথভ্রমণের পর তিনি রাস্তা হইতে নামিয়া এক গাছের তলায় গিয়া এক সজ্জিত আসনে বসিলেন।

তৎকালে এক গোপালক ভগবানের কাছে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিল। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই গোপালককে ভগবান ধর্মকথায় কর্তব্যাকর্তব্য দেখাইয়া তাহার ধর্ম-কর্মে ইচ্ছা জন্মাইলেন এবং এই বিষয়ে তাহাকে খুব উত্তেজিত ও অতি আনন্দিত করিলেন। সে ভগবানের উপদেশ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞাত হইয়া পুণ্য করিতে ইচ্ছুক হইল। ধর্মাচরণে অতি উত্তেজিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া গোপালক ভগবানকে বলিল, ‘ভগবান, ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।’ ভগবান মৌনভাবে তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। তৎপর ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া সেই গোপালক আসন হইতে উঠিল এবং ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সেই গোপালক বহু পরিমাণে জলবিহীন পায়স ও নূতন ঘৃত প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে নিবেদন করিল, ‘ভন্তে, সময় হইয়াছে, আহার প্রস্তুত হইয়াছে।’ অনন্তর ভগবান প্রাতঃকালে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত গোপালকের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি সজ্জিত আসনে বসিলেন। তখন গোপালক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সেই জলবিহীন পায়স ও নূতন ঘৃত স্বহস্তে উৎসর্গ ও পরিবেশন করিল। ভোজন শেষ হইলে ভগবান মুখ-হাত ধুইয়া যখন বসিলেন, তখন গোপালক একখানি নিচু আসন লইয়া ভগবানের পাশে বসিল। ভগবান তখন তাহাকে ধর্মকথায় কর্ম ও কর্মফলাদি দেখাইলেন, জ্ঞান ও সুমতি জন্মাইলেন, ধর্ম-কর্মে আলস্যবিহীন হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন এবং ত্রিরত্ন গুণ প্রভাবে তৎকৃত পুণ্যবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অনন্ত দুঃখসকল ধ্বংস হইয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত ও

সন্তুষ্ট করিলেন। তৎপর গোপালক ভগবানকে আগুবাড়াইয়া দিল। ভগবান চলিয়া গেলে গোপালকের কোনো এক শত্রু তাহাকে ফিরিবার পথে দুই গ্রামের মধ্য সীমায় মারিয়া ফেলিল।

তাহা শুনিয়া কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ভন্তে, যেই গোপালক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে জলবিহীন পায়স ও নূতন ঘৃত স্বহস্তে পরিবেশন করিয়াছিল, তাহাকে দুই গ্রামের মধ্য সীমায় কোনো এক ব্যক্তি মারিয়া ফেলিয়াছে।

শত্রু ইহজন্মের দেহমাত্র পাত করিতে পারে; কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসঙ্কল্প ইত্যাদি অকুশলকর্ম বার বার নরকে ফেলিয়া মহাদুঃখানলে দগ্ধ করে—ভগবান এই অর্থ বিদিত হইয়া তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বিদ্রোহীর দ্রোহী, বৈরীদের বৈরী, করে ক্ষতি যা বিনাশ,
মিথ্যায় স্থাপিত চিত্ত তার চেয়ে বেশি করে সর্বনাশ। তৃতীয়।

৪. যক্ষপ্রহার সূত্র

৩৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান যেখানে রাজগৃহ নগর, যেখানে কাঠবিড়াল পরিপূর্ণ বাঁশবন, তত্রস্থ বেলুবন-আরাম নামক বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন 'কপোতকন্দর' নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান সারিপুত্র জ্যোৎস্না রাত্রিতে খোলা জায়গায় কেশ ছেদনের অল্প পরে বসিয়া কোনো এক সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

সেই সময় দুইজন যক্ষ-বন্ধু উত্তর দিক হইতে কোনো কার্যোপলক্ষে দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল। যক্ষবন্ধুদ্বয় দেখিল, আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেদিন মাত্র মাথার চুল কামাইয়া জ্যোৎস্না রাত্রে খোলা স্থানে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখাইয়া একজন যক্ষ দ্বিতীয় যক্ষকে বলিল, 'শ্রমণের মাথায় প্রহার করিতে আমার ইচ্ছা হয়?' দ্বিতীয় যক্ষ বলিল না, না, উঁনাকে প্রহার করিও না, উনি শীলাদি গুণে অতি গুণবান, মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী। প্রথম যক্ষটি দুই-তিনবার সেইরূপ প্রহারকরণের কথা বলিল, দ্বিতীয় যক্ষটিও দুই-তিনবার তাহাকে উক্ত প্রকারে বারণ করিল।

তৃতীয়বারেও তাহার নিষেধ না মানিয়া সে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মাথায় প্রহার করিল। আঘাতটি এত গুরুতর হইল যে উহাতে সাত হাত বা সাড়ে সাত হাত হাতীও মাটিতে ঢুকিয়া যাইত, মহাপর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া

যাইত। তখনই সেই যক্ষটি 'জ্বলিতেছি জ্বলিতেছি' বলিতে বলিতে মাটি ফাটিয়া অবীচি মহানরকে পড়িয়া গেল।

আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন দিব্যচক্ষে উহা দেখিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বন্ধো, আপনি ভালো আছেন কি? আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, 'হ্যাঁ বন্ধু, ভালো আছি, তবে মাথায় একটু ব্যাথা পাইয়াছি।'

'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! যে আপনি এতই মহাঋদ্ধিমান, মহাশক্তিশালী। বন্ধু সারিপুত্র, এক যক্ষ আপনার মাথায় এত গুরুতর একটা আঘাত করিয়াছিল যে সাত হাত বা সাড়ে সাত হাত হাতিও ওই আঘাতে মাটিতে ঢুকিয়া যাইবে; মহাপর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে; অথচ আপনি ভালো আছেন, মাথায় সামান্য ব্যথা পাইয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন।'

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু মোদ্গাল্লায়ন, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! আপনি এত মহাঋদ্ধিমান মহাশক্তিশালী যে যক্ষ পর্যন্ত দেখিতেছেন, আমি এখন পাংশুপিশাচও দেখিতেছি না।'

দূর হইতেই ভগবান উভয় মহাক্ষীণাসবের আলাপ শুনিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমাধিবহুলতাহেতু এত ঋদ্ধিমহন্ততা লাভ করিয়াছিলেন, ভগবান এই অর্থ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

কম্পিত নহে চিত্ত যাহার শৈলের মতো স্থির,
রঞ্জিত নহে রাগের স্থানে, ক্রোধের স্থানে ধীর;
কোথা দুঃখ যার ভাবিত এমন চিত্ত সুগম্ভীর! চতুর্থ।

৫. নাগ সূত্র

৩৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে বাস করিতেছিলেন। তখন ভগবানকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামন্ত্রী, তীর্থিয় (নানা মত, নানা দৃষ্টির প্রচারক) ও তীর্থিয়শ্রাবকেরা পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত। ইহাতে তাঁহার দুঃখ ও অসুবিধা হইল। তখন ভগবান চিন্তা করিলেন, 'আমি এখন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামন্ত্রী, তীর্থিয় ও তীর্থিয় শ্রাবকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে ও অসুবিধায় আছি। আমি এই জনমণ্ডলী হইতে পৃথক হইয়া একাকী বাস করিব।'

অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কৌশাম্বীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া

আহারকার্য শেষ হইলে স্বয়ং বিছানা ও আসনাদি তুলিয়া রাখিয়া, সেবক আনন্দকেও না ডাকিয়া, ভিক্ষুসংঘকেও না বলিয়া, সঙ্গে কাহাকেও না লইয়া পারিলেয় বনে যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত পর্যটন করিতে করিতে তিনি পারিলেয় বনে উপস্থিত হইলেন। এখন ভগবান পারিলেয় বনে রক্ষিত বন নামক ঘন বনাংশে ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে বাস করিতেছেন।

অন্য একটি বড় হস্তীও হস্তী-হস্তিনী, হস্তীবালকও হস্তীশিশুসকল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিল, তাহাকে ছিন্নাগ্র তৃণ খাইতে হইত, তাহার ভাঙা ডালপালা পরে খাইয়া ফেলিত, তাহাকে ঘোলা জল পান করিতে হইত। স্নান করিয়া উঠিলে হস্তিনীসকল গা ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইত। সেও তজ্জন্য দুঃখে ও অসুবিধায় কাল কাটাইতেছিল। সেই হস্তীও ভাবিল, 'আমি এখন হস্তী, হস্তিনী, হস্তীবালক ও হস্তীশিশুসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বড় দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ছিন্নাগ্র তৃণ খাইতে হইতেছে ও ঘোলা জল পান করিতে হইতেছে। স্নান করিয়া উঠিলেও হস্তিনীসকল গাঁ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে হস্তী-পরিবেষ্টিত হইয়া আমি বড় দুঃখে ও আসুবিধায় কাল কাটাইতেছি।' অনন্তর সেই হস্তীনাগও দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয় বনে রক্ষিত গহনের দিকে গমন করিল। সেই হস্তী রক্ষিত বনে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে ভগবানের বাসস্থান তৃণবিহীন করিত। পানীয় ও ভোগ্যজল স্থাপন করিত।

একদিন বিজনে ধ্যান করিবার সময় ভগবান ভাবিলেন, 'আমি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বড় দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম; এখন তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া সুখে ও নিরাপদে বাস করিতেছি।'

সেই হস্তীটিও ভাবিল, 'আমি পূর্বে হস্তী-হস্তিনী, হস্তীবালক ও হস্তীশিশু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বড় দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম, এখন তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া সুখে বিচরণ করিতেছি, নূতন তৃণ খাইতেছি, আমার ভগ্ন ডালপালা অপরে খাইতেছে না, নির্মল জল পান করিতেছি। স্নানান্তে হস্তিনীসকলও আর গাঁ ঘেঁষিয়া যাইতেছে না।

তখন ভগবান স্বীয় বিবেকপ্রিয়তা এবং সেই হস্তীনাগের বিবেকপ্রিয়তা বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

নাগ জিন সনে এই ঈষাদন্ত মাতঙ্গের চিত,
মিলিতেছে পরস্পর বনে হয়ে একাকী রমিত। পঞ্চম।

৬. পিণ্ডোল সূত্র

৩৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করেন। তৎকালে একদিন আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ শরীর সোজা করিয়া পর্যঙ্কবন্ধনপূর্বক [পদ্মাসন করিয়া] ভগবানের অনতিদূরে বসিয়াছিলেন। তিনি অরণ্যবাসী, ভিক্ষাজীবী, পাংশুকূলবস্ত্রধারী, ত্রিচীবরধারী, বিতৃষ্ণ, সন্তুষ্ট, বিবেকস্থ, সঙ্গহীন, ধর্মবীর্যসম্পন্ন ও অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তিতে নিরত। ভগবান দেখিলেন যে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ অরণ্যবাসী, ভিক্ষাজীবী, পাংশুকূলবস্ত্রধারী, বিতৃষ্ণ, সন্তুষ্ট, বিবেকস্থ, সঙ্গহীন, ধর্মবীর্যসম্পন্ন ও অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তিতে নিরত হইয়া ভগবানের অনতিদূরে শরীর সোজা করিয়া পর্যঙ্কবন্ধন করিয়া বসিয়া আছেন।

তাহা দেখিয়া তৎকালে ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

অনিন্দন, অঘাতন, প্রাতিমোক্ষে সংবরণ,
ভোজনের মাত্রাজ্ঞান, ভজন বিবেকাসন,
অধিচিত্তে অনুযোগ, বুদ্ধদের এ শাসন। ষষ্ঠ।

৭. সারিপুত্র সূত্র

৩৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অনতিদূরে সোজা শরীরে পর্যঙ্কাসনে [পদ্মাসনে] উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, বিবেকস্থ, সংস্রবশূন্য, দৃঢ়বীর্য ও অর্হত্ত্বফলসমাপত্তিতে নিরত। ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে উক্ত প্রকারে তাঁহার কাছে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

হেলা যিনি না করেন অধিচিত্ত-ধ্যানে,
যেই মুনি শিক্ষারত আর্যমার্গজ্ঞানে,
হেন শান্ত নির্বিকার অর্হতের পাশে,
সদা স্মৃতিমানে সব শোক নাহি আসে। সপ্তম।

৮. সুন্দরী সূত্র

৩৮. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ ভক্তগণের খুব গৌরব-সৎকার, পূজা-সম্মান

ও সেবা-শুশ্রূষা পাইতেছিলেন; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ওষুধ-পথ্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে লাগিলেন। তীর্থিয় পরিব্রাজকদের গৌরব-সৎকার, পূজা-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষা লাভ কমিয়া গেল।

তখন সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা ভগবানের এবং ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগ্নি, তুমি জ্ঞাতিগণের একটি উপকার করিতে পারিবে কি?'

সুন্দরী : হে আর্যগণ, কী করিতে হইবে? আমি কী করিতে পারিব? জ্ঞাতিগণের জন্য আমি জীবনও দান করিয়াছি।

পরিব্রাজকগণ : ভগ্নি, তাহা হইলে তুমি সর্বদা জেতবনে গমন কর। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকা তীর্থিয়গণকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং তারপর হইতে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে লাগিল। যখন তাহারা জানিল যে অনেক লোক সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে দেখিয়াছে; তখন তাহারা তাহাকে বধ করিয়া জেতবনে দীর্ঘ খাত খনন করিয়া তাহাতে পুতিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে গিয়া বলিল, 'মহারাজ, সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে দেখা যাইতেছে না।'

রাজা : কোথায় আছে বলিয়া তোমাদের সন্দেহ হয়?

পরিব্রাজক : মহারাজ, জেতবনে আছে বলিয়া মনে হয়।

রাজা : তাহা হইলে জেতবনে অনুসন্ধান কর। অতঃপর সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা জেতবনে অনুসন্ধান করিতে করিতে যেই পরিখা কূপে পুতিয়াছিল, তাহা হইতে সুন্দরীর মৃতদেহ বাহির করিল এবং এক খাটে উহা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে লইয়া গেল। তথায় তাহারা রাস্তা হইতে রাস্তায়, তেমাথা রাস্তা হইতে তেমাথা রাস্তায় শবটি দেখাইয়া লোকদিগের কাছে ভিক্ষুসংঘের নিন্দা রটাইতে লাগিল। মহাশয়গণ, দেখুন শাক্যপুত্রগণের কর্ম। এই সকল শ্রমণ শাক্যপুত্র নির্লজ্জ, দুঃশীল, পাপী, মিথ্যাবাদী ও অব্রহ্মচারী। তাহারাও নাকি আবার বলে যে, আমরা ধর্মচারী, সংযতাচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান ও কল্যাণধর্মা। ইহাদের শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব নাই। কোথায় ইহাদের শ্রামণ্য? কোথায় ইহাদের ব্রাহ্মণ্য? শ্রমণত্ব-ব্রাহ্মণত্ব হইতে ইহারা স্খলিত। পুরুষ পুরুষের কার্য করিয়া স্ত্রীলোকটিকে প্রাণে মারিবে কেন?

অতঃপর লোকেরা শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুগণকে দেখিলে উক্ত প্রকারে অসভ্য কথায় কর্কশভাবে আক্রোশ, গালাগালি, দ্বেষ [রোষ] ও বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অনেকজন ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে ভিক্ষায় প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষা করা শেষ

হইলে ফিরিয়া আসিয়া আহারকৃত্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপর তাঁহারা ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বসিলেন। এবং এখন শ্রাবস্তীতে লোকেরা ভিক্ষু দেখিলে যে কীরূপে অসভ্য কথায় কর্কশভাবে গালাগালি করিতেছে সেই সকল নিবেদন করিলেন।

ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই অপবাদ দীর্ঘকাল থাকিবে না। সপ্তাহমাত্র থাকিবে। সপ্তাহের পর চলিয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে যাহারা ভিক্ষু দেখিয়া অসভ্য কথায় কর্কশ বাক্যে আক্রোশ ও গালাগালি করে, রোষ ও বিদ্বেষ করে, তাহাদিগকে তোমরা এই গাথায় প্রত্যুত্তর দিও :

মিথ্যাবাদী লোক হয় নরকে পতিত,
আর যে করিয়া বলে 'নহে মম কৃত'
এইরূপ হীনকর্মা মানব উভয়
পরলোক গিয়া সমফলভাগী হয়।

অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট এই গাথা শিখিয়া ভিক্ষু-আক্রোশকারী লোকদিগকে এই গাথায় প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন :

মিথ্যাবাদী লোক হয় নরকে পতিত,
আর যে করিয়া বলে নহে মম কৃত।
এইরূপ হীনকর্মা মানব উভয়,
পরলোকে গিয়া সম ফলভাগী হয়।

তখন লোকদের মনে এই ভাব আসিল, 'এই শ্রমণ শাক্যপুত্রগণ এইরূপ কর্মকারী নহেন, এই কর্ম ইঁহারা করেন নাই বলিয়া শপথ করিতেছেন।' তখন সেই অকীর্তি শব্দ আর রহিল না, সপ্তাহমাত্র ছিল তারপর চলিয়া গেল।

অনন্তর অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং ভগবানকে বলিলেন, ভন্তে, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! ভগবান যে কহিয়াছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, এই অপবাদ দীর্ঘকাল থাকিবে না, সপ্তাহমাত্র থাকিবে, তারপর চলিয়া যাইবে।' তাহা খুব ঠিকই বলিয়াছেন।

মূর্খগণের মিথ্যা দোষারোপন ধীর, পণ্ডিতগণ সকল সহ্য করিতে পারেন—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

অসংযত জন করে বিদারণ পরুষবচন বাণে;
সংগ্রামে আগত মাতঙ্গে যেমন প্রতিযোদ্ধা শর হানে।

শুনিয়া তেমন কর্কশ বচন বলিতে কোনো জনে,
ভিক্ষু ক্ষেমকামী সহিবে সেসব বিদ্বেষবিহীন মনে। অষ্টম।

৯. উপসেন সূত্র

৩৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের অন্তর্গত 'কলন্দক নিবাপ' নামক স্থানে বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে একদিন বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণের পুত্র আয়ুষ্মান উপসেনের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল : 'কী ভাগ্য আমার! কত সৌভাগ্য আমার! যেহেতু আমার উপদেষ্টা শাস্তা স্বয়ং ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। এমন সুদেশিত ধর্ম-বিনয়ে আমি আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত, আমার সঙ্গী ব্রহ্মচারীগণও শীলবান সদ্ধর্মপরায়ণ, আমিও শীলপালনকারী, সমাধিস্থ, একাগ্রচিত্ত, অর্হৎ, ক্ষীণাসব, মহাঋদ্ধি ও শক্তিসম্পন্ন, ধন্য আমার জীবন; ধন্য আমার মরণ।'

তখন ভগবান চিত্তের দ্বারা উপসেন বঙ্গান্ত তনয়ের চিত্ত জানিয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

জীবন যাহারে, নাহি দেয় তাপ, মরণেও শোক হয় না যার,
দেখেছে সে ধীর অমৃতের পদ— শোক মাঝে শোক হয় না তার।
উচ্ছিন্ন করেছে তৃষ্ণা ত্রিভবের হেন শান্তচিত ভিক্ষুর আর
জন্ম নাহি হয়; সকল সংসারে পুনঃ আগমন রহিত তার। নবম।

১০. সারিপুত্র উপশম সূত্র

৪০. সেই সময়ে একদিন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অল্পদূরে পর্যঙ্কাসনে ঋজুদেহে, তাঁহার ক্লেশ উপশমের বিষয় পুনরায় চিন্তা করিতে করিতে বসিয়াছিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এইভাবে উপশম লাভের বিষয় চিন্তা করিতে দেখিয়া, তৎকালে এই অর্থ বিদিত হইলেন যে তাঁহার অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের অপরিমিত পারমিতা জ্ঞানপ্রভাবে সকল ক্লেশ অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, উনি ওই সকল গুণ প্রত্যবেক্ষণ বা পুনর্দর্শন করিতেছেন—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

চিত্ত যার উপশান্ত তৃষ্ণা যার হয়েছে ছেদন,
ক্ষীণ তার জন্মভব মুক্ত তিনি মারের বন্ধন। দশম।

[মেঘিয় বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মেঘিয়, উদ্ধত, গোপালক, যক্ষ, নাগ, পিণ্ডোল,
সারিপুত্র, সুন্দরী, উপসেন, বঙ্গান্ত পুত্র ও উপশম দশম।

৫. সোণ বর্গ

১. প্রিয়তর সূত্র

৪১. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মল্লিকা দেবীর সহিত রাজপ্রাসাদের উপরিতলে উঠিয়া রাণীকে বলিল, 'হে মল্লিকে তোমার নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ আছে কি?'

মল্লিকা : 'মহারাজ, আমার নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই। আপনার নিজের চেয়ে প্রিয় কেহ আছে কি?'

রাজা : 'মল্লিকে আমারও নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই।'

তৎপর কোশলরাজ প্রাসাদ হইতে নামিয়া ভগবানের নিকট গেল এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিল। একপার্শ্বে বসিয়া কোশলরাজ ভগবানকে বলিল :

ভন্তে, আমি মল্লিকা দেবীর সহিত প্রাসাদের উপরিতলে উঠিয়া মল্লিকা দেবীকে বলিলাম, 'হে মল্লিকে, তোমার নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ আছে?' সে বলিল, 'মহারাজ আমার নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই। আপনার নিজের চেয়ে প্রিয় কেহ আছে কি?' আমি মল্লিকা দেবীকে বলিলাম, 'মল্লিকে, আমার নিজের চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই।'

তখন এই সংসারে জীবগণের যে আপন হইতে প্রিয় কেহ নাই—এই অর্থ সর্বতোভাবে বিদিত হইয়া ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সকল দিকেতে করিয়া সন্ধান মনে মনে,
কোথাও দেখি না আপনার চেয়ে প্রিয়জনে।
পরের বিভিন্ন আত্মা এইরূপ প্রিয় অতি,
আত্মকামী তাই হিংসা করিও না পর প্রতি। প্রথম।

২. অল্পায়ু সূত্র

৪২. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান আনন্দ একদিন বিকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া ভগবানের

নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে বসিয়া তিনি ভগবানকে বলিলেন, ভন্তে ভগবান, আপনার মাতা যে এত অল্পায়ু ছিলেন উহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত, ভগবানের জন্মের সপ্তাহকাল পরেই ভগবানের মাতা দেহত্যাগ করিয়া তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন!

ভগবান বলিলেন, 'হ্যাঁ আনন্দ, বোধিসত্ত্বগণের মাতাগণ অল্পায়ুই হয়! তাঁহাদের জন্মের সপ্তাহকাল পরেই দেহত্যাগ করিয়া তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে।

সকল জীবেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এই মরণানুস্মৃতিরূপ অর্থ সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইয়া ভগবান তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

করিবে যেসব জীব জনম গ্রহণ,
আর যারা দেহ ত্যজি করিবে গমন,
সবি সে ভঙ্গুর বলে জানিয়া পণ্ডিত,
বীর্যবান ব্রহ্মচর্য করিবে পালন। দ্বিতীয়।

৩. সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী সূত্র

৪৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে কলন্দক নিবাপ নামক স্থানে বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে রাজগৃহে সুপ্রবুদ্ধ নামক এক কুষ্ঠরোগী ছিল। সে গরিব, অতি দীনদরিদ্র। একদিন ভগবান ধর্মদেশনা করিতে করিতে বহুসংখ্যক লোক পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী সেই একত্রিত মহাজনসংঘকে দূর হইতে দেখিল। দেখিয়া তাহার আশা হইল, নিঃসন্দেহ ওখানে কোনো খাদ্য বণ্টন করা হইতেছে। আমিও সেই জনতার ভিতর যাইয়া কিছু খাদ্য-ভোজ্য পাইতে পারিলে ভালো হয়।

অতঃপর সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী সেই মহাজনমণ্ডলীর নিকটবর্তী হইল, দেখিল ভগবান সেই বিশাল জনতায় ধর্মদেশনা করিতে করিতে উপবিষ্ট আছেন। তখন সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী ভাবিল, এখানে কোনো খাদ্য-ভোজ্য বিতরণ করা হইতেছে না, এই শ্রমণ গৌতম পরিষদে ধর্মদেশনা করিতেছেন, আমিও ধর্ম শুনিব। এই ভাবিয়া সে সেইখানে একপার্শ্বে বসিল।

ভগবান সকলের মনের ভাব জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কে তাঁহার ধর্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে উহা দেখিতে লাগিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, একমাত্র জনতায় উপবিষ্ট সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীই তাঁহার ধর্ম লাভে সমর্থ হইবে। ভগবান তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আনুক্রমিক উপদেশ দিতে

লাগিলেন; যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, জঘন্যতা ও কষ্টের কথা বলিলেন এবং নৈষ্ক্রম্যের গুণ বর্ণনা করিলেন। যখন ভগবান দেখিলেন যে সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীর মন সত্য বুঝিবার উপযুক্ত মৃদু, পঞ্চনীবরণবিহীন (কাম, ক্রোধ, তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য ও সন্দেহবিহীন) প্রসন্ন ও উৎফুল্ল হইয়াছে, তখন বুদ্ধগণের যাহা অসাধারণ ধর্মদেশনা তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যেমন নির্মল ধপধপে সাদা কাপড়ে রং দিলে উহাতে ভালোরূপে রং লাগে, তদ্রূপ পঞ্চনীবরণরূপ ময়লাবিহীন সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীর নির্মল চিত্তেও ধর্মের রং ধরিল। সেই আসনেই তাহার বিমল ধর্মচক্ষু লাভ হইল। সে ধর্ম দর্শন করিল, লাভ করিল, বুঝিল এবং ধর্মতত্ত্বে প্রবেশ করিল, তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল, ইহা কীরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই রহিল না। তাহাতে সে বুঝিতে পারিল যে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই বিনাশ হয়। সে কুশল ধর্মে পূর্ণতা লাভ করিল এবং বুঝিল, শাস্তার শাসন হইতে চ্যুত হইয়া এখন অপর শাস্তার আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সে আসন হইতে উঠিয়া শাস্তার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিল, ভন্তে, বড়ই সুন্দর! বড়ই অদ্ভুত! ভন্তে, আপনি যেন কোনো অধোমুখ পাত্রকে উপরমুখ করিলেন, বা কোনো ঢাকা জিনিসের যেন ঢাকনি খুলিয়া লইলেন বা পথভ্রষ্টকে যেন পথ দেখাইলেন কিংবা অন্ধকারে যেন তৈলের প্রদীপ ধারণ করিলেন, চক্ষুষ্মানেরা যেমন রূপ দেখে এইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আমি প্রাণের সহিত ভগবানের ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে আমাকে আজীবন আপনার শরণাগত উপাসক বলিয়া ধারণা করুন।

ভগবান সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীকে স্পষ্টভাবে ধর্মকথা দেখাইলেন, ধর্ম গ্রহণ করাইলেন এবং সদ্ধর্মপরায়ণ হইবার জন্য খুব উত্তেজিত এবং সন্তুষ্ট করিলেন। সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীও ভগবানের দেশনায় ধর্মকথা অবগত হইয়া ধর্মগ্রহণ ও তৎ প্রতিপালনে সমুত্তেজিত হইল এবং অতি সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় এক নবপ্রসূতি গাভী সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীকে শৃঙ্গাঘাতে মারিয়া ফেলিল।

অনন্তর অনেকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ভন্তে, যেই সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী ভগবানের নিকট দেশনা শুনিয়া ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং সমুত্তেজিত ও

সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছিল অদ্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরলোকে তাহার কী গতি হইয়াছে?

ভগবান : হে ভিক্ষুগণ, সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী পণ্ডিত। সে যথাধর্ম প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহাকে আমার ধর্ম লাভ করাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ, সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীর সৎকায়দৃষ্টি (পঞ্চস্কন্ধে নিত্য বলিয়া ধারণা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ও শীলব্রত পরামর্শ (বুদ্ধ ব্যতীত অবুদ্ধগণের প্রচারিত রীতিনীতি আদি পালনে মুক্তি আছে মনে করিয়া তাহা দৃঢ়গ্রহণ)—এই তিনটি সংযোজন (বন্ধন) সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াছে। আর তাহার অধঃপতন অসম্ভব, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ ধর্মযানের দ্বারা নীত হইতেছে। সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ সম্বোধি লাভের জন্য সে ভাবনায় রত।

ভগবান এইরূপ বলিলে অন্য একজন ভিক্ষু বলিলেন, ভন্তে, সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী কেন এত কাঙ্গাল দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল?

ভগবান : হে ভিক্ষুগণ, সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী পূর্বে এই রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে বাগানে গমনকালে তগরশিখী পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিয়া 'কে এই কুষ্ঠীটা বিচরণ করিতেছে' এই বলিয়া তাহার গায়ে থুথু ত্যাগপূর্বক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই কর্মের ফলে সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র নরকে উৎপন্ন হইয়াছিল ও বহু শতসহস্র বৎসর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। সেই কর্মের অবশিষ্ট ফলহেতু সে এই রাজগৃহে অতি দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে তথাগতের ধর্ম-বিনয় অবগত হইয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন ও শীল পালন করিয়াছিল। শ্রুতধর্ম সম্যক গ্রহণ করিয়া সে ক্লেশ ত্যাগপূর্বক স্রোতাপত্তিফলজ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং শরীর ভেদ হইলে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের কাছে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেস্থলে সে সৌন্দর্য ও সম্মানে অধিকতর বিরাজিত হইতেছে।

এই পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার সম্পূর্ণ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

যথা সে কুপথ ত্যজে চক্ষুষ্মান শক্তি আছে যার,
তেমনি পণ্ডিত ভবে সর্বপাপ কর পরিহার। তৃতীয়।

৪. কুমার সূত্র

৪৪. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে একদিন অনেকজন বালক শ্রাবস্তী এবং জেতবনের মাঝখানে মাছ ধরিতেছিল। ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর

গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ছেলেসকলকে মাছ ধরিতে দেখিয়া ভগবান সেস্থলে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, ‘হে বালকসকল, তোমরা কি দুঃখকে ভয় কর? দুঃখ কি তোমাদের অপ্রিয়?’ ছেলেরা বলিল, ‘হ্যাঁ ভন্তে, আমরা দুঃখকে ভয় করি, দুঃখ আমাদের অপ্রিয়।’

এই বালকেরা দুঃখ চাহে না, কিন্তু যেন দুঃখ চাহিতেছে, কেননা যে কর্ম দুঃখ দিবে তাহাই করিতেছে—এই অর্থ ভগবান সর্বতোভাবে বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

তোমরা—দুঃখকে যদি ভয় করহে, না বাস দুঃখ ভালো,
তবে—প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে পাপ করো না কোনো কাল।
যদি—করিবে কিংবা করিছ পাপ (কাঁদিবে ‘ত্রাহি’ ‘ত্রাহি’),
তখন—বাঁচিব আশে পলায়ে গেলে তবু মুকতি নাহি। চতুর্থ।

৫. উপোসথ সূত্র

৪৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অন্তর্গত পূর্বারামে মিগারমাতা বিশাখার বিহারে বাস করেন। তৎকালে ভগবান এক উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন।

যখন রাত্রি অধিক হইল, প্রথম যাম অতীত হইল, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া ভগবানের প্রতি করজোড় হইয়া বলিলেন, ‘ভন্তে, রাত বেশি হইয়াছে, প্রথম যাম গত হইয়াছে, ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুগণকে প্রাতিমোক্ষ দেশনা করুন।’ কিন্তু ভগবান নীরব রহিলেন।

তারপর মধ্যম রাত্রি অতীত হইয়া গেল। আয়ুষ্মান আনন্দ আসন হইতে উঠিলেন এবং উত্তরাসঙ্গ [চীবর] একাংশ করিয়া, ভগবানের প্রতি করজোড় হইয়া আবার প্রার্থনা করিলেন, ভন্তে, রাত খুব বেশি হইয়াছে, মধ্যম যাম অতীত হইয়াছে। ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন। হে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে প্রাতিমোক্ষ দেশনা করুন। কিন্তু এই বারেও ভগবান নীরব রহিলেন।

রাত্রি আরও অধিক হইল, শেষ যাম অতীত হইয়া গেল। অরুণ (সূর্যোদয়ের পূর্বে আগত রক্তিমাভা) উদিত হইল। আনন্দময়ী রজনী সমাগতা। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ আসন হইতে উঠিয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া ভগবানের প্রতি করজোড় হইয়া আবার বলিলেন, ভন্তে, রাত খুব

বেশি হইয়াছে, শেষ যাম চলিয়া গিয়াছে, অরুণ উঠিয়াছে। প্রভাময়ী রাত্রি। ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করুন। তখন ভগবান বলিলেন, 'হে আনন্দ, পরিষদ অপরিশুদ্ধ।'

তাহা শুনিয়া আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন ভাবিলেন, ভগবান কাহার জন্য বলিতেছেন যে 'হে আনন্দ, পরিষদ অপরিশুদ্ধ'। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন সকল উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের চিত্ত স্বীয় চিত্তের দ্বারা জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সেই দুঃশীল, পাপী, ভীত লোকটিকে দেখিলেন, যে শ্রমণ না হইয়াও শ্রমণ বলিয়া পরিচয় দিতেছিল, ব্রহ্মচারী না হইয়াও ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছিল, সেই ভিতরে পঁচা, রাগযুক্ত, আবর্জনাসদৃশ লোকটি ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসিয়াছিল। আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন তাহাকে দেখিলেন; দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন, 'বন্ধো, তুমি উঠো, তোমাকে ভগবান দেখিয়াছেন। তোমার ভিক্ষুসংঘের সহিত বসিবার অধিকার নাই।' কিন্তু লোকটি নীরবে বসিয়া রহিল।

আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন পুনরায় বলিলেন, 'বন্ধো, তুমি উঠো, ভগবান তোমাকে দেখিয়াছেন। তোমার ভিক্ষুসংঘের সহিত বাসের অধিকার নাই।' দ্বিতীয়বারেও সে নীরবে বসিয়া রহিল। তৃতীয়বার বলা সত্ত্বেও যখন সে নীরবে বসিয়া রহিল, উঠিয়া গেল না, তখন আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্লায়ন বাহুতে ধরিয়া তাহাকে বহির্দ্বার তোরণ হইতে বাহির করিয়া তালা বন্ধ করিলেন। তিনি ভগবানের নিকট গিয়া বলিলেন :

ভন্তে, আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছি। এখন পরিষদ পরিশুদ্ধ, ভন্তে ভগবান, এখন ভিক্ষুদিগকে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করুন। ভগবান বলিলেন, 'হে মোদ্গাল্লায়ন কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! শেষে বাহুতে ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দিতে হইল, সেই তুচ্ছ বা অন্তঃসারশূন্য লোকটি এতক্ষণ পর্যন্ত উঠিল না।

অনন্তর ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করিয়া ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই হইতে আমি আর উপোসথ করিব না, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিব না। ইহার পর হইতে তোমরাই উপোসথ করিবে এবং প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিবে।

ভিক্ষুগণ, তথাগত যে অপরিশুদ্ধ পরিষদে উপোসথ করিবেন বা প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের আটটি আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম আছে, যাহা চাহিয়া চাহিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। সেই আটটি কী কী?

(১) ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র ক্রমনিম্ন, ক্রমগভীর, ক্রমশ অগাধ গম্ভীর—জলপ্রপাতের ন্যায় হঠাৎ অতি গম্ভীর নহে। হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে ক্রমনিম্ন, ক্রমগভীর, ক্রমশ অগাধ গম্ভীর—জলপ্রপাতের ন্যায় হঠাৎ অতি গভীর নহে। এইটি মহাসমুদ্রের প্রথম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(২) ভিক্ষুগণ, পুনঃ মহাসমুদ্র স্থিরস্বভাববিশিষ্ট। উহা কখনো তীর অতিক্রম করে না। ভিক্ষুগণ, ইহাও মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ, পুনঃ মহাসমুদ্র মরা-পঁচার সহিত বাস করে না। কোনো মরা-পঁচা মহাসমুদ্রে পড়িলে উহাকে শীঘ্রই তীরে লইয়া আসে, স্থলে তুলিয়া দেয়। মহাসমুদ্র যে মরা-পঁচার সহিত বাস করে না, কোনো মরা-পঁচা পড়িলে শীঘ্র উহাকে তীরে লইয়া আসে, স্থলে তুলিয়া দেয়। ভিক্ষুগণ, ইহাও মহাসমুদ্রের তৃতীয় আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, পুনঃ গঙ্গা, যমুনা, অচরবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতি মহানদীসকল মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া তাহাদের পূর্বের নাম-গোত্র ত্যাগ করে এবং মহাসমুদ্রে গণ্য হয়। এই যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতি মহানদীসকল মহাসমুদ্রে আসিয়া পূর্বের নাম-গোত্র ত্যাগ করে, মহাসমুদ্র বলিয়াই পরিচিত হয়, ভিক্ষুগণ, ইহাও মহাসমুদ্রের চতুর্থ আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(৫) ভিক্ষুগণ, পুনঃ নদীসকল মহাসমুদ্রে যে জল লইয়া আছে, আর আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়ে, তদ্দ্বারা মহাসমুদ্রের ঊনতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না। নদীসকল মহাসমুদ্রে যে জল লইয়া আসে, আর আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়ে, তদ্দ্বারা মহাসমুদ্রের ঊনতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না, ভিক্ষুগণ, এইটিও মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা অভিরমিত হয়।

(৬) ভিক্ষুগণ, পুনঃ মহাসমুদ্রের সর্বত্র এক রস—লবণ রস। মহাসমুদ্রের যে সর্বত্র এক রস—লবণ রস, ভিক্ষুগণ, এইটিও মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম—যাহা চাহিয়া চাহিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(৭) ভিক্ষুগণ, পুনঃ মহাসমুদ্রে বহুবিধ রত্ন অনেক আছে; যথা : মুক্তা, মণি, বৈদুর্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, সুবর্ণ, পদ্মরাগ-মণি, ইন্দ্রনীল-মনি, মহাসমুদ্রে যে বহুবিধ রত্ন আছে; যথা : মুক্তা, মণি, বৈদুর্য, শঙ্খ, শিলা,

প্রবাল, রৌপ্য, সুবর্ণ, পদ্মরাগমণি, ইন্দ্রনীলমণি। ভিক্ষুগণ, এইটিও মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

(৮) ভিক্ষুগণ, পুনঃ মহাসমুদ্র মহা মহা প্রাণীগণের বাসস্থান। সেই প্রাণীসকল; যথা : তিমি মৎস্য, তিমিঙ্গল মৎস্য, তিমিরপিঙ্গল মৎস্য, অসুর, নাগ ও গন্ধর্ব। মহাসমুদ্রে একশত যোজন দীর্ঘ প্রাণীও আছে; দুইশত, তিনশত, চারিশত, পাঁচশত যোজন দীর্ঘ প্রাণীও আছে। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে যে মহা মহা প্রাণীগণের বাসস্থান; যথা : তিমি মাছ, তিমিঙ্গল, তিমিরপিঙ্গল, অসুর, নাগ ও গন্ধর্ব, শত যোজন প্রাণী, দুই, তিন, চারি, পাঁচশত যোজন দীর্ঘ প্রাণীরও বাসস্থান; এইটি মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই প্রকারই এই ধর্ম-বিনয়ে আটটি আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম আছে—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়। সেই আটটি কী কী?

(১) ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন ক্রমনিম্ন, ক্রমগভীর, ক্রমশ অগাধ গম্ভীর—হঠাৎ প্রপাতের মতো অতি গভীর নহে, সেই প্রকার এই ধর্ম-বিনয়েও ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক কার্য, ক্রমিক আচরণ; (এই ধর্ম-বিনয়ের সহিত পরিচয় হইতে না হইতেই) হঠাৎ অর্হত্ত্ব লাভ হয় না। এই ধর্ম-বিনয়ে যে ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক কার্য, ক্রমিক আচরণ; হঠাৎ অর্হত্ত্ব লাভ হয় না। ভিক্ষুগণ, এইটি এই ধর্ম-বিনয়ে প্রথম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত (বিশেষভাবে অনুরক্ত) হয়।

(২) ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র স্থিরস্বভাববিশিষ্ট। কখনো তীর অতিক্রম করে না। এইরূপ আমার (গৃহী বা ভিক্ষু) শ্রাবকগণের জন্য আমি যেই শিক্ষাপদ নির্দেশ করিয়াছি তাহা আমার শিষ্যগণ জীবনের জন্যও লঙ্ঘন করে না। আমার শ্রাবকগণ যে আমার নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ জীবন রক্ষার জন্যও লঙ্ঘন করে না, এইটিও এই ধর্ম-বিনয়ে দ্বিতীয় আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র মরা-পঁচার সহিত বাস করে না, কোনো মরা-পঁচা পড়িলে তাহাকে শীঘ্রই তীরে আনে, কুলের উপর তুলিয়া দেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ যে ব্যক্তি দুঃশীল, পাপী, ভীত-শঙ্কিতচিত্তে গমনকারী, গোপনে পাপকর্মরত, শ্রমণ না হইয়াও শ্রমণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে, ব্রহ্মচারী না হইয়াও ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, ভিতরে

পঁচা, রাগ (কামরাগ)-যুক্ত, আবর্জনাসদৃশ, তাহার সহিত সংঘ সহবাস করে না; পরন্তু একত্রিত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে সংঘের বা (সমাজের) বাহির করিয়া রাখে, যদিও সে ভিক্ষুসংঘের মধ্যস্থলে বসে, তথাপি সে সংঘ হইতে দূরেই রহিয়াছে, সংঘও তাহার নিকট হইতে দূরে। ভিক্ষুগণ, এইটিও এই ধর্ম-বিনয়ে তৃতীয় আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতি মহানদীসকল মহাসমুদ্রে আসিয়া পূর্বের নাম-গোত্র পরিত্যাগ করে, মহাসমুদ্রের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতীয় লোক তথাগতের দেশিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত হইয়া পূর্বের নাম-গোত্র ত্যাগ করে এবং শ্রমণ শাক্যপুত্র নামে পরিগণিত হয়। ভিক্ষুগণ, এইটিও এই ধর্ম-বিনয়ে চতুর্থ আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৫) ভিক্ষুগণ, যেমন নদীসকল মহাসমুদ্রে যে জল প্রদান করে, আর আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়ে, তাহাতে মহাসমুদ্রের জল কমিতে বা বাড়িতে দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ বহু ভিক্ষু অনুপধিশেষ (উপধি অবশিষ্ট না রখিয়া, পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধের কিছুই বিদ্যমান না রাখিয়া) নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হইলেও তাহাতে নির্বাণধাতুর ঊনতা বা পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, এইটিও এই ধর্ম-বিনয়ে পঞ্চম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৬) ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের যেমন সর্বত্র এক লোনারস, এই ধর্ম-বিনয়েও সর্বত্র এক বিমুক্তিরস। এই ধর্ম-বিনয়ে যে সর্বত্র এক বিমুক্তিরস, ইহাও এই ধর্ম-বিনয়ে ষষ্ঠ আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৭) ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে যেমন মুক্তা, মণি, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, সোনা, রূপা, পদ্মরাগ-মণি, ইন্দ্রনীল-মণি প্রভৃতি বহু রত্নের, অনেক রত্নের আকর। ভিক্ষুগণ, তদ্রূপ এই ধর্মবিনয়ও বিবিধ রত্নের আকর। এই ধর্ম-বিনয়ে রত্নসমূহ হইতেছে :

১। চত্তারো সতিপট্ঠানা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২। চত্তারো সম্মপ্পধানা—চারি সম্যক প্রধান বা সম্যক প্রচেষ্টা।

৩। চত্তারো ইদ্ধিপাদা—চারি ঋদ্ধিপাদ বা ঋদ্ধি লাভের চারিটি অঙ্গ।

৪। পঞ্চিন্দ্রিযানি—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৫। পঞ্চবলানি—শ্রদ্ধাদি পাঁচ প্রকার বল।

৬। সত্ত বোজ্ঝঙ্গানি—সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ বা সম্বোধি লাভের সাতটি অঙ্গ।

৭। অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে যে ওই সকল বহু রত্নের, অনেক রত্নের আকর; ইহাও এই ধর্ম-বিনয়ে সপ্তম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

(৮) ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র তিমি, তিমিঙ্গল, তিমিরপিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্বাদি একশত যোজন, দুইশত, তিনশত, চারিশত, পাঁচশত যোজনপ্রমাণ প্রাণীগণের বাসস্থান। তদ্রূপ এই ধর্ম-বিনয়েও মহা মহা প্রাণীগণের বাসস্থান। যথা : স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভে নিরত; সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল লাভে নিরত; অনাগামী, অনাগামীফল লাভে নিরত; অর্হৎ ও অর্হত্ত্বফল লাভে নিরত। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয় যে স্রোতাপন্নাদি মহা মহা প্রাণীগণের বাসস্থান, ইহাও এই ধর্ম-বিনয়ে অষ্টম আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে এই আটটি আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম—যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরমিত হয়।

এই ধর্ম-বিনয়ে মরা-পঁচার ন্যায় দুঃশীল ব্যক্তির সহিত বাস করা হয় না, এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা বলিলেন :

ছাদন করিলে হয় অতি বরষণ,
খুলিয়া রাখিলে তত না হয় বর্ষণ;
তাই সবে আচ্ছাদন কর উন্মোচন,
হবে না এরূপে তাহে অধিক বর্ষণ। পঞ্চম।

৬. সোণ সূত্র

৪৬. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন স্থবির অবন্তি দেশে কুররঘর নগরস্থ পর্বতপ্রপাতে বাস করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের দায়ক সোণকুটিকণ্ন উপাসক তাঁহার সেবক ছিলেন। একদা নির্জনে বিশ্রাম করিবার সময় সোণকুটিকণ্নের মনে মনে এইরূপ তর্ক উঠিল : ‘আর্য মহাকচ্চায়নের ধর্মদেশনা যেই প্রকার, তাহাতে দেখিতেছি ঘরে থাকিয়া এই একান্ত পরিপূর্ণ,

একান্ত পরিশুদ্ধ, সুধৌত শঙ্খসদৃশ ব্রহ্মচর্য পালন করা সহজ নহে। আমি কেশশ্মশ্রু ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত হই না কেন?'

অনন্তর উপাসক সোণকুটিকণ্ন আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিলেন এবং বলিলেন, ভন্তে, নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিবার সময় আমার মনে মনে এইরূপ তর্ক উঠিল : 'আর্য মহাকচ্চায়ন যেইরূপ ধর্মদেশনা করিতেছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে ঘরে থাকিয়া এই একান্ত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ সুধৌত শঙ্খসদৃশ ব্রহ্মচর্য পালন সহজ নহে। আমি কেশশ্মশ্রু ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র গ্রহণপূর্বক আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্জিত হই না কেন?' 'আর্য মহাকচ্চায়ন, আমাকে প্রব্রজ্জিত করুন।'

আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিলেন, 'হে সোণ, যাবজ্জীবন একাহারী, একশায়ী হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন দুষ্কর। তুমি স্বগৃহে গৃহীভাবে থাকিয়াই বুদ্ধশাসনে যোগযুক্ত হও।' ওই কথায় সোণকুটিকণ্নের প্রব্রজ্যার ইচ্ছা চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে আবার তাহার সেই ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে পূর্ববৎ আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নকে তাহা জানাইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন পূর্বের মতো বলিলে সে-বারেও তাহার প্রব্রজ্যার ইচ্ছা চলিয়া গেল। তৃতীয়বারও উপাসক সোণকুটিকণ্ন প্রব্রজ্যার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন তাঁহাকে প্রব্রজ্জিত করিলেন।

তৎকালে অবন্তি দক্ষিণপথে অতি অল্পসংখ্যক ভিক্ষু ছিলেন। আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে নানাস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু একত্রিত করিয়া আয়ুষ্মান সোণকে উপসম্পদা দিলেন। বর্ষাবাস শেষ হইলে নির্জনে ধ্যান করিবার সময় আয়ুষ্মান সোণের মনে মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল : 'ভগবান শাস্তাকে আমি সাক্ষাৎভাবে দেখি নাই, কেবল শুনিয়াছি তিনি এইরূপ এইরূপ। যদি উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখিতে যাইব।' অনন্তর আয়ুষ্মান সোণ সান্ধ্যকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক বলিলেন, ভন্তে, নির্জনে ধ্যানে বসিলে আমার মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল : 'আমি ভগবান শাস্তাকে সাক্ষাৎভাবে দেখি নাই, কেবল শুনিয়াছি তিনি এইরূপ এইরূপ। যদি উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি দেন তাহা হইলে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আমি দেখিতে যাইব।'

আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিলেন, 'সাধু! সাধু! সোণ তুমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখিতে যাও, দেখিবে সেই ভগবানের রূপ কতই মনোরম, কতই প্রসাদজনক! ইন্দ্রিয় ও মন কতই শান্ত! উত্তম শম-দম গুণযুক্ত! দান্ত, গুপ্তেন্দ্রিয়, সংযতেন্দ্রিয়, যতিরাজ, সেই নিষ্পাপ নাগকে দেখিয়া আমার হইয়া (আমার কথায়) তাঁহাকে বন্দনা করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে তিনি ভালো আছেন কি না, রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে, সবল শরীরে নিরাপদ-বিহার করিতেছেন কি না।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান সোণ আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং শয়নাসন তুলিয়া রাখিয়া শ্রাবস্তীতে যাত্রা করিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অনুক্রমে শ্রাবস্তীর জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর বিহারে উপস্থিত হইয়া, যে বিহারে ভগবান থাকিতেন তথায় গমন করিলেন; এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ভন্তে, আমার উপাধ্যায় আপনার শ্রীচরণে নতশিরে বন্দনা করিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন আপনি নিরোগ, নিরাতঙ্ক, সুস্থ ও সবল শরীরে নিরাপদে বিহার করিতেছেন কি না।

ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিক্ষু, তুমি এই দীর্ঘপথ অক্লেশে সুখ-স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ কি? খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট পাও নাই তো? আয়ুষ্মান সোণ বলিলেন, 'ভন্তে, আমি আসিবার পথে অক্লেশে, নিরাপদে, সুখ-স্বচ্ছন্দে আসিয়াছি; খাওয়া-দাওয়ায়ও কোনো কষ্ট পাই নাই।'

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, এই আগন্তুক ভিক্ষুকে বিছানা করিয়া দাও।' আয়ুষ্মান আনন্দ বুঝিতে পারিলেন, ভগবান স্বয়ং যেই ভিক্ষুকে বিছানা করিয়া দিতে বলেন, তিনি সেই ভিক্ষুর সহিত এক বিহারে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। ভগবান আয়ুষ্মান সোণের সহিত এক বিহারে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন জানিয়া ভগবান যেই বিহারে বাস করেন সেই বিহারে আয়ুষ্মান সোণের বিছানা করিয়া দিলেন।

ভগবান অধিক [অনেক] রাত্রি খোলা জায়গায় বসিয়া কাটাইয়া, পা ধুইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন; আয়ুষ্মান সোণও অধিক রাত্রি খোলা স্থানে বসিয়া কাটাইয়া, পা ধুইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান প্রত্যুষে উঠিয়া আয়ুষ্মান সোণকে বলিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি ধর্ম ভাষণ কর।'

'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান সোণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে দিয়া আট গাথায় এক সূত্রসম্পন্ন কামসূত্রাদি ষোলটি সূত্র স্বর-সংযোগে (অষ্টাঙ্গসম্পন্ন

ব্রহ্মস্বরে) ভাষণ করিলেন।

গাথা ভাষণ শেষ হইলে ভগবান সেই পুণ্য অনুমোদন করিয়া বলিলেন, সাধু! সাধু! ভিক্ষু, তুমি অষ্টবর্গীয় সূত্র ষোলটি সুন্দররূপে শিখিয়াছ, ভালোরূপে মনোনিবেশ করিয়া সুন্দরাকারে উপধারণ করিয়াছ। কল্যাণীয়, সুনিঃসৃত, স্পষ্ট; তোমার উচ্চারণ উত্তমরূপে অর্থ প্রকাশ করে। ভিক্ষু, তোমার ভিক্ষু-বয়স কত হইয়াছে?

সোণ : 'ভন্তে, আমার ভিক্ষু-বয়স এক বৎসর।'

ভগবান : 'কেন ভিক্ষু, তুমি এত বিলম্ব করিয়াছ?'

সোণ : 'ভন্তে, আমি দীর্ঘদিন ধরিয়া কামের অপকারিতা দেখিয়া আসিয়াছি; তথাপি গৃহীর অবকাশ নাই বলিলেও হয়, বড় বেশি কার্য ও বড় বেশি কর্তব্য।'

অনন্তর ভগবান এই অর্থ অবধারণ করিয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

হেরি সংসারের অনিষ্টকারিতা, মোক্ষধর্ম হয়ে বিদিত,
পাপে আনন্দিত না হয় সুজন, শুচি নহে পাপে রমিত। ষষ্ঠ।

৭. কঙ্খারেবত সূত্র

৪৭. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত ভগবানের অনতিদূরে স্বীয় 'কঙ্খা-উত্তোরণ-বিশুদ্ধি' (সন্দেহ উত্তীর্ণ হইয়া যে শুদ্ধি) লাভ করিয়াছেন, উহা পুনঃপুন চিন্তা করিতে করিতে ঋজুদেহে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান দেখিলেন, আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত 'কঙ্খা-উত্তোরণ-বিশুদ্ধি' প্রত্যবেক্ষণে (পুনঃপুন চিন্তায়) নিরত।

আর্যমার্গ-প্রভাবে যে সকল সন্দেহ দূর হয়—এই অর্থ সম্পূর্ণ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সন্দেহ কিছু যা আছে এইভবে কিংবা পরভবে,
উদিত স্ব-পর মনে ধ্যানীগণ ত্যজে সেইসবে,
বীর্যভরে ব্রহ্মচর্য আচরণকারী হয় যবে। সপ্তম।

৮. সংঘভেদ সূত্র

৪৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে কলন্দক নিবাপ নামক স্থানে বেণুবনারামে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান

আনন্দ এক উপোসথের দিন সকালবেলায় চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। দেবদত্ত আয়ুষ্মান আনন্দকে পিণ্ডচারণে [পিণ্ডপাতে] যাইতে দেখিয়া তাঁহার কাছে গমনপূর্বক বলিল, 'বন্ধু আনন্দ, অদ্য হইতে আমি ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ হইতে পৃথকভাবে উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব।'

রাজগৃহে পিণ্ডপাত করা শেষ হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ফিরিয়া আসিয়া আহারকৃত্য শেষ করিলেন। তৎপর ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক বলিলেন, ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাতে গমন করিয়াছিলাম। আমাকে রাজগৃহে পিণ্ডপাতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবদত্ত আমার নিকট আগমনপূর্বক বলিল, 'বন্ধু আনন্দ, অদ্য হইতে আমি ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ হইতে পৃথকভাবে উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব।'

ভগবান তৎকালে নরকগামিনী সংঘভেদক্রিয়াও পাপীর দ্বারাই সাধিত হয়—ঐ সকল অর্থ সর্বতোভাবে বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

যত সব সাধুকর্ম সাধুর সুকর,
কিন্তু সেই সাধুকার্য পাপীর দুষ্কর,
যত সব পাপকর্ম পাপীর সুকর,
আর্যদের পাপকর্ম সব সুদুষ্কর। অষ্টম।

৯. সধায়মান সূত্র

৪৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কোশল দেশে বহু ভিক্ষুসংঘের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। তৎকালে অনেক ব্রাহ্মণ কুমার ভগবানের অনতিদূরে অতি অভদ্রোচিত উপহাস করিয়া করিয়া যাইতেছিল। ভগবান তাহাদিগকে অনতিদূরে এইরূপ উপহাস করিতে দেখিয়া (ধর্মসংবেগে) এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বিজ্ঞ জনোচিত বাক্য গিয়াছে ভুলিয়া,
বচনবাগীশ যথা এই লোকগণ
অসংযত; যত পারে মুখের ব্যাদান
করে, যাহে নীত তাহে, তাহা না জানিয়া। নবম।

১০. চূলপন্থক সূত্র

৫০. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে একদিন আয়ুষ্মান চূলপন্থক ভগবানের অনতিদূরে মুখমণ্ডলে স্মৃতি স্থাপন করিয়া ঋজুদেহে পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান চূলপন্থককে ঐভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এই অর্থ বিদিত হইলেন যে আয়ুষ্মান চূলপন্থকের কায় ও চিত্ত সম্যক সমাধিস্থ হইয়াছে। উহা জ্ঞাত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সুরক্ষিত, সমাহিত কায়ে আর মনে,
দাঁড়ায়ে, বসিয়া, ভিক্ষু অথবা শয়নে।
করিয়া সর্বদা এই স্মৃতি অধিষ্ঠান,
পূর্বাপর বিশেষত্ব হও লাভবান,
পূর্বাপর বিশেষত্ব করিয়া অর্জন,
যমদৃষ্টি অগোচরে করহ গমন। দশম।

[সোণ স্থবির বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

প্রিয়, অল্পায়ু, সপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠী, কুমার, উপোসথ,
সোণ, রেবত, সংঘভেদ, সধায় ও চূলপন্থক।

৬. জন্মান্ধ বর্গ

১. আয়ুসংস্কার বিসর্জন সূত্র

৫১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বিহার করিতেছিলেন। একদিন সকালে ভগবান অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক বৈশালীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করিলেন। পিণ্ডপাত করা শেষ হইলে বিহারে আসিয়া আহারকৃত্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, আনন্দ, বসিবার আসন লও। দিবাবিহারার্থ চাপাল চৈত্যে যাইব।

'যে আজ্ঞা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া আসন গ্রহণপূর্বক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। চাপাল চৈত্যে উপস্থিত হইয়া ভগবান সজ্জিত আসনে বসিলেন। তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

হে আনন্দ, রমণীয় বৈশালী, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতম চৈত্য, রমণীয় সত্তম্ব চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্র চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য। হে আনন্দ, যে-কাহারও চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত বা বর্ধিত, বহুলীকৃত বা পুনঃপুন কৃত, রথগতিসদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমিসদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিস্ফাদিত হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে এক কল্প, অথবা কল্প হইতে কিছু কম বা বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। হে আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতিসদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমিসদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিস্ফাদিত হইয়াছে। হে আনন্দ, তথাগত ইচ্ছা করিলে এক কল্প বা কল্প হইতে কম বা বেশি দিন থাকিতে পারেন।

ভগবান বারংবার এইরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না যে 'ভন্তে ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিতসুখের জন্য জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক, দেবমনুষ্যগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।' কেননা মার ভীষণ আকার দেখাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবানের কথার তাৎপর্য বুঝিবার অবকাশ দেয় নাই। ভগবান আবার উপর্যুক্ত প্রকারে বলিয়া বুঝাইলেন, তথাপি মারের দ্বারা অধিকৃতচিত্ত হওয়ায় আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কল্পকাল থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন।

তখন ভগবান বলিলেন, আনন্দ, যথেচ্ছিত স্থানে যাও। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ 'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিকটস্থিত এক বৃক্ষমূলে বসিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের পরই পাপমতি মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবানকে বলিল :

ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! এখন প্রভু ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হইয়াছে। ভগবান, আপনি বলিয়াছিলেন, 'যাবৎ আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্যমার্গ লাভ করিয়া নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, ধ্যানবশীভূত, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী, কর্তব্যপরায়ণ ও যথাধর্ম-পালনকারী হইবে না, স্বীয় আচার্যের কাছে ধর্ম শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা ও নানা প্রকারে অপরকে ধর্ম জ্ঞাপন করিতে পারিবে না, যাবৎ অজ্ঞতারূপ ঢাকনা টানিয়া ধর্ম খুলিয়া দিতে, ভাগ করিয়া দেখাইতে ও সরল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে না, উৎপন্ন পরনিন্দার ধর্মত প্রতিবাদে ভালোরূপে নিগ্রহ করিয়া

চিত্তাকর্ষক, পাপনাশক ও অধর্ম ধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থ হইবে না, তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হইব না।' ভগবান, এখন আপনার ভিক্ষু-শ্রাবকগণ পটু, বিনীত, বিশারদ, ধ্যানপ্রাপ্ত, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী, কর্তব্যপরায়ণ, যথাধর্ম-পালনকারী হইয়াছেন। তাঁহারা এখন স্বীয় স্বীয় আচার্যের কাছে শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্মপ্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, বিভাগ এবং সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্মত সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হইয়াছে।

ভগবান! আপনি বলিয়াছিলেন, 'যাবৎ আমার ভিক্ষুণী-শ্রাবিকাগণ... (পূর্ববৎ), গৃহী উপাসকগণ... (পূর্ববৎ), উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করিয়া নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, ধ্যানপ্রাপ্তা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মচারিণী, কর্তব্যপরায়ণা ও যথাধর্ম-পালনকারিণী হইবে না, যাবৎ তাহারা স্বীয় গুরুর কাছে শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থ হইবে না, যাবৎ ধর্ম সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সমর্থ হইবে না, বিধর্মীরা যে যে মিথ্যা অপবাদ তুলিতেছে, সে-সকল ধর্মত সুনিগ্রহ করিয়া পাপপ্রতিহারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থ হইবে না। হে পাপমতি মার, তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হইব না।' ভন্তে ভগবান, 'এখন আপনার ভিক্ষুণী-শ্রাবিকা উপাসক ও উপাসিকাগণ, আর্যমার্গ লাভ করিয়া পটু, বিনীতা, বিশারদা, ধ্যানপ্রাপ্তা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মচারিণী, কর্তব্যপরায়ণা ও যথাধর্ম-পালনকারিণী হইয়াছেন, এখন তাঁহারা স্বীয় আচার্যের কাছে ধর্মশিক্ষা করিয়া জনসমাজে প্রচার, অধ্যাপন, জ্ঞাপন ও স্থাপন করিতে এবং উন্মোচন করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন; এখন তাঁহারা ধর্ম বিভাগ করিয়া, সরল ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বিধর্মীদের মিথ্যা অপবাদসকল ধর্মত নিগ্রহ করিয়া পাপপ্রতিহারক ধর্ম দেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন। ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন! এখন প্রভু ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হইয়াছে।'

পাপমতি মার এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন, হে পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও। অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। অনন্তর ভগবান স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে চাপাল চৈত্যে আয়ুসংস্কার বর্জন করিলেন অর্থাৎ

এই হইতে তিন মাসের পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণবায়ু চলিতে থাকুক, তারপর নিরুদ্ধ হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। ভগবান আয়ুসংস্কার বর্জন করিলে মহাভূমিকম্প আরম্ভ হইল, জীবগণের ভয় ও লোমহর্ষণ হইতে লাগিল এবং দেবতাদের ঢোলগুলি ফাটিয়া গেল! সংস্কারের অনিত্যতাসূচক অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সংস্কার নির্বাণ তুলনা করি' মুনি,
ভবসংস্কার করিলা বিসর্জন,
ধ্যান, বিদর্শন ভাবনারত চিতে
বর্মসম ক্লেশ করিলা বিদারণ। প্রথম।

২. সপ্ত জটিল সূত্র

৫২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা বিশাখার প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে ভগবান একদিন বিকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া পূর্বতোরণের বহির্ভাগে বসিয়াছিলেন, এমন সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনান্তে একপার্শ্বে বসিলেন।

তখন সাতজন জটাধারী তাপস, সাতজন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী, সাতজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী, সাতজন একবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী ও সাতজন পরিব্রাজক ভগবানের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের কটিদেশ সুবদ্ধ, নখ ও লোম সুদীর্ঘ। তাহারা নানা প্রকারের তাপসজনোচিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইতেছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাহাদিগকে? উক্ত প্রকারে ভগবানের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া গায়ের চাদর বামপার্শ্বে করিয়া মাটিতে জানু রাখিয়া বন্দনা করিল এবং তিনবার স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান করিল, 'প্রভুগণ, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ।'

তাপসগণ চলিয়া গেলে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিল, ভন্তে, লোকে যে-সকল অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী আছেন, ওই তাপসগণ তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান বলিলেন, মহারাজ, তোমার ন্যায় কামভোগী পুত্রবেষ্টিত হইয়া শয়নকারী, কাশীজাত সূক্ষ্মবস্ত্র ও চন্দনধারণকারী, মালাগন্ধ-বিলেপনকারী এবং স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণকারীর পক্ষে ইহা জানা দুষ্কর যে উহারা অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গস্থ কি না।

মহারাজ, একত্রবাসের দ্বারা লোকের শীল জানিতে হয় অর্থাৎ লোকটি সুশীল কি দুঃশীল তাহা জানিতে হয়; তজ্জন্য অনেক দিন ধরিয়া মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করিতে হয়, বিনা মনোযোগে হঠাৎ লোক চেনা যায় না, জ্ঞানী ব্যতীত অজ্ঞের দ্বারা ওই কাজ সম্ভব হয় না। মহারাজ, কথাবার্তায় লোকটি পবিত্র কি অপবিত্র জানিতে হয়। তাহাও অনেক দিন পরীক্ষার পর, অল্প দিনে নহে; সে-বিষয়ে মনোযোগ থাকা চাই। জ্ঞানী ব্যক্তিই লোক চিনিতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তি পারে না। মহারাজ, বিপদকালেই জ্ঞানবল কতদূর জানিতে হয়; তাহাও অনেক পরীক্ষার পর, অল্প দিনে নহে; মনোযোগের দ্বারাই সম্ভব হয়, তদভাবে হয় না; জ্ঞানবানই জানিতে সমর্থ, অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। মহারাজ, ধর্মালোচনায় জ্ঞানের পরীক্ষা করিবে, তাহাতে বহুদিন মনোযোগ দিতে হইবে, তদভাবে পারা যায় না, জ্ঞানবানই তাহা জানিতে পারে, অজ্ঞ জানিতে পারে না।

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে ও দেশনাবিলাসে প্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! ভন্তে, আপনি কী সুন্দরভাবে বর্ণনা করিলেন যে,

১। দীর্ঘদিন অবধানতার সহিত একত্রবাসের দ্বারা লোকের স্বভাব জানিতে হয়।

২। উক্ত প্রকারে কথাবার্তার দ্বারা পরিশুদ্ধতা জানিতে হয়।

৩। বিপদকালে জ্ঞানবল জানিতে পারা যায়।

৪। আলোচনায় অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়।... ইত্যাদি।

ভন্তে, ওই সন্ন্যাসীরা আমারই লোক, উহারা ছদ্মবেশী গুপ্তচর, রাজ্যে গোয়েন্দার কাজ করিতেছে। প্রথমে তাহারা রাজ্য পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে, পরে আমি পরিদর্শনার্থ যাইব। ভন্তে, এখন তাহারা ছাই-কালি ধুইয়া, সুন্দররূপে স্নান করিয়া, সুগন্ধি লেপন করিয়া, এবং চুল-দাড়ি কাটিয়া সাদা কাপড় পরিধান করিবে। পঞ্চকাম পরিভোগে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবে এবং পঞ্চকামে রত হইয়া ইন্দ্রিয়সকল পরিচালনা করিবে।

ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ও উদরপূর্তির জন্য ছদ্মবেশ ধরিয়া কেহ কেহ ওইরূপে জনসাধারণকে বঞ্চনা করিয়া থাকে—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

না চেষ্টিবে সব কাযে, না হইবে পরের চাকর,
না থাকিবে পরাশ্রয়ে জীবন যাপিতে কোনো নর;
করিও না কেহ ওরে ব্যবসায় ধর্মের ভিতর। দ্বিতীয়।

৩. প্রত্যবেক্ষণ সূত্র

৫৩. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে ভগবান একসময় অনেক পাপের পরিত্যাগ ও অনেক সদ্ধর্মের ভাবনায় পরিপূর্ণতালাভ অনুদর্শন করিতে করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি অনেক পাপ পরিত্যক্ত ও অনেক সদ্ধর্ম ভাবিত হইয়াছে দেখিয়া তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

পূরবে আছিল যাহা তদা নাহি তাহা,
তদা তাহা ছিল পূর্বে নাহি ছিল যাহা;
ছিল না হবে না আর এবে নাই তাহা। তৃতীয়।

৪. প্রথম নানা তীর্থিয় সূত্র

৫৪. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে নানাধর্মাবলম্বী বহু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজক শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে যাইত। নানা প্রকার তাহাদের দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি), নানা মত, নানা রুচি। নানা প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে তাহারা আসক্ত। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী এইরূপ দর্শী : 'আত্মা শাশ্বত (নিত্য); ইহাই সত্য, অন্যটি অর্থাৎ আত্মা যে অশাশ্বত বলা হয় সেইটি মিথ্যা।' কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা অশাশ্বত; ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা।' কেহ কেহ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : আত্মা অন্তবিশিষ্ট; ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ কেহ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা অনন্ত; ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মতে, শরীরই জীব; শরীর ও জীবের মধ্যে ভেদ নাই; এইটিই সত্য, অপরটি মিথ্যা। আর কেহ কেহ বলে, 'শরীর ও জীব এক নহে বিভিন্ন, এইটিই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ কেহ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা।' আর কাহারও মতে, আত্মা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ বলে, আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, নাও করে, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ বলে, আত্মা যে মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমনও নয়, আত্মা যে মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না এমনও নয়, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। তাহারা 'ধর্ম এইরূপ, সেইরূপ নয়; ধর্ম সেইরূপ নয় এইরূপ' ইত্যাদি বলিতে বলিতে তর্ক-বিতর্ক ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশেলসদৃশ হৃদয়ভেদী বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিচরণ

করিত।

তৎকালে অনেক ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে অন্তর্বাস পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণে [পিণ্ডপাতে] প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারকৃত্য সমাপনপূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, অনেক ভিন্নমতাবলম্বী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছে। তাহাদের নানা প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, নানা প্রকার মিথ্যাবিশ্বাস এবং বিভিন্ন প্রকার তাহাদের রুচি। তাহারা বহুবিধ মিথ্যাদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যথা : কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী এইরূপ দর্শী... পূর্ববৎ।

ভিক্ষুগণ পূর্বে এই শ্রাবস্তীতে এক রাজা ছিল। সে একটি লোককে আদেশ করিল, 'হে পুরুষ, এসো, শ্রাবস্তীতে যত জন্মান্ধ আছে তুমি তাহাদের সমবেত কর।' 'যে আজ্ঞা দেব' বলিয়া সেই ব্যক্তি রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রাবস্তীর সকল অন্ধকে রাজার নিকট হাজির করিল। তৎপর রাজাকে বলিল, দেব, শ্রাবস্তীর সকল অন্ধকে একত্রিত করা হইয়াছে।' রাজা বলিল, 'বৎস, তাহা হইলে তুমি সেই জন্মান্ধদিগকে হস্তী দেখাও অর্থাৎ হাতে ধরাইয়া চিনাইয়া দাও।' সে 'যে আজ্ঞা দেব' বলিয়া রাজাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং জন্মান্ধদিগকে হস্তীশালায় নিয়া কোনো কোনো জন্মান্ধকে হস্তীর শির, কাহাকে কর্ণ, কাহাকে দন্ত, কাহাকে শুণ্ড এবং কাহাকে বা শরীর দেখাইল। আর কোনো কোনো অন্ধকে হস্তীর পদ, কাহাকে পৃষ্ঠ, কাহাকে লেজ, আর কাহাকে লেজের অগ্রভাগ দেখাইয়া বলিল, 'হে অন্ধগণ, হাতি এই প্রকার।' ভিক্ষুগণ, সে জন্মান্ধদিগকে হস্তী দেখাইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল, দেব, অন্ধদিগকে হস্তী দেখাইয়াছি। এখন মহারাজের যাহা ইচ্ছা। রাজা সেই জন্মান্ধগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, 'হে জন্মান্ধগণ, হস্তী দেখিয়াছ কি?' উত্তর হইল : 'হ্যাঁ দেব, দেখিয়াছি।' 'আচ্ছা বলো দেখি হস্তী কী প্রকার?'

ভগবান : 'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা হস্তীর শির ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী এই প্রকার, যেমন নাকি একটি কলসি।' যাহারা কান ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, 'দেব, হস্তী যেন একখানি কুলা।' যাহারা দাঁত ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, 'দেব, হস্তী যেন লাঙ্গলের ফাল। যাহারা শুণ্ড ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী লাঙ্গলের ঈষের ন্যায়। যাহারা হস্তীর দেহ ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী যেন একটি ধানের গোলা। যাহারা হস্তীর পা ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী থামের ন্যায়। যাহারা পৃষ্ঠ

ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, উদূখলের ন্যায়। যাহারা লেজ ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী মুষলের ন্যায়। যাহারা লেজের আগা ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী ঝাড়ুর ন্যায়। তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল যে 'হস্তী এইরূপ নয়, সেইরূপ; সেইরূপ নয়, এইরূপ।' এই লইয়া তাহাদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহা দেখিয়া রাজা বেশ আমোদ পাইতে লাগিল।

ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা উক্ত জন্মান্ধদিগের ন্যায় জ্ঞানচক্ষুহীন অন্ধ। তাহারা অর্থ জানে না, অনর্থ জানে না, ধর্ম জানে না, অধর্ম জানে না। তাহারা অর্থ-অনর্থ ও ধর্ম-অধর্ম না জানিয়া 'এইরূপ ধর্ম নয়, সেইরূপ ধর্ম; সেইরূপ ধর্ম নয়, এইরূপ ধর্ম' বলিয়া কলহ-বিবাদ করিতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া বাস করে।

অন্যতীর্থিয়দের একাঙ্গদর্শনজনিত বিবাদের বিষয় অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

এইসব দৃষ্টিমাঝে বদ্ধ হয় মোহগ্রস্ত,
কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
লইয়া বিরুদ্ধ মত দ্বন্দ্ব করে পরস্পর,
এক অঙ্গ করিয়া দর্শন। চতুর্থ।

৫. দ্বিতীয় নানা তীর্থিয় সূত্র

৫৫. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে অনেক নানা মতাবলম্বী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করিত। তাহাদের নানাবিধ মিথ্যাদৃষ্টি, নানা মত, নানা রুচি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণের এইরূপ বাদ, এইরূপ দৃষ্টি : 'আত্মা ও লোক শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কাহারও মতে 'আত্মা ও লোক শাশ্বতও নয়, অশাশ্বতও নয়, ইহাই মিথ্যা।' কাহারও মতে 'আত্মা ও লোক অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা।' কাহারও মতে আত্মা ও লোক শাশ্বত এবং অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যটি সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ বলে, আত্মা ও লোক স্বয়ংকৃত, কেহ বলে পরকৃত, কেহ বলে স্বয়ংকৃত এবং পরকৃত, কেহ বলে স্বয়ংকৃতও নয় পরকৃতও নয়, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কেহ বলে আত্মা ও লোক স্বীয় ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। কাহারও মতে সুখ-দুঃখ আত্মা ও লোক শাশ্বত, কাহারও মতে অশাশ্বত। কাহারও মতে শাশ্বত এবং অশাশ্বত, আর কাহারও মতে শাশ্বতও নয়, অশাশ্বতও নয়। কেহ বলে

সুখ-দুঃখ আত্মা ও লোক স্বয়ংকৃত, কেহ বলে পরকৃত, কেহ বলে স্বয়ংকৃত, আর কেহ বলে স্বয়ংকৃতও নয়, পরকৃতও নয়, ইহা আপনা-আপনি হেতু বিনা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা। তাহারা 'এইরূপ ধর্ম নয় সেইরূপ ধর্ম, সেইরূপ ধর্ম নয় এইরূপ ধর্ম' বলিয়া বিবাদ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া বাস করে।

সেই সময় অনেক ভিক্ষু প্রাতে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক পিণ্ডপাতার্থ শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। পিণ্ডপাত করা শেষ হইলে বিহারে আসিয়া আহারকৃত্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপর ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া পূর্ববৎ সকল কথা বলিলেন। তখন ভগবান কহিলেন, ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা অন্ধ, চক্ষুহীন। তাহারা অর্থ জানে না, অনর্থ জানে না; ধর্ম জানে না, অধর্ম জানে না; অর্থ-অনর্থ ও ধর্ম-অধর্ম না জানিয়া কলহবিবাদ বাধাইতে থাকে এবং 'ধর্ম এইরূপ, সেইরূপ নয়; সেইরূপ নয়, এইরূপ' বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া বাস করিতে থাকে।

অতঃপর এতদর্থ অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

এই সব দৃষ্টিমাঝে বদ্ধ হয় মোহগ্রস্ত,
কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
না পেয়ে তাহার অন্ত ডুবে যায় অর্ধপথে
দৃষ্টি-ওঘে হয় নিমগন। পঞ্চম।

৬. তৃতীয় নানা তীর্থিয় সূত্র

৫৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি... গদ্যাংশ পূর্ববৎ।

ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করেন :

'আত্মকৃত পরকৃত'
এইরূপ দৃষ্টিযুত এই প্রজাগণ,
এই দৃষ্টিদ্বয়ে কেহ পারে নাই জানিবারে
শল্যবৎ করেনি দর্শন।
মার্গজ্ঞানপূর্বে তাহা শল্যবৎ দ্রষ্টার আবার
'আমি করি, পরে করে' এই ভাব না হয় সঞ্চার।
মানগ্রস্ত এই প্রজাগণ, মানেতে গ্রথিত আর মানেতে নিবদ্ধ,
মিথ্যাদৃষ্টি সব নিয়ে করিছে বিরুদ্ধ তর্ক, সেই হেতু সংসারে আবদ্ধ। ষষ্ঠ।

৭. সুভূতি সূত্র

৫৭. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে একদিন আয়ুষ্মান সুভূতি ভগবানের অনতিদূরে অবিতর্কসমাধি সমাপন্ন হইয়া ঋজু দেহে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এতদর্থ অবধারণ করিয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বিতর্ক যার সন্তাপিত
আধ্যাত্মিকে সমুচ্ছিন্ন পূর্ণভাবে যার চিতে,
সঙ্গহীন, অরূপ-জ্ঞানী,
চতুর্যোগ অতিক্রান্ত নাহি সে আসে জন্ম নিতে। সপ্তম।

৮. গণিকা সূত্র

৫৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের কলন্দকনিবাপ নামক স্থানে বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে রাজগৃহে দুই দল গণিকায সারত্তা হোন্তি পটিবদ্ধচিত্তা; ভণ্ডনজাতা কলহজাতা ৰিৰাদাপন্না ধূর্ত পুরুষ এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়। তাহারা হাতাহাতি, ঢিল মারামারি, লাঠি মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া কেহ কেহ প্রাণ হারাইল, আর কেহ কেহ মরণতুল্য দুঃখ ভোগ করিল। তৎকালে অনেক ভিক্ষু অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক রাজগৃহে ভিক্ষায় প্রবেশ করেন, ভিক্ষা করা শেষ হইলে ভোজনকৃত্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপর ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া উক্ত ঘটনা বলিলেন।

'কামই সকল অনর্থের মূল'—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

বর্তমানে যেই ভোগ্যবস্তু-আদি পাওয়া গিয়াছে,
আর ভবিষ্যতে যাহা পাওয়া যাইবে সেই সকল
কাম, ক্রোধ ও মোহমলে মলিন। মিথ্যা শীল,
কৃচ্ছ্রসাধন, বিষ-ভোজনাদি ব্রত, অধর্মত
জীবনযাপন, কামতৃষ্ণা ত্যাগ না করিয়া কেবল
মৈথুনবিরতি ব্রহ্মচর্য, কল্পিত দেবতার সেবা-পূজা
ইত্যাদি মিথ্যা শিক্ষায় সার মনে করিয়া যেই
সকল কামাতুর, ক্রোধাতুর, মোহাতুর ও

শোকাতুরেরা ওই কার্যগুলির প্রশংসা করে, তাহা 'আত্মকিলমথানুয়োগ' নামক এক অন্ত। আর 'কাম পরিভোগে কোনো দোষ নাই' বলিয়া যে মত উহা দ্বিতীয় অন্ত। ওই অন্তদ্বয়ের দ্বারা তৃষ্ণা ও অবিদ্যা বৃদ্ধি হয়। তাহা হইতে মিথ্যাদৃষ্টি বৃদ্ধি হয়। ওই অন্তদ্বয় না জানিয়া যাহারা কামসুখে মত্ত, তাহারা মুক্তির চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংকুচিত করে; আর যাহারা আত্মনিপীড়নে রত তাহারা অতিধাবিত হয়। যাহারা ওই অন্তদ্বয় জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য অহংকার করে না যে 'আমি অন্তদ্বয় ত্যাগ করিয়াছি'—তাহাদের আর কর্ম, বিপাক বা ক্লেশাবর্তে পড়িতে হয় না। অর্থাৎ তাহাদের সকল সংসারাবর্ত রুদ্ধ হইয়া যায়, দীপশিখার নির্বাণের ন্যায় তাহারা এইরূপ অদৃশ্য হইয়া যায় যে সংসারে আর তাহাদের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। অষ্টম।

৯. উপাতিধাবন্তি সূত্র

৫৯. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে গভীর অন্ধকার রাত্রিতে ভগবান অনাবৃত স্থানে বসিয়াছিলেন। তখন অনেকগুলি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর অনেক পতঙ্গ সেই সকল প্রদীপে পড়িয়া পড়িয়া অতি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতেছিল। ভগবান তাহা দেখিয়া পাপীরা যে পাপানলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাই রূপে-গানে মত্ত থাকে তদর্থ অবগত হইলেন এবং তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ধেয়ে যায় সত্বর নাহি পায় শুদ্ধি,
নব নব বন্ধন সদা হয় বৃদ্ধি;
পড়ে যথা প্রদ্যোৎ অনলে পতঙ্গ,
তথাসক্ত দুর্জন দৃষ্ট-শ্রুত সঙ্গ। নবম।

১০. উৎপত্তি সূত্র

৬০. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, যাবৎ তথাগত বুদ্ধগণ সংসারে উৎপন্ন না হন তাবৎ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা পূজা-সৎকার-গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষাদি লাভ করিয়া থাকে, তখন তাঁহারা চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্যলাভী হয়। ভন্তে, আর যখন বুদ্ধগণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন তখন হইতে তীর্থিয় পরিব্রাজকগণের পূজা-সৎকার-গৌরব-সম্মান ও সেবা-শুশ্রূষালাভ কমিয়া যায় এবং চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-পথ্য পায় না। এখন ভগবান ও ভিক্ষুসংঘই পূজা-সৎকার পাইতেছেন এবং মান-সম্মান লাভ করিতেছেন।

ভগবান বলিলেন, হে আনন্দ, তুমি ঠিকই বলিতেছ... পূর্ববৎ অনন্তর ওই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

যতক্ষণ নাহি ওঠে দেব প্রভঙ্কর
ততক্ষণ খদ্যোতের জ্যোতি ধরাপর,
যখন উদিত হয় দেব বৈরোচন
হতপ্রভ হয় যত খদ্যোত তখন;
সম্বুদ্ধ যাবৎ তথা না হন উদিত
তাবৎ তীর্থিয়গণ হয় বিরোচিত,
শুদ্ধ নাহি হয় শিষ্য তার্কিকনিচয়,
কুদৃষ্টিসম্পন্ন দুঃখমুক্ত নাহি হয়। দশম।

স্মারক-গাথা

আয়ু, জটিল, প্রত্যবেক্ষণ, তীর্থিয়ত্রয় ও সুভূতি,
গণিকা, উপাতিসহ উৎপত্তি একুনে দশ।

[জন্মান্ধ বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. চূল বর্গ

১. প্রথম লকুণ্ঠক ভদ্দিয় সূত্র

৬১. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয়কে অনেক প্রকারে অনিত্যাদি ধর্ম প্রদর্শন করাইতেছিলেন, (লক্ষণ আলম্বন) গ্রহণ করাইতেছিলেন, চিত্তবিশুদ্ধির জন্য উৎসাহিত ও ধর্মরসাস্বাদনে সন্তুষ্ট করিতেছিলেন। ইহাতে আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয়ের চিত্ত আসব হইতে মুক্ত হইল। ভগবান বুদ্ধচক্ষে দেখিলেন, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয়কে অনেক প্রকারে ধর্মদেশনা করিতেছেন, আর উহাতে তাঁহার চিত্ত আসব হইতে মুক্ত হইয়াছে।

ওই বিষয় জানিতে পারিয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সুবিমুক্ত যিনি সর্বপাপ হ’তে ঊর্ধ্বে-অধেঃ চারি ভিতে,
এই আমি বলি না করি দর্শন এরূপে বিমুক্ত উত্তীর্ণ সেজন
মহা ওঘ যাহা তরেনি কখন পুনরায় না জন্মিতে। প্রথম।

২. দ্বিতীয় লকুণ্ঠক ভদ্দিয় সূত্র

৬২. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয়কে শৈক্ষ্য মনে করিয়া বহু প্রকারে ধর্ম প্রদর্শন করিতে, গ্রহণ করাইতে, উৎসাহিত করিতে ও সন্তুষ্ট করিতে আরম্ভ করেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে তদ্রূপ ধর্মদেশনা করিতে দেখিয়া ভগবান এতদর্থে তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ভেঙেছে আবর্ত প্রাপ্ত নিরবাণ শুষ্ক তৃষ্ণানদী—নাহি বহে,
ছিন্ন ঘূর্ণিপাক নাহি ঘুরে আর, যন্ত্রণার অন্ত তারে কহে। দ্বিতীয়।

৩. প্রথম সত্ত্ব সূত্র

৬৩. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে শ্রাবস্তীতে প্রায় লোকেরা অধিকক্ষণ কামাসক্ত, লুব্ধ, গ্রথিত, মূৰ্ছিত ও কামকবলে পতিত হইয়া অতি প্রমত্তভাবে কামপরিভোগ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল। একদিন অনেক ভিক্ষু প্রাতঃকালে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে ভিক্ষায় প্রবেশ

করিয়াছিলেন। পিণ্ডচারণের পর বিহারে ফিরিয়া আসিয়া আহারকৃত্য সমাপনপূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, শ্রাবস্তীতে প্রায় লোকেরা অধিকক্ষণ কামাসক্ত... প্রমত্তভাবে কামপরিভোগ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে।

তাহা শুনিয়া ভগবান কামভোগের অপকারিতা বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কামেতে আসক্ত কামসঙ্গরত দোষদর্শী নহে সংযোজনে,
তৃষ্ণাযুত জীব বিপুল বিশাল ওঘ অসমর্থ সন্তরণে। তৃতীয়।

৪. দ্বিতীয় সত্ত্ব সূত্র

৬৪. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে শ্রাবস্তীতে প্রায় লোকেরা কামে আসক্ত, যুক্ত, গৃধ্ন, গ্রথিত, মূর্ছিত, কবলিত, অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়াছিল। ভগবান তাহা দেখিয়া তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কামান্ধ মানবগণ পরিবৃত বাসনার জালে,
সমাচ্ছন্ন তৃষ্ণার ছাদনে,
আবদ্ধ নমুচি পাশে মৎস্য যথা কুমীন ভিতরে
ধায় জরা-মরণ সদনে,
ক্ষীরপায়ী বৎস যথা যায় মাতৃস্তনে। চতুর্থ।

৫. অপর লকুণ্ঠক ভদ্দিয় সূত্র

৬৫. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয় অনেক ভিক্ষুর পিছে পিছে আসিয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভগবান দুর্বর্ণ, দুর্দর্শ, বামন এবং প্রায় ভিক্ষুদের ঘৃণিত আয়ুষ্মান লকুণ্ঠক ভদ্দিয়কে অনেক ভিক্ষুর পিছনে পিছনে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, তোমরা ওই কুৎসিত, অদর্শনীয়, বামন, ঘৃণ্য ভিক্ষুটিকে অনেক ভিক্ষুর পিছনে পিছনে আসিতে দেখিতেছ কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে।'

'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুটি মহাঋদ্ধিমান ও মহাশক্তিশালী। সে পূর্বে ধ্যান করে নাই এমন ধ্যান প্রায় পাওয়া যায় না। যাহার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়, ওই ভিক্ষুটি সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের শেষ পদ ইহ জগতেই নিজে নিজে অভিজ্ঞান দ্বারা দর্শন ও লাভ করিয়া বিহার

করিতেছে।’

অতঃপর ভগবান তাহার গুণ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

পবিত্রতা অগ্রে করি’ শুভ্র আবরণ পরি’
স্মৃতিরূপ এক গতি, রথ এক করে আগমন,
পাপহীন একজন আসে কর দরশন,
ছিন্ন যার তৃষ্ণাস্রোত, বিমুক্ত যে সকল বন্ধন। পঞ্চম।

৬. তৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র

৬৬. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে ভগবান আয়ুষ্মান অঞ্ঞকোণ্ডঞ্ঞকে তাঁহার অনতিদূরে পদ্মাসনে সোজা শরীরে উপবেশনপূর্বক তৃষ্ণাসংক্ষয়বিমুক্তি প্রত্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

মূল যার নাই, নাইক ধরা, পাতা নাই যার, কোথায় লতা,
বন্ধনবিমুক্ত নিন্দিতে সে ধীরে কাহার আছে অত যোগ্যতা!
দেবগণও তাঁর করেন প্রশংসা, ব্রহ্মা ঘোষে তাঁর কীর্তি-কথা। ষষ্ঠ।

৭. প্রপঞ্চক্ষয় সূত্র

৬৭. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন ভগবান স্বীয় পরিত্যক্ত প্রপঞ্চসংজ্ঞা প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে উপবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার প্রপঞ্চসংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভগবান সেই অর্থ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

প্রপঞ্চবিহীন মুনি যেইজন স্থিতি নাহি যার সংসারে,
বন্ধন ছিঁড়িয়া প্রাচীর লঙ্ঘিয়া গিয়াছেন যিনি পরপারে,
এইরূপ মহাবিতৃষ্ণ মুনি জ্ঞান-ধ্যান-যোগে সঞ্চরে,
দেবব্রহ্মা তাঁরে জানিতে না পারে, জানিবে তাঁহারে কোন নরে! সপ্তম।

৮. কচ্চান সূত্র

৬৮. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে আয়ুষ্মান মহাকচ্চান ভগবানের অনতিদূরে পদ্মাসনে সোজা শরীরে উপবেশনপূর্বক আপনার দেহের উপর স্মৃতি রাখিয়া কর্মস্থানে মনোনিবেশ করিলেন। ভগবান তাঁহাকে ওইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন

এবং দেহের অপবিত্রতা ও বিশুদ্ধিলাভের সারবত্তাভূত অর্থ বিদিত হইয়া তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

কায়ের বত্রিশ অশুচি বিষয় সদাই আছে ভাবনা যার,
‘যদি না থাকিত তবে না হইত, যদি নাহি হবে হবে না আর’
সপ্ত বিদর্শন ক্রমে সে ভাবিয়া কালে হয় তৃষ্ণাসাগর পার। অষ্টম।

৯. উদপান সূত্র

৬৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান মল্লদেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু ভিক্ষুসংঘের সহিত থূন নামক মল্লদিগের ব্রাহ্মণগ্রামে উপস্থিত হন। থূনগ্রামের ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণ শুনিলেন, শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম মল্লদেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে থূন গ্রামে পৌঁছিয়াছেন; তৎশ্রবণে তাহারা ‘সেই মুণ্ডক শ্রমণগণ জলপান না করুক’ বলিয়া তৃণ ও ভুসির দ্বারা কূপের মুখ পর্যন্ত পুরাইয়া দিল।

অনন্তর ভগবান রাস্তা হইতে নামিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন; তথায় বসিয়া আনন্দকে বলিলেন, ‘আনন্দ, ওই কূপ হইতে জল লইয়া আসো।’

আনন্দ বলিলেন, “ভন্তে, থুন গ্রামের ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণ ‘মুণ্ডক শ্রমণেরা জল পান না করুক’ বলিয়া তৃণ ও ভুসির দ্বারা সেই কূপের মুখ পর্যন্ত পুরাইয়া দিয়াছে।”

তথাপি ভগবান আরও দুইবার আনন্দকে তদ্রূপ আদেশ করিলেন। অবশেষে আনন্দ ‘আচ্ছা ভন্তে’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া পাত্র গ্রহণপূর্বক সেই কূপের দিকে অগ্রসর হইলেন। আনন্দ কূপের দিকে আসিতে আসিতে সেই তৃণ ও ভুসিসকল মুখ বাহিয়া পড়িয়া গেল এবং স্বচ্ছ নির্মল সুপরিশুদ্ধ জলে কূপের মুখ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, যেন জল পাড় বাহিয়া পড়িবে। তাহা দেখিয়া আনন্দের মনে এইভাবের উদয় হইল : কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! তথাগতের মহাঋদ্ধি ও শক্তিমন্ততা!! আমি আসিতে আসিতে এই কূপটির সকল তৃণ ও ভুসি মুখ বাহিয়া পড়িয়া গেল, আর উহা স্বচ্ছ নির্মল সুপরিশুদ্ধ জলে মুখ পর্যন্ত এমনভাবে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল—যেন পাড় বাহিয়া পড়িবে। তিনি পাত্র পূরাইয়া জল লইয়া ভগবানের নিকট গমন করিলেন; এবং ভগবানকে বলিলেন, ভন্তে কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!... ইত্যাদি (পূর্ববৎ বর্ণনা করিয়া বলিলেন) হে ভগবান, জলপান করুন! হে সুগত, জলপান করুন!

ভগবান এতদর্থ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

সর্বত্র সতত পানীয় যাঁহার রয়েছে বিদ্যমান,
জলাশয়ে তাঁর কিবা প্রয়োজন?
করেছেন যিনি তৃষ্ণার ছেদন
সমূলে, সেজন করিবেন আর কিবা অনুসন্ধান? নবম।

১০. উদেন সূত্র

৭০. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে কৌশাম্বীরাজ উদেন বাগানে গমন করিলে তাঁহার অন্তঃপুর আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। উহাতে শ্যামাবতী প্রমুখা পাঁচশত স্ত্রী পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল। সেইদিন প্রাতে কতকগুলি ভিক্ষু পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক কৌশাম্বীতে ভিক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় ভিক্ষা করা শেষ হইলে আহারকৃত্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, রাজা যখন বাগানে যায়, তখন তাঁহার অন্তঃপুর দগ্ধ হইয়া শ্যামাবতী প্রমুখা পাঁচশত স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। ভন্তে, সেই উপাসিকাগণের কী গতি হইয়াছে? তাহারা পরলোকে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে? ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, সেই উপাসিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্রোতাপন্না, কেহ কেহ সকৃদাগামিনী, আর কেহ কেহ অনাগামিনী। ভিক্ষুগণ, সেই উপাসিকারা শ্রদ্ধাবতী। তাহাদের দেহত্যাগ নিষ্ফল হয় নাই।

অনন্তর ভগবান এতদর্থ বিদিত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

মোহযুক্ত এই জীবলোক, স্থায়ীরূপে হয় প্রকটিত;
স্কন্ধ-ক্লেশ-কামোপধি যোগে মূর্খ মোহ আঁধারে আবৃত।
নিত্য বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু দেখ—সকলি অনিত্য। দশম।

স্মারক-গাথা

ভদ্দিয় দুই, সত্ত্ব দুই, লকুণ্ঠক, তৃষ্ণাসংক্ষয়,
প্রপঞ্চক্ষয়, কচ্চান, উদপান ও উদেন দশম।
[চূলবর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পাটলিগ্রামীয় বর্গ

১. প্রথম পরিনির্বাণসংযুক্ত সূত্র

৭১. শ্রাবস্তী-নিদান :

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে নির্বাণবিষয়ক ধর্ম দেশনা করিতে, গ্রহণ করাইতে, ধর্মাচরণের জন্য সম্যকভাবে উত্তেজিত এবং অতি সন্তুষ্ট করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণও আগ্রহের সহিত মনোনিবেশপূর্বক সর্বান্তঃকরণে অবহিত হইতেছিলেন।

নির্বাণ-সংযুক্ত ধর্মকথায় সেই ভিক্ষুগণের আদর দেখিয়া ভগবান তৎকালে এই উদান উচ্চারণ করিলেন :

আছে সেই ভিক্ষুগণ, হেন আয়তন
নাহি মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি যার মাঝে,
আকাশ-বিজ্ঞানাদি, ইহ-পরলোক,
উভয় চন্দ্রমা সূর্য। ভিক্ষুগণ তায়
গমনাগমন নয়, নাই তাহা স্থিত
নাহি চ্যুতোৎপত্তি তার; অপ্রতিষ্ঠ তাহা
নিরালম্ব; দুঃখ হয় এখানেই শেষ। প্রথম।

২. দ্বিতীয় পরিনির্বাণসংযুক্ত সূত্র

৭২. [গদ্যাংশ পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়] তখন ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

আনত নির্বাণ সত্য, মানস নয়নে
দর্শন সহজ নহে, কষ্টে যায় দেখা,
ভেদ করি জ্ঞানে তৃষ্ণা ধ্যান-বিদর্শনে
দূরীভূত হয় কাম-কালিমার রেখা। দ্বিতীয়।

৩. তৃতীয় পরিনির্বাণসংযুক্ত সূত্র

৭৩. [সূচনা প্রথম সূত্রের ন্যায়] তখন ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ভিক্ষুগণ, তেমন অমৃত আছে যাহা জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি
এবং সংস্কারের অধীন নহে। যদি তেমন কিছু না থাকিত
তবে এই জাত, উৎপন্ন, সৃষ্ট ও সংস্কৃত আত্মভাবের

নিঃসরণ দৃষ্ট হইত না। জন্মাদি বিরহিত নির্বাণ আছে বলিয়াই সঞ্জাত আত্মভাবের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। তৃতীয়।

৪. চতুর্থ পরিনির্বাণসংযুক্ত সূত্র

৭৪. [সূচনা প্রথম সূত্রের ন্যায়] তখন ভগবান এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তিরই চঞ্চলতা আসে। যিনি তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়াছেন কিছুতেই তাঁহার মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। চাঞ্চল্য না থাকিলে প্রশান্তি আসে। প্রশান্তি আসিলে কামরাগ দূরীভূত হয়। কামরাগ পরিত্যক্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, তাই পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুও হয় না। যাহার জন্ম-মৃত্যু হইবে না সে ইহলোকেও নহে, পরলোকেও নহে। এইরূপেই দুঃখের অবসান হয়। চতুর্থ।

৫. চুন্দ সূত্র

৭৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান মল্লদেশে বহু ভিক্ষুসংঘের সহিত বিচরণ করিতে করিতে পাবা গ্রামের দিকে অগ্রসর হন। তথায় তিনি 'চুন্দ' নামক স্বর্ণকার-পুত্রের আম্রবনে বাস করেন।

তাহা শুনিয়া চুন্দ ভগবানের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিল। একপার্শ্বে উপবিষ্ট স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে ভগবান সদ্ধর্ম দান করিতে ও গ্রহণ করাইতে থাকেন এবং ধর্মাচরণে তৎপর হইবার জন্য সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করেন। চুন্দ ধর্ম বিদিত হইয়া সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানকে বলিল, ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘের সহিত আপনি আমার পুণ্যার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনভাবে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া চুন্দ আসন হইতে উঠিল এবং ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল। সেই স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ রাত্রি প্রভাত হইলে স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ও প্রচুর 'সূকরমদ্দব' প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে ভোজনকাল জ্ঞাপনার্থ বলিল, 'ভন্তে, ভাত হইয়াছে, এখন আহারের সময় হইয়াছে।' অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত স্বর্ণকার-পুত্র

চুন্দের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া সজ্জিত আসনে উপবেশনপূর্বক স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দকে বলিলেন, 'হে চুন্দ, তুমি যে 'সূকরমদ্দব' প্রস্তুত করিয়াছ তাহা আমাকে পরিবেশন কর, আর অবশিষ্ট খাদ্য ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন কর।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া চুন্দ সজ্জিত সূকরমদ্দবগুলি ভগবানকে পরিবেশন করিল এবং অবশিষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিল।

অনন্তর ভগবান বলিলেন, 'চুন্দ, অবশিষ্ট সূকরমদ্দবগুলি গর্তে পুঁতিয়া ফেল। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজাবৃন্দসহ সদেব-মার-ব্রহ্মলোকে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না, তথাগত ব্যতীত যে এই 'সূকরমদ্দব' খাইয়া জীর্ণ করিতে পারিবে।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া ভগবানের বাক্য প্রতিগ্রহণপূর্বক চুন্দ অবশিষ্ট 'সূকরমদ্দব' গর্তে পুঁতিয়া ফেলিল।

তৎপর ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিল। তখন একপার্শ্বে উপবিষ্ট স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে ভগবান ধর্মদেশনা করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন এবং সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

চুন্দের অন্ন ভোজন করিয়া ভগবানের বিষম রোগ উৎপন্ন হইল। রক্ত-আমাশয়হেতু এমন তীব্র পেটের বেদনা আরম্ভ হইল, যেন কেবল মরণেই তাহার অবসান। ভগবান স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে অনায়াসে উহা সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, এসো আনন্দ, কুশীনারায় যাইব। 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশ প্রতিগ্রহণ করিলেন :

বেনে-সুত চুন্দ-অন্ন খাইয়া—শুনেছি আমি
হয় ধীরে মহারোগ বিষম, মরণগামী।
ভোজনে 'সূকরমদ্দব' যোগে ব্যাধি সুভীষণ হইল শাস্তার,
ভেদ বারে বারে হইলে কহেন—'যাব কুশীনারা নগর মাঝার।'

অনন্তর ভগবান রাস্তা হইতে নামিয়া এক বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, চারি ভাজ করিয়া সংঘাটি বিছাও।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং চারি ভাজ করিয়া সঙ্ঘাটি বিছাইলেন। ভগবান উহাতে বসিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, আমার জন্য পানীয় জল আনো; বড় পিপাসা হইয়াছে, একটু জল পান করিব'—এইরূপ আদিষ্ট হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, এখন পাঁচশত গাড়ি ওই জলের উপর দিয়া গিয়াছে। সেই

অল্প চক্রচ্ছিন্ন জল আলোড়িত ও কর্দমযুক্ত হইয়া বহিতেছে। ভন্তে, অনতিদূরে ওই প্রসন্নসলিলা মধুরতোয়া শীতলোদকা কুকুত্থা নদী—পঙ্কবিহীনা বিমল বালুকাময়ী বলিয়া শ্বেতবর্ণবিশিষ্টা সুন্দরতীর্থা ও রমণীয়া। তথায় ভগবান জল পান করিবেন এবং শরীর শীতল করিবেন।'

কিন্তু পুনরায় ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সেই ক্ষুদ্র জলধারার জল আনিতে বলিলেন। তৃতীয়বারে আয়ুষ্মান আনন্দ 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া ভগবানের আদেশ শিরোধারণপূর্বক পাত্রহস্তে সেই নদীর দিকে গমন করিলেন। তখন সেই চক্রচ্ছিন্না অল্পজলবিশিষ্টা আলোড়িতা ময়লাযুক্ত হইয়া প্রবহমানা নদী আয়ুষ্মান আনন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রসন্না ও ময়লাহীনা হইয়া বহিতে লাগিল। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভাবিলেন, 'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!! ভগবান তথাগতের কী মহতী ঋদ্ধিশক্তি! এই সেই চক্রচ্ছিন্না অল্পজলবিশিষ্টা আলোলিতা ময়লাযুক্ত হইয়া প্রবহমানা নদী আমার আগমনে স্বচ্ছ-বিমল-নির্মল সলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে!' তিনি পাত্র পূরাইয়া জল লইলেন এবং ভগবানের নিকট গিয়া পূর্ববৎ ভগবানের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'ভগবান, এখন আপনি জল পান করুন। হে সুগত, জল পান করুন।'

অতঃপর ভগবান জল পান করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কুকুত্থ নদীর দিকে গমন করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া ভগবান ওই নদীতে অবতরণপূর্বক স্নান ও জলপান করিলেন। তৎপর নদী হইতে উঠিয়া আম্রকাননের দিকে গমন করিলেন। আম্রকাননে আসিয়া আয়ুষ্মান চুন্দককে বলিলেন, চুন্দক, সঙ্ঘাটি ভাজ করিয়া আমাকে বিছাইয়া দাও, বড় ক্লান্ত হইয়াছি একটু শুইব। 'আচ্ছা ভন্তে' বলিয়া আয়ুষ্মান চুন্দক ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন এবং সঙ্ঘাটি চারি ভাজ করিয়া বিছাইয়া দিলেন। তখন ভগবান পায়ের উপর পা রাখিয়া স্মৃতি-জ্ঞানযোগে দক্ষিণপার্শ্বে সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দকও সেই স্থানে ভগবানের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

যাইয়া সম্বুদ্ধ কুকুত্থা নদীতে—স্বচ্ছ বারি যার প্রসন্ন মধুর,
ক্লান্ত দেহে শাস্তা করিলেন স্নান তথাগত লোকে অপ্রতিম শূর।

স্নান-পান করি', করি' আরোহণ
চলিলেন ভিক্ষুগণের সহিত,
ধর্মপ্রবর্তক শাস্তা ভগবান
করেন মহর্ষি বনে আগমন।

বলেন চুন্দক নামে শ্রমণেরে
চারি ভাজ করি' বিছাও সংঘাটি
শুইব—আদেশে ভাবিত আত্মার
বিছাইল চুন্দ শীঘ্র ভাজ করে।
শুইলেন বুদ্ধ সুক্লান্ত শরীরে,
বসিলেন চুন্দ সম্মুখে শাস্তার।

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, যদি কেহ চুন্দের অনুতাপ উৎপাদনের জন্য বলে : চুন্দ, তোমার কতই অলাভ, কতই কুক্ষণে তোমার জন্ম যে তথাগত সর্বশেষে তোমার পিণ্ড ভোজন করিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। হে আনন্দ, তখন তুমি এই বলিয়া তাহার অনুতাপ দূর করিবে : বন্ধু চুন্দ, তোমার কত বড় লাভ! কী শুভ মুহূর্তে তোমার এই মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে, যেহেতু তথাগত তোমারই শেষ পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। হে চুন্দ, আমি ভগবানের কাছে শুনিয়াছি তাঁহারই কাছে শিখিয়াছি যে দুইটি পিণ্ডপাতের ফল সমান; অপর পিণ্ড হইতে বেশি ফলপ্রদ—যাহার পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন এবং যাহার পিণ্ডপাত ভোজনান্তে তথাগত স্কন্ধোপধি নিঃশেষ করিয়া অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হন। আয়ুষ্মান চুন্দ আয়ুদায়ক কর্ম সঞ্চয় করিয়াছ। সৌন্দর্য, সুখ, যশ ও স্বর্গদায়ক কর্ম সঞ্চয় করিয়াছ—ওইরূপ বলিয়া স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের অনুতাপ দূর করিবে।

অনন্তর ভগবান দানফল, শীলগুণ এবং পূজালাভে তথাগতের যোগ্যতা এই ত্রিবিধ অর্থ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

দাতা মানবের পুণ্য হয় প্রবর্ধিত,
সংযমীর নহে কোনো শত্রু উপচিত;
কৌশলী মানব ত্যজে যত অকুশল—
রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ে পরিনির্বাপিত। পঞ্চম।

৬. পাটলিগ্রামীয় সূত্র

৭৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান মগধরাজ্যে পর্যটন করিতে করিতে পাটলিগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। পাটলিগ্রামের উপাসকেরা শুনিল যে তথায় ভগবান আসিয়াছেন। তখন তাহারা ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং একপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক নিবেদন করিল, 'ভগবান, আপনি এই বাসগৃহ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনভাবে

সম্মতি জানাইলেন।

ভগবান সম্মত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাহারা গাত্রোত্থানপূর্বক ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিল এবং ওই বাসগৃহে গমনপূর্বক উহার উপরে-নিচে সর্বত্র বিছানের চিত্রবিচিত্র চাটাই, সতরঞ্চ ও কোজবাদি লাগাইয়া ও বিছাইয়া দিল; মধ্যে মঙ্গলস্তম্ভের পার্শ্বে শ্রীমহা বুদ্ধাসন স্থাপন করিল। মধ্যস্থলের প্রাচীরের কাছে শ্রাবকগণের জন্য মহামূল্য আসন সজ্জিত করিয়া রাখিল। বড় বড় মণিময় কাচের জালা জলে পরিপূর্ণ করিয়া ওই সকলে সুগন্ধি ঢালিয়া দিল ও ফুল-পল্লবের দ্বারা ঢাকিয়া স্থানে স্থানে সাজাইয়া রাখিল। স্থানে স্থানে তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। তৎপর তাহারা ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিল, 'ভন্তে, বাসগৃহে সর্বত্র বিছানা ও আসন করা হইয়াছে, স্থানে স্থানে জল রাখা হইয়াছে, তৈলপ্রদীপ জ্বালান হইয়াছে। ভগবান যদি এখন তথায় আসিবার সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তবে ভগবানের আগমন হউক।'

অনন্তর ভগবান অন্তর্বাস পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া সেই বাসগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া পা ধুইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যস্তম্ভের নিকটবর্তী শ্রীমহা বুদ্ধাসনে পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসংঘও পা ধুইয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্বপ্রাচীরের পাশে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামীয় উপাসকেরাও গৃহে প্রবেশপূর্বক ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্বপ্রাচীরের পাশে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণকে ধর্মদেশনা করিতে লাগিলেন :

গৃহপতিগণ, শীলবিপত্তিহেতু দুঃশীলের পাঁচটি অনর্থ ঘটে। সেই পাঁচটি কী কী?

(১) হে গৃহপতিগণ, যে-ব্যক্তি দুঃশীল, শীল ভগ্ন করে, প্রমাদবশত তাহার ভোগসম্পত্তি নাশ হইয়া যায়।

(২) দুঃশীলের অযশ-অকীর্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

(৩) দুঃশীল ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণগণের সমিতি চতুষ্টয়ে মূকের ন্যায় অবিশারদভাবে গমন করে।

(৪) দুঃশীল ব্যক্তি মরণকালে মূর্ছা যায়।

(৫) মরণের পর দুঃশীল সুখবিহীন দুর্গতি স্থানে ও নরকে জন্মগ্রহণ করে।

হে গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলসম্পত্তিশূন্য ব্যক্তির এই পাঁচটি অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

হে গৃহপতিগণ, শীলপালনহেতু শীলবানের পাঁচটি ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই পাঁচটি ফল কী কী?

হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি অপ্রমত্ততার [কর্তব্যে ভ্রমশূন্যতার] দ্বারা মহাভোগসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহা শীলবানের শীলপালনের প্রথম পুরস্কার।

হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণাদি সমিতি চুতষ্টয়ে বাগ্মী ও বিশারদ হইয়া গমন করে। ইহা শীলবানের শীলপালনের দ্বিতীয় পুরস্কার।

হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবানের যশ-সুখ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ইহা শীলবান ব্যক্তির শীলপালনের তৃতীয় পুরস্কার।

হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান ব্যক্তি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে। ইহা শীলবান ব্যক্তির শীলপালনের চতুর্থ পুরস্কার।

হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান ব্যক্তি দেহত্যাগের পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। ইহা শীলবানের শীলপালনের পঞ্চম পুরস্কার।

হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তির শীলপালনহেতু এই পাঁচটি ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান উক্ত প্রকারে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণকে ধর্মামৃত পান করাইলেন। এইরূপে তাহাদিগকে সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, হে গৃহপতিগণ রাত বেশি হইয়াছে, এখন তোমাদের যাইবার সময় হইয়াছে কি না দেখ। পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণ 'যে আজ্ঞা, ভন্তে' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিল এবং আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে ভগবান শূন্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে মগধরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষাকার ব্রাহ্মণ বজ্জীদিগকে তাড়াইবার জন্য পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছিলেন। তখন প্রতিদলে এক হাজার করিয়া দেবতা সীমা নির্দেশ করিতেছিলেন, যেখানে মহাশক্তিশালী দেবগণ স্থান প্রদর্শন করিতেছিলেন রাজা ও রাজমহামন্ত্রীগণের সেস্থলে বাসগৃহ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তদ্রূপ মধ্যম দেবগণের নির্দেশিত স্থান মধ্যম মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীগণের, হীন দেবগণের নির্দেশিত স্থান নিম্নশ্রেণীর রাজমন্ত্রী ও রাজকর্মচারীগণের পছন্দ হইতেছিল।

ভগবান মনুষ্যচক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে উহা দেখিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে প্রত্যুষকালে উঠিয়া ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, কে পাটলিগ্রামে নগর প্রস্তুত করিতেছে? 'ভন্তে, সুনীধ বর্ষাকার ব্রাহ্মণ বজ্জীদিগকে তাড়াইবার জন্য নগর প্রস্তুত করিতেছে।' 'হে আনন্দ, আমি মনুষ্যচক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম প্রতিদলে এক হাজার করিয়া দেবতা গৃহের সীমা নির্দেশ করিতেছে—যেন তাবতিংস দেবগণ তাহাদের পরামর্শদাতা। তন্মধ্যে মহাশক্তিশালী... পছন্দ হইতেছিল। হে আনন্দ পাটলিগ্রাম যেরূপ বিশাল এবং বাণিজ্যের সুবিধাজনক স্থান দেখিতেছি—ভবিষ্যতে ইহা মহানগরে পরিণত হইবে। ইহার নাম হইবে পাটলিপুত্র। অন্যত্র দুর্লভ দ্রব্যসামগ্রীও এই স্থানে পাওয়া যাইবে। হে আনন্দ, পাটলিপুত্রের তিনটি অন্তরায় হইবে। ইহার কতেকাংশ অগ্নির দ্বারা জ্বলিয়া যাইবে, কতেকাংশ গঙ্গানদী ভাঙিয়া লইয়া যাইবে, আর কতেকাংশ কলহ-বিবাদের দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর মগধ-মহামাত্র সুনীধ ও বর্ষাকার ভগবানের সহিত সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'হে গৌতম, আপনি ভিক্ষুসংঘের সহিত অদ্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া মগধ-মহামাত্র সুনীধ ও বর্ষাকার স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা ঘরে যাইয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। তৎপর ভগবানকে বেলা জ্ঞাপনার্থ বলিলেন, 'হে গৌতম, রন্ধন শেষ হইয়াছে এখন আপনি আসিলে ভালো হয়।' অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত মগধ-মহামাত্র সুনীধ বর্ষাকারদের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় সজ্জিত আসনে বসিলেন। তৎপর মগধ-মহামাত্র সুনীধ বর্ষাকারেরা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে সন্তর্পিত ও সম্প্রবারিত করিলেন।

ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র রাখিয়া দিলে সুনীধ বর্ষাকার অন্য একখানি নিচু আসন লইয়া ভগবানের কাছে একপার্শ্বে বসিলেন। তখন ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন :

শীলবান সুসংযত ব্রহ্মচারীগণ,
ভোজন প্রদানি' পুণ্য করে সম্প্রদান
পণ্ডিতজাতীয় নর গৃহ দেবতায়।
দেবগণ পুণ্য লভি' হইয়া পূজিত

তারেও পালন করে; হয়ে সম্মানিত
তাহারে সম্মান করে, করে অনুগ্রহ,
মাতা যথা গর্ভজাত সন্তানের প্রতি।
দেবতার অনুকম্পা পায় যেইজন,
সেইজন করে সদা মঙ্গল দর্শন।

ভগবান উক্ত গাথার দ্বারা মগধ-মহামাত্র সুনীধ বর্ষাকারের দান অনুমোদন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

'অদ্য যেই দ্বার দিয়া শ্রমণ গৌতম বাহির হইবেন উহার নাম গৌতমদ্বার রাখা হইবে, যেই স্থান দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন উহার নাম গৌতমতীর্থ রাখা হইবে'—এই উদ্দেশে মগধ-মহামাত্র সুনীধ বর্ষাকারও ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

তখন গঙ্গানদী জলে পরিপূর্ণ—এতই পরিপূর্ণ যে কাক তীরে বসিয়া অনায়াসে উহার জল পান করিতে পারে। নদী পার হইবার জন্য কেহ কেহ নৌকা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আর কেহ কেহ গাছের বা বাঁশের ভেলা প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান বলবান পুরুষের বাহু চালনার সময়ের মত অল্পসময়ের মধ্যে ভিক্ষুসংঘের সহিত গঙ্গানদীর সেই তীরে অদৃশ্য হইয়া পরতীরে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান দেখিলেন, মানুষেরা নদী পার হইবার জন্য কেহ কেহ নৌকা অনুসন্ধান করিতেছে ও কেহ কেহ গাছের বা বাঁশের ভেলা প্রস্তুত করিতেছে।

ভগবান তখন এতদর্থ বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সেতু যাঁরা করেন তৈয়ার,
স্পর্শ না করি তাঁরা শৈবাল পল্বল—
তরী বিনা পার হন তৃষ্ণা-সর ভব পারাবার;
লোকে মাত্র বাঁধে ভেলা, জ্ঞানীরাই হয়েছেন পার। ষষ্ঠ।

৭. দ্বিধাপথ সূত্র

৭৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান আয়ুষ্মান নাগসমালকে অনুগামী করিয়া কোশলদেশে এক দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান নাগসমাল দেখিলেন, পথিমধ্যে দুই রাস্তা দুই দিক হইতে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইয়াছে। তখন ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, এই পথে যাইতে হইবে।' ভগবান অপর রাস্তাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'নাগসমাল,

এইটিই পথ, এই পথে যাইব।’

দুইবার-তিনবার তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি হইল। শেষে আয়ুষ্মান নাগসমাল ভগবানের পাত্রচীবর পথিমধ্যে রাখিয়া ‘ভন্তে, পাত্রচীরব এখানে রহিল’ বলিয়া চলিয়া গেল।

সেই পথে যাইবার সময় মধ্যপথে আয়ুষ্মান নাগসমালকে ডাকাতে আক্রমণ করিল। ডাকাতেরা আয়ুষ্মান নাগসমালের হাত-পা ভাঙ্গিয়া দিল, পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সঙ্ঘাটিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন আয়ুষ্মান নাগসমাল ভাঙ্গা পাত্র ও ছেঁড়া চীবর লইয়া ভগবানের কাছে আসিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ‘ভন্তে, সেই পথে যাইবার সময় গুপ্তস্থান হইতে ডাকাতে আক্রমণ করিয়া আমার হাত-পা ভাঙিয়া দিয়াছে, পাত্রটিও ভাঙিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্ঘাটিখানিও ছিঁড়িয়া দিয়াছে।’

অসতের সহিত মিশিলে ওইরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হয় কিন্তু পণ্ডিতসহবাসে কোনো বিপদে পড়িতে হয় না—এই অর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

করিয়া মূর্খের সনে পণ্ডিত বিহার,
জ্ঞানযোগে সর্বপাপ করি’ পরিহার
ক্রৌঞ্চ যথা নীর ত্যজি’ ক্ষীর করে পান,
সেইরূপ পাপত্যাগ করেন বিদ্বান। সপ্তম।

৮. বিশাখা সূত্র

৭৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা বিশাখার প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে মিগারমাতা বিশাখার এক অতি আদরের পৌত্রীর মৃত্যু হয়। সেই দিন বিশাখা দিনদুপুরে ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে ভগবানের কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলে ভগবান তাঁহাকে বলিলেন : ‘বিশাখে, তুমি কোথা হইতে ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে দিনদুপুরে এখানে আসিয়াছ?’

বিশাখা : ভন্তে, আমার অতি আদরের এক পৌত্রী মারা গিয়াছে। তাই আমি ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে দিনদুপুরে এখানে আসিয়াছি।

ভগবান : বিশাখে, তুমি শ্রাবস্তীতে যত মনুষ্য আছে, ততটি পুত্র-পৌত্র চাও কি?

বিশাখা : হ্যাঁ ভন্তে, শ্রাবস্তীতে যত মনুষ্য আছে আমি ততটি পুত্র-পৌত্র চাই।

ভগবান : বিশাখে, শ্রাবস্তীতে দৈনিক কত লোকের মৃত্যু হয়?

বিশাখা : ভন্তে, শ্রাবস্তীতে দৈনিক দশজনও মরে, নয়জনও মরে। আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুইজনও মরে অন্তত দৈনিক একজন হইলেও মরে। ভন্তে, শ্রাবস্তীতে লোক মরে না এমন দিন নাই।

ভগবান : বিশাখে, তবে তুমি কি আশা কর যে কখনো তুমি শুষ্ক বসনে শুষ্ক কেশে থাকিতে পারিবে?

বিশাখা : ভন্তে, তত বেশি পুত্র-পৌত্রে আমার প্রয়োজন নাই।

ভগবান : বিশাখে, যাহাদের একশত প্রিয়বস্তু আছে তাহাদের একশত দুঃখ। (উক্ত প্রকারে নব্বই, আশি আদি করিয়া এক পর্যন্ত আনিতে হইবে।) যাহাদের একটিও প্রিয়বস্তু নাই তাহাদের দুঃখও নাই। তাহারা অশোক নিষ্পাপ ও উপায়াসশূন্য বলিয়া আমার অভিমত।

অনন্তর এই প্রিয়বিচ্ছেদ-দুঃখজনিত অর্থ অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

> যাহা কিছু শোক বিলাপ দুঃখ অনেক প্রকার অবনীতে
> প্রিয়হেতু হয় সবি উদয় প্রিয়হীনে নারে জনমিতে।
> তারা বীতশোক তাহারা সুখী যারা প্রিয়হীন ত্রিভুবনে,
> তাই যদি চাও নির্মল নির্বাণ করিও না প্রেম কারো সনে। অষ্টম।

৯. প্রথম দব্ব সূত্র

৭৯. রাজগৃহে বেণুবন-নিদান :

তৎকালে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'হে সুগত, এখন আমার পরিনির্বাপিত হওয়ার সময় হইয়াছে।' ভগবান 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমতি দিলেন।

তখন আয়ুষ্মান দব্ব আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপর আকাশে উঠিয়া শূন্যের উপর পদ্মাসনে বসিলেন এবং তেজকৃৎস্ন [তেজকসিন] ভাবনা করিয়া ধ্যান হইতে উত্থানপূর্বক পরিনির্বাপিত হইলেন। তখন তাঁহার শবদেহ ধ্যানাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উহার ছাই কিংবা মসি দেখা যাইতেছিল না।

অনন্তর এতদর্থ বিদিত হইয়া ভগবান তখন এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ভাঙিল শরীর, নিবিল সংজ্ঞা, বেদনা অন্তর্হিত,
সকলি প্রশান্ত হলো সংস্কার, বিজ্ঞান অস্তমিত। নবম।

১০. দ্বিতীয় দব্ব সূত্র

৮০. শ্রাবস্তী-নিদান :

তৎকালে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। ভিক্ষুগণ 'ভদন্ত' বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিতে লাগিলেন :

মল্লপুত্র দব্ব যখন আকাশে পদ্মাসনে উপবেশনপূর্বক তেজকৃৎস্ন [তেজকসিন] ধ্যান হইতে উঠিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন তাহার মৃতদেহ দগ্ধ হইবার সময় ভস্মও দেখা যাইনি, মসিও দেখা যাইনি। ভিক্ষুগণ, যেমন ঘৃত কিংবা তৈল দগ্ধ হইবার সময় ভস্মও দেখা যায় না, মসিও দেখা যায় না, তদ্রূপ দব্ব মল্লপুত্রেরও আকাশে উঠিয়া পদ্মাসনে উপবেশনপূর্বক তেজকৃৎস্ন [তেজকসিন] ভাবনা করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবার সময় তাহার জ্বলন্ত মৃতদেহের ভস্মও দেখা যাইনি, মসিও দেখা যাইনি।

অনন্তর ভগবান এতদর্থ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

তপ্ত অয়সাগ্নি যথা নিভে যায় মুদ্গর প্রহারে,
ক্রমে ক্রমে গেল কোথা নারে কেহ জানিতে উহারে;
সম্যক বিমুক্ত হেন তীর্ণ যাঁরা, কামবন্যাজল,
নির্দেশিতে নাই গতি, লাভীদের সুখ অচঞ্চল। দশম।

[পাটলিগ্রামীয় বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নির্বাণ চারি হয়েছে বর্ণিত, চুন্দ, পাটলিগ্রামীয়,
দ্বিধাপথ, বিশাখা ও দব্বসহ মোট একুনে দশ।

উদানে উল্লিখিত বর্গসমূহের স্মারক-গাথা :

বর্গমধ্যে প্রথম বোধি, মুচলিন্দ দ্বিতীয়,
তৃতীয় নন্দক বর্গ, মেঘিয় চতুর্থ, পঞ্চম সোণ,

জন্মান্ধ ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্গ পাটলিগ্রামীয়
একুনে আশি সূত্র এই অষ্টবর্গে সুবর্ণিত
নিশ্চিত এই উদানগুলি চক্ষুষ্মান বিমল বুদ্ধভাষিত।

[উদান বাংলা সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

উদান-অট্‌ঠকথা হইতে সংগৃহীত
পরমার্থ-প্রদীপ

১. বোধি বর্গ

১। **উদানং**—প্রীতিবেগ হইতে উত্থিত গদ্য বা পদ্যময়ী ভাব বিকাশ। **এবম্মে সুতং**—(ভগবান যাঁহাকে ধর্ম-অর্থ-ব্যাকরণাদিতে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন সেই আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির বলিতেছেন) মৎ কর্তৃক এরূপ শ্রুত। **পটিচ্চসমুপ্পাদ**—প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম। **অনুলোমং**—উৎপত্তি পরম্পরা। **অবিদ্যা**—মোহ, চতুরার্যসত্যে অজ্ঞতা। **সঙ্খারা**—লৌকিক কুশলাকুশল কর্মচেতনা। উহা তিন প্রকার; যথা : পুঞ্‌ঞাভিসঙ্খারা, অপুঞ্‌ঞাভিসঙ্খারা ও আনেঞ্জাভিসঙ্খারা। **বিঞ্‌ঞাণং**—পুনর্জন্ম গ্রহণকারী চিত্ত। **নামং**—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারস্কন্ধ। **রূপং**—মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুর নাম 'রূপ'। **ছলায়তনং**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, ও মন। **ফস্‌সো**—ছয় আয়তনের সহিত রূপ-শব্দাদি ছয় বিষয়ের স্পর্শ। **বেদনা**—সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি। **তণ্‌হা**—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা (বিনষ্ট হইবার ইচ্ছা)। **উপাদান**—তৃষ্ণার চরম পরিণতি, যখন মনে হয় আমি বাঞ্ছিত বিনা ভিন্ন নহি। উহা চারি প্রকার; যথা : ১) কাম, ২) দৃষ্টি, ৩) শীলব্রতগ্রহণ, ৪) আত্মবাদ। **শ্রদ্ধা আদি**—সন্দেহ পরিত্যাগের জন্য শ্রদ্ধা প্রথম উৎপন্ন হয়, তাই 'শ্রদ্ধা আদি...' এইভাবে অনূদিত।

২। **পটিলোমং**—নিরোধপরম্পরা।

৩। **মারসেনং**—কাম, অরতি, তন্দ্রালস্য, তৃষ্ণা, সন্দেহ, ক্ষুৎপিপাসা, পরগুণ মর্দনাভিলাষ ও মিথ্যালব্ধ যশাদি।

৪। **উস্‌সদা**—সর্বদা পাপ স্রবিত হয় বলিয়া রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি—এই পাঁচটির নাম 'উৎসদা'।

৫। **সংযোজন**—দশবিধ সংযোজন; যথা : সক্কাযদিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, শীলব্বতপরামাসো, কামরাগো, পটিঘো, রূপরাগো, অরূপরাগো, মানো, উদ্ধচ্চং, অবিজ্জা।

৬। **অঞ্ঞাতং—অভিঞ্ঞাতং,** অভিজ্ঞাত অর্থাৎ অর্হৎ। উহার অন্য অর্থ, যিনি লাভ-সৎকার পাইবার জন্য বিশ্বে পরিচিত হইতে চাহেন না, সেইরূপ অজ্ঞাত। **খীণাসবং**—ক্ষীণাসব। আসব চারি প্রকার—কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব।

৭। **সকেসু ধম্মেসু**—স্বীয় আত্মভাব নামে আখ্যাত রূপাদি পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে। **পারগু**—পরিজ্ঞান, ত্যাগ, সাক্ষাৎকার ও ভাবনার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পারগত।

৮। **সঙ্গা**—রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি—এই পাঁচটির দ্বারা জীবগণ একে অন্যের সহিত সঙ্গবদ্ধ হয় বলিয়া উহাদের নাম 'সঙ্গ'।

৯। **সচ্চং**—মিথ্যাবাক্য বিরতি—সত্য, চতুরার্যসত্য এবং পরমার্থ সত্য বা অভিধর্ম। **ধম্মো**—আর্যমার্গ ও আর্যফল।

১০। **তমো তত্থ ন বিজ্জতি**—সাধারণ লোকেরা চন্দ্র-সূর্যাদির অভাবে নির্বাণ নিত্য অন্ধকার বলিয়া মনে করিবে এই আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন যে নির্বাণে অন্ধকারও নাই।

২. মুচলিন্দ বর্গ

১। **বিবেক**—উপধি বিবেক বা নির্বাণ। **তুট্‌ঠস্‌স**—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বমার্গ সন্তোষের দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির। কবিতায় 'তুষ্টের বিবেকসুখ' এইভাবে গদ্য করিয়া অর্থ গৃহীতব্য। **পস্‌সতো**—জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শনকারীর। **অব্যাপজ্জং**—ক্রোধশূন্যতা।

২। **উপট্‌ঠান সালাযং**—ধর্মসভামণ্ডপে। **ধম্মী বা কথা**—চতুরার্যসত্য ধর্মের অবহির্ভূত কথা। **অরিযো তুণ্হীভাবো**—একান্ত হিতাবহ, বিশুদ্ধ, উত্তম আর্যতুষ্ণীভাব। ধ্যানের দ্বারা মৌনভাবালম্বন। **দিবিযং সুখং**—দিব্যবিহার ভাবনারত ব্রহ্মা এবং রূপ-সমাপত্তি সমাপন্ন মনুষ্যগণের সুখও **'দিবিযং সুখং'** শব্দের অর্থে গৃহীতব্য।

৩। **বিহিংসতি**—দুঃখ প্রদান করে। **পেচ্চ**—পরলোকে। **সুখমেসানো**—সুখান্বেষণকালে।

৪। **পরতো দহেথ**—অমুকের দ্বারা আমার এইরূপ সুখ বা এতই দুঃখ উৎপন্ন হইল ইত্যাদি প্রকারে পরের ঘাড়ে চাপানও উচিত নয়। **উপধি**—রূপ, বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ।

৫। **ন হোতি**—নাই, তৃষ্ণার দ্বারা আমার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। **সঙ্খতধম্মস্‌স**—যাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে। স্রোতাপত্তিমার্গে দুঃখের

পরিজ্ঞা, সমুদয়ের পরিত্যাগ, নিরোধের সাক্ষাৎকার ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা—এই চারিটি কাজ, তদ্রূপ সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্বমার্গেও চারি চারিটি করিয়া ১৬টি কর্তব্য যাহার সমাপ্ত হইয়াছে।

৬। **বেদগুনো**—যে অরিযমগ্গঞাণসঙ্খাতং বেদং গতা অধিগতা তেন চ বেদেন নিব্বাণং গতাতি বেদগুনো। আর্যমার্গজ্ঞানরূপ 'বেদ' বা 'সন্তুষ্টি' যাঁহাদের অধিগত এবং সেই সন্তোষের দ্বারা যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, তাঁহারাই বেদজ্ঞ।

৭। **মনাপো**—সশ্চরিত্র। **পিযরূপ**—রূপাদি প্রিয়বস্তু। **অঘাবিনো**—কায়িক-মানসিক দুঃখে দুঃখিত। **পরিজুন্না**—রোগ-শোকাদির দ্বারা হীন অবস্থাপ্রাপ্ত। **অঘ**—সংসারাবর্ত দুঃখ। **আমিস**—আমর্শনীয় বা স্পর্শিতব্য বস্তু। মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া সকল জীবই মৃত্যুর আমিষ। অবিদ্যা ও তৃষ্ণারূপ উহাদের দুইটি মূল আর্যমার্গজ্ঞানরূপ কোদালির দ্বারা উহারা সমূলে উৎপাটিত হয়।

৮। **মূল্হগব্ভা**—ব্যাকুলগর্ভা। গর্ভে সন্তান প্রথমত সোজাভাবে বসিয়া থাকে। প্রসবকালে কর্মজ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ফিরিয়া যায়। ওইরূপে ঊর্ধ্বপদ অধঃশির হইয়া বহির্নিষ্ক্রমণকালে কর্মফল ভালো না থাকিলে যোনিদ্বার বদ্ধ হইয়া যায় অথবা তির্যকভাবে যোনিদ্বারে আসিয়া পড়ে। ওই অবস্থায় 'ব্যাকুলগর্ভা' বলিয়া কথিত হয়।

সুপ্পবাসা—কোলিয় রাজকুমারী। তিনি ভগবানের প্রধানা সেবিকা ও উৎকৃষ্ট ভোজ্যদায়িকাগণের অগ্রগণ্যা ছিলেন। সেই স্রোতাপন্না রাজকুমারীর গর্ভে পূরিত পারমী শ্রাবক বোধিসত্ত্ব সীবলী স্থবির জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ পুণ্যবান মহাপুরুষ এবং তাঁহার জননী কী কারণে সাত বৎসর সাত দিন যাবৎ মহা কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্য পরমার্থ-দীপনীতে এই আখ্যায়িকাটি কথিত হইয়াছে :

অতীতকালে বারাণসীর এক রাজাকে কোশলরাজ বহু সৈন্যসামন্তের সহিত অবরোধ করিয়া নিহত করেন এবং বারাণসী রাজের প্রধানা মহিষীকে নিজের পাটরাণী করেন। বারাণসী রাজের পুত্র পিতার মৃত্যুকালে গুপ্তদ্বার দিয়া পলাইয়া গিয়া স্বীয় জ্ঞাতিমিত্র বন্ধুবান্ধবগণকে একত্রিত করিয়া বহু সৈন্যসামন্ত সংগৃহীত করেন। তিনি সসৈন্যে বারাণসীর অনতিদূরে প্রকাণ্ড শিবির স্থাপনপূর্বক বারাণসীরাজকে পত্র দিলেন, রাজ্য কিংবা যুদ্ধ দেন। রাজকুমারের মাতা ওই সংবাদ শুনিয়া পুত্রের কাছে পত্র দিলেন, 'বৎস, যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই—বারাণসী নগরীর চারিদিকে এমনভাবে ঘিরিয়া ফেল, যেন

লোক বাহিরে যাইতে না পারে। তাহা হইলে জ্বালানিকাষ্ঠের অথবা ধান্যের অভাবে উৎকণ্ঠিত হইয়া মানুষেরা রাজাকে বধ করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিবে।' রাজপুত্র মাতার পত্র পাইয়া নগরীর চারি মহাদরজা সাত বৎসর রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নাগরিকেরা ছোট দ্বার দিয়া কাষ্ঠ ও ধান্য সংগ্রহ করিত। রাণী উহা শুনিয়া পুত্রের কাছে গুপ্তচরের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, 'বৎস, ছোট দরজাসকলও বদ্ধ করিয়া ফেল'। রাজপুত্র তাহাই করিলেন। তখন নাগরিকেরা কাষ্ঠ ও ধান্যের অভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে মারিয়া ফেলিল এবং তাঁহার শির লইয়া রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিল। রাজকুমার নগরে গমনপূর্বক সেই রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

সেই রাজপুত্র বর্তমানে সুপ্রবাসা কোলিয়কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শেষকালে তিনিই লাভীগণের অগ্রগণ্য সীবলী মহাস্থবিররূপে খ্যাত হন। সাত বৎসর নগর অবরোধের ফলে তাঁহাকে সাত বৎসর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং সাত দিন সকল দরজা বন্ধ করার সাত দিন গর্ভ হইতে বহির্নিষ্ক্রমণের পথ না পাইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। মাতা উহার পরামর্শদাতা বলিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল গর্ভধারণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে।

তথাগতস্স—অট্‌ঠহি কারণেহি ভগবা তথাগতো। তথা আগতোতি তথাগতো, তথা গতোতি—তথাগতো, তথ লক্‌খণং আগতোতি—তথাগতো, তথধম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি—তথাগতো, তথদস্‌সিতায তথাগতো, তথ বাদিতায—তথাগতো, তথ কারীতায—তথাগতো, অভিভবনট্‌ঠেন তথাগতো।

তথা আগত বলিয়া তথাগত, উহার অর্থ কী? সর্বলোকের হিতসাধন মানসে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের ন্যায় অপরিমিত গুণসমন্বিত হইয়া আগমন করিয়াছেন বলিয়া ভগবানের এক নাম তথাগত। যেমন পূর্ব বুদ্ধগণ দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা—এই দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পরিপূর্ণ করিয়া বুদ্ধভাবে আগত হইয়াছেন, তদ্রূপ ভগবানও ত্রিংশ পারমী পূর্ণ করিয়া বুদ্ধ হন। পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের ন্যায় ভগবান ধন-পরিত্যাগ, স্ত্রী-পরিত্যাগ, পুত্র-পরিত্যাগ, অঙ্গ-পরিত্যাগ ও জীবন-পরিত্যাগ—এই পঞ্চ মহাপরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিহিত, লোকহিত এবং বুদ্ধির পরিপক্বতা সাধন করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব বুদ্ধগণের ন্যায় আমাদের ভগবানও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম ভাবনা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাই শ্রীভগবানের নাম তথাগত।

তথাগত বলিয়া তথাগত—যেমন পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ জন্মমাত্রেই উত্তর দিকে

সাত পা গমন করেন এবং **'অগ্গোহমস্মি, সেট্‌ঠোহমস্মি'** 'অগ্রত্ব শ্রেষ্ঠত্ব' লাভ করিয়াছি বলিয়া বীরবাক্য ধ্বনিত করেন, ভগবানও তদ্রূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তথাগত। পূর্ব বুদ্ধগণের ন্যায় ভগবানও নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামত্যাগ, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধত্যাগ, আলোকসংজ্ঞার দ্বারা তন্দ্রালস্যের ত্যাগ, একাগ্রতার দ্বারা ঔদ্ধত্যানুশোচনা-ত্যাগ, ধর্মবিচারের দ্বারা সন্দেহত্যাগ, এবং ধর্মামোদের দ্বারা অরতি আদি বহুবিধ পাপ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ভগবানের নাম তথাগত।

কীরূপে 'তথলক্ষণে' আগত বলিয়া তথাগত? পৃথিবীধাতুর কর্কশ লক্ষণ, আপধাতুর দ্রবণ লক্ষণ, তেজধাতুর উষ্ণতা লক্ষণ, বায়ুধাতুর উপস্তম্ভন বা প্রবহণ লক্ষণ, আকাশধাতুর শূন্যতা লক্ষণ, রূপের রূপণ বা ভিন্ন ভাব ধারণ লক্ষণ, বেদনার অনুভবন লক্ষণ, সংজ্ঞার সঞ্জানন লক্ষণ, সংস্কারের অভিসংস্করণ লক্ষণ, বিজ্ঞানের বিজানন লক্ষণ, তদ্রূপ আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, পচ্চয়াকার (উপকারক ধর্ম) স্মৃতি, বীর্য, ঋদ্ধি, বল, বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সপ্ত বিশুদ্ধি আদি সকল ধর্ম ও স্বভাবের যথাযথ লক্ষণ রস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া ভগবানের নাম তথাগত।

ভগবান যেই চতুরার্যসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন উহা 'তথ' লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন, উহার কখনো অন্যথা হয় না তাই কথিত হইয়াছে :

তথানি সচানি সমন্ত চক্‌খুনা,
তথা ইদপ্পচ্চযতা চ সব্বসো
অনঞ্‌ঞনেয্য নযতো বিভাবিতা
তথাগতো তেন জিনো তথাগতো,

তথাদর্শী বলিয়া তথাগত, তথাবাদী বলিয়া তথাগত এবং তথাকারী বলিয়া তথাগত। সংক্ষেপে গাথায় শিক্ষণীয় :

যতো চ ধম্মং তথমেব ভাসতি
করোতি বা তস্‌সনুরূপমত্তনো,
গুণেহি লোকং অভিভূয্যরীযতি
তথাগতো তেনপি লোকনাযকো।

এইরূপে তথাগত শব্দের অর্থ অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করা হইল। পরমার্থ দীপনীতে এবং মধুরার্থবিলাসিনীতে সুবিস্তৃত অর্থ বর্ণিত আছে।

৯। **স্বাতনায়**—স্বাতন পুণ্যের জন্য, অর্থাৎ আগামীকল্য দানময় পুণ্য লাভের জন্য। **পাটিভোগো**—প্রতিভূ বা জামিন। **ন তীরেতি**—সমাপ্ত করে

না। **সাধারণে**—বহুবিধ দুঃখের কারণ যাহা জনসাধারণের কাছে সচরাচর উপস্থিত হইয়া থাকে।

১০। **পন্নলোমো**—লোম যখন শিহরিয়া সোজা হইয়া ওঠে না। **পরদবুত্তো**—পরপ্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা জীবনযাপন। **মিগভুতেন চেতসা**—তদ্রূপ মৃগ অরণ্যে বিচরণকালে সকল বস্তুর প্রতি অলগ্নচিত্ত হইয়া যথা-ইচ্ছা গমনাগমন ও শয়নাদি করে, তদ্রূপ মৃগচিত্তবৎ চিত্তের দ্বারা।

৩. নন্দ বর্গ

১। **অবিহঞ্ঞমানো**—চৈতসিক দুঃখ উৎপাদন না করিয়া পূর্বকর্মজ দুঃখকে স্থিরভাবে সহ্য করিতে করিতে অনাহত চিত্তে। **জনং লপেতবে**—আমার জন্য ওষুধ-পথ্যাদি প্রস্তুত কর ইত্যাদি কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন হয় না। **কারণ ক্ষীণাসবগণের ইচ্ছা**—ধানের খোসার ন্যায় অথবা পাণ্ডু পলাসের ন্যায় এই দেহ স্বয়ং খুলিয়া পড়ুক; যথা :

নাভিকঙ্খামি মরণং নাভিকঙ্খামি জীবিতং
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি নিব্বিসং ভতকো যথা।

২। **আবত্তিস্সামি**—ফিরিয়া যাইব। **অপ্পমত্তো**—স্মৃতি হইতে ভাবনার বিষয় (কর্মস্থান) ত্যাগ না করিলে তাহাকে অপ্রমত্ত বলে।

বুপকট্ঠো—বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম হইতে কায় এবং চিত্তকে সংযতকারী। **আতাপী**—কায়িক এবং চৈতসিক বীর্যের দ্বারা তাপিত, তেজবন্ত। পাপের অপর নাম 'ক্লেশ'; কেননা উহারা জীবগণকে ক্লেশ প্রদান করে। উহা দশ প্রকার, যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, থিন (কায়িক আলস্য), ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা। **পহিতত্তো**—শরীর এবং জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম ও নির্বাণগতচিত্ত।

অভিজ্ঞা—অভিজ্ঞা ছয় প্রকার; যথা : পূর্বনিবাসে অভিজ্ঞান (বিশেষরূপে জানা), দিব্যচক্ষু অভিজ্ঞান, পরচিত্তবিজানন অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যশ্রুতিজ্ঞান ও আসবক্ষয়জ্ঞান। **পঙ্ক**—মিথ্যাদৃষ্টিকে দৃষ্টিপঙ্ক বলা হয়। পুনঃপুন যেকোনো ভবে উৎপন্ন হইয়া জীবগণ ওই স্থানের মায়া ছাড়িতে চায় না; তাই পঙ্কপতিত লোকের ন্যায় হয় বলিয়া সকল সংসারকে ভবপঙ্ক বলা হয়।

৩। **তিস্সো বিজ্জা**—পূর্বনিবাসানুস্মৃতি, দিব্যচক্ষু ও আসবক্ষয়জ্ঞানকে ত্রিবিদ্যা বলে। **আলোকজাতা বিয**—চন্দসহস্স সুরিযসহস্সেহি ওভাসিত বিযতি অথো। যসোজ প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু সর্বতোভাবে অবিদ্যান্ধকার

বিধমিত করিয়া আলোকময় অবভাসময় হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন বলিয়া ভগবান তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন।

৪। **পরিমুখং সতিং উট্ঠাপেত্বা—আরম্মণাভিমুখং সতিং উপট্ঠপিত্বাযিত্বা**—'অযং সতি উপট্ঠিতা হোতি সূপট্ঠিতা নাসিকগ্গে বা মুখ নিমিত্তে বা' বিভঙ্গ। নাসিকাগ্রে বা মুখমণ্ডলে স্মৃতি স্থাপন করিয়া। **মোহক্খয**—চতুরার্যসত্যে অজ্ঞতারূপ মোহ বা অবিদ্যার বিনাশ এবং মোহমূলজাত যাবতীয় অকুশল ধর্মের বিনাশ।

৫। **কাযগতায সতিযা**—এস্থলে কেশ হইতে পুরীষ বা বিষ্ঠা পর্যন্ত শরীরাংশ পৃথিবী ধাতুর অংশ, পিত্ত হইতে মুত্র পর্যন্ত আপধাতু ইত্যাদি রূপে স্থবির কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন। **ফস্সাযতনেসু**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টিকে ছয় স্পর্শায়তন বলে। **জঞ্ঞা**—মার্গফল জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ বা লাভ করিবে, সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ করিবে।

বুট্ঠাসি—উত্থিত হন, কীরূপে ধ্যান হইতে উত্থিত হওয়া যায়; **নিরোধং সমাপন্নোহি অরহা চে অরহত্তফলস্স, অনাগামি চে অনাগামিফলস্স উপ্পাদেন বুট্ঠিতো নাম হোতি**। ফলচিত্তের উৎপত্তিতে ধ্যান হইতে ওঠা হয়। **সক্কো**—দেবরাজ শক্র। ময়ূরের পদের ন্যায় পদবিশিষ্টা পাঁচশত সুন্দরী অপ্সরা দেবরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অষ্ট সমাপত্তিনিরত ষড়াভিজ্ঞ মহাপুরুষ মহাকাশ্যপকে দান দিতে আসিয়াছিল। তিনি দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাহারা দেবলোকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সাত দিন নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া যখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পিণ্ডচারণে প্রবিষ্ট হন, তখন ওই অপ্সরাগণ দেবরাজকে না বলিয়া আবার ভিক্ষা দিতে আসিল, কিন্তু তিনি এবারও তাহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'দরিদ্রদিগেরই উপকার করিব, তাহাদেরই ভিক্ষা গ্রহণ করিব।' অপ্সরাগণ দেবলোকে ফিরিয়া গেলে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিয়া ওই বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি এক বৃদ্ধ তাঁতির বেশ ধরিয়া সুজা নাম্নী দেবরাণীকে বৃদ্ধা তাঁতির বেশে গৃহে রাখিয়া দিয়া খাদ্য-ভোজ্যে ভাণ্ড পরিপূর্ণ করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহারা খাদ্য-ভোজ্য দিয়া পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। এইরূপে সংঘ দেবগণ কর্তৃকও পূজিত হইতেন।

৯। **ওক**—আয়তন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা কায় ও মন—এই ছয় আয়তনের দ্বারা ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা ক্ষরিত হয় বলিয়া তৃষ্ণার অপর নাম ওকসারী, উহার অভাবে অনোক সারী। ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা, যথা : উক্ত চক্ষু

আদি ছয় আয়তনের প্রত্যেকটিতে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা এবং বিভবতৃষ্ণা বা বিনষ্ট হইবার তৃষ্ণা—এই তিনটি করিয়া মোট ১৮ প্রকার তৃষ্ণা স্রবিত হয়। তন্মধ্যে কামতৃষ্ণা—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম ভেদে দ্বিবিধ; সুতরাং ৩৬ প্রকার তৃষ্ণা। প্রত্যেক তৃষ্ণা অতীতের তৃষ্ণা, বর্তমানের তৃষ্ণা ও ভবিষ্যতের তৃষ্ণা ভেদে ত্রিবিধ, অতএব (৩৬ × ৩) = ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা।

১০। **মার**—পঞ্চমার, ক্লেশমার, অভিসংস্কার বা (ভোগচেতনা মার) (পুঞ্ঞাভিসঙ্খারা, অপুঞ্ঞাভিসঙ্খারা ও আনেঞ্জাভিসঙ্খারা), বশবর্তী স্বর্গবাসী দেবপুত্র মার (এই মারত্রয় আর্যমার্গের উৎপত্তিক্ষণে পরাস্ত হয়), স্কন্ধমার ও মৃত্যুমার (এই মারদ্বয় পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিত্ত ক্ষণে অভিভূত বা পরাজিত হয়)—এই পাঁচ প্রকার মারকে পঞ্চমার বলে। **সব্বভবা**—সকল ভব বা সংসার। ধাতুভেদে ভব তিন প্রকার; যথা : কামভব, রূপভব, ও অরূপভব। স্কন্ধভেদে ভব তিন প্রকার; যথা : একবোকার (স্কন্ধ) ভব, চতুবোকার ভব ও পঞ্চবোকার ভব। সংজ্ঞাভেদে ভব তিন প্রকার; যথা : সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, ও নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞাভব। সত্তাদি ভেদে ভব তিন প্রকার; যথা : সত্ত্বলোক বা জীবজগৎ, সংস্কারলোক বা বাহ্য জগৎ এবং অবকাশলোক বা আকাশধাতু। উক্ত সর্বপ্রকার ভবই উৎপত্তি-বিলয়ের অধীন বলিয়া অনিত্য। উৎপত্তি-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল ভবে নিষ্পেষিত হইতে হয় বলিয়া দুঃখ, এবং উহারা সারশূন্য, আর কাহারও ইচ্ছাবশে পরিচালিত হয় না বলিয়া অনাত্মা।

৪. মেঘিয় বর্গ

১। **পধানায**—ভাবনাদি শ্রমণ ধর্ম করিবার জন্য। **অভিসল্লেখিকা**—ক্লেশনিচয়ের স্বল্পতাসাধিকা, পরিত্যাগকারিণী। **চেতো বিবরণ সপ্পাযা**—চিত্তের আবরণস্বরূপ ষড়নীবরণের পরিত্যাগে ও চিত্তের বিকাশক শমথ-বিদর্শন ভাবনায় উপকারী। **নিব্বিদায বিরাগায নিরোধায**—এই তিন পদের দ্বারা বিদর্শন দেশিত। **উপসমায অভিঞ্ঞায**—এই দুই পদের দ্বারা মার্গ দেশিত। **সম্বোধায নিব্বানায**—এই দুই পদের দ্বারা ফল কথিত হইয়াছে। **অপ্পিচ্ছ কথায**—অমুক কাম্য বস্তু লাভ হইলে তারপর হইতে ধর্মকর্মে মনোযোগ দিব এইভাবে মহা ইচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে, কিন্তু আশা যখন সিদ্ধ হয় তখন আরও শত আশা আসিয়া তাহার মনকে কামে আবদ্ধ করে তাই কথিত হইয়াছে :

'চতুব্ভি অট্‌ঠজ্‌ঝগমা অট্‌ঠাহি চ সোলস
সোলসহি চ বত্তিংস অত্রিচ্ছং চক্কমাসদে
ইচ্ছাহতস্‌স পোসস্‌স চক্কং ভমতি মত্থকে'তি।

ইচ্ছা বা তৃষ্ণার পরিত্যাগেই মুক্তি, ইত্যাদি অপ্পিচ্ছ কথা বলা উচিত। **বিবেক**—বাংলায় বিবেক শব্দের অর্থ জ্ঞান বুঝায়। কিন্তু যথার্থত বিবেক শব্দের অর্থ তিন প্রকার; যথা : কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেক। একাকী বসা, উঠা, চলা, শয়ন করা এবং কাজকর্মাদি করার নাম কায়বিবেক। প্রথম ধ্যান আদি চারিটি ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই আট প্রকার সমাপত্তির নাম চিত্তবিবেক। নির্বাণের নাম উপধিবিবেক। **রাগস্‌স পহানায**—কামরাগের পরিত্যাগের জন্য কায়গতাস্মৃতি বা দশ অশুভসংজ্ঞা ভাবনা করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন লোক কাঁচি লইয়া ধান কাটিতে ছিল। তখন তাহার ক্ষেতের ঘেরা ভাঙ্গিয়া কতকগুলি গরু ধান খাইতে লাগিল। সে কাঁচি রাখিয়া লাঠি লইয়া গরু সকল তাড়াইয়া দিল। এবং ঘেরাখানি মেরামত করিয়া দিল। তারপর আবার কাঁচি লইয়া ধান কাটিতে লাগিল। এস্থলে ধান্যচ্ছেদনকারীর ন্যায় যোগাবচর, ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় বুদ্ধশাসন, কাঁচির ন্যায় প্রজ্ঞা, ধান্যচ্ছেদনের ন্যায় বিদর্শন ভাবনা, লাঠির ন্যায় অশুভ ভাবনা, ঘেরার ন্যায় ইন্দ্রিয় সংযম, ঘেরা ভাঙিয়া গরু প্রবেশের ন্যায় প্রমাদবশত কামরাগের উৎপত্তি। গরু তাড়াইয়া ঘেরা মেরামত করিয়া পুনঃ ধান্যচ্ছেদনের ন্যায় অশুভ ভাবনার দ্বারা কামরাগ বিতাড়িত করিয়া অপ্রমত্তভাবে পুনঃ বিদর্শন ভাবনারত হওয়া। **দিট্‌ঠেবধম্মে নিব্বাণং**—অস্মি-মান সমূলে ছিন্ন হইলে এই আত্মভাবেই নির্বাণ লাভ হয়। এতই সুন্দর পরিপূর্ণভাবে ভগবান মুক্তির বিষয় দেশনা করিয়াছেন, এখন মুক্তিকামী ব্যক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন। বৈরাগ্যসম্পন্ন পণ্ডিত সুশিক্ষিত লোকের চেষ্টা থাকিলে শুভ মুহূর্ত আসিবে।

২। **এত্তান উদযব্বযং**—উদয়-ব্যয়জ্ঞান জন্মিলে আসবক্ষয় হয় বলিয়া অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুক্ক নিপাতে কথিত হইয়াছে। প্রতিসম্ভিদামার্গে উদয়-ব্যয় ভাবনার প্রণালি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক স্কন্ধে উদয় বা উৎপত্তি দর্শন করিতে পাঁচটি লক্ষণ এবং ব্যয় বা বিলয় দর্শন করিতে পাঁচটি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উদয়-ব্যয় দর্শনে মোট ৫০টি লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যথা : অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও আহারের উৎপত্তিতে রূপের উৎপত্তি, উহাদের নিরোধে রূপের নিরোধ। আবির্ভাব (নিব্বত্তি) লক্ষণের দ্বারা রূপের উৎপত্তি ও তিরোভাব

(বিপরিণাম) লক্ষণের দ্বারা রূপের নিরোধ জ্ঞাতব্য। ইত্যাদি পরিপূর্ণ জানিলে আসবক্ষয় করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করা হইবে। অতএব যথাযথ জানিবার জন্য প্রতিসম্ভিদামার্গ অধ্যয়ন নিতান্ত প্রয়োজন।

৩। **মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং**—হিংস্র জন্তু, প্রবল শত্রু, এমনকি নির্দয় রাজা পর্যন্ত জীবের যে অনিষ্ট করিতে পারে না মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প প্রভৃতি অষ্ট মিথ্যাধর্ম তাহা অপেক্ষাও জীবের সর্বনাশ সাধন করে। অতএব ওই সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সম্যকদৃষ্টি সম্যক সংকল্পাদি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের স্মরণ, ধারণ ও বৃদ্ধির দ্বারা সুখের ভাগী হইতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান মানবমাত্রেরই কর্তব্য।

৪। **রজনীযেসু**—কামরাগ উৎপত্তির হেতুভূত ত্রিলোকের বিষয় সকলে। **কোপনেয্যে ন কুপ্পতি**—আমার অনিষ্ট করিল ইত্যাদি নববিধ ক্রোধ উৎপত্তির কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যিনি ক্রুদ্ধ হন না।

৫। **নাগ**—আগু শব্দের অর্থ পাপ। সেই আগু যিনি করেন না তিনিই নাগ বা নিষ্পাপ বুদ্ধনাগ। অপর নাগ শব্দের অর্থ হস্তী। সর্পকেও নাগ বলা হয়। এখানে তাহা নহে।

৬। **পন্থঞ্চ সযনাসনং**—সংসর্গবিরহিত শয্যা ও আসন, সয়নের অনুবাদে কোনো কোনো স্থানে শয়নই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার অর্থ শয্যা বলিয়া গৃহীতব্য। **অধিচিত্তে চ আযোগো**—অষ্ট সমাপত্তি ভাবনায় তৎপরতা।

৭। **মোনপথেসু**—সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম; যথা : চারি সতিপট্‌ঠানা, চারি সম্মপ্পধানা, চারি ইদ্ধিপাদা, পঞ্চিন্দ্রিযানি, পঞ্চবলানি, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গানি এবং অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্গো (১৪২ পৃষ্ঠার অনুবাদে দ্রষ্টব্য।)

৮। **অধিবাসযে**—সহ্য করিবে। পরে শত অনিষ্ট সাধন করিলেও উহা নিজের পূর্বকৃত কর্মফল মনে করিয়া সহ্য করা উচিত। যিনি ত্রিংশ পারমিতা পূর্ণ করিতে সমুদ্রজলের অধিক রক্ত দান করিয়াছেন, নক্ষত্ররাজির চেয়ে বেশি চক্ষু দান করিয়াছেন, পর্বত হইতেও বেশি মুকুট-শোভিত শির দান করিয়াছেন এইরূপ অনন্ত পুণ্যের আধার ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধকেও পূর্বকৃত পাপ দুঃখ দিয়াছিল, আর সাধারণ লোকের কথাই-বা কী?

ভগবান পূর্বে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জন্মে পাঁচশত শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। ভীম নামক এক পঞ্চাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত ঋষি তথায় আসিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে কামভোগী বলিয়া নিন্দা করেন। তাঁহার শিষ্যরাও ওই কথায় সায় প্রদান করে। সেই পাপকর্মের ফলে সুন্দরী পরিব্রাজিকা ভগবানের ও পাঁচশত

ভিক্ষুর বৃথা কুৎসা রটনা করিতে সমর্থা হয়। কর্মফল ভোগ না হইলে কখনো খণ্ডন হয় না। এমনকি ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও উহা খণ্ডাইতে পারিলেন না। তাই অপদানে উক্ত হইয়াছে : '... নহি কম্মং বিনস্‌সতি' অর্থাৎ কর্ম কখনো বিনষ্ট হয় না। অতএব পাপকর্ম বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

৫. সোণ স্থবির বর্গ

পুথু অত্তা—পৃথক আত্মা। বুদ্ধধর্মে 'আত্মা' শব্দের স্থলেই অন্য ধর্মাবলম্বী লেখকগণ গোলমাল করিয়া বসেন। তাই কতেক পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে :

ভগবান বুদ্ধ আত্মা স্বীকার করেন না, অথচ পূর্বনিবাস এবং জন্মান্তরবাদ প্রচার করিয়াছেন, স্থানে স্থানে ওইরূপ আত্মা শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবান কোন প্রকারের আত্মা স্বীকার করেন না? আত্মবাদীর মতে শাশ্বত, ধ্রুব, চিরস্থায়ী আত্মা ও পরমাত্মা আছে, উহা অবিনশ্বর এমনকি জীব বধ করিলেও ওই আত্মাকে বধ করিতে পারা যায় না। ওইরূপ চিরস্থায়ী আত্মা (ego) ভগবান বুদ্ধ স্বীকার করেন না। কতকগুলি সত্য লৌকিক আর কতকগুলি সত্য লোকোত্তর। লৌকিক সত্য ভাববোধের জন্য ভগবান ব্যবহার করিয়াছেন বটে; কিন্তু পরমার্থত উহা সত্য বলিয়া প্রচার করেন নাই। যেমন গৃহ বলিতে লৌকিক বশে সত্য হইলেও আসলে গৃহ বলিয়া কোনো একটি জিনিস নাই। বাঁশ, কাঠ, মাটি, টিন, বেত, পেরেক ইত্যাদি পরস্পর সংযোগ করিয়া এক খণ্ড আকাশকে ঘিরিয়া দিলে উহা গৃহ নামে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ আত্মা বলিয়া কোনো একটি স্থায়ী কিছু নাই, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া লোকে 'আমি', 'তুমি' বলিয়া বলে, আমিত্বের অভিমান করে।

তন্মধ্যে আত্মবাদীদের কেহ কেহ রূপকে, কেহ কেহ বেদনাকে, কেহ সংজ্ঞাকে, কেহ সংস্কারকে এবং কেহও-বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু কেহই ওই পঞ্চস্কন্ধকে স্ববশে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কেহই তাহাতে কিছু সার জিনিস পায় নাই অতএব উহা কাহারও আত্মা নহে, লোকে ব্যবহারের সুবিধার্থ আত্মা নাম প্রদান করিয়াছে মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে পূর্ব পূর্ব জন্মে বোধিসত্ত্ব পারমিতা পূর্ণ করিলেন, শেষ জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। কোন বস্তুটি ওইরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিল? তদুত্তরে—স্থায়ী কোনো বস্তু জন্মান্তর গ্রহণ করে না, এবং পূর্বের হেতু বিনাও হয় না। যেমন একটি বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল, ওই ফলের বীজ

হইতে আর এক বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, এস্থলে পূর্ববর্তী বৃক্ষটি পরবর্তী বৃক্ষরূপে আসে নাই, পূর্ববর্তী বৃক্ষের বীজের অভাবে পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তিও অসম্ভব হইত। তদ্রূপ কোনো আত্মা বলিয়া শাশ্বত বস্তু জন্মান্তর গ্রহণ করে না এবং পূর্ববর্তী কর্ম-বীজের অভাবে পরবর্তী জীবরূপী বৃক্ষেরও উদ্‌গম হয় না। যেমন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির পরস্পর সম্বন্ধ তদ্রূপ জীবের পূর্ব পূর্ব কর্মের সহিত পর পর জন্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই ব্যবহারিক বশে 'আমি অমুক জন্মে পারমিতা পূর্ণ করিয়াছি' বলিয়া ভগবান বলিয়াছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদে [কারণ-ফলে] জ্ঞান হইলেই আত্মদৃষ্টিরূপ মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়। বস্তুত প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যতীত কোনো দ্রব্যই নাই। যে প্রদীপটি দেখিতেছ উহার কারণ কী? দীপাধার তৈলবর্তিকা ও অগ্নিসংযোগ উহার কারণ। কারণ চতুষ্টয়ের অভাবে প্রদীপরূপী ফল দৃশ্যমানরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে না। সকলই তদ্রূপ জ্ঞাতব্য।

৩। **ধম্মচক্‌খু**—স্রোতাপত্তিমগ্‌গো। উহার একটি উপমা : বস্ত্রসদৃশ চিত্ত, আবার বস্ত্র মলিন হওয়ার ন্যায় চিত্ত পাপমলে মলিন হওয়া; বস্ত্র ধৌত করিবার তক্তার ন্যায় দান-শীলাদি আনুক্রমিক কথা; জলের ন্যায় শ্রদ্ধা; ক্ষারযোগে পুনঃপুন আছড়াইয়া বস্ত্র ধৌতকরণের ন্যায় পাপত্যাগের ও সদ্ধর্মলাভের উৎসাহ। বস্ত্রের ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার ন্যায় পাপাপগমে চিত্তের প্রভাস্বর অবস্থা। বস্ত্রের নির্মলতা প্রভাস্বরতা পরিচ্ছন্নতা সাবানাদি ক্ষারের দ্বারাই বিশেষভাবে সম্পাদিত হয়; ওই ক্ষারসদৃশ স্রোতাপত্তিমার্গ। এই স্রোতাপত্তিমার্গ সহস্র ন্যায়মণ্ডিত, পরম দুর্লভ। উহা লাভ করিলে অপায় দুঃখের ভয় চিরতরে অপসারিত হইয়া যায়। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের জন্য সকল শক্তি দিয়া চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অপরপচ্চযো—নাস্‌স পরো পচ্চযো, ন পরস্‌স সদ্ধায এত্থ বত্ততীতি। রত্নত্রয়ের গুণ সম্বন্ধে, আর্যকান্ত শীল সম্বন্ধে বা আর্য ন্যায় পটিচ্চ-সমুপ্পাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যখন অপর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, স্বীয় চিত্ত দ্বারাই স্বয়ং বুঝিয়া থাকেন তখন শাস্তা-শাসনে অপরপচ্চয়তা বা স্বয়ম্ভুজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

স্রোতাপন্নো—সোত সঙ্খাতং অরিযমগ্গং আদিতো পন্নো—নির্বাণগামিনী স্রোতরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রথম পতিত ব্যক্তি। **নিযতো**—ধর্মনিয়মে নিয়মিত বা নিয়ত।

৪। **উপেচ্চ**—চতুরপায়ে বা মনুষ্যলোকে এই পাপ আর আমাদের পশ্চাদানুসরণ করিবে না, এই স্থান হইতে পলাইয়া গেলে বাঁচিব এইরূপ

আশা করিয়া।

৫। **সংকস্‌সর সমাচারো**—কোনো অপবিত্র কাজ দেখিয়া 'অমুক এই কাজ করিয়া থাকিবে' এইভাবে পরের আশঙ্কাজনক আচার, অথবা কেহ কোনো মন্ত্রণা করিলে পাপী ব্যক্তি শঙ্কা করে যে 'উহারা বোধ হয় আমার বিষয় আলোচনা করিতেছে' ওইরূপ আশঙ্কাজনক কর্মকারী ব্যক্তি **'সংকস্‌সর সমাচারো'**। **চত্তারো সতিপট্‌ঠানা : (১) কাযে কাযানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানা**—দেহের প্রত্যেক অশুচি অংশ, শ্বাস-প্রশ্বাস ও মৃতদেহের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ। (২) **বেদনাসু বেদনানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানা**—সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বেদনার উদয়ে উহা কি কামের আমিষহেতু হইল অথবা কি বৈরাগ্যহেতু হইল তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ। (৩) **চিত্তে চিত্তানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানা**—চিত্ত রাগযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত হইলে অথবা বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ হইলে তদ্‌বিষয়ও সম্যকভাবে জানা। চিত্তের মহাপ্রাণতা লাভ, চিত্তের সংকীর্ণতা, লৌকিক অবস্থা লোকোত্তর অবস্থা, অবিমুক্ত অবস্থা এবং বিমুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান। (৪) **ধম্মে ধম্মানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানা**—স্বীয় মানসে কামচ্ছন্দাদি নীবরণ থাকিলে আছে বলিয়া জানা, কীরূপে উহা ত্যাগ করা যায় ও পুনরোৎপত্তি না হয় মতো করা যায় তদ্‌বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান। পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি-বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞান, চক্ষু, কর্ণাদির সহিত রূপ-শব্দাদির সমাগমে যে বন্ধন বা সংযোজনের সৃষ্টি হয় উহাদিগকে ছেদন করিবার উপায় জানা, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনার অভিজ্ঞতা লাভ, এই সকলকে **'ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানা'** বলে। সংক্ষেপে কয়েক গাথায় :

কাযানুপস্‌সনা কাযে বেদনা অনুপস্‌সনা,
চিত্তানুপস্‌সনা চিত্তে ধম্মে ধম্মানুপস্‌সনা।
আনাপান ইরিযাপথং সম্পজঞ্‌ঞং পটিক্কুলং
ধাতু সিবথিকা নব চুদ্দসা কাযানুপস্‌সনা।
সুখং দুক্‌খং তদঞ্‌ঞং বা সামিসং বা নিরামিসং
বেদনং বেদমানো, সো তদাকারং 'নুপস্‌সযে।
রাগ-দোস-মোহং চিত্তং মহগ্গতং চ উত্তরং,
সমাহিতং বিমুত্তন্তি চিত্তানুপস্‌সযে ভিক্‌খু।
নীবরণেসু খন্ধেসু আযতনেসু বোজ্ঝঙ্গে
সচ্চেসু অজ্ঝত্ত বহিদ্ধা ধম্মানুপস্‌সযে যতি।

চত্তারো সম্মপ্পধানা—অকৃতপূর্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপ না করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, এবং মহা উদ্যোগ, কৃতপূর্ব পাপ চিন্তা পরিত্যাগের জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উদ্যোগ। অজ্ঞাত সদ্ধর্ম জানিবার জন্যও অকৃতপূর্ব সৎকর্ম করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উদ্যোগ। জ্ঞাতসদ্ধর্ম না ভুলিবার জন্য, স্থিতি, বৃদ্ধি ও অপরিমিত অধিক করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উদ্যোগ।

চত্তারো ইদ্ধিপাদা—(প্রতিসম্ভিদামার্গ ও বিভঙ্গ হইতে দেখিয়া লইবেন স্থানাভাববশত এস্থলে দিতে পারিলাম না)। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবল—অনুবাদে দেখুন)।

সত্ত বোজ্ঝঙ্গানি—স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা।

অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। (সুচারুরূপে জানিবার জন্য পালি ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ অত্যুত্তম)। ওই সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মের নামমাত্র জানিলে কার্য হইবে না, যতই উহাদের অর্থ গবেষণা এবং ভাবনা করা যাইবে ততই মানস রত্নকোষে 'পরম দুল্লভো' সদ্ধর্মরত্ন সঞ্চিত হইবে।

গাথার অনুবাদে 'ছাদন করিলে হয় অতি বরষণ'—এই কথার তাৎপর্য এই : যে ব্যক্তি গোপনে পাপ করিয়া উহা কাহারও কাছে প্রকাশ করে না, সে অনবরত পাপ করিতে থাকে, যে-ব্যক্তি একবারমাত্র পাপ করিলেও গুরু প্রভৃতি সৎ লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া ওই পাপকর্মহেতু বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তাহার পাপ আর বাড়িতে পারে না। অতএব পাপ গোপন না করিয়া গুরুকে জ্ঞাপনপূর্বক তাহার প্রতিকার করা শ্রেয়।

৬। **দিস্বা আদীনবং লোকে**—বরফ যেমন গলিয়া পড়িয়া নিত্য ক্ষয় পাইতে থাকে এবং পরিশেষে বরফের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়া থাকে এই জগতে জীবগণের শরীরও তদ্রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ব্যক্তিত্বেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, অতএব জগতে প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যই এক একটি দুঃখের অগ্নিশিখাসদৃশ। ওইরূপ দুঃখময় পদার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো আমি বা আমার বলিবে না, অতএব সকল সৃষ্ট বস্তুই অনাত্মা। ঞত্বা ধম্মং নিরুপধিং—যাহা কখনো সৃষ্ট হয় নাই এমন অমৃতময়ের বিনাশও নাই, কাম-উপধি, ক্লেশ-উপধি এবং স্কন্ধ-উপধি হইতে উহা বিমুক্ত। তৈল যেমন

জলে ঢালিয়া দিলেও উহা জলের সহিত মিশে না, তেমনই 'নির্বাণ' রূপ অমৃতময় 'অসঙ্খতধাতু' বিদ্যমান থাকিলেও উহা সৃষ্ট জগতের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে। মলিন বস্ত্র খুলিয়া না রাখিলে যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করা হয় না, তদ্রূপ সকল সাংসারিক বস্তুর মায়া ত্যাগ না করিলেও নির্বাণামৃত লাভ করা যায় না। আর্যমার্গ ও ফলের দ্বারা সমুদয় বাসনার সমুচ্ছেদ করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া আয়ুষ্মান সোণ স্থবির প্রীতিগাথা বলিতেছেন **'ঞত্বা ধম্মং নিরুপধিং'**।

১০। **পুব্বাপরিযং বিসেসং**—পূর্বপর বিশেষত্ব দুই প্রকারে লাভ হয়, শমথ (সমাধিবশে) ও বিদর্শনবশে। তন্মধ্যে ভাবনা 'নিমিত্তে'র উৎপত্তি হইতে নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞাযতন পর্যন্ত শমথবশে এবং 'রূপং অনিচ্চং' এই হইতে অর্হত্ত্বলাভ পর্যন্ত ভাবনা বিদর্শনবশে সম্পাদিত হয়। এস্থলে বশে কেবল বিদর্শনের অর্থ গৃহীতব্য।

৬. জন্মান্ধ বর্গ

তুলমতুলসম্ভবং—(এইরূপ অর্থও হইতে পারে) যথা : **তুলং**—কামাবচর কর্ম। **অতুলং**—অপর শ্রেষ্ঠ লৌকিক কর্ম। অথবা **তুলং**—কামাবচর ও রূপাবচর কর্ম। **অতুলং**—অরূপাবচর কর্ম, অথবা **তুলং**—অল্প ফলপ্রদ কর্ম। **অতুলং**—বহুফলপ্রদ কর্ম। **সম্ভবং**—উৎপত্তিজনক। ওই তুলনীয় কর্ম বা অতুলনীয় কর্মসকল পুনর্জন্ম প্রদান করে বলিয়া ভগবান সকল ভবসংস্কার—সকল লৌকিক কর্মচেতনা বিসর্জন করিলেন।

৩। **অহু**—ছিল, অর্হত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে চিত্তে ক্লেশসকল বিদ্যমান ছিল। **তদা নাহু**—অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে সেই সকল ক্লেশ ছিল না। **নাহু পুব্বে**—যে-সকল অনবদ্য ধর্ম এখন আমাতে বিদ্যমান, পূর্বে উহা ছিল না। **তদা অহু**—যখন অগ্রমার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সকল অনবদ্য ধর্ম বিদ্যমান ছিল। **ন চাহু... বিজ্জতি**—বোধিমণ্ডপে উপবিষ্ট হইবার পূর্বেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না এবং এখনও নাই। আর্যমার্গ একবার ব্যতীত দুইবার উৎপন্ন হয় না, তাই অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান লাভের পরক্ষণেই নিরুদ্ধ হইয়া যায় সেই হইতে আর্যমার্গচিত্ত বিদ্যমান নাই বলিয়া বলিতেছেন।

৭. চূল বর্গ।

বট্টং—ক্লেশাবর্ত। **নিরাসং**—নির্বাণ। **ব্যাগা**—বিসেসেন অগা—অগ্রমার্গ লব্ধ বলিয়া পুনঃ অধিগমের কারণ নাই, সম্পূর্ণ অধিগত হইয়াছে এইরূপ

অর্থ দ্রষ্টব্য। **বিসুক্খা**—সৃষ্টি ধ্বংসের সময় চতুর্থ সূর্যের উদয়ে যেমন মহানদী সকল বিশুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ চতুর্থ মার্গজ্ঞানের উদয়েও তৃষ্ণানদী বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

মূলং—অবিদ্যা। **ছমা**—আসব, নীবরণ ও মিথ্যা মানোনিবেশ (অয়োনিসো মনসিকারো) কে 'ছমা' বা ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। **লতা**—মানাতি মানাদি শাখা-প্রশাখাবৎ লতা। **পাতা**—মদ-প্রমাদ-মায়া-শঠতাদি পাতা।

৭। যেই ভগবান বুদ্ধ প্রপঞ্চবিহীন মুনি, সংসারে যাঁহার অস্তিত্ব অসম্ভব, যিনি তৃষ্ণার বন্ধন এবং অবিদ্যার প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছেন, সেই তৃষ্ণাবিহীন মুনিকে দেবগণসহ সকল চক্রবালবাসী জীবগণ জানিতে পারে না। এই গাথার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে, শ্রীভগবানের অলৌকিক গুণের কথা বর্ণনা করিতে সাহস কুলাইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে। দেবগণও যাঁহাকে জানিতে পারে না অধ্যাত্ম ভাবনাশূন্য সাধারণ লেখকগণ কীরূপে শ্রীভগবানের স্বমুখে কথিত লোকোত্তর গুণ বর্ণনা করিতে পারিবে? ইহা যে ভাবনাপরায়ণ ভক্তগণের প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়।

(অব উপসর্গের বিস্তারার্থ গ্রহণে) অব উপসর্গের পরিভব বা অসম্মান অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থকথায় লিখিত হইয়াছে... ন কদাচি অবজানাতি ন পারিভোতি অথ খো অযমেব লোকে অগ্গো সেট্ঠো উত্তমো পবরোতি গরু করোন্তো সক্কচ্চং পূজা সক্কার নিরতো হোতীতি। ভগবানকে সকল সত্ত্বগণ দেবগণ এবং ব্রহ্মগণ কখনো অবজ্ঞা করে না। অপরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম অতি উত্তম বলিয়া গৌরব করে এবং যত্নের সহিত তাঁহার পূজা-সৎকারে নিরত হয়।

৮। **নো চস্স**—অতীতকালে যদি কর্ম ও ক্লেশ না থকিত। **নো চ মে সিয়া**—বর্তমান কালে এই আত্মভাব উৎপন্ন হইত না। অতীত জন্মে কর্ম ও ক্লেশ আছে বলিয়াই বর্তমানে আমার এই আত্মভাবের (শরীরের) সৃষ্টি হইয়াছে। **ন ভবিস্সতি**—এই জন্মে যদি কর্মক্লেশ উৎপন্ন না হয় তবে **'ন চ মে ভবিস্সতি'**—ভবিষ্যতেও আমার আত্মভাব আর প্রবর্তিত হইবে না।

—ঃ পরিশিষ্ট সমাপ্ত ঃ—

খুদ্দকনিকায়ে

ইতিবুত্তক

(ভগবান বুদ্ধ এরূপ বলেছেন)

অনুবাদক :
ড. আশা দাশ, এমএ, পিএইচডি
সাহিত্য-ভারতী মেমোরিয়াল প্রাইজপ্রাপ্ত, প্রাক্তন রীডার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

খুদ্দকনিকায়ে ইতিবুত্তক

অনুবাদ : ড. আশা দাশ

গ্রন্থস্বত্ব : বিদর্শনাচার্যা দীপা-মা ননীবালা ট্রাষ্ট
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
প্রথম প্রকাশক : ডক্টর সুকোমল চৌধুরী, সম্পাদক
বিদর্শনাচার্যা দীপা-মা ননীবালা ট্রাষ্ট, ৫০-টি/১সি, পটারী রোড
কলিকাতা ৭০০০১৫
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমান শাসনহিত শ্রামণ

অনিন্দিতপ্রাণ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের
হৃদয়ের অমৃত সত্তার কাছে
আমার প্রণত নৈবেদ্য

—আশা দাশ

পিতৃদেব ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়ার
পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—শান্তিদেবী বড়ুয়া

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে ইতিবুত্তক

প্রথম নিপাত

দ্বিতীয় নিপাত

তৃতীয় নিপাত

চতুর্থ নিপাত

শুভেচ্ছা বাণী

ড. আশা দাশ কর্তৃক অনূদিত 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থটি মূদ্রিত দেখিয়া খুবই সন্তোষ লাভ করিলাম। পালি সাহিত্যের মধ্যে ইতিবুত্তকের স্থান বহু উচ্চে। ১১২টি সূত্র ৭টি নিপাতে বিভক্ত। সূত্রগুলি অধিকাংশ গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত। প্রথমে গদ্য ও শেষে পদ্য। এই সকল ক্ষেত্রে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ পরস্পরের পরিপূরক। ইতিবুত্তকের প্রত্যেকটির সূত্র অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশাত্মক বাণী। লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, ম্রক্ষ (কপটতা), মান ইত্যাদি অকুশল চিত্তবৃত্তি যাহা মনুষ্যত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায়-স্বরূপ তাহা পরিত্যাগ এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ, ত্যাগ (দান), সত্য ভাষণ ইত্যাদি কুশলকর্ম সম্পাদন সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা ব্যতীত নির্বাণ, স্কন্ধ, সম্বোধি ইত্যাদি সম্পর্কেও গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা ইহাতে পাওয়া যায়।

ডা. আশা দাশ বাংলা ভাষাভাষীদের উপযোগী করিয়া অতি পরিশ্রম-সহকারে সহজ-সরল, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল ভাষায় গদ্য ও পদ্য ছন্দে ইতিবুত্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সকলে উপকৃত হইবেন। ড. আশা দাশ ইতিপূর্বেও বাংলা, ইংরেজি ভাষায় বহু মূল্যবান মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমাজকে উপহার দিয়াছেন। তাহার প্রতিটি গ্রন্থ পণ্ডিতমহলে সমাদৃত। ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা আরও গ্রন্থ সংকলিত দেখিতে চাই। এই জাতীয় গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

শুভার্থী

ধর্মাধার মহাস্থবির

নালন্দা বিদ্যাভবন
কলিকাতা
১৫-০৯-৯৫

ভূমিকা

পালি ইতিবুত্তক (= সংস্কৃত ইতিবুত্তক) সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ। ইহার প্রথম সম্পাদনা করেন Ernest Windisch এবং রোমান অক্ষরে ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮৮৯ খ্রি. লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। ইহার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন Justin Hartley Moore এবং ১৯০৮ খ্রি. নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রি. ইহার ইতালীয় অনুবাদ এবং ১৯২২ খ্রি. ইহার জাপান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইতালীয় অনুবাদ করেন Pavolini এবং জার্মান অনুবাদ করেন K. Seidenstucker. ইহার জাপানি অনুবাদ করেন Yachi Ishiguro যাহা টোকিও হইতে Nanden-এর ২৩ তম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া ইহার বঙ্গানুবাদ করেন যাহার কিছু অংশ 'নালন্দা' পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় এবং ২য় ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পালি ইতিবুত্তকের একটি সংস্কৃত সংস্করণ ছিল যাহা ৬৫০ খ্রি. হিউয়েন সাঙ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ইহা চৈনিক ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত। K. Watanabe চৈনিক ইতিবুত্তকের সহিত পালি ইতিবুত্তকের তুলনাত্মক আলোচনা করিয়াছেন যাহা Pali Text Society-র জার্নালে (১৯০৬-৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, সংস্কৃত 'ইতিবুত্তক' হইতেই চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহা হইলেও পালি ও সংস্কৃত উভয় সংস্করণের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। পালিতে ৪টি নিপাতে ১১টি বর্গ এবং সূত্র সংখ্যা ১১২। এই ১১২টি সূত্রের মধ্যে ৬৫টি সংস্কৃতে আছে যাহা হুবহু এক না হইলেও সাদৃশ্যই বেশি দেখা যায়। কিন্তু চৈনিক সংস্করণে পালির ১১২টি সূত্রের অতিরিক্ত কিছু সূত্র আছে যেগুলি পালি সংস্করণে নাই। Watanabe মনে করেন যে, সংস্কৃত ইতিবুত্তক (যাহা চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে) সর্বাস্তিবীদেরই গ্রন্থ। সংস্কৃত ইতিবুত্তক জাপানি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন K. Shimizutani.

ইতিবুত্তকের বিষয়বস্তু : বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের প্রায় সমস্তই আছে ইতিবুত্তকে। বিষয়ের গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে বুদ্ধকেই এখানে একমাত্র বক্তারূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বুদ্ধই বক্তা, আর সকলেই শ্রোতা।

প্রথম নিপাতে বুদ্ধ বলিতেছেন :

লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, ম্রক্ষ, মান ইত্যাদি হইতেছে অকুশলের মূল। এই সকল হইতে দূরে আনিতে পারিলেই কুশল উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণারূপ বন্ধনই পুনর্জন্মের কারণ। কুশল কর্ম ইহ ও পরলোকে সুখ প্রদান করে। সত্ত্বগণে মৃষাভাষণ পাপ। অন্নদানের দ্বারা মহাপুণ্য লাভ হয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় নিপাতে বুদ্ধ বলিতেছেন :

ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব, কায়-বাক্য-মনে পাপাচরণ দুঃখদায়ক। আলস্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা বোধিলাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। ভিক্ষুকে সংযত জীবন যাপন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য তৎপর হইতে হইবে। শ্রামণ্য ধর্মের বহু সুফল বর্ণিত হইয়াছে। ৩০ নম্বর সূত্রে বলা হইয়াছে—বদ্ধ দুইটি বিষয় প্রশংসা করেন না : (১) সৎকর্ম না করা এবং (২) পাপকর্মে রত হওয়া। অপরপক্ষে দুইটি বিষয় তিনি প্রশংসা করেন : (১) সৎকর্ম সম্পাদন করা, এবং (২) অসৎকর্ম পরিত্যাগ করা। বুদ্ধ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

তৃতীয় নিপাতে বুদ্ধ বলিতেছেন :

বেদনা ৩ প্রকার—দুঃখ, সুখ, অদুঃখ-অসুখ। তৃষ্ণা ৩ প্রকার—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। সৎকর্মের অঙ্গ হইতেছে—দান, শীল, ভাবনা। সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করা যায়। মারের অস্ত্র হইতেছে : লোভ, দ্বেষ এবং মোহ। এই তিন প্রকার অকুশল দূর করিতে পারিলে পুনর্জন্ম রোধ করা যায়। জগতের সমস্ত কিছুই অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। কামরাগ ও হিংসা-বিদ্বেষ নির্বাণের পরিপন্থী। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিলে জন্ম, জরা, ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া অজয় অমর অবস্থা লাভ করা যায়। বুদ্ধ বলিতেছেন, লোভী, অনুরাগপরায়ণ ও ঈর্ষুক ব্যক্তি সারা জীবন বুদ্ধের চীবর ধারণ করিয়া থাকিলেও সে বুদ্ধের নিকট হইতে বহুদূরে। অপরপক্ষে নির্লোভ বীতরাগ ও মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তি বহুদূরে অবস্থান করিলেও সে বুদ্ধের অতি নিকটেই ইত্যাদি।

চতুর্থ নিপাতে বুদ্ধ বলিতেছেন :

যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়কে জানিয়াছে—সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। রাগ, দ্বেষ এবং হিংসা

ধার্মিক ব্যক্তিকেও অধঃপতিত করিতে পারে ইত্যাদি।

ড. আশা দাশ অত্যন্ত সহজ সরল বাংলায় ইতিবুত্তকের অনুবাদ আমাদের উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তবে অনুবাদের সহিত পালি মূল থাকিলে গ্রন্থখানির আরও সুখপাঠ্য হইত এবং পালির ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উপকৃত হইত। পরবর্তী সংস্করণে সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে ইহার আশা রাখি।

শ্রীমতী শান্তিদেবী বড়ুয়া তাঁহার পিতা অভিধর্মাচার্য্য স্বর্গীয় ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন—সেজন্য শ্রীমতী বড়ুয়া আমাদের ধন্যবাদার্হা।

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা
১৮/০৯/৯৫ ইং

সুকোমল চৌধুরী
সম্পাদক
বিদর্শনাচার্যা দীপা-মা ননীবালা ট্রাস্ট

নিবেদন

'ইতিবুত্তক' খুদ্দকনিকায়ের চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ। ত্রিপিটকের নব বিভাগেও (নবাঙ্গ সত্থুসাসন) এ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থটি ৪টি নিপাতে বিভক্ত। Windisch-এর Itivuttaka (PTS, 1889) গ্রন্থানুযায়ী এর ব্যাপ্তি ও পরিকাঠামো হলো :

নিপাত	বগ্গ	সুত্ত
এক নিপাত	৩	২৭
দুক নিপাত	২	২২
তিক নিপাত	৫	৫০
চতুক্ক নিপাত	১	১৩
মোট	১১	১১২

৪টি নিপাতের অন্তর্গত ১১টি বগ্গে মোট ১১২টি সুত্ত স্থান পেয়েছে। Dr. J.H. Moor প্রথম ১৯০৮ খ্রি. এই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন (Iti-vuttaka, Sayings of Buddha, New York, 1908)।

গ্রন্থের মোট ১১টি 'উদ্দান' সংযোজিত হয়েছে। উদ্দান (উদ+দা)-যা যুক্ত করে। একগুচ্ছ সুত্তের নাম বা অধ্যায়ের শিরোনামও 'উদ্দান' নামে পরিচিত। সাধারণভাবে ইহাকে সারাংশও বলা হয়। গ্রন্থের সমস্ত উদ্দান সংগৃহীত হলে তা সমগ্র গ্রন্থের সূচিপত্ররূপে উপস্থাপিত হতে পারে। ইহাকে 'ছন্দের সমতাহীন কবিতা' নামকরণও করা যায়। 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থে প্রত্যেক বর্গের শেষে সমতাহীন ছন্দে উদ্দান সংযোজিত হয়েছে। মূলে উল্লেখিত না থাকলেও এই উদ্দানসমূহ হতে অতি সহজেই সুত্তসমূহেরও নামকরণ হতে পারে।

ইতিবুত্তক সংস্কৃত 'ইতিবুত্তক' (BHS Dictionary, p 16) 'ইতি' এবং 'বুত্তক' শব্দদ্বয়ের সম্মিলিত রূপ। ইতি অর্থে ইত্থং, Thus, এই ধরনের। প্রাচীন পালি সাহিত্যে 'ইতি' বা 'তি' সাধারণত ভাষার রীতিগত বাকবৈশিষ্ট্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তি' প্রধানত গদ্যে এবং 'ইতি' বা 'তি' উচ্চতরভাষারীতিরূপে কবিতায় বা গাথায় ব্যবহৃত হয়েছে। যথা, তি—উদুক্খলে হি ধঞ্ঞং পক্খিপন্তিয়া পরিবত্তেন্তিয়া মুসলেন কোট্টেন্তিয়া পিট্ঠ

ওনামেতব্বা হোতি তি।

ইতি—দেবতানুকম্পিতোপোসো সদা ভদ্রানি পস্সতীতি।

অবশ্য ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখা যায়। যথা, অজ্জ মে সত্তমী রত্তি যতো তণ্হা বিসোসিতা তি।

বুত্তক (বুত্ত+ক) বৃৎ (ঘটা) ধাতু হতে উৎপন্ন। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে 'বুত্তক' শব্দ পাওয়া যায়। 'বৃত্তক' অর্থে গল্প বা কাহিনীও হতে পারে।

'ইতিবুত্তক' গ্রন্থে নিম্নলিখিত পংক্তিত্রয় প্রতি সুত্তে বারে-বারে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

(১) বুত্তং হেতং ভগবতোবুত্তং—অরহতা তি মেসুতং।

(২) এতং অত্থং ভগবা অবোচ, তত্থেতং ইতি বুচ্চতি।

(৩) অযম্পি অত্থো বুত্তো ভগবতা ইতি মেসুতন্তি।

গ্রন্থটির এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ত্রিপিটকান্তর্গত আর কোনো গ্রন্থে এ রীতি অনুসৃত হয়নি। 'বুত্তং', 'বুত্তম', 'বুচ্চতি', 'বুত্তো' ইত্যাদি শব্দ বারে-বারে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থের নাম 'ইতিবুত্তক' হওয়া সম্ভব। ভগবান বুদ্ধ যেমন বলেছেন ঠিক তেমনভাবে তাঁর দেশনার সংকলন হলো 'ইতিবুত্তক'। মহাপরির্নিাণের পর তাঁর কোনো শিষ্য এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। সুত্তে বলা হয়েছে—ইতি মে সুতনাতি, আমি শুনেছি। এজন্যই সংকলক জোর দিয়ে বলতে পেরেছেন—অর্হৎ ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে।

'ইতিবুত্তক' গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ বক্তা, ভিক্ষুরা শ্রোতা। সংক্ষিপ্ত সুত্তে তিনিই প্রশ্ন করেছেন, তিনিই উত্তর দিয়েছেন। স্বল্পায়তনের বাক্যে জটিল ও গভীর তত্ত্বকথাও অত্যন্ত সহজভাবে বলা যায়, তা ইতিবুত্তকের ভাষায় প্রমাণিত হয়েছে। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ এ গ্রন্থে বিস্ময়কর স্বমহিমায় বিরাজিত। গ্রন্থের গদ্যাংশের ভাষা সংলাপের ভাষা। দীঘ-মজ্ঝিমাদি নিকায় গ্রন্থের দীর্ঘ বাক্য গঠনরীতি এখানে বর্জিত হয়েছে। সমাসবাহুল্য বা দুরূহ শব্দের দ্বারাও গ্রন্থের ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। নাতিদীর্ঘ বাক্যসমূহ শোভন-সংযত, সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক। এজন্য গভীর তত্ত্ববিষয়ক হলেও গ্রন্থটি কেবল শুষ্ক উপদেশাবলিতে পর্যবসিত হয়নি। সুন্দর উদাহরণের প্রয়োগ ও বাণী-ভঙ্গীয় নিরলংকৃত সৌন্দর্যে উপদেশপ্রধান বক্তব্যও রসসংবেদনশীল ও স্নিগ্ধ লাবণ্যে কমনীয় হয়েছে। এই মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের জন্য গ্রন্থটি সৃজনশীল সাহিত্যের বা Creative Literature-এর মর্যাদা পেয়েছে। গ্রন্থে প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়, পশুপক্ষী, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানুষ এবং দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে তার ভূমিকা ইত্যাদি

থেকে উপমা ও রূপক সংগৃহীত হয়েছে। ইতিবুত্তকের গাথাসমূহের ভাব স্বয়ংপ্রকাশ, ছন্দের অনুরণনে নন্দিত, শ্রুতি-স্নিগ্ধ। সুত্তসমূহে গদ্যাংশের প্রয়োজনে গাথা বা গাথার প্রয়োজনে গদ্যাংশ এসেছে তা বলা কঠিন। তবে গদ্য ও পদ্য একে অন্যের পরিপূরক। দুই-এ মিলে একটি অখণ্ডভাবের সামগ্রিক রূপায়ণ। গদ্য-পদ্যের এই সুষম সমন্বয়ে অন্বিত হয়ে ইতিবুত্তক সংস্কৃত 'চম্পূ' কাব্যের (দ্র. DAS, A Literary Appraisal of Pali Poetical Works, Calcutta, Punthi-Pustak, 1994, pp 70-197) স্তরে উন্নীত হয়েছে।

পালি Itivuttaka (Ed. E. Windisch, London, PTS, 1889) গ্রন্থ অবলম্বনে এই অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করেছি। গাথাসমূহের আক্ষরিক পদ্যানুবাদ না করে এর ঋদ্ধতর যে রূপ তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। এই অনুবাদ গ্রন্থটির জন্য পরম বন্দনীয়, স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির আমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁর এ আশীর্বাদ আমার জীবনপথ প্রণীত করুক। গ্রন্থটি তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের একান্ত আনন্দিত অর্ঘ্যরূপে সমর্পিত হল। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার প্রায় পঁচিশ বছর পরে শ্রীমৎ ডক্টর জিনবোধি ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় এবার প্রকাশিত হলো। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপচিকীর্ষা আমি অযাচিতভাবে লাভ করেছি। সরকারি সংস্কৃত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর সুকোমল চৌধুরী একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন এবং গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন। এদের দুজনের কাছেই আমি অশেষ ঋণে ঋণী। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এ গ্রন্থের ছাপার কাজ যে সমাপ্ত হলো সে কৃতিত্ব জাগরণী প্রেসের শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরীর প্রাপ্য। অভিধর্মাচার্য ডাক্তার স্বর্গত রামচন্দ্র বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর কন্যা শান্তিদেবী বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে এবং বিদর্শনাচার্যা দীপা-মা ননীবালা ট্রাষ্টের সৌজন্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। তাঁদের সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মুদ্রণ প্রমাদ আছে, তবে তা মারাত্মক কিছুই নয়। প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পংক্তিতে 'অনাগামিতা' হবে। পাঠকদের কাছে প্রত্যাশা এই গ্রন্থ পড়ে মূল গ্রন্থটি পড়বার জন্য তাঁরা উদ্যোগী হবেন। কারণ মূলের স্বাদ কখনো অনুবাদে মেটে না।

কলিকাতা **আশা দাশ**
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণাম’

খুদ্দকনিকায়ে

ইতিবুত্তক

(ভগবান বুদ্ধ এরূপ বলেছেন)

প্রথম নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. লোভ সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, লোভধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম” ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয় :

লোভে লুব্ধ সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে লোভ সম্যক জেনে
হন লোভাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

২. দোষ সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি ইহা শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার

প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, দোষ একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম।" ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয় :

দোষে বশবর্তী সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে দোষ সম্যক জেনে
হন দোষাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৩. মোহ সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি ইহা শুনিয়াছি।

"হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, মোহধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম।" ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয় :

মোহে মূঢ় সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে মোহ সম্যক জেনে,
হন মোহাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৪. ক্রোধ সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি ইহা শুনিয়াছি।

"হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার

প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম।” ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয় :

ক্রোধে ক্রুদ্ধ সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে ক্রোধ সম্যক জেনে
হন ক্রোধাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৫. ম্রক্ষ সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর।” আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ (কপটতা) ধর্ম পরিত্যাগ কর। ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয়।

ম্রক্ষে ম্রক্ষিত সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য
সে ম্রক্ষ সম্যক জেনে
হন ম্রক্ষাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৬. মান সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের অনাগামিতার প্রতিভূ রহিলাম। একটি ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, মান ধর্ম পরিত্যাগ কর।”

ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয়।

মানে মত্ত সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য
সে মান সম্যক জেনে,
হন মানাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৭. সর্বপরিজ্ঞা সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, সবকিছু অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত বিরাজিত থাকে না, অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, সব কিছু পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখ জয়ে সমর্থ হওয়া যায়।” ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয়।

যিনি সব জানেন
সর্বতোভাবে
অনাসক্ত যিনি
সর্ব অর্থে,
তিনিই সব পরিজ্ঞাত
আর সব দুঃখ পারগত।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৮. মানপরিজ্ঞা সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ, মান অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত অবিরক্ত অত্যক্ত থাকে দুঃখ জয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, মান অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখ জয়ে সমর্থ হওয়া যায়।” ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলে, তথায় এইরূপ বলা হয়।

মান-মত্ত মনুষ্য
পরে মানের শৃঙ্খল।
মানকে না জেনে
আসে আর যায় পুনঃপুন।
মানকে সম্যক জেনে
বিমুক্ত যিনি মানক্ষয়ে
ছিন্ন তাঁর মানগ্রন্থি—
সর্ব দুঃখ শেষ।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৯. লোভপরিজ্ঞা সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

"হে ভিক্ষুগণ, লোভ অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত অতিরিক্ত অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, লোভ অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত হয়, দুঃখজয়ে সমর্থ হওয়া যায়।" ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয়।

লোভে লুব্ধ মনুষ্য
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য
সে লোভ সম্যক জেনে
হন লোভাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১০. দোষপরিজ্ঞা সূত্র

ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা ভাষিত হইয়াছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

"হে ভিক্ষুগণ, দোষ অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে, তাহাতে চিত্ত অতিরিক্ত অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, দোষ অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখজয়ে সমর্থ হওয়া যায়।" ভগবান এইরূপ অর্থ বলিলেন, তথায় এইরূপ বলা হয় :

দোষে বশবর্তী সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য
সে দোষ সম্যক জেনে
হন দোষাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

এই অর্থও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

[নিশ্চয়তা বর্গ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত][১]

উদ্দান-১

রাগ, দোষ আর মোহ
ক্রোধ, ম্রক্ষ, মান, সর্ব
মানসহ; পুনঃ রাগ-দোষ
প্রকাশিত যথাক্রমে—
বর্গ নাম প্রথমে।

১১. মোহপরিজ্ঞাত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, মোহ অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত অবিরক্ত, অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, মোহ অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখ জয়ে সমর্থ হওয়া যায়।"

মোহে মুগ্ধ সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য
সে মোহ সম্যক জেনে
হন মোহাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন,

---

[১] [এই বর্গে উল্লেখিত পুনরুক্তিগুলি পরবর্তী সূত্রসমূহে বাদ দেওয়া হইল।]

এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

১২. ক্রোধপরিজ্ঞাত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত অবিরক্ত, অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখ জয়ে সমর্থ হওয়া যায়।

ক্রোধে ক্রুদ্ধ সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে ক্রোধ সম্যক জেনে
হন ক্রোধাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন,
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

১৩. ম্রক্ষ পরিজ্ঞাত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে তাহাতে চিত্ত অবিরক্ত, অত্যক্ত থাকে, দুঃখজয়ী হওয়া যায় না। হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ অভিজ্ঞাত হইলে তাহাতে চিত্ত বিরক্ত, ত্যক্ত হয়, দুঃখ জয়ে সমর্থ হওয়া যায়।"

ম্রক্ষে বশবর্তী সত্ত্বগণ
বরণ করে দুর্গতি।
সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্য,
সে ম্রক্ষ সম্যক জেনে
হন ম্রক্ষাতীত।
তাঁদের পুনরাগমন,
এ লোকে—
আর ঘটে না কখনো।

১৪. অবিদ্যা নীবরণ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার ন্যায় এমন কোনো একটি নীবরণ দেখিতেছি না যাহার দ্বারা আবৃত হইয়া প্রাণীগণ দীর্ঘকাল পুনর্জন্ম ও দেহান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে যাতায়াত করে। হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার নীবরণ দ্বারা আবৃত প্রাণীগণ দীর্ঘকাল পুনর্জন্ম ও দেহান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে যাতায়াত করিতেছে।”

হেন ধর্ম নেই—মোহসম
যাতে আবৃত হয়ে—
মানব জাতি সংসরণ করে
অহোরাত্র।
মোহ পরিহীন যাঁর,
তমোরাজি জয়ী তিনি
সংসরণ বন্ধ তাঁর,
হেতু বিদূরিত।

১৫. তৃষ্ণা সংযোজন সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা সংযোজনের ন্যায় এমন কোনো একটি সংযোজন দেখিতেছি না যাহার দ্বারা সংযুক্ত প্রাণীগণ দীর্ঘকাল পুনর্জন্ম ও দেহান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে যাতায়াত করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা সংযোজন-সংযুক্ত প্রাণীগণ দীর্ঘকাল ধাবিত হয়, সংসরিত হয়।”

‘তৃষ্ণা চিরসাথী মানবের
সংসার অনতিক্রম্য (তার)
ইহপরভাব হেতু।
তৃষ্ণা দুঃখহেতু মানবের।
সেই পরিণাম জেনে—
বীতস্পৃহ, অনাসক্ত ভিক্ষু
চলেন সংযমে।’

১৬. প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শৈক্ষ্য ও অশান্ত মানস এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভ করার মানসে বিহার করিতেছে, আধ্যাত্মিকতা (তাহার) প্রধান সহায়, তাহার অন্য কোনো অঙ্গ এইরূপ উপকারী নয়। হে ভিক্ষুগণ, যাহার মনোযোগ স্থিরিকৃত হইয়াছে সেই ভিক্ষু যাহা অকুশল তাহা পরিহার করে,

যাহা কুশল তাহা ভাবনা কর।”

স্থিরিকৃত মনোযোগই
শৈক্ষ্য ভিক্ষুর ধর্ম,
অন্যধর্ম কিছু নেই।
চরম প্রাপ্তির এ পরম পন্থা।
দৃঢ় প্রত্যয়ী ভিক্ষু—
কায়দুঃখ উত্তীর্ণ।

১৭. দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে শৈক্ষ্য ভিক্ষু অশান্ত মানস এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভের কামনা লইয়া বিহার করিতেছে কল্যাণমিত্রতাই তাহার প্রধান সহায়। তাহার অন্য কোনো অঙ্গ এইরূপ উপকারী নহে। হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল ভাবনা করে।”

আছে যাঁর কল্যাণমিত্র
তাঁর বাক্য করেন অনুসরণ—
শ্রদ্ধা-স্মৃতি-প্রজ্ঞাসহকারে,
ক্রমে ক্রমে তাঁর ক্ষয় পায়
সর্বসংযোজন।

১৮. সংঘভেদ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম যদি লোকে উৎপন্ন হয় তাহা বহুজনের অহিতের জন্য, বহুজনের অনর্থের জন্য। দেবমনুষ্যের অহিত ও অসুখের জন্য উৎপন্ন হয়। কোন একটি ধর্ম? সংঘভেদ। হে ভিক্ষুগণ, সংঘ যদি বিচ্ছিন্ন হয়, সংঘে পরস্পর পরস্পরকে ভয় প্রদর্শন করে, পরস্পরের মধ্যে নিন্দাবাদ হয়, পরস্পর পরস্পরকে বর্জন করে, তথায় যাহারা পূর্ব হইতে অপ্রসন্ন ছিল তাহারা প্রসন্ন হয় না, যাহারা প্রসন্ন ছিল তাহাদের কাহারো কাহারো অন্যথা ভাব হয়।”

সংঘভেদী এক কল্প রয়—
অপায়ে, নিরয়ে
পক্ষপাতী, অধর্মী সে;
বিধ্বংসে যোগক্ষেম
সমন্বিত সংঘভেদী

অগ্নিদগ্ধ হয়
কল্পকাল।

১৯. সংঘসামগ্রী সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম যদি লোকে উৎপন্ন হয় তাহা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের কল্যাণের জন্য, দেবমনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য উৎপন্ন হয়। কোন একটি ধর্ম? সংঘ সামগ্রীকরণ। হে ভিক্ষুগণ, সংঘ যদি সমন্বিত হয় (তবে) পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হয় না, পরস্পর (পরস্পরকে) ভয় প্রদর্শন করে না, পরস্পরের মধ্যে নিন্দাবাদ হয় না। তথায় যাহারা পূর্ব হইতে অপ্রসন্ন ছিল তাহারা প্রসন্ন হয়, যাহারা প্রসন্ন ছিল তাহারা আরও প্রসন্নতা লাভ করে।"

সুখ আছে সংঘ সমগ্রতায়
সমগ্রদের করুণায়, আর
ধর্মের অনুশাসনে।
সমগ্ররত লভেন—
পরম যোগক্ষেম,
তাঁর স্বর্গসুখ
কল্পকাল।

২০. প্রদুষ্টচিত্ত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, আমি নিজের চিত্তের দ্বারা অন্যের চিত্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং কোনো এক প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ জানিয়াছি, যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে সে নিজের কর্মদ্বারা আহত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার কারণ কী? তাহার চিত্ত প্রদুষ্ট বলিয়া। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ইহলোকে কোনো সত্ত্বের দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ও নিরয়প্রাপ্তি ঘটে।"

তিনি জানেন—
চিত্ত-প্রদুষ্ট সত্ত্ব আছে ইহলোকে,
(তাই) শিষ্য সন্নিধানে শাস্তার বাণী—
নিজ কালসীমা পূর্ণ করে
প্রদূষিত চিত্ত যায় নরকে।
দশা তার আহত, নিক্ষিপ্তবৎ।

চিত্ত-প্রদোষ-হেতু
সত্ত্ব হয় দুর্গতি-লোকযাত্রী।

উদ্দান-২

মোহ-ক্রোধ-ম্রক্ষ অবিদ্যা-তৃষ্ণা-শৈক্ষদ্বয়,
ভেদসামগ্রী পুদ্গল নিয়ে 'বর্গ দ্বিতীয়'।

২১. প্রসন্ন সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, আমি নিজের চিত্তদ্বারা অন্যের চিত্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং কোনো এক প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ জানিয়াছি, যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে সে নিজের কর্মদ্বারা স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার কারণ কী? তাহার চিত্ত প্রসন্ন বলিয়া। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ইহলোকে কোনো প্রসন্ন চিত্ত সত্ত্বের দেহান্তে মৃত্যুর পর দুর্গতি ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে।"

তিনি জানেন—
চিত্তপ্রসন্ন সত্ত্ব আছে ইহলোকে,
তাই—
শিষ্য সন্নিধানে শাস্তার বাণী
নিজ কালসীমা পূর্ণ করে,
প্রসন্নচিত্ত যান স্বর্গলোকে।
দশা তাঁর—
অনাহত, নিক্ষিপ্তবৎ
চিত্ত-প্রসন্নতা-হেতু,
তিনি সুগতি স্বর্গলোকযাত্রী।

২২. মৈত্রী সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যের জন্য ভীত হইও না। হে ভিক্ষুগণ, ইহা তৃপ্তিদায়ক, আকাঙ্ক্ষণীয় প্রিয়, সুখদায়ক ও আরামদায়ক। হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা সত্যই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত, তৃপ্তিদায়ক, আকাঙ্ক্ষাণীয়, প্রিয়, সুখদায়ক ও আরামদায়ক, যাহা পুণ্যকর্মের দ্বারা লভ্য তাহার দীর্ঘ পরিচয় দিতেছি। নিজেকে সাত বৎসর মৈত্রী ভাবনায় রত রাখিয়া আমি এই পৃথিবীতে সাত সংবর্ত ও সাত বিবর্তকল্প আর পুনরাগমন করি নাই। যথার্থই হে ভিক্ষুগণ,

সংবর্তকাল পূর্ণ হইলে আমি আভস্বরলোকে গমন করি, বিবর্তকাল সমাপ্ত হইলে আমি শূন্য ব্রহ্মবিমানে উপনীত হই। সেখানে যথার্থই হে ভিক্ষুগণ, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা হই। তারপর হে ভিক্ষুগণ, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, সর্বশক্তিমান এবং অন্যকে দর্শনকারী হই। হে ভিক্ষুগণ আমি ষড়ত্রিংশতিবার দেবাধিপতি শক্র হইয়াছি। বহুবার সুশাসক, চতুর্দিক বিজয়ী, নিজরাজ্যে সুশাসক এবং সপ্তরত্ন-সমন্বিত রাজচক্রবর্তী সম্রাট হইয়াছি। সেই রাজার কী নীতি ছিল? হে ভিক্ষুগণ, এই সম্পর্কে আমি এই চিন্তা করিয়াছি—আমার কোন কর্মের এই পরিণতি? কোন কর্মের এই ফল, যাহার দ্বারা আমি এই সাফল্য লাভ করিয়াছি, এই মহানুভব হইয়াছি? এই সম্পর্কে আমি এই চিন্তা করিয়াছি—ইহা আমার তিনটি কাজের ফল, ইহা আমার তিনটি কাজের পরিণতি যাহার দ্বারা আমি এইরূপ মহৎ সাফল্য লাভ করিয়াছি এবং মহানুভব হইয়াছি, যথা : দান, ধর্ম, সংযম।”

পুণ্য আদর্শ সুখদায়ী
শিক্ষণীয় মনুষ্যের।
রত থেকে ত্রয়ী ধর্মে—
দান, সমচর্যা আর মৈত্রী ভাবনায়
সুখের নিদানে—
(ভিক্ষু) লভে সুখলোক
যে লোক—
সর্বদুঃখহর।

২৩. উদয় সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, একটি মাত্র ধর্ম যখন ভাবিত এবং বিস্তৃত হয় তখন তাহা বর্তমান কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ লাভের কারণ স্বরূপ হয়। কোন একটি ধর্ম? কুশলকর্মে অপ্রমাদ। হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম যখন ভাবিত ও বিস্তৃত হয় তখন তাহা বর্তমান কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ লাভের কারণ স্বরূপ হয়।”

অপ্রমত্ত কুশলকর্মে
প্রশংসিত হন পণ্ডিত সমাজে।
অপ্রমত্ত বিজ্ঞ যিনি, কল্যাণ লভেন তিনি,
এ লোকে, ভাবী লোকেও।
কল্যাণরত, ধীর তিনি,
‘পণ্ডিত’ অভিধা তাঁর।

২৪. অস্থিপুঞ্জ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি বিশেষ যে দেহান্তর ও পুনর্জন্মের মাধ্যমে কল্পকাল ধাবিত সংসরিত হইতেছে। তাহার অস্থি-কঙ্কাল, অস্থিপুঞ্জ, অস্থিরাশি এই বৃহৎ পর্বতের ন্যায়। যদি তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা হয়, সংগৃহীত বস্তু দৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে।"

মুনি শ্রেষ্ঠের ভাষণ—
পুঞ্জিভূত অস্থিরাশি প্রতি মানবের
যদি হয় সংগৃহীত
হয় পর্বত প্রমাণ।
যেন মহান বৈপুল্য পর্বত,
মগধের গিরিব্রজের গৃধ্রকূটসম।
যে মনুষ্য
প্রজ্ঞাচক্ষে করে নিরীক্ষণ
আর্যসত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ,
আর দুঃখ উপশমপথ—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ,
জন্ম লভেন তিনি—
আর সপ্ততিবার মাত্র
এ ধরাধামে।
দুঃখান্তকারী হন,
সর্বসংযোজন ক্ষয়ে।

২৫. মৃষাবাদ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি অতীতের একটি ধর্ম লজ্ঘন করে, আমি বলিতে পারি না এমন কোনো পাপকর্ম নাই যাহা সে করিতে পারে না। কোন ধর্ম? হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃত মৃষাবাদ পরিহার।"

অতীতে ধর্ম লজ্ঘনকারী
মিথ্যাবাদী আর পরলোকে ভয়রহিত,
যে মনুষ্য—
অকরণীয় পাপ তার
কিছুই নেই আর।

২৬. দান সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, দান সম্বন্ধে আমি যেমন জানি মনুষ্যগণের তাহাই জানা উচিত, দান না করিয়া তাহাদের আহার করা উচিত নয়। স্বার্থপরতা দ্বারা তাহাদের অন্তরকে মালিন্যযুক্ত করিতে দেওয়া উচিত নয়। যত অল্প, যত সামান্যই তাহারা লাভ করুক না কেন যদি গ্রহীতা উপস্থিত থাকে তবে প্রথমাংশ দান না করিয়া তাহাদের আহার করা উচিত নয়। এবং হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যগণ দানের ফল তেমনভাবে জানে না, যেমন আমি জানি। এইজন্য তাহারা প্রথমেই দান না করিয়া আহার করে।”

যদি জীবগণ জানে
শাস্তার বাণী—
প্রদত্ত বস্তু দেয় কী মহৎ ফল!
দূর করে দিয়ে
স্বার্থপরতার যত মালিন্য
বিপ্রসন্নচিত্তে—
প্রার্থীকে দান করে
যথাযথ।
বহু অন্ন করে দান
পুরস্কার পায় সে মহান
মানবজীবন অন্তে যায়
স্বর্গলোকে।
আর স্বর্গবাসী হয়ে অভিরত থাকে
কাম আনন্দে।
করে উপভোগ দানফল,
পুরস্কার পরার্থপরতার।

২৭. মৈত্রীভাবনা সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়ার জন্য উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বস্তুই মৈত্রীর, চিত্তার বিমুক্তির যাহা অজ্ঞেয়, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-বিকিরণকর তাহার ষোড়শ অংশের একাংশের সমানও নয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন তারকারাজির প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোড়শাংশের একাংশের সমানও নয়, চন্দ্রপ্রভা যেমন সীমাতিক্রান্ত, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-

বিকিরণকর সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়ার জন্য উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত যত বস্তুই থাক এই সবগুলি মৈত্রীর, যাহা চিন্তার বিমুক্তি, যাহা আজ্ঞেয়, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-বিকিরণকর তাহার ষোড়শ অংশের একাংশের সমানও নয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন বর্ষাঋতুর শেষ মাসে শরৎকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে, মেঘ বিগত, সূর্য আকাশে উদ্ভাসিত হইয়া অন্ধকারে অবস্থিত সকল বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-বিকিরণ করে, সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়ার জন্য উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বস্তুই মৈত্রীর, যাহা চিন্তার বিমুক্তি, অজ্ঞেয়, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-বিকিরণকর তাহার ষোড়শ অংশের একাংশের সমানও নয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন রাত্রি প্রভাতকাল সমাগত হইলে ঔষধি তারকা (প্রভাতী তারকা) প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, রশ্মি-বিকিরণকর হয়, সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়ার জন্য উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বস্তুই মৈত্রীর, যাহা চিন্তার বিমুক্তি, অজ্ঞেয়, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল রশ্মিবিকিরণকর তাহার ষোড়শ অংশের একাংশের সমানও নয়।"

অপ্রমেয় মৈত্রীসম্পন্ন
আর চিন্তাশীল যিনি
তাঁর সংযোজন অতি ক্ষীণ
উপাধি ক্ষয়দর্শী তিনি।
একটি প্রাণীর প্রতিও
চিন্তার প্রদুষ্টি নেই যাঁর
কুশল লভেন তিনি মৈত্রীভাবনায়।
করুণা ধারায় সিঞ্চিত করি
সর্বজীবে—
তিনি হন
অনন্ত পুণ্যসঞ্চয়ী।
রাজর্ষিগণ অবাধে
অশ্বমেধ, মনুষ্যমেধ, রাজসূয় আর বাজপের
সতত সম্পন্ন করেন,
তারপর—
জয় করেন
অসংখ্য প্রাণী সমন্বিত এই বসুন্ধরাকে;

কিন্তু, সে যজ্ঞফল নহে
সুভাবিত মৈত্রীচিত্তের
ষোড়শাংশের একাংশসম।
সে যেন চন্দ্রপ্রভা কাছে
অগণিত তারকারাজি।
যিনি নহেন হত্যাকারী,
আঘাতকারীও নহেন যিনি,
বধের কারণ নহেন,
নহেন আঘাতের কারণও,
সর্বভূতে মৈত্রীচিত্ত,
বৈরীহীন তিনি।

উদ্দান-৩

চিত্ত-মৈত্রী-উভয়-অস্থিপুঞ্জ-বৈপুল্য পর্বত।
ইচ্ছাকৃত মৃষাবাদ, দান আর মৈত্রীভাবনা ॥
সপ্ত সূত্র এবং পূর্বের বিংশতি সূত্র।
এক ধর্মীয় সূত্রান্ত, সপ্তবিংশতি সংগ্রহ ॥

[প্রথম নিপাত সমাপ্ত]

দ্বিতীয় নিপাত

১. দুঃখবিহার সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুইটি বিষয়ের অধিকারী হইয়া ভিক্ষু এই লোকে দুঃখে বাস করে, ইহার দ্বারা বিদগ্ধ হইয়া, হতাশ হইয়া এবং বাধা প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। দুইটি কী? ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহে অসংযম এবং ভোজনে অমিতাচার। হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি বস্তুর অধিকারী হইয়া ভিক্ষু এই লোকে দুঃখে বাস করে; ইহার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া হতাশ হইয়া এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।"

ছয় দ্বারে—
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক আর চিন্তায়
অসংযমী যে ভিক্ষু,
ভোজনে অমিতাচার,
ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত
দুঃখ সে পায়—
দেহে আর চিন্তায়।
দুঃখেই সে বাস করে
দিবারাত্রি।
দগ্ধীভূত হয়—
দেহে আর মনে।

২. সুখবিহার সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুইটি বিষয়ের অধিকারী হইয়া ভিক্ষু এই লোকে সুখে বাস করে। ইহার দ্বারা অবিক্ষুব্ধ হইয়া, হতাশ না হইয়া এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয়। দুইটি বস্তু কী? ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহে সংযম এবং ভোজনে মিতাচার। হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি বস্তুর অধিকারী হইয়া ভিক্ষু এই লোকে সুখে বাস করে, ইহার দ্বারা অবিক্ষুব্ধ হইয়া, হতাশ না হইয়া এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতিপ্রাপ্ত হয়।"

ছয় দ্বারে—
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক আর চিন্তায়

সংযতাচারী যে ভিক্ষু
ভোজনে মিতাচারী,
ইন্দ্রিয়ে সংবৃত
সুখী তিনি,
দেহে আর চিন্তায়।
সুখেই তিনি বাস করেন
দিবারাত্র।
থাকেন অদাহ্য—
দেহে আর মনে।

৩. তপনীয় সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুইটি ধর্ম তপনীয়। কোন দুইটি? হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি যাহা কল্যাণকর তাহা করে না, যাহারা ভীত তাহাদের রক্ষা করে না, যাহা করে তাহা কঠিন হৃদয়ে করে এবং দোষ সংযুক্ত হইয়া করে। কল্যাণকর্ম যাহা সে করে তাহা আমাকে বেদনা দেয় এবং অন্যায় যাহা সে করিয়াছে তাহাও আমাকে বেদনা দেয়। হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি ধর্ম তপনীয়।"

সে পাপাচারী
যে কায়ে, বাক্যে, মনে
(অথবা) যাহা কিছু পাপ
তাই আচরণ করে।
তার—
অকৃত কুশল,
কৃত অকুশল।
নির্বোধ সে জন
লভে নিরয়লোক—
দেহান্তে।

৪. অতপনীয় সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুইটি ধর্ম অতপনীয়। কোন দুইটি? কোনো ব্যক্তি কল্যাণকর্ম করে, কুশলকর্ম করে, যাহারা ভীত তাহাদের রক্ষা করে এবং তাহা কঠিন হৃদয়ে ও দোষসংযুক্ত চিত্তে করে না। তাহার কৃত কল্যাণকর্ম

আমাকে পীড়া দেয় না এবং পাপকর্ম যাহা সে করে নাই তাহাও আমাকে পীড়া দেয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি ধর্ম অতপনীয়।"

যিনি করেন পরিহার
কায়ে-বাক্যে-মনে
যাহা কিছু অন্যায়,
তাঁর—
অকৃত অকুশল
কৃত কুশল।
প্রজ্ঞাবান তিনি,
লভেন স্বর্গলোক
দেহান্তে।

৫. প্রথম শীল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি দুইটি ধর্মের অধিকারী হইয়া যথাভূত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন দুইটি? পাপশীল আর পাপদৃষ্টি। হে ভিক্ষুগণ, ব্যক্তিবিশেষ এই দুইটি ধর্মের অধিকারী হইয়া যথাভূত নরকগামী হয়।"

দ্বিধর্ম—সদাচার আর সদদৃষ্ট
অনুশীলনীয় যাঁর,
তিনি প্রজ্ঞাবান।
লভেন স্বর্গলোক
দেহান্তে।

৭. আতাপী সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অলস ভিক্ষু সম্বোধি লাভের অযোগ্য, নির্বাণ লাভের অযোগ্য, পরম যোগক্ষেম লাভের অযোগ্য। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু তৎপর তিনি পরম সম্বোধি লাভ করিতে সক্ষম, নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম, অনুত্তর যোগক্ষেম লাভ করিতে সক্ষম।"

যে জন
অলস, বেপরোয়া, শ্রমবিমুখ, হীনবীর্য,
অতি দুর্বল, লজ্জাহীন আর অশ্রদ্ধেয়
সম্বোধির অযোগ্য সে।
যিনি

স্মৃতিমান, বিজ্ঞ, ধ্যানী,
অনলস, বিবেকী আর অপ্রমত্ত
তিনি ছিন্ন করি—
জাতি-জরার সংযোজন
এ লোকে—
লভেন পরম সম্বোধি।

৮. প্রথম কুহন (প্রতারণা) সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, সাধারণ লোকের জানা উচিত যে, ব্রহ্মচর্য-জীবন মানুষকে প্রতারণা করিবার জন্য নয়, লাভের জন্য নয়, প্রশংসার্থও নয়, স্বকার্য সাধনের নিমিত্তও নয়। হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করা হয় সংযম ও ত্যাগের উদ্দেশ্যে।"

ভগবানের দেশনা—
সংযম আর ত্যাগের উদ্দেশ্যে
ক্লেশমুক্ত ব্রহ্মচর্য
নির্দেশ করে—
চিরনির্বাণের পথ।
যে মহাপথের পথিক মহামুনিগণ
সে পথে যে চলে
শাস্তার শাসন মেনে
দুঃখের সে অন্তকারী।

৯. দ্বিতীয় কুহন সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, সাধারণ লোকের জানা উচিত যে, ব্রহ্মচারীর জীবন মানুষকে প্রতারণা করিবার জন্য নয়, তোষামোদ করিবার জন্যও নয়, লাভের জন্য, প্রশংসার্থে ও স্বকার্য সাধনার্থেও নয়। হে ভিক্ষুগণ, অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও সম্যক জ্ঞানের জন্য এই ব্রহ্মচর্যজীবন যাপন করা হয়।"

ভগবানের দেশনা—
অন্তর্দৃষ্টি লাভ আর সম্যক জ্ঞানের উদ্দেশ্যে
ক্লেশমুক্ত ব্রহ্মচর্য নির্দেশ করে
চিরনির্বাণের পথ।
যে মহাপথের পথিক মহামুনিগণ

সে পথে যে চলে,
শাস্তার শাসন মেনে
দুঃখের সে অন্তকারী।

১০. সৌমনস্য (প্রসন্নতা) সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে বহু সুখ ও ভোগের মধ্যে বাসকারী ভিক্ষু দুইটি ধর্মের অধিকারী হইয়া নিস্পৃহভাবে নিজের আসব ক্ষয় করিতে থাকে। দুইটি কী কী? সতর্কতপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক হওয়া, আত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য গভীরভাবে চেষ্টা করা। এই দুইটি ধর্মের অধিকারী হইয়া ভিক্ষু এই দৃশ্য জগতে বহু সুখ ও ভোগের মধ্যে বাস করে এবং নিগূঢ়ভাবে নিজের আসব ক্ষয় করিতে থাকে।"

পণ্ডিত যে জন
সতর্ক সে সতর্ক বিষয়ে।
ঐকান্তিক আগ্রহী ভিক্ষা
উদ্ভাসিত জ্ঞানবলে।
প্রশান্ত আচরণে,
দম্ভের অতীত।
শমথ চিত্তের যোগে
দুঃখের তিনি
অন্তকারী।

উদ্দান- ৪

দুই ভিক্ষু, তপনীয়, অতপনীয়, দুই পরলোক।
অনলস, অপ্রতারণাদ্বয়, প্রসন্নতাদ্বারা এই দশ ॥

১১. বিতর্ক সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ দুইটি বিতর্ক সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ক্ষেম-বিতর্ক, প্রবিবেক-বিতর্ক। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত নিজের মধ্যে আনন্দ লাভ করে প্রাণিহত্যা বিরতিতে আনন্দ লাভ করেন। তথাগত এই বিশেষ আদর্শ—নিজের মধ্যে আনন্দ লাভ ও প্রাণিহত্যা বিরতিতে আনন্দ লাভ সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। চলমান বা অচল আমি কোনো প্রাণী হত্যা করি না। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত নিজের মধ্যে আরাম লাভ

করেন এবং একাকীত্বে আরাম লাভ করেন। এই বিশেষ আদর্শকে—নিজের মধ্যে আরাম লাভ করা এবং একাকীত্বের মধ্যে আরাম লাভ করা তথাগত সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা অকুশলনীয় তাহা পরিহরণীয়।”

তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক সম্যক আচরিত
দুটি বিতর্ক—
ক্ষমা আর বিবেক।
সেই মহান পুরুষ,
তমোরাশি দূর করে পারগত।
তিনি—
আত্মসমাহিত, অনাসব, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত,
অন্তিম দেহধারী।
সর্বোত্তম তাঁর অধিকৃত।
তিনি—
মারজয়ী, জরাতীত।
যেমন—
পর্বতোপরি স্থিত যে জন
সমগ্রত দর্শন করে—পর্বতকে, জনতাকে।
যেমন—
প্রাসাদ চত্তরারোহী সমগ্রত দর্শন করে,
সেরূপ যিনি উত্তম ধর্মে অধিষ্ঠিত
ধর্মপরায়ণ, সর্বজ্ঞ, সুমেধ, সর্বদর্শী
সর্ব দিক তিনি দর্শন করেন
অবনত নয়নে।
দেখেন—
শোক সন্তপ্ত মনুষ্যকে,
জাতি জরাভিভূত প্রাণীকে।

১২. দেশনা সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ দুইটি ধর্মদেশনা পর্যায়ক্রমে প্রদান করিয়াছেন। দুইটি কী? পাপকে পাপরূপে দেখা—ইহা প্রথম ধর্মদেশনা। পাপকে পাপরূপে দেখিয়া ইহার প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণাসহকারে ইহাকে পরিহার করিয়া, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া—ইহা দ্বিতীয় ধর্মদেশনা। হে

ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই দুইটি ধর্মদেশনা পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে।”

যিনি—
সর্বভূতানুকম্পী, তথাগত, বুদ্ধ
দেশনা তাঁর লহ
পর্যায়ক্রমে।
ধর্মদ্বয় তাঁর—
পাপকে দেখ, আর পাপকে পরিহার কর।
যিনি বিরতচিত্ত,
তিনি দুঃখান্তকারী।

১৩. বিদ্যা সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা অকুশল ধর্মের পূর্বগামী। লজ্জাহীনতা এবং পাপের প্রতি ভয়হীনতা অকুশলধর্মের অনুগামী। হে ভিক্ষুগণ, বিদ্যা কুশলধর্মের পূর্বগামী। লজ্জা ও পাপের প্রতি ভয় কুশলধর্মের অনুগামী।”

ইহলোক আর পরলোকের যতেক দুর্গতি
সব অবিদ্যাপ্রসূত,
ইচ্ছা আর লোভসমুৎপন্ন।
লজ্জাহীন, শ্রদ্ধাহীন,
আর পাপ বাসনার অধীন।
যে জন—
আরও পাপ করে অনুষ্ঠান
শাস্তি সে পায়,
লভে অপায়।
ভিক্ষু—
যিনি ছন্দ-লোভ-অবিদ্যাবিরত,
আর বিদ্যা যাঁর অধিগত,
(তিনি) সর্ব দুর্গতি রহিত।

১৪. প্রজ্ঞাপরিহীন সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে সত্ত্বগণ আর্যজ্ঞানে পরিহীন তাহারা সু-(কল্যাণ) পরিহীন। এই দৃশ্য জগতে তাহারা দৃষ্টধর্মে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কষ্টদায়ক বেদনা

ও নিদারুণ দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণাসহ বিহার করে এবং মৃত্যুর পর দেহান্তে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যে সত্ত্ব আর্যজ্ঞানে পরিহীন নয়, তাহারা এই দৃশ্য জগতে দৃষ্ট ধর্মে বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, কষ্টদায়ক বেদনা ও নিদারুণ দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণাপ্রাপ্ত না হইয়া বিহার করে। এবং মৃত্যুর পর দেহান্তে সুগতিপ্রাপ্ত হয়।”

দেখ—সদেব এই পৃথিবীকে
নামরূপের গভীরে নিমগ্ন।
ভাবে জীব—এই-ই সত্য বুঝি
প্রজ্ঞাপরিহীনতা হেতু।
প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ এ লোকে।
নির্বেদগামিনী প্রজ্ঞা
জাতি-ভব পরিক্ষয়—
অনুধাবন করায়
সম্যক।
পরম সম্বুদ্ধগণ,
যাঁরা প্রজ্ঞাঘন আর অন্তিম দেহধারী
দেবমনুষ্যগণও তাঁদের প্রতি
ঈর্ষাপরায়ণ।

১৫. সূক্ষ্মধর্মসূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি সূক্ষ্মধর্ম পৃথিবীতে পালন করিতেছে। কোন দুইটি? হ্রী (লজ্জা) এবং পাপকর্মে ভীতি। যদি এই দুইটি ধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করিতে না পারে তবে তোমরা জননী বা পিতৃস্বসা বা মাতুলানী বা আচার্যপত্নী বা গুরুপত্নীর মধ্যে পার্থক্য অসাধারণ করিতে পারিবে না। যেমন লোকের ছাগলের সঙ্গে ভেড়ার, কুক্কুটের সঙ্গে শুকরীর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। হে ভিক্ষুগণ, দুইটি সূক্ষ্মধর্ম পৃথিবীকে পালন করিতেছে। এই জন্মজননী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, আচার্যপত্নী এবং গুরুপত্নীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।”

হ্রী বা পাপভীতি
আছে যার সদা,
পবিত্র সে।
জাতি-মরণ আর জন্ম-মৃত্যু

রহিত সে।
স্ত্রী আর পাপভীতি
আছে যার সদা
ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা সে পায়
সে সন্ত
তার ক্ষীণ পুনর্জন্ম।

১৬. অজাত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এমন কিছু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, অসংযত বা অবিমিশ্র। যদি এমন কিছু না থাকে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, অসংযত বা অবিমিশ্র নয়, তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত, সংযত বা বিমিশ্র যাহা তাহা হইতে নিঃসরণ জানা যায় না।"

আনন্দ লভ্য নহে
জাত, ভূত, সমুৎপন্ন, কৃত, সংযত আর অধ্রুবে।
এ দেহ
অভিনন্দনের যোগ্য নয়,
জরামৃত্যুর অধীন, রোগ-নিলয়,
প্রভঙ্গুর আর আহার-তৃষ্ণা প্রভব।
তাই—
উৎক্রমণ এ দেহ হতে
সাধু, অতর্কাবচর, ধ্রুব।
সুখ আছে—
অজাত, অসমুৎপন্ন, অশোক, বিরজে,
দুঃখ ধর্মের নিরোধে, আর—
সর্বসংস্কারের উপশমে।

১৭. নির্বাণ ধাতু সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, নির্বাণধাতু দুইটি। কোন দুইটি? স-উপাধিশেষ নির্বাণ ধাতু ও অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতু। হে ভিক্ষুগণ, উপাধিশেষ নির্বাণধাতু কী? হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করে, ক্ষীণাসব হয়, যাহা করণীয় তাহা সম্পাদন করে, ভারমুক্ত হয়, কল্যাণ লাভ করে তবে তাহার ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, সে সম্যক জ্ঞান-বিমুক্তি লাভ করে। সে পাঁচটি নৈতিক গুণের

অধিকারী, যথা : তাহার মন অব্যাহত, মনোরম-অমনোরমে অভিজ্ঞ, সুখ-দুঃখ-প্রতিসংবেদী। তাহার রাগক্ষয়, দোষক্ষয়, মোহক্ষয়কে বলা হয় স-উপাধিশেষ নির্বাণ।

হে ভিক্ষুগণ, অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতু কী? হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করে, ক্ষীণাসব হয়, যাহা করণীয় তাহা সম্পাদন করে, ভারমুক্ত হয়, কল্যাণ লাভ করে, তবে তাহার ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, সে সম্যক জ্ঞানবিমুক্তি লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহার সর্ব অনুভূতি যদি এই পৃথিবীতে অভিনন্দিত থাকে তবে তাহা ভবিষ্যতে শান্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতু বলে। হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি হইল নির্বাণধাতু।"

যিনি চক্ষুষ্মান
নির্বাণ ধাতুদ্বয় নিশ্চিত অধিগম্য তার।
এ দৃষ্ট ধর্মের একটি ধাতু
ভবপ্রবাহ ধ্বংসকারী,
যার নাম—
স-উপাধিশেষ নির্বাণ।
অন্যটি—
নিরুপাধিশেষ নির্বাণ,
যাতে—
সর্বপ্রাণী পূর্ণ নিরোধে নিরুদ্ধ হয়ে যাবে
আগামীতে।
যাঁরা অসংখ্যত, অকারণ জাত
নির্বাণপদ হয়েছেন জ্ঞাত, আর
ভবতৃষ্ণা ক্ষয়ে বিমুক্তচিত্ত
তাঁরা—
ধর্মসার অধিগমনকারী, ক্ষয়ে রত,
পরিত্যাগী সর্ববিধ ভব।

১৮. পটিসল্লান (ধ্যান বিষয়ে লীন হওয়া) সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জীবনের মধ্যে আনন্দিত হইয়া, ভিক্ষু জীবন দ্বারা আনন্দিত হইয়া, আধ্যাত্মিক চিত্তে সমথ হইয়া, ধ্যানে অনুপ্রবেশ করিয়া, বিদর্শন ভাবনা রত হইয়া নির্জনতা বাসকে বৃদ্ধি করা। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জীবনের মধ্যে আনন্দিত, ভিক্ষু জীবন দ্বারা আনন্দিত, অধ্যাত্মচিত্তে

সমথযুক্ত, ধ্যানে অনুপ্রবিষ্ট, বিদর্শন ভাবনারত ও নির্জনতা বাস বৃদ্ধিকারী দুইটি ফলের একটি প্রত্যাশা করিতে পারেন—দৃষ্টধর্মে জ্ঞান লাভ অথবা স-উপাধিশেষ অনাগামিতা।”

যাঁরা—
সাধু চিত্ত, বিজ্ঞ, স্মৃতিমান, ধ্যানরত, সম্যক ধর্মদ্রষ্টা
আর কামে অনপেক্ষী,
যাঁরা—
অপ্রমাদরত, প্রমাদে ভয়দর্শী
তারা নির্বাণের সমীপবর্তী।

১৯. শিক্ষানিশংস সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, সদা প্রভাবে বিমুক্তি সার শিক্ষানিসংস জানিয়া বাস করে। যাহারা সদা প্রভাবে শিক্ষানিশংসের মধ্যে আনন্দ লাভ করিয়া, শিক্ষানিশংসের দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়া উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্তিসার শিক্ষানিশংস জানিয়া বাস করে তাহারা দুইটি ফলের একটি প্রত্যাশা করে। দৃষ্টধর্মে জ্ঞান লাভ অথবা স-উপাধিশেষ অনাগামিতা।”

যিনি পরিপূর্ণ শৈক্ষ্য,
অপহান ধর্ম আর পরম জ্ঞানের অধিকারী,
জাতিক্ষয় অন্তদর্শী
তিনি মুনি—
অন্তিম দেহধারী, মারজয়ী, বার্ধক্য অতিক্রমকারী।
তিনি সদা—
ধ্যানরত, সমাহিত, ঐকান্তিক আগ্রহী আর
জাতিক্ষয় অন্তদর্শী।
হে ভিক্ষুগণ!
সসৈন্য মারকে জয় কর,
পারগত হও—
জাতি-মরণের।

২০. জাগরিয় সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, সমাহিত, প্রমুদিত, বিপ্রসন্ন, কুশলধর্মে বিপ্রসন্ন এবং কাল-বিপ্রসন্ন হইয়া বাস করিবে। হে ভিক্ষুগণ,

সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, সমাহিত, প্রমুদিত, বিপ্রসন্ন, কুশলধর্মে বিপ্রসন্ন এবং কাল-বিপ্রসন্ন দুইটি ফলের একটি প্রত্যাশা করে—দৃষ্টধর্মে জ্ঞান লাভ অথবা উপাধিশেষ অনাগামিতা।"

হে জাগরিত!
কর শ্রবণ—
জাগ্রত করো সুপ্ত জনে,
জেনো—
সুপ্তের চেয়ে জাগ্রত শ্রেষ্ঠতর।
জাগ্রত যে জন,
নির্ভীক সে।
সে—
স্মৃতিমান, চিন্তাশীল, সমাহিত, মুদিত,
আর বিপ্রসন্ন সদা।
সময়ে সম্যক ধর্ম যিনি করেন সন্ধান
তিনি সমাহিত হয়ে যান,
তমোরাশি অতিক্রমি।
সুতরাং—
জাগ্রত বন্দনীয় সদা।
ঐকান্তিক আগ্রহী ভিক্ষু,
বিজ্ঞ আর জ্ঞানী,
উচ্ছেদ করি জাতি-জরা, সংযোজন,
লভেন অনুত্তর সম্বোধি—
এ লোকেই।

২১. আপায়িক (নারকীয়) সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার মনুষ্য অপায় প্রাপ্ত হয়, নরকগামী হয়। দুই প্রকার কী কী? যে ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করে না এবং যে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে বিচরণ করিয়া অমূলকভাবে অব্রহ্মচর্যের অনুগামী হয়। হে ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার অপায় ও নিরয় এইখানে উৎপন্ন হয়।"

নিরয় এখানে উৎপন্ন হয়।
মৃষাবাদী যায় নিরয়।
এবং, যে করে আর বলে

—'করি নাই আমি'
উভয়ে পুনর্জন্ম পায়
দেহান্তে। আর—
হীনকর্মে হন রত।
পাপধর্মী, অসংযত
আকণ্ঠ কাষায় বস্ত্র পরেও
হয় নরকগামী—
এ তার পাপকর্মের পরিণাম।
দুঃশীল, অসংযত জন
জনসাধারণ হতে ভিক্ষান্ন করে গ্রহণ।
সে অন্নের চেয়ে শ্রেয়তর
অগ্নিশিখাতুল্য উত্তপ্ত লৌহগোলক
গলাধঃকরণ।

২২. দৃষ্টিগত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ দুইটি দৃষ্টির অধিকারী। কেহ কেহ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে, কেহ কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, চক্ষুষ্মানগণ দেখিতেছেন। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে কেহ কেহ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে? হে ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ ভবের মধ্যে আনন্দিত হইয়া, ভবের দ্বারা আনন্দিত হইয়া যখন ধর্ম প্রদর্শন করে তখন তাহাদের চিত্ত অগ্রগামী হয় না। প্রসীদ হয় না। প্রতিষ্ঠিত হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে তাহারা আবদ্ধ হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে কেহ কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে? কেহ কেহ লজ্জা ঘৃণা এবং ভবের প্রতি অনীহাবশত বিভব ত্যাগে আনন্দ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, যেহেতু আত্মার ধ্বংস হয়, বিনাশ ঘটে মৃত্যুর পর তাহার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই সব, ইহাই শোভন এইরূপ কোনো কিছু বর্তমান থাকে না, যেহেতু তাহারা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।"

"হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে চক্ষুষ্মান দেখিতে পান? ভিক্ষু ভূতকে ভূতরূপে দেখিয়া ইহাতে বিরক্ত হইয়া, বিরাগগ্রস্ত হইয়া ইহার নিরোধার্থ চেষ্টিত হয়। এইরূপেই চক্ষুষ্মান দেখিতে পান।

যে জন
ভূতকে ভূতরূপে দেখে,
ভূতকে অতিক্রমি

যথাভূত লভে সে মুক্তি
ভবতৃষ্ণা পরিক্ষয়ে।
ভূতজ্ঞানী
ভবাভবে বীতস্পৃহ।
বিভবা যিনি
পুনর্জন্ম নাহি তার।

উদ্দান-৫

ইন্দ্রিয়দ্বয়, তপনীয়দ্বয়, দুই শীলসম্পর্কীয়।
অলস ও প্রতারণাদ্বয়, দশ সংবেজনীয়।
বিতর্ক, দেশনা, বিদ্যা, প্রজ্ঞা, ধর্ম
অজাত, ধাতু, ধ্যান, শিক্ষা, জাগ্রত
অপায় ও দৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত দ্বাবিংশতি।

[দ্বিতীয় নিপাত সমাপ্ত]

তৃতীয় নিপাত

১. মূল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অকুশল মূল তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? লোভ অকুশল মূল, দোষ অকুশল মূল, মোহ অকুশল মূল। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হইল মূল।"

লোভ, দোষ আর মোহ
মনসম্ভূত হয়ে
ধ্বংস করে অকুশলচিত্ত মানবে,
ফলসহ বংশবৃক্ষসম।

২. ধাতু সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ধাতু তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধধাতু। হে ভিক্ষুগণ, এই ত্রিধাতু।"

অরূপধাতুকে জেনে সবিশেষ
অরূপে যে না হয় স্থিত
নিরোধে সে পায় মুক্তি,
মৃত্যুঞ্জয়ী সে।
নিরুপাধি অমৃতধাতুর পরশ লভে সে
সশরীরে।
নিরুপাধিতে অভিজ্ঞ আর অনাস্রব
যিনি
তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ।
তাঁর দেশনা—
অশোক, বিরজপদে।

৩. প্রথম বেদনা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল বেদনা। তিনটি কী কী? সুখবেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি হইল ত্রিবেদনা।"

যিনি বুদ্ধশ্রাবক—

সমাহিত, সম্প্রজাত, চিন্তাশীল
তিনি বেদনাকে জানেন সবিশেষ,
তিনি বেদনার কারণ,
আর বেদনার নিরোধও।
আরও জানেন—
তাঁর ক্ষয়গামী পথ।
বেদনার ক্ষয়ান্তে তিনি হন—
নিতৃষ্ণ আর নিবৃত।

৪. দ্বিতীয় বেদনা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল বেদনা। তিনটি কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, সুখ-বেদনাকে চেনা যায় তাহার বেদনার দ্বারা। দুঃখ-বেদনাকে চেনা যায় তাহার তীব্র যন্ত্রণার দ্বারা। অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে চেনা যায় তাহার অনিশ্চয়তার দ্বারা। হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিকই সুখ-বেদনায় অভিজ্ঞ ভিক্ষু ইহার বেদনার দ্বারা সুখ-বেদনাকে চিনিতে পারে। দুঃখ-বেদনাকে তাহার তীব্র যন্ত্রণার দ্বারা এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে তাহার অনিশ্চয়তার দ্বারা চিনিতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, ওই ভিক্ষুকে আর্য, বিশুদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন, তৃষ্ণা উচ্ছেদকারী, সংযোজন ভঙ্গকারী বলা যায়। সম্যকরূপে সদ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া তিনি দুঃখের অন্তকারী হন।"

সুখের মাঝে যিনি দেখেন দুঃখকে
দুঃখের মাঝে দেখেন বেদনার কীলক।
অদুঃখী-অসুখী ভিক্ষু,
অনিশ্চিত দেখেন সবকিছু।
তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন
বিমুক্তি লভেন—এ লোকে।
যথার্থই তিনি মুনি—
অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত।

৫. প্রথম এষণা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এষণা তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্যেষণা—এই তিনটি হইল এষণা।"

সমাহিত, সম্প্রজাত আর স্মৃতিমান বুদ্ধশ্রাবক
জানেন এষণার কারণ
আর এষণার নিরোধও।
আরও জানেন—
তার ক্ষয়গামী পথ।
এষণাক্ষয়ী ভিক্ষু তৃষ্ণার ক্ষয়ে
লভেন নির্বাণ।

৬. দ্বিতীয় এষণা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এষণা তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্যেষণা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল এষণা।"

দৃষ্টিস্থান সমুত্থিত এ ত্রি-এষণা—
কামেষণা, ভবেষণা আর ব্রহ্মচর্যেষণা।
যিনি—
সর্বরাগ বিরত, তৃষ্ণাক্ষয়ে রত,
আর এষণাবিমুক্ত
তাঁর দৃষ্টিস্থান অপহৃত।
এষণাক্ষয়ী ভিক্ষু
নিরাশ আর অন-অনুসন্ধিৎসু।

৭. প্রথম আসব সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, আসব তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল আসব।"

সমাহিত, সম্প্রজাত আর স্মৃতিমান
বুদ্ধশ্রাবক আসবকে জানেন
সবিশেষ।
জানেন—
আসবের কারণ আর আসবের নিরোধও।
আরও জানেন—
তার ক্ষয়গামী পন্থা।
আসবক্ষয়ী ভিক্ষু তৃষ্ণা ক্ষয়ে
লভেন নির্বাণ।

৮. দ্বিতীয় আসব সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, আসব তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল আসব।"

যাঁর—
কামাসব ক্ষীণ,
অবিদ্যা তিরোহিত,
ভবাসব পরিক্ষীণ,
যিনি
বিপ্রমুক্ত, নিরুপাধি,
সবাহিনী মার জয়ে—
অন্তিমদেহী তিনি।

৯. তৃষ্ণা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, এই হইল তিন প্রকার তৃষ্ণা।"

যে জন তৃষ্ণাযোগে সংযুক্ত
ভব আর বিভবে আবেগান্বিত,
অধীন সে মার সংযোজনের।
অযোগাক্ষেমী সংসারেতে
শুধু আসে আর যায়।
জাতি মরণগামী হয়ে।
তৃষ্ণানিরুদ্ধ,
বীততৃষ্ণা ভবভবে,
আসব ক্ষয়প্রাপ্ত তাঁর।
পারঙ্গত এ লোকেই।

১০. মাররাজ্য সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ত্রিধর্মে সমন্বাগত ভিক্ষু মাররাজ্য অতিক্রম করে এবং আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়। ত্রিধর্ম কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এইখানে ভিক্ষু শীলস্কন্ধ দ্বারা সমন্বাগত হয়, সমাধিস্কন্ধ দ্বারা সমন্বাগত হয়, প্রজ্ঞাস্কন্ধ দ্বারা সমন্বাগত হয়। হে ভিক্ষু, যখন ভিক্ষু এই ত্রিধর্মে সমন্বাগত হয় তখন সে মাররাজ্য অতিক্রম করে যায় এবং আদিত্যের ন্যায় ঔজ্জ্বল্যপ্রাপ্ত হয়।"

শীল সমাধি আর প্রজ্ঞা
যাঁর সুভাবিত, তিনি অতিক্রান্ত
মাররাজ্য। প্রোজ্জ্বল আদিত্যসম।
(তৃতীয় নিপাতের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত)

উদ্দান-৬

মূলধাতু অতঃপর বেদনাদ্বয়,
এষণাদ্বয় এবং আসবদ্বয়,
তৃষ্ণা অতঃপর মাররাজ্য—
এই প্রথম ও উত্তম অধ্যায়

১১. পুণ্যক্রিয়াবস্তু সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়াবস্তু হইল তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? দান, শীল এবং ভাবনা পুণ্যক্রিয়াবস্তু। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার হইল পুণ্যক্রিয়াবস্তু।"

উদার, শ্রেষ্ঠ আর সুখেন্দ্রিয় ধর্ম
শিক্ষণীয়। দান, সমচর্যা আর মৈত্রীচিত্ত
ভাবনীয়। ত্রিধর্ম ভাবেন তিনি,
তিনিই পণ্ডিত।
সুখ-সমুদ্র অধিগম্য তাঁর
সর্ববেদনা মুক্তলোক—
অধিগম্য তাঁর।

১২. চক্ষু সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল চক্ষু।"

পুরুষোত্তমের বাণী—
চক্ষু ত্রিবিধ; মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু আর
প্রজ্ঞাচক্ষু অনুত্তর।
মাংসচক্ষুর উৎপত্তি
দিব্যচক্ষু লাভের পথ।

জ্ঞানের উৎপত্তি—
অনুত্তর প্রজ্ঞাচক্ষুর পথে।
যা লভে ভিক্ষু হন—
সর্বদুঃখাতীত।

১৩. ইন্দ্রিয় সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? অজ্ঞতানুসন্ধানেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, সম্যক জ্ঞানেন্দ্রিয়। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হইল ইন্দ্রিয়।"

শৈক্ষ্য, শিশিক্ষু, ঋজুমার্গ অনুযায়ী যিনি
তাঁর প্রথম জ্ঞাতব্য—
ক্ষণিক ধর্ম, অনন্তর জ্ঞান আর—
প্রজ্ঞাবিমুক্তি। তিনি বলেন
'ভবসংযোজনক্ষয়ী,
বিমুক্ত আমি।'
যিনি—
সংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, সন্ত, শান্তিপদে রত
সবাহিনী মারজয়ী হয়ে
অন্তিম দেহ তাঁর।

১৪. কাল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কাল তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? অতীতকাল, অনাগতকাল, প্রত্যুৎপন্নকাল। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হইল কাল।"

যে সত্ত্বগণ
শাশ্বত ধর্মে (অ-ক্ষয়) বিশ্বাসী,
প্রতিষ্ঠিত শাশ্বতে আর
শাশ্বত ধর্মে অপ্রজ্ঞ
মৃত্যুর অধীন সবে।
শাশ্বত ধর্ম জেনে সবিশেষ,
শাশ্বতবাদকে বিবেচ্য না করে
মনে মনে (ভিক্ষু) লভেন বিমোক্ষ—
অনুত্তর শান্তিপদ।

যথার্থই তিনি লভেন
ধ্বংসাতীতে। তিনি সন্ত, শান্তিপদে রত
বিজ্ঞোচিত ধর্মসেবী।
বেদজ্ঞরূপে না হন চিহ্নিত
কদাচিৎ।

১৫. দুঃশ্চরিত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃশ্চরিত তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কায়-দুঃশ্চরিত, বাক্য-দুঃশ্চরিত, মন-দুঃশ্চরিত। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল দুঃশ্চরিত।"

কায়-বাক্য-মনে দুঃশ্চরিত সমাপন
দোষাবহ। যার অকৃত কুশল আর
কৃত বহু অকুশল,
সে অজ্ঞ দেহান্তে যায়
নিরয়।

১৬. সুচরিত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, সুচরিত ধর্ম তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কায়-সুচরিত, বাক্য-সুচরিত, মন-সুচরিত। হে ভিক্ষুগণ, সুচরিত এই তিন প্রকার।"

দোষী ব্যক্তি
কায়-বাক্য-মনে সুশ্চরিত।
যার অকৃত অকুশল,
কৃত বহু কুশল,
সেই বিজ্ঞ দেহান্তে যায়
স্বর্গলোক।

১৭. শুচি সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, শুচি তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কায়-শুচি, বাক-শুচি, মনো-শুচি। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার হইল শুচি।"

যে জন কায়-বাক্য-মনে
শুচি আর অনাসব

শুচিসম্পন্ন তিনি। আর—
সর্ব বাধামুক্ত।

১৮. মৌন সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, মৌন তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? দেহে, বাক্যে ও চিন্তায় মৌন। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল মৌন।”

দেহে, বাক্যে, মনে
যিনি মৌন,
যিনি সর্ব আসবমুক্ত আর
মুনির মৌন-ধর্মসম্পন্ন,
সর্ব পাপ বিধৌত তাঁর।

১৯. প্রথম রাগ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যাহারা রাগ-দোষ-মোহ অপ্রহীন তাহাকে মারের অধীন বলা হয়। সে মারের শরবিদ্ধ, সে পাপীর ন্যায় কাজ করে। হে ভিক্ষুগণ, যাঁহারা রাগ-দোষ-মোহ প্রহীন তাঁহাকে মারের অধীন বলা যায় না, তিনি মারের শরবিদ্ধ নন। তিনি পাপীর ন্যায় কাজ করেন না।”

যিনি—
রাগ-দোষ-মোহ-অবিদ্যা প্রহীন,
প্রসারিত হৃদয়, ব্রহ্মভূত, তথাগত
আর বৈরভয়রহিত,
তিনিই বুদ্ধ—
সর্বপরিত্যাগী।

২০. দ্বিতীয় রাগ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, যাহাদের রাগ, দোষ ও মোহ অপ্রহীন তাহারা ঊর্মিবহুল, সবীচি, সাবর্ত, হাঙ্গরপূর্ণ দৈত্য-দানবের নিবাসস্থল সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী যাহাদের রাগ, দোষ ও মোহ প্রহীন তাহারা ঊর্মিবহুল, সবীচি, সাবর্ত, হাঙ্গরপূর্ণ, দৈত্য-দানবের নিবাসস্থল সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারে; উত্তীর্ণ হয় এবং ব্রাহ্মণের ভূমিতে অবস্থান করে।”

যাঁর—
রাগ, দোষ, মোহ অবিদ্যা
তিরোহিত,
যিনি—
হাঙ্গর দৈত্যনিবাস, ঊর্মিবহুল, সবিচী
আর দুরতিক্রম্য সমুদ্র
উত্তীর্ণ,
যিনি নিরুপাধি, মৃত্যুঞ্জয়ী
দুঃখোত্তীর্ণ;
তিনি—
পুনর্জন্ম আর না লভেন।
প্রমাণ রহিত হয়ে হন
অস্তগত।
মোহাতীত মৃত্যুরাজ বলি তাঁকে।

উদ্দান-৭

পুণ্য, চক্ষু অতঃপর ইন্দ্রিংয়সমূহ,
কাল, চরিতদ্বয় আর শুচি,
মৌন, অতপর রাগদ্বয়—
এ হলো উত্তম দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১. মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃশ্চরিত তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কায়-দুঃশ্চরিত, বাক-দুঃশ্চরিত, মনো-দুঃশ্চরিত এই তিন প্রকার দুঃশ্চরিত। যাহারা আর্যদের দুবাক্য বলে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্মসম্পাদনকারী তাহারা দেহান্তে অপায়, দুর্গতি বিনিপাত প্রাপ্ত হয়, নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, এখন অন্য কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কাছে না শুনিয়া বলিতেছি—হে ভিক্ষুগণ, কায়-দুঃশ্চরিত, বাক-দুঃশ্চরিত, মনো-দুঃশ্চরিত সত্ত্বগণ যাহারা আর্যদের দুর্বাক্য বলে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্মসম্পাদনকারী তাহারা দেহান্তে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয়, নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেই সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি এবং আরও সম্যকরূপে বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি এবং জানিয়াছি। এই কারণে

বলিতেছি, হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ভিক্ষুদের দুর্বাক্য বলে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী তাহারা দেহান্তে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয়। সেই সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি।"

মিথ্যা চিন্তা প্রভাবিত মন
মিথ্যাভাষী আর মিথ্যা কর্মরত,
অল্পশ্রুত, কুশল কর্ম অকৃত জীবন
মার, দেহান্তে যার সে অজ্ঞ
নিরয়লোকে।

২২. সম্যক দৃষ্টি সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, সেই সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি যাহারা কায়, বাক্য ও মনঃসুচরিত দ্বারা সমন্বাগত, যাহারা আর্যদের দুর্বাক্য বলেন না, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী তাঁহারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। এখন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অন্য কাহারো নিকট এই সত্য শ্রবণ না করিয়া আমি বলিতেছি। এবং আরও সম্যকরূপে বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি এবং জানিয়াছি। এই কারণে বলিতেছি, হে ভিক্ষুগণ, সেই সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি যাহারা কায়, বাক্য ও মন দ্বারা সমন্বাগত যাঁহারা আর্যদের দুর্বাক্য বলেন না, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা কর্মসম্পাদনকারী, তাঁহারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।"

সম্যক চিন্তা, সম্যক বাক্য আর
কায়দ্বারা সম্যক কর্ম অনুশীলিত
যার, যিনি বহুশ্রুত আর
সঞ্চিতপুণ্য, তিনি দেহান্তে যান
স্বর্গলোকে।

২৩. নিঃসারণীয় সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, নিঃসারণীয় ধাতু তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? কাম হইতে নিঃসারণ, যেমন নিষ্ক্রমণ, রূপ হইতে নিঃসারণ, যেমন অরূপস্থিতি, যাহা ভব, সংঘাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন তাহা হইতে নিঃসারণ, যেমন নিরোধ। এই তিনটি হইল নিঃসারণীয় ধাতু।"

জেনে কাম নিঃসারণ
হয়ে রূপাতীত, সর্বসঙ্খারে

যিনি লভেন সমথ, সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু
সম্যকদর্শী। এই লোকেই লভেন বিমুক্তি।
তিনি ভবসংযোজন ছিন্নকারী, অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত, সন্ত
যথার্থই জন্মপ্রবাহ জয়ী মুনি।

২৪. শ্রেয়তর সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ হইতে অরূপ শ্রেয়তর, অরূপ হইতে নিরোধ শ্রেয়তর।"

যে জন রূপগামী, রূপে প্রতিষ্ঠিত
আর নিরোধে স্বল্পজ্ঞানী
পুনর্জন্ম লভে সেই।
যিনি—
রূপ হতে অরূপে যেয়ে
মৃত্যুত্তীর্ণ,
তিনি অমৃতধাতু লভেন কায়দ্বারা;
আর নিরুপাধি হন
(অন্তিমে।) অনাসব,
উপাধি বর্জনে অভিজ্ঞ (তিনি)।
সম্যকসম্বুদ্ধের দেশনা—
অশোক, বিরজ পদে
(হও রত)।

২৫. পুত্র সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে তিন প্রকার পুত্র বর্তমান। তিন প্রকার কী কী? অভিজাত, অনুজাত, অবজাত।"

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে পুত্র অভিজাত হয়? হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে এমন মাতাপিতা বর্তমান আছে যাহারা বুদ্ধের শরণ লয় না, ধর্মের শরণ লয় না, সংঘের শরণ লয় না, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত নয়, অদত্ত গ্রহণে বিরত নয়, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত নয়, মৃষাবাদ হইতে বিরত নয়, সুরা-মেরয়-মদ্য-প্রমাদ স্থানে বিরত নয়, যাহারা দুঃশীল পাপধর্মরত, তাহাদের পুত্র জন্মিলে সে যদি বুদ্ধের শরণ লয়, ধর্মের শরণ লয়, সংঘের শরণ লয়, প্রাণাতিপাতে বিরত থাকে, অদত্ত গ্রহণে বিরত থাকে, কামে

মিথ্যাচার হইতে বিরত থাকে, মৃষাবাদ হইতে বিরত থাকে, সুরা-মেরয়-মদ্য-প্রমাদ স্থানে বিরত থাকে—সে শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ পুত্র অভিজাত।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ পুত্র অনুজাত হয়? হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে এমন মাতাপিতা বর্তমান আছে যাহারা বুদ্ধের শরণ লয়, ধর্মের শরণ লয়, সংঘের শরণ লয়, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত, অদত্ত গ্রহণে বিরত, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, সুরা-মেরয়-মদ্য-প্রমাদ স্থানে বিরত, তাহাদের পুত্র জন্মিলে সে যদি বুদ্ধের শরণ লয়, ধর্মের শরণ লয়, সংঘের শরণ লয় এবং প্রাণাতিপাত হইতে বিরত, অদত্ত গ্রহণে বিরত থাকে, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত থাকে, মৃষাবাদ হইতে বিরত থাকে, সুরা-মেরয়-মদ্য-প্রমাদ স্থানে বিরত থাকে—সে শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ পুত্র অনুজাত।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুত্র অবজাত হয়? পৃথিবীতে এমন মাতাপিতা আছে যাহারা বুদ্ধের শরণ লয়, ধর্মের শরণ লয়, সংঘের শরণ লয়, প্রাণাতিপাত, অদত্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার ও সুরা-মেরয়-প্রমাদ স্থানে বিরত থাকে, শীলবান ও কল্যাণধর্ম রত থাকে তাহাদের পুত্র জন্মিলেও সে যদি বুদ্ধের শরণ লয় না, ধর্মের শরণ লয় না, সংঘের শরণ লয় না এবং প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হয় না, অদত্ত গ্রহণে বিরত হয় না, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত হয় না, মৃষাবাদ হইতে বিরতহয় না, সুরা-মেরয়-প্রমাদ স্থানে বিরত হয় না, দুঃশীল পাপধর্মে রত হয়, তবে হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ পুত্র অবজাত হয়। হে ভিক্ষু, এইরূপে পৃথিবীতে তিন প্রকার পুত্র পাওয়া যায়।”

অভিজাত আর অনুজাত পুত্র
আকাঙ্ক্ষা করেন পণ্ডিতগণ।
অবজাত-কুলক্ষয়ী
কাম্য নহে সে তাঁদের।
বুদ্ধ উপাসক পুত্র—
শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলনুসারী, বদান্য আর
পরার্থপর। তাঁদের শিরোপরি
আলোকধারা সিঞ্চন করে—
মেঘপুঞ্জমুক্ত চন্দ্রমা।

২৬. অবৃষ্টিক সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে তিন প্রকার মনুষ্য আছে। তিন প্রকার কী কী? অবৃষ্টিকসম, প্রদেশবর্ষী, সর্বত্রাভিবর্ষী। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ ব্যক্তি অবৃষ্টিকসম হয়? হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুক-পথচারী-অভাবগ্রস্তদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালাগন্ধ-বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান এবং আলো ইত্যাদি সর্ববস্তু দাতা হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অবৃষ্টিকসম হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ ব্যক্তি প্রদেশবর্ষী হয়? হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কিছু কিছু বস্তু দাতা হয়। কিন্তু কিছু কিছু বস্তু সে দান করে না। যথা : খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালাগন্ধ-বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান, এবং আলো (ইত্যাদি) সে শ্রমণ-ব্রক্ষাণ-ভিক্ষুক-পথচারী-অভাবগ্রস্তদের দান করে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি প্রদেশবর্ষী হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপ ব্যক্তি সর্বত্রাভিবর্ষী হয়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি সর্ববস্তু; যথা : খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালাগন্ধ-বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান, এবং আলো (ইত্যাদি) সে শ্রমণ-ব্রক্ষাণ-ভিক্ষুক-পথচারী-অভাবগ্রস্তদের দাতা হন। এইরূপে হে ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি সর্বত্রাভিবর্ষী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি পৃথিবীতে পাওয়া যায়।"

খাদ্য, পানীয়, ভোজ্য আছে তার
কিন্তু সে দেয় না—
শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক,
আর শরীরকে। অবৃষ্টিক সম সেই
পুরুষাধম।
দান করে যে কিছু কিছু,
আবার কিছু কিছু করে না,
মেধাবীরা বলেন, এমন দাতাই
প্রদেশবর্ষী।
সুভিক্ষবর্ষী, সর্বহিতানুকম্পী
আনন্দিত চিত্তে ব্রতী তিনি
অপর্যাপ্ত দানে। বলেন সব—
'দাও, আরও দাও।'
যেমন মেঘ—
গর্জন করে, বজ্রপাত করে,

বর্ষণ করে, আর
প্রবল সে বর্ষণে
প্লাবিত করে—
উচ্চ আর নিম্নভূমি,
তদ্রূপ তিনি—
উত্থান দ্বারা, ধর্মদ্বারা
লভেন ধন, আর
খাদ্য ও পানীয় প্রদানে
প্রাণীদের করেন আনন্দ বিতরণ।
(তিনিই সর্বত্রাভিবর্ষী)।

২৭. সুখ প্রস্থান সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তি তিনটি সুখপন্থা দ্বারা শীল রক্ষা করিবে। তিনটি কী কী? 'প্রশংসা আমার আয়ত্তাধীন হউক'—এই চিন্তা করিয়া শীল রক্ষা করিবে। 'ভোগ্যবস্তু আমার ভাগ্যাধীন হউক'—এই চিন্তা করিয়া শীল রক্ষা করিবে। 'দেহান্তে সুগতি স্বর্গলোকে আমি পুনরুৎপন্ন হইব'—এই চিন্তা করিয়া শীল রক্ষা করিবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ তিনটি সুখপন্থানুগমন করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করিবে।"

মেধাবী শীল রক্ষা করেন
প্রশংসালাভ, বিত্তলাভ আর
স্বর্গলোকে প্রমোদলাভ—
এ তিনটি সুখপন্থায়।
কিন্তু, যে জন—
পাপী নয়, অথচ সেবে পাপাচারী
পাপ সন্দেহ ভাজন তিনি।
বাড়ে তার পাপখ্যাতি।
যে জন ভজে যেমন মিত্র,
বন্ধু যাহার যেমন,
হয় সে তেমন নিজেও,
তদ্রূপ হয় সহবাসও।
সেবক সেব্যকে,
স্পর্শকারী স্পর্শিতকে

করে প্রভাবিত, যেমন বিষাক্ত তীর
অকলঙ্কিত তুণীরকে করে কলঙ্কিত।
উপলেপ-ভীত ধীর জন
পাপসখা না সেবে কখন।
পূতিগন্ধ মৎস্য দুর্গন্ধিত করে
কুশঘাসকেও। মূর্খের সেবাও তদ্রূপ।
সুবাসিত টগর সুরভিত করে
পলাশপত্রকে। ধীর ব্যক্তির সাহচর্যও তদ্রূপ।
সুতরাং—
যে জন জানে
কী আছে তার ত্রিপিটকে
সে কখনো সেবে না
অসন্তে। অসন্ত যায় নিরয়লোকে,
সন্ত লভে সুগতি স্বর্গলোক।

২৮. ভঙ্গুর সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কায় বিকৃতধর্ম প্রাপ্ত হয়। উপাধি অনিত্য, দুঃখপূর্ণ এবং বিপরিণামধর্মী—ইহাই বিজ্ঞানধর্ম।"

জ্ঞাত যাঁর—
কায় বিকৃতধর্মী, বিজ্ঞান প্রভঙ্গুর,
উপাধি ভয়সঙ্কুল, আর
জাতি-মরণ শিক্ষণীয়,
তিনি—
লভেন পরমা শান্তি,
মৃত্যুকে করেন কামনা।

২৯. ধাতু সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়—এই হইল মূলনীতি। হীন সত্ত্বগণ হীন সত্ত্বগণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, সম্মিলিত হয়। কল্যাণধর্মী সত্ত্ব কল্যাণধর্মী সত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, সম্মিলিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে এই মূলনীতি ছিল—সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে মিশ্রিত হইত, সম্মিলিত হইত, কল্যাণধর্মী সত্ত্ব কল্যাণধর্মী সত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত

হইত, সম্মিলিত হইত।

হে ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও এটাই মূলনীতি হইবে। সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে মিশ্রিত হইবে, সম্মিলিত হইবে। হীন সত্ত্বগণ হীন সত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হইবে, সম্মিলিত হইবে। কল্যাণধর্মী সত্ত্ব কল্যাণধর্মী সত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হইবে, সম্মিলিত হইবে।"

বন জাত হয় সংসর্গে
অসংসর্গ হতে করে পলায়ন।
নাতিদীর্ঘ কাষ্ঠারোহী
নিমজ্জিত হয় সমুদ্রে,
তেমনি (পরিণাম) সাধুজীবীরও
যদি সে হয় হীনজীবী সংশ্লিষ্ট।
সুতরাং—
হীনবীর্যে করি পরিহার,
কর সঙ্গী আরব্ধবীর্যে,
বাস কর জ্ঞানীজন সাহচর্যে,
যে জ্ঞানী—
সে নির্জনবাসী, উদার, মনোযোগী
মহৎ কর্ম নিরত আর ধ্যানী।

৩০. পরিহান সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে পদচ্যুত করায়। তিনটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী ভিক্ষু এখানে কর্মে আনন্দিত হইয়া, কর্মের দ্বারা আনন্দিত হইয়া, কর্মের আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। সে কথাবার্তায় আনন্দিত হইয়া, কথাবার্তার দ্বারা আনন্দিত হইয়া, কথাবার্তার আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। সে নিদ্রায় আনন্দিত হইয়া, নিদ্রার দ্বারা আনন্দিত হইয়া, নিদ্রার আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে পদচ্যুত করায়।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পদচ্যুতি না ঘটার কারণ। তিনটি কী কী? শিক্ষার্থী ভিক্ষু এখানে কর্মে আনন্দিত না হইয়া, কর্মের দ্বারা আনন্দিত না হইয়া, কর্মের আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ না করিয়া অবস্থান করে। সে কথাবার্তায় আনন্দিত না হইয়া, কথাবার্তার দ্বারা

আনন্দিত না হইয়া, কথাবার্তার আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ না করিয়া অবস্থান করে। সে নিদ্রায় আনন্দিত না হইয়া, নিদ্রার দ্বারা আনন্দিত না হইয়া, নিদ্রার আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ না করিয়া অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পদচ্যুতি না ঘটার কারণ।'

যে ভিক্ষু—
কর্মে, বাক্যে নিদ্রায় সুখানুভুতি প্রিয়, আরামী, উদ্ধত
নাহি লভে সে উত্তম সম্বোধি।
সুতরাং যিনি—
অল্পকৃত, অল্প অভিভূত, অনুদ্ধত
লভেন তিনি উত্তম সম্বোধি।

(তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত)

উদ্দান-৮

দৃষ্টিদ্বয়, নিঃসারণীয়, রূপ, পুত্র, অবৃষ্টিক।
সুখ, মৃত্যু, ধাতু, পরিহান এই দশ।

৩১. বিতর্ক সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অকুশল তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? অনবজ্ঞপ্তি প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, লাভসৎকারশীল প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, পরানুদ্রয়তা প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল অকুশল বিতর্ক।"

অনবজ্ঞপ্তি সংযুক্ত, লাভ-সৎকারে শ্রদ্ধাযুক্ত
আর সংসর্গে আনন্দিত পুরুষ
সংযোজন ক্ষয় হতে—
রহে বহু দূর।
কিন্তু সে পুরুষ
বহু পুত্র আর পশু
বর্জন করে,
সমাজ ত্যাগ করে,
রহেন একাকী,
লভেন তিনি উত্তম সম্বোধি।

৩২. সৎকার সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, আমি এমন সত্ত্ব দেখিয়াছি যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত, দেহান্তে, মৃত্যুর পর তাহারা শাস্তি, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি, যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত নহে, দেহান্তে মৃত্যুর পর তাহারা শাস্তি, দুর্গতি বিনিপাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত হয়, হয় নাও। দেহান্তে মৃত্যুর পর তাহারা শাস্তি, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হে ভিক্ষুগণ, এখন ইহা (এই সত্য) শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কাহারো কাছে, না শুনিয়া আমি বলিতেছি—হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্পূর্ণভাবে আমি বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি এবং জানিয়াছি, এই কারণে বলিতেছি—যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত, দেহান্তে মৃত্যুর পর তাহারা শাস্তি, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত নয়, দেহান্তে, মৃত্যুর পর তাহারা শান্তি, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ সত্ত্বদের আমি দেখিয়াছি যাহাদের চিন্তা নিজেদের কর্মদ্বারা অভিভূত হয়, হয় নাও। দেহান্তে মৃত্যুর পর তাহারা শাস্তি, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয়।"

যার সমাধি নিজের কর্মদ্বারা
বাধাপ্রাপ্ত হয়, হয় নাও,
যে ধ্যানী, অধ্যবসায়ী, সৎ চিন্তাশীল, অপ্রমাদরত
আপন স্থিতির উপাদান ক্ষয়ে
যার আনন্দ—
'সৎ পুরুষ' আখ্যা তার।

৩৩. দেবশব্দ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি দেবশব্দ সময়ে সময়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তিনটি কী কী? যখন কোনো আর্যশ্রাবক কেশশ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেই সময়ে দেবলোকে দেবশব্দ উত্থিত হয়—"এই আর্যশ্রাবক মারের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা করিয়াছে।" হে ভিক্ষুগণ, এই হইল প্রথম দেবশব্দ যাহা সময়ে সময়ে দেবলোকে উত্থিত হয়। পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, যখন কোনো আর্যশ্রাবক সপ্তবোধিপক্ষীয় ধর্ম ভাবনানুযোগযুক্ত হইয়া বাস করে

সেই সময়ে দেবলোকে দেবশব্দ উত্থিত হয়—'এই আর্যশ্রাবক মারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে।' হে ভিক্ষুগণ, এই হইল দ্বিতীয় দেবশব্দ, যাহা দেবলোকে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়।

পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, যখন কোনো আর্যশ্রাবক অসবক্ষয়ে অনাসব হইয়া চিন্তাবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্টধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বিহার করেন তখন দেবলোকে দেবশব্দ উত্থিত হয়—"এই আর্যশ্রাবক সংগ্রামবিজয়ী। যখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছেন তখন (নির্বাণেও) তিনি অধিষ্ঠিত হইবেন।' হে ভিক্ষুগণ, এই হইল তৃতীয় দেবশব্দ যাহা দেবলোকে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়।"

সম্যকসম্বুদ্ধের মহান জ্ঞানী শ্রাবককে
সংগ্রামবিজয়ী দেখে
বন্দনা করেন তাঁদের
দেববৃন্দও।
'হে বিজয়ী বীর,
তোমায় প্রণাম।
তুমি দুর্জয়কে করেছ জয়
আর—
মৃত্যু-সেনানীকে বশ করে
লভেছ বিমোক্ষ।
এজন্য—
প্রাপ্তমানস দেবগণ
তোমাকে নমস্কার করে।
কারণ, তুমি চলেছ—
মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে।'

৩৪. পঞ্চপূর্বনিমিত্ত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, যখন কোনো দেবতার দেবকায় চ্যুতিধর্মী হয় তখন পাঁচটি পূর্বনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়—পুষ্পমাল্য বিবর্ণ হয়, বস্ত্র প্রদুষ্ট হয়, স্কন্ধ হইতে স্বেদ নির্গত হয়, দেহে দুর্বর্ণ প্রকাশিত হয়, দেবতা দেবাসনে আর আনন্দ প্রাপ্ত হন না। হে ভিক্ষুগণ, দেবগণ এই দেবপুত্র চ্যুতধর্মী—ইহা জানিয়া তিনটি বাক্যের দ্বারা তাহা অনুমোদন করেন। যথা—'সুগতি প্রাপ্ত হও। সুগতি প্রাপ্ত হইয়া সুলব্ধ লাভ কর। সুলব্ধ লাভ করিয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত

হও।’ ইহা বলা হইলে অন্য ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ‘ভগবান, কোনটি সত্য, দেবতাদের সুগতি গমন সঙ্খাত অথবা দেবতাদের সুলব্ধ লাভ সঙ্খাত, অথবা দেবতাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্খাত, কোনটি? হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যজন্মই দেবগণের সুগতি গমনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন দেবতা মনুষ্যরূপে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে শ্রদ্ধা তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সত্তার গভীরে উৎপন্ন হয়, দৃঢ় হয়, যাহা কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেবতা-মার অথবা এই পৃথিবীর অন্য কাহারো দ্বারা হয় না। হে ভিক্ষুগণ, দেবগণের পক্ষে ঠিক ইহাই হইল সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্খাত।”

আয়ুক্ষয় হেতু দেবতা
দেবকায় চ্যুত হয়,
আর তখন—
দেবশব্দত্রয় বিনিঃসৃত হয়,-
সে চ্যুতি করে অনুমোদন।
‘হে মহাশয়,
সুগতি লাভ আর মনুষ্য সহবাসে
যাও। মনুষ্যজন্মে সদ্ধর্ম লাভ করে
শ্রদ্ধাবান হও অনুত্তরে।
সুপ্রতিষ্ঠিত হোক,
যা তোমার সত্তার গভীরে
উৎপন্ন। যাবজ্জীবন অকম্পিত
রও আর সুপ্রতিষ্ঠিত হও
সদ্ধর্মে।
কায়ে-বাক্যে আর মনে
কৃতকুশল তিনি,
তিনি অপ্রমাণ, নিরুপাধি।
তিনি অপ্রতুল দানে
সঞ্চয় করেন অনন্ত পুণ্য।
ব্রহ্মচর্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করেন
সদ্ধর্মকে।
যখন দেবগণ জানেন—
দেবপুত্র চ্যুত
সে চ্যুতি অনুমোদন করেন

অনুকম্পায়। বলেন—
'দেবজন্ম লভিয়ো পুনঃপুন'।

৩৫. বহুজন হিত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, বহুজন হিতের জন্য, বহুজন সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা-হেতু, দেবমনুষ্যের হিতসুখের জন্য পৃথিবীতে তিন প্রকার পুদ্গল জন্মগ্রহণ করে। তিন প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমানুষের শাস্তা, ভগবান বুদ্ধ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, অর্থযুক্ত, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দেশনা করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইনি হইলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে বহুজন হিতের জন্য, বহুজন সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা-হেতু, দেবমনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্য আবির্ভূত হন।

এবং, হে ভিক্ষুগণ, তাঁহার পর (দ্বিতীয় এক ব্যক্তি) যিনি শাস্তার শ্রাবক, অর্হৎ, ক্ষীণাসব, কৃতকরণীয়, ভারমুক্ত, অনুপ্রাপ্ত সদর্থ, পরিক্ষীণ ভবসংযোজন, সম্যক জ্ঞানী বিমুক্ত। তিনি আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, অর্থযুক্ত, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দেশনা করেন। হে ভিক্ষুগণ, এই হইলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে বহুজন হিতের জন্য, বহুজন সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা-হেতু, দেবমনুষ্যের অর্থ, হিত, সুখের জন্য আবির্ভূত হন।

এবং, হে ভিক্ষুগণ, তাঁহার পর (আরও এক ব্যক্তি আছেন) যিনি শাস্তার শ্রাবক, শৈক্ষ্য, বহুশ্রুত, শীলব্রতসম্পন্ন, তিনিও আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, অর্থযুক্ত, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য দেশনা করেন। হে ভিক্ষুগণ, এই হইলেন তৃতীয় ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে বহুজন হিতের জন্য, বহুজন সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা-হেতু, দেবমনুষ্যের হিত-সুখের জন্য আবির্ভূত হন।"

শাস্তা প্রথম মহামুনি
এ লোকে।
তাঁকে অনুসরণকারী পূর্ণজ্ঞানী শ্রাবক।
অতঃপর—
শৈক্ষ্য-বহুশ্রুত, শীলব্রতচারী।
এ তিন (পুরুষ প্রধান)

দেবমনুষ্য শ্রেষ্ঠ, প্রভঙ্কর, ধর্মভাষী,
অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটনকারী।
আর—
বহুজন বন্ধন—প্রমোচন।
যে জন—
শাস্তা প্রদর্শিত, অনুত্তর
সুদেশিত মার্গ করেন অনুগমন,
অপ্রমত্ত সুগত শাসনে,
দুঃখান্তকারী তিনি
এ লোকে।

৩৬. অশুভানুদর্শী সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কায়ে অশুভানুদর্শী হইয়া অবস্থান কর। তোমরা অধ্যাত্ম সাধনায় তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে সুনিয়ন্ত্রিত কর। সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হইয়া অবস্থান কর। হে ভিক্ষুগণ, কায়ে অশুভানুদর্শী হইয়া যে অবস্থান করে তাহার রাগেচ্ছা শুভদ্বারা প্রহীণ হয়। ঠিক অনুরূপভাবে যিনি অধ্যাত্ম সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন কোনো বহিঃচিন্তা তাহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না। সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে তাহার অবিদ্যা প্রহীণ হয়, যাহা বিদ্যা তাহা প্রকাশিত হয়।"

যে ভিক্ষু—
কায়ে অশুভানুদর্শী
শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতিপরায়ণ
সর্বসংস্কারে সমথদর্শী
সে ভিক্ষু সর্বকালে
সম্যকদর্শী। (তিনি) অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত আর
ভবসংযোজন উচ্ছেদকারী—
মুনি।

৩৭. ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষুর ইহাই অনুধর্ম। তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—ইহা ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন। তিনি ধর্মানুযায়ী ভাষণ দান করেন, তিনি

অধর্মানুযায়ী ভাষণ দান করেন না। তিনি তাহাই বিতর্ক করেন যাহা ধর্মবিতর্কানুযায়ী বিতর্কযোগ্য, তিনি অর্ধবিতর্ক করেন না। তদুভয়ে অভিনিবেশ করিয়া চিন্তাশীল ও মনোযোগী হইয়া তিনি উপেক্ষাসহ অবস্থান করেন।"

ধর্মারামী, ধর্মরত, ধর্মানুবিচিন্তিত
আর ধর্মানুসারী ভিক্ষু
ক্ষতি নাহি করেন
সদ্ধর্মের। চলমান, দণ্ডায়মান,
আর পশ্চাৎশায়িত—
সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে
আপনার চিত্তোপরি
আধিপত্য যার—
শান্তিপথগামী তিনি।

৩৮. অন্ধকরণ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অন্ধকারক, অচক্ষুকারক, অজ্ঞানকারক, প্রজ্ঞানিরোধক, বাধাকারক, অনির্বাণ-সংবর্তক অকুশলবিতর্ক তিনটি। তিনটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, কর্ম-বিতর্ক (যাহা) অন্ধ করে, অচক্ষু করে, অজ্ঞান করে, প্রজ্ঞানিরোধ করে, বাধাদান করে এবং অনির্বাণ সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ, কর্ম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং হিংসা-বিতর্ক—এই তিনটি হইল অকুশল বিতর্ক যাহা অন্ধকারক, অচক্ষুকারক, অজ্ঞানকারক, প্রজ্ঞানিরোধক, বাধাকারক, অনির্বাণ-সংবর্তক।

হে ভিক্ষুগণ, অনন্ধকারক, চক্ষুকারক, জ্ঞানকারক, প্রজ্ঞাবুদ্ধিকারক, অবাধাকারক, নির্বাণ-সংবর্তক কুশলবিতর্ক তিনটি। তিনটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, নৈষ্কর্ম-বিতর্ক অন্ধ করে না, চক্ষুষ্মান করে, জ্ঞানদান করে, প্রজ্ঞাবুদ্ধি দান করে, বাধা দান করে না, নির্বাণে সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ, অহিংসা-বিতর্ক, নৈষ্কর্ম-বিতর্ক, অব্যাপাদ-বিতর্ক—এই তিনটি হইল কুশল বিতর্ক যাহা অন্ধকারক ও নির্বাণ সংবর্তক।"

কুশল বিতর্কত্রয় অনুসরণীয়
অকুশল বিতর্কত্রয় পরিহরণীয়,
বিতর্ক-বিচার প্রশমিত করে
আপন চিন্তাধারাকে, যেমন—

বৃষ্টি প্রশমিত করে,
সমুহত মালিন্যকে।
চিত্তে বিতর্ক প্রশমনে রত যিনি
শান্তিপদ লভেন তিনিই।

৩৯. অন্তরামল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অন্তরামল, অন্তর অমিত্র, অন্তর শত্রু, অন্তর বধক, অন্তর প্রতিপক্ষ বা মার তিনটি। তিনটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, লোভ অন্তরামল, অন্তর প্রতিপক্ষ বা মার। হে ভিক্ষুগণ, দোষ অন্তরামল, অন্তর অমিত্র, অন্তর শত্রু, অন্তর বধক, অন্তর প্রতিপক্ষ বা মার। হে ভিক্ষগণ, মোহ অন্তরামল, অন্তর অমিত্র, অন্তর বধক, অন্তর প্রতিপক্ষ বা মার। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি অন্তরামল, অন্তর অমিত্র, অন্তর শত্রু, অন্তর বধক, অন্তর প্রতিপক্ষ বা মার।"

লোভ অনর্থ উৎপাদী,
জাগায় চিত্ত প্রকোপ
অন্তরজাত এ বিপদে
(নির্লোভী) ব্যক্তি রহেন নির্ভীক।
লোভী জন—
অর্থ সে নাহি জানে
না দেখে ধর্মে
লোভে লুব্ধ নর—
অন্ধতমসম।
যিনি লোভ-বিজয়ী—
লোভযোগ্য বস্তুতেও তিনি নির্লোভ।
তাঁর লোভ প্রহীন হয়—
পদ্মে জলবিন্দুর মতো।
দোষ অনর্থ উৎপাদী
জাগায় চিত্ত প্রকোপ
অন্তরজাত এ বিপদে
(নির্দোষী) ব্যক্তি রহেন নির্ভীক।
অর্থ সে নাহি জানে,
না দেখে ধর্মে
দোষে দুষ্ট নর—

অন্ধতমসম।
যিনি দোষ-বিজয়ী
দোষের বিষয়েও যিনি অপ্রদুষ্ট
তাঁর দোষ প্রহীণ হয়
বৃন্তচ্যুত পক্ক তালসম।
মুগ্ধ জন—
অর্থ সে নাহি জানে
না জানে ধর্মে,
মোহে মুগ্ধ নর
অন্ধতমসম।
যিনি মোহ-বিজয়ী
মুগ্ধ নহেন—
মোহযোগ্য বস্তুতেও।
সর্বমোহ-জয়ী তিনি
যেমন আদিত্য অভ্যুদয়ে
তমোরাজি নেয় বিদায়।

৪০. দেবদত্ত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তিনটি অসদ্ধর্মদ্বারা অভিভূত, পরাজিত চিত্ত দেবদত্ত কোনো প্রকার উপশম ব্যতীত অনন্তকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয়। তিনটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, পাপেচ্ছাদ্বারা অভিভূত, পরাজিত চিত্ত দেবদত্ত কোনো প্রকার উপশম ব্যতীত অনন্তকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রদ্বারা অভিভূত পরাজিত চিত্ত দেবদত্ত কোনো প্রকার উপশম ব্যতীত অনন্তকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সত্যই যখন সে তাহার পক্ষপাতমূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চতর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয় তখন সে তাহার পার্থিব আচরণ এবং সদ-অসৎ বিচারশক্তি লাভ করিয়া তদ্‌জাত লক্ষ্যে উপনীত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি অসদ্ধর্মদ্বারা অভিভূত হইয়া পরিদীর্ণচিত্ত দেবদত্ত অনন্তকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয়।"

যে পাপেচ্ছার অনুগত
জন্ম তার যথা হোক
জানাও তাকে—
পাপ-পথের শেষ পরিণাম।

শুনেছি—
দেবদত্ত, যাকে বিজ্ঞ বলে লোক
পূর্ণমানব বলে পরিচিত যার
যশখ্যাতি সে লভেছিল
চূড়ান্ত।
তথাগতকে বিপন্ন করে
যায় সে অবীচি নিরয়—
চতুর্দ্বার ভয়ঙ্কর।
অদুষ্টের ক্ষতি চিন্তে
যেজন, নহে পাপকর্ম রত
সেও পাপাচারী, প্রদুষ্টচিত্ত
আর অশ্রদ্ধেয়।
একটি পূর্ণকলস বিষে
সমুদ্র হয় না কখনো
প্রদূষিত। কারণ—
মহাসমুদ্র মহত্তর (আর
কলস অনুদার।)
যেরূপ—
প্রদূষিত চিত্ত বাক্যের দ্বারা
তথাগতের ক্ষতির চিন্তা করে।
সুকর্মনিরত, শান্তচিত্ত তথাগতের কানে তা
পৌঁছায় না।
যিনি পণ্ডিত—
যিনি মিত্রতা করেন,
ভজনা করেন তাকেই
যার পন্থানুগমন করে
ভিক্ষু দুঃখান্তকারী হন।

[চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত]

উদ্দান-৯

বিতর্ক-সৎকার-শব্দ-পৃথিবীতে-চ্যুতি
বহুজনহিত-অশুভ-ধর্ম-অন্ধকারামল
দেবদত্ত এই দশ।

৪১. অগ্রপ্রসাদ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অগ্রপ্রসাদ তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? যত প্রকার সত্ত্ব আছে—অপদ বা দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, রূপী বা অরূপী, চেতন বা অচেতন বা চেতনও নয়, অচেতনও নয় তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি বুদ্ধে প্রসন্ন সে অগ্রে প্রসন্ন। এবং আরও, যে অগ্রে প্রসন্ন তাহার অগ্র বিপাক হয়। হে ভিক্ষুগণ, সঙ্খত বা অসঙ্খত যত ধর্ম আছে তাহার মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা মদহীন, পিপাসাবিহীন আলয়সমুদ্গাত, (বৃথা) বাক্যব্যয়ে বিরত, তৃষ্ণাক্ষয়ী, বিরাগী, নিরোধক, নির্বাণ। যে ভিক্ষু বিরাগ ধর্মে প্রসন্ন সে অগ্রেও প্রসন্ন। যে অগ্রে প্রসন্ন তাহার অগ্রবিপাক হয়। হে ভিক্ষুগণ, যত সংঘ বা গণ আছে তথাগত শ্রাবকসংঘ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন চারি পুরুষ যুগ্ম, অষ্ট পুরুষ পুদ্গল—এই হইল তথাগতের শ্রাবকসংঘ। এই সংঘ পূজাযোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, পৃথিবীতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তিগণ সংঘে প্রসন্ন তাহারা অগ্রেও প্রসন্ন। যে অগ্রে প্রসন্ন তাহার অগ্রবিপাক হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল অগ্রপ্রসাদ।"

যে অগ্রে প্রসন্ন
সে অগ্র ধর্মজ্ঞ।
যে অগ্র-বুদ্ধে প্রসন্ন
সে অনুত্তর দক্ষিণার্থী।
যে অগ্র-ধর্মে প্রসন্ন।
সে সুখ বিরাগী।
অগ্র-সংঘে প্রসন্ন
লভে পুণ্যক্ষেত্র
অনুত্তর।
অগ্রে প্রদত্ত দান
বাড়ায়—

অগ্রপুণ্য, অগ্র-আয়ু, অগ্রবর্ণ,
যশ, কীর্তি, সুখ, বল।
অগ্রদাতা মেধাবী, আর—
অগ্র-ধর্মে সমাহিত।
দেবতামনুষ্যগণও
অগ্র প্রাপ্ত হয়ে
পায় আনন্দ।

৪২. জীবিকা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, পিণ্ডোলের জীবিকা হইতেছে সর্ব জীবিকার মধ্যে নগন্য। এই পিণ্ডোল শব্দ বলিতে তাহাদের বোঝায় যাহারা এই পৃথিবীতে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভ্রমণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এই পিণ্ডোলের নিকটই ধর্মপ্রাপ্তির আশায় অভিজাত পরিবারের পুত্রগণ, শ্রেষ্ঠীকুলের কুমারগণ আসে, আসে না শুধু তাহারা যাহারা রাজাভিনীত, চোরাভিনীত, ঋণী, ভয়ে ভীত এবং আজীবিক। তিনি জন্ম ও জরা বিজয়ী বলিয়া সর্বদুঃখ পরিহারের উপায় জানিবার জন্য জন্ম-বার্ধক্য-মৃত্যু-শোক-তাপ-দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ও দুঃখে অভিভূত এবং জর্জরিত লোকেরাও তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তা সত্ত্বেও হে ভিক্ষুগণ, আভিজাত্য পুত্রগণ লোভী হইয়া থাকে, লালসাগ্রস্ত হয়, মানস লক্ষ্য চ্যুত হয়, (তাহাদের) স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া উঠে, আত্মভাব নষ্ট নয়, এবং অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়াদির ফলে তাহাদের চিন্তারাশি বিচ্ছিন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্মশানের স্তূপীকৃত আলোকশিখা কেবল (গ্রাম ও অরণ্যের) মধ্যবর্তী স্থানকে আলোকিত করে। গ্রামের বা অরণ্যের কাষ্ঠাদিকে প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে না, এই উপমার সাহায্যে আমি ওই ব্যক্তির (পিণ্ডোলের) কথা বলিতেছি। কারণ সে এক দিকের যেমন গৃহের সুখ হইতে বঞ্চিত, ঠিক তেমনি অপর দিকে শ্রামণের অধিগম্য সর্বসুখ হইতে বঞ্চিত হয়।"

যে জন
আত্মসম্ভ্রম বিনষ্টির দুর্ভাগ্য-হেতু—
বিরহী, গৃহী-ভোগে
বঞ্চিত, শ্রামণ্য সম্পদেও
সে বিনাশিত হয়—
শ্মশানবতিকার মতো।

দুঃশীল, অসংযত জন
জনসাধারণ হতে ভিক্ষান্ন
করে গ্রহণ। সে অন্নের চেয়ে
অগ্নিশিখাতুল্য উত্তপ্ত লৌহগোলক
গলাধঃকরণ বরং
শ্রেয়তর।

৪৩. সঙ্ঘাটিকোণ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু সঙ্ঘাটির প্রান্তভাগ সংগ্রহ করিয়া আমাকে অনুসরণ করে এবং আমার অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি অবিদ্যাসম্পন্ন হয়, কামের প্রতি অনুরাগী হয়, ব্যাপন্ন চিত্ত হয়, তাহার মানসিক আকাঙ্ক্ষা প্রদূষিত হয়, সে যদি স্মৃতিবিহীন, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, অসংস্কৃত ইন্দ্রিয় হয় তবে সে আমার কাছ হইতে বহু দূরে থাকে। আমিও তাহার কাছ হইতে বহু দূরে থাকি। তাহার কারণ কী? কারণ, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ধর্মকে দেখে না। ধর্মকে না দেখায়, আমাকেও দেখে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, কিন্তু, যদি কোনো ভিক্ষু আমার কাছ হইতে শত যোজন দূরে থাকে এবং সে যদি অবিদ্যাসম্পন্ন না হয়, কামানুরাগী না হয়, ব্যাপন্নচিত্ত না হয়, তাহার মানসিক আকাঙ্ক্ষা প্রদূষিত না হয়, সে যদি স্মৃতিমান, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, সংযত ইন্দ্রিয় হয় তবে সে আমার নিকটেই অবস্থান করে। আমিও তাহার কাছেই থাকি। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, সে ধর্মকে দেখে, ধর্মকে দেখে বলিয়া সে আমাকেও দেখে।"

অনুগামী জন
যদি হয় লোভী আর বিধ্বংসী
দেখে সে—
নির্বাণপ্রাপ্ত যিনি
তিনি কত দূরে!
গৃধ্নু যে জন সে দেখে
বীতগৃধ্নু কত দূর।
লোভী জন দেখে
নির্লোভী কত দূর!
ধর্মে অভিজ্ঞাসম্পন্ন আর
ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ

হ্রদস্বরূপ।
রক্ষা করেন ঝঞ্ঝাতাড়িতকে।
যে জন বীতরাগ
তিনি বীতরাগীর কত কাছে!
যে জন নিবৃত
তিনি নিবৃতের কত কাছে!
যে জন অগৃধ্নু
তিনি অগৃধ্নুর কত কাছে!

৪৪. অগ্নি সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অগ্নি তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? রাগাগ্নি, দোষাগ্নি, মোহাগ্নি। হে ভিক্ষুগণ, অগ্নি এই তিন প্রকার।"

রাগের আগুন দহন করে মরণশীলে
কামের আগুন মূর্ছিতকে।
দোষের আগুন ব্যাপন্নকে।
আর প্রাণাতিপাতকারী পুরুষকে।
মোহাগ্নি দহন করে মোহমগ্নকে
আর আর্যধর্মে অকোবিদকে।
অগ্ন অনভিজ্ঞ জন
অভিরত স্বকায়ে,
পূর্ণ করে নিরয়,
জন্ম লভে তিরচ্ছান যোনিতে।
রাত্রিদিন অতন্দ্রিত (ভ্রমে) সে
অসুর ও প্রেতলোকে,
যতদিন না ঘটে—
মারবন্ধন মুক্তি।
যিনি সম্যকসম্বুদ্ধ শাসনে নিবেদিত
তিনি নির্বাপিত রাগাগ্নি—
তিনি নিত্য অশুভ পরিণামদর্শী।
যিনি নরোত্তম—
তাঁর দোষাগ্নি মৈত্রীদ্বারা,
মোহাগ্নি নির্বেদগামিনী প্রজ্ঞাদ্বারা

নির্বাপিত।
নির্বাপিত বিজ্ঞ পুরুষ
দিবারাত্রি করেন অগ্নি নির্বাপণ আর—
লভেন পরম পরিনির্বাণ।
তিনি অন্ত করেন—
অশেষ দুঃখের।
তিনি আর্যদৃষ্টিসম্পন্ন, বেদজ্ঞ
সম্যক জ্ঞানে গুণী আর
জাতিক্ষয়ে অভিজ্ঞাসম্পন্ন,
পুনর্জন্ম উত্তীর্ণ।

৪৫. উপপরীক্ষা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই রকম উপপরীক্ষাসম্পন্ন হইবেন যে, যখন তিনি বহির্পরীক্ষায়রত হইবেন তখন তাঁহার বিজ্ঞান অবিক্ষিপ্ত হইবে, যেহেতু তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃশব্দ, অবিক্ষিপ্ত ও অভ্যন্তরীণ এবং অসংস্থিত বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া জাতি-জরা-মরণ দুঃখসমুদয়ের মূল তাঁহার মধ্যে উৎপন্ন হয় না।"

যে ভিক্ষু—
সত্ত্বসঙ্গ প্রহীন
জীবনপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন
তাঁর—
জাতি-সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত
আর পুনর্ভব রহিত।

৪৬. কামোৎপত্তি সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কামোৎপত্তির তিনটি হেতু। তিনটি কী কী? বর্তমান বস্তুতে কামনারত, সৃষ্ট কামে আনন্দিত, অন্যের দ্বারা সৃষ্ট কামে আসক্ত। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি হইল কামোৎপত্তির হেতু।"

বর্তমান বস্তুতে কামাসক্ত দেবগণ
কামের অধীন, আর
আর কামভোগী দেবগণ
সৃষ্ট রতিতে লভে আনন্দ।

এ অবস্থায় আর অন্যান্য অবস্থায়ও
পণ্ডিত ব্যক্তি
কামভোগের আদীনব জানেন,
আর পরিহার করেন সর্বকাম
দিব্য ও মনুষ্য।
প্রিয় ও সুখানুভূতি দায়ক
দুরত্যয় স্রোত ছেদন করে
তাঁরা লভেন পরম নির্বাণ,
অতিক্রম করেন অশেষ দুঃখ।
যিনি—
আর্যদৃষ্টিসম্পন্ন, বেদগুণসম্পন্ন,
সম্যক জ্ঞানে গুণী, জাতিক্ষয়ে অভিজ্ঞাসম্পন্ন
তিনি পুনর্ভব না লভেন কখনো।

৪৭. কামযোগ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি কামযোগযুক্ত সে ভবযোগযুক্ত, সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। যিনি কামযোগ বিসংযুক্ত এবং ভবযোগযুক্ত তিনি পৃথিবীতে অনাগামী হন। হে ভিক্ষুগণ, যিনি কামযোগ বিসংযুক্ত এবং ভবযোগ বিসংযুক্ত তিনি ক্ষীণাসব অর্হৎ।”

উভয় সত্ত্ব—
কামযোগ সংযুক্ত তার ভবযোগ সংযুক্ত
লভে পুনর্জন্ম। চলে—
জাতি-মরণ গামী হয়ে।
কামে বিরত, অপ্রাপ্ত আসবক্ষয়ী
ভবযোগে সংশ্লিষ্ট-পরিচিতি তাঁর
অনাগামী।
যিনি—
ছিন্ন সংশয়, ক্ষীণ মান, পুনর্ভবা
আসব ক্ষয় করে তিনি এ লোকেই
পারগত।

[তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৪৮. কল্যাণশীল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী, কল্যাণপ্রাজ্ঞ তিনি এই ধর্মবিনয়ে কেবলী, পরিপূর্ণ, পারদর্শী ও উত্তম পুরুষ বলিয়া অভিহিত। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু কল্যাণশীল হয়? হে ভিক্ষুগণ, (যদি) ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হন, প্রাতিমোক্ষ সংবর সংবৃত হইয়া বাস করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন হন, যদি তিনি অণুমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হন, যদি তিনি শিক্ষাপদসমূহ অনুশীলন করেন তবে হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু কল্যাণশীল হন। অকল্যাণধর্মী কিরূপে হয়? হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু সাঁইত্রিশটি বোধিপক্ষীয় ধর্ম ভাবানুযোগ-অনযুক্ত হইয়া বাস করেন তবে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কল্যাণধর্মী হন। এইরূপে ভিক্ষু কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী হয়।

কল্যাণপ্রাজ্ঞ কিরূপে হয়? হে ভিক্ষুগণ, (এইখানে) ভিক্ষু আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব হইয়া চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্ত দৃষ্টধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিয়া উপসম্পদ্য হইয়া অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষু কল্যাণপ্রাজ্ঞ হয়। কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী, কল্যাণপ্রাজ্ঞ ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে কেবলী হইয়া, পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া 'উত্তম পুরুষ' বলিয়া অভিহিত হন।"

কায়বাক্য মনদ্বারা
দুষ্কর্ম কৃত নয় যাঁর
'কল্যাণশীল হ্রীমান ভিক্ষু'
পরিচিতি তাঁর।
যাঁর ধর্মসুভাবিত
যিনি সম্বোধিগামী
'কল্যাণধর্মী বিশ্বাসী ভিক্ষু'
পরিচিতি তাঁর।
যিনি এ লোকে
দুঃখের অন্তকারী
'কল্যাণব্রতী অনাসব ভিক্ষু'
পরিচিতি তাঁর।
যিনি—
ত্রিধর্মসম্পন্ন, অনীঘ,
ছিন্ন সংশয়, অনাসক্ত সর্ববস্তুতে
'সর্বলোকত্রাতা' পরিচিতি তাঁর।

৪৯. দান সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, দান দুই প্রকার—আমিষদান ও ধর্মদান। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই-এর মধ্যে ধর্মদান হইল শ্রেষ্ঠতর। হে ভিক্ষুগণ, সংবিভাগ দুই প্রকার—আমিষ-সংবিভাগ ও ধর্ম-সংবিভাগ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই-এর মধ্যে ধর্ম-সংবিভাগ হইল শ্রেষ্ঠতর। হে ভিক্ষুগণ, অনুগ্রহ দুই প্রকার—আমিষ-অনুগ্রহ ও ধর্মানুগ্রহ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই-এর মধ্যে ধর্মানুগ্রহ হইল শ্রেষ্ঠতর।"

পরম অনুত্তর দান যার পরিচিতি,
তার সংবিভাগ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত।
অগ্রক্ষেত্রে প্রসন্ন চিত্ত, বিদ্বান পুরুষ
যজ্ঞ করেন সময়ে
(ধর্ম) ভাষণ দান আর শ্রবণ
করেন যেজন,
যিনি প্রসন্ন চিত্ত আর অপ্রমত্ত
সুগতশাসনে,
সর্বোত্তম অর্থ তাঁর বিশোধিত।

৫০. ত্রিবিদ্যা সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ধর্মে তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব যে ত্রিবিধ জ্ঞানের অধিকারী, যে কেবল ধর্ম সম্বন্ধে অর্থহীন কথা বলে তাহাকে বলিব না। হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু তাহার পূর্বজন্মের কথা এইরূপে স্মরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো ভিক্ষু অনেক বিহিত পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে। যেমন : এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, হাজার, শত হাজার জাতি, অনেক সংবর্ত, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প—আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—এই নামে, এই গোত্রে। এই বর্ণে, এই আহার, এই সুখ-দুঃখ প্রতিসংবেদী, এই আয়ু পর্যন্ত তথা হইতে চ্যুত হইয়া এইখানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে সেখানকার। স-উদ্দেশ্য অনেক বিহিত তাহার অতীত জন্ম স্মরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই আমার দ্বারা অধিগত প্রথম বিদ্যা। এইভাবে অবিদ্যা ধ্বংস হয়। বিদ্যা উৎপন্ন হয়। তম ধ্বংস হয়, অলোক উৎপন্ন হয়, যেহেতু সে অপ্রমত্ত, সংযত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া বাস করে। এবং পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তাহার বিশুদ্ধ এবং লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমাতিক্রান্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে—সত্ত্বগণ চ্যুত হইতেছে,

জন্মগ্রহণ করিতেছে। হীন, প্রণীত, সুবর্ণ, সুগতিপ্রাপ্ত, দুর্গতিপ্রাপ্ত এবং যথাকর্মপ্রাপ্ত সত্ত্বদের তিনি বিশেষভাবে জানেন—'হে ভদন্ত, সেই সত্ত্বগণ যাহারা কায়দুঃশ্চরিত, বাক্যদুঃশ্চরিত ও মনোদুঃশ্চরিত, আর্যদের প্রতি কটূক্তিকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কার্যসম্পাদনকারী তাহারা দেহান্তে মৃত্যুর পর শাস্তি পায়। দুর্গতি লাভ করে, বিনিপাত যায় ও নরকে জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ হে ভদন্ত, যে সত্ত্বগণ কায়সুচরিত, বাক্যসুচরিত ও মনোসুচরিত, আর্যদের প্রতি কটূক্তি করে না, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী তাহারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমাতিক্রান্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণ চ্যুতমান সত্ত্বদের দেখে, উৎপদ্যমান সত্ত্বদের দেখে, হীন-প্রণীত, সুর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত, যথাকর্মফলপ্রাপ্ত সত্ত্বদের দেখে। হে ভিক্ষুগণ, এই হইল আমার দ্বারা অধিগত দ্বিতীয় বিদ্যা। (এইভাবে) অবিদ্যা ধ্বংস হয়। বিদ্যা উৎপন্ন হয়। তম ধ্বংস হয়, আলোক উৎপন্ন হয়—যেহেতু সে অপ্রমত্ত, সংযত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া বাস করে।

এবং আরও, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব হন, চিত্তবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত হন, দৃষ্টধর্মকে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া বাস করেন। এই হইল আমার দ্বারা অধিগত তৃতীয় বিদ্যা। (এইভাবে) অবিদ্যা বিদূরিত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। তম বিদূরিত হয়, আলোক উৎপন্ন হয়। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, যে ত্রিবিধ জ্ঞানের অধিকারী তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।"

যিনি পূর্বনিবাসজ্ঞ
স্বর্গ-নিরয় দর্শনকারী,
জাতিক্ষয়ী, আর অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত
'মুনি'—তাঁর পরিচয়।
ত্রিবিধ বিদ্যায় অলংকৃত পুরুষই—
'ত্রিবিদ্যাধিকারী ব্রাহ্মণ'।
যারা বলে শুধুই অর্থহীন কথা,
তারা নয়।

[পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত]

উদ্দান-১০

প্রসীদ-জীবিত-সঙ্ঘাটি, অগ্নি-উপপরীক্ষা
উৎপত্তি-কাম-কল্যাণ-দান-ধর্মদ্বারা—এই দশ।

[তিক নিপাত সমাপ্ত]

চতুর্থ নিপাত

১. ব্রাহ্মণ ধর্মযজ্ঞ সূত্র

হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষাব্রতচারী, সদা সংযতপাণি, অন্তিম দেহধারী, অনুত্তর শল্য চিকিৎসক ভিষক। তোমরা আমার সন্তান, আমার মুখ হইতে জাত, ধর্মজাত, ধর্মনির্মিত, ধর্মদায়দ, আমিষদায়দ নয়।

হে ভিক্ষুগণ, দান দুই প্রকার—আমিষদান ও ধর্মদান। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই-এর মধ্যে ধর্মদান হইল উৎকৃষ্টতর। হে ভিক্ষুগণ, সংবিভাগ দুই প্রকার—আমিষ-সংবিভাগ ও ধর্ম-সংবিভাগ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই-এর মধ্যে ধর্ম-সংবিভাগ হইল উৎকৃষ্টতর।"

স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মযজ্ঞ
করেন যেজন,
সে জন সর্বভূত হিতানুকম্পী,
তিনি তথাগত সদৃশ,
দেবমনুষ্য শ্রেষ্ঠ।
তিনি ভবপারগামী আর
সর্বসত্ত্বের প্রণম্য।

২. সুলভ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটি (বস্তু) যাহা অল্প এবং সুলভ ও অনবদ্য। চারিটি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, পাংশুকূল চীবর অল্প ও সুলভ এবং তাহা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাত ভোজন অল্প ও সুলভ এবং তাহা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ, পূতিমূত্র ভৈষজ্য অল্প ও সুলভ এবং তাহা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষমূলে শয়নাসন অল্প ও সুলভ এবং তাহা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ,

এই চারিটি হইল অল্প ও সুলভ এবং তাহা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু অল্পে, সুলভে এবং অনবদ্যে সন্তুষ্ট হয় তবে তাহাকে আমি অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শ্রামণ্য ধর্মজ্ঞ বলি।”

সন্তুষ্ট যে জন—
অনবদ্যে, অল্পে আর সুলভে
তাঁর সেনাসন, চীবর, পান ভোজন
হয় না কখনো
চিত্তের বিঘাত কারণ।
যে ভিক্ষু—
তৃপ্ত আর উদ্যোগী
তিনি লভেন সে ধর্ম যা—
শ্রামণ্য জীবনানুসারী।

৩. আসবক্ষয় সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে দেখে এবং যে জানে তাহার আসব ক্ষয় হয়; যে জানে না, যে দেখে না তাহার হয় না। হে ভিক্ষুগণ, যে জানে, যে দেখে তাহার আসব ক্ষয় কিরূপে হয়? হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহাই দুঃখ’—যে জানে ও দেখে (তাহার) আসব ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহাই দুঃখ সমুদয়’—যে জানে ও দেখে (তাহার) আসব ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখনিরোধ’—যে জানে ও দেখে (তাহার) আসব ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখনিরোধগামী পথ’—যে জানে ও দেখে (তাহার) আসব ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ যে জানে ও দেখে (তাহার) আসব ক্ষয় হয়।”

শৈক্ষ্য, শিশিক্ষু, যিনি ঋজুমার্গগামী
প্রথম জ্ঞাতব্য তাঁর
ক্ষয়ধর্ম।
অতঃপর লভ্য অনন্তর জ্ঞান।
উত্তম বিমুক্তিজ্ঞান লভেন
পরে। ক্ষয়জ্ঞান হতে হয়
ক্ষীণসংযোজন।
নিষ্ক্রিয়, অলস আর মূর্খজন
নাহি লভে নির্বাণ—
যা সর্বগ্রন্থি প্রমোচন।

৪. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যে কেহ ‘ইহা দুঃখ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে না। ‘ইহা দুঃখসমুদয়’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে না। ‘ইহা দুঃখনিরোধ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে না। ‘ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী পথ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে না। হে ভিক্ষুগণ, তাহারা সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমার নয়, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপে তাহার শ্রদ্ধাভাজন হয় না। বৃদ্ধ হইলেও দৃশ্য জগতের সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যে কেহ ‘ইহা দুঃখ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে। ‘ইহা দুঃখসমুদয়’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে। ‘ইহা দুঃখনিরোধ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে। ‘ইহা দুঃখনিরোধগামিনী পথ’ তাহা যথাভূত উপলব্ধি করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহারা সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপে শ্রদ্ধাভাজন হয়। তাহারা বৃদ্ধ হইলে দৃশ্য জগতের সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জীবনের মূল লক্ষ্য জানিতে পারে।”

যারা জানে না—
দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি—যা সর্বদুঃখময়।
দুঃখনিরোধ আর তার উপশম পথ
তারা নাহি পায় চিত্ত আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি।
এসব পুরুষ
ভবের অন্তিম ক্রিয়ার অযোগ্য
আর জাতি-জরার অধীন
যারা জানেন—
দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি—যা সর্বদুঃখময়,
দুঃখনিরোধ আর তার উপশম পথ
তাঁরা চিত্ত আর প্রজ্ঞাবিমুক্তিসম্পন্ন
জাতি-জরাজয়ী, তাঁরা নিষ্পন্ন করেন—
ভবের অন্তিম ক্রিয়া।

৫. শীলসম্পন্ন সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমক্তিসম্পন্ন, জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন, সদ্ধর্মের প্রশংসাকারী, বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, প্ররোচক, সমুত্তেজক, সম্প্রহর্ষক। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলিতেছি, এইরূপ

ভিক্ষুর সঙ্গলাভে বহু উপকার হয় এবং আদেশ পালনে মনোযোগী হওয়া এবং ত্যাগধর্ম অনুসরণ করা অত্যন্ত হিতকারী। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে সম্মান করিয়া, সেবা করিয়া (কোনো ব্যক্তি) নিজের শীল অপূর্ণ জানিয়া শীলস্কন্ধ ভাবনা পূর্ণ করিয়া চলেন, নিজের সমাধি অর্পণ জানিয়া সমাধি ভাবনা পূর্ণ করিয়া চলেন, নিজের প্রজ্ঞা অপূর্ণ জানিয়া প্রজ্ঞাভাবনা পূর্ণ করিয়া চলেন। নিজের বিমুক্তিস্কন্ধ অপূর্ণ জানিয়া বিমুক্তিস্কন্ধ ভাবনা পূর্ণ করিয়া চলেন। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় শাস্তা, সার্থবাহ, রণজয়ী, তমোহন্তা, আলোকোৎস, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, আলোকবর্তিকাবাহী, প্রভঙ্কর, আর্য, চক্ষুষ্মান।"

যাঁরা ভালোমন্দ বিচার করে শ্রদ্ধাচিত্ত,
ধর্মানুশাসনে পরিশীলিত, উদার জীবন
তাঁরা শোভমান করেন সদ্ধর্মকে।
তাঁরা—
প্রভঙ্কর, আলোকোৎস, ধীর
চক্ষুষ্মান আর রণজয়ী।
পণ্ডিতগণ,
তাঁদের বাণী বহন করে
সম্যক জ্ঞানদ্বারা লভেন
জাতিক্ষয় জ্ঞান। তাঁরা
পুনর্ভবাতীত।

৬. তৃষ্ণা উৎপাদ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা উৎপাদন চার প্রকার—যাহার দ্বারা ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। চার প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চীবর হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাত-হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, শয়নাসন-হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, পুনঃপুন ভব-হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটি হইল তৃষ্ণা উৎপাদ (তৃষ্ণার কেন্দ্র) যাহা ভিক্ষুর মধ্যে উৎপদ্যমান হইয়া উৎপন্ন হইতেছে।"

তৃষ্ণাসহচর—
দীর্ঘ সংসার পথের পথিক।
অন্যথা ভাবনাকারী—
জেনে তৃষ্ণা-দুঃখের সেই আদীনব
জন্ম-মৃত্যুকে করেন অতিক্রম।
(তিনি) বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত, স্মৃতিমান
পরিভ্রমেন (একাকী)।

৭. সব্রহ্মক সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি হইল ব্রাহ্মণ সমতুল্য কুল, যে সম্মানিত গৃহে পুত্রগণকর্তৃক মাতাপিতা পূজিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি পূর্বদেবতা সমতুল্য কুল, যে সম্মানিত গৃহে পুত্রগণকর্তৃক মাতাপিতা পূজিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি হইল পূর্বাচার্য সমতুল্য কুল, যে সম্মানিত গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতাপিতা পূজিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে সম্মানিত গৃহে পুত্রগণকর্তৃক মাতাপিতা পূজিত হয় সেই কুলসমূহ পূজনীয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই মাতাপিতাকে 'ব্রহ্মা' এই অধিবচনে অভিহিত করা যায়। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এই মাতাপিতাগণ, তাহাদের সন্তানের কাছে বহু উপকারী, সাফল্যদাতা, পরিপোষক, এই পৃথিবী প্রদর্শনকারী।"

সন্তানের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ
মাতাপিতাগণ ব্রহ্মা, পূর্বাচার্য, পূজনীয়
প্রণম্য আর সেব্য তাঁরা।
পুত্রগণ—
অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা, অনুলেপন,
স্নান আর পদ ধৌতকরণ দ্বারা
মাতাপিতার পরিচর্যায় রত হয়ে
'পণ্ডিত' খ্যাতিতে হন
প্রশংসিত। (মৃত্যুর) পরে যান স্বর্গলোক
আর লভেন সুখানন্দ।

৮. বহুকার সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ যাহারা তোমাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যা, আসন, রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ ও বস্তু ইত্যাদি উপহার দেয় তাহারা

তোমাদের বহু উপকারী। হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের বহু উপকারী, কারণ তোমরা তাহাদের কাছে আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণযুক্ত, অর্থপূর্ণ, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিয়াছ। হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ ব্রহ্মচর্যজীবন যাপন করা হয়—পরস্পর আস্থাপূর্ণ নির্ভরতা দ্বারা বন্যা উত্তরণ (জাগতিক বাসনাতীত হওয়া) এবং সম্যক দুঃখের অন্ত করার জন্য।"

আগারিক আর অনাগারিক
নির্ভরশীল পরস্পরের।
তাদের আরাধ্য—
সদ্ধর্ম, যোগক্ষেম, অনুত্তর।
যাঁরা আগারত্যাগী অনাগারিক
তাঁদের গ্রহণীয়—
চীবর, প্রত্যয়, শয়নাসন,
আশ্রয় আর বিনোদন।
গৃহবাসীরাও—
সুগতে আস্থাপূর্ণ নির্ভরতায়
দৃঢ়নির্ভর, আস্থাপূর্ণ অনাগারিক অর্হতে।
আর ধ্যান করেন—
আর্যপ্রজ্ঞার। ধর্মে আর বিচরণে
লভেন সুগতিমার্গ
নন্দিত হন দেবস্বর্গে।
পূর্ণমনস্কাম হয়ে লভেন
আনন্দ।

৯. কুহন সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রতারক, অবাধ্য, বাচাল, চঞ্চল, অহংকারী, অসমাহিত হয় তবে সে আমার উপাসক নয়। হে ভিক্ষুগণ, সে এই ধর্মবিনয় হইতে অপগত, এই ধর্মবিনয়ের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, উন্নতি সে করিতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অপ্রতারক, সংযতবাক, ধীর, বাধ্য, সুসমাহিত সে আমার উপাসক। সে এই ধর্মবিনয় হইতে অনপগত, সে এই ধর্মবিনয়ের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, উন্নতি করিতে পারে।"

প্রতারক, অবাধ্য, বাচাল, চঞ্চল,
অহংকারী আর অসমাহিত পুরুষ
কখনো করে না সম্মানিত—
সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্মে।
অপ্রতারক, সংযতবাক, বীর,
বাধ্য আর সুসমাহিত পুরুষ
করেন সম্মানিত
সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্মে।

১০. নদীস্রোত সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তিকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক নদীস্রোতে ভাসিতে দেখিয়া নদীতীরে স্থিত কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ এইরূপ বলিল, 'ওহে তুমি কেন এই সুন্দর ও আনন্দদায়ক নদীস্রোতে ভেসে চলেছ, এর নিচে আছে সঊর্মি, আবর্ত-সঙ্কুল, কুম্ভীর-দৈত্যপূর্ণ হ্রদ। হে পুরুষ, তুমি যখন ওই হ্রদে যাবে তখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাবে। হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর, সেই পুরুষ (জলে ভাসমান) সেই পুরুষের কথা শুনিয়া হস্তপদ দ্বারা প্রতিস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, এই উপমা একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য করা হইল। হে ভিক্ষুগণ, (ইহার) এই হইল অর্থ—নদীর স্রোত হইল তৃষ্ণার প্রতীক, সুন্দর ও আনন্দদায়ক দৃশ্য ব্যক্তিগত আবাসনের প্রতীক। হ্রদ নিম্ন (মনের) ইন্দ্রিয়াধীন জীবনের প্রতীক। আবর্ত পঞ্চ কামগুণের প্রতীক। কুম্ভীর ও রাক্ষস নারী জাতির প্রতীক। প্রতিস্রোত হইল পৃথকীকরণ—এর প্রতীক। হস্তপদ দ্বারা যুদ্ধ ব্যক্তির বলবীর্য প্রয়োগের প্রতীক। আর হে ভিক্ষুগণ, তীরস্থিত চক্ষুষ্মান পুরুষ অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, তথাগতের প্রতীক।"

দুঃখ সয়ে কামজয়ী পুরুষ লভেন
যোগক্ষেম।
তিনি সম্যক জ্ঞাত, বিমুক্তিচিত্ত,
বেদজ্ঞ আর ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী।
তিনি এই লোকের অন্তে গমনকারী
আর পারোত্তীর্ণ।

১১. চর সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, বিচরণশীল ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ইহাকে অনভাব করিতে না পারে, ইহাতে বিচরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অলস, পাপে রত, সততও ক্রমাগত শ্রমবিমুখ, হীনবীর্য।

হে ভিক্ষুগণ, দণ্ডায়মান ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ইহাকে অনভাব করিতে না পারে, ইহাতে দাঁড়াইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অলস, পাপে রত, সততও ক্রমগতি শ্রমবিমুখ ও হীনবীর্য।

হে ভিক্ষুগণ, উপবিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ইহাকে অনভাব করিতে না পারে, ইহাতে বসিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অলস, পাপে রত, সততও ক্রমাগত শ্রমবিমুখ, হীনবীর্য।

হে ভিক্ষুগণ, শায়িত ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ইহাকে অনভাব করিতে না পারে, ইহাতে শয়ন করিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অলস, পাপে রত, সততও ক্রমাগত শ্রমবিমুখ, হীনবীর্য। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, বিচরণশীল ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অনভাব করে, ইহাতে বিচরণ না করে, হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অনলস, পরহিতরত, সতত ও ক্রমাগত উদ্যেগী, আরব্ধবীর্য।

কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, দণ্ডায়মান ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস না

করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অনভাব করে, ইহাতে দণ্ডায়মান না হয়, হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অনলস, পাপরহিত, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী, আরব্ধবীর্য।

কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, উপবিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অনভাব করে, ইহাতে উপবিষ্ট না হয়, হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় অনলস, পাপরহিত, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী, আরব্ধবীর্য।

কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, শায়িত ভিক্ষুর মধ্যে কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক বা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদি ভিক্ষু ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অনভাব করে, ইহাতে শয়ন করিয়া না থাকে, হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় পাপরহিত, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী, আরব্ধবীর্য।"

বিচরণশীল বা দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট
বা শয়ান ভিক্ষু
বিতর্কিত হয় বিতর্ক দ্বারা—
যা পাপ আর গার্হস্থ্য জীবনগামী।
যে ভিক্ষু
কুপথগামী আর মোহে মুগ্ধ
অভব্য সে। অলভ্য তার
উত্তম সম্বোধি।
বিচরণশীল বা দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট
বা শয়ান ভিক্ষু
যদি রত হন—
সংযমে আর উপশমে
ভব্য তিনি। লভ্য তাঁর
উত্তম সম্বোধি।

১২. সম্পন্নশীল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরসংবৃত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র অন্যায়েও ভয়দর্শী হইয়া বাস কর, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষারত হও। হে ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত ভিক্ষু

শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরসংবৃত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র অন্যায়েও ভয়দর্শী হইয়া বাস করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষারত তাহাদের উচ্চতর করণীয় কী? অধিকন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুগণ বিচরণশীল এবং যখন তাহাদের অবিদ্যা বিগত, ব্যাপাদ বিগত, আলস্য বিগত, জড়ত্ব বিদূরিত, নিষ্প্রভতা বিরহিত, প্রত্যুপন্নমতিত্ব সক্রিয়, দেহ স্থির, চিন্তা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত। হে ভিক্ষুগণ, এই শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ, ভ্রমণ করিতে থাকিলেও তাহাদের অনলস, নিষ্পাপ, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী, আরব্ধবীর্য বলা হয়।

অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুগণ দণ্ডায়মান এবং যখন তাহাদের অবিদ্যা বিগত, ব্যাপাদ বিগত, আলস্য বিগত, জড়ত্ব বিদূরিত, নিষ্প্রভতা বিরহিত, প্রত্যুপন্নমতিত্ব সক্রিয়, দেহ স্থির, চিন্তা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত, হে ভিক্ষুগণ, এই শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ, দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের অনলস, নিষ্পাপ, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী ও আরব্ধবীর্য বলা হয়।

অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুগণ, উপবিষ্ট থাকে এবং যখন তাহাদের অবিদ্যা বিগত, ব্যাপাদ বিগত, আলস্য বিগত, জড়ত্ব বিদূরিত, নিষ্প্রভতা বিরহিত, প্রত্যুপন্নমতিত্ব সক্রিয়, দেহ স্থির, চিন্তা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত, হে ভিক্ষুগণ, এই শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ, উপবিষ্ট থাকিলেও তাহাদের অনলস, নিষ্পাপ, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী ও আরব্ধবীর্য বলা হয়।

অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুগণ শায়িত থাকে এবং যখন তাহাদের অবিদ্যা বিগত, জড়ত্ব বিদূরিত, নিষ্প্রভতা বিরহিত প্রত্যুপন্নমতিত্ব সক্রিয়, দেহ স্থির, চিন্তা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত, হে ভিক্ষুগণ, এই শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ, শায়িত থাকিলেও তাহাদের অনলস, নিষ্পাপ, সতত ও ক্রমাগত উদ্যোগী, আরব্ধবীর্য বলা হয়।”

বিচরণে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে, শয়নে
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনে আর
নিজেকে সম্প্রসারণেও
ভিক্ষু রহিবে সংযমে।
ঊর্ধ্ব, তির্যক, পার্শ্ব—
যথা জগতের গতি
স্কন্ধের উদয়-ব্যয়ও তদ্রুপ।
বিজ্ঞ, অনলস, সংযত ব্যবহার
অগর্বিত, শান্ত, সমাহিত আর

শিক্ষণীয়ে সদা মনোযোগী যিনি
'সতত দৃঢ়সংকল্প' অভিধা তাঁর।

১৩. লোক সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক লোক (জগৎ) বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াছে। তথাগত লোক হইতে বিসংযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক লোকসমুদয় প্রহীন হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক লোকনিরোধ বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াছে। লোকনিরোধ তথাগতের বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক লোকনিরোধগামিনী পথ তথাগত কর্তৃক ভাবিত হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, সদেব, সমার, সব্রহ্মক, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সপ্রজ্ঞা, সদেব মনুষ্যলোকের দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত, বিজ্ঞাত সমস্ত বিশেষভাবে তথাগত কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাকে 'তথাগত' বলা হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে রাত্রে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন সে রাত্রে তিনি অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতু পরিনির্বাণ লাভ করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, উচ্চারণ করিয়াছেন, নির্দেশ দিয়াছেন তাহা সর্ব বিষয়ে তথানুরূপ হইয়াছে, অন্যথা হয় নাই। এইজন্য তাঁহাকে 'তথাগত' বলা হয়।

হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ঠিক যাহা বলেন, তিনি তাহাই করেন। তথাগত যাহা করেন, ঠিক তাহাই তিনি বলেন। আরও, তিনি তাহাই করেন, যাহা বলেন এবং তাহাই বলেন যাহা তিনি করেন। হে ভিক্ষুগণ, সদেব, সমার, সব্রহ্মক, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সপ্রজ্ঞা, সদেবমনুষ্য পৃথিবীতে 'তথাগত' অবিভূ, অনভিভূত, অন্যের প্রয়োজনদর্শী, সর্ব শক্তিমান—এইজন্য তাঁহাকে তথাগত বলা হয়।"

অভিজ্ঞা লভে সর্বলোকে,
জেনে সর্বলোক যথাযথ,
সর্বলোক হতে হয়ে বিসংযুক্ত
অতুলনীয় থেকে সর্বলোকে
তিনি হলেন—
সর্ববিভূ, ধীর, সর্বগ্রন্থি প্রমোচন।
লভেন পরমা শান্তি নির্বাণ—
অকুতোভয়।
এ ক্ষীণাসব বুদ্ধ অনীঘ, ছিন্নসংশয়।

সর্বকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত (তাঁর) আর
বিমুক্ত উপাধি ক্ষয়ে।
এ ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর, পুরুষসিংহ।
সদেব পৃথিবীর (কল্যাণে) তাঁর
ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন।
দেবতা আর মনুষ্যের মাঝে
যাঁরা বুদ্ধের শরণাগত,
প্রণমিবে (তাঁর) চরণে
যিনি সংযমী, সংযমী শ্রেষ্ঠ
প্রশান্ত, প্রশান্তের মধ্যে যিনি ঋষি।
মুক্ত, মুক্তাগ্রগামী,
উত্তীর্ণ, উত্তীর্ণবর—
পূজেন তাঁকে
যিনি—
মহান, কালোত্তীর্ণ,
যাঁর সমকক্ষ পুরুষ নেই
সদেবলোকে।

উদ্দান-১১

ব্রাহ্মণ-সুলভ-আসব-শ্রমণ-শীল-তৃষ্ণা-ব্রহ্মা।
বহুকার-কুহন-পুরুষ-নদী-চর-সম্পন্ন-লোক এই ত্রয়োদশ ॥

[খুদ্দকনিকায়ে ইতিবুত্তক গ্রন্থ সমাপ্ত]

সূত্রপিটকের অন্তর্গত

খুদ্দকনিকায়ে

সুত্তনিপাত

(সূত্র নিপাত)

(পালি ও বাংলা)

সম্পাদনায়

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকাল :
২৫৩১ বুদ্ধাব্দ
১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশকাল :
২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ
১৪ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ
১লা বৈশাখ ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশকাল :
২৫৫০ বুদ্ধাব্দ
৮ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ
২৫ পৌষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক :
শ্রীমৎ ধর্মদীপ্তি ভিক্ষু
করুণাপুর বন বিহার
বান্দরবন।

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে সুত্তনিপাত

অনুনায়ক শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবিরের বাণী

এই **সুত্তনিপাত** গ্রন্থটি সূত্রপিটকের নানাস্থান হইতে চয়ন করিয়া কোনো অর্হতোপম মহাজ্ঞানী ভন্তে কর্তৃক সংগৃহীত। উক্ত সূত্রসমূহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে সমৃদ্ধ ভগবান বুদ্ধেরই ভাষিত বিষয়বস্তু। প্রত্যেক সূত্র বিমুক্তিরসে রসায়িত। যাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া সূত্রগুলি ভাষণ করা হইয়াছে, তাঁহারা ও জ্ঞানী-গুণী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের শ্রেণিভুক্ত। তাই তাঁহারা বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত এই সূত্রসমূহ শ্রবণ করিয়া মার্গফলাদি লাভ করত চিরমুক্তির পথে অগ্রসর হইবার বহু বিষয়ে সমৃদ্ধ এই সূত্রসমূহ একস্থানে সংগ্রহ করাটা বহু জ্ঞানী-গুণীর কর্ম প্রতিভা বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাই প্রথমেই বলিয়াছি 'অর্হতোপম' কোনো মহাজ্ঞানী কর্তৃকই সংগৃহীত।

এই সুত্তনিপাত গ্রন্থটি বিমুক্তিপথের পথিক অর্হতোপম **শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)** মহোদয় বহু শ্রমস্বীকার করত সপালি বঙ্গানুবাদ করিয়া বুদ্ধশাসনের মহা উপকার করিয়াছেন। তিনি সারা জীবন খড়্‌গবিষাণ সূত্রের মর্মানুযায়ী জীবন-যাপন করিয়া সেই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাঁর ফলশ্রুতি হইল এই সুত্তনিপাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করণের মহা উদ্যোগ। তাই গ্রন্থের প্রত্যেক সূত্র বিমুক্তিরসে রসায়িতভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কারণ তিনি নিজেই সে পথের পথিক। তাই তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া জনগণের পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিরাজমান থাকুন, ইহা আমার কামনা।

এই পুস্তকটি প্রত্যেক ঘরে ঘরে রাখিয়া অবসরকালে পাঠ ও অনুশীলন করিলে পারলৌকিক বহু সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবেন। যিনি এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জ্ঞানী জনগণের ধন্যবাদার্হ; যেহেতু **"ধর্মদান সর্ব উর্ধ্বে সদা রয়"** এই মহাবাক্যের সম্পাদক হয় যিনি সদ্ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি নিরাময় দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুখী হউন।

ইতি/

শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথেরো
মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ
বিহারাধ্যক্ষ
২৯-৬-৮৭ ইং

সমর্পণ

বুদ্ধত্ব লাভের পর হইতে ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ যেই লোকহিতকর ধর্মবাণী উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা ত্রিপিটক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বর্তমানে গ্রন্থখানি মূল ত্রিপিটকের সূত্রপিটকান্তর্গত **"সুত্তনিপাত"** নামক গ্রন্থের পালি-বাংলা প্রকাশ মাত্র। প্রাচীনকালীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত সুত্তনিপাতের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাষাশৈলী প্রাচীনতম হওয়ার কারণে বর্তমান অধিকাংশ পাঠকের ধর্মার্থ বোধগম্য হওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থের সহিত তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মদীয় শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল ভিক্ষু বার্মিজ অক্ষর হইতে মূল পালি ভাষা বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তন করত গ্রন্থের মান বৃদ্ধি করিয়া অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। আর আধুনিক পাঠকদের উপযোগী সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ভাষায় বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষুও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এই গ্রন্থের মূলার্থ হইল—মুক্তির পথ সন্ধানী জ্ঞানীগণের পথ প্রদর্শন করা। কারণ ভগবান বুদ্ধের অনেক সারগর্ভ ও তত্ত্বমূলক উপদেশ এই গ্রন্থখানিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রব্রজিত ভিক্ষু অথবা গৃহী যাঁহারা বর্তমান জন্মে মুক্তির অধিকারী হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ হইলেও ধর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যেহেতু এই গ্রন্থে অতি সহজ ও সোজাভাবে মুক্তিমার্গের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এক কথায় ধর্মপ্রাণ জনগণের ইহপরকালের পাথেয় সদৃশ গ্রন্থ।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশনার জন্য শ্রদ্ধাবান অসংখ্যক দাতা সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাদান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম ছাপনো হইল শেষ পৃষ্ঠায়। কৃতজ্ঞতার সহিত সেই সকল শ্রদ্ধাদান দাতাদের কল্যাণ কামনা করি তাঁহাদের এই ত্যাগমূলক দানকর্মের ফলে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হউক।

বাবু চিত্তরঞ্জন চাকমা গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং সদ্ধর্মের অধিকারী হইয়াছেন।

১. বাবু স্বর্ণেন্দু বিকাশ ২. মিসেস সুলেখা চাকমা ৩. বাবু শৈলজ বিকাশ চাকমা ৪. মিসেস শান্তা চাকমা।

গ্রন্থখানি ছাপাখানায় দিয়া ও প্রকাশনার কাজে সাহায্য করিয়া অনেক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বাবু জ্যোতির্ময় চাকমা এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই পুণ্যের ফলে তিনিও ধর্মচক্ষু লাভ করুন।

পরিশেষে জনাব সামসুদ্দিন টুলু সত্বাধীকারী ও প্রেসের কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম আর অক্লান্ত চেষ্টায় সঠিকভাবে গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করায় সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাইতেছি। গ্রন্থ প্রকাশনার যথাসাধ্য ত্রুটিহীন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক স্থলে ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে একান্ত অনুরোধ, অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করিলে সবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই গ্রন্থ সংস্করণ প্রকাশনার মাধ্যমে যদি সদ্ধর্মের কিঞ্চিৎ উন্নতি ও ধর্মপ্রাণ মুক্তিকামী জনসাধারণের কিয়ৎ পরিমাণ হইলেও ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া ধর্মচক্ষু লাভ হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু!

ইতি/
গ্রন্থকার
শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
রাজবন বিহার
উপজেলা : রাঙামাটি
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।
১৭-৭-৮৭ ইং

ভূমিকা

নিতান্ত অপাগরতা সত্ত্বেও সবার ক্ষমা লাভের প্রত্যাশায় এই ভূমিকা লেখায় ব্রতী হলাম।

এই সদ্গ্রন্থের নাম **"সুত্তনিপাত"**, যাহা খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত। এই অমূল্য গ্রন্থ তথাগত ভগবান বুদ্ধদের শ্রীমুখনিঃসৃত ব্যবহারিক দেশনা সম্বলিত মূল পালি গ্রন্থ থেকে অনূদিত।

এই অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। গ্রন্থকারের সাধনালব্ধ অনুভূতি তথা প্রজ্ঞার আলোকে লিখিত বলে এই গ্রন্থ একটি অমূল্য রত্ন। যে-কোনো ব্যক্তি এই গ্রন্থের সারবস্তু অনুধাবনের মাধ্যমে নির্বাণ পথযাত্রী হতে পারেন।

যেহেতু ইহা জনৈক সাধনসিদ্ধ মহামানব কর্তৃক অনুবাদ গ্রন্থ, সেহেতু গ্রন্থকারের সাধনজীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

গ্রন্থকার শ্রীশ্রী **সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)** নামেই সমধিক পরিচিত। কাপ্তাই-এর নিকট **'ধনপাতা'**, মাইনী অঞ্চলের **'দীঘিনালা'**, তিনটিলাস্থ বনবিহার ও রাঙামাটিস্থ **"রাজবন বিহার"**—এগুলিই তাঁহার সাধনপীঠ।

প্রথম পীঠ (ধনপাতা) তপস্যার প্রথম ক্ষেত্র যাহা মারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের ক্ষেত্র, কঠোর সাধনার পুণ্যভূমি। অন্য পীঠগুলি প্রধানত বৌদ্ধধর্ম প্রচার কেন্দ্র। কারণ ইতিমধ্যে তিনি 'মার'কে পরাস্ত করেন।

৮ জানুযারি ১৯২২ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মগবান মৌজাস্থ মোরঘোনায় তাঁর মর্ত্যধামে আবির্ভাব। ১৯৪৯ইং সালে মুক্তি কামনায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের ননন্দকানন বৌদ্ধ বিহারে। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। ১৯৪৯ইং সালে তিনি ধনপাতাতে ফিরে আসেন এবং কাপ্তাই হ্রদের জলে তাঁর বনাশ্রম নিমজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত (১৯৬১ইং) ধনপাতাতেই ছিলেন। এরপরেই তিনি মাইনীর দীঘিনালায় চলে যান। ১৯৭১ সালে চলে আসেন তিনটিলায়। ১৯৭৬ সালে স্থানান্তরিত হন রাঙামাটিস্থ রাজবন বিহারে।

'ধনপাতায়' দুর্ভেদ্য বনাশ্রমে তপস্যাকালে তিনি **'রথীন্দ্র শ্রমণ'** নামে পরিচিত ছিলেন এবং তখন থেকেই তাঁর লোকোত্তর সাধনাহেতু এতদঞ্চলের ধর্মরাজ্যে এক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেন। শ্রদ্ধায় অবনত হয় হাজার হাজার নরনারী।

বর্তমানে কাপ্তাই, রেংখ্যং, নাড়াইছড়ি, কাচালং, চেংগী, হরিণা, বরকল থেকে আরম্ভ করে সুদূর নাক্ষ্যংছড়ি, থানসি, আলীকদম, ফারুয়া, বাগেরহাট পর্যন্ত তিনি ধর্মের মহাপ্লাবন বহিয়ে দিয়েছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে মুখে শুধু একটি নাম—**শ্রীশ্রী বনভন্তে**।

তাঁর সাধনালব্ধ লোকোত্তর আচরণ, ত্রিকালের সীমায় কালাতীত ঋদ্ধির বহিঃপ্রকাশ, অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর নিকট অবারিত কৃপা বিতরণ, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরুবৎ সবার কামনা পূরণ, সর্বোপরি কালপাশ ছেদন করে অহর্নিশি লোকোত্তর ভূমিতে অতলস্পর্শী সমাধিতে নিমগ্ন থাকা—এসব তাঁর অর্হত্ত্বের পরিচায়ক, যাঁর আবির্ভাব কোনো যুগে এতদঞ্চলে দেখা যায়নি।

অর্ধশতাব্দীর ও বেশিকাল ধরে তাঁর সাধনজীবন বৌদ্ধ নর-নারীদের নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্জগতেও নিয়ে আসে বৈপ্লবিক ধর্মচেতনা। চিরাচরিত ধর্মাচরণের বদলে প্রবর্তন করেন লোকোত্তর সাধনার ধারা। বনভন্তের অজস্র ভক্ত, তাই আজ চায় পঞ্চনীবরণমুক্ত, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গাবলম্বী চারি আর্যসত্যের উদ্ঘাটনকে; চায় নামরূপের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়ে প্রজ্ঞার মাধ্যমে ভবচক্রের বাইরে ধর্মচক্রে অধিষ্ঠান করতে। তাই জনগণের নিকট তিনি পরম ত্রাতা। তিনি স্বেচ্ছাবিহারী; সৃষ্টি-প্রলয়ে সমর্থ। কারণ তিনি সৃষ্টির বীজ ধ্বংস ও ভবচক্রের রহস্য ভেদ করেছেন। মৃত্যু তাঁর কাছে ক্রীতদাস। বর্তমান সময়ে তিনি সুউচ্চ অধ্যাত্ম ভূমিতে আরূঢ়।

এই গ্রন্থে ২টি গাথাসহ নিম্নোক্ত পাঁচটি বর্গ রয়েছে—উরগ বর্গ, চূলবর্গ, মহাবর্গ, অট্ঠক বর্গ ও পারায়ণ বর্গ।

এগুলি প্রত্যেকটি অর্থপূর্ণ ও সাধনীয় সারবস্তুতে পরিপ্লুত। এতে বর্ণিত ধর্মানুশাসন যথাযথভাবে প্রতিপালনে যে-কেহ অধ্যাত্ম-জীবনের চরমে পৌঁছুতে সক্ষম। বর্গগুলির আলোচনায় দেখা যাবে প্রতিটি বর্গই একটি অমূল্য রত্ন।

উরগ বর্গ :

উরগ (সর্প) যেমন স্বীয় নির্মোক অতি সহজে পরিত্যাগে সমর্থ তেমনি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অতি সহজে সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করতে সমর্থ। যিনি বীতরাগ, তৃষ্ণাজয়ী, নিরহংকার, রাগের মূল্যোৎপাটনে সমর্থ, বিচিকিৎসামুক্ত, ভব আসক্তি ও পাপমুক্ত—তিনিই সংসার পারাপার অতিক্রমে সমর্থ।

পুত্রেই পিতার শোকের কারণ, গোধন গোস্বামীর শোকের কারণ।

প্রতারণা মানবের শোকের কারণ। ইহা জেনে ধন, জন ও প্রতারণা পরিত্যাগ কর। সর্বভূতে দয়াশীল, চারি ইর্যাপথে কামনাশুন্য, সদা তুষ্ট হয়ে একাকী বিচরণ কর। তবে জ্ঞানী সাধু ও বয়স্কের সাহচর্য কর। মৈত্রী, উপেক্ষা, করুণা, বিমুক্তি ও মুদিতার আলোচনা কর।

ভগবান বুদ্ধ বলেন, তিনি একজন কৃষক। শ্রদ্ধা তার বীজ, প্রজ্ঞা, জোয়াল ও লাঙ্গল, বিনয় ঈষ, মন জোয়াল-বন্ধন, স্মৃতি ফাল ও পাচন, বীর্য ভারবহনকারী পশু।' ইহা অমৃতপ্রসবী ও দুঃখক্ষয়কারী।

সর্বত্র বিজ্ঞেরই জয়, অবিজ্ঞের পরাজয়। অলস, মিথ্যাবদী, সুরাপায়ী ও পরদারী লোকেরাই পরাজিত হয়।

সেই বৃষল, যেই ক্রোধী, হিংসক পাপী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, গ্রাম ও নগর ধ্বংসকারী, নরঘাতক, প্রতারক এবং যে মাতাপিতাকে ভরণ-পোষণ করে না। কেহ জন্ম দ্বারা নয় কর্ম দ্বারাই বৃষল বা ব্রাহ্মণ হয়।

অপরিমেয় মৈত্রীপূর্ণ যথালাভে সন্তুষ্ট ও শান্তেন্দ্রিয় হও। অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করো না। পরনিন্দা ও অর্থহীন বাক্য ত্যাগ কর। বীতরাগ ও শুদ্ধাচারী হও।

ছয় উপাদানে জগতের উৎপত্তি। এই ছয় বস্তুতে আসক্ত হয়ে মানব ক্লিষ্ট হয়। কামগুণ পঞ্চবিধ; মন ষষ্ঠগুণ। এই গুণসম□হে বীতরাগ হয়ে দুঃখমুক্ত হও। শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও স্মৃতিমান হও।

শ্রদ্ধাই শ্রেষ্ঠবিত্ত। সত্যই সর্বাপেক্ষা মিষ্টবস্তু। প্রজ্ঞা জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। শ্রদ্ধা ও অপ্রমাদ দ্বারা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হও।

সৎ, ধর্ম, অধ্যবসায় ও ত্যাগ—এই চতুর্বিধ ধর্মে দুঃখ নাশ হয়। দেহকে সর্বমলের আধার জেনে বীততৃষ্ণ হও। প্রণয় থেকে ভয় উৎপন্ন হয়। যিনি গৃহ ও মিত্র হারা, অনাসব, সমভাবাপন্ন ও সর্ববন্ধনমুক্ত তিনিই মুনি।

চূল বর্গ :

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ—এই ত্রিরত্নই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা কল্যাণদায়ক। অসৎ কর্মই আমগন্ধ—মাংসভোজন নহে। তাই যিনি সন্দেহপ্রবণ, ছিদ্রান্বেষী, তিনিই অমিত্র।

মূর্খকে নয়, জ্ঞানীকেই সেবা কর। পিতৃ-মাতৃসেবা, চতুরার্যসত্য হৃদয়ঙ্গম ও নির্বাণ সাক্ষাৎ কর। এগুলি মঙ্গলদায়ক। এই দেহই রাগ, হিংসা, রতি ও অরতির উৎস।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও ব্রহ্মচর্যই সর্বোত্তম রত্ন। পূর্বে ত্রিবিধ ব্যাধি ছিল—

বাসনা, আহার ও জরা। এখন ৯৮টি ব্যাধিতে সংসার ক্লিষ্ট। নাম-রূপের তৃষ্ণার যুগ-যুগান্তরের স্রোত উচ্ছেদ কর ও আত্মবিষয়ক চিন্তায় রত হও।

মহাবর্গ :

প্রব্রজ্যাজীবন মুক্ত আকাশবৎ। সংযত হয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কর ও প্রধানকে লাভ কর। মারের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সেনা হলো যথাক্রমে কাম, অরতি, ক্ষুৎ-পিপাসা, তৃষ্ণা, আলস্য-তন্দ্রা, ভীরুতা, বিচিকিৎসা, কুহনা ও জড়তা। এদের জয়ে সুখ প্রাপ্তি ঘটে।

সদা সুবাক্য বলবে, দুর্বাক্য বলবেন না। প্রিয়বাক্য বলবে, অপ্রিয়বাক্য বলবে না। নিজেরও অপরের পীড়াদায়ক বাক্য উচ্চারণ করবে না।

সত্যই যে সনাতন ধর্ম। সাধু সত্যে, অর্থে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। জন্ম-কারণ জ্ঞাত, অকুটিল, শান্ত ব্যক্তিই যজ্ঞচরু পাবার উপযুক্ত।

আসব ও বাসনাসমূহ বিদিত হয়ে, তাদের উচ্ছেদ করে যিনি গর্ভাশয়ে প্রবেশ করেন না, তিনিই আর্য। আর্যরা পদ্মপত্রে জলবৎ পুণ্য ও পাপ কোনোটাতেই লিপ্ত হন না। তাঁরা সিংহের মতো একাকী বিচরণ করেন।

অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ও বিজ্ঞান থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়। রূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত ও অরূপলোকে অবস্থানকারী যিনি নিরোধ জ্ঞানের জ্ঞানবান তিনিই মৃত্যুকে জয় করেছেন।

অট্ঠক বর্গ :

ভোগত্যাগে তৃষ্ণা বর্জন হয়। পার্থিব বস্তুতে আকৃষ্ট মানবের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যিনি বাদানুবাদ ত্যাগ করেন ও মৌন থাকেন তিনিই মুনি।

মুনি দৃষ্ট শ্রুত বা চিন্তিত সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁর গ্রহণ ও নেই, বর্জনও নেই।

দর্শনশাস্ত্র□থেকে নয় বরং আধ্যাত্মিক শান্তি থেকে শুদ্ধি লাভ হয়। নিজকে অন্যের সমান, অপেক্ষাকৃত উত্তম বা হীন মনে করে না। অন্যথায় বিবাদের সৃষ্টি হবে।

স্পর্শ থেকে আনন্দ, অপ্রীতি, ধ্বংস ও উৎপত্তিরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়। স্পর্শের কারণ নাম ও রূপ। রূপের নাশে স্পর্শ নাশ হয়। স্কন্ধসমূহের নাশই শ্রেষ্ঠ বস্তু।

পারায়ণ বর্গ :

অবিদ্যাই মস্তক। বিদ্যার সহিত শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, সংকল্প ও বীর্যকে

যুক্ত করে অবিদ্যাকে ছেদন কর।

সর্বদিকে তৃষ্ণাস্রোতের প্রবাহ। স্মৃতি উহার নিবারক, প্রজ্ঞা উহার গতি রুদ্ধকারক। বিজ্ঞানের রোধ হলে নামরূপের নাশ হয়।

সদা স্মৃতিমান হও ও জগৎকে শূন্যময়রূপে নিরীক্ষণ কর। তবে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই গ্রন্থে ধর্মদেশনায় বহু অমূল্য রত্ন গ্রথিত হয়েছে। এই সদ্‌গ্রন্থ সর্বত্র সবার নিকট সমানভাবে আদরণীয় হবে ও দুঃখমুক্তির কারণ হবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই গ্রন্থ সবার নিকট লোকোত্তর জীবনের দ্বার উন্মোচিত করুক সকল পাঠক-পাঠিকার নির্বাণ লাভের সহায়ক হোক—এই আমার আন্তরিক কামনা।

ইতি/
শ্রী চিত্তরঞ্জন চাকমা
রাঙামাটি
২০ অক্টোবর, ১৯৮৭ সাল

“নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স”
“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

খুদ্দকনিকায়ে
সুত্তনিপাত

১. উরগ বগ্গ—উরগ বর্গ

১. উরগ সুত্তং—উরগ সূত্র

১. যো[১] উপ্পতিতং বিনেতি কোধং, বিসটং সপ্পবিসং ব ওসধেহি[২],
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং[৩] পুরাণং। ১

অনুবাদ : শরীরে সঞ্চারিত সর্পবিষ যেমন ঔষধে ধ্বংস হয়, তেমনি যিনি উৎপন্ন ক্রোধকে দমন করিতে পারেন; সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ পুরাতন খোলস বর্জনের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর স্রোত পঞ্চস্কন্ধরূপ সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

২. যো রগমুদচ্ছিদা অসেসং, ভিসপুপ্‌ফংব সরোরুহং[৪] বিগয্‌হ,
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ২

অনুবাদ : সরোবরে উৎপন্ন পদ্মফুল সমূলে উৎপাটনের ন্যায়, যেই ভিক্ষু লোভের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করিয়াছেন; সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ-পুরাতন খোলস বর্জনের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

৩. যো তণ্‌হমুদচ্ছিদা অসেসং, সরিতং সীঘসরং বিসোসযিত্বা,
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ৩

অনুবাদ : নদীর বেগবান স্রোত সদৃশ তৃষ্ণা স্রোতকে যিনি বিশেষভাবে শোষণ তথা সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করিয়াছেন; সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ পুরাতন

---

[১] মো-বে (স্যা)
[২] ওসধেতি (ক)
[৩] জিণ্ণমিবতচং (সী-স্যা কং-ইং)। জিণ্ণমিবা তচং?
[৪] সরেরুহং (ক)

খোলস বর্জনের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

৪. যো মানমুদব্বধী অসেসং, নলসতুংব সুদুব্বলং মহোঘো,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৪

অনুবাদ : অতীব দুর্বল নল দ্বারা নির্মিত সেতু যেমন মহাপ্লাবনে সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি যেই ভিক্ষু মান-অহংকারের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করিয়াছেন; সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ খোলস বর্জন সদৃশ জন্ম-মৃত্যুর মহা স্রোতরূপ এই সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

৫. যো নাজ্ঝগমা ভবেসু সারং, বিচিনং পুপ্ফমিবা[১] উদুম্বরেসু,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৫

অনুবাদ : উডুম্বর গাছে ফুলের অন্বেষণ যেমন নিরর্থক, তেমনি যেই ভিক্ষু সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণে কোনো সার দেখিতে পান না; সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ পুরাতন খোলস বর্জন সদৃশ জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

৬. যস্সন্তরতো ন সন্তি কোপা, ইতি ভবাভবতঞ্চ[২] বীতিবত্তো,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৬

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু আপন মনের কোপনভাবকে বিনাশসাধন করিয়াছেন এবং যাহার ভবাভবে পরিভ্রমণ সমাপ্ত, সেই ভিক্ষু সর্পের জীর্ণ পুরাতন খোলস বর্জন সদৃশ জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জনে সক্ষম হন।

৭. যস্স বিতক্কা বিধূপিতা, অজ্ঝত্তং সুবিকপ্পিতা অসেসা,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৭

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু আপন চিত্তবিতর্ক সমূলে বিনাশসাধন করিয়াছেন, যাহার আধ্যাত্ম জ্ঞান সুগঠিত; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

৮. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং অচ্চগমা ইমং পপঞ্চং,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৮

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সকল প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

৯. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং বিতথমিদন্তি ঞত্বা লোকে,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্নমিবত্তচং পুরাণং। ৯

---

[১] পুপ্ফমিব (বহুসূ)

[২] ইতি ব্ভবাভবতঞ্চ (ক)

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সমগ্র পৃথিবীর মিথ্যা অসারতা বিদিত হইয়া, উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১০. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং বিতথমিদন্তি বীতলোভ,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১০

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সমগ্র পৃথিবীর মিথ্যা অসারতা বিদিত হইয়া, বীতলোভ হওত, উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১১. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং বিতথমিদন্তি বীতরাগো,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১১

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সমগ্র পৃথিবীর মিথ্যা অসারতা বিদিত হইয়া, বীতরাগ হওত, উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১২. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং বিতথমিদন্তি বীতদোসো,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১২

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সকল স্কন্ধাদি মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা বিদিত হইয়া বীতদ্বেষ হওত উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১৩. যো নাচ্চসারী ন পচ্চসারী, সব্বং বিতথমিদন্তি বীতমোহো,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১৩

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু সকল স্কন্ধাদি মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা বিদিত হইয়া বীতমোহ হওত উচ্চাভিলাষীও নহেন, হীনাভিলাষীও নহেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে; তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১৪. যস্সানুসযা ন সন্তি কেচি, মূলা চ অকুসলা সমূহতাসে,
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১৪

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু অকুশলের মূলোৎপাটন করিয়াছেন এবং সকল প্রকার অনুশয় হইতে মুক্ত; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন

করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১৫. যস্‌স দরথজা ন সন্তি কেচি, ওরং আগমনায় পচ্চযাসে,
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১৫

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু অর্হৎ, পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত; সংসারে আগমনের কোনো হেতু নাই; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে; তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১৬. যস্‌স বনথজা ন সন্তি কেচি, বিনিবন্ধায় ভবায় হেতুকপ্পা,
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১৬

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু অর্হৎ, তৃষ্ণা হইতে মুক্ত, সংসারে আবদ্ধ হইবার কোনো হেতু নাই; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

১৭. যো নীবরণে পহায পঞ্চ, অনিঘো তিণ্ণকথংকথো বিসল্লো,
সো ভিক্‌খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিণ্ণমিবত্তচং পুরাণং। ১৭

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশমুক্ত, সন্দেহ মুক্ত এবং শোক-শল্য অপসৃত করিয়াছেন; সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন জীর্ণ পুরাতন খোলস বর্জন করে, তেমনি তিনিও জন্ম-মৃত্যুর স্রোতরূপ সংসার বর্জন করেন।

উরগ সূত্র সমাপ্ত।

২. ধনিয সুত্তং—ধনিয় সূত্র

১৮. পক্কোদনো দুদ্ধখীরোহমস্মি, [ইতি ধনিযো গোপো]
অনুতীরে মহিযা সমানবাসো,
ছন্না কুটি আহিতো গিনি, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ১

অনুবাদ : গোপালক ধনিয় বলিলেন, 'আমার ভাত রন্ধন ও দুগ্ধ সংগ্রহ করা শেষ হইয়াছে। আমি মহী নদীর উপকূলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির সহিত বাস করি। আমার ছাদযুক্ত গৃহ এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আছে। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।'

১৯. অক্কোধনো বিগত খিলোহমস্মি[১], [ইতি ভগবা]
অনুতীরে মহিযে করত্তি বাসো,
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ২

[১] বিগত খীলোহমস্মি (সী-ই)।

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'আমি ক্রোধমুক্ত এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ বিরহিত হইয়া, মহী নদীর উপকূলে একরাত্রি বাস করি। আমার গৃহ অনাচ্ছাদিত এবং অগ্নি নির্বাপিত। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২০. অন্ধকমকসা ন বিজ্জবে, [ইতি ধনিযো গোপো]
কচ্ছে রূল্হতিণে চরন্তি গাবো।
বুট্ঠিম্পি সহেয়্যুমাগতং, অথ চে পত্থযসী পস্সব দেব। ৩

অনুবাদ : গোপালক ধনিয় বলিলেন, আমার বাসস্থানে ডাঁশ-মশা-মাছির কোনো উৎপাত নাই। আমার গরুগুলি নদীর উপকূলে উৎপন্ন তৃণে বিচরণ করিতেছে। তাহারা (গরুগুলি) বৃষ্টি পড়িলেও সহ্য করিতে সক্ষম। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২১. বদ্ধাসি ভিসী সুসঙ্খতা, [ইতি ভগবা] তিণ্ণো পারগতো বিনেয্য ওঘং,
অত্থো ভিসিযা ন বিজ্জতি, অথ চে পত্থযসী পবস্স দেব। ৪

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'আমার তরী উত্তমরূপে প্রস্তুত কৃত। আমি সেই তরীর মাধ্যমে সংসার সমুদ্র পাড়ি দিয়াছি (অর্থাৎ নির্বাণে উপনীত হইয়াছি)। এখন আর আমার সেই তরীর প্রয়োজন নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২২. গোপী মম অস্সবা অলোলা, [ইতি ধনিয গোপো]
দীঘরত্তং[১] সংবাসিযা মনাপা,
তস্সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপং, অথ চে পত্থযসী পবস্স দেব। ৫

অনুবাদ : গোপালক ধনিয় বলিলেন, 'আমার গোপী (স্ত্রী) আদেশ পালনকারিনী, অচঞ্চলা ও নির্লোভিনী। আমি অতীব মনোহরা গোপীর সহিত দীর্ঘকাল বসবাস করিয়াছি; অথচ, তাহার কিঞ্চিৎ পাপ দুশ্চিত্রের কথা শুনি নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৩. চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং, [ইতি ভগবা] দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং,
পাপং পন মে ন বিজ্জতি, অথ চে পত্থযসী পবস্স দেব। ৬

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'আমার চিত্ত বাধ্য, বিমুক্ত এবং মৎকর্তৃক দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিভাবিত ও সুদমিত। অতএব, আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও পাপ অকুশল বিদ্যমান নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

---

[১] দীঘরত্ত

২৪. অত্ত বেতনভতোহমস্মি, [ইতি ধনিযো গোপো]
পুত্তা চ মে সমানিযা অরোগা।
তেসং ন সুনামি কিঞ্চি পাপং, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ৭

অনুবাদ : গোপালক বলিলেন, 'আমার স্ব-অর্জিত খাদ্য এবং ব্যয় নির্বাহে পুত্ররা সমভাবে নিরোগী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। এযাবত আমি তাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও পাপ দুশ্চিত্রের কথা শুনি নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৫. নাহং ভতকোস্মি কস্‌সচি, [ইতি ভগবা]
নিব্বিট্‌ঠেন চরামি সব্বলোকে,
অত্থো ভতিযা ন বিজ্জতি, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ৮

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'আমি কাহারও পরিচারক নই। আমি আমার অর্জিত পুণ্যে সকল লোকে পরিভ্রমণ করি। অপরের অর্জিত পুণ্যের প্রয়োজন আমার নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৬. অত্থি বসা অত্থি ধেনুপা, [ইতি ধনিযো গোপো]
গোধরণিযো পবেণিযোপি অত্থি,
উসভোপি গবম্পতীধ অত্থি, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ৯

অনুবাদ : গোপালক ধনিয় বলিলেন, 'আমার গোয়াল আছে, দুগ্ধপায়ী গোশাবক আছে, অল্পবয়স্কা নবীনা গাভী আছে এবং গাভীদের শাবকও আছে। এমনকি, বলবান বৃষ এবং বৃষদের প্রধানও এখানে আছে। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৭. নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা, [ইতি ভগবা] গোধরনিযো পবেনিযোপি নত্থি,
উসভোপি গবম্পতীধ নত্থি, অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব। ১০

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'আমার গোয়াল নাই, দুগ্ধপায়ী গোশাবক নাই, অল্প বয়স্কা নবীনা গাভী নাই এবং গাভীদের শাবকও নাই। এমন কি, বলবান বৃষ এবং বৃষদের প্রধানও এখানে নাই। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৮. খিলা নিখাতা অসম্পবেধী, [ইতি ধনিযো গোপো]
দামা মুঞ্জমযা নবা সুসন্ঠানা।
ন হি সক্‌খিন্তি ধেনুপাপি ছেত্তুং[১], অথ চে পত্থযসী পবস্‌স দেব।১১

অনুবাদ : গোপালক ধনিয় বলিলেন, সেই খুঁটিসমূহ মৎকর্তৃক মাটিতে

---

[১] ছেতং (ক)

দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে এবং গোশাবকসমূহ নব রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা হইয়াছে। গোশাবকেরাও তাহা ছিন্ন করিতে অক্ষম। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

২৯. উসভোরিব ছেত্ব[১] বন্ধনানি, [ইতি ভগবা]
নাগো পূতিলতং বা দালযিত্বা[২]।
নাহং পুনুপেস্সং গব্ভসেয্যং[৩], অথ চে পত্থযসী পবস্স দেব। ১২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, আমি বলবান ষাঁড়ের ন্যায় বন্ধনসমূহ ছিন্ন করিয়াছি; হস্তীর ন্যায় গুল্মলতা পদদলিত করিয়াছি। আমি আর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিব না। হে মেঘদেব, যদি অভিলাষ হয় এখন বর্ষণ কর।

৩০. নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরযন্তো, মহামেঘো পবস্সি তাবদেব,
সুত্বা দেবস্স বস্সতো, ইমমত্থং ধনিযো অভাসথ। ১৩

অনুবাদ : ভগবান এইরূপ বলিবার সাথে সাথে মহামেঘ প্রবল বারি বর্ষণ করিবার ফলে জলশূন্য নিম্নভূমি পুনরায় জলেতে পূর্ণ হইল। এইরূপ বারি বর্ষণের শব্দ শুনে গোপালক ধনিয় বলিলেন।

৩১. লাভা বত নো অনপ্পকা, যে মযং ভগবন্তং অদ্দসাম,
সরণং তং উপেম চক্খুম, সত্থা নো হোহি তুবং মহামুনি। ১৪

অনুবাদ : ভগবানের সাক্ষাতে আমাদের যে উপার্জন হইল তা নিতান্ত অল্প নহে। হে চক্ষুষ্মান, আমরা আপনার শরণে উপনীত হইতেছি। হে মহামুনি, আপনিই আমাদের শাস্তা হউন।

৩২. গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা, ব্রহ্মচরিযং[৪] সুগতে চরামসে,
জাতি মরণস্স পারগূ[৫], দুক্খস্সন্তকরা ভবামসে। ১৫

অনুবাদ : গোপী এবং আমি, আপনার যথা আদেশ মান্যকারী; আমরা সুগতের নিকটে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব এবং জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিব।

৩৩. নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা, [ইতি মারো পাপিমা] গোমা গোহি তথেব নন্দতি,
উপধী হি নরস্স নন্দনা, ন হি সো নন্দতি যো নিরূপধি। ১৬

---

[১] ছেত্বা (স্যা-ক)
[২] পুতিলতং পদালযিত্বা (স্যা-ক)
[৩] পুনউপেস্সং (সী-স্যা-ক-ই) পুনুপেয্য-(ক)।
[৪] ব্রহ্মচরিয (ক)
[৫] পারগা (সী-স্যা-কং-ই)

অনুবাদ : পাপিষ্ঠ মার আসিয়া বলিল, পুত্রবান ব্যক্তি পুত্র হইতে সন্তোষ অর্জন করে। গাভী মালিক অনুরূপভাবে গাভী হইতে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। উপাধিই (দেহ) সাধারণ মানুষের আনন্দদায়ক; উপাধিহীন সাধারণ মানুষের আনন্দ নাই।

৩৪. সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা, [ইতি ভগবা] গোপিযো গোহি তথেব সোচতি,
উপধী'হি নরস্স সোচনা, ন হি সো সোচতি যো নিরূপধীতি। ১৭

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, 'পুত্রবানের পুত্র হইতেই শোক উৎপন্ন হয়। গাভীর মালিকও অনুরূপভাবে গাভী হইতে শোক প্রাপ্ত হয়। উপাধিই সকল মানুষকে শোকগ্রস্ত করে; উপাধিহীন মানুষের কোনো শোক নাই।

ধনিয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. খগ্গবিসাণ সুত্তং—খড়ুগবিষাণ সূত্র

৩৫. সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, অবিহেঠযং অঞঞতরম্পি তেসং,
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ১

অনুবাদ : সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দণ্ড ত্যাগ করিবে; কাহারও ক্ষতি সাধন করিবে না। পুত্রও ইচ্ছা করিবে না, সঙ্গী তো কথাই নাই। খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৩৬. সংসগ্গজাতস্স ভবন্তি স্নেহা, স্নেহন্বযং দুক্খমিদং পহোতি,
আদীনবং স্নেহজং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২

অনুবাদ : সংসর্গ হইতে স্নেহ-ভালোবাসা উৎপন্ন হয়। আর স্নেহ-ভালোবাসা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। স্নেহ-ভালোবাসা হইতে উৎপন্ন আদীনব বা উপদ্রব অবলোকনপূর্বক; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৩৭. মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো, হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো,
এতং ভযং সন্থবে[১] পেক্খমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো।৩

অনুবাদ : সুহৃদয় মিত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া যখন চিত্ত ভালোবাসায় আবদ্ধ হয় তখন সে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া যায়। মিত্রদের মধ্যে ভয় অবলোকনপূর্বক; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

---

[১] সন্ধবে (ক)।

৩৮. বংসো বিসালোব যথা বিসত্তো, পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা,
বংসক্কলীরোব[১] অসজ্জমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৪

অনুবাদ : স্ত্রী ও পুত্রের চিন্তা বিপুল সুবিশাল বাঁশের (বৃক্ষের) সদৃশ। তাই অসংবদ্ধ বাঁশের বোঝার মতো একাকী খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৩৯. মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায,
বিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৫

অনুবাদ : মৃগ যেমন অরণ্যে বন্ধন মুক্ত অবস্থায় আহারের নিমিত্ত যথেচ্ছা গমন করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪০. আমন্তনা হোতি সহায়মজ্ঝে, বাসে ঠানে গমনে চারিকায,
অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পোক্খমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৬

অনুবাদ : বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমন্ত্রিত হইয়া অবস্থানকালে, দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, পর্যটনে সকল অবস্থাতে লোভহীন হইয়া, স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪১. খিড্ডা রতী হোতি সহায়মজ্ঝে, পুত্তেসু চ বিপুলং হোতি পেমং,
পিযবিপ্পযোগং বিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৭

অনুবাদ : বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আমোদ-প্রমোদে রত হইলে অনুরাগ উৎপন্ন হয়; পুত্রে বিপুল প্রেমের উৎপত্তি হয়। প্রিয়-বিয়োগ অবধারিত; ইহা জানিয়া, খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪২. চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি, সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন,
পরিস্সযানং সহিতা অচ্ছম্ভী, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৮

অনুবাদ : চতুর্দিকে অহিংসাপরায়ণ হইয়া, যাহা পায় তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, বিপাদ উপস্থিত হইলে নির্ভীক চিত্তে তাহা অতিক্রম করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৩. দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে, অথো গহট্ঠা ঘরমাবসন্তা,
অপ্পোস্সুকো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৯

অনুবাদ : প্রব্রজিতগণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং পরপুত্রে অল্প আগ্রহী গৃহবাসীর মতো খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৪. ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি[২] সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোবিলারো,

---

[১] বংসকলীরোব (সী)। বংসাকলীরোব (স্যা-কং-ই)। বংসেকলীরোব (নিদ্দেস)।

[২] গিহিগ্যঞ্জনানি (স্যা-কং-ই)

ছেত্বান বীরো গিহি বন্ধনানি, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ১০

অনুবাদ : বীর ব্যক্তি, পাতাহীন কাঞ্চন-বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ এবং গৃহীবন্ধনসমূহ ছিন্ন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৫. সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধু বিহারী ধীরং,
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেন'ত্তমনো সতীমা। ১১

অনুবাদ : স্মৃতিমান ব্যক্তি যদি জ্ঞানী বন্ধু, কিংবা সাধু বিহারী ধীর সঙ্গী লাভ কর; তাহা হইলে সকল প্রকার আপদ-বিপদ অতিক্রম করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে।

৪৬. নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধু বিহারী ধীরং,
রাজাব রট্ঠং বিজিতং পহায, একো চরে মাতঙ্গ' রঞ্ঞেব নাগো।১২

অনুবাদ : যদি জ্ঞানী বন্ধু, কিংবা সাধু বিহারী ধীর সঙ্গী তিনি লাভ না কর; তাহা হইলে রাজার বিজিত রাষ্ট্র ত্যাগের ন্যায় এবং অরণ্যে একাহারি হস্তী বিচরণের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৭. অদ্ধা পসংসাম সহায সম্পদং, সেট্ঠা সমা সেবিতব্বা সহাযা,
এতে অলদ্ধা অনবজ্জভোজী, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ১৩

অনুবাদ : সহায় সম্পদ বা মিত্র সম্পদের অবশ্যই প্রশংসা করিব। তাই নিজের ন্যায় অথবা নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মিত্রকে সঙ্গী করা কর্তব্য। যদি তদ্রুপ মিত্র পাওয়া না যায় তবে উৎকৃষ্ট ভোজী বা নিষ্পাপ জীবন-যাপনে উৎসাহী হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৮. দিস্বা সুবণ্ণস্স পভস্সরানি, কম্মার পুত্তেন সুনিট্ঠিতানি,
সংঘট্টমানানি দুবে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ১৪

অনুবাদ : স্বর্ণকার পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত প্রভাস্বর স্বর্ণালংকার দুইখানি একই হাতে ধারণ করিলে একে অন্যকে আঘাত করে; ইহা দর্শন করিয়া খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৪৯. এবং দুতীযেন[১] সহা মমস্স, বাচাভিলাপো অভিসজ্জনা বা,
এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো।১৫

অনুবাদ : এইরূপে, আমি দ্বিতীয় অন্য কোনো সঙ্গীর সহিত অতি বাক্যালাপ করিলে অনাগতে বাদ-বিবাদ এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতে পারে;

---

[১] দুতিযেন (সব্বত্থ)

এই ভয় দর্শন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫০. কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা, বিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং,
আদীনবং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ১৬

অনুবাদ : বিচিত্র, মধুর, মনোহর কামই বিরূপরূপ ধারণ করিয়া চিত্তকে পীড়িত করে। পঞ্চকামগুণের এই উপদ্রব দর্শন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫১. ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দবো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভয়ঞ্চ মেতং,
এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ১৭

অনুবাদ : এই পঞ্চকামগুণে দুঃখ, ভয়, উপদ্রব, রোগ, শোক, অমঙ্গল, আপদ-বিপদ, কণ্টক ও বন্ধন বিদ্যমান। তাই এই পঞ্চকামগুণে ভয় দর্শন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫২. সীতঞ্চ উণ্‌হঞ্চ খুদং পিপাসং, বাতাতপে ডংস সরীসপে[১] চ,
সব্বনিপে'তানি অভিসম্ভবিত্বা, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো।১৮

অনুবাদ : শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, বায়ু, তাপ, ডাঁশ, মশা এবং সরীসৃপ এই সকলকে জয় করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৩. নাগো ব যূথানি বিবজ্জযিত্বা, সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো,
যথাভিরন্তং বিহরং[২] অরঞ্‌ঞে, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো।১৯

অনুবাদ : উৎকৃষ্ট পদুমা বংশজাত বৃহদকায় হস্তী যেমন হস্তীপাল ত্যাগ করে অরণ্যে যথাভিরুচি বিচরণ করিয়া থাকে; তেমনি খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৪. অট্‌ঠানতং সঙ্গণিকারতস্‌স, যং ফস্‌সযে[৩] সামযিকং বিমুত্তিং,
আদিচ্চবন্ধুস্‌স বচো নিসম্ম, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ২০

অনুবাদ : এই অবস্থানে সমাজানুরাগী হইয়া সাময়িক বিমুক্তি লাভ করিবার চাইতে, আদিত্যবন্ধু বা সূর্যবংশে উৎপন্ন বুদ্ধের বাক্য স্মরণ করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৫. দিট্‌ঠী বিসূকানি উপাতিবত্তো, পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্‌গো,
উপ্পন্নঞ্‌ঞাণোম্‌হি অনঞ্‌ঞনেয্যো, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ২১

---

[১] ডংসসিরিংসপে (সী-স্যা-কং-ই)

[২] বিহরে (সী-ই-নিদ্দেস)

[৩] ফুস্‌সযে (সা)

অনুবাদ : নিজের মধ্যে উৎপন্ন জ্ঞানে মিথ্যাদৃষ্টি এবং আমোদ-প্রমোদ দৃশ্যাদি দর্শন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া লব্ধ সম্যক মার্গ আত্মজীবনে ধারণ করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৬. নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো, নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাবমোহো,
নিরাসযো[১] সব্বলোকে ভবিত্বা, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২২

অনুবাদ : লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, তৃষ্ণাহীন, অস্মিতাহীন, আত্মশ্লাঘাহীন, অজ্ঞানতামুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৭. পাপং সহাযং পরিবজ্জযেথ, অনত্থদস্সিং বিসমে নিবিট্ঠং,
সযং ন সেবে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২৩

অনুবাদ : দুঃখসৃষ্টিকারী, ভেদ সৃষ্টিকারী, পাপমিত্র পরিবর্জন করিবে। এবং আত্মপ্রসূত প্রমত্ততা উপভোগ না করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৮. বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ, মিত্তং উলারং পটিভানবন্তং,
অঞ্ঞায অত্থানি বিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২৪

অনুবাদ : বহুশ্রুত, ধর্মধর, বুদ্ধিমান, মহৎ ও প্রজ্ঞাবান মিত্রের ভজনা করিবে। এবং আত্মহিত, আত্মমঙ্গল শিক্ষা করিয়া সকল প্রকার সন্দেহ পরিহারপূর্বক; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৫৯. খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে, অনলঙ্করিত্বা অনপেক্খমানো,
বিভূসনট্ঠান বিরতো সচ্চবাদী, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২৫

অনুবাদ : ইহলোকে ক্রীড়ানুরাগ ও কামসুখে বিরাগী হইয়া বিবিধ প্রকার অলংকারে অলংকৃত বিবিধ প্রকার সাজসজ্জাদি বিভূষণ হইতে বিরত এবং সত্যবাদী হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬০. পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং, ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধবানি[২],
হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২৬

অনুবাদ : মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্য, বন্ধু-বান্ধবাদি এবং বিবিধ প্রকার কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬১. সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং, অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো,
গলো এসো ইতি ঞত্বা মতীমা[১], একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ২৭

---

[১] নিরাসাসো (ক)
[২] বন্ধবানি চ (ই)

অনুবাদ : এই মিলন ক্ষণিক সুখ উৎপাদক; অতি অল্প আস্বাদসম্পন্ন এবং অনাগতে দুঃখসৃষ্টিকারী। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬২. সন্দালযিত্বান[২] সংযোজনানি, জালং ব ভেত্বা সলিলম্বুচারী,
অগ্‌গীব দড্‌ঢং অনিবত্তমানো, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ২৮

অনুবাদ : জলে বিচরণরত মৎস্য যেমন জাল ভেদ করিয়া পুনঃ জালের মধ্যে এবং অগ্নি যেমন দগ্ধ স্থানে প্রত্যাবর্তন করে না; তেমনি সকল সংযোজন বা বন্ধন ছিন্ন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৩. ওক্‌খিত্তচক্‌খূ ন চ পাদলোলো, গুত্তিন্দ্রিযো রক্‌খিতমানসানো,
অনবস্‌সুতো অপরিডয্‌হমানো, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ২৯

অনুবাদ : লোলুপতাহীন, অধোচক্ষু, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত, অপ্রমত্ত চিত্ত, বাসনাশূন্য এবং মনস্তাপহীন হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৪. ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছন্নপত্তো[৩] যথা পারিছত্তো,
কাসাযবত্থো অভিনিক্‌খমিত্বা, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৩০

অনুবাদ : ছিন্নপত্র পরিজাত বৃক্ষের ন্যায় সমস্ত গৃহী-অনুব্যঞ্জন বা লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া, কাষায়বসন বা চীবর পরিধান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৫. রসেসু গেধং অকরং অলোলো, অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী,
কুলে কুলে অপ্‌পটিবদ্ধচিত্তো[৪],একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৩১

অনুবাদ : আত্মপোষণকারী সাপাদানচারিক ভিক্ষু সুস্বাদু রস বা আহার্যদ্রব্যের প্রতি লোভ উৎপন্ন না করিয়া, অলোভ চিত্তসম্পন্ন হইয়া এবং গৃহীকুলের প্রতি অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৬. পহায পঞ্চাবরণানি চেতসো, উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে,
অনিস্‌সিতো ছেত্বা[৫] সিনেহদোসং[১], একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৩২

---

[১] মুতীমা (ক)

[২] পদালযিত্বান (ক)

[৩] সঞ্ছিন্নপত্তো (স্যা-ই)। পচ্ছিন্নপত্তো (ক)

[৪] অপ্‌পটিবন্ধচিত্তো (ক)

[৫] ছেত্বা (স্যা-ই-ক)

অনুবাদ : চিত্তের পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করিয়া, সকল উপক্লেশ বর্জন করিয়া সকল স্নেহ-মমতা পরিহারপূর্বক অনাসক্ত হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৭. বিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুক্খঞ্চ, পুব্বেব চ সোমনস্স দোমনস্সং,
লদ্ধানুপেক্খং সমথং বিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৩৩

অনুবাদ : পূর্বের সমস্ত সুখ-দুঃখ এবং সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বর্জনপূর্বক চিত্ত স্থিরতা লাভ করিয়া বিশুদ্ধ, পবিত্র ও অনাসক্তভাব আনয়ন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৮. আরদ্ধবীরিযো পরমত্থপত্তিযা, অলীনচিত্তো অকুসীতবুত্তি,
দল্হ নিক্কমো থামবলূপ্পন্নো, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৩৪

অনুবাদ : পরমার্থ (নির্বাণ) প্রাপ্তির জন্যে আরদ্ধ বীর্যবান হইয়া; অলীনচিত্ত বা অনাসক্ত চিত্ত হইয়া; অপ্রমত্ত ভাবে দৃঢ় পরাক্রমতার সহিত দুর্দমনীয় শক্তি উৎপন্ন করিয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৬৯. পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো, ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী,
আদীনবং সম্মসিতা ভবেসু, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৩৫

অনুবাদ : ভবে আদীনব বা উপদ্রব উপলব্দি করিয়া, সদা-সর্বদা ধর্মানুশাসন অনুযায়ী আত্মজীবন গঠনপূর্বক নির্জনে ধ্যান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৭০. তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তো, অনেলমূগো[২] সুতবা সতীমা,
সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানবা, একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৩৬

অনুবাদ : তৃষ্ণাক্ষয়ে ইচ্ছুক, অপ্রমত্ত, সুমধুর কণ্ঠধারী, শ্রুতবান, স্মৃতিমান, ধর্মগবেষক সংযত ও উদ্যমশীল হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৭১. সীহোব সদ্দেসু অসন্তসন্তো, বাতোব জালম্হি অসজ্জমানো,
পদুমংব তোযেন অলিপ্পমানো[৩],একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো। ৩৭

অনুবাদ : সিংহ যেমন যে-কোনো শব্দ শ্রবণে ভয়ে কম্পিত হয় না; জালে যেমন বাতাস আবদ্ধ হয় না; পদ্মফুল যেমন জলের সাথে লিপ্ত হয় না; তেমনি খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

---

[১] স্নেহদোসং (ক)

[২] অনেলমূগো (স্যা-ই-ক)

[৩] অলিম্পমানো (সী-স্যা-ক)

৭২. সীহো যথা দাঠবলী পসয্হ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী,
সেবেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৩৮

অনুবাদ : দন্তশক্তিসম্পন্ন সিংহ যেমন বল প্রয়োগে মৃগদের আয়ত্ত করিয়া রাজারূপে বিচরণ এবং নির্জন, নিরুপদ্রব শয়নাসন উপভোগ করিয়া থাকে; তেমনি, খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৭৩. মেত্তং উপেক্‌খং করুণং বিমুত্তিং, আসেবমানো মুদিতঞ্চ কালে,
সব্বেন লোকেন অবিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৩৯

অনুবাদ : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও বিমুক্তি এই সকল পুনঃপুন অনুশীলন করিয়া সমস্ত জগতে কাহারো সহিত বিরুদ্ধবাদী না হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৭৪. রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সন্দালযিত্বান সংযোজনানি,
অসন্তসং জীবিত সঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৪০

অনুবাদ : রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া সকল সংযোজন বা বন্ধন ছেদনপূর্বক এই নশ্বর জীবনে নির্ভীক হইয়া; খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

৭৫. ভজন্তি সেবন্তি চ কারণত্থা, নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা,
অত্তট্‌ঠ পঞ্‌ঞা অসুচী মনুস্‌সা, একো চরে খগ্‌গবিসাণকপ্‌পো। ৪১

অনুবাদ : পাপিষ্ঠ মানুষেরা স্বার্থবাদী হইয়া, কিছু লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ভজনা, সেবা, পরিচর্যা করিয়া থাকে। বর্তমানে উদ্দেশ্যহীন মিত্র লাভ করা দুর্লভ। তাই, খড়ুগবিষাণ তথা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

খড়ুগবিষাণ সূত্র সমাপ্ত।

৪. কসিভারদ্বাজ সুত্তং—কসিভারদ্বাজ সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা মগধেসু বিহরতি দক্‌খিণাগিরিস্মিং[১] একনালযং ব্রাহ্মণ গামে। তেন খো পন সমযেন কসিভারদ্বাজস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স পঞ্চমত্তানি নঙ্গলসতানি পযুত্তানি হোন্তি বপ্‌পকালে। অথ খো ভগবা পুব্বণ্‌হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায যেন কসিভারদ্বাজস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স কম্মন্তো তেনুপসঙ্কমি। তেন খো পন সমযেন কসিভারদ্বাজস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স পরিবেসনা বত্ততি। অথ খো ভগবা যেন পরিবেসনা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি।

---

[১] দক্‌খিণগিরিস্মিং (ক)

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময়ে ভগবান মগধরাজ্যে দক্ষিণগিরির একনালা নামক ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ কসিভারদ্বাজের ক্ষেত্রে বীজ বপন সময়ে পাঁচশত লাঙ্গল নিযুক্ত হইত। অতঃপর, ভগবান চীবর পরিধান করিয়া, পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক দিনের প্রথমভাগে কসিভারদ্বাজের কার্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কসিভারদ্বাজের খাদ্য পরিবেশন চলিতেছিল। এদিকে ভগবান খাদ্য পরিবেশনের স্থানে গিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

অদ্দসা খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং পিণ্ডায ঠিতং। দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ—"অহং খো সমণ কসামি চ বপামি চ, কসিত্বা চ বপিত্বা ভুঞ্জামি। ত্বম্পি সমণ, কস্‌সসু চ বপ্পস্‌সু চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জস্‌সু'তি।

অনুবাদ : কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে পিণ্ডের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন :

"হে শ্রমণ, আমি কর্ষণ ও বপন করি। ঐভাবে কর্ষণ ও বপন করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করি। শ্রমণ, আপনিও কর্ষণ আর বপন করিয়া জীবিকা—নির্বাহে নিযুক্ত হউন।"

"অহম্পি খো ব্রাহ্মণ, কসামি চ বপামি চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জামীতি"। ন খো পন মযং[1] পস্‌সাম ভোতো গোতমস্‌স যুগং বা নঙ্গলং বা ফালং বা পাচনং বা বলীবদ্দে[2] বা। অথ চ পন ভগবন্তং গোতমো এবমাহ "অহম্পি খো ব্রাহ্মণ কসামি চ বপামি চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জামী'তি।

অথ খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ আর বপন করিয়া খাদ্য যোগাড় করি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিন্তু আমরা শ্রদ্ধেয় গৌতমের জোয়াল, লাঙ্গল, ফাল, যষ্টি, বলদ কিছুই দেখিতেছি না; অথচ শ্রদ্ধেয় গৌতম বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ আর বপন করিয়া খাদ্য যোগাড় করি।" তৎপরে কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় নিবেদন করিলেন :

৭৬. কস্‌সকো পটিজানাসি, ন চ পস্‌সাম তে কসিং,
কসিং নো পুচ্ছিতো ব্রূহি, যথা জানেমু তে কসিং। ১

অনুবাদ : 'কৃষক বলিয়া আপনি জানাইতেছেন, কিন্তু আমরা আপনার কৃষিকার্য দেখিতেছি না; আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিন, যাহাতে আমরা আপনার কৃষিকার্য জানিতে সক্ষম হই।"

---

[1] ন খো পন সমণ (স্যা)

[2] বলিবদ্দে (সী-ই)

৭৭. সদ্ধাবীজং তপো বুট্‌ঠি, পঞ্‌ঞা মে যুগনঙ্গলং,
হিরী ঈসা মনো যোত্তং, সতি মে ফালপাচনং। ২

অনুবাদ : উত্তরে ভগবান বলিলেন, 'আমার বীজ হইল 'শ্রদ্ধা', 'সাধনা' হইল বৃষ্টি, 'প্রজ্ঞা' যুগ ও লাঙ্গল, 'বিনয়' হইল ঈষ, 'মন' আমার জোয়াল-বন্ধনী এবং 'স্মৃতি' হইল আমার ফাল ও যষ্টি।

৭৮. কাযগুত্তো বচীগুত্তো, আহারে উদরে যতো,
সচ্চং করোমি নিদ্দানং, সোরচ্চং মে পমোচনং। ৩

অনুবাদ : আমি কায়কর্মে সংযত, বাক্যব্যয়ে সংযত এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হইয়া সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হই। এবং সংযমই আমার প্রমোচন বা দুঃখমুক্তি।

৭৯. বীরিযং মে ধুর ধোরয্‌হং, যোগক্‌খেমাধিবাহনং,
গচ্ছতি অনিবত্তন্তং, যত্থ গন্ত্বা ন সোচতি। ৪

অনুবাদ : বীর্যই আমার ভারবাহী বলবান বৃষযুগলের ন্যায় হয়ে যোগক্ষেম নির্বাণে উপনীত করে। যথায় গমন করিয়া অনুশোচনা, মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না এবং পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।

৮০. এবমেসা কসী কট্‌ঠা, সা হোতি অমতপ্‌ফলা,
এতং কসিং কসিত্বান, সব্ব দুক্‌খা পমুচ্চতী'তি। ৫

অনুবাদ : আমি এইরূপ কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করি, যেথায় অমৃতফল উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এতাদৃশ কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করেন তাঁহারা সকল দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হন।

অথ খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো মহতিযা কংসপাতিযা পাযসং[১] বড্‌ঢেত্বা ভগবতো উপনামেসি "ভুঞ্জতু ভবং গোতমো পাযসং। কস্‌সকো ভবং, যং হি ভবং গোতমো অমতপ্‌ফলং[২] কসিং কসতী'তি।

অনুবাদ : অতঃপর কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ উত্তম স্বর্ণ পাত্রে পায়স ঢালিয়া ভগবানকে বলিলেন, হে পূজনীয় গৌতম, অনুগ্রহপূর্বক এই পায়স ভোজন করুন। পূজনীয় গৌতম হইলেন এমন একজন কৃষক যিনি অমৃতফল প্রদায়ী কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করেন।

৮১. গাথাভিগীতং মে অভোজনেয্যং, সম্পস্‌সতং ব্রাহ্মণ নেস ধম্মো,
গাথাভিগীতং পনুদন্তি বুদ্ধা, ধম্মে সতী ব্রাহ্মণ বুত্তিরেসা। ৬

অনুবাদ : এবার ভগবান বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, গাথাদি আবৃত্তি করিয়া

---

[১] পাযাসং (সব্বত্থ)

[২] অমতপফলম্পি (ম. নিকায়)

যাহা লাভ হয় তাহা ভোজনের উপযুক্ত নহে। সম্যক দর্শনকারীর পক্ষে ইহা ভোজন করা ধর্ম নয়। বুদ্ধগণ, গাথাদি পাঠজনিত আহার গ্রহণ করেন না। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মচারী ব্যক্তিগণের ইহাই স্বভাব।

৮২. অঞ্ঞেন চ কেবলিনং মহেসিং, খীণাসবং কুক্কুচ্চবূপসন্তং,
অন্নেন পানেন উপট্‌ঠহস্‌সু, খেত্তং হি তং পুঞ্ঞপেক্‌খস্‌স হোতী'তি। ৭

অনুবাদ : যিনি সর্বগুণে পরিপূর্ণ, আসক্তিহীন ও শীলস্কন্ধাদিগুণে গুণান্বিত মহামুনি, আসবহীন এবং যাঁহার কুক্কুচ্চ বা মনস্তাপ প্রশমিত; তাঁহাকে অন্ন-পানীয় দ্বারা পূজা করুন। কারণ, তাহাই পুণ্যাকাঙ্ক্ষীদের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র।

"অথ কস্‌স চাহং ভো গোতম ইমং পাযসং দম্মী"তি? ন খ্বাহং তং ব্রাহ্মণ পস্‌সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্‌সমণ ব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্‌সায, যস্‌স সো পাযসো ভুত্তো সম্মা পরিণামং গচ্ছেয্য, অঞ্ঞত্র তথাগতস্‌স বা তথাগত সাবকস্‌স বা। তেন হি ত্বং ব্রাহ্মণ তং পাযসং অপ্‌পহরিতে বা ছড্ডেহি অপ্পাণকে বা উদকে ওপিলাপেহী"তি।

অনুবাদ : অতঃপর ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে পূজনীয় গৌতম, তাহলে এই পায়স কাহাকে দান করিব?

তখন ভগবান বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, মারলোকে ও ব্রহ্মলোকে; বর্তমান শ্রমণ, ব্রাহ্মণকুলে এবং দেব-মানবগণের মধ্যে তথাগত বা তাঁহার শ্রাবক ব্যতীত এমন কাহাকেও দেখিতেছি না; যে ব্যক্তি এই পায়স ভোজন করিয়া হজম করিতে সক্ষম। হে ব্রাহ্মণ, কাজেই, তৃণহীন মাটিতে পুতিয়া ফেলুন অথবা প্রাণীহীন জলে ঢালিয়া দিন।

অথ খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো তং পাযসং অপ্পাণকে উদকে ওপিলাপেসি। অথ খো সো পাযসো উদকে পক্‌খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূমপযতি[১]। সেয্যথাপি নাম ফালো দিবসং সন্তত্তো[২] উদকে পক্‌খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূমাযতি, এবমেব সো পাযসো উদকে পক্‌খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূমাযতি।

অনুবাদ : অতঃপর কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ সেই পায়স প্রাণীহীন জলে ঢালিয়া দিলেন। সাথে সাথে জলে নিক্ষিপ্ত পায়স চিট্ চিট্ শব্দ করিতে লাগিল, ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই ধোঁয়ারাশি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত

---

[১] সন্ধমাযতি সম্পধূমাযতি (স্যা)

[২] দিবসসন্তত্তো (সী-স্যা-কং-ই)

হইতে লাগিল। দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ফাল বা লৌহখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেইভাবে ধোঁয়ারাশি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হয়; তেমনি সেই পায়স জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া চিট্ চিট্ শব্দ করিতে লাগিল; ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল এবং ধোঁয়ারাশি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হইতে লাগিল।

অথ খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপতিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ—"অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেল পজ্জোতং ধারেয্য, চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তী'তি, এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ, লভেয্যাহং ভোতো গোমতস্স সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদ'ন্তি।

অনুবাদ : অনন্তর কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ উদ্দীপিত ও আশ্চর্যাভিভূত হইয়া ভগবানের নিকটে গেলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আশ্চর্য হে গৌতম, অদ্ভূত হে গৌতম, যেমন, অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়; আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়; পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করা হয় এবং চক্ষুষ্মান রূপ দর্শনের নিমিত্ত অন্ধকারে যেমন তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়; তেমনি মাননীয় গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি পূজনীয় গৌতমের; তাঁহার প্রচারিত ধর্মের এবং তাঁহার শ্রাবক ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি পূজনীয় গৌতমের নিকটে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা প্রার্থনা করিতেছি।

অলত্থ খো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, অলত্থ উপসম্পদং। অচিরূপসম্পন্নো খো পনাযস্মা ভারদ্বাজো একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো নচিরস্সেব, যস্সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব আগরস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্চিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। "খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করণীযং, নাপরং ইত্থত্তাযা"তি অব্ভঞ্ঞাসি। অঞ্ঞতরো চ[১] খো পনাযস্মা ভারদ্বাজো অরহতং অহোসীতি।

অনুবাদ : তৎপরে কসিভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। নবপ্রব্রজিত আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ নির্জনবাসী,

---

[১] অঞ্ঞতরো চ খো (সী-ই) অঞ্ঞতরো খো (স্যা-কং-ক)

অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অতিশীঘ্র সত্যপথান্বেষী কুলপুত্রগণ যেই উদ্দেশ্যে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান (নির্বাণ) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনেই তাঁহার পূর্ণতা সাধন করিলেন।

জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য কৃতকার্য হইয়াছে, করণীয় কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, ইহজীবনে অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য নাই'; ইহা বিদিত হইয়া আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হইলেন।

কসিভারদ্বাজ সূত্র সমাপ্ত।

৫. চুন্দ সুত্তং—চুন্দ সূত্র

৮৩. পুচ্ছামি মুনিং পহূতপঞ্ঞং (ইতি চুন্দো কাম্মার পুত্তো)
বুদ্ধং ধম্মস্সামিং বীততণ্হং,
দ্বিপদুত্তমং[১] সারথীনং পবরং, কতি লোকে সমণা তদিঙ্ঘ ব্রূহি। ১

অনুবাদ : কর্মকার পুত্র চুন্দ বলিলেন, মহাপ্রজ্ঞাবান মুনি, ধর্মকামী, বীততৃষ্ণ, দ্বিপদীগণের মধ্যে উত্তম এবং সারথিদের মধ্যে অতি উত্তম সারথি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—জগতে কত প্রকার শ্রমণ আছেন? অনুগ্রহপূর্বক তাহা বলুন।

৮৪. চতুরো সমণা ন পঞ্চম'ত্থি (চুন্দাতি ভগবা)
তে তে আবিকরোমি সক্খি পুট্ঠো,
মগ্গজিনো মগ্গদেসকো চ, মগ্গে জীবতি যো চ মগ্গদূসী। ২

অনুবাদ : ভগবান চুন্দকে বলিলেন, 'জগতে চারি প্রকার শ্রমণ আছেন। কিন্তু, পঞ্চম নাই। তুমি যখন আমার সম্মুখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ তদ্ধেতু তোমার অবগতির জন্য সেই চারি প্রকার কী কী তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা—মার্গজিন, মার্গদেশক, মার্গজীবী এবং মার্গদূষী এই চারি প্রকার শ্রমণ বিদ্যমান।

৮৫. কং মগ্গজিনং বদন্তি বুদ্ধা, (ইতি চুন্দো কম্মার পুত্তো)
মগ্গক্খাযী কথং অতুল্যো হোতি,
মগ্গে জীবতি মে ব্রূহি পুট্ঠো,অথ মে আবিকারোহি মগ্গদূসিং[২] ।৩

অনুবাদ : তখন কর্মকার পুত্র বলিলেন, 'বুদ্ধগণ, কাহাকে মার্গজিন

---

[১] দিপদুত্তমং (সী-স্যা-কং-ই)

[২] মগ্গদসী (ক)

বলেন? মার্গদেশক অতুলনীয় কেন? মার্গজীবী ও মার্গদূষী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

৮৬. যো তিণ্ণকথংকথো কথা বিসল্লো, (চুন্দাতি ভগবা)
নিব্বানাভিরতো অনানুগিদ্ধো,
লোকস্‌স সদেবকস্‌স নেতা, তাদিং মগ্‌গজিনং বদন্তি বুদ্ধা। ৪

অনুবাদ : ভগবান চুন্দকে বলিলেন, যিনি সন্দেহ মুক্ত, দুঃখশল্য অপসৃত; নির্বাণে অভিরমিত, লোভহীন দেব-মনুষ্যলোকের নায়ক। বুদ্ধগণ, তাঁহাকেই মার্গজিন বলেন।

৮৭. পরমং "পরম"ন্তি যোধ ঞত্বা, অক্‌খাতি বিভজতে ইধেব ধম্মং,
তং কঙ্খছিদং মুনিং অনেজং, দুতিযং ভিক্‌খুনমাহু মগ্‌গদেসিং। ৫

অনুবাদ : যিনি এই জগতে সর্বোত্তমকে সর্বোত্তমভাবে জ্ঞাত হইয়া; জগতে নির্বাণধর্ম বর্ণনা করেন এবং অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন; সেই সন্দেহবিনাশী কামলালসামুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিক্ষুকে মার্গদেশক বলা হয়।

৮৮. যো ধম্মপদে সুদেসিতে, মগ্‌গে জীবতি সঞ্‌ঞতো সতিমা,
অনবজ্জপদানি সেবমানো, ততিযং ভিক্‌খুনমাহু মগ্‌গজীবিং। ৬

অনুবাদ : যিনি নির্বাণধর্ম অতি সুন্দরভাবে দেশনা করেন এবং যিনি শীল সংযমের দ্বারা কায়-ইন্দ্রিয়াদিতে সুসংযত এবং স্মৃতিমান হইয়া উত্তমধর্ম অনুশীলন করেন; সেই তৃতীয় পর্যায়ের ভিক্ষুই মার্গজীবী নামে কথিত হন।

৮৯. ছদনং কত্বান সুব্বতানং, পক্‌খন্দী কুলদূসকো পগব্‌ভো,
মাযাবী অসঞ্‌ঞতো পলাপো, পতিরূপেন চরং স মগ্গদূসী। ৭

অনুবাদ : ধার্মিকের বেশে অহংকারী, কুলদূষক বা গৃহীদের শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় গারবতা নষ্টকারী, চঞ্চল, মায়াবী, অসংযত, অন্তঃসারহীন আলাপচারী এবং অন্যায় প্রদুষ্ট আচরণকারী ভিক্ষুই মার্গদূষী বলিয়া অভিহিত হন।

৯০. এতে চ পটিবিজ্ঝি যো পহট্‌ঠো, সুতবা অরিযসাবকো সপঞ্‌ঞো,
সব্বে নে'তাদিসাতি[১] ঞত্বা, ইতি দিস্বা ন হাপেতি তস্‌স সদ্ধা।
কথং হি দুট্‌ঠেন অসম্পদুট্‌ঠং, সুদ্ধং অসুদ্ধেন সমং করেয্যাতি। ৮

অনুবাদ : যিনি জ্ঞানবান, প্রাজ্ঞ ও শ্রুতবান আর্যশ্রাবক তিনি উক্ত চারি প্রকার শ্রামণকেও উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যে যেই রকম ঠিক সেই রকমভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন ও দেখিয়াছেন তাঁহার শ্রদ্ধা পরিহানি হয় না। তিনি কীরূপে ধার্মিককে অধার্মিকের সহিত এবং শুদ্ধকে অশুদ্ধের সহিত

---

[১] সব্বে নে তাদিসাতি (সী-স্যা-ই)

সমান শ্রেণিভুক্ত করিবেন?

চুন্দ সূত্র সমাপ্ত।

৬. পরাভব সুত্তং—পরাভব সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি তেজবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। অথ খো অঞ্‌ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময়ে ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় রাতের শেষে অপূর্ব সৌন্দর্যশালী এক দেবতা সমস্ত জেতবন আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে গাথায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৯১. পরাভবন্তং পুরিসং—মযং পুচ্ছাম গোতম[১],
ভবন্তং[২] পুট্‌ঠুমাগম্ম কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : আমরা ভগবান গৌতমের কাছে পুরুষের পরাজয়ের কারণ কী, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। অতএব, আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি হে ভগবান গৌতম, পুরুষের পরাজয়ের কারণ কী?

৯২. সুবিজানো ভবং হোতি, অবিজানো[৩] পরাভবো,
ধম্মকামো ভবং হোতি, ধম্মদেস্‌সী পরাভবো।

অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তির জয় এবং অজ্ঞানীর পরাজয় ঘটে, ধর্মানুরাগী জয়ী হন কিন্তু ধর্ম হিংসাকারীর পরাজয় ঘটে।

৯৩. ইতি হেতং বিজানাম, পঠমো সো পরাভবো,
দুতিযং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের প্রথম কারণ জানিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের দ্বিতীয় কারণ কী প্রকাশ করুন।

৯৪. অসন্তস্‌স পিযা হোন্তি, সন্তে ন কুরুতে পিযং,

---

[১] গোতমং (সী-স্যা)

[২] ভগবন্তং (ক)

[৩] দুবিজানো (স্যা-ক)

অসতং ধম্মং রোচেতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যাহারা অসৎ ব্যক্তিকে প্রিয় মনে করে; বুদ্ধাদি সৎপুরুষদেরকে প্রিয় মনে করে না; অথচ মিথ্যাধর্মে (মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে) রুচিশীল হয়, তাহার পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

৯৫. ইতি হেতং বিজানাম, দুতিযো সো পরাভবো,
তিযং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের দ্বিতীয় কারণ জানিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের তৃতীয় কারণ প্রকাশ করুন।

৯৬. নিদ্দাসীলী সভাসীলী, অনুট্ঠাতা চ যো নরো,
অলসো কোধপঞ্ঞাণো, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিদ্রাশীল, সহচরানুরক্ত, উৎসাহহীন, অলস ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তির পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

৯৭. ইতি হেতং বিজানাম, ততিযো সো পরাভবো,
চতুত্থং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের তৃতীয় কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের চতুর্থ কারণ ব্যক্ত করুন।

৯৮. যো মাতরং[১] পিতরং বা, জিণ্ণকং গতযোব্বনং,
পহুসন্তো ন ভরতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি ধনবান হইয়াও বৃদ্ধ বিগতযৌবন পিতামাতার ভরণপোষণ করে না; সেই ব্যক্তির পরাজয় হইয়া থাকে।

৯৯. ইতি হেতং বিজানাম, চতুত্থো সো পরাভবো,
পঞ্চমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের চতুর্থ কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের পঞ্চম কারণ কী প্রকাশ করুন।

১০০. যো ব্রাহ্মণং[২] সমণং বা, অঞ্ঞং বা'পি বনিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ অথবা অন্য অসহায় লোককে (যাচককে) মিথ্যাবাক্যে প্রতারণা করে, সেই ব্যক্তির পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

১০১. ইতি হেতং বিজানাম, পঞ্চমো সো পরাভবো,
ছট্ঠমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

---

[১] যো মাতরং বা (স্যী-স্যা-কং-ই)

[২] যো ব্রাহ্মণ বা (সী-স্যা-কং-ই)

অনুবাদ : পরাজয়ের পঞ্চম কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের ষষ্ঠ কারণ ব্যক্ত করুন।

১০২. পহূতবিত্তো পুরিসো—সহিরঞ্ঞো সভোজনো,
একো ভুঞ্জতি সাদূনি—তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : প্রচুর ধনসম্পন্ন, স্বর্ণালংকার ও উত্তম খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ ব্যক্তি যদি একাই এই সকল উত্তম দ্রব্য পরিভোগ করে, সেই ব্যক্তির পরাজয় হইয়া থাকে।

১০৩. ইতি হেতং বিজানাম, ছট্ঠমো সো পরাভবো,
সত্তমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের ষষ্ঠ কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের সপ্তম কারণ কী ব্যক্ত করুন।

১০৪. জাতিত্থদ্ধো ধনত্থদ্ধো, গোত্তত্থদ্ধো চ যো নরো,
সঞ্ঞাতিং অতিমঞ্ঞেতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : জাতির অহংকারী, ধনের অহংকারী, গোত্রের অহংকারী মানুষ যদি নিজের আত্মীয়গণকে ঘৃণা করে; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরাজিত হয়।

১০৫. ইতি হেতং বিজানাম, সত্তমো সো পরাভবো,
অট্ঠমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের সপ্তম কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের অষ্টম কারণ কী ব্যক্ত করুন।

১০৬. ইত্থিধুত্তো সুরাধুত্তো, অক্খধুত্তো চ যো নরো,
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ছাড়া পরস্ত্রীতে আসক্ত, নেশাদ্রব্য সেবনকারী, জুয়াখোর ও পাশাখেলায় অভ্যস্ত হইয়া লব্ধসম্পত্তি বিনাশসাধন করে; সেই ব্যক্তির পরাজয় হইয়া থাকে।

১০৭. ইতি হেতং বিজানাম, অট্ঠমো সো পরাভবো,
নবমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের অষ্টম কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের নবম কারণ কী প্রকাশ করুন।

১০৮. সেহি দারেহি অসন্তুট্ঠো[১], বেসিযাসু পদুস্সতি[২],
দুস্সতি পরদারেসু,[১] তং পরাভবতো মুখং।

---

[১] দারেহ্য সন্তুট্ঠো (ক)

[২] পদিস্সতি (সী)

অনুবাদ : যেই পুরুষ নিজের স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হইয়া বেশ্যা-স্ত্রীলোকের সহিত এবং পরস্ত্রীর সহিত কামসেবা করে; তাহার পরাজয় হইয়া থাকে।

১০৯. ইতি হেতং বিজানাম, নবমো সো পরাভবো,
দসমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের নবম কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের দশম কারণ কী প্রকাশ করুন।

১১০. অতীত যোব্বনো পোসো, আনেতি তিম্বরুত্থনিং,
তস্‌সা ইস্‌সা ন সুপতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি বৃদ্ধকালে যুবতী নারী বিবাহ করে, কিন্তু সেই নারী স্বামীতে তৃপ্ত না হইয়া যখন পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়; তাহা দেখিয়া বৃদ্ধস্বামী ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। ইহা তাহার পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকে।

১১১. ইতি হেতং বিজানাম, দসমো সো পরাভবো,
একাদসমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : এইরূপে পরাজয়ের দশম কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের একাদশ কারণ কী প্রকাশ করুন।

১১২. ইত্থি সোণ্ডিং বিকিরণিং, পুরিসং বা'পি তাদিসং,
ইস্‌সরিযস্মিং ঠপেতি[২], তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : মদ্যপানকারিণী, অনর্থক অর্থব্যয়কারিণী স্ত্রীকে অথবা সেইরূপ পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করিলে; তাহা পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকে।

১১৩. ইতি হেতং বিজানাম, একাদসমো সো পরাভবো,
দ্বাদসমং ভগবা ব্রূহি, কিং পরাভবতো মুখং?

অনুবাদ : পরাজয়ের একাদশ কারণ জানিতে পারিলাম। হে ভগবান, এখন পরাজয়ের দ্বাদশ কারণ কী প্রকাশ করুন।

১১৪. অপ্পভোগো মহাতণ্হো, খত্তিযে জাযতে কুলে,
সো চ রজ্জং পত্থযতি, তং পরাভবতো মুখং।

অনুবাদ : সামান্য ধনের অধিকারী অথচ মহাতৃষ্ণার অধীন ব্যক্তি এবং যেই ব্যক্তি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মধারণ করিয়া তৃষ্ণায় বশীভূত হইয়া অলব্ধ পরের রাজ্য লাভের ইচ্ছা করে; তাহাও পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকে।

---

[১] দিস্‌সতি (সী-ই)

[২] ঠাপেতি (সী-ই) থপেতি (ক)

১১৫. এতে পরাভবে লোকে, পণ্ডিতো সমবেক্খিয,
অরিযো দস্সন সম্পন্নো, স লোকং ভজতে সিবন্তি।

অনুবাদ : এই জগতে আর্যসত্য দর্শন করিয়া পণ্ডিতব্যক্তি পরাজয়ের এই সকল কারণ পুনঃপুন চিন্তা করিয়া বর্জনীয় বিষয় বর্জন করেন এবং কুশল-কর্মাদি সম্পাদন করেন। ফলে ইহলোকে তিনি পরাজিত না হইয়া; সকলের সম্মানিত ও পূজিত হন।

পরাভব সূত্র সমাপ্ত।

৭. বসল সুত্তং—বৃষল সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তথ খো ভগবা পুব্বাণ্হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সাবত্থিযং পিণ্ডায পাবিসি। তেন খো পন সমযেন অগ্গিক ভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনে অগ্গিপজ্জলিতো হোতি আহুতি পগ্গহিতা। অথ খো ভগবা সাবত্থিযং সপদানং পিণ্ডায চরমানো যেন অগ্গিকভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনং তেনুপসঙ্কমি। অদ্দসা খো অগ্গিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং দূরতো'ব আগচ্ছন্তং দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ—"তত্রেব[1] মুণ্ডক! তত্রেব সমণক! তত্রেব বসলক! তিট্ঠহী'তি।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি :

একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে জ্বলন্ত আগুনে আহুতি বা পূজার অর্ঘ্য দেওয়া হইতেছিল। অতঃপর ভগবান শ্রাবস্তী নগরে দ্বারে দ্বারে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়া, অগ্গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অগ্গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'হে মুণ্ডিত মস্তক, হে শ্রমণ, হে বৃষল, সেইখানে দাঁড়াও!'

এবং বুত্তে ভগবা অগ্গিকভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং এতদবোচ—জানাসি পন ত্বং ব্রাহ্মণ, বসলং বা বসল করণে বা ধম্মেতি? ন খো অহং ভো গোতম! জানামি বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি। সাধু মে ভবং গোতমো তথা ধম্মং দেসেতু যথাহং জানেয্যং বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি। তেনহি ব্রাহ্মণ!

---

[1] অত্রেব (স্যা-ক)

সুণাহি সাধুকং মনসি করোহি ভাসিস্‌সামী’তি। এবম্ভোতি খো অগ্‌গিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি, ভগবা এতদবোচ—

অনুবাদ : এইরূপ বলিলে ভগবান অগ্‌গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, ইহা তুমি জান কি? কাহাকে বৃষল বা নীচজাতি বলা হয় এবং কী কারণে বৃষল বা নীচজাতি হইয়া থাকে।

না হে শ্রমণ, কে বৃষল বা নীচজাতি এবং কী কারণে বৃষল হয়, তাহা আমি জানি না। হে গৌতম, আপনি নিজেই উহা আমার কাছে এমনভাবে প্রকাশ করুন, যাহাতে আমি বৃষল বা নীচজাতি কে তাহা জানিতে পারি এবং কী কারণে বৃষল বা নীচজাতি হয় তাহাও জানিতে পারি।’

‘হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে শুন, উত্তমরূপে অবধারণ কর, আমি তাহা বলিতেছি।’

‘হ্যাঁ, অতি উত্তমরূপে শুনিব’ এই বলিয়া অগ্‌গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ভগবান এইরূপ বলিলেন :

১১৬. কোধনো উপনাহী চ—পাপমক্‌খী চ যো নরো,
বিপন্নদিট্‌ঠি মাযাবী—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি ক্রোধাধীন, হিংসুক; যে নিজে পাপ করিয়া তাহা গোপন করে; যেই ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ও মায়াবী; তাহাকেই বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১১৭. একজং বা দ্বিজং[১] বা’পি, যো’ধ পাণানি বিহিংসতি,
যস্‌স পাণে দযা নত্থি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ২

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি এই জগতে একজ (পশু ইত্যাদি) অথবা দ্বিজ (পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণীসকলকে হিংসা করে, যে দয়ামায়া শূন্য; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১১৮. যো হন্তি পরিরুন্ধতি[২], গামানি নিগমানি চ,
নিগ্‌গহকো[৩] সমঞ্ঞতো, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৩

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি গ্রাম ও নগরসমূহ বিনাশ করে, উহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে; যে লাঞ্ছনাকারী ও কুমতলবী, তাহাকে বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

---

[১] দিজং (ই)

[২] উপরুন্ধেতি (স্যা) উপরুন্ধতি (ক)

[৩] নিগ্‌ঘাতকো (?)

১১৯. গামে বা যদি বা'রঞ্ঞে, যং পরেসং মমাযিতং,
থেয্যা অদিন্নমাদেতি[১], তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৪

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি গ্রামে কিম্বা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত ধন-সম্পত্তি চুরি করিয়া আনয়নপূর্বক তাহা নিজে ভোগ করে, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২০. যো হবে ইণমাদায, চুজ্জমানো পলাযতি,
ন হি তে ইণমত্থী'তি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৫

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি ঋণ বা কর্জ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিবার ভয়ে গোপনে পলাইয়া যায় অথবা খুঁজিতে গেলে বলে—"আমি তোমার কাছে ঋণী নহি"। তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২১. যো বে কিঞ্চিক্খকম্যতা, পন্থস্মিং বজন্তং জনং,
হন্ত্বা কিঞ্চিক্খমাদেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৬

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ বিষয়-সম্পদও লাভ করিবার ইচ্ছায়, পথে বিচরণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া সামান্য (পরিমাণ) জিনিস কাড়িয়া লয়, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২২. যো অত্তহেতু পরহেতু, ধন হেতু চ[২] যো নরো,
সক্খিপুট্ঠো মুসা ব্রূহি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৭

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিজের জন্য, পরের জন্য কিম্বা ধন-সম্পত্তির জন্য সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৩. যো ঞাতীনং বা সখীনং বা, দারেসু পটিদিস্সতি,
সাহসা[৩] সম্পিযাযতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৮

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি আত্মীয় কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা তাহাদের প্রতি আসক্ত হয়; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৪. যো মাতরং বা পিতরং বা, জিণ্ণকং গতযোব্বনং,
পহু সন্তো ন ভরতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ৯

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিজে ধনবান হইয়া বিগত-যৌবন বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণ করে না, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া

---

[১] অদিন্নং আদিযতি (সী-ই)

[২] ধন হেতুব (ক)

[৩] সহসা (সী-স্যা)

জানিবে।

১২৫. যো মাতরং বা পিতরং বা, ভাতরং ভগিনিং সসুং,
হন্তি রোসেতি বাচায, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১০

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি মাতা, পিতা, ভাই, বোন অথবা শ্বশুর-শ্বাশুরিকে দুর্ভাষিত বাক্যে যন্ত্রণা দেয়, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৬. যো অত্থং পুচ্ছিতো সন্তো, অনত্থমনুসাসতি,
পটিচ্ছন্নেন মন্তেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১১

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি হিতকথা জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থে অনুশাসন করে, সৎবুদ্ধি নিতে গেলে কু-বুদ্ধি দেয়, অনর্থের জন্য গোপনীয় স্থানে মন্ত্রণা করে; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৭. যো কত্বা পাপকং কম্মং, মা মং জঞ্ঞা'তি ইচ্ছতি[১],
যো পটিচ্ছন্নকম্মন্তো, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১২

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি পাপকাজ করিয়া 'আমাকে কেহ না জানুক', এই চিন্তা করিয়া পাপকাজ গোপন করে, অথচ মুখে পবিত্রতা দেখায়; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৮. যো বে পরকুলং গন্ত্বা, ভুত্বানং[২] সুচিভোজনং,
আগতং নপ্পটিপূজেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৩

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি পরের বাড়িতে যাইয়া ভালো খাদ্যদ্রব্যাদি ভোজন করে; অথচ নিজ ঘরে আগত হইলে, সেই সৎকারকারীকে উত্তম খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশন করে না; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১২৯. যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা, অঞ্ঞং বা'পি বনিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৪

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ অথবা অন্য দরিদ্র যাচকগণকে মিথ্যাকথা বলিয়া প্রতারণা করে, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১৩০. যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা, ভত্তকালে উপট্ঠিতে,
রোচেতি বাচা ন চ দেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৫

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি খাইবার সময় ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ উপস্থিত দেখিলে তাঁহাদিগকে কর্কশ কথা বলে, অথচ কিছুই দেয় না; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

---

[১] অভিধম্মে পস্সিতব্বং।

[২] ভুত্বা চ (স্যা-ক)

১৩১. অসতং যোধ পব্রূতি, মোহেন পলিগুণ্ঠিতো,
কিঞ্চিক্খং নিজিগীসানো[১], তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৬

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত অপরের জিনিসের প্রতি লোভাসক্ত হইয়া তাহা লাভের জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১৩২. যো চত্তানং সমুক্কংসে, পরে চ মবজানাতি[২],
নিহীনো সেন মানেন, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৭

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিজেই নিজের সুখ্যাতি করে, অপরকে যে ঘৃণা করে এবং অহংকারে স্ফীত হয়; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১৩৩. রোসকো কদরিযো চ, পাপিচ্ছো মচ্ছরী সঠো,
অহিরিকো অনোত্তপী, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৮

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধী, স্বার্থপর, পাপীষ্ঠ, মাৎসর্যপরায়ণ, দুষ্ট, পাপকর্ম করিতে লজ্জা ও ভয় যাহার নাই; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১৩৪. যো বুদ্ধং পরিভাসতি, অথ বা তস্স সাবকং,
পরিব্বাজং[৩] গহট্ঠং বা, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি। ১৯

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি বুদ্ধ অথবা তাঁহার শ্রাবককে এবং পরিব্রাজক অথবা গৃহীলোককে তিরস্কার বা ভৎর্সনা করে; তাহাকেও বৃষল বা নীচজাতি বলিয়া জানিবে।

১৩৫. যো বে অনরহং[৪] সন্তো, অরহং পটিজানাতি[৫],
চোরো সব্রহ্মকে লোকে, এসো খো বসলাধমো;
এতে খো বসলা বুত্তা মযা যে তে পকাসিতা। ২০

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি অর্হৎ না হইয়াও নিজকে অর্হৎ বলিয়া প্রকাশ করে; আব্রহ্ম, দেব-মানব লোকে সে মহাচোর বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই ব্যক্তি বৃষলের চাইতেও অধম। এইরূপে আমি তোমাকে বৃষলের কথা প্রকাশ করিলাম।

---

[১] নিজিগিংসানো (সী-স্যা-কং-ই)

[২] মবজানতি (সী-স্যা-ই)

[৩] পরিব্বজং (ক)। পরিব্বাজকং (স্যা-কং)

[৪] অনরহা (সী-ই)

[৫] পটিজানতি (সী-স্যা-ই)

১৩৬. ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো। ২১

অনুবাদ : জন্মের দ্বারা কেহ বৃষল হয় না, জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণও হন না; কর্মের দ্বারাই বৃষল হয়, ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারাই হইয়া থাকেন।

১৩৭. তদমি নাপি জানাথ, যথামেদং[১] নিদস্‌সনং,
চণ্ডাল পুত্তো সোপাকো[২] মাতঙ্গো ইতি বিস্‌সুতো। ২২

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, যেই নিদর্শন আমি দিতেছি ওই নিদর্শনানুসারে তুমি বৃষল-তত্ত্ব জানিয়া লইবে; যেমন—চণ্ডালপুত্র সোপাক "মাতঙ্গ" নামে সকলের কাছে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১৩৮. সো যসং পরমং পত্তো[৩], মাতঙ্গোযং সুদুল্লভং,
আগচ্ছুং তস্‌সুপট্‌ঠানং, খত্তিযা ব্রাহ্মণা বহূ। ২৩

অনুবাদ : তিনি সুদুর্লভ মাতঙ্গত্ব এবং পরম যশ-কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং অনেক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণপুত্র আসিয়া তাঁহাকে সেবা পরিচর্যা করেছিলেন।

১৩৯. সো দেবযানমারুয্‌হ, বিরজং সো মহাপথং,
কামরাগং বিরাজেত্বা, ব্রহ্মলোকূপগো অহু;
ন নং জাতি নিবারেসি, ব্রহ্মলোকূপপত্তিযা। ২৪

অনুবাদ : তিনি মাতঙ্গ দেবযানে আরোহণপূর্বক পরিশুদ্ধ মহাপথে উন্নীত হইয়া, কামরাগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মালোকে উপনীত হইয়াছিলেন; জাতি তাঁহাকে ব্রহ্মালোকে উপনীত হওয়ার সময় বাঁধা দিতে পারে নাই।

১৪০. অজ্ঝযকা কুলে জাতা, ব্রাহ্মণা মন্তবন্ধুনো,
তে চ পাপেসু কম্মেসু, অভিণ্‌হমুপদিস্‌সরে। ২৫

অনুবাদ : কিন্তু দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রবন্ধু ব্রাহ্মণেরাও প্রায় সময় পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

১৪১. দিট্‌ঠেবধম্মে গারয্‌হা, সম্পরাযে চ দুগ্‌গতিং,
ন নে জাতি নিবারেতি, দুগ্‌গত্যা[৪] গরহায বা। ২৬

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আপন পাপকর্মে দৃষ্টধর্মে বা ইহকালে তীব্র নিন্দাগ্রস্ত হয় এবং মরণের পর দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে তার জাতিত্ব

---

[১] যথাপেদং

[২] সপাকো (?)

[৩] সো যসপ্পরমপ্পত্তো (স্যা-ক)

[৪] দুগ্‌গচ্চা (সী-স্যা-কং-ই)

দুর্গতিতে জন্ম এবং তীব্র নিন্দা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

১৪২. ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো। ২৭

অনুবাদ : জন্মের কারণে কেহ বৃষল বা নীচজাতি হয় না, জন্মের কারণে কেহ ব্রাহ্মণও হন না; কর্মের দ্বারা বৃষল বা নীচজাতি হয়, ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারাই হইয়া থাকেন।

এবং বুত্তে অগ্‌গিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদবোচ—'অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য; চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খিন্তী'তি! এবমেব ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো, এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসঙ্ঘঞ্চ, উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্‌গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

অনুবাদ : এইরূপ বলিলে অগ্‌গিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, হে গৌতম, "খুবই উত্তম! গৌতম, খুবই উত্তম! যেমন হে গৌতম, নিম্নমুখী পাত্র ঊর্ধ্বমুখী করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানকে অন্ধকারে রূপ দর্শনের নিমিত্ত যেমন তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনি শ্রদ্ধেয় গৌতম কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মাননীয় গৌতমের, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। পূজনীয় গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাকে আপনার আশ্রিত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।"

বৃষল সূত্র সমাপ্ত।

৮. মেত্ত সুত্তং—মৈত্রী সূত্র

যস্‌সানুভাবতো যক্‌খা নেব দস্‌সেন্তি ভিংসনং,
যম্‌হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিব মতন্দিতো।
সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্‌সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ : যাহার প্রভাবে যক্ষগণ ভীষণ ভয় দেখাইতে পারে না, সেই মৈত্রী পরিত্রাণ দিনরাত আলস্যহীন হইয়া পুনঃপুন ভাবনা করিলে, সুখে নিদ্রা যায়; এবং নিদ্রিতাবস্থায় কোনো পাপস্বপ্ন দেখে না। এইরূপ শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত সেই পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি।

১৪৩. করণীয়মত্থ কুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুহুজূ[১] চ সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী। ১

অনুবাদ : যিনি কল্যাণকর করণীয় কুশল কর্ম দ্বারা শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করিতে ইচ্ছুক; তিনি সরল, অতিসরল, মিষ্টভাষী, মৃদু, ভদ্র-নম্র-মার্জিত এবং অহংকারশূন্য হন।

১৪৪. সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো। ২

অনুবাদ : তিনি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন, সুভরণীয় (সুখপোষ্য), অল্পকৃত্য (নানা কাজে অলিপ্ত), লঘুবৃত্তিসম্পন্ন (নিজ অষ্ট পরিষ্কারে তুষ্ট), ইন্দ্রিয়নিচয় শান্ত, চঞ্চলতাহীন, পাপকর্মে লজ্জাশীল এবং গৃহীকুলের প্রতি অনাসক্ত চিত্তসম্পন্ন হন।

১৪৫. ন চ খুদ্দং সমাচরে, কিঞ্চি যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা[২] ভবন্তু সুখিত'ত্তা। ৩

অনুবাদ : তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র পাপকর্মও করেন না, যাহার জন্য অন্য জ্ঞানীগণ তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন। সকল জীব সুখী হউক, ভয়হীন বা নিরুপদ্রব হউক এবং কায়িক ও মানসিক সুখে সুখী হউক; নিত্য মনে মনে এইরূপ মৈত্রীভাব তিনি পোষণ করেন।

১৪৬. যে কেচি পাণভুতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে ব মহন্তা[৩] বা মজ্ঝিমা রস্‌সকাণুকথুলা। ৪

অনুবাদ : যেই সকল প্রাণী ভীত বা অভীত, দীর্ঘ,হ্রস্ব, বৃহৎ, মধ্যম, সূক্ষ্ম অথবা স্থূল সেই সকল প্রাণী।

১৪৭. দিট্‌ঠা বা যেব অদিট্‌ঠা,[৪] যে ব[৫] দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী ব[৬] সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা। ৫

অনুবাদ : যেই সকল প্রাণী দৃশ্য ও অদৃশ্য, যাহারা দূরে বা নিকটে আর যাহারা জন্মিয়াছে বা জন্মিবে; তাহারা সকলেই সুখী হউক।

১৪৮. ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি[১],

---

[১] সুজু (সী)
[২] সব্বে সত্তা (সী-স্যা)
[৩] মহন্ত (?)
[৪] অদিট্‌ঠ (!)
[৫] যে চ (সী-স্যা-কং-ই)
[৬] ভূতা বা সম্ভবেসী বা (স্যা-কং-ই-ক)

ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য। ৬

অনুবাদ : তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না। অপর কাহাকেও কিছুতেই কায়-বাক্য দ্বারা ঘৃণা অবজ্ঞা করিও না এবং ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হইয়া অপর কাহারও দুঃখ-দুর্দশা ইচ্ছা করিও না।

১৪৯. মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং। ৭

অনুবাদ : মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে আপন জীবন দিয়াও বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করেন; তেমনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সীমাহীন অপরিমেয় মৈত্রীভাব উৎপাদন করিবে।

১৫০. মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং। ৮

অনুবাদ : এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র উপরে, নীচে, আড়াআড়িভাবে, চতুর্পার্শ্বে যেই সকল প্রাণীসমূহ আছে, তাহারা বাঁধাহীন ও শত্রুহীন হউক। স্বীয় চিত্তে সর্বদা এইরূপ অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

১৫১. তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযনো ব[২], যাব তস্‌স বিগতমিদ্ধো[৩],
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য, ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু। ৯

অনুবাদ : দাঁড়ান অবস্থায়, পথ চলিতে, উপবেশনে অথবা শয়নকালে যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আলস্যহীনভাবে স্মৃতিমান হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করাকে 'ব্রহ্মবিহার' বলা হইয়া থাকে।

১৫২. দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগ্গম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো;
কামেসু বিনয[৪] গেধং ন হি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনরেতী'তি। ১০

অনুবাদ : শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন অনাগামী ব্যক্তি মিথ্যাপথ ত্যাগ করিয়া, ভোগ লালসা ও কামবাসনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিতে আসেন না। অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] নং কঞ্চি (সী-ই)। নং কিঞ্চি (স্যা)। ন কিঞ্চি (ক)

[২] বা (সী-স্যা-কং-ই)

[৩] বিগতমিদ্ধো (বহুসু)

[৪] বিনেয্য (সী-স্যা-ই)

৯. হেমবত সুত্তং—হেমবত সূত্র

১৫৩. অজ্জ পণ্ণরসো উপোসথো, (ইতি সাতাগিরো যক্‌খো)
দিব্বা[১] রত্তি উপট্‌ঠিতা।
অনোমনামং সত্থারাং, হন্দ পস্‌সাম গোতমং। ১

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, "আজ পঞ্চদশী উপোসথ দিনে; কি মধুর মনোহর রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। চল আজ প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ শাস্তা শিক্ষক গৌতমকে দেখিব।"

১৫৪. কচ্চি মনো সুপণিহিতো, (ইতি হেমবতো যক্‌খো)
সব্ব ভূতেসু তাদিনো।
কচ্চি ইট্‌ঠে অনিট্‌ঠে চ, সঙ্কপ্‌পস্‌স বসীকতা। ২

অনুবাদ : হেমবত যক্ষ বলিলেন, "তিনি কি সকল প্রাণীর প্রতি দয়াচিত্তসম্পন্ন? সুখ-দুঃখে তাঁহার চিত্ত সংকল্প বশীভূত কি?"

১৫৫. মনো চস্‌স সুপণিহিতো, (ইতি সাতাগিরো যক্‌খো)
সব্বভূতেসু তাদিনো।
অথো ইট্‌ঠে অনিট্‌ঠে চ সঙ্কপ্‌পস্‌স বসীকতা। ৩

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, "তিনি নিশ্চয়ই সকল প্রাণীর প্রতি দয়াচিত্তসম্পন্ন এবং সুখ-দুঃখে তাঁহার চিত্ত সংকল্প বশীভূত।"

১৫৬. কচ্চি অদিন্নং নাদিযতি, (ইতি হেমবতো যক্‌খো)
কচ্চি পাণেসু সঞ্‌ঞতো
কচ্চি আরা পমাদম্‌হা কচ্চি ঝানং ন রিঞ্চতি। ৪

অনুবাদ : হেমবত যক্ষ বলিলেন, "তিনি যাহা দেওয়া হয় নাই, তিনি কী তাহা গ্রহণ করেন? তিনি প্রাণীদের প্রতি কি আত্মসংযত? তিনি কী প্রমত্ত হইতে দূরে অবস্থান করেন? তিনি ধ্যান পরিত্যাগ করেন না?

১৫৭. ন সো অদিন্নং আদিযতি, (ইতি সাতাগিরো যক্‌খো)
অথো পাণেসু সঞ্‌ঞতো,
অথো আরা পমাদম্‌হা, বুদ্ধো ঝানং ন রিঞ্চতি। ৫

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, "তিনি নিশ্চয়ই যাহা দেওয়া হয় নাই, তাহা গ্রহণ করেন না। প্রাণীদের প্রতি তিনি আত্মসংযত। তিনি প্রমাদ হইতে দূরে অবস্থান করেন। তিনি সমাধি অপরিত্যক্ত বুদ্ধ।"

১৫৮. কচ্চি মুসা ন ভণতি, (ইতি হেমবতো যক্‌খো) কচ্চি ন খীণব্যপ্পথো;

---

[১] দিব্ব্যা (সী-স্যা-কং-ই)

কচ্চি বেভূতিকং নাহ, কচ্চি সম্ফং ন ভাসতি। ৬

অনুবাদ : হেমবত যক্ষ বলিলেন, "তিনি কি মিথ্যা কথা বলেন না? তিনি কি কটু বা কর্কশবাক্য বলেন না? অপরকে কি তিনি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করেন না? তিনি কি নিরর্থক কথা বলেন না?

১৫৯. মুসা চ সো ন ভণতি, (ইতি সাতাগিরো যক্‌খো)
অথো ন খীণব্যপ্পথো।
অথো বেভূতিযং নাহ, মন্তা অত্থং চ[১] ভাসতি। ৭

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি কর্কশবাক্য বলেন না, অপরকে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করেন না। তিনি নিরর্থক কথা বলেন না এবং চিন্তা করিয়া অর্থপূর্ণ কথা বলিয়া থাকেন।

১৬০. কচ্চি ন রজ্জতি কামেসু, (ইতি হেমবতো যক্‌খো)
কচ্চি চিত্তং অনাবিলং,
কচ্চি মোহং অতিক্কন্তো, কচ্চি ধম্মেসু চক্‌খুমা। ৮

অনুবাদ : হেমবত যক্ষ বলিলেন, তিনি কামসুখ ত্যাগ করিয়াছেন কি? তাঁহার চিত্ত অনাবিল পবিত্র কি? তিনি কি অজ্ঞানতা মুক্ত? ধর্মসমূহে কি তিনি চক্ষুষ্মান (সর্বজ্ঞ)?

১৬১. ন সো রজ্জতি কামেসু, (ইতি সাতগিরো যক্‌খো)
অথো চিত্তং অনাবিলং।
সব্বমোহং অতিক্কন্তো, বুদ্ধো ধম্মেসু চক্‌খুমা। ৯

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি কামভোগে আসক্ত নহেন। তাঁহার মন পবিত্র। তিনি সকল অজ্ঞানতা অতিক্রান্ত হইয়াছেন। বুদ্ধ সংস্কারধর্মসমূহে চক্ষুষ্মান (সর্বজ্ঞ)।"

১৬২. কচ্চি বিজ্জায সম্পন্নো,(ইতি হেমবতো যক্‌খো)কচ্চি সংসুদ্ধচারণো,
কচ্চি'স্‌স আসবা খীণা, কচ্চি নত্থি পুনব্‌ভবো। ১০

অনুবাদ : হেতবত যক্ষ বলিলেন, "তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন কি? তিনি কি শুদ্ধাচরণকারী? তাঁহার আসবসমূহ ক্ষয় হইয়াছে কি? তাঁহার কি পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম নাই?"

১৬৩. বিজ্জায চেব সম্পন্নো, (ইতি সাতাগিরো যক্‌খো) অথো সংসুদ্ধাচরণো,
সব্ব'স্‌স আসবা খীণা, নত্থি তস্‌স পুনব্‌ভবো। ১১

---

[১] অত্থং সো (সী-ই-ক)

অনুবাদ : সাতাগির যক্ষ বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, শুদ্ধাচরণকারী। তাঁহার সকল আসব ক্ষীণ হইয়াছে এবং পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম তাঁহার নাই।"

১৬৪. সম্পন্নং মুনিনো চিত্তং, কম্মুনা ব্যপ্‌পথেন চ,
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, ধম্মতো নং পসংসতি। ১২

অনুবাদ : মুনি করণীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া চিত্তের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন; তাই তাঁহার ধর্মকেই আমি প্রশংসা করি।

১৬৫. সম্পন্নং মুনিনো চিত্তং, কম্মুনা ব্যপ্‌পথেন চ,
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, ধম্মতো অনুমোদসি। ১৩

অনুবাদ : মুনি করণীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া চিত্তের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন। তাই আমি তাঁহার ধর্মকে অনুমোদন করি।

১৬৬. সম্পন্নং মুনিনো চিত্তং, কম্মুনা ব্যপ্‌পথেন চ,
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, হন্দ পস্‌সাম গোতমং। ১৪

অনুবাদ : মুনি করণীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া চিত্তের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। চল, সেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন গৌতমকে আমরা দেখিব।

১৬৭. এণি জঙ্ঘং কিসং বীরং[১], অপ্পাহারং অলোলুপং,
মুনিং বনস্মিং ঝাযন্তং, এহি পস্‌সাম গোতমং। ১৫

অনুবাদ : হরিণের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, (প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশ ধ্বংসকারী) কৃশ, বীর, অল্পাহারী, অলোলুপ, বনে ধ্যানরত মুনি সেই গৌতমকে এসো আমরা দর্শন করিব।

১৬৮. সীহং একচরং নাগং, কামেসু অনপেক্‌খিনং,
উপসঙ্কম্ম পুচ্ছাম, মচ্চুপাসপ্পমোচনং। ১৬

অনুবাদ : ভোগপরিত্যাগী সিংহের ন্যায় কামভোগে অনাসক্ত, একচর নাগ বা বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিব—মারবন্ধন হইতে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়?

১৬৯. অক্‌খাতারং পবত্তারং, সব্বধম্মান পারগুং,
বুদ্ধং বেরভযাতীতং মযং পুচ্ছাম গোতম। ১৭

অনুবাদ : ধর্মদেশক, কথনকারী, সকল ধর্মে পারদর্শী, শত্রুভয়াতীত সেই

---

[১] ধীরং (স্যা)

গৌতম বুদ্ধকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব।

১৭০. কিস্মিংলোকো সমুপ্পন্নো, (ইতি হেমবতো যক্খো)
কিস্মিং কুব্বতি সন্থবং[১]।
কিস্স লোকো উপাদায, কিস্মিং লোকো বিহঞ্ঞতি। ১৮

অনুবাদ : হেমবত যক্ষ বলিলেন, কীভাবে জগতের উৎপত্তি হইল? কাহার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ? উহা কীসের প্রতি আসক্ত হয় এবং কীসের কারণে দুঃখপ্রাপ্ত হয়?

১৭১. ছসু[২] লোকো সমুপ্পন্নো, (হেমবতা'তি ভগবা) ছসু কুব্বতি সন্থবং,
ছন্নমেব উপাদায, ছসু লোকো বিহঞ্ঞতি। ১৯

অনুবাদ : ভগবান হেমবতকে বলিলেন, "হে হেমবত, ছয়টি[৩] আয়তনের সাহায্যে জগতের উৎপত্তি; উহার সহিত ছয়টি আয়তনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই ছয় প্রকার উপাদানের প্রতি আসক্ত হয় এবং ছয় প্রকার আয়তনের দ্বারা উহা দুঃখপ্রাপ্ত হয়।

১৭২. কতমং তং উপাদানং, যত্থ লোকো বিহঞ্ঞতি,
নিয্যানং পুচ্ছিতো ব্রূহি, কতং দুক্খা পমুচ্চতি[৪]। ২০

অনুবাদ : "জগতের কষ্টদায়ক সেই উপাদান কী? কীভাবে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রকাশ করুন।

১৭৩. পঞ্চকামগুণা লোকে, মনোছট্ঠা পবেদিতা,
এত্থ ছন্দং বিরাজেত্বা এবং দুক্খা পমুচ্চতি। ২১

অনুবাদ : জগতে কামগুণ পাঁচ প্রকার। উহাদের সহিত মন ষষ্ঠ গুণরূপে প্রবিষ্ট হয়। মানুষ ওই গুণসমূহে বীতরাগ হইয়া দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

১৭৪. এতং লোকস্স নিয্যানং, অক্খাতং বো যথাতথং,
এতং বো অহমক্খামি এবং দুক্খা পমুচ্চতি। ২২

অনুবাদ : এই জগতের মুক্তি প্রদানকারী উপায় তোমাদের কাছে যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'এইভাবেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়' বলিয়া আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করিতেছি।

১৭৫. কো সূ'ধ তরতি ওঘং, কো'ধ তরতি অণ্ণবং,

---

[১] সন্ধবং (ক)

[২] ছ স্সু (সী-ই)

[৩] রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মন।

[৪] পমুঞ্চতি (স্যা)

অপ্পতিট্ঠে অনালম্বে, কো গম্ভীরে ন সীদতি। ২৩

অনুবাদ : "এই জগতে কে ওঘ (তৃষ্ণাস্রোত) উত্তীর্ণ হন? কে অর্ণব (তৃষ্ণা-সাগর) পারগত হন? অপ্রতিষ্ঠিত ও অবলম্বনহীন হইয়া কে তৃষ্ণা সাগরের গভীরে ডুবে যায় না?"

১৭৬. সব্বদা সীলসম্পন্নো, পঞ্ঞবা সুসমাহিতো,
অজ্ঝত্ত চিন্তী[1] সতিমা, ওঘং তরতি দুত্তরং। ২৪

অনুবাদ : যিনি সর্বদা শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত, আধ্যাত্মিক চিন্তাকারী, স্মৃতিমান তিনি দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম করেন।

১৭৭. বিরতো কামসঞ্ঞায, সব্ব সংযোজনাতিগো,
নন্দীভব পরিক্খীণো, সো গম্ভীরে ন সীদতি। ২৫

অনুবাদ : যিনি কামসংজ্ঞা হইতে বিরত; সকল সংযোজন (বন্ধন) ছেদন করেছেন; এবং ভবাসক্তি মুক্ত; তিনি তৃষ্ণাসাগরের গভীরে ডুবে যান না।

১৭৮. গম্ভীর পঞ্ঞং নিপুণত্থদস্সিং, অকিঞ্চনং কামভবে অসত্তং,
তং পস্সথ সব্বধি বিপ্পমুত্তং, দিব্বে পথে কমমানং মহেসিং। ২৬

অনুবাদ : তোমরা গম্ভীর, প্রজ্ঞাবান, অর্থ দর্শনে নিপুণ, কামজগতে পুনর্জন্মের আসক্তিরহিত; সর্বত্র বিমুক্ত, (অষ্ট সমাপত্তিতে নিযুক্ত হয়ে) দিব্যপথে বিচরণকারী সেই মহাজ্ঞানীকে দর্শন কর।

১৭৯. অনোমনামং নিপুণত্থদস্সিং, পঞ্ঞাদদং কামালযে অসত্তং,
তং পস্সথ সব্ববিদুং সুমেধং, অরিযে পথে কমমানং মহেসিং। ২৭

অনুবাদ : অনুপম নামের অধিকারী, অর্থদর্শনে নিপুণ, প্রজ্ঞাদাতা, কামলোকে অনাসক্ত, সর্বজ্ঞ, সুমেধ, আর্যপথে বিচরণকারী সেই মহাজ্ঞানীকে দর্শন কর।

১৮০. সুদিট্ঠং বত নো অজ্জ, সুপ্পভাতং সুহুট্ঠিতং,
যং অদ্দসাম সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসবং। ২৮

অনুবাদ : আজ আমাদের শুভদর্শন লাভ হইল; আমাদের আজ সুপ্রভাত ও শুভ প্রাতোত্থান হইল; কারণ, তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রমকারী, আসবমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধকে আমরা দেখিতে পাইলাম।

১৮১. ইমে দসসহস্সা যক্খা, ইদ্ধিমন্তো যসস্সিনো,
সব্বে তং সরণং যন্তি, ত্বং নো সত্থা অনুত্তরো। ২৯

অনুবাদ : ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, বিখ্যাত এই দশ হাজার যক্ষ সবাই আপনার

---
[1] অজ্ঝত্ত সঞ্ঞী (স্যা-কং-ক)

শরণাশ্রয় গ্রহণ করিল, আপনি আমাদের অনুত্তর শাস্তা।

১৮২. তে মযং বিচরিস্‌সাম, গামা গামং নগা নগং,
নমস্‌সমানা সম্বুদ্ধং, ধম্মস্‌স চ সুধম্মতন্তি। ৩০

অনুবাদ : "সম্বুদ্ধ এবং ধর্মের উত্তম আচার-নীতিকে সম্মান-সৎকার করিতে করিতে আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং পর্বত হইতে পর্বতান্তরে বিচরণ করিব।"

হেমবত সূত্র সমাপ্ত।

১০. আলবক সুত্তং—আলবক সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা আলবিযং বিহরতি আলবকস্‌স যক্‌খস্‌স ভবনে। অথ খো আলবকো যক্‌খো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান আলবী নামক স্থানে আলবক যক্ষের বাসস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর সেই সময় আলবক যক্ষ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,

নিক্‌খম সমণা'তি, 'সাধাবুসো'তি ভগবা নিক্‌খমি; 'পবিস সমণা'তি, 'সাধাবুসো'তি ভগবা পাবিসি।

অনুবাদ : 'শ্রমণ, বাহিরে এস!'

'সাধু' আবুস[১], বলিয়া ভগবান বাহিরে আসিলেন।

'শ্রমণ, প্রবেশ কর!'

'সাধু, আবুস' বলিয়া ভগবান প্রবেশ করিলেন।

দুতিযম্পি খো আলবকো যক্‌খো ভগবন্তং এতদবোচ—

"নিক্‌খম সমণা"তি। "সাধাবুসো"তি ভগবা নিক্‌খমি।"

"পবিস সমণা"তি, সাধাবুসো"তি ভগবা পাবিসি।"

অনুবাদ : দ্বিতীয়বার আলবক যক্ষ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'শ্রমণ, বাহিরে এস!'

'সাধু' আবুস, বলিয়া ভগবান বাহিরে আসিলেন।

'শ্রমণ, প্রবেশ কর!'

---

[১] আয়ুষ্মান শব্দের অপভ্রংশ। সাধারণত ভিক্ষুদের মধ্যে একে অন্যের সহিত কথোপকথনে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

'সাধু, আবুস' বলিয়া ভগবান প্রবেশ করিলেন।

ততিযম্পি খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ—

"নিক্খম সমণা"তি। "সাধাবুসো"তি ভগবা নিক্খমি।"

"পাবিস সমণা"তি, সাধাবুসো"তি ভগবা পাবিসি।"

অনুবাদ : তৃতীয়বার আলবক যক্ষ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'শ্রমণ, বাহিরে এস!'

'সাধু' আবুস, বলিয়া ভগবান বাহিরে আসিলেন।

'শ্রমণ, প্রবেশ কর!'

'সাধু, আবুস' বলিয়া ভগবান প্রবেশ করিলেন।

চতুত্থম্পি খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ—

"নিক্খম সমণা'তি" ন খ্বাহং আবুসো নিক্খমিস্সামি।

"যং তে করণীযং তং করোহী'তি।"

অনুবাদ : চতুর্থবারও আলবক যক্ষ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'শ্রমণ বাহিরে এস!'

'আবুস, আমি আর বাহির হইব না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার।'

"পঞ্হ" তং সমণ পুচ্ছিস্সামি, সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি চিত্তং বা তে খিপিস্সামি, হদযং বা ফালেস্সামি, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গাযং খিপিস্সামী'তি।

অনুবাদ : 'হে শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার চিত্তকে উন্মত্ত করিব, কিম্বা তোমার বক্ষঃস্থল ছিঁড়িয়া ফেলিব অথবা দুই পায়ে ধরিয়া তোমাকে গঙ্গার পরপারে নিক্ষেপ করিব।'

ন খবাহন্তং আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণ ব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায যো মে চিত্তং বা খিপেয্য, হদযং বা ফালেয্য, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গাযং খিপেয্য, অপি চ ত্বং আবুসো পুচ্ছযদাকঙ্খাসী'তি।

অনুবাদ : 'হে আবুসো, দেব-নরলোকে, মার ও ব্রহ্মলোকে, বর্তমান শ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে, দেবতা আর মানবগণের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমার চিত্তকে উন্মত্ত করিতে পারে, বক্ষঃস্থল ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, কিম্বা দুই পায়ে ধরিয়া আমাকে গঙ্গার অপরতীরে নিক্ষেপ করিতে পারে। তবুও আবুস, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা জিজ্ঞাসা কর।'

অথ খো আলবকো যক্‌খো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : অতঃপর, আলবক যক্ষ ভগবানকে গাথায় বলিলেন :

১৮৩. কিং সূধ বিত্তং পুরিসস্‌স সেট্‌ঠং? কিং সু[১] সুচিণ্ণং সুখমাবহাতি?
কিং সু হবে সাদুতরং রসানং? কথং জীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠংতি? ১

অনুবাদ : এই জগতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত (ধন) কী? কোন জিনিস সুন্দররূপে সংগ্রহ করিলে সুখজনক হয়? তৃপ্তিদায়ক রসের মধ্যে উৎকৃষ্টতর রস কী? কীভাবে জীবনযাপন করিলে তাকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়?

১৮৪. সদ্ধী'ধ বিত্তং পুরিসস্‌স সেট্‌ঠং, ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহাতি,
সচ্চং হবে সাদুতরং রসানং,পঞ্‌ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং'তি ।২

অনুবাদ : এই জগতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত হইল 'শ্রদ্ধা'; ধর্ম সুন্দরভাবে আচরণ করিলে সুখদায়ক হয়। তৃপ্তিদায়ক রসের মধ্যে উৎকৃষ্টতর রস হইল 'সত্য'; প্রজ্ঞাময় জীবনযাপন করিলে, সেই জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়।

১৮৫. কথংসু তরতি ওঘং? কথংসু তরতি অণ্ণবং?
কথংসু দুক্‌খং অচ্চেতি? কথংসু পরিসুজ্ঝতি? ৩

অনুবাদ : কীভাবে ওঘ (তৃষ্ণাস্রোত) অতিক্রম করিতে হয়? কীভাবে অর্ণব (সংসার সমুদ্র) উত্তীর্ণ হইতে হয়? দুঃখকে কীভাবে জয় করিতে হয়? কীভাবে পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারা যায়?

১৮৬. সদ্ধায তরতি ওঘং, অপ্পমাদেন অণ্ণবং,
বীরিযেন[২] দুক্‌খং অচ্চেতি, পঞ্‌ঞায পরিসুজ্ঝতি। ৪

অনুবাদ : 'শ্রদ্ধা দ্বারা ওঘ (তৃষ্ণাস্রোত) অতিক্রম করিতে হয়; অপ্রমাদ দ্বারা অর্ণব (সংসারসমুদ্র) উত্তীর্ণ হইতে হয়; দুঃখকে বীর্যের দ্বারা জয় করিতে হয়; প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারা যায়।

১৮৭. কথংসু লভতে পঞ্‌ঞং? কথংসু বিন্দতে ধনং?
কথংসু কিত্তিং পপ্পোতি? কথং মিত্তানি গন্থতি?
অস্মালোকা পরং লোকং? কথং পেচ্চ ন সোচতি? ৫

অনুবাদ : কীভাবে প্রজ্ঞা লাভ করা যায়? কীভাবে ধন সংগৃহীত হয়? কীভাবে কীর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়? কীরূপে মিত্রগণের সাহচর্য লাভ করা যায়? কীরূপ কর্ম সম্পাদন করিলে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া অনুশোচনা করিতে হয় না?

১৮৮. সদ্দহানো অরহতং ধম্মং নিব্বাণ পত্তিযা,

---

[১] কিংসু (সী)

[২] বিরিযেন (সী-স্যা-কং-ই)

সুস্সূসং[১] লভতে পঞ্ঞং, অপ্পমত্তো বিচক্খণো। ৬

অনুবাদ : নির্বাণধর্ম লাভ করিবার জন্য অর্হত্তের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ ও ধর্মশ্রবণে ইচ্ছুক হইলে প্রজ্ঞালাভ করা যায়।

১৮৯. পতিরূপকারী ধুরবা, উট্ঠাতা বিন্দতে ধনং,
সচ্চেন কিত্তিং পপ্পোতি, দদং মিত্তানি গন্থতি। ৭

অনুবাদ : (লৌকিক ও লোকোত্তর ধন অধিগতের) উপায়কুশলী, অধ্যাবসায়ী, উৎসাহশীল ব্যক্তি ধন লাভ করেন; সত্যের দ্বারা যশ-কীর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দানশীলতার দ্বারা মিত্রগণের সাহচর্য লাভ করা যায়।

১৯০. যস্সেতে চতুরো ধম্মা, সদ্ধস্স ঘরমেসিনো,
সচ্চং ধম্মো[২] ধিতি চাগো, স বে পেচ্চ ন সোচতি
অস্মালোকা পরং লোকং, স বে পেচ্চ ন সোচতি। ৮

অনুবাদ : সত্য, ধর্ম, অধ্যবসায় ও ত্যাগ—এই চারি প্রকার ধর্ম (স্বভাব) যিনি শ্রদ্ধার সাথে ধারণ করে গৃহবাস করেন, তাঁহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে অনুশোচনা করিতে হয় না।

১৯১. ইঙ্ঘ অঞ্ঞেপি পুচ্ছস্সু, পুথূ সমণ ব্রাহ্মণে,
যদি সচ্চা দমা চাগা, খন্ত্যা ভীয্যো ন বিজ্জতি। ৯

অনুবাদ : অপর সকল পৃথগ্জন শ্রমণ আর ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, এই সংসারে সত্য, সংযম, ত্যাগ ও ক্ষান্তি হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর অন্য কিছু আছে কি না।

১৯২. কথং নু'দানি পুচ্চেয্যং, পুথূ সমণ ব্রাহ্মণে,
যোহং অজ্জ পজানামি, যো অত্থো সম্পরাযিকো। ১০

অনুবাদ : সকল পৃথগ্জন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে আমি কী কারণে আর জিজ্ঞাসা করিব? অনাগত জীবনে যাহা মঙ্গলজনক তাহা আমি আজ জানিতে পারিলাম।

১৯৩. অত্থায বত মে বুদ্ধো, বাসাযা'লবিমাগমা,
যোহং[৩] অজ্জ পজানামি, যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং। ১১

অনুবাদ : আমার অর্থহিতের জন্যই বুদ্ধ আলবীতে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছেন; যথায় দান করিলে মহাফল লাভ করা যায়—তাহা আজ আমি জানিতে পারিলাম।

---

[১] সুস্সুসা (সী-ই)
[২] দমো (?)
[৩] সোহং (সী-ই)

১৯৪. সোহং বিচরিস্‌সামি, গামা গামং পুরা পুরং,
নমস্‌সমানো সম্বুদ্ধং, ধম্মস্‌স চ সুধম্মত'ন্তি। ১২

অনুবাদ : সম্বুদ্ধ ও ধর্মের উত্তম আচার-নীতিকে সম্মান-সৎকার করিতে করিতে আমি গ্রাম হইতে গ্রামে এবং নগর হইতে নগরে বিচরণ করিব।

এবং বত্বা আলবকো যক্‌খো ভগবন্তং এতদবোচ—"অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্‌খুমন্তো রূপানি দকন্তী'তি। এবমেব ভো গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং পচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসঙ্ঘঞ্চ, উপাসক মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

অনুবাদ : এইরূপ উক্ত হইলে, আলবক যক্ষ ভগবানকে বলিলেন, হে গৌতম, "খুবই উত্তম, গৌতম, খুবই উত্তম! যেমন, হে গৌতম, নিম্নমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়; আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মান রূপ দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করা হয়। তেমনি শ্রদ্ধেয় গৌতমকর্তৃক অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি। তাঁহার ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি; আজ হইতে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত আমাকে আপনার উপাসক হিসাবে অবধারণ করুন।

আলবক সূত্র সমাপ্ত।

১১. বিজয় সুত্তং—বিজয় সূত্র

১৯৫. চরং বা যদি বা তিট্‌ঠং, নিসিন্নো উদ বা সযং;
সমিঞ্জেতি পসারেতি, এসা কাযস্‌স ইঞ্জনা। ১

অনুবাদ : গমনের সময়, উপবেশনের সময়, স্থিতির সময় অথবা শয়নের সময় কায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যে সংকোচন ও প্রসারণ করা হয়; ইহাই দেহের সঞ্চালন।

১৯৬. অট্‌ঠিনহারু সংযুত্তো, তচমংসাবলেপনো,
ছবিযা কাযো পটিচ্ছন্নো, যথাভূতং ন দিস্‌সতি। ২

অনুবাদ : অস্থি ও স্নায়ু সংযুক্ত, চামড়া ও মাংসের প্রলেপন চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া এই দেহের প্রকৃত স্বভাব যথাযথভাবে দেখা যায় না।

১৯৭. অন্তপূরো উদরপূরো, যকনপেলস্‌স[১] বত্থিনো,
হদযস্‌স পপ্‌ফাসস্‌স, বক্কস্‌স পিহকস্‌স চ। ৩

অনুবাদ : এই শরীরের ভিতরে অন্ত্র, উদর, যকৃৎ, মূত্রাশয়, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, বক্ক ও প্লীহা আছে।

১৯৮. সিঙ্ঘাণিকায খেলস্‌স, সেদস্‌স চ মেদস্‌স চ,
লোহিতস্‌স লসিকায, পিত্তস্‌স চ বসায চ। ৪

অনুবাদ : এবং সিখনি, লালা, স্বেদ, মেদ, লোহিত, লসিকা, শ্লেষ্মা ও চর্বি আছে।

১৯৯. অথস্‌স নবহি সোতেহি, অসুচী সবতি সব্বদা,
অক্‌খিম্‌হা অক্‌খি গূথকো, কণ্ণম্‌হা কণ্ণগূথকো। ৫

অনুবাদ : অতঃপর তাহার নয়টি স্রোতপথে সর্বদা অশুচি স্রাবিত হচ্ছে। যথা—চক্ষু হইতে চক্ষুমল, কর্ণ হইতে কর্ণমল,

২০০. সিঙ্ঘাণিকা চ নাসতো, মুখেন বমতেকদা;
পিত্তং সেম্‌হঞ্চ বমতি, কাযম্‌হা সেদজল্লিকা। ৬

অনুবাদ : নাসিকা হইতে সিখ্‌নি, মুখ হইতে বমি, পিত্ত ও শ্লেষ্মার নিঃসরণ হয় এবং সমস্ত শরীর হইতে স্বেদ জল নিঃসারিত হয় ।

২০১. অথস্‌স সুসিরং সীসং, মত্থলুঙ্গস্‌স পূরিতং,
সুভতো নং মঞ্‌ঞতি বালো, অবিজ্জায পুরক্‌খতো। ৭

অনুবাদ : অতঃপর অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মূর্খ ব্যক্তি তাহার মস্তিষ্ককোটকে পরিপূর্ণ মগজকে শুভ বলিয়া মনে করে।

২০২. যদা চ সো মতো সেতি, উদ্ধুমাতো বিনীলকো,
অপবিদ্ধো সুসানস্মিং, অনপেক্‌খা হোন্তি ঞাতযো। ৮

অনুবাদ : মরিয়া গেলে উহা যখন স্ফীত ও নীলাভ রং ধারণ করে, তখন শ্মশানে পরিত্যাগ করা হয়, এভাবে জ্ঞাতিগণ উহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

২০৩. খাদন্তি নং সুবানা[২] চ, সিঙ্গালা[৩] চ বকা কিমী,
কাকা গিজ্ঝা চ খাদন্তি, যে চঞ্‌ঞে সন্তি পাণিনো। ৯

অনুবাদ : তখন কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, কৃমি, কাক, শকুন ইত্যাদি অন্যান্য প্রাণীরা এই দেহকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

---

[১] অট্‌ঠিন্‌হারুহি সংযুত্তো (স্যা-ক)
[২] সুপানা (ই)
[৩] সিগালা (সী-স্যা-কং-ই)

২০৪. সুত্বান বুদ্ধবচনং, ভিক্খু পঞ্ঞাণবা ইধ,
সো খো নং পরিজানাতি, যথাভূতঞ্হি পস্সতি। ১০

অনুবাদ : এই জগতে জ্ঞানবান ভিক্ষু বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া আপন দেহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া উহার যথার্থ-রূপ দর্শন করেন।

২০৫. যথা ইদং তথা এতং, যথা এতং তথা ইদং,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, কাযে ছন্দং বিরাজযে। ১১

অনুবাদ : এই দেহ যেইরূপ ওই দেহও সেইরূপ। ওই দেহ যেইরূপ, এই দেহও সেইরূপ; এভাবে আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিকভাবে উভয় কায়ের প্রতি ছন্দরাগ পরিত্যাগ করেন ।

২০৬. ছন্দরাগবিরত্তো সো, ভিক্খু পঞ্ঞাণবা ইধ,
অজ্ঝগা অমতং সন্তিং, নিব্বানং পদমচ্চুতং। ১২

অনুবাদ : এই জগতে ছন্দরাগহীন সেই জ্ঞানবান ভিক্ষু অচ্যুত নির্বাণের অমৃত-শান্তি অচ্যুতপদ লাভ করেন।

২০৭. দ্বিপাদকোযং[১] অসুচি, দুগ্গন্ধো পরিহীরতি[২],
নানাকুণপপরিপূরো, বিস্সবন্তো ততো ততো। ১৩

অনুবাদ : আশ্চর্য! এই যে, দুইখানি পাযুক্ত, এই অশুচি, দুর্গন্ধময়; নানা ময়লাপরিপূর্ণ, বিবিধ জায়গা হইতে অশুচি বাহির-কারক দেহকে অতি যত্নে পালন করিতে হয়।

২০৮. এতাদিসেন কাযেন, যো মঞ্ঞে উন্নমেতবে[৩],
পরং বা অবজানেয্য, কিমঞ্ঞত্র অদস্সনাতি। ১৪

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি এইরূপ কায়বিশিষ্ট হইয়াও নিজকে অতি উন্নত কিছু বলিয়া অহংকার করে এবং পরকে অবজ্ঞাসূচক হেয় মনে করে; তাহাকে চক্ষুহীন অন্ধ ছাড়া, আর কী বলা যাইতে পারে?

বিজয় সূত্র সমাপ্ত।

১২. মুনি সুত্তং—মুনি সূত্র

২০৯. সন্থবাতো[৪] ভযং জাতং, নিকেতা জাযতে রজো,
অনিকেতমসন্থবং, এতং বে মুনি দস্সনং। ১

---

[১] দিপাদকোযং (সী-স্যা-কং-ই)

[২] পরিহারতি (ক)

[৩] উন্নমেতবে (?)

[৪] সন্থবতো (ক)

অনুবাদ : ভালোবাসা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, গৃহবাস হইতে রজ (অপবিত্রতা) উৎপন্ন হয়; গৃহহীন এবং আসক্তিহীন জীবন দর্শনই মুনির পরিচয়।

২১০. যো জাতমুচ্ছিজ্জ ন রোপযেয্য, জাযন্তমস্স নানুপ্পবেচ্ছে,
তমাহু একং মুনিনং চরন্তং, অদ্দক্খি সো সন্তিপদং মহেসি। ২

অনুবাদ : যিনি জন্মকে উচ্ছেদ করার পর, পুনর্বার আর জন্মবীজ রোপণ করেন না এবং পুনর্জন্মের ইচ্ছা পোষণ করেন না; (লোকের হিতচর্যায়) বিচরণরত মুনিদের মধ্যে তাহাকে প্রকৃত মুনি বলা হয়। সেই মহর্ষি নির্বাণের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

২১১. সঙ্খায বত্থূনি পমায[১] বীজং, সিনেহমস্স নানুপ্পবেচ্ছে,
স বে মুনী জাতিখযন্তদস্সী, তক্কং পহায ন উপেতি সঙ্খং। ৩

অনুবাদ : বস্তুসমূহের যথার্থ ক্ষয়ধর্মীতা দর্শন করিয়া, তৃষ্ণারূপ কামনা ও জন্মবীজের ধ্বংসসাধনপূর্বক উহাতে যিনি অনুরক্ত হন না; সৃষ্টি ও ক্ষয়ের শেষ সীমা দর্শনকারী মুনি বিতর্ক পরিহার করিয়া উপশান্ত হইয়া থাকেন।

২১২. অঞ্ঞায সব্বানি নিবেসনানি, অনিকামযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং,
স বে মুনী বীতগেধো অগিদ্ধো, নাযূহতী পারগতো হি হোতি। ৪

অনুবাদ : যিনি সকল আবাস (স্থান) বিদিত হইয়া উহাতে নির্লিপ্ত হইয়াছেন; সেই বীততৃষ্ণ-অলুব্ধ মুনি সকল প্রকার তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পরপারে উপস্থিত হইয়াছেন।

২১৩. সব্বাভিভুং সব্ববিদুং সুমেধং, সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তং,
সব্বঞ্জহং তণ্হক্খযে বিমুত্তং, তং বাপি ধীরা মুনি[২] বেদযন্তি। ৫

অনুবাদ : সর্বাধিকারী, সর্বজ্ঞ, সুমেধ, সকলধর্মে অনুপলিপ্ত (নিষ্কলঙ্ক), সর্বত্যাগী। তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত সেই ব্যক্তিকে ধীর বা পণ্ডিতগণ 'মুনি' নামে আখ্যায়িত করেন।

২১৪. পঞ্ঞাবলং সীলবতূপপন্নং, সমাহিতং ঝানরতং সতীমং,
সঙ্গা পমুত্তং অখিলং অনাসবং, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ৬

অনুবাদ : প্রজ্ঞাবলসংযুক্ত, শীলাচারসম্পন্ন, সমাহিত চিত্ত, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, সংশয় প্রমুক্ত, অখিল (আসবমুক্ত) অনাসব ব্যক্তিকে ধীরগণ 'মুনি' বলিয়া প্রকাশ করেন।

২১৫. একং চরন্তং মুনিমপ্পমত্তং, নিন্দাপসংসাসু অবেধমানং,

---

[১] পহায (ক-সী-ক)। সমায (ক) পা+মী+ত্বা=পমায, যথা নিস্সাযাতিপদং।

[২] মুনিং (সী-ই)

সীহংব সদ্দেসু অসন্তসন্তং, বাতংব জালম্হি অসজ্জমানং।
পদ্মংব[১] তোযেন অলিপ্পমানং[২], নেতারমঞ্ঞেস'মনঞ্ঞনেয্যং,
তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ৭

অনুবাদ : যিনি অপ্রমত্তভাবে একাই ভ্রমণ করেন, নিন্দা ও প্রশংসায় সমানভাবে স্থির থাকেন, সিংহের ন্যায় কোনো শব্দেও যিনি ভীত হন না, বাতাসের ন্যায় জালমুক্ত, পদ্মের ন্যায় জল দ্বারা অলিপ্ত, যিনি অন্যজনের অধিনায়ক এবং কাহারও দ্বারা যিনি চালিত হন না, তাঁহাকে ধীরগণ 'মুনি' বলিয়া থাকেন।

২১৬. যো ওগহণে থম্ভোরিবাভিজাযতি,
যস্মিং পরে বাচা পরিযন্তং[৩] বদন্তি,
তং বীতরাগং সুসমাহিতিন্দ্রিযং, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ৮

অনুবাদ : যিনি স্নানতীর্থের স্তম্ভের ন্যায়, যিনি যথার্থবাদী নামে প্রসিদ্ধ, সেই বীতরাগ, সুসমাহিত ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ধীরগণ 'মুনি' বলিয়া থাকেন।

২১৭. যো বে ঠিতত্তো তসরংব উজ্জু, জিগুচ্ছতি কম্মেহি পাপকেহি,
বীমংসমানো বিসমং সমঞ্চ, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ৯

অনুবাদ : যিনি আত্মসংযমী হইয়া এসবের[৪] ন্যায় ঋজু, ন্যায়-অন্যায় চিন্তা করিয়া যিনি পাপবাসনা হইতে বিরত, তিনি ধীরগণ কর্তৃক 'মুনি' বলিয়া কথিত হন।

২১৮. যো সঞ্ঞতত্তো ন করোতি পাপং, দহরো মজ্ঝিমো চ মুনি[৫] যতত্তো,
অরোসনেয্যো ন সো রোসেতি[৬] কঞ্চি, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ১০

অনুবাদ : যিনি সংযতাত্মা, পাপকার্য করেন না, সেই আত্মজয়ী নবীন বা মধ্যবয়স্ক মুনি, নিজেই অক্রোধী হইয়া অপরকেও যিনি ক্রোধাবিষ্ট করেন না, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে 'মুনি' আখ্যা দিয়া থাকেন।

২১৯. যদগ্গতো মজ্ঝতো সেসতো বা, পিণ্ডং লভেথ পরদত্তূপজীবি,
নালং থুতুং নোপি নিপচ্চ বাদী, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ১১

অনুবাদ : পরদত্তোপজীবী হইয়া যিনি পিণ্ডের উপরাংশ, মধ্যমাংশ বা

---

[১] পদুমংব (সী-স্যা ই)
[২] অলম্পি মানং (স্যা-ক)
[৩] বাচংপরিযন্তং (ক)
[৪] এসর-তুরি, তন্তুবায়ের যন্ত বয়নের মাকু।
[৫] দরহো চ মজ্ঝো চ মুনি (সী-স্যা-কং-ই)
[৬] ন রোসেতি (স্যা)

শেষাংশ গ্রহণ করেন এবং দাতার স্তুতি অথবা নিন্দায় বিরত থাকেন, ধীরগণ তাঁহাকে 'মুনি' আখ্যা দিয়া থাকেন।

২২০. মুনিং চরন্তং বিরতং মেথুনস্মা, যো যোব্বনে নো'পনিবজ্ঝতে ক্বচি,
মদপ্পমাদা বিরতং বিপ্পমুত্তং, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ১২

অনুবাদ : যে মুনি মৈথুন সেবন হইতে বিরত হইয়া বিচরণ করেন, যৌবনে যিনি সকল প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে মুক্ত, মদপ্রমাদ হইতে বিরত ও বিমুক্ত, ধীরগণ তাঁহাকে 'মুনি' নামে অভিহিত করেন।

২২১. অঞ্ঞায লোকং পরমত্থদস্সিং, ওঘং সমুদ্দং অতিতরিয তাদিং,
তং ছিন্নগন্থং অসিতং অনাসবং, তং বাপি ধীরা মুনি বেদযন্তি। ১৩

অনুবাদ : লোকজ্ঞ, পরমার্থ দর্শনকারী, তৃষ্ণাস্রোত ও সমুদ্র অতিক্রমকারী, ছিন্নগ্রন্থি, স্বাধীন ও অনাসব, সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণ 'মুনি' বলিয়া থাকেন।

২২২. অসমা উভো দূরবিহারবুত্তিনো, গিহী[১] দারপোসী, অমমো চ সুব্বতো;
পরপাণরোধায গিহী অসঞ্ঞতো, নিচ্চং মুনি রক্খতি পাণিনে[২] যতো। ১৪

অনুবাদ : অসমানভাবে জীবিকা নির্বাহকারী দুইজন মানুষ, নানান স্বভাববিশিষ্ট একজন স্ত্রী পোষণকারী গৃহী এবং অপরজন স্বার্থহীন ব্যক্তি; অপরের প্রাণবধকারী গৃহী অসংযত হয়; কিন্তু সংযত মুনি নিত্য অপরের প্রাণ রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন।

২২৩. সিখী যথা নীলগীবো[৩] বিহঙ্গমো, হংসস্স নোপেতি জবং কুদাচনং,
এবং গিহী নানুকরোতি ভিক্খুনো,
মুনিনো বিবিত্তস্স বনম্হি ঝাযতোতি। ১৫

অনুবাদ : নীলগ্রীব শিখীপক্ষী যেমন হাঁসের সহিত তুলনীয় হয় না, তেমনি এইরূপ গৃহীলোকও কিছুতেই নির্জন বনে ধ্যানরত মুনি বা ভিক্ষুর সমশ্রেণিভুক্ত হয় না।

মুনি সূত্র সমাপ্ত।

উরগ বর্গ প্রথম সমাপ্ত ॥

---

[১] গিহি (ক)

[২] পাণিনো (সী)

[৩] নীলগিবো (স্যা)

তস্সুদ্দানং

উরগো, ধনিযা, চেব, বিসাণং চ তথা কসি,
চুন্দো, পরাভবো চেব বসল, মেত্ত ভাবনা।
সাতাগিরো, আলবকো, বিজযো চ তথা মুনি,
দ্বাদসে তানি সুত্তানি উরগ বগ্গোতি বুচ্চতী'তি।

---

২. চূলবগ্গ—ক্ষুদ্র বর্গ

১. রতন সুত্তং—রতন সূত্র

উৎপত্তি কথা

ভগবান বুদ্ধের সময় বৈশালী খুবই সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। সকল প্রকার উপভোগ্য ও পরিভোগ্য ধনসম্পদে পরিপূর্ণ বৈশালীতে কালের কুটিল গতিতে একপর্যায়ে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ফলে, শস্যক্ষেত্রের নাশ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি নামিয়া আসিল। সহায় সম্বলহীন অনেক দরিদ্র লোক মরিয়া গেল। অবশেষে এতই বেশি লোক মারা যাইতে লাগিল যে, মৃত দেহের সৎকার করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সেই মরা-পঁচা-গলিত মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি হইল আর মৃতদেহের ভীষণ দুর্গন্ধ পাইয়া প্রেত-পিশাচাদি আসিয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কাজেই দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্য উৎপাতের ভয়ে ভীত বৈশালীর জনগণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসহ্য দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল। কিন্তু রাজাও তাহাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। এই বিপদকালে বৈশালীবাসীরা হঠাৎ ভগবান বুদ্ধের কথা স্মরণ করিল। তখন বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন।

অতঃপর তাহারা সৈন্যবাহিনীসহ প্রচুর উপঢৌকন দিয়া দুইজন লিচ্ছবি কুমারকে বিম্বিসার রাজার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ইহাতে উপায়ান্তর না দেখিয়া লিচ্ছবি কুমারদ্বয় স্বয়ং বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি বৈশালীতে গমন করিলে ওই স্থানের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। কাজেই তিনি লিচ্ছবিদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তারপর বুদ্ধ বৈশালীতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত গমন করিলেন অনেক ভিক্ষুসংঘ। পূজনীয় আনন্দ স্থবিরও ছিলেন ওই ভিক্ষুদের মধ্যে। গঙ্গানদী পার হইয়া বুদ্ধ বৈশালী নগরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে পঁচা-গলিত মৃতদেহসমূহ পানির সহিত পরিষ্কারভাবে ভাসিয়া গেল; দূষিত বাতাসও পরিষ্কার হইল। তখন ভগবান আনন্দ স্থবিরের নিকট রতনসূত্র প্রকাশ করিয়া লিচ্ছবি রাজকর্মচারীদের সহিত নগরের ভিতর পরিভ্রমণপূর্বক অধিবাসীদের রক্ষাকবচ হিসাবে ওই সূত্র আবৃত্তি করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে আনন্দ স্থবির সূত্র আবৃত্তি করিতে করিতে

নগরপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সাথে সাথে বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্র হইতে পবিত্র জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আনন্দ স্থবির সূত্র আবৃত্তি আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নগরাশ্রিত প্রেত-পিশাচাদি অপদেবতাগণ ভয়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। মহামারীও উপশম হইল। তারপর নগর পরিভ্রমণ শেষ করিয়া আনন্দ স্থবির নগরবাসীদের প্রাণ রক্ষা করিয়া সভা মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্ধ শিষ্যবর্গের সহিত সেখানে আনন্দকে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আনন্দ স্থবির শিষ্যসহ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলে বুদ্ধ আবার সমবেত জনসাধারণের সম্মুখে রতনসূত্র ঘোষণা করিলেন।

নিদানং

পণিধানতো পট্‌ঠায তথাগতস্‌স দস পারমিযো, দস উপপারমিযো, দস পরমত্থ-পারমিযো'তি। সমতিংস পারমিযো পঞ্চমহাপরিচ্চাগে লোকত্থ-চরিযং ঞাতত্থচরিযং বুদ্ধত্থচরিযন্তি তিস্‌সো চরিযাযো; পচ্ছিমভবে গব্‌ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্‌খমনং, পধানচরিযং বোধিপল্লঙ্কে মার-বিজযং সব্বঞ্‌ঞূতা ঞাণপটিবেধং ধম্মচক্ক-পবত্তনং নবলোকুত্তর ধম্মে'তি, সব্বেপি মে বুদ্ধগুণে আবজ্জেত্বা বেসালিযাপুরে তিসু পাকারন্তরেসু তিযাম রত্তিং পরিত্তং করন্তো আযস্মা আনন্দত্থেরো বিয কারুঞ্‌ঞ চিত্তং উপট্‌ঠাপেত্বা।

অনুবাদ : ভগবান বুদ্ধ প্রণিধান হইতে (অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর অমরাবতী নগরে সুমেধ তাপসকালে বুদ্ধ হইবার জন্য দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে) তথাগতের দশপারমিতা (দশ প্রকার বোধিজ্ঞান লাভের উপায় কর্মের পূর্ণতা) দশ উপপারমিতা, দশ প্রকার পরমার্থ পারমিতা (যথা—পুত্র, স্ত্রী ও জীবন দান ইত্যাদি) এই দান পারমী, দান উপপারমী ও দান পরমার্থ পারমী দ্বারা গুণ করিলে ত্রিশ প্রকার পারমিতা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জীবন, ধন রাজ্য ও স্ত্রী-পুত্র এই পঞ্চ মহাদান, লোকার্থচর্যা (জগতের হিতাচরণ), জ্ঞাত্যর্থচর্যা (জ্ঞাতিদের হিতাচরণ), বুদ্ধার্থচর্যা (বুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাচরণ)—এই তিন প্রকার চর্যা, শেষ জন্মে মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্ম, অভিনিষ্ক্রমণ (সংসার ত্যাগ), প্রধানচর্যা (তপশ্চরণ), বোধিপালঙ্কে মারবিজয়, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন ও নব লোকোত্তর (স্রোতাপত্তিয়াদি চারিমার্গ ও চারিফল এবং নির্বাণসহ নয় প্রকার) ধর্মসহ এই সকল বুদ্ধগুণাবলী মনে করিয়া স্মৃতিসহকারে বৈশালী নগরের প্রাচীরত্রয়ের মধ্যে রাত্রির ত্রিযামকালে আনন্দ স্থবিরের ন্যায় করুণার্দ্র চিত্তে পরিত্রাণ পাঠ আরম্ভ হইতেছে।

কোটিসত সহস্‌সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্‌সানম্পটিগ্‌গন্‌হন্তি যঞ্চ বেসালিযা পুরে;
রোগামনুস্‌স দুব্‌ভিক্‌খ সম্ভূতন্তিবিধং ভযং,
খিপ্পমন্তর ধাপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ : শত-সহস্র-লক্ষ-কোটি চক্রবালবাসী দেবতাগণ যেই পরিত্রাণের আজ্ঞা, আদেশ প্রতিগ্রহণপূর্বক পালন করেন এবং যেই পরিত্রাণের প্রভাবে বৈশালী নগরে দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্য—এই তিন প্রকার ভয় শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।

২২৪. যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি[১] বা যানিব অন্তলিক্‌খে;
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু,
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং। ১

অনুবাদ : ভূমিবাসী বা আকাশবাসী (স্বর্গবাসী) যেই সকল প্রাণীগণ এখানে সমাগত হইয়াছ, তোমরা সকলেই আনন্দিত হও। অতঃপর আমার কথা উত্তমরূপে শ্রবণ কর।

২২৫. তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে,
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায;
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং,
তস্মা হি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা। ২

অনুবাদ : যেহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ অতিশয় দুর্লভ। তাই তোমরা সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। মানুষেরা দিনরাত তোমাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করিতেছে। তোমরাও তাহাদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হইয়া অপ্রমত্তভাবে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

২২৬. যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পণীতং;
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৩

অনুবাদ : ইহলোকে (মনুষ্যলোক) বা নাগসুপর্ণাদি ভবনে যেই সমস্ত মূল্যবান রত্নাদি যা কিছু বিত্ত বা সম্পত্তি আছে, অথবা স্বর্গে যা কিছু পরম

[১] ভূমানি (ক)

রত্ন রহিয়াছে, তাহাদের কোনটিই তথাগত বুদ্ধের সমান সমতুল্য নহে। এই সকল রত্ন হইতে বুদ্ধ রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্য দ্বারা জগতের শুভ হোক।

২২৭. খযং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্ঝগা সক্যমুনি সমাহিতো;
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৪

অনুবাদ : আর্য-মার্গ-সমাধি দ্বারা সমাহিত চিত্ত শাক্যমুনি বুদ্ধ লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয় করিয়া বিরাগ ও অনুপম নির্বাণামৃত পান করিয়াছেন বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন, বুদ্ধের এই অধিগত ধর্মের তুল্য অন্য কোনো ধর্ম নাই। এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা শুভ হোক।

২২৮. যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণযী সুচিং,
সমাধি মানন্তরিকঞ্‌ঞমাহু;
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৫

অনুবাদ : বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি সমাধির প্রশংসা করিয়াছেন, যাহার ফল দূরে নহে, তাহার সমান অন্য কোনো সমাধি বিদ্যমান নাই। এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা শুভ হোক।

২২৯. যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠ সতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি;
তে দক্‌খিণেয্যা সুগতস্‌স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৬

অনুবাদ : যে অষ্টবিধ আর্যপুদ্গলকে[১] বুদ্ধাদি সৎপুরুষেরা প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে চারিযুগল; সুগতের সেই শ্রাবকগণ দক্ষিণার যোগ্য পাত্র। সেই পুণ্যক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল লাভ হয়।

[১] (১) যিনি স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন, (২) যিনি উহার ফল লাভ করিয়াছেন, (৩) যিনি সকৃদাগামীমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন, (৪) যিনি উহার ফল লাভ করিয়াছেন, (৫) যিনি অনাগামীমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন, (৬) যিনি উহার ফল লাভ করিয়াছেন, (৭) যিনি অর্হত্ত্বমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন এবং (৮) যিনি উহার ফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।

সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন; এই সত্যবাক্যের দ্বারা শুভ হোক।

২৩০. যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন,
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি;
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্হ,
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং[১] ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৭

অনুবাদ : যাঁহারা গৌতম বুদ্ধের শাসনে স্থিরচিত্তে অবস্থিত, সেই নিষ্কাম পুরুষগণ অমৃত জলে অবগাহন করিয়া বিনামূল্যে লব্ধ নির্বাণ শান্তি ভোগ করিতেছেন। সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন; এই সত্যবাক্যের দ্বারা শুভ হোক।

২৩১. যথিন্দখীলো পঠবিস্সিতো[২] সিযা,
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো;
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যে অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৮

অনুবাদ : ভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (স্তম্ভ) যেমন চারিদিকের প্রবল বাতাসেও কম্পিত হয় না, তেমন যিনি চারি আর্যসত্য যথার্থভাবে দর্শন করিয়াছেন, সেই সৎপুরুষকে ইন্দ্রখীলের ন্যায় বলিতেছি। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন; এই সত্যবাক্যের দ্বারা শুভ হোক।

২৩২. যে অরিযসচ্চানি বিভাবযন্তি,
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানি;
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা,
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ৯

অনুবাদ : গভীর প্রজ্ঞাবান ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উত্তমরূপে প্রকাশিত চারি আর্যসত্য যাঁহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রমাদ বহুল হইলেও আটবারের অধিক সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন না। এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ হোক।

---

[১] নিব্বুতি (ক)

[২] পঠবিস্সিতো (ক-সী)। পঠবিংসিতো (ক-সী-স্যা-কং-ই)

২৩৩. সহা'বস্‌স দস্‌সন সম্পদায়,[১]
তযস্‌সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি;
সক্কাযদিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ,
সীলব্বতং বা'পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহ'পাযেহি চ বিপ্পমুত্তো,
ছ চ্চাভিট্‌ঠানানি[২] অভব্বো কাতুং।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। **১০**

অনুবাদ : দর্শন-সম্পদ (স্রোতাপত্তিফল) লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যাঁহাদের সৎকায়দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ ও সংশয়—এই তিনটি ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হইয়া থাকে; তাঁহারা চারি অপায় হইতে মুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ কর্ম সম্পাদন করেন না। সংঘরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হোক।

২৩৪. কিঞ্চাপি সো কম্ম[৩] করোতি পাপকং,
কাযেন বাচ উদ চেতসা বা।
অভব্বো[৪] সো তস্‌স পটিচ্ছাদায,[৫]
অভব্বতা দিট্‌ঠপদস্‌স বুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। **১১**

অনুবাদ : স্রোতাপন্নাদি আর্যগণ কায়-বাক্য-মনের দ্বারা পাপকার্য করেন না। অগত্যা পাপ করিলেও তাহা গোপন রাখিতে পারেন না। কারণ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা গোপন করা অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সংঘরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব; এই সত্যবাক্যের প্রভাবে জগতের শুভ মঙ্গল হউক।

২৩৫. বনপ্পগুম্বে যথা[৬] ফুস্‌সিতগ্‌গে,
গিম্‌হান মাসে পঠমস্মিং[১] গিম্‌হে;

---

[১] সহাবসদ্দস্‌সনসম্পদায (ক)
[২] ছ চাভিঠানানি (সী-স্যা)
[৩] কম্মং (সী-স্যা-কং-ই)
[৪] অভব্বো (বহুসু)
[৫] পটিচ্ছাদায (সী)
[৬] যথা (সী-স্যা)

তথূপমং ধম্মবরং অদেসযি,[২]
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ১২

অনুবাদ : গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসে (চৈত্রমাসে) বনের বৃক্ষলতাদিতে বনজ পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইলে যেমন বনভূমি অতিশয় শোভা ধারণ করে, তেমন (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাপুষ্পের দ্বারা সুশোভিত) নির্বাণদায়ী শ্রেষ্ঠ ধর্মরত্ন ভগবান বুদ্ধ জীবজগতের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সত্যবাক্যে জগতের শুভ মঙ্গল হউক।

২৩৬. বরো বরঞ্‌ঞূ বরদো বরাহরো,
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযি;
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ১৩

অনুবাদ : বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ), বরদ (বিমুক্তি শান্তি দাতা), বরাহর বা সন্মার্গ নির্দেশকারী ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর নৈর্বানিক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধ-রত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সত্যবাক্যে জগতের শুভ মঙ্গল হউক।

২৩৭. খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং;
তে খীণবীজ অবিরূল্‌হিছন্দা,
নিব্বন্তি ধীরা যথা'যং[৩] পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু। ১৪

অনুবাদ : মার্গজ্ঞান দ্বারা ক্ষীণাস্রবগণের পুরাতন কর্ম (রাগ, হিংসা, অজ্ঞানতা) ক্ষীণ ও নূতন কর্ম উৎপত্তির হেতু বিদ্যমান থাকে না; ভবিষ্যৎ জন্ম গ্রহণের জন্যও তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। সেই কর্মবীজ ক্ষয় প্রাপ্ত,

---

[১] পঠমস্মি (?)
[২] অদেসযী (সী)
[৩] যথযং (ক)

অবৃদ্ধি-কর্মপরায়ণ ধীরগণ নির্বাপিত প্রদীপের[১] ন্যায় নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। সংঘরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সত্যবাক্যে জগতের শুভ মঙ্গল হউক।

২৩৮. যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌স পূজিতং,
বুদ্ধং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু। ১৫

অনুবাদ : তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সকল প্রাণী সমবেত হইয়াছ; এস, সকলে একত্রিতভাবে দেব-মানব পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কার কর্মের প্রভাবে সকলের শুভ মঙ্গল হউক।

২৩৯. যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌স পূজিতং,
ধম্মং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু। ১৬

অনুবাদ : ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সকল প্রাণী সমবেত হইয়াছ, এস, সকলে একত্রিতভাবে দেব-মানব পূজিত তথাগতের ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কার কর্মের প্রভাবে সকলের শুভ মঙ্গল হউক।

২৪০. যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌স পূজিতং,
সজ্ঝং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু। ১৭

অনুবাদ : ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সকল প্রাণী সমবেত হইয়াছ, সকলে একত্রিতভাবে দেব-মানব পূজিত তথাগতের শ্রাবক সংঘকে নমস্কার করি। এই নমস্কার কর্মের প্রভাবে সকলের শুভ মঙ্গল হউক।

রতন সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] যখন সূত্র আবৃত্তি করা হইতেছিল, তখন নগরে অধিষ্ঠাতা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হইয়াছিল। সেই 'অযং বা এই' প্রদীপের উপমাটি গ্রহণ করিয়া নির্বাণের স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ওই প্রদীপ তৎক্ষণেই নির্বাপিত হইয়াছিল।

২. আমগন্ধ সুত্তং—আমগন্ধ সূত্র

২৪১. সামাকচিঙ্গূলকচীনকানি চ, পত্তপ্‌ফলং মূলফলং গবিপ্‌ফলং,
ধম্মেন লদ্ধং সতমস্নমানা,[১] ন কামকামা অলিকং ভণন্তি। ১

অনুবাদ : ধর্মত লব্ধ সামক, চিঙ্গুলক, চিনকাদি পত্রফল, মূলফল এবং গবিফলাদি নানা প্রকার ফলভোজী ব্যক্তি মিথ্যাকামাচার সম্পর্কিত কথা বলিবে না।

২৪২. যদস্নমানো সুকতং সুনিট্‌ঠিতং, পরেহি দিন্নং পযতং পণীতং,
সালীনমন্নং পরিভুঞ্জমানো, সো ভুঞ্জসী কস্‌সপ আমগন্ধং। ২

অনুবাদ : "হে কাশ্যপ, যে পরদত্ত সুকৃত, সুসমাপ্ত, উত্তম শালী, তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত অন্ন আহারও পরিভোগ করে, সে আমগন্ধ ভোজী।"

২৪৩. "ন আমগন্ধো মম কপ্পতী"তি, ইচ্চেব ত্বং ভাসসি ব্রহ্মবন্ধু;
সালীনমন্নং পরিভুঞ্জমানো, সকুন্তমংসেহি সুসঙ্খতেহি।
পুচ্ছামি তং কস্‌সপ এতমত্থং, কথং পকারো তব আমগন্ধো। ৩

অনুবাদ : তুমি ইচ্ছা করেই নিজেকে ব্রহ্মবন্ধু বলো। এবং আমগন্ধ তোমার পরিভোগ্য নহে বলিয়া থাক। অথচ উত্তমরূপে পাক করা পাখীর মাংস তুমি শালী অন্নযোগে পরিভোগ কর। তাই হে কাশ্যপ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার আমগন্ধ কী প্রকার?

২৪৪. পাণাতিপাতো বধছেদবন্ধনং, থেয্যং মুসাবাদো নিকতি বঞ্চনানি চ;
অজ্ঝেন কুত্তং[২] পরদার সেবনা, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ৪

অনুবাদ : প্রাণিহত্যা, বধ, ছেদন, বন্ধন, চুরি, মিথ্যাকথা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, কুৎসিৎ অধ্যয়ন, পরদার সেবন—ইহাই আমগন্ধ; মাংস ভোজন (আমগন্ধ) নহে।

২৪৫. যে ইধ কামেসু অসঞ্ঞতাজনা, রসেসু গিদ্ধা অসুচিভাবমস্‌সিতা[৩];
নত্থিকদিট্‌ঠী বিসমা দুরন্নযা, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ৫

অনুবাদ : এই জগতে যাহারা কামভোগে অসংযত জন; রসাস্বাদে অত্যাসক্ত, অশুচিভাবাশ্রিত, নাস্তিকবাদী বা মিথ্যাদৃষ্টিক, বিষম অর্থাৎ কায়কর্মাদিতে দুষ্টভাব সমন্বিত এবং ভ্রান্ত পথানুসারী, তাহারাই আমগন্ধবাদী বা পঁচাগন্ধ শ্রেণিভুক্ত হয়। মাংসভোজীরা নহে।

---

[১] সতমসমানা (সী-ই)। সতমস্‌সমানা (স্যা-কং)

[২] অজ্ঝেন কুজ্জং (সী-ই)

[৩] অসুচীকধিস্‌সিতা (সী-স্যা-কং-ই)

২৪৬. যে লূখসা দারুণা পিট্ঠিমংসিকা,[১] মিত্তদ্দুনো নিক্করুণা'তিমানিনো;
অদানসীলা ন চ দেন্তি কস্সচি, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ৬

অনুবাদ : যাহারা নিষ্ঠুর, কর্কশ, পীঠের মাংস খাদক (পেছনে নিন্দাকারী), মিত্রদ্রোহী, দয়াহীন, অতি অহংকারী; যাহারা অদানশীল, কাহাকেও কিছুই দান করে না—তাহারাই আমগন্ধী; মাংসভোজীরা নহে।

২৪৭. কোধো মদো থম্ভো পচ্চুপট্ঠাপনা[২] মাযা উসূযা ভস্সসমুস্সযো চ;
মানাতিমানো চ অসব্ভি সন্থবো, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ৭

অনুবাদ : ক্রোধী, উন্মত্ত, অহংকারী, অবাধ্য, প্রত্যুত্থান বা সম্মান প্রদর্শনে অনীহা, মায়াবী, ঈর্ষাকাতর, অনর্থক নিন্দাকারী, সম্প্রলাপ বা বাজে কথাভাষী, অভিমানী, আত্মপ্রশংসাকারী, অসতের সহিত সহবাসকারী—তাহারাই আমগন্ধী; মাংসভোজীরা নহে।

২৪৮. যে পাপসীলা ইণঘাতসূচকা, বোহারকূটা ইধ পাটিরূপিকা,
নরাধমা যেধ করোন্তি কিব্বিসং, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ৮

অনুবাদ : এই জগতে যাহারা পাপকার্যে লিপ্ত, ঋণ পরিশোধে বিমুখ, নিন্দাকারী, মিথ্যা জীবিকাধারী, প্রবঞ্চনাকারী, নরাধম এবং অমঙ্গল কার্যকারী, তাহারাই আমগন্ধী; মাংসভোজীরা নহে।

২৪৯. যে ইধ পাণেসু অসঞ্ঞতা জনা, পরেসমাদায বিহেসমুয্যুতা;
দুস্সীলা লুদ্ধা ফরুসা অনাদরা, এসামগন্ধো; ন হি মংসভোজনং। ৯

অনুবাদ : যাহারা প্রাণীদের প্রতি লোভবশত প্রাণসংহারকারী, বিরুদ্ধচারী, নিত্য অমঙ্গলাচরণে নিরত থাকে এবং মৃত্যুর পর অন্ধকারপূর্ণ স্থানে গমনপূর্বক অধোশির হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে—তাহারাই আমগন্ধী; মাংসভোজীরা নহে।

২৫০. এতেসু গিদ্ধা বিরুদ্ধাতি পাতিনো, নিচ্চুয্যুতা পেচ্চ তমং বজন্তি যে;
পতন্তি সত্তা নিরযং অবংসিরা, এসামগন্ধো ন হি মংসভোজনং। ১০

অনুবাদ : উক্ত প্রাণীদের মধ্যে যাহারা লোভাধীন, বিরুদ্ধাচারী, হিংসাপরায়ণ, নিত্য অমঙ্গলাচরণে সংযুক্তমন, মরণের পর যাহারা অন্ধকারপূর্ণ স্থানে গমনপূর্বক অধোশির হইয়া নরকে পতিত হয়—তাহারাই আমগন্ধী; মাংসভোজীরা নহে।

২৫১. ন মচ্ছমংসান' মনাসকত্তং,[৩] ন নগ্গিযং ন মুণ্ডিযং জটাজল্লং;

---

[১] যে লূখরসা দারুণা পরপিট্ঠিমংসিকা (ক)

[২] পচ্চুট্ঠাপনা চ (সী-স্যা)

[৩] ন মচ্ছমংসং ন অনাসকত্তং (সী-অট্ঠ-মূলপাঠো)। ন মচ্ছমংসানানা সকত্তং (স্যা-ক)

খরাজিনানি নাগ্‌গিহুত্তস্‌সুপসেবনা,যে বাপি লোকে অমরা বহু তপা।
মন্তাহুতি যঞ্‌ঞমুতূ পসেবনা, সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণকঙ্খং। ১১

অনুবাদ : মাছ, মাংস হইতে বিরতি, নগ্নতা, মুণ্ডন, জটাজালধারণ, মল, অমসৃণ চর্ম, যজ্ঞাগ্নির পূজা, বহু অমর কৃচ্ছ্রাদি, মন্ত্রাহুতি, যজ্ঞ, ঋতু উৎসব—এই সকল আচরণ করেও যে মানুষের সন্দেহ দূর হয় নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা যায় না।

২৫২. সাতেসু[১] গুত্তো বিদিতিন্দ্রিযো চরে, ধম্মে ঠিতো অজ্জবমদ্দবে রতো;
সঙ্গাতিগো সব্বদুক্‌খপ্‌পহীনো,ন লিপ্‌পতি[২] দিট্‌ঠসুতেসু ধীরো।১২

অনুবাদ : ধীর ব্যক্তি শ্রোত্রে গুপ্তদ্বার হইয়া, ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়া বিচরণ করেন। ধর্মে স্থিত, সরল, মৃদু, অনাসক্ত হইয়া সকল দুঃখ প্রহীণ করিয়া তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে লিপ্ত হন না।”

২৫৩. ইচ্চেতমত্থং ভগবা পুনপ্‌পুনং, অক্‌খাসি নং[৩] বেদযি মন্তপারগূ;
চিত্রাহি গাথাহি মুনী পকাসযি, নিরামগন্ধো অসিতো দুরন্নযো। ১৩

অনুবাদ : ভগবান পুনঃপুন এই বিষয়ে উপদেশ দান করিলে, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ উহা বিদিত হইলেন। নিষ্কলঙ্ক, অনাসক্ত, দুর্বোধ্য মুনি বিভিন্ন গাথায় উহা প্রকাশ করিলেন।

২৫৪. সুত্বান বুদ্ধস্‌স সুভাসিতং পদং, নিরামগন্ধং সব্বদুক্‌খপ্‌পনূদনং;
নীচমনো বন্দি তথাগতস্‌স, তত্থেব পব্বজ্জমরোচযিত্থাতি। ১৪

অনুবাদ : ভগবান বুদ্ধের সুভাষিত, পবিত্র, সকল প্রকার দুঃখ ধ্বংসকারী ধর্মোপদেশ শুনিয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভূলুণ্ঠিত হইয়া নতশিরে তথাগতের বন্দনা করিয়া, সে মুহূর্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

আমগন্ধ সূত্র সমাপ্ত।

৩. হিরি সুত্তং—হ্রী (লজ্জা) সূত্র

২৫৫. হিরিং তরন্তং বিজিগুচ্ছমানং, তবাহমস্মিং[৪] ইতি ভাসমানং;
সয্হানি কম্মানি অনাদিযন্তং, নেসো মমন্তি ইতি নং বিজঞ্‌ঞা। ১

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি লজ্জা-ঘৃণা পরিহার করিয়া ‘আমিই তোমার সখা’ এইরূপ প্রকাশ করেন; এবং ধৈর্যসহকারে কার্য সম্পাদনে বিমুখ হন; সেই

---

[১] যো তেসু (ক)
[২] ন লিম্পতি (স্যা-কং-ক)
[৩] তং (সী-ই)
[৪] সখাহমস্মি (সী-স্যা-কং-ই)

ব্যক্তিকে এইরূপ জানিবে—"ইনি আমার প্রকৃত সখা বা কল্যাণকামী নহে।"

২৫৬. অনন্বযং[১] পিযং বাচং, যো মিত্তেসু পকুব্বতি,
অকরোন্তং ভাসমানং, পরিজানন্তি পণ্ডিতা। ২

অনুবাদ : যিনি মিত্রদের প্রতি প্রিয়বচন ব্যবহার করিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে অকর্মী (অমিত্র) কথাবিলাসী হিসেবে জানেন।

২৫৭. ন সো মিত্তো যো সদা অপ্পমত্তো, ভেদাসঙ্কী রন্ধমেবানুপস্সি;
যস্মিঞ্চ সেতি উরসীব পুত্তো, স বে মিত্তো যো পরেহি অভেজ্জো। ৩

অনুবাদ : যিনি সর্বদা প্রমাদ বহুল, পরস্পর ভেদকারী এবং পরের দোষান্বেষণ করেন, তিনি প্রকৃত মিত্র নহেন। মায়ের বুকে স্থিত পুত্রের মতো নির্ভয়ে যাহার সঙ্গে বাস করা যায়, যাহার মিত্রতা অন্যদের দ্বারা পৃথক হয় না, তিনিই একমাত্র প্রকৃত মিত্র।

২৫৮. পামুজ্জকরণং ঠানং, পসংসাবহনং সুখং,
ফলানিসংসো ভাবেতি, বহন্তো পোরিসং ধুরং। ৪

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখের দায়িত্ব বহনে সক্ষম, আনন্দদায়ক, প্রশংসা ও শান্তিময় স্থান (সুগতিভূমি) এবং ফলানিশংস প্রাপ্তির জন্য উপদেশদাতা হইয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

২৫৯. পবিবেক রসং পিত্বা, রসং উপসমস্স চ,
নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো, ধম্মপীতি রসং পিবন্তি। ৫

অনুবাদ : প্রবিবেক ও উপশমের মধুরতা আস্বাদন করিয়া যিনি ধর্মের প্রীতিরস পানে মগ্ন (থাকেন) তিনি নির্ভয় এবং নিষ্পাপ হন।

হ্রী সূত্র সমাপ্ত।

৪. মঙ্গল সুত্তং—মঙ্গল সূত্র

নিদানং

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তযিংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং;
দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপ বিনাসনং,
সব্বলোক হিতত্থায মঙ্গলং তং ভণাম হে।

অনুবাদ : বারো বৎসর যাবৎ দেব-মনুষ্যগণ যে মঙ্গলের বিষয় চিন্তা

[১] অত্থন্বযং (ক)

করিয়াও কিসে মঙ্গল হয় তাহা জানিতে পারেন নাই; সর্বপাপ বিনাশক সেই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেবাতিদেব বুদ্ধকর্তৃক সকল লোকের হিত-সুখের জন্য দেশিত হইয়াছে। সেই মঙ্গলসমূহ আমরা আবৃত্তি করিতেছি।

সুত্তং

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরের সমীপে জেতবনোদ্যানে অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর অন্যতর দেবতা স্বীয় দিব্য দেহপ্রভায় সমস্ত জেতবন আলোকিত করিয়া রাত্রির শেষ যামে যেখানে ভগবান ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই দেবতা ভগবানকে গাথায় বলিলেন :

২৬০. "বহূ দেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তযুং ,
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং। ১

অনুবাদ : প্রভু, বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। অতএব, আপনি দেব-মানবের প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেই উত্তম মঙ্গলসমূহ বলুন।

দেবতার প্রার্থনায় ভগবান বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন :

২৬১. অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনেয্যানং,[১] এতং মঙ্গলমুত্তমং। ২

অনুবাদ : মূর্খ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানীলোকের সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা—এই তিন প্রকার কর্ম করাই উত্তম মঙ্গল।

২৬২. পতিরূপ দেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি[২] চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৩

অনুবাদ : ধর্মত জীবন-যাপনের উপযোগী প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

---

[১] পূজনীযানং (সী-স্যা-কং-ই)

[২] অত্তসম্মাপণীধী (কত্থচি)

২৬৩. বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৪

অনুবাদ : নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা, পাপ জীবিকা পরিহারপূর্বক নানাবিধ সৎ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা; কায়-বাক্য-মনে সংযত ও ধর্ম-বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৬৪. মাতা-পিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৫

অনুবাদ : মাতাপিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের যথাযথ ভরণপোষণ করা; অকুশলকর্ম পরিহারপূর্বক সৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৬৫. দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৬

অনুবাদ : দান দেওয়া ও কায়-মন-বাক্যে ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের হিতসাধন করা, অবদ্য বা নিষ্পাপ কার্য সম্পাদন করা এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৬৬. অরতী বিরতী পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৭

অনুবাদ : কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মদ্যপানে সংযম ও অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৬৭. গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্ঠি চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মস্সবনং,[১] এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৮

অনুবাদ : গৌবনীয় ব্যক্তিগণের গৌরব করা, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণ করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৬৮. খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৯

অনুবাদ : জগতের সকল প্রাণীর প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া, আদেশ পালনে সুবাধ্য হওয়া, তৃষ্ণাক্ষয়ী অর্হৎ ও শীলগুণে বিমণ্ডিত শ্রমণগণকে দর্শন করা এবং যথাসময়ে সদ্ধর্মালোচনা করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

---

[১] ধম্মস্সবনং (কত্থচি) ধম্মসবনং (সী-ক)

২৬৯. তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং,
নিব্বানসচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ১০

অনুবাদ : লোভ, হিংসা, অজ্ঞান ইত্যাদি অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় করিতে তপশ্চর্যা করা ও কামাদি মৈথুন সেবন হইতে বিরত ব্রহ্মচর্য পালন করা। চতুরার্যসত্যসমূহ দর্শন করা এবং পরমশান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৭০. ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ১১

অনুবাদ : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ—এই আট প্রকার লোকধর্মে কম্পিত না হইয়া অবিচলিত থাকা, প্রিয়জনের বিয়োগে ও অপ্রিয়জনের সংযোগে শোকগ্রস্ত না হওয়া এবং বিরজ বা নির্মল ও মোক্ষমার্গ (নির্বাণ) লাভ করা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

২৭১. এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তম'ন্তি।

অনুবাদ : হে দেবপুত্র, এইরূপ মঙ্গলজনক কার্যাদি আচারণ, প্রতিপালন, কর্ম সম্পাদন করিয়া দেব-মানবগণ জয়লাভ করে; এবং ইহপর কালেও সর্বত্রই পরম সুখ-শান্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া অবধারণ কর।

মঙ্গল সূত্র সমাপ্ত।

৫. সূচিলোম সুত্তং—সূচিলোম সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা গযাযং বিহরতি টঙ্কিতমঞ্চে সূচিলোমস্স যক্খস্স ভবনে। তেন খো পন সমযেন খরো চ যক্খো, সূচিলোমো চ যক্খো ভগবতো অবিদূরে অতিক্কমন্তি। অথ খো খরো যক্খো সূচিলোমং যক্খং এতদবোচ "এসো সমণো"তি। নেসো সমণো, সমণকো এসো, যাবাহং জানামি[১] "যদি বা সো সমণো,[২] যদি বা সো সমণকো"তি[৩]।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান গয়ায় সূচিলোম যক্ষের ভবনে পাথরমঞ্চে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় খর যক্ষ এবং

---

[১] যাব জানামি (সী-ই)
[২] যদি বা সমণো (স্যা)
[৩] যদি বা সমণকোতি (সী-স্যা-ই)

সূচিলোম যক্ষ ভগবানের অবস্থিতি স্থানের নিকট দিয়া গমন করিল। তৎপরে খর যক্ষ সূচিলোম যক্ষকে বলিল, 'এই ব্যক্তি কি শ্রমণ?'

"এই ব্যক্তি শ্রমণ নহে, শ্রমণক মাত্র; যাহাই হউক, সে শ্রমণ কিম্বা শ্রমণক তাহা আমি অনুসন্ধান করিব।"

অথ খো সূচিলোমো যক্খো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো কাযং উপনামেসি। অথ খো ভগবা কাযং অপনামেসি। অথ খো সূচিলোমো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ—"ভাযসি মং সমণা"তি। "ন খ্বাহং তং আবুসো ভাযামি, অপি চ তে সম্ফস্সো পাপকো"তি।

অনুবাদ : অতঃপর সূচিলোম যক্ষ যেখানে ভগবান ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার এত নিকটে গমন করিল যে, তাহার দেহ ভগবানের দেহকে স্পর্শ করিল। তখন ভগবান সরিয়া গেলেন। ইহার পর সূচিলোম যক্ষ ভগবানকে বলিল।

"শ্রমণ, তুমি আমাকে ভয় করিতেছ?"

"বন্ধু, আমি তোমাকে ভয় করি না, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করা তোমার পক্ষে পাপজনক।

পঞ্হং তং সমণ পুচ্ছিস্সামি। সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি, চিত্তং বা তে খিপিস্সামি, হদযং বা তে ফালেস্সামি, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গায খিপিস্সামীতি।

অনুবাদ : "শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি যদি উত্তর না দাও, তাহা হইলে তোমার চিত্তকে উন্মত্ত করিব, অথবা তোমার হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিব কিংবা দুই পায়ে ধরিয়া তোমাকে নদীর অপর তীরে নিক্ষেপ করিব।"

ন খ্বাহং তং আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেব মনুস্সায যো মে চিত্তং বা খিপেয্য, হদযং বা ফালেয্য, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গায খিপেয্য। অপি চ ত্বং আবুসো পুচ্ছযদাকঙ্খসীতি। অথ খো সূচিলোমো যক্খো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : "আবুস, দেব ও মনুষ্যলোকে, মার ও ব্রহ্মলোকে, বর্তমান শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকুলে, দেব ও মানবগণের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমার চিত্তকে উন্মত্ত করিতে পারে, আমার হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে কিম্বা আমার পায়ে ধরিয়া আমাকে নদীর অপর তীরে নিক্ষেপ করিতে পারে। তবুও, আবুস, যাহা ইচ্ছা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

তৎপরে সূচিলোম যক্ষ ভগবানকে গাথার সাহায্যে এরূপ ব্যক্ত করিল :

২৭২. রাগো চ দোসো চ কুতোনিদানা, অরতী রতী লোমহংসো কুতোজা?
কুতো সমুট্‌ঠায মনোবিতক্কা, কুমারকা ধঙ্কমিবোস্‌সজন্তি। ১

অনুবাদ : রাগ (কামাসক্তি) ও হিংসার মূল কোথায়? অরতি (বিরক্তিভাব), রতি (আসক্তি) এবং ভয় কোথায় হইতে উৎপন্ন? কোথা হইতে মনোবিতর্কসমূহ উৎপন্ন হইয়া মানুষকে উত্তেজিত করে? বালক দ্বারা যেমন কাক উত্যাক্ত হয়।"

২৭৩. রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা, অরতী রতি লোমহংসো ইতোজা,
ইতো সমুট্‌ঠায মনোবিতক্কা, কুমারকা ধঙ্কমিবোস্‌সজন্তি। ২

অনুবাদ : এই মন হইতে রাগ ও হিংসার উৎপত্তি। রতি, অরতি, ভয়ও এই মন হইতে উৎপন্ন হয়। এই মন হইতে মনোবিতর্কাদি উৎপন্ন হইয়া মানুষকে উত্তেজিত করে বা দুঃখ দিয়া থাকে; বালকের দ্বারা যেমন কাক উত্যক্ত হইয়া থাকে।

২৭৪. স্নেহজা অত্তসম্ভূতা, নিগ্রোধস্‌সেব খন্ধজা,
পুথূ বিসত্তা কামেসু, মালুবাব বিততাবনে। ৩

অনুবাদ : নিগ্রোধবৃক্ষে যেমন, কাণ্ডাদি গজায় সেরূপ তৃষ্ণাদিও স্বীয় চিত্তে উৎপন্ন হয়। মালুবালতা যেইরূপ বিস্তৃত বনাঞ্চলকে ঢাকিয়া রাখে; তদ্রুপ প্রবল আসক্তিপরায়ণ কামভোগী পৃথগ্‌জন বা অন্ধ ব্যক্তিদেরকেও তৃষ্ণায় জড়াইয়া রাখে।

২৭৫. যে নং পজানন্তি যতোনিদানং, তে নং বিনোদেন্তি সুণোহি যক্‌খ,
তে দুত্তরং ওঘমিমং তরন্তি, অতিণ্ণপুব্বং অপুনব্‌ভবাযা"তি। ৪

অনুবাদ : হে যক্ষ, শ্রবণ কর, যাঁহারা তৃষ্ণার উৎপত্তির স্থান সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন, তাঁহারা উহা দূরীভূত করেন; এবং পূর্বে অনতিক্রান্ত এই দুঃসাধ্য তৃষ্ণাস্রোতকে অতিক্রম করিয়া পুনর্জন্মকে ক্ষয় করিয়া থাকেন।

সূচিলোম সূত্র সমাপ্ত।

৬. কপিল সুত্তং (ধম্মচরিয সুত্তং)—কপিল সূত্র

২৭৬. ধম্মচরিযং ব্রহ্মচরিযং, এতদাহু বসুত্তমং,
পব্বজিতোপি চে হোতি, অগারা অনগারিযং। ১

অনুবাদ : আগার হইতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত ব্যক্তির একমাত্র সত্যধর্ম আচরণ এবং ব্রহ্মচর্য আচরণই এ জগতে সব চাইতে উত্তম।

২৭৭. সো চে মুখরজাতিকো, বিহেসাভিরতো মগো,
জীবিতং তস্‌স পাপিযো, রজং বড্‌ঢেতি অত্তনো। ২

অনুবাদ : যদি সে বাচাল স্বভাবের হয় ও পশুর ন্যায় হিংসায় নিরত থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবন অত্যন্ত পাপময় হয় এবং সে নিজেই নিজের কলুষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

২৭৮. কলহাভিরতো ভিক্খু, মোহ ধম্মেন আবুতো,
অক্খাতম্পি ন জানাতি, ধম্মং বুদ্ধেন দেসিতং। ৩

অনুবাদ : কলহাভিরত, মোহধর্মে আবৃত ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ও উপদিষ্ট ধর্মকে জানতে পারেন না।

২৭৯. বিহেসং ভাবিতত্তানং, অবিজ্জায পুরক্খতো,
সংকিলেসং ন জানাতি, মগ্গং নিরযগামিনং। ৪

অনুবাদ : নিজের ভাবিত আত্মার (চিত্তের) অনিষ্ট সাধন করিয়া, অবিদ্যার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সংক্লেশই (পাপই) যে নিরয়ে গমনের মার্গ (পথ), তাহা তিনি জানিতে পারেন না।

২৮০. বিনিপাতং সমাপন্নো, গব্ভা গব্ভং তমা তমং,
স বে তাদিসকো ভিক্খু, পেচ্চ দুক্খং নিগচ্ছতি। ৫

অনুবাদ : দুর্গতি লাভ করিয়া, গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে এবং অন্ধকার হইতে অন্ধকারে ধাবিত হইয়া সেই ভিক্ষু মরণের পর অবশ্যই দুঃখপূর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হন।

২৮১. গূথকূপো যথা অস্স, সম্পুণ্ণো গণবস্সিকো,
যো চ এবরূপো অস্স, দুব্বিসোধো হি সাঙ্গণো। ৬

অনুবাদ : যিনি বহু বৎসর যাবৎ মলপূর্ণ কূপের দুর্গন্ধের ন্যায় পাপ কার্যে রত, তিনি এইরূপ অন্যায় কার্যরূপ দুর্গন্ধ ত্যাগের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হইতে পারেন না।

২৮২. যং এবরূপং জানাথ, ভিক্খবো গেহনিস্সিতং,
পাপিচ্ছং পাপসঙ্কপ্পং, পাপ আচার গোচরং। ৭

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ, যাহাকে তোমরা গৃহস্থ জীবনের আশ্রিত, পাপেচ্ছা ও পাপসংকল্পপরায়ণ, পাপাচার প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া জানিবে,

২৮৩. সব্বে সমগ্গা হুত্বান, অভিনিব্বজ্জিযাথ[১] নং,
কারণ্ডবং[২] নিদ্ধমথ, কসম্বুং অপকস্সথ[৩]। ৮

অনুবাদ : সকলেই একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বিশেষভাবে বর্জন

---

[১] অভিনিব্বজ্জযাথ (সী-ই)

[২] কারুংব (স্যা-ক)

[৩] অবকস্সথ (সী-স্যা-ক)

করিবে। তুচ্ছ জিনিস ও আবর্জনা নিক্ষেপের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

২৮৪. ততো পলাপে[১] বাহেথ, অস্‌সমণে সমণমানিনে,
নিদ্ধমিত্বান পাপিচ্ছে, পাপ আচার গোচরে। ৯

অনুবাদ : তারপর, পাপেচ্ছার অধীন, পাপাচারগোচর-সম্পন্নকে বিতাড়িত করিয়া, শ্রমণ না হইয়াও যাহারা আপনাদিগকে শ্রমণ মনে করে, তাহাদিগকে ধূলি-ময়লার ন্যায় বর্জন করিবে।

২৮৫. সুদ্ধা সুদ্ধেহি সংবাসং, কপ্পযব্হো পতিস্‌সতা,
ততো সমগ্গা নিপকা, দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সথাতি। ১০

অনুবাদ : শুদ্ধ সহবাসে শুদ্ধি লাভ করিয়া, প্রয়োজনানুরূপ স্মৃতিমান হইয়া, সবাই একত্রিত ও জ্ঞানবান হইয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে।

কপিল সূত্র[২] সমাপ্ত।

৭. ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্তং—ব্রাহ্মণ ধার্মিক সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। অথ খো সম্বহুলা কোসলকা ব্রাহ্মণ মহাসালা জিণ্ণা বুড্‌ঢা মহল্লকা অদ্ধগত বযো অনুপ্পত্তা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্ন খো তে ব্রাহ্মণ মহাসালা ভগবন্তং এতদবোচুং "সন্দিস্‌সন্তি নু খো ভো গোতম এতরহি ব্রাহ্মণা পোরাণানং ব্রাহ্মণানং ব্রাহ্মণ ধম্মে"তি? "ন খো ব্রাহ্মণা সন্দিস্‌সন্তি এতরহি ব্রাহ্মণা পোরাণানং ব্রাহ্মণানং ব্রাহ্মণ ধম্মে"তি। সাধু নো ভবং গোতমো পোরাণানং ব্রাহ্মণানং ব্রাহ্মণধম্মং ভাসতু। সচে ভোতো গোতমস্‌স অগরূতি। তেন হি ব্রাহ্মণা সুণাথ সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্‌সামীতি। "এবং ভো"তি খো তে ব্রাহ্মণ মহাসালা ভগবতো পচ্চস্‌সোসুং। ভগবা এতদবোচ—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। ওই সময়ে কোশলের কিছু ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ-বার্ধক্যের শেষ অবস্থা প্রাপ্ত অবস্থায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনান্তে, তাঁহার সহিত মধুর

---

[১] পলাসে (ক)

[২] কপিল সুত্তং (ট্ঠ)

আনন্দদায়ক বাক্যালাপের পর একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তারপরে ওই ধনী ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে বলিলেন, "হে গৌতম, বর্তমান দিনের ব্রাহ্মণগণ কি প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকেন?"

'না, হে ব্রাহ্মণগণ, বর্তমান দিনের ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নিয়ম অনুসরণ করেন না।'

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, মাননীয় গৌতম, যদি বিশেষ কোনো অসুবিধা না থাকে তাহা হইলে আমাদের নিকট প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নিয়ম বর্ণনা করুন।'

ভগবান বলিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ, তাহা হইলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি বলিতেছি।'

'হ্যাঁ, ভবৎ গৌতম', বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ মহাশালগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর জানাইলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন :

২৮৬. "ইসযো পুব্বকা আসুং, সঞ্ঞতত্তা তপস্সিনো,
পঞ্চ কামগুণে হিত্বা, অত্তদত্থমচারিসুং। ১

অনুবাদ :পূর্বকালের ঋষিরা সংযতাত্মা ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহারা পঞ্চ কামগুণ ত্যাগ করিয়া নিজের মঙ্গলের অন্বেষণে রত থাকিতেন।

২৮৭. ন পসূ ব্রাহ্মণানা'সুং ন হিরঞ্ঞং ন ধানিযং,
সজ্ঝাযধনধঞ্ঞাসুং, ব্রহ্মং নিধিমপালযুং। ২

অনুবাদ : ব্রাহ্মণদের গবাদি পশু ছিল না, হিরণ্য বা ধান্যও ছিল না; সাধনাই ছিল তাঁহাদের ধনধান্য। তাঁহারা ব্রহ্মনিধিকে (মৈত্রী ভাবনানুযোগে উত্তমরূপে অবস্থান করাকে) অতি যত্নে পালন করিতেন।

২৮৮. যং নেসং পকতং আসি, দ্বারভত্তং উপট্ঠিতং,
সদ্ধাপকতমেসানং, দাতবে তদমঞ্ঞিসুং। ৩

অনুবাদ : যেই ভাত তাঁহাদের জন্য তৈয়ার করা হইত সেই ভাত দরজায় স্থাপন করা হইলে; তাঁহারা ওই শ্রদ্ধার দ্বারা তৈরিকৃত ভাত দান করিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

২৮৯. নানারত্তেহি বত্থেহি, সযনেহাবসথেহি চ,
ফীতা জনপদা রট্ঠা, তে নমস্সিংসু ব্রাহ্মণে। ৪

অনুবাদ : বিভিন্ন প্রদেশ ও সারা রাষ্ট্র হইতে ধনবানেরা নানাবর্ণ রঞ্জিত কাপড় শয্যোপকরণ এবং বাসস্থান দ্বারা ব্রাহ্মণদের পূজা করিতেন।

২৯০. অবজ্ঝা ব্রাহ্মণা আসুং, অজেয্যা ধম্মরক্খিতা,
ন নে কোচি নিবারেসি, কুলদ্বারেসু সব্বসো। ৫

অনুবাদ : ব্রাহ্মণেরা প্রাণিবধ করিতেন না, তাঁহারা অজেয় ও ধর্ম দ্বারা

রক্ষিত ছিলেন। যেখানে-সেখানে তাঁহাদের জন্য সকল ঘরের দরজা খোলা থাকিত।

২৯১. অট্ঠচত্তালীসং বস্সানি, (কোমার) ব্রহ্মচরিযং চরিংসু তে,
বিজ্জাচরণ পরিযেট্ঠিং, অচরুং ব্রাহ্মণা পুরে। ৬

অনুবাদ : তাঁহারা আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত কৌমার ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন।পূর্বকালের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা ও আদর্শ আচরণের অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিতেন।

২৯২. ন ব্রাহ্মণা অঞ্ঞমগমুং, নপি ভরিযং কিণিংসু তে,
সম্পিযেনেব সংবাসং, সঙ্গন্ত্বা সমরোচযুং। ৭

অনুবাদ : ব্রাহ্মণগণ পৃথক জাতি হইতে বিবাহ করিতেন না; তাঁহারা ভার্যাও ক্রয় করিতেন না। মিলনের পর একে অন্যে প্রীতিবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে বাস করাই তাঁহাদের রুচি ছিল।

২৯৩. অঞ্ঞত্র তম্হা সমযা, উতুবেরমণিং পতি,
অন্তরা মেথুনং ধম্মং, নাস্সু গচ্ছন্তি ব্রাহ্মণা। ৮

অনুবাদ : ঋতুকাল শেষের কাছাকাছি সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময় ব্রাহ্মণেরা মৈথুনধর্মে নিযুক্ত হইতেন না।

২৯৪. ব্রহ্মচরিযঞ্চ সীলঞ্চ, অজ্জবং মদ্দবং তপং,
সোরচ্চং অবিহিংসঞ্চ, খন্তিঞ্চাপি অবণ্ণযুং। ৯

অনুবাদ : তাঁহারা ব্রহ্মচর্য, শীল, সরলতা, নম্রতা, তপ, কোমলতা, অবিহিংসা (করুণা) ও ক্ষান্তির প্রশংসা করিতেন।

২৯৫. যো নেসং পরমো আসি, ব্রহ্মা দল্হ পরক্কমো,
স বাপি মেথুনং ধম্মং, সুপিনন্তেপি নাগমা। ১০

অনুবাদ : তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ স্বপ্নেও মৈথুনধর্মের সেবা করিতেন না।

২৯৬. তস্স বত্তমনুসিক্খন্তা, ইধেকে বিঞ্ঞুজাতিকা,
ব্রহ্মচরিযঞ্চ সীলঞ্চ খন্তিঞ্চাপি অবণ্ণযুং। ১১

অনুবাদ : এই জগতে কোনো কোনো জ্ঞানবান লোক তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য, শীল এবং ক্ষান্তির প্রশংসা করিতেন।

২৯৭. তণ্ডুলং সযনং বত্থং, সপ্পিতেলঞ্চ যাচিয,
ধম্মেন সমোধানেত্বা, ততো যঞ্ঞমকপ্পযুং। ১২

অনুবাদ : ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ঘৃত ও তৈল দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। (যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কখনই তাঁহারা গো হত্যা

করিতেন না)।

২৯৮. উপট্‌ঠিতস্মিং যঞ্‌ঞস্মিং, নাস্‌সু গাবো হনিংসু তে,
যথা মাতা পিতা ভাতা, অঞ্‌ঞে বাপি চ ঞাতকা।
গাবো নো পরমা মিত্তা, যাসু জাযন্তি ওসধা। ১৩

অনুবাদ : যজ্ঞসময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা গো হত্যা করিতেন না। বাস্তবিকই মাতা, পিতা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়ের ন্যায় গরুজাতি আমাদের পরম মিত্র স্বরূপ। উহাদের নিকট হইতে ঔষধের সৃষ্টি হয়।

২৯৯. অন্নদা বলদা চেতা, বণ্ণদা সুখদা তথা,[১]
এতমত্থবসং ঞত্বা, নাস্‌সু গাবো হনিংসু তে। ১৪

অনুবাদ : উহারা (গরুজাতি) অন্ন, বল, বর্ণ ও সুখদানকারী; ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা (ব্রাহ্মণেরা) কখনই গোহত্যা করিতেন না।

৩০০. সুখুমালা মহাকাযা, বণ্ণবন্তো যসস্‌সিনো,
ব্রাহ্মণা সেহি ধম্মেহি, কিচ্চাকিচ্চেসু উস্‌সুকা;
যাব লোকে অবত্তিংসু, সুখমোধিত্থ'যং পজা। ১৫

অনুবাদ : তাঁহারা সুকুমার, মহাকায়, বর্ণবান, যশস্বী ও স্বীয় গুণসম্পন্ন চরিত্রবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালনে আগ্রহপূর্ণ ছিলেন। যতদিন এই উচ্চ আদর্শধারী ব্রাহ্মণগণ জগতে বিদ্যমান (জীবিত) ছিলেন, ততদিন এই জাতি সুখসমৃদ্ধ ছিল।

৩০১. তেসং আসি বিপল্লাসো, দিস্বান অণুতো অণুং,
রাজিনো চ বিযাকারং, নারিযো সমলঙ্কতা। ১৬

অনুবাদ : তাঁহাদের বিপল্লাস (অবনতি) দেখা দিল। আস্তে আস্তে, রাজাদের ধনসম্পত্তি, সমলংকৃত নারী,

৩০২. রথে চাজঞ্‌ঞসংযুত্তে সুকতে চিত্তসিব্বনে,
নিবেসনে নিবেসে চ; বিভত্তে ভাগসো মিতে। ১৭

অনুবাদ : উচ্চ জাতীয় অশ্ব যোজিত রথ, সুদর্শনীয় সূচিশিল্প শোভিত শয্যাসন, পৃথক পৃথকভাবে বিভক্ত পরিমিত দালান ও বাসগৃহ,

৩০৩. গোমণ্ডল পরিব্যূল্‌হং, নারীবরগণাযুতং,
উলারং মানুসং ভোগং, অভিজ্ঝাযিংসু ব্রাহ্মণা। ১৮

অনুবাদ : গোমণ্ডল পরিবেষ্টিত, রূপবতী নারীগণ সমন্বিত অসীম মানবীয় সুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা লোভপরবশ হইলেন।

---

[১] সুখদা চ তা (ক)

৩০৪. তে তত্থ মন্তে গন্থেত্বা, ওক্কাকং তদুপাগমুং,

পহূতধন ধঞ্ঞোসি, যজস্‌সু বহু তে বিত্তং; যজস্‌সু বহু তে ধনং।১৯

অনুবাদ : তারপর তাঁহারা এই বিষয়ে মন্ত্র রচনা করিয়া ওক্কাকের কাছে গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি প্রচুর ধন-ধান্যের মালিক, বিপুল সম্পত্তি যজ্ঞে উৎসর্গ করুন, অফুরন্ত ধন যজ্ঞানুষ্ঠানে নিয়োজিত করুন।"

৩০৫. ততো চ রাজা সঞ্ঞত্তো, ব্রাহ্মণেহি রথেসভো;

অস্‌সমেধং পুরিসমেধং, সম্মাপাসং বাজপেয্যং নিরগ্‌গলং;

এতে যাগে যজিত্বান, ব্রাহ্মণান'মদা ধনং। ২০

অনুবাদ : তারপর রাজা রথপতি ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে আদেশ লাভ করিয়া অশ্বমেধ, নরমেধ, সম্পাসাস ও বাজপেয় নামক যজ্ঞ অবাধে সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধনরত্ন দান করিলেন :

৩০৬. গাবো সযনঞ্চ বত্থঞ্চ, নারিযো সমলঙ্কতা,

রথে চাজঞ্ঞসংযুত্তে, সুকতে চিত্তসিব্বনে। ২১

অনুবাদ : গাভী, শয্যাসন, বস্ত্র, অলংকৃতা নারী, উচ্চজাতীয় অশ্বযোজিত রথ, সুদর্শনীয় সূচিশিল্প শোভিত কম্বল,

৩০৭. নিবেসনানি রম্মানি, সুবিভত্তানি ভাগসো,

নানা ধঞ্ঞস্‌স পূরেত্বা, ব্রাহ্মণা'নমদা ধনং। ২২

অনুবাদ : পৃথক পৃথক ভাগে সুবিভক্ত রমণীয় দালানসমূহ; রাজা নানারকম শস্যে পূর্ণ করিয়া ওই সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন।

৩০৮. তে চ তত্থ ধনং লদ্ধা, সন্নিধিং সমরোচযুং,

তেসং ইচ্ছাবতিণ্ণানং, ভিয্যো তণ্‌হা পবড্‌ঢথ।

তে তত্থ মন্তে গন্থেত্বা, ওক্কাকং পুনমুপাগমুং। ২৩

অনুবাদ : এইরূপে তাঁহারা ধন লাভ করিয়া উহা জমা করিবার ইচ্ছা করিলেন, কামনার অধীন হইয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা অধিকতর বৃদ্ধি হইল। এই বিষয়ে মন্ত্র রচনা করিয়া তাঁহারা আবার ওক্কাকের কাছে যাইয়া বলিলেন :

৩০৯. যথা আপো চ পথবী চ, হিরঞ্ঞং ধন ধানিযং,

এবং গাবো মনুস্‌সানং, পরিক্‌খারো সো হি পাণিনং;

যজস্‌সু বহু তে বিত্তং, যজস্‌সু বহু তে ধনং। ২৪

অনুবাদ : যেমন জল, পৃথিবী, হিরণ্য, ধনধান্য মানুষের দরকারি, গরুও তদ্রুপ, কারণ ইহা প্রাণীদের প্রয়োজনীয় জিনিস; আপনার বিশাল সম্পত্তি যজ্ঞে উৎসর্গ করুন, প্রচুর ধন যজ্ঞে নিয়োজিত করুন।

৩১০. ততো চ রাজা সঞ্ঞত্তো, ব্রাহ্মণেহি রথেসভো,

নেকা সতসহস্‌সিযো, গাবো যঞ্‌ঞে অঘাতযি। ২৫

অনুবাদ : তারপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রথপতি রাজা যজ্ঞে অনেক শতসহস্র গরু বধ করিলেন।

৩১১. ন পাদা ন বিসাণেন, নাস্‌সু হিংসন্তি কেনচি,
গাবো এলকসমানা, সোর'তা কুম্ভদূহনা।
তা বিসাণে গহেত্বান, রাজা সত্থেন ঘাতযি। ২৬

অনুবাদ : গরুজাতি পায়ের দ্বারা কিম্বা শৃঙ্গ দ্বারা কাহাকেও আঘাত করে না, তাহারা ছাগের ন্যায়; তাহাদের নিকট হইতে কুম্ভ পূর্ণ দুধ পাওয়া যায়—জোরপূর্বক শৃঙ্গে ধরিয়া রাজা উহাদিগকে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করাইলেন।

৩১২. ততো দেবা পিতরো চ[১], ইন্দো অসুররক্‌খসা,
অধম্মো ইতি পক্কন্দুং, যং সত্থং নিপতী গবে। ২৭

অনুবাদ : ইহাতে দেবতাগণ (চতুর্মহারাজিকগণ), পিতৃপুরুষেরা, ইন্দ্র, অসুর ও রাক্ষসেরা 'অধর্ম অনুষ্ঠিত হইল' বলিয়া উচ্চঃস্বরে শোক প্রকাশ করিলেন, কারণ গোজাতির উপর অস্ত্র নিপতিত হইয়াছে।

৩১৩. তযো রোগা পুরে আসুং, ইচ্ছা অনসনং জরা,
পসূনঞ্চ সমারম্ভা, অট্‌ঠানবুতিমাগমুং। ২৮

অনুবাদ : পূর্বে তিন প্রকার রোগ ছিল—ইচ্ছা, অনশন এবং জরা। পশুবধের সময় হইতে আটান্নব্বই প্রকার রোগের আগমন হইল।

৩১৪. এসো অধম্মো দণ্ডানং, ওক্কন্তো পুরাণো অহু,
অদূসিকাযো হঞ্‌ঞন্তি, ধম্মা ধংসন্তি[২] যাজকা। ২৯

অনুবাদ : দণ্ডের কারণে হিংসার যেই অধর্ম আমাদের মধ্যে আসিয়াছে তাহা পুরাতন। দোষহীন প্রাণীর জীবন বধ করে, যাজকেরা ধর্মকে ধ্বংস করিতেছে।

৩১৫. এবমেসো অণুধম্মো, পোরাণো বিঞ্‌ঞুগরহিতো,
যত্থ এদিসকং পস্‌সতি, যাজকং গরহতী[৩] জনো। ৩০

অনুবাদ : এইভাবে পুরাতন হীনধর্ম, জ্ঞানীকর্তৃক নিন্দিত হয়; এবং যেখানে এতাদৃশ পুরাতন হীনধর্ম দেখা যায়, সেখানে যাজকই নিন্দিত হয়।

৩১৬. এবং ধম্মেন বিযাপন্নে, বিভিন্না সুদ্দবেস্‌সিকা,
পুথূ বিভিন্না খত্তিযা, পতিং ভরিযা'বমঞ্‌ঞথ। ৩১

---

[১] ততো চ দেবা পিতরো (সী-স্যা)

[২] ধংসন্তি (সী-ই)

[৩] গরহী (ক)

অনুবাদ : এইভাবে ধর্ম নষ্ট হইলে শূদ্র ও বৈশ্যদের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইল, ক্ষত্রিয়গণ নানাভাবে বিভক্ত হইল, স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করিল।

৩১৭. খত্তিযা ব্রহ্মবন্ধূ চ, যে চঞ্ঞে গোত্তরক্‌খিতা,
জাতিবাদং নিরাকত্বা[1] কামানং (বসমন্বাগুন্তি) বসমাগমুং। ৩২

অনুবাদ : ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা এবং গোত্র রক্ষাকারী অন্যান্য জনগণ জাতিবাদকে অবহেলা করিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগে রত হইলেন।

এবং বুত্তে তে ব্রাহ্মণ মহাসালা, ভগবন্তং এতদবোচুং "অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্‌হস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খিন্তী'তি। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসঙ্ঘঞ্চ। লভেয্য মযং উপাসকে নো ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্‌গে পাণুপেতে সরণং গতে'তি।

অনুবাদ : ভগবান এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ মহাশালগণ তাঁহাকে বলিলেন, 'আশ্চর্য, হে গৌতম, অদ্ভুত হে গৌতম, যেমন হে গৌতম, অধোমুখ পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখ করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মান রূপ দর্শনের নিমিত্ত তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনি মাননীয় গৌতম কর্তৃক নানা প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শ্রদ্ধেয় গৌতমের, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি; পূজনীয় গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাদিগকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

ব্রাহ্মণ ধার্মিক সূত্র সমাপ্ত।

৮. ধম্ম নাবা সুত্তং—নাবা (নৌকা) সূত্র

৩১৮. যস্মা হি ধম্মং পুরিসো বিজঞ্ঞা, ইন্দংব নং দেবতা পূজযেয্য;
সো পূজিতো তস্মি পসন্নচিত্তো, বহুস্‌সুতো পাতুকরোতি ধম্মং। ১

অনুবাদ : মানুষ যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করে, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের পূজা করেন, ঠিক তেমনভাবে মানুষ (সেই) শিক্ষককে পূজা করেন। পূজা লাভ করিয়া, পূজাদানকারীগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, বহুশ্রুত শিক্ষক ধর্ম প্রকাশ করেন।

---

[1] নিরংকত্বা (বহুসু)

৩১৯. তদট্ঠিকত্বান নিসম্ম ধীরো, ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জমানো,
বিঞ্ঞূ বিভাবী নিপুণো চ হোতি, যো তাদিসং ভজতি অপ্পমত্তো ।২

অনুবাদ : যেই মেধাবী বিচারশীলতার সাথে ধর্মানুধর্ম অনুশীলনে রত, সে ব্যক্তি বিজ্ঞ, প্রতিভাদীপ্ত ও দক্ষ হইয়া থাকেন।

৩২০. খুদ্দঞ্চ বালং উপসেবমানো, অনাগতত্থঞ্চ উসূযকঞ্চ;
ইধেব ধম্মং অবিভাবযিত্বা, অবিতিণ্ণকঙ্খো মরণং উপেতি। ৩

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি তুচ্ছ, নির্বোধ, অর্থ অজ্ঞাত এবং ঈর্ষাধীনের সেবাপরায়ণ হয়, এই জগতে সেই ব্যক্তি ধর্ম বুঝিতে না পারিয়া, সন্দেহযুক্ত মনে মৃত্যুমুখে পড়িত হয়।

৩২১. যথা নরো আপগ'মোতরিত্বা, মহোদকং সলিলং সীঘসোতং,
সো বুয্হমানো অনুসোতগামী, কিং সো পরে সক্খতি তারযেতুং ।৪

অনুবাদ : যেই মানুষ গভীর তীব্র স্রোত নদীতে নামিয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যায়—কী উপায়ে সে পরকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে?

৩২২. তথেব ধম্মং অবিভাবযিত্বা, বহুস্সুতানং অনিসামযʼত্থং;
সযং অজানং অবিতিণ্ণকঙ্খো, কিং সো পরে সক্খতি নিজ্ঝপেতুং। ৫

অনুবাদ : সেইরূপ ধর্ম উপলব্ধি না করিয়া বহুশ্রুতদের ব্যাখ্যা না শুনিয়া, নিজেই মূর্খ এবং সন্দেহপরায়ণ হইয়া কী উপায়ে সে অন্যজনকে প্রবুদ্ধ করিবে?

৩২৩. যথাপি নাবং দল্হমারুহিত্বা, ফিযেন[১] রিত্তেন সমঙ্গিভূতো,
সো তারযে তত্থ বহূপি অঞ্ঞে, তত্রূপযঞ্ঞূ কুসলো মুতীতা[২] ।৬

অনুবাদ : যেমন উপায় কৌশলী দক্ষ, মতিমান মানুষ দৃঢ়ভাবে নৌকায় আরোহণ করিয়া দাঁড় ও হালের সাহায্যে সে নিজেকে এবং অপর অনেক ব্যক্তিকে পার করিয়া দিতে সক্ষম হন।

৩২৪. এবম্পি যো বেদগূ ভাবিতত্তো, বহুস্সুতো হোতি অবেধ ধম্মো;
সো খো পরে নিজ্ঝপযে পজানং, সোতাবধানূপনিসূপপন্নে। ৭

অনুবাদ : তেমনি যিনি বেদজ্ঞ, ভাবিতাত্মা, বহুশ্রুত, ভয়হীন, শ্রুতবিষয় অনুধাবনকারী তিনি তাহাদিগকেই উত্তরণ করিতে সক্ষম হন।

৩২৫. তস্মা হবে সপ্পুরিসং ভজেথ, মেধাবিনঞ্চেব বহুস্সুতঞ্চ;
অঞ্ঞায অত্থং পটিপজ্জমানো,
বিঞ্ঞাত ধম্মো স সুখং[১] লভেথাতি। ৮

---

[১] পিযেন (সী-স্যা)

[২] মুতীমা (স্যা-ক)

অনুবাদ : কাজেই সৎপুরুষ, মেধাবী ও বহুশ্রুত ব্যক্তিগণের সঙ্গে বাস করিতে চেষ্টা করুন, অর্হত্ত্বের অর্থ জ্ঞাতা এবং ধর্মবিজ্ঞাত ব্যক্তিরাই সুখ লাভ করিতে পারিবেন।

নাবা সূত্র সমাপ্ত।

৯. কিংসীল সুত্তং—কোন শীল সূত্র

৩২৬. কিংসীলো কিংসমাচারো, কানি কম্মানি ব্রূহযং,
নরো সম্মা নিবিট্‌ঠস্‌স, উত্তমত্থঞ্চ পাপুণে। ১

অনুবাদ : কোন শীল, কোন আচরণ এবং কোন কর্ম সম্পাদন করিলে মানুষ যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ করিতে পারে বলে প্রকাশ করেন?

৩২৭. বুড্‌ঢাপচাযী অনুসূযকো সিযা, কালঞ্‌ঞূ[২] চস্‌স গরূনং[৩] দস্‌সনায
ধম্মিং কথং এরযিতং খণঞ্‌ঞূ, সুণেয্য সক্কচ্চ সুভাসিতানি। ২

অনুবাদ : যিনি বৃদ্ধের পরিচর্যাকারী, ঈর্ষাপরায়ণ নহে, গুরুদর্শনে যিনি কালাকাল জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথাসময়ে ধর্মালাপকারী, তিনি অতি উত্তমরূপে সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিতে পারেন।

৩২৮. কালেন গচ্ছে গরূনং সকাসং, থম্ভং নিরংকত্বা[৪] নিবাতবুত্তি,
অত্থং ধম্মং সংযমং ব্রহ্মচরিযং, অনুস্‌সরে চেব সমাচরে চ। ৩

অনুবাদ : যিনি যথাকালে গুরুর সকাশে গমন করেন, যিনি স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যপরায়ণ হন; তিনি অর্থ, ধর্ম, সংযম ও ব্রহ্মচর্য অনুস্মরণ এবং আচরণ করেন।

৩২৯. ধম্মারামো ধম্মরতো, ধম্মে ঠিতো ধম্মবিনিচ্ছযঞ্‌ঞূ,
নেবাচরে ধম্মসন্দোসবাদং, তচ্ছেহি নীযেথ সুভাসিতেহি। ৪

অনুবাদ : ধর্মের অনুশীলনে আনন্দ অনুভবকারী, ধর্ম অনুশীলনে রত; ধর্মে অবস্থানকারী; ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিবাদ মীমাংসায় দক্ষ; ধর্মে সন্দেহ বা কলঙ্ক হয় এমন আচরণ না করা এবং সত্যনিষ্ঠ সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা উচিত।

৩৩০. হস্‌সং চ জপ্পং পরিদেবং পদোসং, মাযাকতং কুহনং গিদ্ধি মানং,
সারম্ভং কক্কসং কসাবঞ্চ মুচ্ছং[১], হিত্বা চরে বীতমদো ঠিতত্তো। ৫

---

[১] সো সুখং (সী)

[২] কালঞ্‌ঞু (সী-স্যা)

[৩] গরুনং (সী)

[৪] নিরাকত্বা (?)

অনুবাদ : যিনি হাস্য, জল্পনা, পরিদেবন, প্রদুষ্ট, মায়াকর্ম, প্রবঞ্চনা, লোভ, অহংকার, সারম্ভ (বদ্ধমূল ক্রোধ), কর্কশ কথা, কটুকথা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি পরিহার করিয়া বীতমদ ও স্থিত চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন।

৩৩১. বিঞ্ঞাত সারানি সুভাসিতানি, সুতঞ্চ বিঞ্ঞাত সমাধিসারং,
ন তস্স পঞ্ঞা চ সুতঞ্চ বড্‌ঢতি, যো সাহসো হোতি নরো পমত্তো। ৬

অনুবাদ : যিনি কেবল সুভাষিত বাক্যসমূহের মাধ্যমেই সার (নির্বাণ) কে জ্ঞাত হন এবং ফেলে শ্রুতির মাধ্যমেই জ্ঞাত হন সমাধিসারকে; সেই ব্যক্তি সহসা প্রমত্ত ব্যক্তিকে পরিণত হন। কারণ, তাহার শ্রুতি ও প্রজ্ঞা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

৩৩২. ধম্মে চ যে অরিযপবেদিতে রতা, অনুত্তরা তে বচসা মনসা কম্মুনা চ,
তে সন্তি সোরচ্চ সমাধি সন্ঠিতা, সুতস্স পঞ্ঞায চ সারমজ্ঝগূতি। ৭

অনুবাদ : যাহারা আর্যপ্রবর্তিত ধর্মে রত, তাহারা বচনে, মননে এবং কর্মে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। শান্তি, কোমলতা ও সমাধিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, তাঁহারা শ্রুতি আর প্রজ্ঞার সার পাইয়া থাকেন।

কোন শীল সূত্র সমাপ্ত।

১০. উট্‌ঠান সুত্তং—উত্থান (জাগ্রত) সূত্র

৩৩৩. উট্‌ঠহথ নিসীদথ, কো অত্থো সুপিতেন বো,
আতুরানঞ্‌হি কা নিদ্দা, সল্লবিদ্ধান রুপ্পতং। ১

অনুবাদ : উঠ, উপবেশন কর, ঘুমিয়া থেকে তোমাদের কী লাভ? যাহারা আতুর, শল্যবিদ্ধ এবং জ্বালা-যন্ত্রণায় কাতর তাহাদের পক্ষে কী নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয়?

৩৩৪. উট্‌ঠহথ নিসীদথ, দল্‌হং সিক্‌খথ সন্তিযা,
মা বো পমত্তে বিঞ্ঞায, মচ্চুরাজা অমোহযিত্থ বসানুগে। ২

অনুবাদ : উত্থিত হও, উপবেশন কর, শান্তির জন্য দৃঢ়সংকল্পের সহিত শিক্ষা কর; তোমাদিগকে প্রমত্ত বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, মৃত্যুরাজ যেন মোহিত করিয়া নিজের অধীন না করে।

৩৩৫. যাব দেবা মনুস্সা চ, সিতা তিট্‌ঠন্তি অত্থিকা;

---

[১] সারম্ভ কক্কস্সকসাবমুচ্ছং (স্যা-ই)

তরথেতং বিসত্তিকং, খণো বো[১] মা উপচ্চগা।
খণাতীতা হি সোচন্তি, নিরযম্হি সমপ্পিতা। ৩

অনুবাদ : হে দেবমনুষ্যগণ, সতত কল্যাণকাঙ্ক্ষী হইয়া স্থিত হও; এবং এই তৃষ্ণাকে তোমরা অতিক্রম কর; যেন সময় চলিয়া না যায়। কারণ যাহারা সময়কে চলিয়া যাইতে দেয়, তাহারা নরকে পড়িয়া অনুশোচনা করিয়া থাকে।

৩৩৬. পমাদো রজো পমাদো, পমাদানুপতিতো রজো,
অপ্পমাদেন বিজ্জায, অব্বহে[২] সল্লমত্তনোতি। ৪

অনুবাদ : প্রমাদই প্রমাদের ময়লা। সমস্ত পাপ ময়লা প্রমাদ হইতেই উৎপন্ন। তাই অপ্রমাদ আর বিদ্যার মাধ্যমে অপবিত্র আত্মশর উৎপাটন করিবেন।

উত্থান সূত্র সমাপ্ত।

১১. রাহুল সুত্তং—রাহুল সূত্র

৩৩৭. কচ্চি অভিণ্‌হ সংবাসা, নাবজানাসি পণ্ডিতং,
উক্কাধারো মনুস্‌সানং, কচ্চি অপচিতো তযা। ১

অনুবাদ : "অভিন্ন সংবাসে অবস্থান করিয়া পণ্ডিতকে অবজ্ঞা কর কি? যিনি মানবগণের জ্ঞানালোকবর্তিকা, তাঁহাকে তুমি সম্মান কর কি?"

৩৩৮. নাহং অভিণ্‌হসংবাসা, অবজানামি পণ্ডিতং,
উক্কাধারো মনুস্‌সানং, নিচ্চং অপচিতো মযা। ২

অনুবাদ : "অভিন্ন সংবাসে অবস্থান করিয়া আমি পণ্ডিতকে অবজ্ঞা করি না। যিনি মানবগণের জ্ঞানালোক বর্তিকা, আমি নিত্য তাঁহার পূজা-সম্মান করি।"

৩৩৯. পঞ্চকামগুণে হিত্বা, পিযরূপে মনোরমে,
সদ্ধায ঘরা নিক্খম্ম, দুক্‌খস্‌সন্তকরো ভব। ৩

অনুবাদ : 'প্রিয়রূপ ও মনোরম পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত ঘর হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়া দুঃখের ক্ষয়সাধন কর।

৩৪০. মিত্তে ভজস্‌সু কল্যাণে, পন্তঞ্চ সযনাসনং,
বিবিত্তং অপ্পনিগ্‌ঘোসং, মত্তঞ্ঞূ হোতি ভোজনে। ৪

---

[১] খণো বে (ই-ক)
[২] অব্বূলহে (স্যা-ই) অব্বুহে (ক-ট্ঠ)

অনুবাদ : কল্যাণমিত্রের ভজনা করিবে, দূরে অবস্থিত জনমানবহীন নির্জনে শয়নাসন গ্রহণ করিবে এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হইবে।

৩৪১. চীবরে পিণ্ডপাতে চ, পচ্চযে সযনাসনে,
এতেসু তণ্হং মাকাসি, মা লোকং পুনরাগমি। ৫

অনুবাদ : চীবর, পিণ্ডপাত,[১] ওষুধ-প্রত্যয় এবং শয়নাসন ইত্যাদির প্রতি কামনা তৃষ্ণা উৎপন্ন করিও না এবং পুনর্বার (পুনরায়) সংসারে আসিও না।

৩৪২. সংবুতো পাতিমোক্খস্মিং, ইন্দ্রিযেসু চ পঞ্চসু,
সতি কাযগতা ত্যত্থু, নিব্বিদাবহুলো ভব। ৬

অনুবাদ : প্রাতিমোক্ষে এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংযত হও, কায়গতানুস্মৃতির দ্বারা দেহের স্বরূপ দর্শন কর এবং জগতের প্রতি নির্বেদবহুল বা বৈরাগ্যবহুল হও।

৩৪৩. নিমিত্তং পরিবজ্জেহি, সুভং রাগূপসঞ্হিতং,
অসুভায চিত্তং ভাবেহি, একগ্গং সুসমাহিতং। ৭

অনুবাদ : রাগ-সংযুক্ত শুভ নিমিত্ত পরিত্যাগ কর এবং একাগ্র ও সুসমাহিত হইয়া অশুভ ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত কর।

৩৪৪. অনিমিত্তঞ্চ ভাবেহি, মানানুসয'মুজ্জহ,
ততো মানাভিসমযা, উপসন্তো চরিস্সসীতি। ৯

অনুবাদ : অনিমিত্ত ভাবনায় নিযুক্ত হও এবং মানানুশয় পরিহার কর; অতঃপর অহংকারের স্বরূপ যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া উপশান্ত বা সংযত হইয়া বিচরণ করিবে।

ইত্থং সুদং ভগবা আযস্মন্তং রাহুলং ইমাহি গাথাহি অভিণ্হং ওবদতীতি।

অনুবাদ : ভগবান এইভাবে আয়ুষ্মান রাহুলকে এই সকল গাথার মাধ্যমে বার বার উপদেশ দিলেন।

রাহুল সূত্র সমাপ্ত।

১২. নিগ্রোধকপ্প (বঙ্গীস) সুত্তং—বঙ্গীস সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা আলবিযং বিহরতি অগ্গালবে চেতিযে। তেন খো পন সমযেন আযস্মতো বঙ্গীসস্স উপজ্ঝাযো নিগ্রোধকপ্পো নাম থেরো অগ্গালবে চেতিযে অচির পরিনিব্বুতো হোতি। অথ খো আযস্মতো বঙ্গীসস্স রহোগতস্স পটিসল্লীনস্স এবং চেতসো

[১] ভিক্ষা করিয়া লাভ করা খাদ্য।

পরিবিতক্কো উদপাদি “পরিনিব্বুতো নু খো মে উপজ্ঝাযো, উদাহু নো পরিনিব্বুতো’তি। অথ খো আযস্মা বঙ্গীসো সাযণ্হসমযং পটিসল্লানা বুট্ঠিতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা বঙ্গীসো ভগবন্তং এতদবোচ—“ইধ ময্হং ভন্তে রহোগতস্স পটিসল্লীনস্স এবং চেতসো পরিবিতক্কো উদপাদি। পরিনিব্বুতো নু খো মে উপজ্ঝাযো, উদাহু নো পরিনিব্বুতো’তি”। অথ খো আযস্মা বঙ্গীসো উট্ঠাযাসনা একংসং চীবরং কত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান আলবীতে অর্গালব চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান বঙ্গীসের উপাধ্যায় নিগ্রোধকপ্প নামক স্থবির অর্গালব চৈত্যে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর, আয়ুষ্মান বঙ্গীস যখন নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই পরিবিতর্কের উৎপন্ন হইল—“আমার উপাধ্যায় পুনর্জন্ম হইতে কী মুক্ত? না, কী মুক্ত নহেন?” তৎপরে আয়ুষ্মান বঙ্গীস সায়াহ্ন সময়ে বিশ্রামস্থান হইতে উঠিয়া যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “ভন্তে, আমি যখন নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলাম, তখন আমার মনে এইরূপ চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল, ‘আমার উপাধ্যায় পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত কী, না, কী মুক্ত নহেন?” অতঃপর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হইতে উঠিয়া পরিহিত চীবর একাংশ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া ভগবানকে গাথায় ব্যক্ত করিলেন :

৩৪৫. “পুচ্ছামি[১] সত্থারমনোমপঞ্ঞং, দিট্ঠেবধম্মে যো বিচিকিচ্ছানং ছেত্তা;
অগ্গালবে কালমকাসি ভিক্খু, ঞাতো যসস্সী অভিনিব্বুতত্তো। ১

অনুবাদ : এই জগতে যিনি সকল সন্দেহ ছেদন করিয়াছেন, মহাপ্রজ্ঞাবান শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—বিখ্যাত, যশস্বী, শান্তমন একজন ভিক্ষু অর্গালবে কালগত হইয়াছেন।

৩৪৬. নিগ্রোধকপ্পো ইতি তস্স নামং, তযা কতং ভগবা ব্রাহ্মণস্স;
সো তং নমস্সং অচরি মুত্যপেক্খো, আরদ্ধবীরিযো দল্হধম্মদস্সী। ২

অনুবাদ : তাঁহার নাম নিগ্রোধকপ্প; হে ভগবান, ব্রাহ্মণের ওই নাম

[১] পুচ্ছাম (সী-স্যা-ই)

আপনারই প্রদত্ত। তিনি আরব্ধবীর্য ও দৃঢ় ধর্মদর্শী হইয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার পূজা করিয়া গিয়াছিলেন।

৩৪৭. তং সাবকং সক্য[১] মযম্পি সব্বে, অঞ্ঞাতুমিচ্ছাম সমন্তচক্খু;
সমবট্ঠিতা নো সবনায সোতা, তুবং নো সত্থা ত্বমনুত্তরোসি। ৩

অনুবাদ : হে শাক্য, হে সর্বজ্ঞ, আমরা সবাই সেই শ্রাবকের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, শুনিবার জন্য আমরা শ্রোতারা প্রস্তুত। আপনিই আমাদের অনুত্তর শাস্তা।

৩৪৮. ছিন্দেব নো বিচিকিচ্ছং ব্রূহি মেতং, পরিনিব্বুতং বেদয ভূরিপঞ্ঞ,
মজ্ঝেব[২] নো ভাস সমন্তচক্খু, সক্কোব দেবান সহস্সনেত্তো। ৪

অনুবাদ : হে মহাজ্ঞানী, আমাদের সন্দেহ দূর করুন, তাঁহার পরিনির্বাণের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করুন; হে সর্বদর্শী, দেবগণের মধ্যে সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের ন্যায় আমাদের মধ্যে ওই বিষয় ঘোষণা করুন।

৩৪৯. যে কেচি গন্থা ইধ মোহমগ্গা, অঞ্ঞাণপক্খা বিচিকিচ্ছঠানা,
তথাগতং পত্বা ন তে ভবন্তি চক্খুং হি এতং পরমং নরানং। ৫

অনুবাদ : এই জগতে যেই যেই গ্রন্থিসমূহ যাহা মোহমার্গী, অজ্ঞানতা সৃষ্টিকারী, সন্দেহ উৎপন্নকারী—তথাগতের কাছে ওই সকল গ্রন্থি অস্তিত্ব নাই, তিনি মানবগণের দিব্যচক্ষুস্বরূপ।

৩৫০. নো চে হি জাতু পুরিসো কিলেসে, বাতো যথা অব্ভঘনং বিহানে,
তমোবস্স নিবুতো সব্বলোকো, ন জোতিমন্তোপি নরা তপেয্যুং। ৬

অনুবাদ : নিবিড় মেঘমণ্ডল যেমন বাতাসের দ্বারা বিতাড়িত হয়, মানুষও যদি সেইরূপ সম্পূর্ণভাবে পাপকে বিতাড়িত না করে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ আঁধারে আচ্ছাদিত হয়। তখন জ্যোতিষ্মান ব্যক্তিরাও আলো দান করিতে পারেন না।

৩৫১. ধীরা চ পজ্জোতকরা ভবন্তি, তং তং অহং বীরং[৩] তথেব মঞ্ঞে,
বিপস্সিনং জানমুপাগমুম্হা[৪], পরিসাসু নো আবিকরোহি কপ্পং। ৭

অনুবাদ : ধীর ব্যক্তিগণ আলোক বিতরণকারী। অতএব, সেই সেই ধীরকে আমি তাহাই (আলোক বিতরণকারী) মনে করি। আমরা বিদর্শনজ্ঞান জানিতে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমাদের পরিষদের মধ্যে বিদর্শন-

---

[১] সক্ক (সী-স্যা-ই)

[২] মজ্ঝে চ (স্যা-ক)

[৩] ধীর (সী-স্যা)

[৪] জানমুপগমম্হা (সী-স্যা)

জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করুন।

৩৫২. খিপ্পং গিরং এরয বগ্গু বগ্গুং, হংসোব পগ্গয্হ সণিকং[১] নিকূজ,
বিন্দুস্‌সরেন সুবিকপ্পিতেন, সব্বেব তে উজ্জুগতা সুণোম। ৮

অনুবাদ : হে সুন্দর, অতিশীঘ্র আপনার মধুর স্বর নিঃসরণ করুন। প্রসারিত কণ্ঠবিশিষ্ট হংসের ন্যায় সুবিকল্পিত মন্থর স্বরে মৃদুমন্দ শব্দ করুন। আমরা স্থির চিত্ত হইয়া শ্রবণ করিব।

৩৫৩. পহীনজাতিমরণং অসেসং, নিগ্‌গয্হ ধোনং[২] বদেস্‌সামি ধম্মং;
ন কামকারো হি পুথুজ্জনানং, সংখেয্যকারো চ[৩] তথাগতানং। ৯

অনুবাদ : আমি সম্পূর্ণভাবে জন্ম ও মরণ প্রহীন, বিশুদ্ধ, পবিত্র ধর্মকে প্রকাশ করিব। আমি তাঁহাকে নির্বন্ধযুক্ত ধর্ম ঘোষণায় উৎসাহিত করিব, কারণ কামনাপূর্ণ করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার ভিতরে নয়, কিন্তু যাঁহারা তথাগত তাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কর্মে নিযুক্ত হন।

৩৫৪. সম্পন্নবেয্যাকরণং তবেদং, সমুজ্জুপঞ্‌ঞস্‌স[৪] সমুগ্গহীতং,
অযমঞ্জলি পচ্ছিমো সুপ্পণামিতো,মা মোহযী জান'মনোমপঞ্‌ঞ ।১০

অনুবাদ : আপনি পূর্ণপ্রজ্ঞার অধিকারী। আপনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অতিযত্নে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্বশেষ এই অঞ্জলি সুন্দরভাবে প্রণামিত। হে মহাপ্রজ্ঞাবান, জানিয়াও আমাদিগকে অজ্ঞাতাবিষ্ট করিবেন না।

৩৫৫. পরোবরং[৫] অরিযধম্মং বিদিত্বা, মা মোহযী জান'মনোমবীর;
বারিং যথা ঘম্মনি ঘম্মতত্তো, বাচাভিকঙ্খামি সুতং পবস্‌স[৬]। ১১

অনুবাদ : আপনি অতুলনীয় বীর্যসম্পন্ন, যথার্থভাবে আর্যধর্ম জানিয়া, সর্বজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে অজ্ঞানতাবিষ্ট করিবেন না। গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত কলেবর ব্যক্তির যেমন বারি বা জল পানের ইচ্ছা হয়, আমিও তদ্রুপ আপনার সুভাষিত বাক্য শ্রবণেচ্ছু আপনি জ্ঞানবারি বর্ষণ করুন।

৩৫৬. যদত্থিকং[৭] ব্রহ্মচরিযং অচরী, কপ্পাযনো কচ্চিস্‌স তং অমোঘং,
নিব্বাযি সো আদু সউপাদিসেসো, যথা বিমুত্তো অহু তং সুণোম ।১২

---

[১] সনিং (স্যা-ই)

[২] ধোতং (সী)

[৩] সংখেয্যকারো ব (ক)

[৪] সমুজ্জপঞ্‌ঞস্‌স (স্যা-ক)

[৫] বরাবরং (কত্থচি)

[৬] সুতস্‌স বস্‌স (স্যা)

[৭] যদত্থিযং (ই)। যদত্থিতং (ক)।

অনুবাদ : কপ্পায়ন যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি? তিনি কি সউপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন? কীভাবে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন তাহা আমরা শুনিব।"

৩৫৭. অচ্ছেচ্ছি[১] তণ্হং ইধ নামরূপে, (ইতি ভগবা)
কণ্হস্স সোতং দীঘরত্তানুসযিতং;
অতারি জাতিং মরণং অসেসং, ইচ্চব্রবী ভগবা পঞ্চসেট্ঠো। ১৩

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "এই জগতে তিনি নামরূপ তৃষ্ণা এবং চিরসুপ্ত কহ্নের[২] স্রোতের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, জন্ম-মৃত্যু হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছেন।" পঞ্চশ্রেষ্ঠ[৩] ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩৫৮. এস সুত্বা পসীদামি, বচো তে ইসিসত্তম,
অমোঘং কির মে পুট্ঠং, ন মং বঞ্চেসি ব্রাহ্মণো। ১৪

অনুবাদ : "হে সপ্তম ঋষি, আপনার বচন শুনিয়া আমি প্রসাদ লাভ করিলাম। আমার প্রশ্ন সার্থক হইয়াছে, ব্রাহ্মণ আমাকে বঞ্চনা করেন নাই।

৩৫৯. যথাবাদী তথাকারী, অহু বুদ্ধস্স সাবকো,
অচ্ছিদা মচ্চুনো জালং, ততং মাযাবিনো দল্হং। ১৫

অনুবাদ : তিনি যাহা বলিতেন, তদনুরূপ কাজ করিতেন। তিনি বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন। তিনি মায়াবী সুদৃঢ় মৃত্যু জাল ছিন্ন করিয়াছিলেন।

৩৬০. অদ্দসা ভগবা আদিং, উপাদানস্স কপ্পিযো,
অচ্চগা বত কপ্পাযনো, মচ্চুধেয্যং সদুত্তর"ন্তি। ১৬

অনুবাদ : হে ভগবান, তাহলে সত্যই কপ্পায়ন উপাদানসমূহের আদি যথাযথভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। এবং হে সুদুস্তর মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

বঙ্গীস সূত্র সমাপ্ত।

১৩. সম্মাপরিব্বাজনীয সুত্তং—সম্যক বিচরণ সূত্র

৩৬১. পুচ্ছামি মুনিং পহূত পঞ্ঞং, তিণ্ণং পারঙ্গতং পরিনিব্বুতং ঠিতত্তং;
নিক্খম্ম ঘরা পনুজ্জ কামে, কথং ভিক্খু সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১

অনুবাদ : প্রভূতপ্রজ্ঞা, উত্তীর্ণ, পারগত, পরিনির্বাপিত, আত্মজয়ী মুনিকে

---

[১] অছোজ্জ (ক)

[২] মারের অন্য নাম কহ্ন বা কৃষ্ণ।

[৩] পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জিজ্ঞাসা করিতেছি—"গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া, তৃষ্ণা বর্জন করিয়া ভিক্ষু কীভাবে জগতে সম্যকভাবে বিচরণ করিতে পারিবেন?

৩৬২. যস্স মঙ্গলা সমূহতা, (ইতি ভগবা) উপ্পাতা সুপিনা চ লক্খণা চ,
সো মঙ্গল দোসবিপ্পহীনো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "যিনি নিমিত্ত, আকাশের উল্কাপাত, স্বপ্নার্থ, লক্ষণ ইত্যাদি মোহগ্রস্ত বিদ্যার ক্ষয়সাধন করিয়াছেন, সেই নিমিত্তাদি দোষ বিপ্রহীন ভিক্ষুই জগতে যথার্থভাবে বিচরণ করিতে পারেন।

৩৬৩. রাগং বিনযেথ মানুসেসু, দিব্বেসু কামেসু চাপি ভিক্খু,
অতিক্কম্ম ভবং সমেচ্চ ধম্মং, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৩

অনুবাদ : ভিক্ষু (অনাগামীমার্গ লাভের দ্বারা) মানবীয় ও দৈবসম্পত্তির সুখভোগের তৃষ্ণা দমন করিবেন। (অর্হত্ত্বমার্গ লাভের দ্বারা) জন্মজয়ী হইয়া ও ধর্মের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করিয়া জগতে যথার্থভাবে বিচরণ করিবেন।

৩৬৪. বিপিট্ঠিকত্বান পেসুণানি, কোধং কদরিযং জহেয্য ভিক্খু,
অনুরোধবিরোধ বিপ্পহীনো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৪

অনুবাদ : ভিক্ষু অপরের নিন্দা, ক্রোধভাব, কদর্যতা পরিত্যাগ করিবেন। অনুরোধ ও বিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া (অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে রাগ-দ্বেষ প্রহীন হয়ে) জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৬৫. হিত্বান পিযঞ্চ অপ্পিযঞ্চ, অনুপাদায অনিস্সিতো কুহিঞ্চি;
সংযোজনিযেহি বিপ্পমুত্তো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৫

অনুবাদ : প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তিহীন হইয়া, সমস্ত বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া, বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া, ভিক্ষু জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৬৬. ন সো উপধীসু সারমেতি, আদানেসু বিনেয্য ছন্দরাগং;
সো অনিস্সিতো অনঞ্ঞনেয্যো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য।৬

অনুবাদ : তাঁহার কাছে উপাধি (জন্মের ভিত্তিস্বরূপ উপাদান)-সমূহ সারশূন্য। উপাদানসমূহে ছন্দরাগহীন ও অনিশ্রিত হইয়া নিজেই নিজের উপর নির্ভর করিয়া, কাহারও দ্বারা চালিত না হইয়া ভিক্ষু জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৬৭. বচসা মনসা চ কম্মুনা চ, অবিরুদ্ধো সম্মা বিদিত্বা ধম্মং;
নিব্বান পদাভিপত্থযানো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৭

অনুবাদ : বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা যিনি কাহারও প্রতি বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হন না। ধর্মকে সঠিকভাবে জানিয়া যিনি নির্বাণপদ লাভেচ্ছু, সেই জন

জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৬৮. যো বন্দতি মন্তি নুন্নমেয্য[১], অক্কুট্ঠোপি ন সন্ধিযেথ ভিক্খু,
লদ্ধা পরভোজনং ন মজ্জে, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৮

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু 'আমি পূজিত', এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিত হন না; নিন্দিত হইয়াও ওই নিন্দা অন্তরে পোষণ করেন না; যিনি পরের কাছে ভোজ্য লাভ করিয়া প্রমত্ত হন না; তিনি জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৬৯. লোভঞ্চ ভবঞ্চ বিপ্পহায, বিরতো ছেদনবন্ধনা চ[২] ভিক্খু;
সো তিণ্ণকথংকথো বিসল্লো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ৯

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু লোভ ও ভব ত্যাগ করিয়া, ছেদন বন্ধন হইতে বিরত হইয়াছেন; সন্দেহ ও দুঃখশল্যমুক্ত সেই ভিক্ষু জগতে যথার্থরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৭০. সারুপ্পং অত্তনো বিদিত্বা, নো চ ভিক্খু হিংসেয্য কঞ্চি লোকে;
যথা তথিযং বিদিত্বা ধম্মং, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১০

অনুবাদ : ভিক্ষু নিজের উপযুক্ত ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া জগতে কাহাকেও হিংসা করিবেন না। ধর্মকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে, তিনি সংসারে সম্যকরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৭১. যস্সানুসযা ন সন্তি কেচি, মূলা চ[৩] অকুসলা সমূহতাসে,
সো নিরাসো[৪] অনাসিসানো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১১

অনুবাদ : যিনি সকল প্রকার অনুশয়সমূহ হইতে মুক্ত, যাঁহার অকুশলের মূল ছিন্ন হইয়াছে, যিনি তৃষ্ণাহীন ও ইচ্ছা বর্জিত, তিনি সম্যকরূপে সংসারে বিচরণ করিবেন।

৩৭২. আসবখীণো পহীনমানো, সব্বং রাগপথং উপাতিবত্তো;
দন্তো পরিনিব্বুতো ঠিতত্তো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১২

অনুবাদ : যিনি ক্ষীণাসব, ঔদ্ধত্য প্রহীন, সর্বরাগজয়ী, দান্ত, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, আত্মজয়ী, তিনি সংসারে সম্যকরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৭৩. সদ্ধো সুতবা নিযামদস্সী, বগ্গগতেসু ন বগ্গসারি ধীরো,
লোভং দোসং বিনেয্য পটিঘং, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১৩

অনুবাদ : যিনি শ্রদ্ধাবান, শ্রুতবান, মার্গদর্শী; যিনি ভিন্নমতানুসারীদের

---

[১] নুণ্ণমেয্য (বহুসু)

[২] ছেদনবন্ধনতো (সী-স্যা)

[৩] মূলা (সী-স্যা)

[৪] নিরাসয্যো (সী) নিরাসসো (স্যা)

(৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকগণের) পক্ষাবলম্বন করেন না; এবং যিনি লোভ, দ্বেষ ও প্রতিঘমুক্ত; তিনি সম্যকরূপে সংসারে বিচরণ করিবেন।

৩৭৪. সংসুদ্ধজিনো বিবট্টচ্ছদো, ধম্মেসু বসী পারগূ অনেজো;
সঙ্খারনিরোধঞাণ কুসলো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১৪

অনুবাদ : যিনি বিজিতক্লেশ, রাগ-দ্বেষ-মোহ-আচ্ছাদনমুক্ত; যিনি ধর্মে বশীভূত, পারগূ, বাসনাশূন্য; যিনি সংস্কার[১] নিরোধ জ্ঞান লাভ করেছেন; তিনি সম্যকরূপে সংসারে বিচরণ করিবেন।

৩৭৫. অতীতেসু অনাগতেসু চাপি, কপ্পাতীতো অতিচ্চসুদ্ধিপঞ্ঞো;
সব্বাযতনেহি বিপ্পমুত্তো, সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১৫

অনুবাদ : যিনি অতীত ও অনাগতে তৃষ্ণাদৃষ্টির অতীত, যিনি অতীব শুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সমন্বিত, সকল আয়তন[২] হইতে মুক্ত, তিনি সংসারে সম্যকরূপে বিচরণ করিবেন।

৩৭৬. অঞ্ঞায পদং সমেচ্চ ধম্মং, বিবটং দিস্বান পহানমাসবানং;
সব্বুপধীনং পরিক্খযানো,[৩] সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্য। ১৬

অনুবাদ : মার্গ জ্ঞাত হইয়া, ধর্ম জ্ঞান অধিগত করিয়া, আসবের প্রহাণ পরিষ্কারভাবে দেখিয়া, যিনি সমস্ত উপাধির ক্ষয়সাধন করিয়াছেন; তিনি সম্যকরূপে সংসারে বিচরণ করিবেন।

৩৭৭. অদ্ধা হি ভগবা তথেব এতং, যো সো এবং বিহারি দন্তো ভিক্খু;
সব্বসংযোজন যোগবীতিবত্তো,[৪] সম্মা সো লোকে পরিব্বজেয্যতি। ১৭

অনুবাদ : "হে ভগবান, আপনি যাহা বলিলেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য—যে ভিক্ষু এইভাবে জীবনযাপন করেন; যিনি সর্বসংযোজন হইতে মুক্ত হইয়া যোগবীথিতে সংযত হইয়াছেন, তিনি সংসারে সম্যকরূপে বিচরণ করিবেন।"

সম্যক বিচরণ সূত্র সমাপ্ত।

১৪. ধম্মিক সুত্তং—ধার্মিক সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো ধম্মিকো উপাসকো পঞ্চহি

[১] যাহা হইতে জন্মের উৎপন্ন হয়।

[২] আয়তন দুই প্রকার। (১) আধ্যাত্মিক; যথা : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এবং (২) বাহ্যিক, যথা : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম।

[৩] পরিক্খযা (ই)

[৪] সব্বসংযোজনীযে চ বীতিবত্তো (সী-স্যা-ই)

উপাসকসতেহি সদ্ধিং যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো ধম্মিকো উপাসকো ভগবন্তং গাথাহি অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ধম্মিক নামক উপাসক পাঁচশতজন সঙ্গী-উপাসক সাথে লইয়া ভগবানের নিকটে গিয়াছিলেন। ভগবানকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। একপার্শ্বে বসিয়া ধম্মিক উপাসক গাথায় ভগবানকে বলিলেন :

৩৭৮. "পুচ্ছামি তং গোতম ভূরিপঞ্‌ঞ, কথংকরো সাবকো সাধু হোতি;
যো বা অগারা অনগারমেতি, অগারিনো বা পনুপাসকাসে। ১

অনুবাদ : "হে মহা প্রজ্ঞাবান গৌতম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কীরূপে ধর্ম আচরণকারী শ্রাবক সাধু হইয়া থাকেন? আগার হইতে অনাগারিকভাবে যিনি জীবনযাপন করেন তিনি, নাকি যিনি গৃহী-উপাসক, তিনি সাধু হইয়া থাকেন?

৩৭৯. তুবঞ্‌হি লোকস্‌স সদেবকস্‌স, গতিং পজানাসি পরাযণঞ্চ,
ন চত্থি তুল্যো নিপুণত্থদস্‌সী, তুবঞ্‌হি বুদ্ধং পবরং বদন্তি। ২

অনুবাদ : আপনিই ইহলোক ও দেবলোকের গতি এবং গতিবিমোক্ষ তথা নির্বাণ বিদিত আছেন, আপনার মতো দক্ষ অর্থদর্শী আর কেহই নাই। তদ্ধেতু আপনিই বুদ্ধোত্তম নামে উক্ত হইয়াছেন।

৩৮০. সব্বং তুবং ঞাণমবেচ্চ ধম্মং, পকাসেসি সত্তে অনুকম্পমানো,
বিবট্টচ্ছদোসি সমন্তচক্‌খু, বিরোচসি বিমলো সব্বলোকে। ৩

অনুবাদ : আপনি সকল প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি আবরণহীন, সামন্তচক্ষুসম্পন্ন এবং আপনিই বিমল হিসাবে সর্বলোকে দীপ্তিমান হইয়াছেন।

৩৮১. আগঞ্ছি তে সন্তিকে নাগরাজা, এরাবণো নাম, "জিনো"তি সুত্বা,
সো পি তযা মন্তযিত্বাজ্ঝগমা, "সাধূ"তি সুত্বান পতীতরূপো। ৪

অনুবাদ : এরাবণ নামক নাগরাজা আপনার 'জিন' নাম শুনিয়া আপনার কাছে আসিয়াছিলেন। সে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া শেষে আপনার কথা শ্রবণ করিয়া 'সাধু' বলিয়া খুশি মনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

৩৮২. রাজাপি তং বেস্‌সবণো কুবেরো, উপেতি ধম্মং পরিপুচ্ছমানো;
তস্‌সাপি ত্বং পুচ্ছিতো ব্রূসি ধীর, সো চাপি সুত্বান পতীতরূপো। ৫

অনুবাদ : রাজা-বৈশ্রবণ কুবেরও ধর্ম জিজ্ঞাসাকামী হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছিলেন। হে ধীর, তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি তাঁহাকেও উত্তর দিয়াছিলেন। তিনিও আপনার কথা শুনিয়া খুশি হইয়াছিলেন।

৩৮৩. যে কেচিমে তিত্থিযা বাদসীলা, আজীবকা বা যদি বা নিগণ্ঠা;
পঞ্‌ঞায তং নাতিতরন্তি সব্বে, ঠিতো বজন্তং বিয সীঘগামিং। ৬

অনুবাদ : স্থির ব্যক্তি যেমন গমনশীল দ্রুতগামীকে অতিক্রম করিতে অক্ষম হয়, তেমনি (তোমরা সম্যক প্রতিপন্ন, অন্যরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন এমন) বাদশীল তির্থীয়, আজীবক অথবা নির্গ্রন্থদের মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায় আপনাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে।

৩৮৪. যে কেচিমে ব্রাহ্মণা বাদসীলা, বুদ্ধা চাপি ব্রাহ্মণা সন্তি কেচি;
সব্বে তযী অত্থবদ্ধা ভবন্তি, যে চাপি অঞ্‌ঞে বাদিনো মঞ্‌ঞমানা। ৭

অনুবাদ : (তোমরা সম্যক প্রতিপন্ন, অন্যরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন এমন) বাদশীল ব্রাহ্মণগণ, আর কোনো কোনো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও, সবাই আপনার মতবাদানুসারী। তদ্রুপ যাহারা প্রতিবাদকারী বলিয়া গণ্য, তাহারাও আপনার মত দ্বারা চালিত।

৩৮৫. অযঞ্‌হি ধম্মো নিপুণো সুখো চ, যোযং তযা ভগবা সুপ্পবুত্তো;
তমেব সব্বেপি সুস্‌সূসমানা, তং নো বদ পুচ্ছিতো বুদ্ধসেট্‌ঠ। ৮

অনুবাদ : হে ভগবান, এই নিপুণ, সুখপ্রদায়ী, আপনার দ্বারা সুপ্রচারিত ধর্ম শুনিতে সবাই উৎসাহী। হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিন।

৩৮৬. সব্বেপি মে ভিক্‌খবো সন্নিসিন্না, উপাসকা চাপি তথেব সোতুং,
সুণন্তু ধম্মং বিমলেনানুবুদ্ধং, সুভাসিতং বাসবস্‌সেব দেবা। ৯

অনুবাদ : শুনিবার জন্য উপস্থিত এই স্থানের সকল ভিক্ষু ও উপাসকগণ, দেবতারা যেমন বাসবের সুভাসিত কথা শুনেন, তেমন কলঙ্কহীন ব্যক্তি দ্বারা বিদিত ধর্ম মন দিয়া শ্রবণ করুন।

৩৮৭. সুণাথ মে ভিক্‌খবো সাবযামি বো, ধম্মং ধুতং তঞ্চ চরাথ সব্বে;
ইরিযাপথং পব্বজিতানুলোমিকং, সেবেথ নং অত্থদসো মুতীমা। ১০

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ, আমার উপদেশ শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে পাপধ্বংসী ধর্ম শিখাইব, সবাই উহা ধারণ কর। হিতকামী বুদ্ধিমান প্রব্রজিতদের উপযুক্ত ব্যবহার (আচার-আচরণ) অনুসরণ করো ।

৩৮৮. নো বে বিকালে বিচরেয্য ভিক্‌খু, গামে চ পিণ্ডায চরেয্য কালে;
অকালচারিং হি সজন্তি সঙ্গা, তস্মা বিকালে ন চরন্তি বুদ্ধা। ১১

অনুবাদ : ভিক্ষু বিকালে অসময়ে ভ্রমণ করিবে না; সঠিক সময়ে ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাইবে। কারণ অকালে ভ্রমণকারী ব্যক্তি বন্ধনে জড়িত হয়, সেইজন্য বুদ্ধগণ বিকালে (অসময়ে) বিচরণ করেন না।

৩৮৯. রূপা চ সদ্দা চ রসা চ গন্ধা, ফস্‌সা চ যে সম্মদযন্তি সত্তে;
এতেসু ধম্মেসু বিনেয্য ছন্দং, কালেন সো পবিসে পাতরাসং। ১২

অনুবাদ : সত্ত্বগণকে আনন্দদানকারী রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই সকল ধর্মে ছন্দ বা কামনা বাসনা অপনোদনপূর্বক যথাকালে তিনি প্রাতঃরাশ গ্রহণ করিবেন।

৩৯০. পিণ্ডঞ্চ ভিক্‌খু সমযেন লদ্ধা, একো পটিক্কম্ম রহো নিসীদে;
অজ্ঝত্তচিন্তী ন মনো বহিদ্ধা, নিচ্ছারযে সঙ্গহিতত্তভাবো। ১৩

অনুবাদ : অতঃপর যথাসময়ে পিণ্ড সংগ্রহ করিয়া ভিক্ষু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জনশূন্যস্থানে একাই উপবেশন করিবেন। শান্তমনে আধ্যাত্মিক (ত্রিলক্ষণ) চিন্তায় নিরত হইয়া তিনি মনকে বাহিরের রূপ-শব্দাদি আসক্তিবশে চালিত করিবেন। মনকে সম্যকভাবে রক্ষা করিবেন।

৩৯১. সচেপি সো সল্লপে সাবকেন, অঞ্ঞেন বা কেনচি ভিক্‌খুনা বা;
ধম্মং পণীতং ত'মুদাহরেয্য, ন পেসুণং নোপি পরূপবাদং। ১৪

অনুবাদ : তিনি যদি কোনো শ্রাবকের সহিত কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা কোনো ভিক্ষুর সহিত কথাবার্তায় রত হন, তাহা হইলে তিনি শুধুমাত্র উত্তমধর্ম প্রকাশ করিবেন; কিছুতেই পিশুনবাক্য কিংবা পরনিন্দায় নিযুক্ত হইবেন না।

৩৯২. বাদঞ্‌হি একে পটিসেনিযন্তি, ন তে পসংসাম পরিত্তপঞ্ঞে;
ততো ততো নে পসজন্তি, সঙ্গা চিত্তঞ্‌হি তে তত্থ গমেন্তি দূরে। ১৫

অনুবাদ : কারণ কোনো কোনো ব্যক্তি শত্রুতাজনক কথার প্রশ্রয় দেন। আমরা সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তির প্রশংসা করি না। তাঁহারা নানাভাবে বন্ধনে জড়িত হন। মিথ্যা বিচারে লিপ্ত তাহাদের চিত্ত বহুদূরে ধাবিত হয়।

৩৯৩. পিণ্ডং বিহারং সযনাসনঞ্চ, আপঞ্চ সঙ্ঘাটিরজূপবাহনং;
সুত্বান ধম্মং সুগতেন দেসিতং,সঙ্খায সেবে বরপঞ্ঞসাবকো।১৬

অনুবাদ : যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন শ্রাবক, তিনি সুগতের দেশিত ধর্ম শুনিয়া বিচারপূর্বক পিণ্ড, বিহার, শয়নাসন এবং চীবরের ময়লা ধৌত করিবার জল ব্যবহার করিবেন।

৩৯৪. তস্মাহি পিণ্ডে সযনাসনে চ, আপে চ সঙ্ঘাটিরজূপবাহনে;
এতেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো, ভিক্‌খু যথা পোক্‌খরে বারিবিন্দু। ১৭

অনুবাদ : তদ্ধেতু, পিণ্ড, শয়নাসন, চীবর ধুইবার জল—এই সকল বস্তুর প্রতি ভিক্ষু পদ্মপাতার জলবিন্দুর মতো নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত হইবেন।

৩৯৫. গহট্‌ঠবত্তং পন বো বদামি, যথাকরো সাবকো সাধু হোতি;
ন হেস[১] লব্‌ভা সপরিগ্গহেন, ফস্‌সেতুং যো কেবলো ভিক্‌খু ধম্মো।১৮

অনুবাদ : কীরূপে কোন ব্যক্তি গৃহীধর্ম পালন করিয়াও সাধু শ্রাবক হইতে সমর্থ হন, সেই কথাও তোমাদিগকে বলিব। কারণ যে পার্থিব ধনের অনুসরণ করে, তাহার পক্ষে পূর্ণ ভিক্ষুধর্মের পালন সম্ভব নহে।

৩৯৬. পাণং ন হনে[২] ন চ ঘাতযেয্য, ন চানুজঞ্‌ঞা হনতং পরেসং;
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, যে থাবরা যে চ তসা সন্তি[৩] লোকে। ১৯

অনুবাদ : প্রাণিহত্যা করিবেন না, প্রাণিহত্যার কারণও হইবেন না, অন্যজনে হত্যা করিলে তাহা অনুমোদনও করিবেন না। জগতে ভীত ও নির্ভীক সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে দয়াপরায়ণ হইয়া দণ্ড ত্যাগ করিবেন।

৩৯৭. ততো অদিন্নং পরিবজ্জযেয্য, কিঞ্চি ক্বচি সাবকো বুজ্ঝমানো;
ন হারযে হরতং নানুজঞ্‌ঞা, সব্বং অদিন্নং পরিবজ্জযেয্য। ২০

অনুবাদ : যেই জিনিস অন্যের বলিয়া জানে—তাহা যাহাই হউক না কেন; এবং যে-কোনো জায়গাতেই হউক—উহা দেওয়া না হইলে শ্রাবক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। তিনি অন্যকে চুরি করিতে উৎসাহিত করিবেন না, চৌর্যের অনুমোদনও করিবেন না। সকল প্রকার অদত্ত জিনিস তাহার পরিবর্জনীয় হইবে।

৩৯৮. অব্রহ্মচরিযং পরিবজ্জযেয্য, অঙ্গারকাসুং জলিতংব বিঞ্‌ঞূ,
অসম্ভুণন্তো পন ব্রহ্মচরিযং, পরস্‌স দারং ন অতিক্কমেয্য। ২১

অনুবাদ : বিজ্ঞব্যক্তি প্রজ্বলিত অঙ্গারস্তূপ বর্জনতুল্য অব্রহ্মচর্য তথা কামচারকে বর্জন করিবেন। ব্রহ্মচর্য পালন করিতে অসমর্থ হইলেও পরদার গমন বিরতির বিধান তিনি কখনো অতিক্রম করিবেন না।

৩৯৯. সভগ্গতো বা পরিসগ্গতো বা, একস্‌স বেকো[৪] ন মুসা ভণেয্য;
ন ভাণযে ভণতং নানুজঞ্‌ঞা, সব্বং অভূতং পরিবজ্জযেয্য। ২২

অনুবাদ : সভাগৃহে বা পরিষদ গৃহে তিনি কাহারও সহিত মিথ্যাবাক্য ভাষণ করিবে না; তিনি কাহাকেও মিথ্যাকথা বলিতে উৎসাহিত করিবেন না;

---

[১] ন হেসো (সী)
[২] ন হানে (সী)
[৩] তসন্তি (সী-ই)
[৪] চেকো (সী-স্যা)

মিথ্যার অনুমোদনও করিবেন না। তিনি সকল প্রকার অবিদ্যমান বিষয় পরিত্যাগী হইবেন।

৪০০. মজ্জঞ্চ পানং ন সমাচরেয্য, ধম্মং ইমং রোচয়ে যো গহট্ঠো;
ন পাযযে পিবতং নানুজঞ্ঞা, উম্মাদনন্তং ইতি নং বিদিত্বা। ২৩

অনুবাদ : এই ধর্ম (মদ্যপান হইতে বিরতধর্ম) যে গৃহীলোকের রুচিকর হইবে, তিনি মদ্যপান হইতে বিরত হইবেন; মদ্যপান করিতে কাহাকেও উৎসাহিত করিবেন না, মদ্যপানের অনুমোদনও করিবেন না। কারণ মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৪০১. মদা হি পাপানি করোন্তি বালা, কারেন্তি চঞ্ঞেপি জনে পমত্তে;
এতং অপুঞ্ঞাযতনং বিবজ্জয়ে, উম্মাদনং মোহনং বালকন্তং। ২৪

অনুবাদ : মূর্খেরা মত্ততা কারণে পাপকার্য করিয়া থাকে। একই কারণে অন্যজনকেও তাহারা প্রমত্ত করে। এই অপুণ্যায়তন, উন্মাদনা ও বুদ্ধিহীনতা, মূর্খলোকের কর্ম বলিয়া তাহা ত্যাগ করিবেন।

৪০২. পাণং ন হনে ন চাদিন্নমাদিযে, মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো সিযা;
অব্রহ্মচরিযা বিরমেয মেথুনা, রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকাল ভোজনং।২৫

অনুবাদ : প্রাণিহত্যা করিবেন না; যাহা দেওয়া হয় নাই, তাহা গ্রহণ করিবেন না; মিথ্যা কথায় রত হইবেন না; মদ্যপায়ী হইবেন না; অপবিত্র মৈথুন সেবন হইতে বিরত হইবেন; রাত্রিভোজনও করিবেন না।

৪০৩. মালং ন ধারে ন চ গন্ধমাচরে, মঞ্চে ছমাযং ব সযেথ সন্থতে;
এতং হি অট্ঠঙ্গিকমাহুপোসথং, বুদ্ধেন দুক্খন্তগুনা পকাসিতং। ২৬

অনুবাদ : মালা ধারণ করিবেন না, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না, মঞ্চ বা ভূমিতে প্রসারিত আসনে শয়ন করিবেন; বুদ্ধকর্তৃক দুঃখের অন্তঃসাধনে প্রকাশিত ইহাই অষ্টাঙ্গিক উপোসথ নামে খ্যাত।

৪০৪. ততো চ পক্খস্সুপবস্সুপোসথং, চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিঞ্চ অট্ঠমিং;
পাটিহারিযপক্খঞ্চ পসন্নমানসো, অট্ঠঙ্গুপেতং সুসমত্তরূপং। ২৭

অনুবাদ : প্রতিহার্য এবং পক্ষরূপে মাসার্ধের চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমী দিনে প্রসন্ন মনে অষ্টাঙ্গ উপোসথ[১] উত্তমরূপে পালন করিবেন।

৪০৫. ততো চ পাতো উপবুত্থুপোসথো, অন্নেন পানেন চ ভিক্খুসঙ্ঘং
পসন্ন চিত্তো অনুমোদমানো, যথাবহং সংবিভজেথ বিঞ্ঞূ। ২৮

অনুবাদ : ভোরে উপোসথ ব্রত পালন, বিজ্ঞগণ কর্তৃক ভিক্ষুসংঘকে

[১] বৈদিক উপোসথ

যথাশক্তি অন্ন, পানীয়াদি দান ও বিতরণ করিবেন এবং প্রসন্নচিত্তে সেই দান অনুমোদন করিবেন।

৪০৬. ধম্মেন মাতাপিতরো ভরেয্য, পযোজযে ধম্মিকং সো বণিজ্জং

এতং গিহি বত্তয'মপ্পমত্তো, সযম্পভে নাম উপেতি দেবে'তি। ২৯

অনুবাদ : ধর্মসম্মত বাণিজ্যে নিয়োজিত হইয়া মাতাপিতার ভরণপোষণ করিবেন। ইহাই অপ্রমত্ত গৃহীর ব্রত, যদ্বারা তিনি "স্বয়ংপ্রভ" নামক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

ধার্মিক সূত্র সমাপ্ত।

চূলবগ্‌গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং

রতনামগন্ধো হিরী চ, মঙ্গলং সূচিলোমেন,
ধম্মচরিঞ্চ ব্রাহ্মণো, নাবা কিংসীলমুট্‌ঠানং।
রাহুলো পুন কপ্পো চ, পরিব্বাজনীযং তথা,
ধম্মিকঞ্চ বিদুনো আহু, চূলবগ্গন্তি চুদ্দসাতি।

স্মারক-গাথা :

অনুবাদ : রত্ন, আমগন্ধ, হিরী, মঙ্গল ও সূচি লোমে;
ব্রাহ্মণের ধর্মাচার, নারিকেলশীল সমুত্থানে।
রাহুলের পুনঃপুন কল্প, পরিব্রাজক স্বস্থানে,
ধার্মিকজন বিদ্যমান খ্যাত, চূলবর্গ হয় চৌদ্দতে।

----

৩. মহাবগ্গ—মহাবর্গ

১. পব্বজ্জা সুত্তং—প্রব্রজ্যা সূত্র

৪০৭. পব্বজ্জং কিত্তযিস্সামি, যথা পব্বজি চক্খুমা,
যথা বীমংসমানো সো, পব্বজ্জং সমরোচযি। ১

অনুবাদ : চক্ষুষ্মানগণ কর্তৃক সুবিবেচনায় যেই প্রব্রজ্যা অবলম্বিত ও রুচিকর হয়, আমি সেই প্রব্রজ্যার গুণ কীর্তন করিব।

৪০৮. সম্বাধোযং ঘরাবাসো, রজস্সাযতনং ইতি,
অব্ভোকাসোব পব্বজ্জা, ইতি দিস্বান পব্বজি। ২

অনুবাদ : 'ঘরে বাস করা সম্বাধপূর্ণ (বিঘ্নসংকুল), ইহা অপবিত্রতা সৃষ্টির স্থান'। অপরপক্ষে 'প্রব্রজ্যাজীবন মুক্ত আকাশের ন্যায়'; ইহা দর্শন করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৪০৯. পব্বজিত্বান কাযেন, পাপকম্মং বিবজ্জযি,
বচীদুচ্চরিতং হিত্বা, আজীবং পরিসোধযি। ৩

অনুবাদ : প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তিনি কায়িক পাপকর্ম বর্জন করিয়াছিলেন। বাচনিক দুষ্কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি নিজের জীবিকাকে পরিশোধন করিয়াছিলেন।

৪১০. অগমা রাজগহং বুদ্ধো, মগধানং গিরিব্বজং,
পিণ্ডায অভিহারেসি, আকিণ্ণবরলক্খণো। ৪

অনুবাদ : বুদ্ধ মগধগণের রাজগৃহে আগমন করিলেন; এবং সকল সুলক্ষণ ব্যাপ্ত করে পিণ্ডের জন্য মগধের গিরিব্রজে প্রবেশ করিলেন।

৪১১. তমদ্দসা বিম্বিসারো, পাসাদস্মিং পতিট্ঠিতো,
দিস্বা লক্খণ সম্পন্নং, ইমমত্থং অভাসথ। ৫

অনুবাদ : বিম্বিসার প্রাসাদে স্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া তিনি এইরূপ বলিলেন :

৪১২. ইমং ভোন্তো নিসামেথ, অভিরূপো ব্রহা সুচি,
চরণেন চ সম্পন্নো, যুগমত্তঞ্চ পেক্খতি। ৬

অনুবাদ : "আপনারা এই সাধুলোকের সেবায় নিযুক্ত হউন। ইনি সুদর্শন, মহান, শুদ্ধ ও সদাচারসম্পন্ন, তাঁহার দৃষ্টি যুগের তথা চারি হাতের অধিক অগ্রসর হয় না।

৪১৩. ওক্খিচক্খু সতিমা, নাযং নীচকুলামিব,

রাজদূতাভিধাবন্তু, কুহিং ভিক্‌খু গমিস্‌সতি। ৭

অনুবাদ : ইনি নিম্নচক্ষু, স্মৃতিমান, ইনি নীচকুল হতে প্রব্রজিত নহেন; রাজদূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন—'ভিক্ষু কোথায় যাইবেন?"

৪১৪. তে পেসিতা রাজদূতা, পিট্‌ঠিতো অনুবন্ধিসুং,
কুহিং গমিস্‌সতি ভিক্‌খু, কত্থ বাসো ভবিস্‌সতি। ৮

অনুবাদ : সেই প্রেরিত দূতেরা তাঁহার পিছনে পিছনে গমন করিল, 'ভিক্ষু কোথায় যাইবেন? এবং কোথায় বাস করিবেন?' তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য।

৪১৫. সপদানং চরমানো, গুত্তদ্বারো সুসংবুতো,
খিপ্পং পত্তং অপূরেসি, সম্পজানো পটিস্‌সতো। ৯

অনুবাদ : ঘরে ঘরে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার ও সুসংযত হইয়া সম্প্রজ্ঞানে স্মৃতিমান সেই ভিক্ষু অধিক গ্রহণ করিয়া সহসা পাত্র পূর্ণ করিলেন না।

৪১৬. পিণ্ডচারং চরিত্বান, নিক্‌খম্ম নগরা মুনি,
পণ্ডবং অভিহারেসি, এত্থ বাসো ভবিস্‌সতি। ১০

অনুবাদ : পিণ্ডাচরণে বিচরণ করিয়া, নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক সেই মুনি পণ্ডবে[১] (পর্বতে) গমন করিলেন। তাহারা ভাবিলেন, এখানেই তিনি অবস্থান করিবেন।

৪১৭. দিস্বান বাসূপগতং, তযো[২] দূতা উপাবিসুং,
তেসু একোব[৩] আগন্ত্বা, রাজিনো পটিবেদযি। ১১

অনুবাদ : সেই বাসস্থানে তাঁহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়া দূতেরাও তথায় উপবেশন করিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন দূত ফিরিয়া গিয়া রাজাকে সংবাদ নিবেদন করিল।

৪১৮. এস ভিক্‌খু মহারাজ, পণ্ডবস্‌স পুরত্থতো,[৪]
নিসিন্নো ব্যাগ্‌ঘুসভোব, সীহোব গিরিগব্‌ভরে। ১২

অনুবাদ : "মহারাজ, এই ভিক্ষু পণ্ডব পর্বতের পূর্বদিকে বসিয়া বাঘের মতো, বৃষভের ন্যায় এবং পর্বত গুহার সিংহের মতো উপবিষ্ট আছেন।"

৪১৯. সুত্বান দূতবচনং, ভদ্দযানেন খত্তিযো,

---

[১] পর্বতের নাম

[২] ততো (সী-ই)

[৩] একো চ দূতো (সী-স্যা-ই)

[৪] পুরক্‌খতো (স্যা-ক)

তরমানরূপো নিয্যাসি, যেন পণ্ডবপব্বতো। ১৩

অনুবাদ : দূতের বচন শুনিয়া ক্ষত্রিয়যোগ্য ভদ্রযানে আরোহণপূর্বক রাজা ত্বরিৎ গতিতে পণ্ডব পর্বতে গমন করিলেন।

৪২০. স যানভূমিং যাযিত্বা, যানা ওরুয্হ খত্তিযো,
পত্তিকো উপসঙ্কম্ম, আসজ্জ নং উপাবিসি। ১৪

অনুবাদ : ক্ষত্রিয়রাজ যতদূর পথ যানে করিয়া যাওয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত যাইয়া পরে যান হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন।

৪২১. নিসজ্জ রাজা সম্মোদি, কথং সারণীযং ততো,
কথং সো বীতিসারেত্বা, ইমমত্থং অভাসথ। ১৫

অনুবাদ : রাজা উপবেশন করিয়া যথারীতি অভিবাদন ও প্রীত্যালাপ করিয়া এই ভাব ব্যক্ত করিলেন :

৪২২. যুবা চ দহরো চাসি, পঠমুপ্পত্তিকো[১] সুসু,
বণ্ণারোহেন সম্পন্নো, জাতিমা বিয খত্তিযো। ১৬

অনুবাদ : "আপনি যুবক ও কমনীয়, আপনার নবযৌবন, আপনি সুন্দর বর্ণসম্পন্ন এবং উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়ের মতো প্রতীয়মান।

৪২৩. সোভযন্তো অনীকগ্গং, নাগসংঘ পুরক্খতো,
দদামি ভোগে ভুঞ্জস্সু, জাতিং অক্খাহি পুচ্ছিতো। ১৭

অনুবাদ : আপনি সৈন্যদল সম্মুখে রাখিয়া রাজবাহিনীর শোভা বর্ধনকারী হইবেন। আমি আপনাকে প্রচুর ভোগসম্পত্তি দান করিব, আপনি ভোগ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনার জাতি কী, তা প্রকাশ করুন।"

৪২৪. উজুং জনপদো রাজ, হিমবন্তস্স পস্সতো,
ধনবীরিযেন সম্পন্নো, কোসলেসু[২] নিকেতিনো। ১৮

অনুবাদ : "হে রাজন, হিমালয়ের কাছে ধন-বীর্যসম্পন্ন অধিবাসীগণ লইয়া কোশল নামে এক সহজগম্য জনপদ আছে।

৪২৫. অদিচ্চা[৩] নাম গোত্তেন, সাকিযা নাম জাতিযা;
তম্হা কুলা পব্বজিতোম্হি, ন কামে অভিপত্থযং। ১৯

অনুবাদ : তাঁহারা আদিত্য (সূর্য) গোত্রীয় নামে পরিচিত, শাক্যজাতি নামে বিখ্যাত। সেই কুল হইতে আমি প্রব্রজিত। কাম ও ভোগসুখ আমার

[১] পঠমুপ্পত্তিযা (সী)। পঠমুপ্পত্তিতো (স্যা)

[২] কোসলস্স (স্যা-ক)

[৩] আদিচ্চো (ক)

প্রার্থনীয় নহে।

৪২৬. কামেস্বাদীনবং দিস্বা, নেক্‌খম্মং দট্‌ঠু খেমতো,
পধানায গমিস্‌সামি, এত্থ মে রঞ্জতী মনোতি। ২০

অনুবাদ : কামের আদীনব (উপদ্রব) দেখিয়া, ত্যাগের মাধ্যমে উপশমসুখ চিন্তা করিয়া, আমি প্রধান[1] (উত্তম সুখ) লাভ করিবার জন্য গমন করিব। ইহাই আমার মনোরঞ্জক।"

প্রব্রজ্যা সূত্র সমাপ্ত।

২. পধান সুত্তং—প্রধান সূত্র

৪২৭. তং মং পধান পহিতত্তং, নদিং নেরঞ্জরং পতি,
বিপরক্কম্ম ঝাযন্তং, যোগক্‌খেমস্‌স পত্তিযা। ১

অনুবাদ : আমি যখন চিত্তকে একাগ্র করিয়া নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অতীব পরাক্রমের সহিত যোগক্ষেম (নির্বাণ) লাভ করিবার জন্য ধ্যান নিরত ছিলাম,

৪২৮. নমুচী করুণং বাচং, ভাসমানো উপাগমি,
কিসো ত্বমসি দুব্বণ্ণো, সন্তিকে মরণং তব। ২

অনুবাদ : নমুচি[2] (মার) তখন করুণবাক্য বলিতে বলিতে আগমন করিল—"আপনি কৃশ ও দুর্বর্ণ, আপনি মৃত্যুর সন্নিকটে।

৪২৯. সহস্‌সভাগো মরণস্‌স, একংসো তব জীবিতং,
জীব ভো জীবিতং সেয্যো, জীবং পুঞ্‌ঞানি কাহসি। ৩

অনুবাদ : আপনার সহস্রভাগ এখন মরণের অধিকারে; একাংশমাত্র জীবনের। ওহে জীবের পক্ষে জীবন ধারণই শ্রেয়। জীবনধারণ করিলেই পুণ্যকার্য করিতে সমর্থ হইবেন।

৪৩০. চরতো চ তে ব্রহ্মচরিযং অগ্গিহুত্তঞ্চ জূহুতো,
পুহূতং চীযতে পুঞ্‌ঞং, কিং পধানেন কাহসি। ৪

অনুবাদ : ব্রহ্মচর্য আচরণে ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দানে আপনার প্রচুর পুণ্য সংগৃহীত হইবে। প্রধান (সমাধি) হইতে আপনার কী লাভ হইবে?

৪৩১. দুগ্গো মগ্গো পধানায, দুক্করো দুরভিসম্ভবো,
ইমা গাথা ভণং মারো, অট্‌ঠা বুদ্ধস্‌স সন্তিকে। ৫

---

[1] চিত্তের একাগ্রতা। উহা চারি প্রকার, যথা- (১) সংবর (ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম), (২) প্রহান (পাপচিন্তার পরিহার), (৩) ভাবনা (ধ্যানানুশীলন)।

[2] মারের অন্য নাম।

অনুবাদ : "প্রধানের মার্গ কঠিন, দুর্গম, দুষ্কর ও দুরতিক্রম্য" এই গাথা ভাষণ করিতে করিতে মার বুদ্ধের সন্নিকটে স্থিত হইলেন।

৪৩২. তং তথাবাদিনং মারং, ভগবা এতদব্রুবি,
পমত্তবন্ধু পাপিম, যেনখেন[১] ইধাগতো। ৬

অনুবাদ : মার এইরূপ বলিলে, ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, "হে প্রমত্তবন্ধু পাপীষ্ট, তুমি কী কারণে এখানে আসিয়াছ?

৪৩৩. অণুমত্তোপি[২] পুঞ্ঞেন, অত্থো ময্হং ন বিজ্জতি,
যেসঞ্চ অত্থো পুঞ্ঞেন তে মারো বত্তুমরহতি। ৭

অনুবাদ : অনুমাত্র পুণ্যকর্ম আমার দরকার নাই। যে পুণ্যকর্ম প্রয়োজনীয়, তাহা মারকে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

৪৩৪. অত্থি সদ্ধা তথা[৩] বীরিযং, পঞ্ঞা চ মম বিজ্জতি,
এবং মং পহিতত্তম্পি, কিং জীবমনুপুচ্ছসি। ৮

অনুবাদ : আমি শ্রদ্ধা, বীর্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবুও কী কারণে আমাকে জীবনধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছ?

৪৩৫. নদীনমপি সোতানি, অযং বাতো বিসোসযে,
কিঞ্চ মে পহিতত্তস্স, লোহিতং নুপসুস্সযে। ৯

অনুবাদ : এই বাতাস নদীর স্রোতকেও শোষণ করিবে। আমার মতো সংকল্পবদ্ধের রক্তও কী, উহা শোষণ করিবে না?

৪৩৬. লোহিতে সুস্সমানম্হি, পিত্তং সেম্হঞ্চ সুস্সতি,
মংসেসু খীযমানেসু, ভিয্যো চিত্তং পসীদতি।
ভিয্যো সতি চ পঞ্ঞা চ, সমাধি মম তিট্ঠতি। ১০

অনুবাদ : রক্ত শুকাইলে, পিত্ত আর শ্লেষ্মাও শুকাইয়া যায়। মাংস কমিয়া গেলে চিত্ত (মন) অধিকতর শান্ত হয়; আমার স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও সমাধি ইহাতে খুব বেশি পরিমাণে স্থিত হইয়া থাকে।

৪৩৭. তস্স মেবং বিহরতো, পত্তস্সুত্তমবেদনং,
কামেসু[৪] নাপেক্খতে চিত্তং, পস্স সত্তস্স সুদ্ধতং। ১১

অনুবাদ : এইভাবে অবস্থান করিলে চিত্ত কামে প্রক্ষিপ্ত না হইয়া উত্তম অনুভূতি প্রাপ্ত হয়। তেমন সত্ত্বদের পরিশুদ্ধিতা দেখ।

---

[১] সেনখেন (?)। অত্তনো অত্থেন (ট্ঠ-সংবণ্ণনা)

[২] অনুমত্তেনপি (সী-স্যা)

[৩] ততো (সী-ই) তপো (স্যা-ক)

[৪] কামে (সী-স্যা)

৪৩৮. কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি বুচ্চতি,
তিতিযা খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তণ্হা পবুচ্চতি। ১২

অনুবাদ : কাম তোমার প্রথম সৈন্য। অরতিকে দ্বিতীয় সৈন্য বলা হয়। তোমার তৃতীয় সৈন্য হইল ক্ষুৎপিপাসা আর চতুর্থ সৈন্য হইল তৃষ্ণা।

৪৩৯. পঞ্চমং[১] থিনমিদ্ধং তে, ছট্ঠা ভীরু পবুচ্চতি,
সত্তমী বিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্ঠমো। ১৩

অনুবাদ : স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্যতন্দ্রা) তোমার পঞ্চম সৈন্য। ভীরুতা ষষ্ঠ সৈন্য বলিয়া উক্ত হয়। তোমার সপ্তম সৈন্য বিচিকিৎসা (সন্দেহ) এবং ম্রক্ষ ও থম্ভ (কুহনা-জড়তা) অষ্টম সৈন্য বলিয়া কথিত হয়।

৪৪০. লাভো সিলোকো সক্কারো, মিচ্ছালদ্ধো চ যো যসো;
যো চত্তানং সমুক্কংসে, পরে চ অবজানতি। ১৪

অনুবাদ : লাভ, সুনাম (যশ), সৎকার, মিথ্যালব্ধ যশ; যে ব্যক্তি নিজকে নিজে উৎকর্ষ (উন্নত) মনে করিয়া পরকে অবজ্ঞা (ঘৃণা) করে।

৪৪১. এসা নমুচি তে সেনা, কণ্হস্সাভিপ্পহারিনী,
ন নং অসূরো জিনাতি, জেত্বা চ লভতে সুখং। ১৫

অনুবাদ : হে নমুচি, ইহারাই তোমার সৈন্য। যাহারা শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে মুক্তির পথে অন্তরায় করে অন্ধকারের পক্ষভুক্ত করে থাকে। অসুর যাহাকে জয় করিতে অক্ষম, তোমার সেই সৈন্যকে যাহারা পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, তাহারাই প্রকৃত সুখ লাভ করিয়া থাকে।

৪৪২. এস মুঞ্জং পরিহরে, ধিরত্থু মম জীবিতং,
সঙ্গামে মে মতং সেয্যো; যঞ্চে জীবে পরাজিতো। ১৬

অনুবাদ : সতর্ক হও, এই তৃষ্ণারণ্য পরিহার কর, জগতে আমার এই জীবনকে ধিক! যদি সংগ্রামে পরাজিত হই। পরাজিত জীবনের চেয়ে সংগ্রামে আমার মরণই শ্রেয়স্কর।

৪৪৩. পগাল্হেত্থ ন দিস্সন্তি, একে সমণ ব্রাহ্মণা,
তঞ্চ মগ্গং ন জানন্তি, যেন গচ্ছন্তি সুব্বতা। ১৭

অনুবাদ : কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (তোমার সেনাসমূহ) না দেখে (তথা না জেনে), তাতে অভিভূত হয়। কিন্তু নির্বাণকামীগণের মার্গ তোমার সেনারা জানিতে পারে না।

৪৪৪. সমন্তা ধজিনিং দিস্বা, যুত্তং মারং সবাহনং,

---

[১] পঞ্চমী (সী-ই)

যুদ্ধায পচ্চুগ্গচ্ছামি, মা মং ঠানা অচাবযি। ১৮

অনুবাদ : সশস্ত্র মার ও তৎ চারিদিকে সৈন্যবাহিনী দেখিতে পাইয়া আমি যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছি। যাহাতে আমি কোনো অবস্থাতে সংকল্পে স্থানচ্যুত না হই।

৪৪৫. যং তে তং নপ্পসহতি, সেনং লোকো সদেবকো,
তং তে পঞ্‌ঞায ভেচ্ছামি[১], আমং পত্তংব অস্মনা[২]। ১৯

অনুবাদ : দেবতা ও মানব কর্তৃক অপরাজেয় তোমার সৈন্যদলকে আমি প্রজ্ঞারূপ পাথর দ্বারা মাটির পাত্রের ন্যায় ধ্বংস করিব।

৪৪৬. বসীকরিত্বা[৩] সংকপ্পং, সতিঞ্চ সূপতিট্‌ঠিতং,
রট্‌ঠা রট্‌ঠং বিচরিস্‌সং, সাবকে বিনযং পুথূ। ২০

অনুবাদ : সংকল্পকে বশীভূত করিয়া, স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমি রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রান্তরে শিষ্যগণকে বিস্তারিতভাবে শিক্ষাদান করিয়া বিচরণ করিব।

৪৪৭. তে অপ্পমত্তা পহিতত্তা, মম সাসনকারকা,
অকামস্‌স[৪] তে গমিস্‌সন্তি, যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে। ২১

অনুবাদ : তাহারা অপ্রমত্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া শাসনরক্ষকে পরিণত হইবে এবং কামনা রহিত চিত্তসম্পন্ন হইয়া এমনস্থানে গমন করিবে, যেখানে গমন করিলে কোনো অনুশোচনা করিতে হয় না।

৪৪৮. সত্ত বস্‌সানি ভগবন্তং, অনুবন্ধিং পদাপদং,
ওতারং নাধিগচ্ছিস্‌সং, সম্বুদ্ধস্‌স সতীমতো। ২২

অনুবাদ : "আমি সাত বৎসর ভগবানের পদানুসরণ করিয়াছি; সম্যকসম্বুদ্ধের স্মৃতিচ্যুতি আমি দেখিতে পাই নাই।

৪৪৯. মেদবণ্ণংব পাসাণং, বাযসো অনুপরিযগা,
অপেত্থ মুদুং[৫] বিন্দেম, অপি অস্‌সাদনা সিযা। ২৩

অনুবাদ : কাক মসৃণকালা রঙের পাথরের চারিদিকে উড়ে উড়ে ঘুরিয়া থাকে; এখানে কোনো কী কোমল জিনিস, কোনো তৃপ্তিকর জিনিস রয়েছে কী?

---

[১] গচ্ছামি (সী)। বেচ্ছামি (স্যা)। বজ্ঝামি (ক)
[২] পক্কংব অম্‌হনা (ক)
[৩] বসিং করিত্বা (বহুসু)
[৪] অকামা (ক)
[৫] মৃদু (সী)

৪৫০. অলদ্ধা তত্থ অস্সাদং, বাযসে'ত্তো অপক্কমি,
কাকোব সেলমাসজ্জ, নিব্বিজ্জা'পেম গোতমং। ২৪

অনুবাদ : অন্য তৃপ্তিকর কোনো জিনিস লাভ না করিয়া সেখান হইতে কাক চলিয়া যায়; রিক্ত হইয়া কাক যেমন পর্বতের দিকে চলিয়া যায়; তেমনি আমরাও গৌতমের নিকট হইতে চলিয়া যাইব।"

৪৫১. তস্স সোকপরেতস্স, বীণা কচ্ছা অভস্সথ,
ততো সো দুম্মনো যক্খো, তত্থেবন্তরধাযথাতি। ২৫

অনুবাদ : শোকপরিবৃত মারের বীণার তন্ত্রী অবশ হইয়া পড়িল; এবং সেই দুর্মনা যক্ষ তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে অন্তর্ধান হইল।

প্রধান সূত্র সমাপ্ত।

৩. সুভাসিত সুত্তং—সুভাষিত সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি "ভিক্খবো"তি। "ভদন্তে"তি তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং। ভগবা এতদবোচ—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে জেতবন উদ্যানে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। তথায় একদিন ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ," বলিয়া আহ্বান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া প্রত্যুত্তর জানাইলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন :

চতূহি ভিক্খবে অঙ্গেহি সমন্নাগতা বাচা সুভাসিতা হোতি, ন দুব্ভাসিতা; অনবজ্জা চ অননুবজ্জা চ বিঞ্ঞূনং। কতমেহি চতূহি? ইধ ভিক্খবে ভিক্খু সুভাসিতংযেব ভাসতি; নো দুব্ভাসিতং; ধম্মংযেব ভাসতি, নো অধম্মং; পিযংযেব ভাসতি, নো অপ্পিযং; সচ্চংযেব ভাসতি, নো অলিকং। ইমেহি খো ভিক্খবে চতূহি অঙ্গেহি সমন্নাগতা বাচা সুভাসিতা হোতি, নো দুব্ভাসিতা; অনবজ্জা চ অননুবজ্জা চ বিঞ্ঞূনন্তি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো, অথ পরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "ভিক্ষুগণ; চারি অঙ্গ-সমন্নাগত বাক্য সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; জ্ঞানীদের কাছে উহা দোষহীন, অনিন্দনীয়। সেই চারি অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সুবাক্য ভাষণ করেন, দুর্বাক্য তিনি বলেন না। তিনি যথাধর্ম ভাষণ করেন, অধর্ম বাক্য বলেন না। ভিক্ষু প্রিয়বাক্য বলেন, অপ্রিয়বাক্য বলেন না। এবং তিনি সত্যবাক্য বলিয়া থাকেন, মিথ্যাবাক্য বলেন না। ভিক্ষুগণ, এই চারি অঙ্গ-সমন্নাগত বাক্য সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; উহা

বিজ্ঞদের কাছে দোষহীন, অনিন্দনীয়।” ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় এইরূপ বলিলেন :

৪৫২. “সুভাসিতং উত্তমমাহু সন্তো, ধম্মং ভণে নাধম্মং তং দুতিযং;
পিযং ভণে নাপ্পিযং তং ততিযং, সচ্চং ভণে নালিকং তং চতুত্থ”ন্তি। ১

অনুবাদ : “সাধু ব্যক্তিরা সুভাষিত বাক্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। যথাধর্ম বাক্য বলিয়া থাকেন, অধর্ম কথা বলেন না; ইহা দ্বিতীয়। প্রিয়বাক্য বলিয়া, অপ্রিয়বাক্য বলেন না; ইহা তৃতীয়। সত্যকথা বলিয়া থাকেন, মিথ্যাকথা বলেন না; ইহা চতুর্থ।”

অথ খো আযস্মা বঙ্গীসো উট্ঠাযাসনা একংসং চীবরং কত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা ভগবন্তং এতদবোচ “পটিভাতি মং ভগবা, পটিভাতি মং সুগতা”তি। “পটিভাতু তং বঙ্গীসা”তি ভগবা অবোচ। অথ খো আযস্মা বঙ্গীসো ভগবন্তং সম্মুখা সারুপ্পাহি গাথাহি অভিত্থবি—

অনুবাদ : অতঃপর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হইতে উঠিয়া, পরিহিত চীবর একাংশ আবৃত করিয়া, ভগবানকে অঞ্জলি প্রণামপূর্বক এইরূপ বলিলেন, “হে ভগবান, আমাকে কিছু বলিতে অনুমতি দিন। হে সুগত, আমাকে কিছু বলিতে অনুমতি দিন।” ভগবান বঙ্গীসকে বলিলেন, “বঙ্গীস, অনুমতি দিলাম, যাহা ইচ্ছা তুমি বলিতে পার।” তৎপরে আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানের সামনে স্থিত হইয়া সারপূর্ণ গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :

৪৫৩. তমেব বাচং ভাসেয্য, যায’ত্তানং ন তাপযে,
পরে চ ন বিহিংসেয্য, সা বে বাচা সুভাসিতা। ২

অনুবাদ : যে বাক্য আত্মপীড়াদায়ক নহে, যাহা পরকে আঘাত করে না, সেইরূপ সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা যেতে পারে।

৪৫৪. পিযবাচমেব ভাসেয্য, যা বাচা পটিনন্দিতা,
যং অনাদায পাপানি, পরেসং ভাসতে পিযং। ৩

অনুবাদ : যে বাক্য সাদরে গ্রহণযোগ্য হয়, পাপসংস্পর্শশূন্য হইয়া যাহা অন্যজনের আনন্দজনক হয়; সেইরূপ প্রিয়বাক্য ভাষণ করা যেতে পারে।

৪৫৫. সচ্চং বে অমতা বাচা, এস ধম্মো সনন্তনো,
সচ্চে অত্থে চ ধম্মে চ, অহু সন্তো পতিট্ঠিতা। ৪

অনুবাদ : সত্যই অমৃতবাক্য; ইহা সনাতন ধর্ম। সাধুলোক সত্যে, অর্থে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, উক্ত হইয়াছে।

৪৫৬. যং বুদ্ধো ভাসতি বাচং, খেমং নিব্বানপত্তিযা,
দুক্খস্সন্তকিরিযায, সা বে বাচানমুত্তমা”তি। ৫

অনুবাদ : নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ যে শান্তিময় দুঃখনাশকারী বাক্য বুদ্ধ ভাষণ করিয়া থাকেন, সেই বাক্যই সকল বাক্যের মধ্যে উত্তম।

সুভাষিত সূত্র সমাপ্ত।

৪. পূরলাস (সুন্দরিক ভারদ্বাজ) সুত্তং—সুন্দরিক ভারদ্বাজ সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা কোসলেসু বিহরতি সুন্দরিকায নদিযা তীরে। তেন খো পন সমযেন সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো সুন্দরিকায নদিযা তীরে অগ্গিং জুহতি, অগ্গিহুত্তং পরিচরতি। অথ খো সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো অগ্গিং জুহিত্বা অগ্গিহুত্তং পরিচরিত্বা উট্ঠাযাসনা সমন্তা চতুদ্দিসা অনুবিলোকেসি; "কো নু খো ইমং হব্যসেসং ভুঞ্জেয্যা"তি। অদ্দসা খো সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং অবিদূরে অঞ্ঞতরস্মিং রুক্খমূলে সসীসং পারুতং নিসিন্নং, দিস্বান বামেন হত্থেন হব্যসেসং গহেত্বা দক্খিণেন হত্থেন কমণ্ডলুং গহেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান কোশল দেশে সুন্দরিকা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সুন্দরিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ সুন্দরিকা নদীর তীরে অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া অগ্নিপূজায় ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি আহুতি দান ও পূজা সমাপ্ত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চারিদিকে অবলোকনপূর্বক বলিলেন, "এই অবশিষ্ট অর্ঘ্য কাহার ভোজনের যোগ্য হইবে?" সুন্দরিকভারদ্বাজ অদূরে বৃক্ষমূলে স্ব-মস্তকাবৃত ভগবানকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বামহাতে অবশিষ্ট ঘৃত এবং ডানহাতে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া ভগবানের কাছে গমন করিলেন।

অথ খো ভগবা সুন্দরিকাভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স পদসদ্দেন সীসং বিবরি। অথ খো সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো "মুণ্ডো অযং ভবং, মুণ্ডকো অযং ভব"ন্তি ততোব পুন নিবত্তিতুকামো অহোসি। অথ খো সুন্দরিকভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স এতদহোসি "মুণ্ডাপি হি ইধেকচ্চে ব্রাহ্মণা ভবন্তি, যনূনাহং উপসঙ্কমিত্বা জাতিং পুচ্ছেয্য"ন্তি। অথ খো সুন্দরিক ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ "কিংজচ্চো ভব"ন্তি।

অনুবাদ : তখন ভগবান সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের পায়ের শব্দে মাথার আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ "ইনি তো একজন মুণ্ডিত মস্তক"। ইদানিং কোনো কোনো ব্রাহ্মণও মুণ্ডিত মস্তকী হইয়া থাকেন। আমি তার নিকটে গিয়া, তিনি কোন জাতি তা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। অতঃপর সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ যেখানে ভগবান, তথায় উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জাতি কী?"

অথ খো ভগবা সুন্দরিকভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং গাথাহি অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে গাথার সাহায্যে বলিলেন :

৪৫৭. ন ব্রাহ্মণো নো'ম্হি ন রাজপুত্তো,
ন বেস্সাযনো উদ কোচি নো'ম্হি;
গোত্তং পরিঞ্ঞায পুথুজ্জনানং; অকিঞ্চনো মন্ত চরামি লোকে। ১

অনুবাদ : "আমি ব্রাহ্মণ নহি, রাজপুত্রও নহি, আর বৈশ্যও নহি। গোত্রের পরিচয় সাধারণজনের জন্যেই। আমি এইগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞানেই জগতে বিচরণ করি।

৪৫৮. সঙ্ঘাটিবাসী অগহো[১] চরামি, নিবুত্তকেসো অভিনিব্বুতত্তো;
অলিপ্পমানো ইধ মাণবেহি,অকল্লং মং ব্রাহ্মণ পুচ্ছসি গোত্তপঞ্হং।২

অনুবাদ : আমি সঙ্ঘাটি পরিহিত ও গৃহহীন হইয়া বিচরণ করি। মুণ্ডিত মস্তক, শান্তমন হওত আমি মানবের সংসর্গে নির্লিপ্ত। হে ব্রাহ্মণ, তাই গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে তুমি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াছ।"

৪৫৯. পুচ্ছন্তি বে ভো ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণেভি সহ "ব্রাহ্মণো নো ভবং"তি। ৩

অনুবাদ : "ব্রাহ্মণেরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, 'আপনি কি ব্রাহ্মণ"?

৪৬০. ব্রাহ্মণো হি চে ত্বং ব্রূসি, মঞ্চ ব্রূসি অব্রাহ্মণং,
তং তং সাবিত্তিং পুচ্ছামি, তিপদং চতুবীস অক্খরং। ৪

অনুবাদ : তুমি যদি নিজেকে 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বল এবং আমাকে অব্রাহ্মণ আখ্যা দাও; তাহা হইলে আমি তোমাকে তিনপদ চব্বিশ অক্ষর সাবিত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।"

৪৬১. কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা, খত্তিযা ব্রাহ্মণা[২] দেবতানং;
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূ ইধ লোকে[৩]। ৫

অনুবাদ : "এই জগতে ঋষিগণ, মানবগণ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ কী কারণে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করেন?"

৪৬২. যদন্তগূ বেদগূ যঞ্ঞকালে,
যস্সাহুতিং লভে তস্সিজ্ঝেতি ব্রূহি। ৬

---

[১] অগিহো (ক-সী-ই) অগেহো (কত্থচি)

[২] পঠমপাদন্তো।

[৩] দুতিযপাদন্তো (সী)

অনুবাদ : "যজ্ঞকালে যেইজন বেদজ্ঞ পুরুষের আহুতি লাভ করেন, তার আহুতি উন্নত, ইহাই বলা হইয়া থাকে।

৪৬৩. অদ্ধা হি তস্স হুতমিজ্ঝে, (ইতি ব্রাহ্মণো) যং তাদিসং বেদগুমদ্দসাম;
তুম্হাদিসানঞ্হি অদস্সনেন, অঞ্ঞো জনো ভুঞ্জতি পূরলাসং।৭

অনুবাদ : তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহলে আমার এই আহুতি নিশ্চয় ফলবান হইবে, যেহেতু আমি এতাদৃশ বেদজ্ঞের দর্শন পাইয়াছি। আপনার মতো পুরুষের অদর্শনে অন্য কোনো হীনজন আমার এই পূজা ভোগ করিত।

৪৬৪. তস্মাতিহ ত্বং ব্রাহ্মণ অত্থেন, অত্থিকো উপসঙ্কম্ম পুচ্ছ;
সন্তং বিধূমং অনীঘং নিরাসং, অপ্পেবিধ অভিবিন্দে সুমেধং। ৮

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, যদি তুমি এতে কোনো সার্থকতা দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি এস; এবং সদর্থ কী, তা জিজ্ঞাসা কর। ইহা সম্ভব যে, তুমি এখানে শান্ত, রাগমুক্ত, দুঃখহীন, তৃষ্ণাহীন, বুদ্ধিমান পুরুষের সন্ধান পাইবে।"

৪৬৫. যঞ্ঞে রতোহং ভো গোতম, যঞ্ঞং যিট্ঠুকামো নাহং পজানামি;
অনুসাসতু মং ভবং, যত্থ হুতং ইজ্ঝতে ব্রূহি মে'তং। ৯

অনুবাদ : "হে গৌতম, আমি যজ্ঞেরত, যজ্ঞে ইষ্টকামী, কিন্তু তাহা আমি জানি না। ভগবান, আমাকে উপদেশ দান করুন, যেভাবে যজ্ঞ বেশি ফলবান হয়; সে উপায় আমাকে বলিয়া দিন।"

তেন হি ত্বং ব্রাহ্মণ ওদহস্সু সোতং, ধম্মং তে দেসেস্সামি—

অনুবাদ : তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মণ, কর্ণপাত কর, আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিব—

৪৬৬. মা জাতিং পুচ্ছি চরণঞ্চ পুচ্ছ, কট্ঠা হবে জাযতি জাতবেদো;
নীচাকুলীনোপি মুনী ধিতীমা, আজানিযো হোতি হিরীনিসেধো। ১০

অনুবাদ : জাতি জিজ্ঞাসা করিও না, চরণই জিজ্ঞাসা কর। কাঠ হইতে অগ্নির জন্ম হয়। মুনি নীচকুলে জন্মিলেও ধৃতিমান (বহুশ্রুত), বিবেক সংযত হইয়া পাপে লজ্জাশীল হইয়া উচ্চবংশীয় আচরণসম্পন্ন হইতে পারেন।

৪৬৭. সচ্চেন দন্তো দমসা উপেতো, বেদন্তগূ বূসিতব্রহ্মচরিযো,
কালেন তম্হি হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো[1] যজেথ।১১

অনুবাদ : যিনি সত্যের দ্বারা দমিত ও সংযমসম্পন্ন, বেদান্তে উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী এবং পূর্ণ-ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন; তিনি যথাকালে হব্য[2] লাভ করেন;

---

[1] পুঞ্ঞপেখো (সী-ই)

[2] আহুতি সাধন দ্রব্য, ঘৃত।

হে পুণ্যকামী ব্রাহ্মণ, দানযজ্ঞের আয়োজন করুন।

৪৬৮. যে কামে হিত্বা অগহা চরন্তি, সুসঞ্ঞতত্তা তসরংব উজ্জুং,
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ।১২

অনুবাদ : যাঁহারা কামসুখ বর্জন ও গৃহত্যাগ করিয়া বিচরণকারী এবং সুসংযতাত্ম হইয়া সরল (মাকুর তাঁত বোনার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র, যা দয়িা সুতা আড়াআড়িভাবে বোনানো হয়) মতো বিচরণ করেন, যথাকালে তাঁহারা হব্য লাভ করিয়া থাকেন। হে পুণ্যকামী ব্রাহ্মণ তেমন দানযজ্ঞের আয়োজন করুন।

৪৬৯. যে বীতরাগা সুসমাহিতিন্দ্রিযা, চন্দোব রাহুগ্গহণা পমুত্তা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ।১৩

অনুবাদ : যাঁহারা বীতরাগ, সুসমাহিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া, রাহুগ্রাস প্রমুক্ত চন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত; তাঁহারা যথাকালে হব্য লাভ করিয়া থাকেন। হে পুণ্যকামী ব্রাহ্মণ, তেমন দানযজ্ঞের আয়োজন করুন।

৪৭০. অসজ্জমানা বিচরন্তি লোকে, সদা সতা হিত্বা মমাযিতানি;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ।১৪

অনুবাদ : যাহারা সর্বদা স্মৃতিমান এবং যাহারা স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে জগতে বিচরণ করেন; তাঁহারা যথাকালে হব্য লাভ করিয়া থাকেন। হে পুণ্যকামী ব্রাহ্মণ, তেমন দানযজ্ঞের আয়োজন করুন।

৪৭১. যো কামে হিত্বা অভিভুয্যচারী, যো বেদি জাতীমরণস্স অন্তং;
পরিনিব্বুতো উদকরহদোব সীতো তথাগতো অরহতি পূরলাসং।১৫

অনুবাদ : কামভোগে যিনি ইচ্ছাহীন হইয়া, কাম বিজয়ীরূপে যিনি বিচরণ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর অন্ত বিদিত হইয়া যিনি পরিনির্বাপিত; গভীর জলাশয়ের মতো যিনি শান্ত; সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞচরু (যজ্ঞের পায়েস) লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭২. সমো সমেহি বিসমেহি দূরে, তথাগতো হোতি অনন্তপঞ্ঞো;
অনূপলিত্তো ইধ বা হুরং বা, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ১৬

অনুবাদ : অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন তথাগত সাধুর সহিত অনুরূপ (সাধু) ব্যবহারকারী, অসাধু হইতে দূরে অবস্থানকারী। তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অকলঙ্কিত। সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৩. যম্হি ন মাযা বসতি ন মানো, যো বীতলোভো অমমো নিরাসো;
পনুণ্ণকোধো অভিনিব্বুতত্তো, যো ব্রাহ্মণো সোকমলং অহাসি
তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ১৭

অনুবাদ : যাঁহার ছলনা নাই, অহংকার নাই, যিনি বীতলোভ, নিঃস্বার্থ, তৃষ্ণাহীন; ক্রোধ পরিত্যক্ত হইয়া যিনি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেন এবং যে ব্রাহ্মণ শোকমল রহিত; সেই তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৪. নিবেসনং যো মনসো অহাসি, পরিগ্গহা যস্স ন সন্তি কেচি;
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ১৮

অনুবাদ : চিত্তের সকল প্রকার আসক্তি বর্জিত হইয়া যাঁহার মন গৃহে রমিত হয় না; যাঁহার কোনো কিছু পরিগ্রহণ (উপাদান) নাই; যিনি ইহলোকে কিম্বা পরলোকে বাসনাশূন্য; সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞচরু লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৫. সমাহিতো যো উদতারি ওঘং, ধম্মং চঞ্ঞাসি পরমায দিট্ঠিযা;
খীণাসবো অন্তিম দেহধারী, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ১৯

অনুবাদ : যিনি সমাহিত, ওঘ (অবিদ্যা ও তৃষ্ণারূপ প্লাবন) অতিক্রমকারী, উত্তম দর্শনের দ্বারা যিনি ধর্মকে জানিতে পারিয়াছেন; যিনি ক্ষীণাস্রব এবং অন্তিমদেহ ধারণকারীঃ সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৬. ভবাসবা যস্স বচী খরা চ, বিধূপিতা অত্থগতা ন সন্তি;
স বেদগূ সব্বধি বিপ্পমুত্তো, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২০

অনুবাদ : যাঁহার ভবাসব ও কর্কশবাক্য তুলাধুনা, অস্তগত ও বিনষ্ট হইয়াছে; সকল উপাধি হইতে মুক্ত, সেই বেদজ্ঞ অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৭. সঙ্গাতিগো যস্স ন সন্তি সঙ্গা, যো মানসত্তেসু অমানসত্তো;
দুক্খং পরিঞ্ঞায সখেত্তবত্থুং, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২১

অনুবাদ : যিনি সঙ্গা (বন্ধন) ছিন্ন করিয়াছেন, যাহার কোনো বন্ধন নাই; দুঃখ, দুঃখের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি অহংকারীদের মধ্যে নিজেই অহংকারমুক্ত; সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৮. আসং অনিস্সায বিবেকদস্সী, পরবেদিযং দিট্ঠিমুপাতিবত্তো;
আরম্মণা যস্স ন সন্তি কেচি, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২২

অনুবাদ : যিনি আশার উপর নির্ভরশীল হন না, বিবেক (নির্বাণ) দর্শী, অপরের উপদেশিত মিথ্যাদৃষ্টি বিজয়ী; যাঁহার কোনো প্রকার অবলম্বন (জন্মমূল) নাই; সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৭৯. পরোপরা[১] যস্‌স সমেচ্চ ধম্মা, বিধূপিতা অত্থগতা ন সন্তি;
সন্তো উপাদানখযে বিমুত্তো, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২৩

অনুবাদ : যিনি সকল ধর্মের পরপারে উত্তীর্ণ; পুনঃপুন জন্মদায়ি সকল ধর্মকে যিনি বিধূপিত, বিক্ষিপ্ত, অস্তগত ও বিনষ্ট, শান্ত, অস্তগত করে কিছুই অবশেষ রাখেননি, যিনি উপাদান ক্ষয় হেতু শান্ত, বিমুক্ত; সেই অর্হৎ তথাগতেরই যজ্ঞনৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন।

৪৮০. সংযোজনং জাতিখযন্তদস্‌সী, যো'পানুদি রাগপথং অসেসং;
সুদ্ধো নিদোসো বিমলো অকাচো[২] তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২৪

অনুবাদ : যিনি সংযোজন ও জন্মক্ষয়ান্তদর্শী, যিনি আসক্তির পথ বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়াছেন; শুদ্ধ, নির্দোষ, বিমল, নিষ্কলঙ্ক, সেই অর্হৎ তথাগতই যজ্ঞনৈবেদ্য উপহার পাইবার যোগ্য।

৪৮১. যো অত্তনো অত্তানং[৩] নানুপস্‌সতি, সমাহিতো উজ্জুগতো ঠিতত্তো;
স বে অনেজো অখিলো অকঙ্খো, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২৫

অনুবাদ : যিনি সমাহিত, ঋজুগত, স্থিরচিত্তে নিজের আত্মাকে খুঁজে পান না; সেই বাসনাহীন, অখিল (বাঁধাহীন), ভয়হীন অর্হৎ তথাগতই যজ্ঞনৈবেদ্য উপহার লাভ করিবার যোগ্য।

৩৮২. মোহন্তরা যস্‌স ন সন্তি কেচি, সব্বেসু ধম্মেসু চ ঞাণদস্‌সী;
সরীরঞ্চ অন্তিমং ধারেতি পত্তো চ সম্বোধিমনুত্তরং সিবং,
এত্তাবতা যক্‌খস্‌স সুদ্ধি, তথাগতো অরহতি পূরলাসং। ২৬

অনুবাদ : যাঁহার কিছুতেই মোহ নাই; সকল ধর্মে যিনি জ্ঞানলাভী; যিনি অন্তিম দেহ ধারণকারী এবং যিনি অতি উত্তম কল্যাণময় সম্বোধিলাভী, চিত্ত শুদ্ধির পূর্ণতায় উপনীত, সেই অর্হৎ তথাগতই যজ্ঞনৈবেদ্য উপহার লাভ করিবার যোগ্য।

৪৮৩. হুতঞ্চ[৪] ময্হং হুতমত্থু সচ্চং, যং তাদিসং বেদগুণং অলত্থং,
ব্রহ্মা হি সক্‌খি পটিগণ্‌হাতু মে ভগবা, ভুঞ্জতু মে ভগবা পূরলাসং। ২৭

অনুবাদ : "আমার আহুতি সত্য হউক। কারণ বেদগূদের (পূর্ণতালাভী) মধ্যে আমি এতাদৃশ পুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মা-সাক্ষী আছেন, হে ভগবান, আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন এবং আমার যজ্ঞনৈবেদ্য আপনি ভোগ

---

[১] পরোবরা (সী-ই)
[২] অকামো (সী-স্যা)
[৩] অত্তনাত্তানং (সী-স্যা)
[৪] হুত্তঞ্চ (সী-ক)

করুন।”

৪৮৪. গাথাভিগীতং মে অভোজনেয্যং, সম্পস্সতং ব্রাহ্মণ নেস ধম্মো:
গাথাভিগীতং পনুদন্তি বুদ্ধা, ধম্মে সতী ব্রাহ্মণ বুত্তিরেসা। ২৮

অনুবাদ : ভগবান—“গাথা আবৃত্তি করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা আমি ভোজন করি না। হে ব্রাহ্মণ, ইহা দিব্যদর্শনসম্পন্নদের ধর্ম নয়। গাথা আবৃত্তি জনিত লাভকে বুদ্ধাদি মহাপুরুষেরা পরিত্যাগ করেন। হে ব্রাহ্মণ, সম্যকদর্শী বা বুদ্ধদের ইহাই রীতি।

৪৮৫. অঞ্ঞেন চ কেবলিনং মহেসিং, খীণাসবং কুক্কুচ্চবূপসন্তং,
অন্নেন পানেন উপট্ঠহস্সু,খেত্তং হি তং পুঞ্ঞপেক্খস্স হোতি।২৯

অনুবাদ : যিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভী মহর্ষি, ক্ষীণাসব, অনুতাপ উপশমকারী; তাঁহাকে অন্যরকম অন্ন, পানীয়াদির সাহায্যে পরিচর্যা কর। কারণ, পুণ্যকামীদের উহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র।”

৪৮৬. সাধাহং ভগবা তথা বিজঞ্ঞং, যো দক্খিণং ভুঞ্জেয্য মাদিসস্স;
যং যঞ্ঞকালে পরিযেসমানো, পপ্পুয্য তব সাসনং। ৩০

অনুবাদ : সুন্দরিক ভারদ্বাজ—“সাধু, সাধু, হে ভগবান, আমি জানিতে চাই—আমার ন্যায় দায়কের দক্ষিণা কাহার ভোজনের যোগ্য হইবে? আপনার শাসনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করিলে, কাহাকে আমি আহুতি পরিবেশন করিব?”

৪৮৭. সারম্ভা যস্স বিগতা, চিত্তং যস্স অনাবিলং,
বিপ্পমুত্তো চ কামেহি, থিনং যস্স পনূদিতং। ৩১

অনুবাদ : ভগবান, যিনি বিগত সারম্ভ (বদ্ধমূল ক্রোধ), যাঁহার চিত্ত অনাবিল, কাম হইতে বিমুক্ত, যিনি আলস্যহীন,

৪৮৮. সীমন্তনং বিনেতারং, জাতিমরণকোবিদং,
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, তাদিসং যঞ্ঞমাগতং। ৩২

অনুবাদ : যিনি পাপবিজয়ী, জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভী, যে মুনি মোনেয্য (প্রজ্ঞা) সম্পন্ন, তাদৃশ যজ্ঞ সম্পাদনকারী,

৪৮৯. ভকুটিং বিনযিত্বান, পঞ্জলিকা নমস্সথ,
পূজেথ অন্নপানেন এবং ইজ্ঝন্তি দক্খিণা। ৩৩

অনুবাদ : “ভ্রূকুটি (কুটিলতা) বিনয়ন বা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার কর, অন্নপানীয় দ্বারা তাঁহার পূজা কর। এইভাবে দক্ষিণা সফল হইবে।”

৪৯০. বুদ্ধো ভবং অরহতি পূরলাসং, পুঞ্ঞখেত্তমনুত্তরং,

আযাগো সব্বলোকস্‌স, ভোতো দিন্নং মহপ্‌ফলন্তি। ৩৪

অনুবাদ : সুন্দরিক ভারদ্বাজ—"আপনি বুদ্ধ, যজ্ঞচরু বা আহুতি আপনারই পাওয়া দরকার। আপনি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। জগতের সকল যজ্ঞাহুতি আপনারই প্রাপ্য। ভগবানকে প্রদত্ত দান হইতে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।"

অথ খো সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদবোচ "অভিক্কন্তং ভো গোতম, অভিক্কন্তং ভো গোতম। সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্‌হস্‌স বা মগ্গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য 'চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খিন্তী'ন্তি। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো, এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসঙ্ঘঞ্চ। লভেয্যাহং ভোতা গোতমস্‌স সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদ'ন্তি। অলত্থ খো সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, অলত্থ উপসম্পদং। অচিরূপসম্পন্নো খো পনাযস্মা ভারদ্বাজো একো বূপকট্‌ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো নচিরস্‌সেব, যস্‌সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রাহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্‌ঠেবধম্মে সযং অভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। "খীণা জাতি বুসিতং ব্রাহ্মচরিযং, কতং করণীযং, নাপরং ইত্থত্তাযা"তি অব্‌ভঞ্‌ঞাসি। অঞ্‌ঞতরো চ[১] পনাযস্মা সুন্দরিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো অরহং অহোসীতি।

অনুবাদ : অতঃপর সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "আশ্চর্য! গৌতম, খুবই আশ্চর্য। যেমন, হে গৌতম, উৎপাটিত দ্রব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়; আচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশিত করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিবার জন্য অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়; তেমন হে গৌতম; অনেক প্রকারে আপনি ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি পূজনীয় গৌতমের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। পূজনীয় গৌতমের নিকট আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।"

তৎপরে নব উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্পী হইয়া অতিশীঘ্র যথার্থ পথাবলম্বনকারী কুলপুত্রগণ, যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয়

---

[১] অঞ্‌ঞতরো চ খো (সী-ই)। অঞ্‌ঞতরো খো (স্যা-কং-ক)

গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান (নির্বাণ) স্বয়ং সাক্ষাৎ ও উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করেন, ঠিক তদ্রুপ ফল ইহ জীবনেই লাভ করিলেন। 'জন্মবীজ ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উৎযাপিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইহজীবনে করণীয় আর কিছুই নাই। ইহা বিদিত হইয়া আয়ুষ্মান সুন্দরিকভারদ্বাজ অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হইলেন।

সুন্দরিকভারদ্বাজ সূত্র সমাপ্ত।

৫. মাঘ সুত্তং—মাঘ সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্ঝকূটে পব্বতে। অথ খো মাঘো মাণবো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো মাঘো মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মাঘ নামক একজন যুবক ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার সহিত মধুর চিত্তে আনন্দদায়ক বাক্য আলাপ করিবার পর, একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া যুবক মাঘ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

অহং হি ভো গোতম দাযকো দানপতি বদঞ্ঞূ যাচযোগো ধম্মেন ভোগে পরিযেসামি, ধম্মেন ভোগে পরিযেসিত্বা ধম্মলদ্ধেহি ভোগেহি ধম্মাধিগতেহি একস্সপি দদামি দ্বিন্নম্পি তিণ্ণম্পি চতুন্নম্পি পঞ্চন্নম্পি ছন্নম্পি সত্তন্নম্পি অট্ঠন্নম্পি নবন্নম্পি দসন্নম্পি দদামি, বীসাযপি তিংসাযপি চত্তালীসাযপি পঞ্ঞাসাযপি দদামি, সতস্সপি দদামি ভিয্যোপি দদামি। কচ্চাহং ভো গোতম এবং দদন্তো এবং যজন্তো বহুং পুঞ্ঞং পসবামীতি।

অনুবাদ : "হে গৌতম, আমি দায়ক, দানপতি, সদ্বক্তা (বদান্য) ও সবসময় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক। ধর্মের মাধ্যমে আমি ধন অন্বেষণকারী। এইভাবে ধর্মের দ্বারা লাভ করা এবং সংগ্রহকৃত ধন আমি এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ অথবা একশত জন লোককেও দিয়া থাকি। তদপেক্ষা অধিকও আমি দিয়া থাকি। হে গৌতম, এইরূপ দানের অনুষ্ঠান করিয়া আমি কী বহু পুণ্য অর্জন করি?"

তগ্ঘ ত্বং মাণব এবং দদন্তো এবং যজন্তো বহুং পুঞ্ঞং পসবসি, যো খো মাণব দাযকো দানপতি বদঞ্ঞূ যাচযোগো ধম্মেন ভোগে পরিযেসতি, ধম্মেন ভোগে পরিযেসিত্বা ধম্মলদ্ধেহি ভোগেহি ধম্মাধিগতেহি একস্সপি

দদাতি দ্বিন্নম্পি তিণ্ণম্পি চতুন্নম্পি পঞ্চন্নম্পি ছন্নম্পি সত্তন্নম্পি অট্ঠন্নম্পি নবন্নম্পি দসন্নম্পি দদাতি, বীসাযপি তিংসাযপি চত্তালীসাযপি পঞ্ঞাসাযপি দদাতি, সতস্সপি দদাতি ভিয্যোপি দদাতি। বহুং সো পুঞ্ঞং পসবতীতি। অথ খো মাঘো মাণবো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : "হে যুবক, তুমি দায়ক, সদ্বক্তা (বদান্য) ও সব সময় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক। ধর্মের মাধ্যমে তুমি ধন অন্বেষণকারী। এইভাবে ধর্মের দ্বারা লাভ করা এবং সংগ্রহকৃত ধন তুমি এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, অথবা একশত জন লোককেও দিয়া থাক। তদপেক্ষা অধিকও তুমি দান করিয়া থাক। এইভাবে দানের অনুষ্ঠান করিয়া, তুমি অবশ্যই বহু পুণ্য অর্জন কর। ওই দান প্রচুর পুণ্য প্রসবকারী।"

অতঃপর যুবক মাঘ, ভগবানকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

৪৯১. পুচ্ছামহং গোতমং বদঞ্ঞূ, (ইতি মাঘো মাণবো)
কাসাযবাসিং অগহং[১] চরন্তং
যো যাচযোগো দানপতি[২] গহট্ঠো,
পুঞ্ঞত্থিকো যজতি পুঞ্ঞপেক্খো,[৩]
দদং পরেসং ইধ অন্নপানং, কথং হুতং যজমানস্স সুজ্ঝে। ১

অনুবাদ : "কাষায় বসন পরিধানপূর্বক গৃহহীন হইয়া ভ্রমণশীল সদ্বক্তা গৌতমকে, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'যে গৃহস্থ দানপতি, সব সময় প্রার্থনা পূরণকারী এবং যিনি পুণ্যার্থী ও পুণ্যাপেক্ষী হইয়া দানানুষ্ঠান করিয়া এই জগতে অন্যজনকে অন্নপানীয়াদি দান করেন, তিনি কী রকম পাত্রে দান করিলে ওই দান দাতার পক্ষে ফলপ্রসূ হয়?'"

৪৯২. যো যাচযোগো দানপতি গহট্ঠো (মাঘাতি ভগবা)
পুঞ্ঞত্থিকো যজতি পুঞ্ঞপেক্খো;
দদং পরেসং ইধ অন্নপানং, আরাধযে দক্খিণেয্যেভি তাদি। ২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "যে গৃহস্থ দানপতি, সব সময় প্রার্থনা পূরণকারী এবং পুণ্যার্থী ও পুণ্যাপেক্ষী হইয়া দানানুষ্ঠান করিয়া এই জগতে অন্যজনকে অন্নপানীয়াদি দান করেন, তাদৃশ ব্যক্তি দক্ষিণার যোগ্যদের সহিত সিদ্ধি লাভ করেন।"

---

[১] অগিহং (সী)। অগেহং (ই)
[২] দানপতী (সী-স্যা-ই)
[৩] পুঞ্ঞপেখো (সী-ই-ক)

৩৯৩. যো যাচযোগো দানপতি গহট্‌ঠো, (ইতি মাঘো মাণবো)
পুঞ্‌ঞত্থিকো যজতি পুঞ্‌ঞপেক্‌খো;
দদং পরেসং ইধ অন্নপানং, অক্‌খাহি মে ভগবা দক্‌খিণেয্যে। ৩

অনুবাদ : যুবক বলিলেন, "হে ভগবান, আমি গৃহস্থ দানপতি; আমি পুণ্যার্থী ও পুণ্যকামী হইয়া দানানুষ্ঠান করিয়া এই জগতে অন্যজনকে অন্নপানীয়াদি দান করি। দক্ষিণার যোগ্য কাহারা, তাহা আমার কাছে প্রকাশ করুন।"

৪৯৪. যে বে অসত্তা[১] বিচরন্তি লোকে, অকিঞ্চনা কেবলিনো যতত্তা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্‌ঞপেক্‌খো যজেথ। ৪

অনুবাদ : ভগবান—"যাঁহারা অনাসক্ত হইয়া জগতে বিচরণ করেন, অকিঞ্চন (নিরাসক্ত), মোক্ষপ্রাপ্ত ও আত্মসংযত; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য[২] দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৪৯৫. যে সব্বসংযোজন বন্ধনচ্ছিদা, দন্তা বিমুত্তা অনীঘা নিরাসা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্‌ঞপেক্‌খো যজেথ। ৫

অনুবাদ : যাঁহারা সকল সংযোজন ও বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যাঁহারা দান্ত, বিমুক্ত, মানসিক দুঃখহীন, বাসনাহীন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্টস্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৪৯৬. যে সব্বসংযোজন বিপ্পমুত্তা, দন্তা বিমুত্তা অনীঘা নিরাসা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্‌ঞপেক্‌খো যজেথ। ৬

অনুবাদ : যাঁহারা সমস্ত শৃঙ্খল হইতে বিমুত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা দান্ত, বিমুক্ত, মানসিক দুঃখহীন, বাসনাহীন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্টস্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৪৯৭. রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, খীণাসবা বুসিত ব্রহ্মচরিযা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্‌ঞপেক্‌খো যজেথ। ৭

অনুবাদ : রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রহীন করিয়া যাঁহারা ক্ষীণাসব এবং ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হইয়াছেন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৪৯৮. যেসু ন মাযা বসতি ন মানো, খীণাসবা বূসিত ব্রাহ্মচরিযা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্‌ঞপেক্‌খো যজেথ। ৮

---

[১] অলগ্গা (স্যা)

[২] ঘৃত।

অনুবাদ : যাঁহারা মায়া ও অহংকার হইতে মুক্ত, যাঁহারা আসবহীন ও ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হইয়াছেন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৪৯৯. যে বীতলোভা অমমা নিরাসা, খীণাসবা বূসিত ব্রহ্মচরিযা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ৯

অনুবাদ : যাঁহারা বীতলোভ, নিঃস্বার্থ, আশাহীন, ক্ষীণাসব ও ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হইয়াছেন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০০. যে বে ন তণ্হাসু উপাতিপন্না, বিতরেয্য ওঘং অমমা চরন্তি;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১০

অনুবাদ : যাঁহারা তৃষ্ণার গ্রাসে পতিত হন না, ওঘ (তৃষ্ণাস্রোত) অতিক্রম করিয়া যিনি নিঃস্বার্থভাবে বিচরণ করেন; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০১. যেসং তণ্হা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে, ভবাভবায ইধ বা হুরং বা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১১

অনুবাদ : যাঁহারা পৃথিবীর সকল বিষয়ের প্রতি এবং ইহ কিম্বা পরকালে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০২. যে কামে হিত্বা অগহা চরন্তি, সুসঞ্ঞতত্তা তসরংব উজ্জুং;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১২

অনুবাদ : যাঁহারা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া গৃহহীনভাবে বিচরণ করেন, যাঁহারা সুসংযত ও শরের ন্যায় সোজা, যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৩. যে বীতরাগা সুসমাহিতিন্দ্রিযা, চন্দোব রাহুগ্গহণা পমুত্তা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৩

অনুবাদ : যাঁহারা বীতরাগ সুসমাহিতেন্দ্রিয়, রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৪. সমিতাবিনো বীতরাগা অকোপা, যেসং গতী নত্থি ইধ বিপ্পহায;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৪

অনুবাদ : যাঁহারা শান্ত, রাগহীন, ক্রোধহীন, ইহকাল ত্যাগ করিবার পর

যাঁহাদের গতি পুনর্জন্ম ধারণে ব্যর্থ; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৫. জহিত্বা জাতিমরণং অসেসং, কথংকথিং সব্বমুপাতিবত্তা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৫

অনুবাদ : জন্ম ও মরণ অশেষে দূরীভূত করিয়া যাঁহারা সকল সন্দেহ অতিক্রম করিয়াছেন, যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৬. যে অত্তদীপা বিচরন্তি লোকে, অকিঞ্চনা সব্বধি বিপ্পমুত্তা;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৬

অনুবাদ : জগতে যাঁহারা আত্মদ্বীপ হইয়া বিচরণ করেন, যাঁহারা অকিঞ্চন ও সর্বপ্রকারে প্রমুক্ত; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্টস্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৭. যে হেত্থ জানন্তি যথা তথা ইদং, অযমন্তিমা নত্থি পুনব্ভবোতি;
কালেন তেসু হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৭

অনুবাদ : এই জগতে 'এই জন্মই অন্তিম জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই' ইহা যাঁহারা সম্যকভাবে জানিতে পারেন, যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৮. যো বেদগূ ঝানরতো সতীমা, সম্বোধিপত্তো সরণং বহূনং;
কালেন তম্হি হব্যং পবেচ্ছে, যো ব্রাহ্মণো পুঞ্ঞপেক্খো যজেথ। ১৮

অনুবাদ : যিনি উচ্চতর জ্ঞানলাভী, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, সম্বোধিপ্রাপ্ত, বহুজনের আশ্রয়দাতা; যথাকালে তাঁহাদিগকে হব্য দান করিবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

৫০৯. অদ্ধা অমোঘা মম পুচ্ছনা অহু, অক্খাসি মে ভগবা দক্খিণেয্যে;
ত্বঞ্হেত্থ জানাসি যথা তথা ইদং, তথা হি তে বিদিতো এস ধম্মো। ১৯

অনুবাদ : "আমার প্রশ্ন অবশ্যই অব্যর্থ হইয়াছে; কারণ 'দক্ষিণেয়্য কাহারা' তাহা ভগবান আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু এই জগতে আপনিই উহা সম্যকভাবে বিদিত আছেন। ধর্মও আপনার তদ্রুপ জানা আছে।"

৫১০. যো যাচযোগো দানপতি গহট্ঠো, (ইতি মাঘো মাণবো)
পুঞ্ঞত্থিকো যজতি পুঞ্ঞপেক্খো;
দদং পরেসং ইধ অন্নপানং, অক্খা হি মে ভগবা যঞ্ঞসম্পদং। ২০

অনুবাদ : যুবক মাঘ বলিলেন, "হে ভগবান, আমি গৃহস্থ, দানপতি, আমি

পুণ্যার্থী ও পুণ্যকামী হইয়া দানানুষ্ঠান করিয়া এই জগতে অন্যজনকে অন্নপানীয়াদি দান করি। যজ্ঞ সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন মঙ্গল কী, তাহা আমার কাছে প্রকাশ করুন।”

৫১১. যজস্‌সু যজমানো মাঘাতি ভগবা, সব্বত্থ চ বিপ্পসাদেহি চিত্তং;
আরম্মণং যজমানস্‌স যঞ্‌ঞো, এত্থ পতিট্‌ঠায জহাতি দোসং। ২১

অনুবাদ : ভগবান যুবক মাঘকে বলিলেন, “হে মাঘ, দান কর, দান করিবার সময় চিত্তকে সকল জিনিসের প্রতি প্রশান্ত করিবে; যজ্ঞই দাতার লক্ষ্য, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি হিংসা পরিত্যাগ করেন।

৫১২. সো বীতরাগো পবিনেয্য দোসং, মেত্তং চিত্তং ভাবযমপ্পমাণং;
রত্তিন্দিবং সততমপ্পমত্তো, সব্বা দিসা ফরতি অপ্পমঞ্‌ঞং। ২২

অনুবাদ : তিনি বীতরাগ হইয়া, অতুলনীয় মৈত্রীভাবনার দ্বারা হিংসা উপশম করিবেন; রাত্রিদিন সবসময় অপ্রমত্তভাবে সকল দিকে অপরিমেয় মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিবেন।”

৫১৩. কো সুজ্ঝতি মুচ্চতি বজ্ঝতি চ, কেনত্তনা গচ্ছতি[১] ব্রহ্মলোকং;
অজানতো মে মুনি ব্রূহি পুট্‌ঠো, ভগবা হি মে সক্‌খি ব্রহ্মজ্জদিট্‌ঠো।
তুবং হি নো ব্রহ্মসমোসি সচ্চং,
কথং উপপজ্জতি ব্রাহ্মলোকং জুতিম। ২৩

অনুবাদ : মাঘ বলিলেন, “কে শুদ্ধিলাভ করেন? মুক্ত কে? কেই বা বাঁধন লাভ করেন? কী উপায়ে ব্রহ্মলোকে যাইতে পারা যায়? হে মুনি, আমার অজানা আছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; প্রকাশ করুন। ভগবান আমার সাক্ষী আছেন, আজ ব্রহ্মের দেখা পাইলাম; কারণ আমাদের কাছে আপনি ব্রহ্মার সমান, ইহা সত্য। হে জ্যোতিষ্মান, কীভাবে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইতে পারা যায়?”

৫১৪. যো যজতি তিবিধং যঞ্‌ঞসম্পদং, (মাঘাতি ভগবা)
আরাধযে দক্‌খিণেয্যেভি তাদি;
এবং যজিত্বা সম্মা যাচযোগো, উপপজ্জতি ব্রহ্মলোকন্তি ব্রূমিতি। ২৪

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, “যিনি ত্রিবিধ মঙ্গলময় যজ্ঞসম্পদের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তিদের সহিত সিদ্ধিলাভ করেন। সব সময় প্রার্থনা পূরণের জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানকারী, ব্রাহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই আমার বক্তব্য।”

---

[১] কেনত্থেনা গচ্ছতি (ক)

এবং বুত্তে মাঘো মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ—"অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য 'চক্খুমন্তো রূপানি দক্খিন্তীতি। এবমেতং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গত"ন্তি।

অনুবাদ : এইরূপ কথিত হইলে যুবক মাঘ ভগবানকে বলিলেন, "অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেমন উৎপাটিত বস্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশিত করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার জন্য অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনি মাননীয় গৌতম নানান উপায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন! আমি পূজনীয় গৌতমের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ভগবান গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসাবে অবধারণ করুন।"

মাঘ সূত্র সমাপ্ত।

৬. সভিয সুত্তং—সভিয় সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সমযেন সভিযস্স পরিব্বাজকস্স পুরাণসালোহিতায দেবতায পঞ্হা উদ্দিট্ঠা হোন্তি, "যো তে সভিয সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ইমে পঞ্হে পুট্ঠো ব্যাকরোতি; তস্স সন্তিকে ব্রহ্মচরিযং চরেয্যাসী"তি।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপে বাস করিতেছিলেন। তখন পরিব্রাজক সভিয়ের কাছে তাঁহার পূর্বজন্মের জ্ঞাতি এক দেবতা প্রশ্নের সূচনা করিয়াছিলেন। "হে সভিয়, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তোমার কাছে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহার কাছে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে।"

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো তস্সা দেবতায সন্তিকে তে পঞ্হে উগ্গহেত্বা যে তে সমণব্রাহ্মণা সঙ্ঘিনো গণিনো গণাচরিযা ঞাতা যসস্সিনো তিত্থকরা সাধুসম্মতা বহুজনস্স। সেয্যথিদং, পূরণোকস্সপো, মক্খলিগোসালো, অজিতো-কেসকম্বলো, পকুধো[১] কচ্চানো, সঞ্চযো[১]

---

[১] কুকুধো (সী)। পকুদ্ধো (স্যা-কং)

বেলট্‌ঠপুট্‌ঠো নিগন্ঠো নাটপুত্তো, তে উপসঙ্কমিত্বা তে পঞ্‌হে পুচ্ছতি। তে সভিযেন পরিব্বাজকেন পঞ্‌হে পুট্‌ঠা ন সম্পাযন্তি, অসম্পাযন্তা কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি। অপি চ সভিযং যেব পরিব্বাজকং পটিপুচ্ছন্তি।

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় সেই দেবতার নিকট হইতে প্রশ্নগুলি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিয়া এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা সংঘ প্রতিষ্ঠাকারী, শিষ্যবর্গ-সমন্বিত, গণাচার্য, বিখ্যাত, যশস্বী, তীর্থকর, বহুজন প্রশংসিত; যেমন—পুরণকশ্যপ, মক্‌খলিগোশাল, অজিত-কেশকম্বল, পকুধকচ্চায়ন, সঞ্চয়-বেলট্‌ঠপুত্র, নির্গ্রন্থ-নাথপুত্র; তাঁহাদের কাছে যাইয়া প্রশ্নগুলি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সভিয় পরিব্রাজকের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারিয়া ক্রোধ, হিংসা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহাকে প্রতিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অথ খো সভিযস্‌স পরিব্বাজকস্‌স এতদহোসি "যে খো তে ভোন্তো সমণব্রাহ্মণা সঙ্ঘিনো গণিনো গণাচরিযা ঞাতা যসস্‌সিনো তিত্থকরা সাধুসম্মতা বহুজনস্‌স। সেয্যথিদং, পূরণোকস্‌সপো, মক্‌খলিগোসালো, অজিতো-কেসকম্বলো, পকুধোকচ্চানো, সঞ্চযো-বেলট্‌ঠপুত্তো নিগন্ঠো-নাটপুত্তো, তে মযা পঞ্‌হে পুট্‌ঠা ন সম্পাযন্তি, অসম্পাযন্তা কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোন্তি। অপি চ মঞ্‌ঞেবেত্থ পটিপুচ্ছন্তি। যন্নূনাহং হীনাযাবত্তিত্বা কামে পরিভুঞ্জেয্য"ন্তি।

অনুবাদ : তৎপরে সভিয় পরিব্রাজকের মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হইল—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা সংঘ প্রতিষ্ঠাকারী, শিষ্যবর্গসমন্বিত, গণাচার্য, বিখ্যাত, যশস্বী, তীর্থকর, বহুজন প্রশংসিত; যেমন—পুরণকশ্যপ, মক্‌খলি-গোশাল, অজিত-কেশকম্বল, পকুধকচ্চায়ন, সঞ্জয়-বেলট্‌ঠপুত্র, নির্গ্রন্থ-নাথপুত্র; তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া ক্রোধ, হিংসা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তাহা ছাড়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; 'আমি সংসারে প্রবেশ করিয়া আবার কামভোগী হইব কি না?"

অথ খো সভিযস্‌স পরিব্বাজকস্‌স এতদহোসি "অযম্পি খো সমণো গোতমো সঙ্ঘী চেব গণী চ গণাচরিযো চ ঞাতো যসস্‌সী তিত্থকরো সাধুসম্মতো বহুজনস্‌স, যং নূনাহং সমণং গোতমং উপসঙ্কমিত্বা ইমে পঞ্‌হে পুচ্ছেয্য'ন্তি।

---

[১] সঞ্জযো (সী-স্যা-কং-ই)

অনুবাদ : অতঃপর সভিয় পরিব্রাজক এইরূপ মনে করিলেন—"শ্রমণ গৌতমও সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, শিষ্যবর্গ সমন্বিত, গণাচার্য, বিখ্যাত, যশস্বী, তীর্থংকর, বহুজন প্রশংসিত; আমি শ্রমণ গৌতমের কাছে যাইয়া তাঁহাকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।"

অথ খো সভিযস্স পরিব্বাজকস্স এতদহোসি "যেপি খো তে[১] ভোন্তো সমণব্রাহ্মণা জিণ্ণা বুড্ঢা মহল্লকা অদ্ধগতা বযো অনুপ্পত্তা থেরা রত্তঞ্ঞূ চিরপব্বজিতা সঙ্ঘিনো গণিনো গণাচরিযা ঞাতা যসস্সিনো তিত্থকরা সাধুসম্মতা বহুজনস্স। সেয্যথিদং, পূরণো-কস্সপো, মক্খলি-গোসালো, অজিতো-কেসকম্বলো, পকুধো-কচ্চানো, সঞ্চযো-বেলট্ঠপুত্তো নিগণ্ঠো-নাটপুত্তো, তেপি মযা পঞ্হে পুট্ঠা ন সম্পাযন্তি, অসম্পাযন্তা কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোন্তি। অপি চ মঞ্ঞেবেত্থ পটিপুচ্ছন্তি। কিং পন মে সমণো গোতমো ইমে পঞ্হে পুট্ঠো ব্যাকরিস্সতি। সমণো হি গোতমো দহরো চেব জাতিযা, নবো চ পব্বজ্জাযাতি।

অনুবাদ : অনন্তর সভিয় পরিব্রাজক এইরূপ চিন্তা করিলেন—"শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতি বয়ষ্ক, উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন, স্থবির, চিরপ্রব্রজিত, সংঘ প্রতিষ্ঠাকারী, শিষ্যবর্গসমন্বিত, গণাচার্য, বিখ্যাত, যশস্বী, তীর্থংকর, বহুজন প্রশংসিত, যেমন—পুরণকশ্যপ, মক্খলি-গোশাল, অজিত-কেশকম্বল, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয়-বেলট্ঠিপুত্র, নির্গ্রন্থ-নাথপুত্র; তাঁহারাও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া; ক্রোধ, হিংসা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তাহা ছাড়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমণ গৌতম কি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন? অধিকন্তু শ্রমণ গৌতম বয়সে তরুণ এবং নূতন প্রব্রজিত।"

অথ খো সভিযস্স পরিব্বাজকস্স এতদহোসি "সমণো খো[২] "দহরো"তি ন উঞ্ঞাতব্বো ন পরিভোতব্বো। দহরোপি চেস সমণো গোতমো মহিদ্ধিকো হোতি মহানুভাবো, যংনূনাহং সমণং গোতমং উপসঙ্কমিত্বা ইমে পঞ্হে পুচ্ছেয্য"ন্তি।

অনুবাদ : তদনন্তর সভিয় পরিব্রাজকের মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল—"শ্রমণ গৌতম, তরুণবয়স্ক হইলেও উপেক্ষিত হইয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য নহেন। তরুণ হইলেও শ্রমণ গৌতম মহাঋদ্ধিমান, মহানুভবসম্পন্ন। শ্রমণ গৌতমের কাছে যাইয়া আমি তাঁহাকে এই সকল প্রশ্ন

---

[১] যে খো তে (স্যা)। যং খো তে (ক)

[২] সমনো খো গোতমো (স্যা-ক)

জিজ্ঞাসা করিব।”

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো যেন রাজগহং তেন চারিকং পক্কামি, অনুপুব্বেন চারিকং চরমানো যেন রাজগহং বেলুবনং কলন্দকনিবাপো, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো সভিযো পরিব্বাজিকো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : তৎপরে সভিয় পরিব্রাজক রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন; এবং যথাক্রমে বিচরণ করিয়া রাজগৃহের কাছাকাছি ‘বেলুবন কলন্দক নিবাপ’ নামক স্থানে ভগবানের কাছে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত মধুর চিত্তে আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলিবার পর, একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তারপর সভিয় পরিব্রাজক গাথার সাহায্যে ভগবানকে সম্বোধন করিলেন :

৫১৫. কঙ্খী বেচিকিচ্ছী আগমং, (ইতি সভিযো)
পঞ্হে পুচ্ছিতুং অভিকঙ্খমানো;
তেস’ন্তকরো ভবাহি[১] পঞ্হে মে পুট্ঠো,
অনুপুব্বং অনুধম্মং ব্যাকরোহি মে। ১

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, “হে গৌতম, সন্দেহ ও বিচিকিৎসা জড়িত হইয়া আমি আসিয়াছি। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আমার সন্দেহ দূর করুন এবং অনুক্রমে ও যথাযথভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করুন।”

৫১৬. দূরতো আগতোসি সভিয, (ইতি ভগবা)
পঞ্হে পুচ্ছিতুং অভিকঙ্খমানো;
তেস’ন্তকরো ভবামি[২] পঞ্হে তে পুট্ঠো,
অনুপুব্বং অনুধম্মং ব্যাকরোমি তে। ২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, “হে সভিয়, তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য খুব আগ্রহের সহিত অনেক দূর হইতে আসিয়াছ। তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; আমি তোমার সন্দেহ দূর করিব; এবং অনুক্রমে ও যথাযথভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করিব।

৫১৭. পুচ্ছ মং সভিয় পঞ্হং, যং কিঞ্চি মনসিচ্ছসি,
তস্স তস্সেব পঞ্হস্স, অহং অন্তং করোমি তেতি। ৩

---

[১] ভবাহি মে (ই-ক)

[২] তেসমন্তকরোমি তে (ক)

অনুবাদ : হে সভিয়, তুমি যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা জানার জন্য আমাকে প্রশ্ন করিতে পার, আমি সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিব।"

অথ খো সভিযস্স পরিব্বাজকস্স এতদহোসি "অচ্ছরিযং বত ভো, অব্ভুতং বত ভো, যং বতাহং অঞ্ঞেসু সমণব্রাহ্মণেসু ওকাস কম্মমত্তম্পি[১] নালত্থং। তং মে ইদং সমণেন গোতমেন ওকাসকম্মং কত'ন্তি অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্সজাতো ভগবন্তং পঞ্হং অপুচ্ছি—

অনুবাদ : অতঃপর সভিয় পরিব্রাজকের মনে এইরূপ চিন্তা উৎপন্ন হইল; "আশ্চর্য! অদ্ভুত! যে অনুগ্রহ আমি অন্যান্য শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের কাছে লাভ করি নাই, তাহা শ্রমণ গৌতমের কাছে পাইলাম।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দিত, প্রমোদিত, উদগ্র ও প্রীতি সৌমনস্যপূর্ণ হইয়া ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫১৮. কিং পত্তিনমাহু ভিক্খুনং, (ইতি সভিযো)
সোরতং কেন কথঞ্চ দন্তমাহু;
বুদ্ধোতি কথং পবুচ্চতি, পুট্ঠো মে ভগবা ব্যাকরোহি। ৪

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, "কী লাভ করিলে ভিক্ষু উপাধি পাওয়া সম্ভব? কৃপাশীল কে? কাহাকেই বা সংযত বলা যায়? কে বুদ্ধ নামে অভিহিত হন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ভগবান, প্রকাশ করুন।"

৫১৯. পজ্জেন কতেন অত্তনা, (সভিযাতি ভগবা)
পরিনিব্বানগতো বিতিণ্ণকঙ্খো;
বিভবঞ্চ ভবঞ্চ বিপ্পহায, বুসিতবা খীণপুনব্ভবো স ভিক্খু। ৫

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "হে সভিয়, আত্মকৃত পথাবলম্বন করিয়া যিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন এবং সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; বিভব ও ভব উভয়ই বিপ্রহীন করিয়া যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয়সাধনপূর্বক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভিক্ষু।

৫২০. সব্বত্থ উপেক্খকো সতিমা, ন সো হিংসতি কঞ্চি সব্বলোকে;
তিণ্ণো সমণো অনাবিলো, উস্সদা যস্স ন সন্তি সোরতো সো। ৬

অনুবাদ : সর্বত্র উপেক্ষক ও স্মৃতিমান হইয়া জগতে যিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, যে শ্রমণ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অনাবিল, বাসনাহীন হইয়াছেন, তিনি কৃপাশীল বলিয়া পরিচিত হন।

৫২১. যস্সিন্দ্রিযানি ভাবিতানি, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে;

---

[১] ওকাসমত্তম্পি (সী-ই)

নিব্বিজ্ঝ ইমং পরঞ্চ লোকং, কালং কঙ্খতি ভাবিতো ন দন্তো। ৭

অনুবাদ : সর্বলোকে যাঁহার ভিতর ও বাহির ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত হইয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া যিনি শান্তচিত্তে মরণের অপেক্ষা করেন, তিনিই সংযত।

৫২২. কপ্পানি বিচেয্য কেবলানি, সংসারং দুভযং চুতূপপাতং;
বিগতরজমনঙ্গণং বিসুদ্ধং, পত্তং জাতিখযং তমাহু বুদ্ধন্তি। ৮

অনুবাদ : অনেক বিবর্তকল্প এবং সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি, এই উভয় সংসারকে জ্ঞাত হইয়া যিনি বিগতরজ, মলিনতাহীন, বিশুদ্ধ ও জাতিক্ষয় প্রাপ্ত, তাঁহাকেই বুদ্ধ বলা হয়।"

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্‌সজাতো ভগবন্তং উত্তরিং পঞ্‌হং অপুচ্ছি—

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের কথার অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আনন্দিত, প্রমোদিত, উদগ্র, প্রীতিসৌমনস্য পূর্ণ হইয়া ভগবানকে অন্য এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫২৩. কিং পত্তিনমাহু ব্রাহ্মণং, (ইতি সভিযো)
সমণং কেন কথঞ্চ ন্‌হাতকোতি;
নাগোতি কথং পবুচ্চতি, পুট্‌ঠো মে ভগবা ব্যাকরোহি। ৯

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, "কীসের প্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণ নামক উপাধি লাভ হয়? শ্রমণ কে? কী প্রকারে নহাতক হন? কে নাগ উক্ত হন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ভগবান, তাহা প্রকাশ করুন।"

৫২৪. বাহিত্বা সব্বপাপকানি, (সভিযাতি ভগবা)
বিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো;
সংসার মতিচ্চ কেবলী সো, অসিতো তাদি পবুচ্চতে স ব্রহ্মা। ১০

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বলিলেন, "হে সভিয়, সকল পাপ বাহিত করিয়া যিনি বিমল, সাধু সমাহিত, স্থিরচিত্ত; সংসার অতিক্রান্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই মুক্তপুরুষই ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।

৫২৫. সমিতাবি পহায পুঞ্‌ঞপাপং, বিরজো ঞত্বা ইমং পরঞ্চ লোকং;
জাতিমরণং উপাতিবত্তো, সমণো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ১১

যিনি বিশেষভাবে পাপ-পুণ্য শমিত (শান্ত); যিনি বিরজ, বিমল চিত্তে ইহ-পরকাল বিদিত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর অতীত, তিনিই শ্রমণ উক্ত হন।

৫২৬. নিন্হায[1] সব্বপাপকানি, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে;
দেবমনুস্সেসু কপ্পিযেসু, কপ্পং নেতি তমাহু ন্হাতকোতি। ১২

অনুবাদ : সমস্ত জগতে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পাপ বর্জন করিয়া যিনি দেব-মনুষ্যরূপ সংসারচক্রে প্রবেশ করেন না; তিনিই নহাতক (জ্ঞানপ্রাপ্ত) নামে পরিচিত হন।

৫২৭. আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, সব্বসংযোগে[2] বিসজ্জ বন্ধনানি;
সব্বত্থ ন সজ্জতী বিমুত্তো, নাগো তাদি পবুচ্চতে তথ'ত্তাতি। ১৩

অনুবাদ : পৃথিবীতে কোনো রকম আগু (পাপ) যাঁহার দ্বারা কৃত হয় না; যিনি সকল সংযোগ ও সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া সকল বস্তুতে অনাসক্ত ও বিমুক্ত, তিনিই নাগ কথিত হন।"

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্সজাতো ভগবন্তং উত্তরিং পঞ্হং অপুচ্ছি—

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের কথাকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আনন্দিত, প্রমোদিত ও উদগ্র প্রীতিসৌমনস্য পূর্ণ হইয়া ভগবানকে অন্য এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫২৮. কং খেত্তজিনং বদন্তি বুদ্ধা (ইতি সভিযো)
কুসলং কেন কথঞ্চ পণ্ডিতোতি;
মুনি নাম কথং পবুচ্চতি, পুট্ঠো মে ভগবা ব্যাকরোহি। ১৪

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, "বুদ্ধগণ কাহাকে ক্ষেত্রজিন বলিয়া থাকেন? কাহাকে কুশল বলা যায়? কাহাকে পণ্ডিত বলা হয়? কে মুনি নামে কথিত হন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ভগবান, তা প্রকাশ করুন।"

৫২৯. খেত্তানি বিচেয্য কেবলানি, (সভিযাতি ভগবা)
দিব্বং মানুসকঞ্চ ব্রহ্মখেত্তং;
সব্বখেত্তমূল বন্ধনা পমুত্তো, খেত্তজিনো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ১৫

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বলিলেন, "হে সভিয়, যিনি দেবলোক, মনুষ্যলোক, ব্রহ্মালোকাদি সকল ক্ষেত্র চিন্তা করিয়া সকল ক্ষেত্রের মূল বন্ধন হইতে প্রমুক্ত, তিনি ক্ষেত্রজিন কথিত হন।

৫৩০. কোসানি বিচেয্য কেবলানি, দিব্বং মানুসকঞ্চ ব্রহ্মকোসং;
সব্বকোসমূলবন্ধনা পমুত্তো, কুসলো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ১৬

---

[1] নিনহায (স্যা)

[2] সব্বযোগে (ক)

অনুবাদ : যিনি দেবসম্পত্তি, মনুষ্যসম্পত্তি, ব্রহ্মসম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি চিন্তা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির মূল বন্ধন হইতে প্রমুক্ত, তিনি কুশল কথিত হন।

৫৩১. দুভযানি বিচেয্য পণ্ডরানি, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সুদ্ধি পঞ্ঞো;
কণ্হ সুক্কং উপাতিবত্তো, পণ্ডিতো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ১৭

অনুবাদ : যিনি ভিতর ও বাহির উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়কে চিন্তা করিয়া প্রখর-জ্ঞানবান হইয়াছেন; যিনি শুক্ল-কৃষ্ণ কর্মের অতীত; তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হয়।

৫৩২. অসতঞ্চ সতঞ্চ ঞত্বা ধম্মং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে;
দেবমনুস্সেহি পূজনীযো, সঙ্গং জালমতিচ্চ সো মুনীতি। ১৮

অনুবাদ : সমস্ত জগতে যিনি সত্য ও মিথ্যা ধর্মের ভিতর আর বাহির জানিয়া দেবমানবের দ্বারা পূজনীয় হন, সঙ্গ (বন্ধন) জাল ভেদ করিয়াছেন, তিনি মুনি নামে উক্ত হন।"

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্সজাতো ভগবন্তং উত্তরিং পঞ্হং অপুচ্ছি—

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের ভাষণের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আনন্দিত, প্রমোদিত এবং উদগ্র, প্রীতিসৌমনস্য পূর্ণ হইয়া ভগবানকে অন্য এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫৩৩. কিং পত্তিমাহু বেদগুং, (ইতি সভিযো)
অনুবিদিতং কেন কথঞ্চ বীরিযবাতি;
আজানিযো কিন্তি নাম হোতি, পুট্ঠো মে ভগবা ব্যাকরোহি। ১৯

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, "কীসের প্রাপ্তিতে বেদগূ (সর্বোচ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত) আখ্যা লাভ হয়? অনুবিদিত (তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন) বলিয়া কে উক্ত হন? বীর্যবানই বা কে? কে আজানীয় (উচ্চজাতিসম্পন্ন) বলিয়া অভিহিত হন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ভগবান, প্রকাশ করুন।"

৫৩৪. বেদানি বিচয্য কেবলানি, (সভিযাতি ভগবা)
সমণানং যানিধত্থি ব্রাহ্মণানং;
সব্ববেদনাসু বীতরাগো, সব্বং বেদমতিচ্চ বেদগূ সো। ২০

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বলিলেন, "হে সভিয়, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করিয়া যিনি সকল প্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত) হইয়াছেন, সকলবিদ্যায় শিক্ষিত সেই ব্যক্তিকেই বেদগূ বলা হইয়া থাকে।

৫৩৫. অনুবিচ্চ পপঞ্চনামরূপং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ রোগমূলং;
সব্বরোগ মূলবন্ধনা পমুত্তো, অনুবিদিতো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ২১

অনুবাদ : এই সত্ত্ব বা নামরূপ রোগের মূল অবিদ্যা, তৃষ্ণাদি দেখিয়া যিনি সমস্ত ব্যাধির মূল বাঁধন হইতে প্রমুক্ত হইয়াছেন; তিনিই অনুবিদিত নামে পরিচিত হন।

৫৩৬. বিরতো ইধ সব্বপাপকেহি, নিরযদুক্খং অতিচ্চ বীরিযবা সো,
সো বীরিযবা পধানবা, ধীরো তাদি পবুচ্চতে তথত্তা। ২২

অনুবাদ : ইহলোকে যিনি সমস্ত পাপকর্ম হইতে বিরত, যেই বীর্যবান নিরয়দুঃখ অতিক্রম করিয়া প্রধান বা একাগ্রচিত্তসম্পন্ন ও ধীর, তিনিই বীর্যবান কথিত হন।

৫৩৭. যস্সস্সু লুনানি বন্ধনানি, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সঙ্গমূলং;
সব্বসঙ্গমূলবন্ধনা পমুত্তো, আজানিযো তাদি পবুচ্চতে তথত্তাতি।২৩

অনুবাদ : যাঁহার আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক মূল বন্ধনসমূহ সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হইয়াছে; সকল আকাঙ্ক্ষার (শৃঙ্গার) মূলবাঁধন হইতে যিনি বিশেষভাবে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই আজানীয় নামে পরিচিত হন।”

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্সজাতো ভগবন্তং উত্তরিং পঞ্হং অপুচ্ছি—

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আনন্দিত, প্রমোদিত ও উদগ্র, প্রীতি-সৌমনস্য পূর্ণ হইয়া ভগবানকে অন্য এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫৩৮. কিং পত্তিনমাহু সোত্তিযং, (ইতি সভিযো)
অরিযং কেন কথঞ্চ চরণবাতি;
পরিব্বাজকো কিন্তি নাম হোতি, পুট্ঠো মে ভগবা ব্যাকরোহি। ২৪

অনুবাদ : সভিয় বলিলেন, “কী লাভ হইলে শোত্রিয় বলা হইয়া থাকে? আর্য কে? চরণবান[১] কাহাকে বলা হয়? কে পরিব্রাজক বলিয়া কথিত হন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ভগবান, তাহা প্রকাশ করুন।”

৫৩৯. সুত্বা সব্বধম্মং অভিঞ্ঞায লোকে, (সভিযাতি ভগবা)
সাবজ্জানবজ্জং যদত্থি কিঞ্চি;
অভিভুং অকথংকথিং বিমুত্তং, অনিঘং সব্বধিমাহু সোত্তিযোতি। ২৫

---

[১] পবিত্রাচার সম্পন্ন।

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বলিলেন, "হে সভিয়, পৃথিবীর সকল ধর্ম, সমস্ত পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু বিদ্যমান, উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা সেই সমস্ত শুনিয়া ও জানিয়া যিনি বিজয়ী, সন্দেহশূন্য, বিমুক্ত এবং সর্বদা মানসিক দুঃখ হইতে দূরে অবস্থিত, তিনিই শোত্রীয় উক্ত হন।

৫৪০. ছেত্বা আসবানি আলযানি, বিদ্বা সো ন উপেতি গব্ভসেয্যং;
সঞ্‌ঞঞং তিবিধং পনুজ্জ পঙ্কং, কপ্পং নেতি তমাহু অরিযোতি। ২৬

অনুবাদ : আসব ও কামবাসনাসমূহ জানিয়া তাহাদের ক্ষয়সাধন করিয়া, যিনি গর্ভাশয়ে উৎপন্ন না হন; তিন প্রকার সংজ্ঞা নামক পঙ্ক (কাদা) ত্যাগ করিয়া যিনি কল্পের অতীত হইয়াছেন; তিনি আর্য নামে উক্ত হন।

৫৪১. যো ইধ চরণেসু পত্তিপত্তো, কুসলো সব্বদা আজানাতি[১] ধম্মং,
সব্বত্থ ন সজ্জতি বিমুত্তচিত্তো;[২]
পটিঘা যস্‌স ন সন্তি চরণবা সো। ২৭

অনুবাদ : এই জগতে যিনি পরিশুদ্ধাচরণের প্রতিপত্তি (পূর্ণতা) প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্বদা ধর্মের নিপুণভাব দ্বারা কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি সর্বত্র আসক্ত হন না এবং যিনি বিমুক্তচিত্ত ও প্রতিঘহীন; তিনিই চরণবান অভিহিত হন।

৫৪২. দুক্‌খবেপক্কং যদত্থি কম্মং, উদ্ধমধো তিরিযং বাপি[৩] মজ্ঝে;
পরিব্বাজযিত্বা পরিঞ্‌ঞচারী, মাযং মানমথোপি লোভকোধং।
পরিযন্তমকাসি নামরূপং, তং পরিব্বাজকমাহু পত্তিপত্তন্তি। ২৮

অনুবাদ : "উপরে নীচে, তির্যগ্‌ভাবে, কিম্বা মধ্যে, দুঃখবিপাক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানদর্শনের দ্বারা যিনি বিচরণ করেন। যিনি মান, লোভ. ক্রোধ এবং নামরূপ ধ্বংস করিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিলাভী পরিব্রাজক নামে কথিত হন।"

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা অত্তমনো পমুদিতো উদগ্গো পীতিসোমনস্‌সজাতো উট্‌ঠাযাসনা একংসং উত্তরাসঙ্গং করিত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা ভগবন্তং সম্মুখা সারুপ্পাহি গাথাহি অভিত্থবি—

অনুবাদ : অনন্তর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের ভাষণের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আনন্দিত, প্রমোদিত এবং উদগ্র প্রীতি-সৌমনস্য পূর্ণ

---

[১] আজানি (স্যা)
[২] বিমুত্তো (সী)
[৩] তিরিযঞ্চাপি (স্যা)

হইয়া আসন হইতে উঠিয়া একাংশ উত্তরাসঙ্গাবৃত করিবার পর ভগবানকে অঞ্জলি প্রণাম জানাইয়া সম্মুখ হইতে একই রকম গাথার সাহায্যে ভগবানের স্তুতি করিলেন :

৫৪৩. যানি চ তীণি যানি চ সট্ঠিং, সমণপ্পবাদসিতানি[1] ভূরিপঞ্ঞঞ;
সঞ্ঞঞক্খর সঞ্ঞঞনিস্‌সতানি, ওসরণানি বিনেয্য ওঘতম'গা। ২৯

অনুবাদ : "হে ভূরিপ্রাজ্ঞ, (তিত্থিয়) শ্রমণদের কল্পনাসার ও কল্পনা নিশ্রিত মিথ্যাবাদমূলক তিন ও ষাট[2] প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করিয়া আপনি ওঘ (তৃষ্ণাস্রোত) উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫৪৪. অন্তগূসি পারগূ[3] দুক্খস্‌স,
অরহাসি সম্মাসম্বুদ্ধো খীণাসবং তং মঞ্ঞে;
জুতিমা মুতিমা পহূত পঞ্ঞো, দুক্খস্‌সন্তকর অতারেসি মং। ৩০

অনুবাদ : আপনি দুঃখবিজয়ী, দুঃখান্তকারী, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, আমি আপনাকে ক্ষীণাসব বলিয়া ধারণা করি, আপনি জ্যোতিষ্মান, নিপুণ, মহাপ্রাজ্ঞ এবং আপনি দুঃখের ধ্বংসকারী, আমাকে তীর্ণ করিয়াছেন।

৫৪৫. যং মে কঙ্খিতমঞ্ঞাসি, বিচিকিচ্ছা মং তারযি নমো তে;
মুনি মোনপথেসু পত্তিপত্ত, অখিল আদিচ্চবন্ধু সোরতোসি। ৩১

অনুবাদ : যেহেতু আমার বাসনা জানিতে পারিয়া আপনি আমাকে সন্দেহ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; নীরবতা উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভী হে মুনি, আপনাকে নমস্কার। হে আদিত্যবন্ধু, আপনি অখিল এবং করুণাময়।

৫৪৬. যা মে কঙ্খা পুরে আসি, তং মে ব্যাকাসি চক্খুমা,
অদ্ধা মুনীসি সম্বুদ্ধো, নত্থি নীবরণা তব। ৩২

অনুবাদ : হে চক্ষুষ্মান, পূর্বে আমার যেই সকল সন্দেহ ছিল তাহা আপনি দূর করিতে পারিয়াছেন। আপনি অবশ্যই মুনি, সম্বুদ্ধ। আপনার কোনো নীবরণ (বাঁধা) নাই।

৫৪৭. উপাযাসা চ তে সব্বে, বিদ্ধস্তা বিনলীকতা,
সীতিভূতো দমপ্পত্তো, ধিতিমা সচ্চনিক্কমো। ৩৩

অনুবাদ : আপনার সকল উপায়াস (অশান্তি) বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটন করা হইয়াছে। আপনি শান্ত, সংযত; ধৃতিমান এবং সত্যবলসম্পন্ন।

৫৪৮. তস্‌স তে নাগনাগস্‌স, মহাবীরস্‌স ভাসতো;

---

[1] সমনপ্পবাদ নিস্‌সিতানি (স্যা-ক)

[2] দীর্ঘ নিকায় = ব্রহ্মজাল সূত্রে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে।

[3] পারগূসি (স্যা-ই-ক)

সব্বে দেবানুমোদন্তি, উভো নারদপব্বতা। ৩৪

অনুবাদ : আপনি নাগাধিপতি, মহাবীর, সমস্ত দেবতাসহ নারদ ও পর্বত উভয়েই আপনার কথা অনুমোদন করেন।

৫৪৯. নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম,
সদেবকস্মিং লোকস্মিং, নত্থি তে পটিপুগ্গলো। ৩৫

অনুবাদ : হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার! হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। সদেব-মনুষ্যলোকে আপনার সমশ্রেণি কেহই নাই।

৫৫০. তুবং বুদ্ধো তুবং সত্থা, তুবং মারাভিভূ মুনি,
তুবং অনুসযে ছেত্বা, তিণ্ণো তারেসি মং পজং। ৩৬

অনুবাদ : আপনি বুদ্ধ, আপনি শিক্ষক, আপনি মারবিজয়ী মুনি; হীনসংস্কারসমূহ দূর করিয়া আপনি পারগত হইয়াছেন এবং বর্তমান মানবজাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন।

৫৫১. উপধী তে সমতিক্কন্তা, আসবা তে পদালিতা,
সীহোসি অনুপাদানো, পহীনভযভেরবো। ৩৭

অনুবাদ : আপনি উপাধিসমূহ সমতিক্রম করিয়াছেন, আসবসমূহ পদদলিত করিয়াছেন; আপনি সিংহ, উপাদানহীন, নির্ভীক এবং ত্রাসহীন।

৫৫২. পুণ্ডরীকং যথা বগ্গু, তোযে ন উপলিম্পতি;[১]
এবং পুঞ্ঞে চ পাপে চ, উভযে ত্বং ন লিম্পসি;
পাদে বীর পসারেহি, সভিযো বন্দতি সত্থুনোতি। ৩৮

অনুবাদ : সুন্দর পদ্ম যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি আপনিও পাপ-পুণ্য উভয়েই লিপ্ত হন না। হে বীর, পাদ প্রসারিত করুন, সভিয় শাস্তাকে বন্দনা করিতেছে।

অথ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপতিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ “অভিক্কন্তং ভন্তে গোতম! অভিক্কন্তং ভন্তে গোতম! সেয্যথাপি ভন্তে গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য ‘চক্খুমন্তো রূপানি দক্খিন্তী’তি। এবমেতং ভন্তে গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। লভেয্যাহং ভন্তে ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদ’ন্তি।

---

[১] তোযেন ন উপলিপ্পতি (সী)। তোযে ন উপলিপ্পতি (ই)। তোযেন ন উপলিম্পতি (ক)

অনুবাদ : অতঃপর পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের পায়ে মাথা নত করিয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "অদ্ভুত ভন্তে গৌতম, খুবই অদ্ভুত। যেমন হে ভন্তে গৌতম, উৎপাতিত বস্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশিত করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার জন্য অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনি প্রভু গৌতমের দ্বারা বিবিধ উপায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি এখন ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে প্রভু, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের বাসনা করিতেছি।"

যো খো সভিযো অঞ্ঞতিত্থিযপুব্বো ইমস্মিং ধম্মবিনযে আকঙ্খতি পব্বজ্জং, আকঙ্খতি উপসম্পদং, সো চত্তারো মাসে পরিবসতি, চতুন্নং মাসানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিক্‌খূ পব্বজেন্তি, উপসম্পাদেন্তি ভিক্‌খুভাবায। অপি চ মেত্থ পুগ্গলবেমত্ততা বিদিতাতি।

অনুবাদ : "হে সভিয়, যে ব্যক্তি পূর্বে অন্যতীর্থিক বা অন্যধর্ম অবলম্বনকারী, সে যদি এই ধর্মবিনয় গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে শিক্ষার্থী হিসাবে তাহাকে চারি মাস পরিবাস ব্রত অতিবাহিত করিতে হয়; চারি মাস গত হইবার পর আরব্ধবীর্য একাগ্রচিত্ত ভিক্ষু প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিবে। অধিকন্তু এই বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা আমিও বিদিত আছি।"

সচে ভন্তে অঞ্ঞতিত্থিযপুব্বা ইমস্মিং ধম্মবিনযে আকঙ্খন্তা পব্বজ্জং আকঙ্খন্তা উপসম্পদং চত্তারো মাসে পরিবসন্তি, চতুন্নং মাসানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিক্‌খূ পব্বাজেন্তি, উপসম্পাদেন্তি ভিক্‌খুভাবায, অহং চত্তারি বস্‌সানি পরিবসিস্‌সামি, চতুন্নং বস্‌সানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিক্‌খূ পব্বাজেন্তু, উপসম্পাদেন্তু ভিক্‌খুভাবাযাতি।

অনুবাদ : "প্রভু, পূর্বে অন্যধর্ম অবলম্বনকারী কোনো ব্যক্তি এই ধর্মবিনয় গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের বাসনা করিলে তাহাকে যদি চারি মাস পর্যন্ত শিক্ষার্থী হিসাবে পরিবাস ব্রতে অতিবাহিত করিতে হয়; যদি চারি মাস অতীত হইবার পর আরব্ধবীর্য একাগ্রচিত্ত ভিক্ষু প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি চারি বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থী হিসাবে অতিবাহিত করিব। চারি বৎসর অতীত হইবার পর আরব্ধবীর্য চিত্তের ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।"

অলত্থ খো সভিযো পরিব্বাজকো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, অলত্থ উপসম্পাদং। অচিরূপসম্পন্নো খো পনাযস্মা সভিযো একো বূপকট্‌ঠো

অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিরহন্তো নচিরস্সেব, যস্সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। "খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করণীযং, নাপরং ইত্থত্তাযা"তি অব্ভঞ্ঞাসি। অঞ্ঞতরো চ খো পনাযস্মা সভিযো অরহং অহোসীতি।

অনুবাদ : তৎপরে পরিব্রাজক সভিয় ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নূতন প্রব্রজিত আয়ুষ্মান সভিয় নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অতি শীঘ্র সম্যক পথ অবলম্বনকারী কুলপুত্রগণ, যে সম্পদ লাভ করিবার জন্য গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য নিজেই জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন। "জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হইয়াছে, করণীয় কার্য শেষ হইয়াছে। এই জীবনে করিবার আর কিছুই বাকি নাই"—ইহা জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান সভিয় অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হইলেন।

সভিয় সূত্র সমাপ্ত।

৭. সেল সুত্তং—সেল সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা অঙ্গুত্তরাপেসু চারিকং চরমানো মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং অড্ঢতেলসেহি ভিক্খুসতেহি যেন আপণং নাম অঙ্গুত্তরাপানং নিগমো তদবসরি। অস্সোসি খো কেণিযো জটিলো "সমণো খলু ভো গোতমো সক্যপুত্তো সক্যকুলা পব্বজিতো অঙ্গুত্তরাপেসু চারিকং চরমানো মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং অড্ঢতেলসেহি ভিক্খুসতেহি আপণং অনুপ্পত্তো, তং খো পন ভগবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গতো 'ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি[১]। সো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং সস্সমণব্রাহ্মণিং পজং সদেবমনুস্সং' সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেতি। সো ধম্মং দেসতি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেতি, সাধু খো পন তথারূপানং অরহতং দস্সনং হোতী'তি।

---

[১] ভগবা (স্যা-ই)

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময়ে ভগবান অঙ্গুত্তরাপ প্রদেশে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত সাড়ে বারোশত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গুত্তরাপের আপন নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর জটিল কেনিয় শুনিলেন যে, "শ্রদ্ধেয় শ্রমণ শাক্যপুত্র গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষার জন্য অঙ্গুত্তরাপে বিচরণ করিতে করিতে সাড়ে বারশত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া আপনে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচারিত হইয়াছে—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেবমানবের শিক্ষক, বুদ্ধ এবং ভগবান।' তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং দেবমানবগণকে সম্মুখ দর্শন হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সাহায্যে নিজেই জানিয়া উপদেশ প্রদান করেন। তিনি এমন ধর্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্মের আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্য্যাবসানে বা অন্তকল্যাণময়, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জনপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত; তিনি পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অর্হতের দর্শন লাভ মঙ্গলজনক।

অথ খো কেণিযো জটিলো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নং খো কেণিযং জটিলং ভগবা ধম্মিযা কথায সন্দস্সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজেসি সম্পহংসেসি। অথ খো কেণিযো জটিলো ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্সিতো সমাদপিতো সমুত্তেজিতো সম্পহংসিতো ভগবন্তং এতদবোচ—"অধিবাসেতু মে ভবং গোতমো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনা"তি। এবং বুত্তে ভগবা কেণিযং জটিলং এতদবোচ—"মহা খো কেণিয ভিক্খুসঙ্ঘো অড্ঢতেলসানি ভিক্খুসতানি, ত্বঞ্চ ব্রাহ্মণেসু অভিপ্পসন্নো"তি।

অনুবাদ : অতঃপর জটিল কেনিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার সহিত মধুর মনের আনন্দদায়ক কথা বলিবার পর একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে বসিলে, ভগবান জটিল কেনিয়কে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর জটিল কেনিয় ভগবান কর্তৃক ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "প্রভু গৌতম, অনুগ্রহপূর্বক আগামীকাল ভিক্ষুসংঘসহ আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করুন।" এইরূপ বলিলে ভগবান জটিল কেনিয়কে বলিলেন, "হে কেনিয়, ভিক্ষুসংঘ

বৃহৎ, ইহাতে সাড়ে বারোশত ভিক্ষু আছেন, তাহা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত।”

দুতিযম্পি খো কেণিযো জটিলো ভগবন্তং এতদবোচ—“কিঞ্চাপি ভো গোতম মহাভিক্খুসঙ্ঘো অড়্ঢতেলসানি ভিক্খুসতানি, অহঞ্চ ব্রাহ্মণেসু অভিপ্পসন্নো, অধিবাসেতু মে ভবং গোতমো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনা”তি। দুতিযম্পি খো ভগবা কেণিযং জটিলং এতদবোচ “মহা খো কেণিয ভিক্খু সংঘো অড়্ঢতেলসানি ভিক্খুসতানি, ত্বঞ্চ ব্রাহ্মণেসু অভিপ্পসন্নো”তি।

অনুবাদ : দ্বিতীয়বারও জটিল কেনিয় ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “প্রভু গৌতম, যদিও পরিবৃত, অপরদিকে যদিও আমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত তবুও হে প্রভু গৌতম, অনুগ্রহপূর্বক আগামীকাল ভিক্ষুসংঘসহ আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবানও দ্বিতীয় বার জটিল কেনিয়কে এইরূপ বলিলেন, “হে কেনিয়, ভিক্ষুসংঘ বৃহৎ, ইহাতে সাড়ে বারোশত ভিক্ষু আছেন, তাহা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত।”

ততিযম্পি খো কেণিযো জটিলো ভগবন্তং এতদবোচ—“কিঞ্চাপি ভো গোতম মহাভিক্খুসংঘো অড়্ঢতেলসানি ভিক্খুসতানি, অহঞ্চ ব্রাহ্মণেসু অভিপ্পসন্নো, অধিবাসেতু[1] মে ভবং গোতমো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনা”তি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্হীভাবেন। অথ খো কেণিযো জটিলো ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্ঠাযাসনা যেন সকো অস্সমো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা মিত্তামচ্চে ঞাতিসালোহিতে আমন্তেসি “সুণন্তু মে ভবন্তো মিত্তামচ্চা ঞাতিসালোহিতা, সমণো মে গোতমো নিমন্তিতো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসংঘেন, যেন মে কাযবেয্যাবটিকং করেয্যাথা”তি। “এবং ভো’তি খো কেণিযস্স জটিলস্স মিত্তামচ্চা ঞাতিসালোহিতা কেণিযস্স জটিলস্স পটিস্সুত্বা অপ্পেকচ্চে উদ্ধনানি খণন্তি, অপ্পেকচ্চে কট্ঠানি ফালেন্তি, অপ্পেকচ্চে ভাজনানি ধোবন্তি, অপ্পেকচ্চে উদকমণিকং পতিট্ঠাপেন্তি, অপ্পেকচ্চে আসনানি পঞ্ঞাপেন্তি। কেণিযো পন জটিলো সামংযেব মণ্ডলমালং পটিযাদেতি।

অনুবাদ : তৃতীয়বার জটিল কেনিয় ভগবানকে বলিলেন, “প্রভু গৌতম, যদিও আপনার বৃহৎ সাড়ে বারোশত ভিক্ষুসংঘ এবং অপরদিকে যদিও আমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত, তবুও প্রভু গৌতম, অনুগ্রহপূর্বক আগামীকাল, ভিক্ষুসংঘসহ

---

[1] অধিবাসেত্বের (সী)

আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাব অবলম্বন করিয়া আমন্ত্রণ প্রতিগ্রহণ করিলেন। অতঃপর জটিল কেনিয় ভগবানের সম্মতি জানিতে পারিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক নিজের বাসস্থানে গমন করিলেন। (পরে) তিনি মিত্র-অমাত্য ও আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া বলিলেন, মিত্র ও অমাত্যগণ এবং আত্মীয়স্বজনগণ, আপনারা সবাই শুনুন, আমি শ্রমণ গৌতমকে ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকাল আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে আপনাদিগকে তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে হইবে।” হ্যাঁ প্রভু, নিশ্চয়ই করিব’। ইহা বলিয়া জটিল কেনিয়ের মিত্রামাত্যগণ ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া কেহ কেহ উদ্ধন[১] খনন করিতে নিযুক্ত হইলেন, কেহ কেহ কাঠ চিড়িতে লাগিলেন, কেহ কেহ পাত্রাদি ধুইতে লাগিলেন, কেহ কেহ জলমণিক[২] স্থাপন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ আসন প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুত) করিতে লাগিলেন। জটিল কেনিয় নিজেই পটমণ্ডপ তৈয়ার করিলেন।

তেন খো পন সমযেন সেলো ব্রাহ্মণো আপণে পটিবসতি, তিণ্ণং বেদানং পারগূ সনিঘণ্ডু কেটুভানং সাক্খরপ্পভেদানং ইতিহাস পঞ্চমানং পদকো বেয্যাকরণো লোকাযতমহাপুরিস লক্খণেসু অনবযো, তীণি চ মাণবক সতানি মন্তে বাচেতি।

অনুবাদ : সেই সময় ব্রাহ্মণ সেল আপনে বাস করিতেন। তিনি ত্রিবেদ, নির্ঘন্ট এবং বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক ছিলেন, কূটতর্কবিদ্যা-নিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তিনশত যুবককে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন।

তেন খো পন সমযেন কেণিযো জটিলো সেলে ব্রাহ্মণে অভিপ্পসন্নো হোতি। অথ খো সেলো ব্রাহ্মণো তীহি মাণবকসতেহি পরিবুতো জঙ্ঘাবিহারং অনুচঙ্কমমানো অনুবিচরমানো যেন কেণিযস্স জটিলস্স অস্সমো তেনুপসঙ্কমি। অদ্দসা খো সেলো ব্রাহ্মণো কেণিযস্স জটিলস্স অস্সমে[৩] অপ্পেকচ্চে উদ্ধনানি খণন্তে, অপ্পেকচ্চে কট্ঠানি ফালেন্তে, অপ্পেকচ্চে ভাজনানি ধোবন্তে, অপ্পেকচ্চে উদকমণিকং পতিট্ঠাপেন্তে, অপ্পেকচ্চে আসনানি পঞ্ঞাপেন্তে, কেণিযং পন জটিলং সামংযেব মণ্ডমালং

[১] উনুন, চুলা।

[২] জলপাত্র।

[৩] কেনিযস্সমিযে জটিলে (সী-ই)

পটিযাদেন্তং, দিস্বান কেণিযং জটিলং এতদবোচ—“কিং নু খো ভোতো কেণিযস্‌স আবাহো বা ভবিস্‌সতি, বিবাহো বা ভবিস্‌সতি, মহাযঞ্‌ঞো বা পচ্চুপট্‌ঠিতো, রাজা বা মাগধো সেনিযো বিম্বিসারো নিমন্তিতো স্বাতনায সদ্ধিং বলকাযেনা”তি।

অনুবাদ : ওই সময়ে জটিল কেনিয়, ব্রাহ্মণ সেলের ভক্ত ছিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ সেল তিনশত যুবক পরিবৃত হইয়া পায়ে হাঁটিয়া বিচরণ করিতে করিতে জটিল কেনিয়ের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ সেল দেখিলেন যে, জটিল কেনিয়ের আশ্রমে অবস্থিত জটিলেরা কেহ কেহ উদ্ধন খনন করিতে নিযুক্ত, কেহ কেহ কাঠ চিড়িতে, কেহ কেহ ভাজনসমূহ ধৌত করিতে, কেহ কেহ জলমনিক স্থাপন করিতে, কেহ কেহ আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিতে নিযুক্ত এবং জটিল কেনিয় নিজেই পটমণ্ডপ তৈয়ার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জটিল কেনিয়কে দেখিয়া এইরূপ বলিলেন, “পূজ্য কেনিয়ের ঘরে আবাহ অনুষ্ঠিত হইবে কি? অথবা বিবাহ? নাকি কোন মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইয়াছে? কিম্বা মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার সৈন্যবাহিনীসহ আগামী দিনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?”

ন মে ভো সেল আবাহো বা ভবিস্‌সতি বিবাহো বা, নাপি রাজা মাগধো সেনিযো বিম্বিসারো নিমন্তিতো স্বাতনায সদ্ধিং বলকাযেন, অপি চ খো মে মহাযঞ্‌ঞো পচ্চুপট্‌ঠিতো, অত্থি সমণো গোতমো সক্যপুত্তো সক্যকুলা পব্বজিতো অঙ্গুত্তরাপেসু চারিকং চরমানো মহতা ভিক্‌খুসংঘেন সদ্ধিং অড্‌ঢতেলসেহি ভিক্‌খুসতেহি আপণং অনুপ্পত্তো, তং খো পন ভবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্‌ভুগ্গতো ‘ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্‌সনং বুদ্ধো ভগবা”তি। সো মে নিমন্তিতো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্‌খুসংঘেনা”তি। বুদ্ধা’তি ভো কেণিয বদেসি, “বুদ্ধো”তি ভো সেল বদামি। “বুদ্ধো”তি ভো কেণিয বদেসি, “বুদ্ধো”তি ভো সেল বদামীতি।

অনুবাদ : “মহাশয় সেল, আমার ঘরে আবাহ হইবে না, বিবাহও হইবে না। মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারও আগামী দিনের জন্য সৈন্য বাহিনীসহ নিমন্ত্রিত হন নাই। তবুও আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি; শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষার জন্য অঙ্গুত্তরাপে বিচরণ করিতে করিতে সাড়ে বারশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত আপনে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচারিত (সৃষ্টি) হইয়াছে—‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ,

বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথি, দেবমানবের শিক্ষক, বুদ্ধ এবং ভগবান'। তাঁহাকে আমি আগামী দিন অন্ন গ্রহণের জন্য ভিক্ষুসংঘের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

"মহাশয় কেনিয়, আপনি কি তাঁহাকে 'বুদ্ধ' বলিলেন?"

"মহাশয় সেল, আমি সত্যই তাঁহাকে 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

"মহাশয় কেনিয়, আপনি কি তাঁহাকে 'বুদ্ধ' বলিলেন?"

"মহাশয় সেল, আমি সত্যই তাঁহাকে 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

অথ খো সেলস্স ব্রাহ্মণস্স এতদহোসি—"ঘোসোপি খো এসো দুল্লভো লোকস্মিং যদিদং বুদ্ধোতি, আগতানি খো পনম্হাকং মন্তেসু দ্বত্তিংসমহাপুরিসলক্খণানি, যেহি সমন্নাগতস্স মহাপুরিসস্স দ্বেব গতিযো ভবন্তি অনঞ্ঞা—সচে অগারং অজ্ঝাবসতি রাজা হোতি চক্কবত্তি ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরন্তো বিজিতাবী জনপদত্থাবরিযপ্পত্তো সত্তরতন সমন্নাগতো। তস্সিমানি সত্ত রতনানি ভবন্তি। সেয্যথিদং—চক্করতনং, হত্থিরতনং, অস্সরতনং, মণিরতনং, ইত্থিরতনং, গহপতিরতনং, পরিণাযক রতনমেব সত্তমং। পরোসহস্সং খো পনস্স পুত্তা ভবন্তি সূরা বীরঙ্গরূপা পরসেনপ্পমদ্দনা, সো ইমং পথবিং সাগরপরিযন্তং অদণ্ডেন অসত্থেন ধম্মেন অভিবিজিয অজ্ঝাবসতি। সচে খো পন অগারস্মা অনগারিযং পব্বজতি অরহং হোতি সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে বিবট্টচ্ছদো[১]।" কহং পন ভো কেণিয এতরহি সো ভবং গোতমো বিহরতি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো তি।

অনুবাদ : অতঃপর ব্রাহ্মণ সেলের মনে এইরূপ চিন্তা উৎপন্ন হইল—এই জগতে 'বুদ্ধ' নামক শব্দ শ্রবণ করা দুর্লভ। কিন্তু আমাদের মন্ত্রে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ওই লক্ষণ সমন্বিত মানুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। যদি গৃহে বাস করেন তাহা হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাদের নিরাপত্তা বিধায়ক, সপ্তরত্নসমন্বিত হইবেন। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যেমন—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং পরিণায়ক বা মন্ত্রীরত্নসহ সপ্তরত্ন।

তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসৈন্যমর্দনকারী। তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি যদি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন তাহা

---

[১] বিবত্তচ্ছদ্দো (সী-ই)

হইলে তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অরহত্তপদ লাভ করেন। পূজ্য কেনিয়, বর্তমানে সেই শ্রদ্ধেয় সম্যকসম্বুদ্ধ, অর্হৎ গৌতম কোথায় অবস্থান করিতেছেন?"

এবং বুত্তে কেণিযো জটিলো দক্খিণং বাহুং পগ্গহেত্বা সেলং ব্রাহ্মণং এতদবোচ—"যেনেসা ভো সেল নীলবনরাজী"তি। অথ খো সেলো ব্রাহ্মণো তীহি মাণবকসতেহি সদ্ধিং যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, অথ খো সেলো ব্রাহ্মণো তে মাণবকে আমন্তেসি—"অপ্পসদ্দা ভোন্তো আগচ্ছন্তু পদে পদং নিক্খিপন্তা, দুরাসদা হি তে ভগবন্তো[১] সীহাব একচরা। যদা চাহং ভো সমণেন গোতমেন সদ্ধিং মন্তেয্যং, মা মে ভোন্তো অন্তরন্তরা কথং ওপাতেথ, কথাপরিযোসানং মে ভবন্তো আগমেন্তুতি।

অনুবাদ : এইরূপ বলা হইলে, জটিল কেনিয় দক্ষিণ বাহু প্রসারণপূর্বক ব্রাহ্মণ সেলকে, এইরূপ বলিলেন, মহাশয় সেল ওই নীল বনরাজি যেখানে, সেখানে।' অনন্তর ব্রাহ্মণ সেল তিনশত যুবক সঙ্গে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ সেল সেই যুবকগণকে সম্বোধন করিলেন, "মহাশয়গণ, অল্পশব্দে মন্থর পদবিক্ষেপে আগমন করুন। কারণ যাঁহারা ভগবান তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ সুকঠিন। তাঁহারা সিংহের ন্যায় একাকী বিচরণকারী। আমি যখন শ্রমণ গৌতমের সহিত কথাবার্তায় নিযুক্ত থাকিব, তখন আপনারা অনর্থক প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া বাঁধার সৃষ্টি করিবেন না। আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।"

অথ খো সেলো ব্রাহ্মণো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো সেলো ব্রাহ্মণো ভগবতো কাযে দ্বত্তিংসমহাপুরিসলক্খণানি সমন্নেসি[২]। অদ্দসা খো সেলো ব্রাহ্মণো ভগবতো কাযে দ্বত্তিংসমহাপুরিসলক্খণানি যেভুয্যেন ঠপেত্বা দ্বে। দ্বীসু মহাপুরিসলক্খণেসু কঙ্খতি বিচিকিচ্ছতি নাধিমুচ্চতি ন সম্পসীদতি—কোসোহিতে চ বত্থুগুয্হে, পহূতজিব্হতায চাতি।

অনুবাদ : তৎপরে ব্রাহ্মণ সেল ভগবানের কাছে গমন করিলেন। সেখানে ভগবানকে প্রণামপূর্বক তাঁহার সহিত মধুর চিত্তে আনন্দদায়ক আলাপ আলোচনার পর, ব্রাহ্মণ সেল একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে বসিয়া ব্রাহ্মণ সেল ভগবানের কায়ে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ অন্বেষণ করিলেন। ভগবানের

---

[১] ভবন্তো (স্যা-ক)

[২] সম্মন্নেসি (সী-স্যা)

কায়ে মাত্র দুইটি লক্ষণ ছাড়া অন্য সকল লক্ষণই তিনি দেখিতে পাইলেন। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ও দ্বিধা হইল। তিনি সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না। ভগবানের কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় ও বৃহৎ জিহ্বা অপ্রকাশিত থাকিল।

অথ খো ভগবতো এতদহোসি—“পস্সতি খো মে অযং সেলো ব্রাহ্মণো দ্বত্তিংসমহাপুরিস লক্খণানি যেভুয্যেন ঠপেত্বা দ্বে। দ্বীসু মহাপুরিস লক্খণেসু কঙ্খতি বিচিকিচ্ছতি নাধিমুচ্চতি ন সম্পসীদতি-কোসোহিত চ বত্থুগুয্হে, পহূতজিব্হতায চা’তি। অথ খো ভগবা তথারূপং ইদ্ধাভিসঙ্খারং অভিসঙ্খাসি[১] যথা অদ্দস সেলো ব্রাহ্মণো ভগবতো কোসোহিতং বত্থুগুয্হং। অথ খো ভগবা জিব্হং নিন্নামেত্বা উভোপি কণ্ণসোতানি অনুমসি পটিমসি, উভোপি নাসিকসোতানি অনুমসি পটিমসি, কেবলম্পি নলাটমণ্ডলং জিব্হায ছাদেসি।

অনুবাদ : তৎপরে ভগবানের মনে এইরূপ চিন্তা উৎপন্ন হইল—এই ব্রাহ্মণ আমার কায়ে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে মাত্র দুইটি ছাড়া অন্য সমস্ত লক্ষণই দেখিয়াছেন। দুইটি লক্ষণ কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ও দ্বিধা রহিয়াছে। তিনি সন্তোষ লাভ করিতেছেন না। অতঃপর ভগবান এমনভাবে নিজের অলৌকিক শক্তির পরিচালনা করিলেন যে, তাহাতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সেল, ভগবানের কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দেখিতে পাইলেন। তৎপরে ভগবান জিহ্বা বাহির করিয়া উভয় কর্ণ ও উভয় নাসাছিদ্র স্পর্শ করিলেন; সমস্ত ললাটমণ্ডল জিহ্বার সাহায্যে আচ্ছাদন করিলেন।

অথ খো সেলস্স ব্রাহ্মণস্স এতদহোসি—“সমন্নাগতো খো সমণো গোতমো দ্বত্তিংসমহাপুরিস লক্খণেহি পরিপুণ্ণেহি, নো অপরিপুণ্ণেহি। নো চ খো নং জানমি ‘বুদ্ধো বা নো বা; সুতং খো পন মেতং ব্রহ্মণানং বুড্ঢানং মহল্লকানং আচরিযপাচরিযানং ভাসমানানং ‘যে তে ভবন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধো, তে সকে বণ্ণে ভঞ্ঞমানে অত্তানং পাতুকরোন্তী’তি। যংনূনাহং সমণং গোতমং সম্মুখা সারূপ্পাহি গাথাহি অভিত্থবেয্য”ন্তি অথ খো সেলো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং সম্মুখা সারূপ্পাহি গাথাহি অভিত্থবি—

অনুবাদ : তদনন্তর ব্রাহ্মণ সেল চিন্তা করিলেন—“শ্রমণ গৌতম পরিপূর্ণ বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন। ওই সব লক্ষণগুলির একটিও তাঁহাতে অভাব নাই। তবুও বুদ্ধ কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও প্রাচীন

---

[১] অভিসঙ্খারেসি (স্যা-ক)

ব্রাহ্মণগণকে আচার্য ও মহাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে; যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহাদের প্রশংসাকীর্তন করা হইলে তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন। আমি শ্রমণ গৌতমের সামনে স্থিত হইয়া অনুরূপ গাথায় তাঁহার স্তব করিব।" অতঃপর ব্রাহ্মণ সেল ভগবানের সামনে স্থিত হইয়া অনুরূপ গাথায় তাঁহার স্তব করিলেন :

৫৫৩. পরিপুণ্ণকাযো সুরুচি, সুজাতো চারুদস্‌সনো,
সুবণ্ণ বণ্ণোসি ভগবা, সুসুক্কদাঠোসি বীরিযবা। ১

অনুবাদ : "হে ভগবান, আপনি পরিপূর্ণকায়, দীপ্তিশালী, উচ্চকুলজাত, সুদর্শন, সোনারবর্ণ, সুশুভ্র দাঁত সম্পন্ন এবং বীর্যবান।

৫৫৪. নরস্‌স হি সুজাতস্‌স, যে ভবন্তি বিযঞ্জনা,
সব্বে তে তব কাযস্মিং, মহাপুরিসলক্‌খণা। ২

অনুবাদ : উচ্চবংশে জাত নরের সমস্ত লক্ষণই আপনার কায়ে দেখা যায়, উহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

৫৫৫. পসন্ননেত্তো সুমুখো, ব্রহা উজু পতাপবা,
মজ্ঝে সমণসংঘস্‌স, আদিচ্চোব বিরোচসি। ৩

অনুবাদ : আপনি প্রসন্নচক্ষু, সুমুখ, বৃহৎ, ঋজু, শক্তিমান, শ্রমণ সংঘের মধ্যে আপনি সূর্যের মতো প্রভাবশালী।

৫৫৬. কল্যাণদস্‌সনো ভিক্‌খু, কঞ্চনসন্নিভত্তচো,
কিং তে সমণভাবেন এবং উত্তমবণ্ণিনো। ৪

অনুবাদ : আপনি কল্যাণদর্শনকারী ভিক্ষু, কাঞ্চনসন্নিভ ত্বকবিশিষ্ট; এইরূপ উত্তম বর্ণবান হইয়া আপনার শ্রমণভাব ধারণে কী লাভ?

৫৫৭. রাজা অরহসি ভবিতুং চক্কবত্তী রথেসভো,
চাতুরন্তো বিজিতাবী, জেম্বুসণ্ডস্‌স[১] ইস্‌সরো। ৫

অনুবাদ : আপনি রাজা, চক্রবর্তী, রথপতি, চতুরন্তবিজেতা জম্বুদ্বীপের মালিক হইবার উপযুক্ত।

৫৫৮. খত্তিযা ভোগিরাজানো,[২] অনুযন্তা[৩] ভবন্ত তে,
রাজাভিরাজা মনুজিন্দো, রজ্জং কারেহি গোতম। ৬

অনুবাদ : ক্ষত্রিয় ও ভোগীরাজগণ আপনার অনুসরণকারী। হে গৌতম, আপনি রাজাধিরাজ ও মানবের ইন্দ্র হইয়া রাজ্য শাসন করুন।"

---

[১] জম্বুমরুস্‌স (ক)

[২] ভোজরাজানো (সী-স্যা)

[৩] অনুযুত্তা (সী)

৫৫৯. রাজাহমস্মি সেলাতি, ধম্মরাজা অনুত্তরো, (ভগবা)
ধম্মেন চক্কং বত্তেমি, চক্কং অপ্পটিবত্তিযং। ৭

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "হে সেল, আমি রাজা, অনুত্তর ধর্মরাজ, যে চক্র অপরিবর্তনীয়, সেই ধর্মচক্র আমি ধর্মের সাহায্যেই প্রবর্তন করি।"

৫৬০. সম্বুদ্ধো পটিজানাসি, ধম্মরাজা অনুত্তরো, (ইতি সেলো ব্রাহ্মণো)
ধম্মেন চক্কং বত্তেমি, ইতি ভাসসি গোতম। ৮

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ সেল বলিলেন, "আপনি সম্বুদ্ধ, অনুত্তর ধর্মরাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। আপনি বলিতেছেন যে, আমি ধর্মের সাহায্যেই চক্রের প্রবর্তন করি। ভবৎ গৌতম কি ইহাই বলিতেছেন?

৫৬১. কো নু সেনাপতি ভোতো, সাবকো সত্থুরন্বযো,
কো তে তমনুবত্তেতি, ধম্মচক্কং পবত্তিতং। ৯

অনুবাদ : প্রভু, আপনার সেনাপতি কে? শ্রাবক কে? কে আপনার উত্তরাধিকারী? আপনার প্রতিনিধি হিসাবে প্রবর্তিত ধর্মচক্রের চালনা করিবেন কে?"

৫৬২. মযা পবত্তিতং চক্কং ধম্মচক্কং অনুত্তরং, (সেলাতি ভগবা)
সারিপুত্তো অনুবত্তেতি, অনুজাতো তথাগতং। ১০

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "হে সেল, আমার দ্বারা যে চক্র প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা অনুত্তর ধর্মচক্র। তথাগতের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সারিপুত্র তাহা চালনা করিবেন।

৫৬৩. অভিঞ্ঞেয্যং অভিঞ্ঞাতং, ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনং মে, তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণ। ১১

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি অভিজ্ঞানসম্পন্ন। জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিয়াছি এবং যাহা ত্যাগ করিবার তাহা ত্যাগ করিয়াছি। সেই জন্য আমি বুদ্ধ।

৫৬৪. বিনযস্সু মযি কঙ্খং, অধিমুচ্চস্সু ব্রাহ্মণ,
দুল্লভং দস্সনং হোতি, সম্বুদ্ধানং অভিণ্হসো। ১২

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি যে সন্দেহ আছে তাহা ত্যাগ কর। আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান হও। সম্বুদ্ধের দর্শন (লাভ করা) সব সময়ে দুর্লভ।

৫৬৫. যেসং বে[১] দুল্লভো লোকে, পাতুভাবো অভিণ্হসো,
সোহং ব্রাহ্মণ সম্বুদ্ধো, সল্লকত্তো অনুত্তরো। ১৩

---

[১] যেসং বো (ই)। যস্স বে (স্যা)

অনুবাদ : পৃথিবীতে যাঁহাদের প্রাদুর্ভাব সবসময়ে দুর্লভ; হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম সম্বুদ্ধ, অনুত্তর চিকিৎসক।

৫৬৬. ব্রহ্মভূতো অতিতুলো, মারসেনপ্পমদ্দনো,
সব্বামিত্তে বসীকত্বা, মোদামি অকুতোভযো। ১৪

অনুবাদ : আমি শ্রেষ্ঠ জীব, অতুলনীয়, মারসৈন্য মর্দনকারী। শত্রুকুল বশীভূত করিয়া অকুতোভয় হইয়া আমি আনন্দ লাভ করিয়া থাকি।

৫৬৭. ইমং ভবন্তো নিসামেথ, যথা ভাসতি চক্‌খুমা,
সল্লকত্তো মহাবীরো, সীহোব নাদতী বনে। ১৫

অনুবাদ : "মাননীয়গণ, চক্ষুষ্মান যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন; তিনি চিকিৎসক, মহাবীর, তিনি বনে গর্জনকারী সিংহের ন্যায়।

৫৬৮. ব্রহ্মভূতং অতিতুলং, মারসেনপ্পমদ্দনং,
কো দিস্বা নপ্পসীদেয্য, অপি কণ্‌হাভিজাতিকো। ১৬

অনুবাদ : জীবকুলের শ্রেষ্ঠ, মারসৈন্য বিজয়ে তুলনাহীন এই ব্যক্তি কৃষ্ণকুলে জাত হইলেও তৎদর্শনে কে আনন্দিত হইবে না?

৫৬৯. যো মং ইচ্ছতি অন্বেতু, যো বা নিচ্ছতি গচ্ছতু,
ইধাহং পব্বজিস্‌সামি, বরপঞ্‌ঞস্‌স সন্তিকে। ১৭

অনুবাদ : যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি আমাকে অনুগমন করুন। যাঁহার ইচ্ছা নাই তিনি অন্যত্র গমন করুন। আমি এইখানেই বরপ্রাজ্ঞের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

৫৭০. এবঞ্চে[১] রুচ্চতি ভোতো, সম্মাসম্বুদ্ধ সাসনে[২],
মযম্পি পব্বজিস্‌সাম বরপঞ্‌ঞস্‌স সন্তিকে। ১৮

অনুবাদ : "এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে যদি আপনার রুচি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমরাও বরপ্রাজ্ঞের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

৫৭১. ব্রাহ্মণা তিসতা ইমে, যাচন্তি পঞ্জলীকতা,
ব্রহ্মচরিযং চরিস্‌সাম, ভগবা তব সন্তিকে। ১৯

অনুবাদ : এই তিনশত ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছে—'হে ভগবান, আমরা আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব।'

৫৭২. স্বাক্‌খাতং ব্রহ্মচরিযং, সন্দিট্‌ঠিকমকালিকং, (সেলাতি ভগবা)
যত্থ অমোঘা পব্বজ্জা, অপ্পমত্তস্‌স সিক্‌খতোতি। ২০

অনুবাদ : ভগবান ব্রাহ্মণ সেলকে বলিলেন, 'হে সেল, এই ব্রহ্মচর্য নিজে

---

[১] এতঞ্চে (সী-ই)

[২] সম্মাসম্বুদ্ধসাসনং (সী-স্যা-কং-ই)

নিজেই সাক্ষাৎ করণীয় বলিয়া সুপ্রচারিত। ইহা স্বয়ং দর্শনীয়, ফল প্রদানে কোনো কালাকাল নাই। ইহার সাহায্যে অপ্রমত্তভাবে শিক্ষাকামীদের প্রব্রজ্যা বিফলে যায় না।

অলত্থ খো সেলো ব্রাহ্মণো সপরিসো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, অলত্থ উপসম্পদং। অথ খো কেণিযো জটিলো তস্‌সা রত্তিযা অচ্চযেন সকে অস্‌সমে পণীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযাদাপেত্বা ভগবতো কালং আরোচাপেসি—"কালো ভো গোতম নিট্‌ঠিতং ভত্ত"ন্তি। অথ খো ভগবা পুব্বণ্‌হসমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায যেন কেণিযস্‌স জটিলস্‌স অস্‌সমো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্‌ঞত্তে আসনে নিসীদি সদ্ধিং ভিক্‌খুসংঘেন।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ সেল সপরিষদ ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর জটিল কেনিয় সেই রাত্রি অবসান হইলে নিজের আশ্রমে প্রণীত খাদ্য-ভোজ্যাদি তৈয়ার করিয়া ভগবানের কাছে আহারের সময় নিবেদন করিলেন, "প্রভু গৌতম, অন্নগ্রহণের সময় হইয়াছে।" তৎপরে ভগবান পূর্বাহ্নকালে পোষাক পরিধানপূর্বক পাত্র ও চীবর লইয়া জটিল কেনিয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুসংঘের সহিত সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন।

অথ খো কেণিযো জটিলো বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্‌খুসংঘং পণীতেন খাদনীযেন ভোজনীযেন সহত্থা সন্তপ্পেসি সম্পবারেসি। অথ খো কেণিযো জটিলো ভগবন্তং ভুত্তাবিং ওনীতপত্তপাণিং অঞ্‌ঞতরং নীচং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো কেণিযং জটিলং ভগবা ইমাহি গাথাহি অনুমোদি—

অনুবাদ : অনন্তর জটিল কেনিয়, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্যাদির সাহায্যে তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিবার জন্য নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। ভগবান ভোজনের পর পাত্র হইতে হস্ত অপসারণ করিলে, জটিল কেনিয় ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া পার্শ্বের এক নীচ আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে ভগবান তাহাকে এই সকল গাথার সাহায্যের তাঁহার দান অনুমোদন করিলেন।

৫৭৩. "অগ্গিহুত্তমুখা যঞ্‌ঞা, সাবিত্তী ছন্দসো মুখং,
রাজা মুখং মনুস্‌সানং, নদীনং সাগরো মুখং। ২১

অনুবাদ : অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান উপাদান, সাবিত্রী (শ্লোক) ছন্দের প্রধান; মানুষের মধ্যে রাজা প্রধান এবং নদীর বা জলাশয়ের মধ্যে প্রধান হইল সাগর।

৫৭৪. নক্খত্তানং মুখং চন্দো, আদিচ্চো তপতং মুখং,
পুঞ্ঞং আকঙ্খমানানং, সংঘো বে যজতং মুখ”ন্তি। ২২

অনুবাদ : চন্দ্র তারকাদের প্রধান, জ্বলন্ত জিনিসের মধ্যে প্রধান সূর্য, পুণ্যকামী ও দানযজ্ঞ সম্পাদনকারীদের জন্য সংঘই প্রধান।

অথ খো ভগবা কেণিযং জটিলং ইমাহি গাথাহি অনুমোদিত্বা উট্ঠাযাসনা পক্কামি। অথ খো আযস্মা সেলো সপরিসো একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো নচিরস্সেব, যস্সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্ঠেবধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। “খীণা জাতি” বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করণীযং নাপরং ইত্থত্তাযা”তি অব্ভঞ্ঞাসি। অঞ্ঞতরো চ খো পনাযস্মা সেলো সপরিসো অরহতং অহোসি।

অনুবাদ : অতঃপর ভগবান জটিল কেনিয়কে ওই সকল গাথার সাহায্যে তাঁর দান অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে আয়ুষ্মান সেল, পরিষদসহ নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অতিশীঘ্র সত্যপথ অবলম্বনকারী কুলপুত্রগণ যেই সম্পদ লাভের জন্য আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য নিজেই জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন। “জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ম শেষ হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় কর্ম আর নাই”; ইহা জানিয়া আয়ুষ্মান সেল সপরিষদ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

অথ খো আযস্মা সেলো সপরিসো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একংসং চীবরং কত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : তৎপরে আয়ুষ্মান সেল পরিষদগণের সহিত ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া পরিহিত চীবর একাংশ করিয়া প্রণামপূর্বক সেখানে ভগবানকে গাথায় নিবেদন করিলেন :

৫৭৫. “যং তং সরণমাগম্হ[১], ইতো অট্ঠমি চক্খুম,
সত্ত রত্তেন ভগবা, দন্তম্হ তব সাসনে। ২৩

অনুবাদ : হে চক্ষুষ্মান, আজ হইতে আট দিন পূর্বে আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। হে প্রভু ভগবান, সপ্তম রাতের মধ্যে আমরা আপনার শাসনে

[১] মাগহ্ন (সী-স্যা-ক)

বিনীত হইয়াছি।

৫৭৬. তুবং বুদ্ধো তুবং সত্থা, তুবং মারাভিভূ মুনি,
তুবং অনুসযে ছেত্বা, তিণ্ণো তারেসী মং পজং। ২৪

অনুবাদ : আপনি বুদ্ধ, আপনি শিক্ষক, আপনি মারবিজয়ী মুনি। অনুশয় (হীনসংস্কার)-সমূহ ছেদন করিয়া আপনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বর্তমান মানব জাতিকে উদ্ধার করিতেছেন।

৫৭৭. উপধী তে সমতিক্কন্তা, আসবা তে পদালিতা,
সীহোসি[1] অনুপাদানো, পহীনভযভেরবো। ২৫

অনুবাদ : আপনি উপধিসমূহ অতিক্রম করিয়াছেন, আসবসমূহ বিনষ্ট করিয়াছেন, আপনি সিংহ, উপাদান রহিত, আপনি ভয়হীন ও ত্রাসহীন।

৫৭৮. ভিক্খবো তিসতা ইমে, তিট্ঠন্তি পঞ্জলীকতা,
পাদে বীর পসারেহি, নাগা বন্দন্তু সত্থুনো”তি। ২৬

অনুবাদ : এই তিনশত ভিক্ষু অঞ্জলিপ্রণামপূর্বক দাঁড়াইয়াছেন। হে বীর, পাদ প্রসারিত করুন, নাগগণ শাস্তাকে বন্দনা করুক।

সেল সূত্র সমাপ্ত।

৮. সল্ল সুত্তং—সল্ল সূত্র

৫৭৯. অনিমিত্ত মনঞ্ঞাতং, মচ্চানং ইধ জীবিতং,
কসিরঞ্চ পরিত্তঞ্চ, তঞ্চ দুক্খেন সংযুতং। ১

অনুবাদ : এই জগতের মানবজীবন অনিমিত্ত (প্রয়োজন বর্জিত), অবিদিত, যন্ত্রণাদায়ক, অল্পকাল টিকিয়া থাকে এবং দুঃখমিশ্রিত।

৫৮০. ন হি সো উপক্কমো অত্থি, যেন জাতা ন মিয্যরে,
জরম্পি পত্বা মরণং এবং ধম্মা হি পাণিনো। ২

অনুবাদ : যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের এমন কোনো উপায় নাই, যাহা দ্বারা তাহারা মরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। জরার পর মৃত্যু, ইহাই প্রাণীর ধর্ম।

৫৮১. ফলানমিব পক্কানং, পাতো পতনতো[2] ভযং,
এবং জাতানং মচ্চানং, নিচ্চং মরণতো ভযং। ৩

অনুবাদ : পাকা ফলের যেইরূপ শীঘ্র পতন ভয়, সেইরূপ জাতধর্মী

---

[1] সীহোব

[2] পপততো (সী-ই-ট্ঠ)

জীবগণেরও সবসময় মরণ ভয়।

৫৮২. যথাপি কুম্ভকারস্‌স, কতা মত্তিকভাজনা,
সব্বে ভেদনপরিযন্তা[১] এবং মচ্চানং জীবিতং। ৪

অনুবাদ : কুম্ভকারের তৈয়ার করা সকল প্রকার মাটির পাত্র যেমন ভাঙ্গিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মানুষের জীবনও সেইরূপ।

৫৮৩. দহরা চ মহন্তা চ, যে বালা যে চ পণ্ডিতা,
সব্বে মচ্চুবসং যন্তি, সব্বে মচ্চুপরাযণা। ৫

অনুবাদ : তরুণ ও বয়স্ক, মূর্খ ও পণ্ডিত, সকলেই মৃত্যুবশে গমন করে, সবাই মৃত্যুপরায়ণ।

৫৮৪. তেসং মচ্চুপরেতানং, গচ্ছতং পরলোকতো,
ন পিতা তাযতো পুত্তং, ঞাতী বা পন ঞাতকে। ৬

অনুবাদ : মরণের গ্রাসে পতিত হইয়া পরলোকগতদের মধ্যে পিতা পুত্রকে ত্রাণ করিতে পারেন না; আত্মীয়েরা জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে রক্ষা করিতে অসমর্থ।

৫৮৫. পেক্‌খতং যেব ঞাতীনং, পস্‌স লালপতং পুথু,
একমেকোব মচ্চানং, গোবজ্ঝো বিয নীযতি। ৭

অনুবাদ : দেখুন, গভীর বিলাপরত জ্ঞাতিদের চোখের সামনে মানবগণের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া হরণ করা হইতেছে; যেমন গরুকে হত্যা করিবার জায়গায় লইয়া যাওয়া হয়।

৫৮৬. এবমব্‌ভাহতো লোকো, মচ্চুনা চ জরায চ,
তস্মা ধীরা ন সোচন্তি, বিদিত্বা লোকপরিযাযং। ৮

অনুবাদ : এইভাবে সংসার মরণ ও জরায় জড়িত। সেই কারণে জ্ঞানীরা লোকপর্যায় বিদিত হইয়া অনুশোচনা করেন না।

৫৮৭. যস্‌স মগ্গং ন জানাসি, আগতস্‌স গতস্‌স বা,
উভো অন্তে অসম্পস্‌সং, নিরত্থং পরিদেবসি। ৯

অনুবাদ : যাহার আগমন ও গমনের মার্গ (পথ) তোমার জানা নাই; যাহার বিচরণের উভয় অন্তই তোমার দর্শনের বাহিরে; তাহার জন্য তোমার শোক নিরর্থক।

৫৮৮. পরিদেবযমানো চে, কিঞ্চিদত্থং উদব্বহে,
সম্মূল্‌হো হিংসমত্তানং, কযিরা চে নং বিচক্‌খণো। ১০

---

[১] ভেদপরিযন্তা (স্যা)

অনুবাদ : বিলাপপরায়ণ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি এই স্বহিংস কষ্ট দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রও লাভবান হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওইরূপ করিতে পারেন।

৫৮৯. ন হি রুণ্ণেন সোকেন, সন্তিং পপ্পোতি চেতসো,
ভিয্যস্‌সুপ্পজ্জতে দুক্‌খং, সরীর চুপহঞ্‌ঞতি। ১১

অনুবাদ : ক্রন্দন ও শোকের দ্বারা মনের শান্তি লাভ না হইয়া বরং উহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয় এবং শরীর পীড়িত হইয়া পড়ে।

৫৯০. কিসো বিবণ্ণো ভবতি, হিংসমত্তানমত্তনা,
ন তেন পেতা পালেন্তি, নিরত্থা পরিদেবনা। ১২

অনুবাদ : জীবিতগণ নিজের সাহায্যে নিজকে হিংসাবশত আঘাত করিবার ফলে শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হয়; তবুও মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হয় না। তাই এই পরিদেবন (বিলাপ) অর্থহীন।

৫৯১. সোকমপ্পজহং জন্তু, ভিয্যো দুক্‌খং নিগচ্ছতি,
অনুত্থুনন্তো কালঙ্কতং[১] সোকস্‌স বসমন্বগূ। ১৩

অনুবাদ : যে ব্যক্তি শোক বর্জন করে না, তাহার দুঃখ বাড়িয়া যায়। কালগত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করিয়া সে শোকাধীন হয়।

৫৯২. অঞ্‌ঞেপি পস্‌স গমিনে, যথাকম্মূপগে নরে,
মচ্চুনো বসমাগম্ম, ফন্দন্তেবিধ পাণিনো। ১৪

অনুবাদ : লোকান্তরিত হইয়া কর্মানুযায়ী গতিলাভী মানুষের প্রতি অবলোকন করুন! জীবগণ এই পৃথিবীতে মরণের ক্ষমতাধীন হইয়া ভয়ের দ্বারা কম্পিত।

৫৯৩. যেন যেন হি মঞ্‌ঞন্তি, ততো তং হোতি অঞ্‌ঞথা,
এতাদিসো বিনাভাবো, পস্‌স লোকস্‌স পরিযাযং। ১৫

অনুবাদ : মানুষের আশানুরূপ কামনা সিদ্ধি না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়া থাকে। দেখুন, এইরূপ নৈরাশ্যভাবই লোকপর্যায় বা সংসারের নিয়ম।

৫৯৪. অপি বস্‌সসতং জীবে, ভিয্যো বা পন মাণবো,
ঞাতিসঙ্ঘা বিনা হোতি, জহাতি ইধ জীবিতং। ১৬

অনুবাদ : শত বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বাঁচিয়া থাকিলেও মানুষ সবশেষে জ্ঞাতিবর্গ হইতে পৃথক হইয়া এই সংসারে জীবন ত্যাগ করিবে।

৫৯৫. তস্‌মা অরহতো সুত্বা, বিনেয্য পরিদেবিতং

---

[১] কালকতং (সী-স্যা)

পেতং কালঙ্কতং দিস্বা, নেসো লব্ভা মযা ইতি। ১৭

অনুবাদ : কাজেই অর্হতের কথা শুনিয়া কালগতগণের জন্যে বিলাপ বন্ধ করুন। কারণ এই বিলাপে 'পুনরায়' তাহাকে দর্শন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

৫৯৬. যথা সরণমাদিত্তং বারিনা পরিনিব্বযে[১], এবম্পি ধীরো সপঞ্ঞো,

পণ্ডিতো কুসলো নরো; খিপ্পমুপ্পতিতং সোকং, বাতো তূলংব ধংসযে। ১৮

অনুবাদ : জলের আশ্রয়ে যেইরূপ জ্বলন্ত আগুন নির্বাপিত হয়; সেইরূপ ধীর, প্রজ্ঞাবান, পণ্ডিত, দক্ষ মানুষ; তুলা যেমন বাতাসের দ্বারা উড়িয়া যায়, তেমনি উৎপন্ন শোক অতি শীঘ্র দূর করিবেন।

৫৯৭. পরিদেবং পজপ্পঞ্চ, দোমনস্সঞ্চ অত্তনো,

অত্তনো সুখমেসানো, অব্বহে সল্লমত্তনো। ১৯

অনুবাদ : যিনি আত্মসুখ অন্বেষণকারী, তিনি নিজের বিলাপ পরিদেবন এবং দুঃখ-দৌর্মনস্যরূপ আত্মশর উৎপাটিত করিবেন।

৫৯৮. অব্বুল্হসল্লো অসিতো, সন্তিং পপ্পুয্য চেতসো,

সব্বসোকং অতিক্কন্তো, অসোকো হোতি নিব্বুতোতি। ২০

অনুবাদ : যিনি দূরীকৃত শর বাসনামুক্ত, চিত্তের শান্তিলাভী তিনি সকল রকম শোক অতিক্রম করিয়া অশোক ও নির্বাপিত হইয়া শান্ত হইবেন।

সল্ল সূত্র সমাপ্ত।

৯. বাসেট্ঠ সুত্তং—বাসেট্ঠ সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা ইচ্ছানঙ্গলে বিহরতি ইচ্ছানঙ্গলবন সণ্ডে। তেন খো পন সমযেন সম্বহুলা অভিঞ্ঞাতা অভিঞ্ঞাতা ব্রাহ্মণমহাসালা ইচ্ছানঙ্গলে পটিবসন্তি সেয্যথিদং—চঙ্কী ব্রাহ্মণো, তারুক্খো ব্রাহ্মণো, পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণো, জাণুস্সোণি[২] ব্রাহ্মণো, তোদেয্যো ব্রাহ্মণো, অঞ্ঞে চ অভিঞ্ঞাতা অভিঞ্ঞাতা ব্রাহ্মণমহাসালা। অথ খো বাসেট্ঠ ভারদ্বাজানং মাণবানং জঙ্ঘাবিহারং অনুচঙ্কমন্তানং অনুবিচরন্তানং[৩] অযমন্তরা কথা উদপাদি ''কথং ভো ব্রাহ্মণো হোতী''তি।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময়ে ভগবান ইচ্ছানঙ্গল বনে

---

[১] পরিনিব্বুতো (সী-ক)

[২] জাণুসোণি (ক)।

[৩] অনুচঙ্কম মানানং অনুবিচরমানানং (সী-ই)

ইচ্ছানঙ্গল নামক জায়গায় বাস করিতেছিলেন। তখন অনেক খ্যাতনামা ধনবান ব্রাহ্মণ ইচ্ছানঙ্গলে বাস করিতেছিলেন, যথা—চঙ্কী ব্রাহ্মণ, তারুক্খ ব্রাহ্মণ, পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ, জানুস্সোনি ব্রাহ্মণ, তোদেয্যো ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত ধনী ব্রাহ্মণ মহাসালগণ। একদিন বাসেট্ঠ এবং ভারদ্বাজ নামক দুইজন যুবক যখন পায়চারী করিতেছিলেন তখন তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথা উৎপন্ন হইল—"কীভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?"

ভারদ্বাজো মাণবো এবমাহ "যতো খো তো উভতো সুজাতো হোতি মাতিতো চ পিতিতো চ সংসুদ্ধগহণিকো যাব সত্তমা পিতামহযুগা অক্খিত্তো অনুপক্কুট্ঠো জাতিবাদেন, এত্তাবতা খো ভো ব্রাহ্মণো হোতী"তি।

অনুবাদ : যুবক ভারদ্বাজ বলিলেন, "যাঁহার জাতি (জন্ম) পিতা ও মাতা উভয়কুল হইতে গৌরবান্বিত, যাঁহার উপরিস্থগণ সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র গর্ভে উৎপন্ন, যাঁহার কুলপ্রথা দোষহীন ও অনিন্দনীয়, এইরূপ লোকই ব্রাহ্মণ।"

বাসেট্ঠো মাণবো এবমাহ—"যতো খো ভো সীলবা চ হোতি বতসম্পন্নো[১] চ, এত্তাবতা খো ভো ব্রাহ্মণো হোতী'তি। নেব খো অসক্খি ভারদ্বাজো মাণবো বাসেট্ঠং মাণবং সঞ্ঞাপেতুং, ন পন অসক্খি বাসেট্ঠো মাণবো ভারদ্বাজং মাণবং সঞ্ঞাপেতুং।

অনুবাদ : যুবক বাসেট্ঠ তখন এইরূপ বলিলেন, যিনি শীলবান ও ব্রতসম্পন্ন, তিনিই ব্রাহ্মণ।" যুবক ভারদ্বাজ বাসেট্ঠকে স্বমতে আনিতে সক্ষম হইলেন না, যুবক বাসেট্ঠও ভারদ্বাজকে স্বমতে আনিতে সক্ষম হইলেন না।

অথ খো বাসেট্ঠো মাণবো ভারদ্বাজং মাণবং আমন্তেসি "অযং খো ভো[২] ভারদ্বাজ সমণো গোতমো সক্যপুত্তো সক্যকুলা পব্বজিতো ইচ্ছানঙ্গলে বিহরতি ইচ্ছানঙ্গল বনসণ্ডে, তং খো পন ভবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গতো ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি। আযাম ভো ভারদ্বাজ যেন সমণো গোতমো তেনুপসঙ্কমিস্সাম, উপসঙ্কমিত্বা সমণং গোতমং এতমত্থং পুচ্ছিস্সাম, যথা নো সমণো গোতমো ব্যাকরিস্সতি, তথা নং ধারেস্সামা"তি। "এবং ভো"তি খো ভারদ্বাজো মাণবো বাসেট্ঠস্স মাণবস্স পচ্চস্সোসি।

---

[১] বত্তসম্পন্নো (সী-স্যা)

[২] অযং ভো (সী-স্যা-ক)। অযং খো (ই)

অনুবাদ : অতঃপর বাসেট্‌ঠ যুবক ভারদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভারদ্বাজ, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানঙ্গল বনস্থ, ইচ্ছানঙ্গলে অবস্থান করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচারিত হইয়াছে, "ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ অনুত্তর পুরুষ-দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শিক্ষক, বুদ্ধ এবং ভগবান।"

হে ভারদ্বাজ, এসো, যেখানে শ্রমণ গৌতম আছে সেখানে যাই, সেখানে যাইয়া শ্রমণ গৌতমকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিবেন আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।" "তাহাই হউক" বলিয়া যুবক ভারদ্বাজ যুবক বাসেট্‌ঠকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অথ খো বাসেট্‌ঠভারদ্বাজা মাণবা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, একমন্তং নিসিন্নো খো বাসেট্‌ঠো মাণবো ভগবন্তং গাথাহি অজ্ঝভাসি—

অনুবাদ : অনন্তর বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয় ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত মধুর ও চিত্তের আনন্দদায়ক কথাবার্তা আলাপ আলোচনার পর একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে বসিয়া যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে গাথার সাহায্যে নিবেদন করিলেন।

৫৯৯. অনুঞ্‌ঞাত পটিঞ্‌ঞাতা, তেবিজ্জা মযমস্মুভো,
অহং পোখ্‌কর সাতিস্‌স, তারুক্‌খস্‌সা'যং মাণবো। ১

অনুবাদ : আমরা উভয়ে ত্রিবেদজ্ঞরূপে পরিচিত ও প্রতিজ্ঞাত। আমি পোক্‌খর সাতির শিষ্য এবং এই যুবক তারুক্‌খের শিষ্য।

৬০০. তেবিজ্জানং যদক্‌খাতং, তত্র কেবলিনো'স্মসে,
পদকস্ম বেয্যাকরণা, জপ্পে আচরিযসাদিসা। ২

অনুবাদ : ত্রিবেদ সম্বন্ধে বিজ্ঞদের দ্বারা যাহা প্রকাশিত তাহা সমস্তই আমাদের জানা। আমরা আলংকারিক ও বৈয়াকরণিক। আবৃতি সম্বন্ধে আমরা আচার্য সদৃশ।

৬০১. তেসং নো জাতিবাদস্মিং, বিবাদো অত্থি গোতম,
জাতিযা ব্রাহ্মণো হোতি, ভারদ্বাজো ইতি ভাসতি;
অহঞ্চ কম্মুনা[১] ব্রূমি এবং জানাহি চক্‌খুম। ৩

---

[১] কম্মনা (সী-ই) এবমুপরিপি।

অনুবাদ : হে গৌতম, আমাদের মধ্যে জাতিবাদ সম্বন্ধে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। ভারদ্বাজ বলিতেছেন, জাতি দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়; কিন্তু আমার মতে কর্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। হে চক্ষুষ্মান, ইহাই আমার নিবেদন।

৬০২. তে ন সক্কোম সঞ্ঞাপেতুং, অঞ্ঞমঞ্ঞং মযং উভো,
ভবন্তং পুট্‌ঠুমাগম্‌হা, সম্বুদ্ধং ইতি বিস্‌সুতং। ৪

অনুবাদ : আমরা একে অন্যকে স্বমতে আনিতে সক্ষম না হইয়া, উভয়ে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। কারণ আপনি সম্বুদ্ধরূপে বিশ্রুত।

৬০৩. চন্দং যথা খযাতীতং, পেচ্চ পঞ্জলিকা জনা,
বন্দমানা নমস্‌সন্তি এবং লোকস্মি গোতমং। ৫

অনুবাদ : মানুষেরা যেমন হাত জোড় করিয়া পূর্ণচন্দ্রের বন্দনা ও পূজা করে; তেমনি জগতে গৌতমেরও পূজা করে।

৬০৪. চক্‌খুং লোকে সমুপ্পন্নং, মযং পুচ্ছাম গোতমং,
জাতিযা ব্রাহ্মণো হোতি, উদাহু ভবন্তি কম্মুনা।
অজানতং নো পব্রূহি, যথা জানেমু ব্রাহ্মণং। ৬

অনুবাদ : জগতের চক্ষুরূপে আবির্ভূত গৌতমকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি; 'জন্মের দ্বারা কি ব্রাহ্মণ হয়? কিম্বা কর্মের দ্বারা হয়'? আমরা জানি না; আমাদের নিকট প্রকাশ করুন, 'ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে'? তাহা যেন সম্যকভাবে জানিতে পারি।

৬০৫. তেসং বো অহং ব্যক্‌খিস্‌সং,
(বাসেট্‌ঠাতি ভগবা) অনুপুব্বং যথাতথং;
জাতি বিভঙ্গং পাণানং অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ৭

অনুবাদ : ভগবান বাসেট্‌ঠকে বলিলেন, ''আমি তোমাদের নিকট যথাযথভাবে প্রাণীদের জাতি বিভক্তি ব্যাখ্যা করিব, কারণ জাতি বহু প্রকার।

৬০৬. তিণরুক্‌খেপি জানাথ, ন চাপি পটিজানরে,
লিঙ্গং জাতিমযং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ৮

অনুবাদ : তৃণবৃক্ষাদি তোমাদের জানা, যদিও তাহারা স্বভাব প্রকাশ করে না, তবুও তাহাদের পরস্পরের লক্ষণসমূহ জাতি হইতে উৎপন্ন। এইভাবে তাহাদেরও জাতি অনেক প্রকার।

৬০৭. ততো কীটে পটঙ্গে চ, যাব কুন্থ কিপিল্লিকে,
লিঙ্গং জাতিমযং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ৯

অনুবাদ : তারপর কীট-পতঙ্গ ও পিপীলিকাদি উহাদের পরস্পরের

চিহ্নসমূহ জাতি হইতে উৎপন্ন, তাই তাহাদের জাতি বহু প্রকার।

৬০৮. চতুপ্পদেপি জানাথ, খুদ্দকে চ মহল্লকে,
লিঙ্গং জাতিময়ং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ১০

অনুবাদ : চতুষ্পদ প্রাণীদের সম্বন্ধেও তোমাদের জানা আছে, ক্ষুদ্র অথবা মহৎভেদে তাহাদের পরস্পর লক্ষণসমূহও জাতি হইতে উৎপন্ন। তাই তাহাদের জাতিও বহু প্রকার।

৬০৯. পাদূদরেপি জানাথ, উরগে দীঘপিট্ঠিকে,
লিঙ্গং জাতিময়ং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ১১

অনুবাদ : সরীসৃপ ও দীর্ঘপৃষ্ঠ সর্পও তোমাদের জানা উহাদের পরস্পরের চিহ্নসমূহ জাতি উৎপন্ন করে এবং তাহাদের জাতি বহু প্রকার।

৬১০. ততো মচ্ছেপি জানাথ,ওদকে বারিগোচরে,
লিঙ্গং জাতিময়ং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ১২

অনুবাদ : অতঃপর জলচর মাছও তোমাদের জানা, উহাদের পরস্পরের চিহ্নসমূহ জাতি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের জাতিও বহু প্রকার।

৬১১. ততো পক্খীপি জানাথ, পত্তযানে বিহঙ্গমে,
লিঙ্গং জাতিময়ং তেসং, অঞ্ঞমঞ্ঞা হি জাতিযো। ১৩

অনুবাদ : তারপরে পত্রযান বিহঙ্গম পাখীরাও তোমাদের জানা। উহাদের পরস্পরের চিহ্নসমূহ জাতি উৎপন্ন করে এবং তাহাদের জাতিও বহুপ্রকার।

৬১২. যথা এতাসু জাতীসু, লিঙ্গং জাতিময়ং পুথু,
এবং নত্থি মনুস্সেসু, লিঙ্গং জাতিময়ং পুথু। ১৪

অনুবাদ : উহাদের পরস্পর (জাতি) চিহ্নসমূহ জাতি উৎপন্ন করে এবং তাহারাও বহু প্রকার। কিন্তু মানুষের সেইরূপ নহে।

৬১৩. ন কেসেহি ন সীসেন, ন কণ্ণেহি ন অক্খিভি,
ন মুখেন ন নাসায, ন ওট্ঠেহি ভমূহি বা। ১৫

অনুবাদ : তাহাদের কেশ, মাথা, কর্ণ, আঁখি, মুখ, নাসিকা, ওষ্ঠ, ভ্রু,

৬১৪. ন গীবায ন অংসেহি, ন উদরেন ন পিট্ঠিযা,
ন সোণিযা ন উরসা, ন সম্বাধে ন মেথুনে[১]। ১৬

অনুবাদ : গ্রীবা, অংস, উদর, পৃষ্ঠ, কটিদেশ, উরু, গুহ্যেন্দ্রিয়, মৈথুন, ইন্দ্রিয়,

৬১৫. ন হত্থেহি ন পাদেহি, নাঙ্গুলীহি নখেহি বা,
ন জঙ্ঘাহি ন ঊরূহি ন বণ্ণেন সরেন বা;

---

[১] ন সম্বাধা ন মেথুনা (স্যা-ক)

লিঙ্গং জাতিমযং নেব, যথা অঞ্‌ঞাসু জাতিসু। ১৭

অনুবাদ : হস্ত, পদ, আঙ্গুল, নখ, জঙ্ঘা, উরু, বর্ণ, স্বর, ইত্যাদি সংযুক্ত চিহ্নসমূহ, অন্যান্য প্রাণীদের যেইরূপ হইয়া থাকে তদ্রুপ কোন জাতি উৎপন্ন করে না ।

৬১৬. পচ্চত্তঞ্চ সরীরেসু[১] মনুস্‌সেস্বেতং ন বিজ্জতি,
বোকারঞ্চ মনুস্‌সেসু, সমঞ্‌ঞায পবুচ্চতি। ১৮

অনুবাদ : শরীরসম্পন্ন অন্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ওই পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আরোপিত নাম মাত্র।

৬১৭. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু, গোরক্‌খং উপজীবতি,
এবং বাসেট্‌ঠ জানাহি, কস্‌সকো সো ন ব্রাহ্মণো। ১৯

অনুবাদ : কারণ মানুষের মধ্যে যাহারা গোপালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, হে বাসেট্‌ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে, তাহারা কৃষক, ব্রাহ্মণ নহে।

৬১৮. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু; পুথুসিপ্পেন জীবতি,
এবং বাসেট্‌ঠ জানাহি, সিপ্পিকো সো ন ব্রাহ্মণো। ২০

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে যাহারা নানা প্রকার শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, হে বাসেট্‌ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তাহারা শিল্পী, ব্রাহ্মণ নহে।

৬১৯. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু বোহারং উপজীবতি,
এবং বাসেট্‌ঠ জানাহি, বাণিজো সো ন ব্রাহ্মণো। ২১

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ করে, হে বাসেট্‌ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তাহারা বণিক, ব্রাহ্মণ নহে।

৬২০. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু পরপেস্‌সেন জীবতি,
এবং বাসেট্‌ঠ জানাহি, পেস্‌সিকো[২] সো ন ব্রাহ্মণো। ২২

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে যাহারা পরপরিচর্যা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, হে বাসেট্‌ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তাহারা পরিচারক (ভৃত্য), ব্রাহ্মণ নহে।

৬২১. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু, অদিন্নং উপজীবতি,

---

[১] পচ্চত্তং সসরীরেসু (সী-ই)

[২] পেস্‌সকো (ক)

এবং বাসেট্ঠ জানাহি, চোরো এসো ন ব্রাহ্মণো। ২৩

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে চুরি করিয়া যাহারা জীবিকার্জন করে, হে বাসেট্ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তাহারা চোর, ব্রাহ্মণ নহে।

৬২২. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু, ইস্‌সত্থং উপজীবতি,
এবং বাসেট্ঠ জানাহি, যোধাজীবো ন ব্রাহ্মণো। ২৪

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে যাহারা ধনু তথা অস্ত্র ধারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, হে বাসেট্ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—মানুষের মধ্যে তাহারা যুদ্ধজীবী, ব্রাহ্মণ নহে।

৬২৩. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু, পোরোহিচ্চেন জীবতি,
এবং বাসেট্ঠ জানাহি, যাজকো এসো ন ব্রাহ্মণো। ২৫

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে যাহারা পুরোহিতের ধর্ম বা কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, হে বাসেট্ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তাহারা যাজক, ব্রাহ্মণ নহে।

৬২৪. যো হি কোচি মনুস্‌সেসু, গামং রট্ঠঞ্চ ভুঞ্জতি,
এবং বাসেট্ঠ জানাহি, রাজা এসো ন ব্রাহ্মণো। ২৬

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে গ্রাম, রাষ্ট্র প্রভৃতি যাহার অধিকারে, হে বাসেট্ঠ, তাহাদের এইরূপ জানিবে যে—তিনি রাজা, ব্রাহ্মণ নহেন।

৬২৫. ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি, যোনিজং মত্তিসম্ভবং,
ভোবাদি নাম সো হোতি, সচে হোতি সকিঞ্চনো;
অকিঞ্চনং অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ২৭

অনুবাদ : জন্মের জন্য কিংবা মাতা বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য আমি কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না। সেই ব্রাহ্মণ ভোবাদী[১] হইতে পারে, সে ধনবান ও হইতে পারে। কিন্তু যাহার কোনো কিছুই নাই, যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬২৬. সব্ব সংযোজনং ছেত্বা, যো বে ন পরিতস্‌সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ২৮

অনুবাদ : যিনি সমস্ত সংযোজন ছিন্ন করিয়া ত্রাসহীন হইয়াছেন, বন্ধন মোচন করিয়া যিনি বিসংযুক্ত অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬২৭. ছেত্বা নদ্ধিং বরত্তঞ্চ, সন্দানং সহনুক্কমং,
উক্‌খিত্তপলিঘং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ২৯

---

[১] জাতি দ্বারা গর্বিত ব্রাহ্মণ, যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণ সম্পন্ন নহেন, (যে অন্যকে 'ভো' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করেন।)

অনুবাদ : বন্ধনী ও রজ্জু আর তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সমস্ত বাঁধার ক্ষয় করিয়াছেন, যিনি বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬২৮. অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি,
খন্তীবলং বলানীকং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩০

অনুবাদ : নিজেই নির্দোষ হইয়া যিনি দুর্বাক্য, বধ ও বন্ধন সহ্য করিতে প্রস্তুত, ক্ষান্তিবলই যাহার সৈন্য, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬২৯. অক্কোধনং বতবন্তং, সীলবন্তং অনুস্সদং,
দন্তং অন্তিমসারীরং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩১

অনুবাদ : যিনি অক্রোধী, ব্রতবান, শীলবান, তৃষ্ণাহীন, দান্ত, অন্তিম দেহধারী, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩০. বারি পোক্খরপত্তেব, আরগ্গেরিব সাসপো,
যো ন লিম্পতি কামেসু, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩২

অনুবাদ : যিনি পদ্মপাতার জলবিন্দুর ন্যায়, কিম্বা সূঁচের আগায় স্থিত সরিষা বীজের ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩১. যো দুক্খস্স পজানাতি, ইধেব খযমত্তনো,
পন্নভারং বিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৩

অনুবাদ : এই জগতেই যিনি নিজের দুঃখের শেষ জানিতে পারিয়াছেন, সেই ভারমুক্ত বিসংযুক্ত ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩২. গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবিং, মগ্গামগ্গস্স কোবিদং,
উত্তমত্থমনুপ্পত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৪

অনুবাদ : যিনি গভীর প্রজ্ঞাবান, মেধাবী, মার্গামার্গ যাঁহার জানা, যিনি উত্তমার্থলাভী, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৩. অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি, অনাগারেহি চূভযং,
অনোকসারিমপ্পিচ্ছং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৫

অনুবাদ : যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট, যিনি অনালয়চারী এবং অল্প অভাবযুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৪. নিধায দণ্ডং ভূতেসু, তসেসু থাবরেসু চ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৬

অনুবাদ : দুর্বল ও সবল উভয় প্রকার প্রাণীর প্রতিই যিনি হিংসাহীন, যিনি প্রাণিবধ হইতে বিরত এবং কাহাকেও আঘাত করেন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৫. অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু, অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং,
সাদানেসু অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৭

অনুবাদ : বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতি যিনি বিপরীত চিন্তা করিয়া মলিনবদন নহেন, যিনি দুশ্চরিত্রদের প্রতি শান্ত, আসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৬. যস্স রাগো চ দোসো চ, মানো মক্খো চ পাতিতো,
সাসপোরিব আরগ্গা, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৮

অনুবাদ : সূচের আগা হইতে সরিষার ন্যায় যাঁহার রাগ, হিংসা, অহঙ্কার, পরের গুণ নাশ করা স্বভাব যাহার পতিত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৭. অকক্কসং বিঞ্ঞাপনিং, গিরং সচ্চমুদীরযে,
যায নাভিসজে কিঞ্চি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৩৯

অনুবাদ : যে কথা অকর্কশ, উপদেশপূর্ণ, যাহা সত্য, যাহার দ্বারা কেহ রাগান্বিত হয় না, ওইরূপ কথার ভাষণকারীকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৮. যো'ধ দীঘং ব রস্সং বা, অণুং থূলং সুভাসুভং,
লোকে অদিন্নং নাদিযতি, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪০

অনুবাদ : দীর্ঘ হউক বা হ্রস্ব হউক, সূক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, শুভ হউক অথবা অশুভ হউক; যাহা দেওয়া হয় নাই, তাহা যিনি গ্রহণ করেন না; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৩৯. আসা যস্স ন বিজ্জন্তি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ,
নিরাসাসং বিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪১

অনুবাদ : ইহকাল ও পরকালের জন্য যাহার আশা বিদ্যমান নাই, যিনি কামনাহীন ও বিসংযুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪০. যস্সালযা ন বিজ্জন্তি, অঞ্ঞায অকথংকথী,
অমতোগধমনুপ্পত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪২

অনুবাদ : যাঁহার বাসনা নাই, উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা যিনি সন্দেহমুক্ত হইয়াছেন, যিনি গভীর অমৃতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪১. যো'ধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ, উভো সঙ্গ'মুপচ্চগা,
অসোকং বিরজং সুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৩

অনুবাদ : এই জগতে যিনি পুণ্য ও পাপ উভয় প্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি অশোক, বিরজ ও শুদ্ধ; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪২. চন্দংব বিমলং সুদ্ধং, বিপ্পসন্নমনাবিলং,
নন্দীভব পরিক্‌খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৪

অনুবাদ : যিনি চন্দ্রের মতো বিমল, শুদ্ধ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল, যাঁহার নন্দীভব পরিক্ষীণ হইয়াছে অর্থাৎ যে কোনো প্রকার আনন্দে উৎসাহহীন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৩. যো'মং পলিপথং দুগ্গং, সংসারং মোহমচ্চগা,
তিণ্ণো পারঙ্গতো ঝাযী, অনেজো অকথংকথী;
অনুপাদায নিব্বুতো, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৫

অনুবাদ : যিনি এই পলিপথ (কদমপূর্ণ), দুর্গম সংসার ও অজ্ঞানতা অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি উত্তীর্ণ ও পরপারে পৌঁছিয়াছেন, যিনি ধ্যাননিরত, ইচ্ছাহীন, সন্দেহমুক্ত, উপাদানহীন এবং নিবৃত; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৪. যো'ধ কামে পহন্ত্বান, অনাগারো পরিব্বজে,
কামভব পরিক্‌খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৬

অনুবাদ : এই সংসারে যিনি কামভোগ ত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক বিচরণ করেন; কামতৃষ্ণাত্যাগী; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৫. যো'ধ তণ্‌হং পহন্ত্বান, অনাগারো পরিব্বজে,
তণ্‌হাভব পরিক্‌খীণং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৭

অনুবাদ : এই সংসারে তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া যিনি অনাগারিক প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক বিচরণ করেন; তৃষ্ণাভব পরিক্ষীণ (তৃষ্ণাত্যাগী), তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৬. হিত্বা মানুসকং যোগং, দিব্বং যোগং উপচ্চগা,
সব্বযোগ বিসংযুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৮

অনুবাদ : মানবীয় আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি দিব্য আসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি সকল আসক্তি বিসংযুক্ত; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৭. হিত্বা রতিঞ্চ অরতিঞ্চ, সীতিভূতং নিরূপধিং,
সব্বলোকাভিভুং বীরং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৪৯

অনুবাদ : রতি (আনন্দ) ও অরতি (বিরক্তিকরভাব) ত্যাগ করিয়া যিনি প্রতারণাহীন হইয়াছেন, যিনি সমস্ত জগতের অধিপতি; সেই বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৮. চুতিং যো বেদি[১] সত্তানং, উপপত্তিঞ্চ সব্বসো,
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৫০

অনুবাদ : যিনি সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি সমস্তই পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারেন, যিনি অনাসক্ত, সুগত, বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৪৯. যস্‌স গতিং ন জানন্তি, দেবা গন্ধব্বমানুসা,
খীণাসবং অরহন্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৫১

অনুবাদ : যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানুষেরা জানিতে পারে না, সেই ক্ষীণাসব অর্হৎকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৫০. যস্‌স পুরে চ পচ্ছা চ, মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং,
অকিঞ্চনং অনাদানং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৫২

অনুবাদ : পূর্বে, পশ্চাতে অথবা মধ্যে যাঁহার কিছুই নাই, সেই কামনাহীন অনাসক্ত ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৫১. উসভং পবরং বীরং, মহেসিং বিজিতাবিনং,
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৫৩

অনুবাদ : যিনি শ্রেষ্ঠ, প্রবর, বীর, মহর্ষি, বিজয়ী, বীততৃষ্ণ, স্নাতক (জ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ; তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৫২. পুব্বেনিবাসং যো বেদি, সগ্গাপাযঞ্চ পস্‌সতি,
অথো জাতিক্‌খযং পত্তো, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ৫৪

অনুবাদ : যিনি পূর্বজন্মজ্ঞানপ্রাপ্ত, স্বর্গ ও অপায় যিনি দর্শন করিয়াছেন, যাঁহার জন্মক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৬৫৩. সমঞ্‌ঞা হেসা লোকস্মিং, নাম গোত্তং পকপ্পিতং,
সম্মুচ্চা সমুদাগতং, তত্থ তত্থ পকপ্পিতং। ৫৫

অনুবাদ : কারণ এই সংসারে যে নাম ও গোত্র প্রকল্পিত হয় তাহা সংজ্ঞা মাত্র। পৃথক পৃথক জায়গায় যাহা কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সাধারণ সম্মতি হইতে উৎপন্ন।

৬৫৪. দীঘরত্তমনুসযিতং, দিট্‌ঠিগতমজানতং,
অজানন্তা নো[২] পব্রুবন্তি; "জাতিযা হোতি ব্রাহ্মণো।" ৫৬

অনুবাদ : জ্ঞানহীনদের দৃষ্টিগত অজ্ঞানতা, দীর্ঘকাল যাবৎ অনুশাসিত হইয়া আসিতেছে। অজানা ব্যক্তিরা ইহা বলিয়া থাকে যে; "জাতি' বা জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়"।

---

[১] যো'বেতি (?) ইতিবুত্তকে অট্‌ঠকথা সংবণ্ণনা পস্‌সিতব্বা।

[২] অজানন্তা তে (ট্‌ঠ)

৬৫৫. ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো;
কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি, কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো। ৫৭

অনুবাদ : জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেহ অব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।

৬৫৬. কস্‌সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা;
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্‌সিকো হোতি কম্মুনা। ৫৮

অনুবাদ : মানুষ কর্ম দ্বারা কৃষক হয়, কর্ম দ্বারা শিল্পী হয়; কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হইয়া থাকে।

৬৫৭. চোরোপি কম্মুনা হোতি, যোধাজীবোপি কম্মুনা,
যাজকো কম্মুনা হোতি, রাজাপি হোতি কম্মুনা। ৫৯

অনুবাদ : চোরও কর্ম দ্বারা হয়, যুদ্ধজীবীও কর্ম দ্বারা হয়; কর্ম দ্বারা যাজক হন এবং রাজাও কর্ম দ্বারাই হইয়া থাকেন।

৬৫৮. এবমেতুং যথাভূতং, কম্মং পস্‌সন্তি পণ্ডিতা,
পটিচ্চসমুপ্পাদদস্‌সা, কম্মবিপাক কোবিদা। ৬০

অনুবাদ : এই জন্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ (কার্য-কারণ) দর্শনকারী ও কর্মফলের জ্ঞানলাভী পণ্ডিতেরা কর্মকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

৬৫৯. কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুনা বত্ততি পজা,
কম্ম নিবন্ধনা সত্তা, রথস্‌সাণীব যাযতো। ৬১

অনুবাদ : কর্মের দ্বারা জগতের প্রবর্তন, কর্মের দ্বারাই মানব জন্মের সৃষ্টি; চলন্ত রথের কলীকাবদ্ধ চাকার মতো সত্ত্বগণ কর্মেই আবদ্ধ।

৬৬০. তপেন ব্রহ্মচরিযেন, সঞ্ঞমেন দমেন চ,
এতেন ব্রাহ্মণো হোতি, এতং ব্রাহ্মণমুত্তমং। ৬২

অনুবাদ : তপ, ব্রহ্মচর্য, সংযম ও দম (মিতাচার)—ইহা দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়, এই মানুষই উত্তম ব্রাহ্মণ।

৬৬১. তীহি বিজ্জাহি সম্পন্নো, সন্তো খীণপুনব্‌ভবো,
এবং বাসেট্‌ঠ জানাহি, ব্রহ্মা সক্কো বিজানতন্তি। ৬৩

অনুবাদ : যিনি তিন প্রকার বিদ্যাসম্পন্ন, শান্ত, পুনর্জন্মহীন—তিনি ব্রহ্মা ও শক্রের সমান। হে বাসেট্‌ঠ, এইভাবেই তুমি জানিয়া লইবে।”

এবং বুত্তে বাসেট্‌ঠভারদ্বাজা মাণবা ভগবন্তং এতদবোচুং “অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম, নিক্কুজিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং, অন্ধকারে বা বিবরেয্য, মূল্‌হস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেল পজ্জোতং ধারেয্য ‘চক্‌খুমন্তো রূপানি

দক্‌খন্তী”তি এবমেতং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এতে মযা ভগবন্ত সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসজ্ঞঞ্চ। উপাসকে নো ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতে[১] সরণং গতে”তি।

অনুবাদ : এইরূপ বলা হইলে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয় ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “আশ্চর্য, গৌতম, খুবই আশ্চর্য! যেমন হে গৌতম, উৎপাটিত দ্রব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশিত করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানের দর্শনের নিমিত্ত তৈল প্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনি প্রভু গৌতম বিবিধ প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় গৌতমের, তাঁহার প্রকাশিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; পূজনীয় গৌতম আজ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে আপনার আশ্রিত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।

বাসেট্‌ঠ সূত্র সমাপ্ত।

১০. কোকালিক সুত্তং—কোকালিক সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। অথ খো কোকালিকো ভিক্‌খু যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো কোকালিকো ভিক্‌খু ভগবন্তং এতদবোচ—“পাপিচ্ছা ভন্তে সারিপুত্তমোগ্গল্লানা পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি।

এবং বুত্তে ভগবা কোকালিকং ভিক্‌খুং এতদবোচ—“মা হেবং, কোকালিক, মা হেবং, কোকালিক। পসাদেহি কোকালিক সারিপুত্তমোগ্গল্লানেসু চিত্তং, পেসলা সারিপুত্তমোগ্গল্লানা”তি।

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কোকালিক ভিক্ষু ভগবানের কাছে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। অতঃপর একপার্শ্বে বসিয়া কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “প্রভু, সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন পাপেচ্ছাসম্পন্ন, তাঁহারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে।” এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন, কোকালিক, কখনই সেইরূপ নহে, কখনই সেইরূপ নহে, হে কোকালিক, সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়নের প্রতি প্রসন্ন হও,

---

[১] পাণুপেতং

তাঁহারা প্রিয়শীল।”

দুতিযম্পি খো কোকালিকো ভিক্খু ভগবন্তং এতদবোচ—“কিঞ্চাপি মে ভন্তে ভগবা সদ্ধাযিকো পচ্চযিকো। অথ খো পাপিচ্ছাব সারিপুত্ত মোগ্গল্লানা পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি।

দুতিযম্পি খো ভগবা কোকালিকং ভিক্খুং এতদবোচ—“মা হেবং, কোকালিক, মা হেবং, কোকালিক। পসাদেহি কোকালিক, সারিপুত্ত মোগ্গল্লানেসু চিত্তং, পেসলা সারিপুত্ত মোগ্গল্লানা”তি।

অনুবাদ : দ্বিতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “হে ভগবান, যদিও আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও প্রত্যয়োপযুক্ত; তবুও সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তাঁহারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হইয়াছেন।”

দ্বিতীয়বারও ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন, “কখনই সেইরূপ নহে, কখনই সেইরূপ নহে। হে কোকালিক, সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়নের প্রতি প্রসন্ন (বা সুখী) হও। তাঁহারা প্রিয়শীল।”

ততিযম্পি খো কোকালিকো ভিক্খু ভগবন্তং এতদবোচ—“কিঞ্চাপি মে ভন্তে ভগবা সদ্ধাযিকো পচ্চযিকো। অথ খো পাপিচ্ছাব সারিপুত্ত মোগ্গল্লানা পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি।

ততিযম্পি খো ভগবা কোকালিকং ভিক্খুং এতদবোচ—“মা হেবং, কোকালিক, মা হেবং, কোকালিক। পসাদেহি কোকালিক, সারিপুত্ত মোগ্গল্লানেসু চিত্তং, পেসলা সারিপুত্ত মোগ্গল্লানা”তি।

অনুবাদ : তৃতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, “হে ভগবান, যদিও আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও প্রত্যয়োপযুক্ত; তবুও সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তাঁহারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হইয়াছেন।”

তৃতীয়বারও ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন, “হে কোকালিক, কখনই সেইরূপ নহে, কখনই সেইরূপ নহে। হে কোকালিক, সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়নের প্রতি প্রসন্ন (বা সুখী) হও। তাঁহারা প্রিয়শীল।”

অথ খো কোকালিকো ভিক্খু উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিনং কত্বা পক্কামি। অচিরপক্কন্তস্স চ কোকালিকস্স ভিক্খুনো সাসপমত্তাহি পিলকানি সব্বো কাযো ফুটো[১] অহোসি, সাসপমত্তিযো হুত্বা

---

[১] ফুট্ঠো (স্যা)

মুগ্গমত্তিযো অহেসুং, মুগ্গমত্তিযো হুত্বা কলাযমত্তিযো অহেসুং, কলাযমত্তিযো হুত্বা কোলট্ঠিমত্তিযো অহেসুং, কোলট্ঠি মত্তিযো হুত্বা কোলমত্তিযো অহেসুং, কোলমত্তিযে হুত্বা আমলকমত্তিযো অহেসুং, আমলকমত্তিযো হুত্বা বেলুবসলাটুকমত্তিযো অহেসুং, বেলুবসলাটুকমত্তিযো হুত্বা বিল্লমত্তিযো অহেসুং, বিল্লমত্তিযো হুত্বা পভিজ্জিংসু, পুব্বঞ্চ লোহিতঞ্চ পগ্ঘরিংসু। অথ খো কোকালিকো ভিক্খু তেনেবাবাধেন কালমকাসি, কালঙ্কতো চ কোকালিকো ভিক্খু পদুমং নিরযং উপপজ্জি সারিপুত্ত মোগ্গল্লানেসু চিত্তং আঘাতেত্বা।

অনুবাদ : অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। কোকালিক ভিক্ষু প্রস্থানের কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার সমস্তকায় সরিষা পরিমাণ বিষ-ব্রণে পূর্ণ হইল; উহা সরিষা পরিমাণ হইতে মুগ পরিমাণ হইল; মুগ পরিমাণ হইতে কলায় পরিমাণ হইল; কলায় পরিমাণ হইতে কুলবীজ পরিমাণ হইল; কুলবীজ পরিমাণ হইতে কুলফল পরিমাণ হইল; কুলফল পরিমাণ হইতে আমলকী পরিমাণ হইল; আমলকী পরিমাণ হইতে কাঁচা বেল পরিমাণ হইল; কাঁচা বেল পরিমাণ হইতে পাকা বেল পরিমাণ হইল: পাকা বেলফল পরিমাণ হইয়া ফাটিয়া গেল, পূঁজ ও রক্ত বাহির হইল। তৎপরে কোকালিক ভিক্ষু ওই রোগের দ্বারাই মরিয়া গেলেন। মরণের পর তিনি পদুম নরকে উৎপন্ন হইলেন। কারণ তিনি সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন।

অথ খো ব্রহ্মা সহম্পত্তি অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণো কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি, একমন্তং ঠিতো খো ব্রহ্মাসহম্পতি ভগবন্তং এতদবোচ—"কোকালিকো ভন্তে ভিক্খু কালঙ্কতো, কালঙ্কতো চ কোকালিকো ভিক্খু পদুমং নিরযং উপ্পন্নো সারিপুত্তমোগ্গল্লানেসু চিত্তং আঘাতেত্বা"তি। ইদমবোচ ব্রহ্মা সহম্পতি, ইদং বত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা তত্থেবন্তরধাযি।

অনুবাদ : তৎপরে অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সহম্পতি ব্রহ্মা রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পরে সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "প্রভু, কোকালিক ভিক্ষু কালগত; সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের প্রতি প্রদুষ্টচিত্তে শত্রুতাচরণ করিয়া তিনি মরণের পর পদুম

নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" সহম্পতি ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথায়ই অন্তর্ধান হইলেন।

অথ খো ভগবা তস্সা রত্তিযা অচ্চযেন ভিক্খু আমন্তেসি "ইমং ভিক্খবে রত্তিং ব্রহ্মা সহম্পতি অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণো কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি, একমন্তং ঠিতো খো ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবন্তং এতদবোচ— "কোকালিকো ভন্তে ভিক্খু কালঙ্কতো, কালঙ্কতো'চ ভন্তে কোকালিকো ভিক্খু পদুমং নিরযং উপ্পন্নো সারিপুত্ত মোগ্গল্লানেসু চিত্তং আঘাতেত্বা"তি। ইদমবোচ ভিক্খবে ব্রহ্মা সহম্পতি, ইদং বত্বা মং পদক্খিণং কত্বা তত্থেবন্তরধাযী"তি।

অনুবাদ : অনন্তর সেই রাত্রি চলিয়া গেলে ভগবান ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, রাতের শেষে অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সহম্পতি ব্রহ্মা সমস্ত জেতবন আলোকিত করিয়া আমার কাছে আগমন করিয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পরে সহম্পতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বলিলেন, "প্রভু, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন। সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের প্রতি প্রদুষ্ট চিত্তে শত্রুতাচরণের ফলে তিনি মরণের পর পদুম নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" সহম্পতি ব্রহ্মা এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক সেখানেই তিনি অন্তর্ধান হইলেন।

এবং বুত্তে অঞ্ঞতরো ভিক্খু ভগবন্তং এতদবোচ—"কীবদীঘং নু খো ভন্তে পদুমে নিরযে আয়ুপ্পমাণ"তি। দীঘং খো ভিক্খু পদুমে নিরযে আয়ুপ্পমাণং, তং ন সুকরং সঙ্খাতুং, "এত্তকানি বস্সানি" ইতি বা "এত্তকানি বস্সসতানি "ইতি বা এত্তকানি বস্সসহস্সানি" ইতি বা এত্তকানি বস্সসতসহস্সানি" ইতি বাতি। সক্কা পন ভন্তে উপমা[১] কাতুন্তি। "সক্কা ভিক্খূ"তি ভগবা অবোচ—

অনুবাদ : এই রকম উক্ত হইলে অন্য একজন ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, পদুম নরকে জীবনের স্থিতি আয়ুকাল কত পরিমাণ দীর্ঘ?" হে ভিক্ষুগণ, পদুম নরকে জীবনের অবস্থানকাল—দীর্ঘ এত বৎসর কিম্বা এতশত বৎসর কিংবা এত হাজার বৎসর কিংবা এত লক্ষ বৎসর, ইহা বলিয়া নির্ণয় করা যায় না।" "কিন্তু ভন্তে, উপমা দেওয়া সম্ভব হয় কি?" "হ্যাঁ, তাহা সম্ভব" এই উত্তর দিয়া ভগবান বলিলেন :

[১] উপমং (সী-স্যা-ক) এত্তকানি বস্স সহসস্সানি ইতি বাতি।

সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতিখারিকো কোসলকো তিলবাহো, ততো পুরিসো বস্সসতস্স বস্সসতস্স অচ্চযেন একমেকং তিলং উদ্ধরেয্য। খিপ্পতরং খো সো ভিক্খু বীসতিখারিকো কোসলকো তিলবাহো ইমিনা উপক্কমেন পরিক্খযং পরিযাদানং গচ্ছেয্য, ন ত্বেব একো অব্বুদো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি অব্বুদা নিরযা, এবমেকো নিরব্বুদো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি নিরব্বুদা নিরযা, এবমেকো অববো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি অব্বা নিরযা, এবমেকো অহহো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি অহহা নিরযা, এবমেকো অটটো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি অটটা নিরযা, এবমেকো কুমুদো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি কুমুদা নিরযা, এবমেকো সোগন্ধিকো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি সোগন্ধিকা নিরযা, এবমেকো উপ্পলকো নিরযো, সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি উপ্পলকা নিরযা, এবমেকো পুণ্ডরীকো নিরযো। সেয্যথাপি ভিক্খু বীসতি পুণ্ডরীকা নিরযা, এবমেকো পদুমো নিরযো। পদুমং খো পন ভিক্খু নিরযং কোকালিকো ভিক্খু উপপন্নো সারিপুত্ত মোগ্গল্লানেসু চিত্তং আঘাতেত্বা”তি, ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো, অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : “যেমন, কোশলরাজ্যে প্রচলিত একটি বিংশতি খারি তিলভার হইতে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতি একশত বৎসর অন্তর অন্তর করিয়া এক একটি তিল সরাইয়া ফেলায়, তাহা হইলে সমস্ত তিল সরাইয়া ফেলিতে যে সময় লাগিবে ওই সময় অপেক্ষা বেশি একটি অব্বুদ নরকে অবস্থানের কাল। তেমন, হে ভিক্ষু, এইরূপ বিংশতি অব্বুদ নরক একটি নিরব্বুদ নরকের সমান। তেমন বিংশতি নিরব্বুদ নরক একটি অব্বুদ নরকের সমান। যেমন বিংশতি অবব নরক একটি অহহ নরকের সমান। তেমন বিংশতি অহহ নরক একটি অটট নরকের সমান। তেমন বিংশতি অটট নরক একটি কুমুদ নরকের সমান। তেমন বিংশতি কুমুদ নরক একটি সোগন্ধিক নরকের সমান। তেমন বিংশতি সোগন্ধিক নরক একটি উপ্পলক নরকের সমান। তেমন বিংশতি উপ্পলক নরক একটি পুণ্ডরীক নরকের সমান। তেমন হে ভিক্ষু, বিংশতি পুণ্ডরীক নরক একটি পদুম নরকের সমান। সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের প্রতি প্রদুষ্টচিত্তে শত্রুতাচরণের ফলে কোকালিক ভিক্ষু সেই পদুম নরকে উৎপন্ন হইয়াছে।”

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় এইরূপ বলিলেন :

৬৬২. পুরিসস্স হি জাতস্স, কুঠারী[১] জাযতে মুখে,
যায ছিন্দতি অত্তানং বালো দুব্ভাসিতং ভণং। ১

অনুবাদ : মানুষ জন্মগ্রহণ করিলে মুখে কুঠারের উৎপত্তি হয়, যাহার সাহায্যে দুর্বাক্য বলিয়া মূর্খ ব্যক্তি নিজের ক্ষতি সাধন করে।

৬৬৩. যো নিন্দিযং পসংসতি, তং বা নিন্দতি যো পসংসিযো;
বিচিনাতি মুখেন সো কলিং, কলিনা তেন সুখং ন বিন্দতি। ২

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি নিন্দনীয়ের প্রশংসা করে এবং প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি মুখের দ্বারা পাপ সংগ্রহ করে; এবং ওই পাপের কারণে সে সুখ লাভ করে না।

৬৬৪. অপ্পমত্তো অযং কলি, যো অক্খেসু ধনপরাজযো;
সব্বস্সাপি সহাপি অত্তনা, অযমেব মহত্তরো[২] কলি,
যো সুগতেসু মনং পদোসযে। ৩

অনুবাদ : পাশা খেলায় ধন, প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি হইলেও উহার পাপ অল্পমাত্র হয়। কিন্তু সুগতদের প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করিলে খুবই গুরুতর পাপ হয়।

৬৬৫. সতং সহস্সানং নিরব্বুদানং, ছত্তিংসতি পঞ্চ চ অব্বুদানি,[৩]
যমরিযগরহী নিরযং উপেতি, বাচং মনঞ্চ পণিধায পাপকং। ৪

অনুবাদ : শত-সহস্র নিরব্বুদের ছত্রিশ ও পাঁচ অব্বুদে গতি লাভ হয়। আর্যের নিন্দা করিয়া, কথা এবং মন পাপে নিযুক্ত করিয়া, নরকে গমন করে।

৬৬৬. অভূতবাদী নিরযং উপেতি, যো বাপি কত্বা ন করোমি'চাহ;
উভোপি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি, নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ। ৫

অনুবাদ : মিথ্যাবাদী লোক নরকে গমন করে। যেই লোক কর্ম করিয়া তাহা স্বীকার করে না, সেও নরকে গমন করে। উভয়ে মরণের পর একই প্রকার গতি লাভ করে। তাহারা পরলোকে হীনকর্মা মানব।

৬৬৭. যো অপ্পদুট্ঠস্স নরস্স দুস্সতি, সুদ্ধস্স পোসস্স অনঙ্গণস্স;
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং, সুখুমো রজো পটিবাতংব খিত্তো। ৬

যেই ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ, নিষ্পাপ পুরুষের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করে, বাতাসের দিকে ছড়ানো ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় পাপ তাহাকে প্রত্যাঘাত করে।

৬৬৮. যো লোভগুণে অনুযুত্তো, সো বচসা পরিভাসতি অঞ্ঞে;

---

[১] কুধারী (ক)

[২] মহন্তরো (সী)

[৩] অব্বুদানং (ক)

অসদ্ধো কদরিযো অবদঞ্ঞূ, মচ্ছরি পেসুণিযং[১] অনুযুত্তো। ৭

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি লোভগুণে অনুযুক্ত সেই কথার দ্বারা অন্যজনের নিন্দা করে। সেই শ্রদ্ধাহীন, কদর্য, বদান্যতাশূন্য, মাৎসর্যপরায়ণ ও পৈশুন্যযুক্ত।

৬৬৯. মুখদুগ্গ বিভূত অনরিয, ভূনহু[২] পাপক দুক্কটকারি;

পুরিসন্ত কলী অবজাত, মা বহুভাণিধ নেরযিকোসি। ৮

অনুবাদ : হে অপ্রিয়বাদী, মিথ্যাবাদী, অনার্য, ভ্রূণহত্যাকারী, দুষ্ট, দুষ্কৃতকারী, পুরুষাধম, পাপী, হীনজন্মা মানব, এই জগতে বাচাল হইও না; নরকে যাইবে।

৬৭০. রজমাকিরসী অহিতায, সন্তে গরহসি কিব্বিসকারী;

বহূনি দুচ্চরিতানি চরিত্বা, গচ্ছসি খো পপতং চিররত্তং। ৯

অনুবাদ : তোমার রজ নিক্ষেপে অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়, তুমি সাধুর নিন্দা করিয়া অপরাধী হও, বহু দুশ্চরিত্রাচরণ করিয়া দীর্ঘদিনের জন্য তুমি নিরয় প্রপাতে গমন কর।

৬৭১. ন হি নস্সতি কস্সচি কম্মং, এতি হতং লভতেব সুবামি;

দুক্খং মন্দো পরলোকে, অত্তনি পস্সতি কিব্বিসকারী। ১০

অনুবাদ : কাহারও কর্ম কখনো নাশ হয় না; কর্ত্তার সহিত উহার মিলন হইবেই। তোমার নিকট উহা ফিরিয়া আসিবেই। অজ্ঞান পাপী পরকালে নিজের অমঙ্গল দর্শন করিবে।

৬৭২. অযোসঙ্কুসমাহতট্ঠানং, তিণ্হাধারং অমযসূলমুপেতি;

অথ তত্ত অযোগুল সন্নিভং, ভোজনমত্থি তথা গতিরূপং। ১১

অনুবাদ : যেই স্থানে গেলে লৌহ-মুদ্গর দ্বারা আহত হইতে হয়, সেই স্থানে যাইবে, তীক্ষ্ণধার লৌহশূলে অর্পিত হইবে, পরে গরম লৌহ গোলকের মতো উত্তপ্ত আহার প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে লাভ করিবে।

৬৭৩. ন হি বগ্গু বদন্তি বদন্তা, নাভিজবন্তি ন তাণমুপেন্তি;

অঙ্গারে সন্থতে সযন্তি[৩], গিনিসম্পজ্জলিতং পবিসন্তি। ১২

অনুবাদ : নিরয়পালগণ মধুরবাক্য ভাষণ করে না। তাহারা হাস্যমুখে অগ্রসর হয় না এবং ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকারী হিসাবে আগমন করে না। (পাপীগণকে) তাহারা অগ্নিতে আবৃত করিয়া শয়ন করায়। নিরয়ের চতুর্দিক

---

[১] পেসুনিযস্মিং (বহুসু)

[২] ভুনহত (স্যা-ক)

[৩] সেন্তি (সী-স্যা-ই)

জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত, সেখানে পাপীগণকে প্রবিষ্ট করায়।

৬৭৪. জালেন চ ওনাহিযান, তত্থ হনন্তি অযোমযকুটেভি[১];
অন্ধংব তিমিসমাযন্তি, তং বিততং হি যথা মহিকাযো। ১৩

অনুবাদ : সেখানে তাহাদিগকে জালের দ্বারা ঢাকিয়া লৌহদণ্ডের আঘাতে মারিয়া ফেলা হয়। তাহারা (পাপীগণ) ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কারণ, মহাপৃথিবীর মতো ওই অন্ধকার ছড়াইয়া আছে।

৬৭৫. অথ লোহমযং পন কুম্ভিং, গিনিসম্পজ্জলিতং পবিসন্তি;
পচ্চন্তি হি তাসু চিররত্তং, অগ্গিনিসমাসু[২] সমুপ্পিলবাতে। ১৪

অনুবাদ : তারপর তাহারা লৌহময় কুম্ভী ও জ্বলন্ত আগুনের গোলায় প্রবেশ করে। তাহারা উপরে ও নীচে উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইয়া বহুকাল সেখানে সিদ্ধ হয়।

৬৭৬. অথ পুব্বলোহিত মিস্‌সে, তত্থ কিং পচ্চতি কিব্বিসকারী;
যং যং দিসকং[৩] অধিসেতি, তত্থ কিলিস্‌সতি সম্ফুসমানো। ১৫

অনুবাদ : অতঃপর পাপী পূঁজ ও রক্তের মিশ্রণে সিদ্ধ হয়; যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই সে সংস্পর্শজনিত পূঁতিতে পরিণত হয়।

৬৭৭. পুলবাবসথে সলিলস্মিং, তত্থ কিং পচ্চতি কিব্বিসকারী;
গন্তু ন হি তীরমপত্থি, সব্বসমা হি সমন্তকপল্লা। ১৬

অনুবাদ : পাপী কৃমিপূর্ণ জলে সিদ্ধ হয়; সেখানে তীরে উঠিবার সুযোগ নাই। তথায় পাত্রগুলি সমান আকার বিশিষ্ট।

৬৭৮. অসিপত্তবনং পন তিণ্হং, তং পবিসন্তি সমুচ্ছিদগত্তা;
জিব্‌হং বলিসেন গহেত্বা, আরজযারজযা বিহনন্তি। ১৭

অনুবাদ : তাহারা পুনরায় ছিন্নশরীর হইয়া ধারালো তৃণ ও অসিপত্র বনে প্রবেশ করে। তখন জিহ্বা বড়শিবদ্ধ ও মুদ্গারাহত হইয়া তাহারা তথায় আহত হয়।

৬৭৯. অথ বেতরণিং পন দুগ্গং, তিণ্হ ধারখুরধারমুপেন্তি;
তত্থ মন্দা পপতন্তি, পাপকরা পাপানি করিত্বা। ১৮

অনুবাদ : তারপর তাহারা দুর্গম, তীক্ষ্ণধার, ক্ষুরধার প্রবাহসম্পন্ন বৈতরণী নদীতে প্রবেশ করে। পাপকার্য করিয়া মূর্খ পাপীরা সেখানে পতিত হয়।

৬৮০. খাদন্তি হি তত্থ রুদন্তে, সামা সবলা কাকোলগণা চ;

---

[১] অযোমযকূটেহি (সী-স্যা-ই)

[২] গিনিস্‌সামসু (ক)

[৩] দিসতং (সী-স্যা-ই)

সোণা সিঙ্গালা[১] পটিগিদ্ধা[২], কুললা বাযসা চ[৩] বিতুদন্তি। ১৯

অনুবাদ : সেখানে কালবর্ণ নানা প্রকার কাকেরা সেই রোদনকারীদিগকে আহার করে। এবং তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত কুকুর, শিয়াল, শকুন ও কাকেরা ক্ষত-বিক্ষত করে।

৬৮১. কিচ্ছা বত'যং ইধ বুত্তি, যং জনো ফুসতি[৪] কিব্বিসকারী;
তস্মা ইধ জীবিতসেসে, কিচ্চকরো সিযা নরো ন চপ্পমজ্জে। ২০

অনুবাদ : এই জায়গায় পাপীর জীবন সত্যিই দুঃখপূর্ণ। সুতরাং এই পৃথিবীতে মানুষ বাকি জীবন সৎকর্মে নিয়োজিত করিবে, ঘুমে-মগ্ন হইয়া থাকিবে না।

৬৮২. তে গণিতা বিদূহি তিলবাহা, যে পদুমে নিরযে উপনীতা;
নহুতানি হি কোটিযো পঞ্চ ভবন্তি, দ্বাদস কোটিসতানি পুনঞ্ঞা[৫]। ২১

অনুবাদ : জ্ঞানীরা পদুম নিরয়ে লইয়া যাওয়া তিলভার হিসাব করিয়াছেন। উহা পাঁচ কোটি দশ সহস্রাধিক; এবং তদুপরি বারশত কোটি।

৬৮৩. যাব দুখা[৬] নিরযা ইধ বুত্তা, তত্থপি তাব চিরং বসিতব্বং;
তস্মা সুচিপেসল, সাধুগুণেসু, বাচং মনং সততং[৭] পরিরক্খেতি। ২২

অনুবাদ : এ যাবত যেই নরক-দুঃখ বলা হইল, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া নরকে বাস করিতে হইবে। অতএব, শুদ্ধ, সদাচারী ও সৎগুণীদের সর্বদা বাক্য ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করিবে।”

কোকালিক সূত্র সমাপ্ত।

১১. নালক সুত্তং—নালক সূত্র

৬৮৪. আনন্দজাতে তিদসগণে পতীতে, সক্কঞ্চ ইন্দং সুচিবসনে চ দেবে;
দুস্সং গহেত্বা অতিরিব থোমযন্তে, অসিতো ইসি অদ্দস দিবাবিহারে। ১

অনুবাদ : অসিত ঋষি তাবতিংশ ভবনের দেবরাজ ইন্দ্র ও শুচিবস্ত্রধারী দেবগণকে আনন্দপূর্ণ ও প্রফুল্ল চিত্তে দিবাবিহার করিতে দেখিলেন। পোশাক

---

[১] সিগলা (সী-ই)
[২] পটিগিজ্ঝা (স্যা-ই)
[৩] কললা চ বাযসা (?)
[৪] পস্সতি (সী-স্যা-ই)
[৫] পনঞ্ঞে (ক)
[৬] দুক্খা (সী-স্যা)। দুক্খ (ই-ক)
[৭] পকতং (স্যা)

পরিধানপূর্বক সেই দেবগণ সম্মানের সহিত তাঁহারা ইন্দ্রের অত্যন্তিক গুণগান গাহিতেছিলেন।

৬৮৫. দিস্বান দেবে মুদিতমনে উদগ্গে,
চিত্তিং করিত্বান ইদমবোচ[১] তত্থ;
কিং দেবসংঘো অতিরিব কল্যরূপো,
দুস্‌সং গহেত্বা রমযথ[২] কিং পটিচ্চ। ২

অনুবাদ : প্রফুল্লচিত্ত ও সম্মানিত দেবগণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন, "দেবগণ, কী জন্য অত্যধিক হর্ষাবিষ্ট? কী কারণে দেবসংঘ বস্ত্র দোলাইতেছেন?

৬৮৬. যদাপি আসী অসুরেহি সঙ্গমো, জযো সুরানং অসুরা পরাজিতা;
তদাপি নেতাদিসো লোমহংসনো, কিমব্‌ভুতং দট্‌ঠু মরু পমোদিতা। ৩

অনুবাদ : দেবগণ যখন অসুরদের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং অসুরগণ পরাজিত হইয়াছিল; তখনো এইরকম আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই। কী আশ্চর্যজনক ঘটনা দেবগণকে এইরূপ আনন্দিত করিয়াছে?

৬৮৭. সেলেন্তি গাযন্তি চ বাদযন্তি চ,
ভুজানি ফোটেন্তি[৩] চ নচ্চযন্তি চ;
পুচ্ছামি বোহং মেরুমুদ্ধবাসিনে, ধুনাথ মে সংসযং খিপ্প মারিসা। ৪

অনুবাদ : কী হেতু এত হর্ষধ্বনি, গীত, বাদ্য, করতালি ও নাচগান হইতেছে? "হে সুমেরু পর্বতবাসী দেবগণ, আমি জিজ্ঞসা করিতেছি, অতিসত্ত্বর আমার সন্দেহ অপসারণ কর।"

৬৮৮. সো বোধিসত্তো রতনবরো অতুল্যো,
মনুস্‌সলোকে হিতসুখত্থায[৪] জাতো;
সক্যান গামে জনপদে লুম্বিনেয্যে,
তেনম্‌হ তুট্‌ঠা অতিরিব কল্যরূপা। ৫

অনুবাদ : "রত্নশ্রেষ্ঠ সেই তুলনাহীন বোধিসত্ত্ব জগতের মঙ্গল ও সুখের জন্য মানবলোকে লুম্বিনী জনপদে শাক্যদের গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত।

৬৮৯. সো সব্বসত্তুত্তমো অগ্গপুগ্গলো, নরাসভো সব্বপজানমুত্তমো;

---

[১] করিত্বা ইদমবোচাসি (সী)
[২] ভমযথ (সী)
[৩] পোঠেন্তি (সী-ই) । পোথেন্তি (ক)
[৪] হিতসুখতায (সী-স্যা-ই)

বত্তেস্সতি চক্কমিসিব্হয়ে বনে, নদংব সীহো বলবা মিগাভিভূ। ৬

অনুবাদ : তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রপুদ্গল, মানবগণের প্রভু, জ্ঞানবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বনে বিচরণকারী বলবান মৃগাধিরাজ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া (ধর্ম) চক্রের প্রবর্তন করিবেন।"

৬৯০. তং সদ্দং সুত্বা তুরিতমবসরী সো,
সুদ্ধোদনস্স তদ ভবনং উপাবিসি[১];
নিসজ্জ তত্থ ইদমবোচাসি সক্যে,
কুহিং কুমারো অহম্পি দট্ঠুকামো। ৭

অনুবাদ : সেই শব্দ শুনিয়া তিনি তুষিত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া শুদ্ধোধনের গৃহে গমন করিলেন। তিনি সেখানে উপবেশন করিয়া শাক্যগণকে বলিলেন, "কুমার কোথায়? আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

৬৯১. ততো কুমারং জলিতমিব সুবণ্ণং, উক্কামুখেব সুকুসল[২] সম্পহট্ঠং;
দদ্দল্লমানং[৩] সিরিযা অনোমবণ্ণং,
দস্সেসু পুত্তং অসিতব্হযস্স সক্যা। ৮

অনুবাদ : তারপর শাক্যগণ অসিত নামক ঋষিকে দক্ষ স্বর্ণকার দ্বারা জ্বালামুখে প্রহারকৃত জ্বলন্ত সোনার ন্যায় শ্রীশোভিত সুন্দর বর্ণ দেহবিশিষ্ট পুত্রকে দেখাইলেন।

৬৯২. দিস্বা কুমারং সিখিমিব পজ্জলন্তং, তারাসভংব নভসিগমং বিসুদ্ধং;
সূরিযং তপন্তং সরদরিবব্ভমুত্তং, আনন্দজাতো বিপুলমলত্থ পীতিং। ৯

অনুবাদ : জ্বলন্ত আগুনের ন্যায়, আকাশচারী নির্মল তারকাশ্রেষ্ঠের ন্যায়, শরতের মেঘমুক্ত দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায় কুমারকে দেখিয়া তিনি বিপুল আনন্দ ও প্রীতি লাভ করিলেন।

৬৯৩. অনেকসাখঞ্চ সহস্সমণ্ডলং, ছত্তং মরু ধারেযুমন্তলিক্খে;
সুবণ্ণদণ্ডা বীতিপতন্তি চামরা, ন দিস্সরে চামরছত্তগাহকা। ১০

অনুবাদ : দেবগণ আকাশে শাখাবহুল ও হাজার মণ্ডলযুক্ত ছাতা ধারণ করিলেন, সোনার দণ্ড বিশিষ্ট চামরী পুচ্ছের ব্যজন (পাখা) করিলেন, কিন্তু চামর ব্যজনকারী ও ছাতা ধারীরা অদৃশ্য রহিলেন।

৬৯৪. দিস্বা জটী কণ্হসিরিব্হযো ইসি, সুবণ্ণনিক্খং বিয পণ্ডুকম্বলে;

---

[১] উপাগমি (ই-সী)

[২] সুকুসলেন সম্পহট্ঠং (ক)

[৩] দদ্দল্হমানং (ক)

সেতঞ্চ ছত্তং ধরিযন্ত[১] মুদ্ধনি, উদগ্গচিত্তো সুমনো পটিগ্গহে। ১১

অনুবাদ : জটাধারী কালোশ্রী নামীয় ঋষি স্বর্ণমোহর তুল্য শ্বেত পীত বর্ণের কম্বল এবং মস্তকোপরি গৃহীত শ্বেতছত্র দেখিয়া গৌরবান্বিত ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

৬৯৫. পটিগ্গহেত্বা পন সক্যপুঙ্গবং, জিগীসতো[২] লক্খণ মন্তপারগূ;
পসন্নচিত্তো গিরমব্ভুদীরযি, "অনুত্তরা" যং দ্বিপদানমুত্তমো[৩]। ১২

অনুবাদ : কুমার গ্রহণাভিলাষী লক্ষণ শাস্ত্রে পারঙ্গম, মন্ত্রজ্ঞ ঋষি শাক্যপুত্রকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে বলিলেন, "ইনি শ্রেষ্ঠতম, উত্তম মানব।"

৬৯৬. অথত্তনো গমনমনুস্সরন্তো, অকল্যরূপো গলযতি অস্সুকানি;
দিস্বান সক্যা ইসিমবোচুং রুদন্তং,
"নো চে কুমারে ভবিস্সতি অন্তরাযো"। ১৩

অনুবাদ : পরে নিজের মৃত্যু সন্নিকট চিন্তা করিয়া তিনি দুঃখে চোখের জল ফেলিলেন। ঋষিকে রোদন করিতে দেখিয়া শাক্যরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারের কোনো অমঙ্গল হইবে কি না?

৬৯৭. দিস্বান সক্যে ইসিমবোচ অকল্যে, নাহং কুমারে অহিতমনুস্সরামি;
ন চাপিমস্স ভবিস্সতি অন্তরাযো,
ন ওরকা'যং অধিমানসা[৪] ভবাথ। ১৪

অনুবাদ : ঋষি শাক্যগণকে শোকাকুল দেখিয়া বলিলেন, "আমি কুমারের কোনো অমঙ্গল দেখিতেছি না, তাঁহার পথে কোনো বাঁধাও নাই। ইনি হীনপ্রাণী নহেন, ভয়হীন হও।

৬৯৮. সম্বোধিযগ্গং ফুসিস্সতা'যং কুমারো,
সো ধম্মচক্কং পরমবিসুদ্ধদস্সী;
বত্তেস্সতা'যং বহুজনহিতানুকম্পী,
বিত্থারিক'স্স ভবিস্সতি ব্রহ্মচরিযং। ১৫

অনুবাদ : এই কুমার বুদ্ধত্বের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ পবিত্রদর্শী, বহুজনের মঙ্গলার্থে দয়াপরবশ হইয়া তিনি ধর্মচক্রের প্রবর্তন করিবেন। তাঁহার শাসন অনেক বিস্তার লাভ করিবে।

---

[১] ধারিযন্ত (স্যা)। ধারযন্তং (সী-ক)

[২] জিগিংসতো (ক)

[৩] দিপদানমুত্তমো (সী-স্যা-ই)

[৪] অধিমনসা (সী-স্যা)

৬৯৯. মমঞ্চ আযু ন চিরমিধাবসেসো, অথন্তরা মে ভবিস্‌সতি কালকিরিযা;
সোহং ন সোস্‌সং[১] অসমধুরস্‌স ধম্মং,
তেনম্‌হি অট্‌ঠো ব্যসনংগতো অঘাবী। ১৬

অনুবাদ : আমার ইহজন্মের আয়ু শীঘ্রই শেষ হইবে, ইতিমধ্যে আমার মৃত্যু হইবে। যিনি তুলনাহীন বলসম্পন্ন আমি তাঁহার ধর্ম শুনিতে পাইব না। সেই কারণে আমি পীড়িত, পাপগ্রস্ত ও দুঃখিত।

৭০০. সো সাকিযানং বিপুলং জনেত্বা পীতিং, অন্তেপুরম্‌হা নিগ্গমা[২] ব্রহ্মচারী;
সো ভাগিনেয্যং সযং অনুকম্পমানো, সমাদপেসি অসমধুরস্‌স ধম্মে। ১৭

অনুবাদ : শাক্যদিগকে বিপুল সন্তোষ দান করিবার পর, মধ্য নগর হইতে বাহির হইয়া তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলেন। নিজের ভাগিনার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তিনি তাঁহাকে অতুলনীয় শক্তিসম্পন্নের ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিলেন।

৭০১. বুদ্ধোতি ঘোসং যদ[৩] পরতো সুণাসি,
"সম্বোধিপত্তো বিবরতি ধম্মমগ্গং";
গন্ত্বান তত্থ সমযং পরিপুচ্ছমানো[৪],
চরস্‌সু তস্মিং ভগবতি ব্রহ্মচরিযং। ১৮

অনুবাদ : অন্যজনের নিকট হইতে যখন 'বুদ্ধ' এই কথা শুনিবে, (কিম্বা) 'সম্বোধি লাভ করিয়া যিনি শ্রেষ্ঠধর্ম পালন করেন', তখন নিজেই তার অন্বেষণ করিয়া সেখানে গমনপূর্বক সেই ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিবে।

৭০২. তেনানুসিট্‌ঠো হিতমনেন তাদিনা, অনাগতে পরমবিসুদ্ধদস্‌সিনা;
সো নালকো উপচিত পুঞ্‌ঞসঞ্চযো,
জিনং পতিক্‌খং[৫] পরিবসি রক্‌খিতিন্দ্রিযো। ১৯

অনুবাদ : ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিমলদর্শী তাঁহার মতন মঙ্গলাকাঙ্খী দ্বারা আদেশিত হইয়া পুণ্যবান নালক ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া জিনের অপেক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন।

৭০৩. সুত্বান ঘোসং জিনবরচক্কবত্তনে, গন্ত্বান দিস্বা ইসিনিসভং পসন্নো,

---

[১] সুস্‌সং (সী-স্যা)
[২] নিরগমা (সী-স্যা)। নিগমা (ক-সী) নিরগম (ই)
[৩] যদি (স্যা-ক)
[৪] সযং পুরিপুচ্ছিযানো (সী-স্যা)
[৫] পতি+ইক্‌খং =পতিক্‌খং

মোনেয্য সেট্ঠং মুনিপবরং অপুচ্ছি,
সমাগতে অসিতাব্হযস্স সাসনেতি। ২০
বত্থুগাথা নিট্ঠিতা।

অনুবাদ : জিনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের সংবাদ শুনিয়া তিনি তৎসমীপে গমন করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত মনে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মুনিধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অসিত ঋষি কর্তৃক বর্ণিত নৈবার্ণিক শাসনের সময় উপস্থিত হইয়াছিল।

বস্তু গাথা সমাপ্ত।

৭০৪. অঞ্ঞাতমেতং বচনং, অসিতস্স যথাতথং,
তং তং গোতম পুচ্ছামি, সব্বধম্মান পারগুং। ২১

অনুবাদ : অসিতের এই কথা সত্যরূপে প্রতিফলিত হইল। সেই কারণে, হে গৌতম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সকল ধর্ম আপনার জানা আছে কি?

৭০৫. অনগারিযুপেতস্স, ভিক্খাচরিযং জিগীসতো,
মুনি পব্রূহি মে পুট্ঠো, মোনেয্যং উত্তমং পদং। ২২

অনুবাদ : হে মুনি, আমি গৃহত্যাগী এবং ভিক্ষু জীবন-যাপনে ইচ্ছুক, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা পরমপদ সেই মুনিধর্ম প্রকাশ করুন।”

৭০৬. মোনেয্যং তে উপঞ্ঞিস্সং, (ইতি ভগবা),
দুক্করং দুরভিসম্ভবং; হন্দ তে নং পবক্খামি,
সন্থম্ভস্সু দল্হো ভব। ২৩

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, “মুনিধর্ম তোমার কাছে প্রকাশ করিব। উহা কঠিন; সহজে লাভ করা যায় না। এস, তোমার কাছে উহা ব্যাখ্যা করিব। মনোযোগী হও, শান্ত হও।

৭০৭. সমান ভাগং কুব্বেথ, গামে অক্কুট্ঠবন্দিতং,
মনোপদোসং রক্খেয্য, সন্তো অনুণ্ণতো চরে। ২৪

অনুবাদ : মনের অচলাবস্থার পুনঃপুন আলোচনা কর। লোকালয়ে উহা নিন্দিতও হয় প্রশংসিতও হয়। মনকে খারাপ করিবে না, শান্ত ও নম্র হইয়া বিচরণ করিবে।

৭০৮. উচ্চাবচা নিচ্ছরন্তি, দাযে অগ্গিসিখূপমা,
নারিযো মুনিং পলোভেন্তি, তাসু তং মা পলোভযুং। ২৫

অনুবাদ : বনে আগুনের শিখার মতো অনেক প্রকার জিনিস দেখা যায়। নারীগণ মুনিকে খুবই প্রলোভন দেখায়। উহারা তোমাকে যেন প্রলোভন

দেখাইতে না পারে।

৭০৯. বিরতো মেথুনা ধম্মা, হিত্বা কামে পরোপরে[১],
অবিরুদ্ধো অসারত্তো, পাণেসু তসথাবরে। ২৬

অনুবাদ : মৈথুনধর্ম সেবন হইতে বিরত হইবে। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিবে। দুর্বল ও বলবান উভয় প্রকার প্রাণীর প্রতিই হিংসাহীন ও অনাসক্ত হইবে।

৭১০. যথা অহং তথা এতে, যথা এতে তথা অহং,
অত্তানং উপমং কত্বা, ন হনেয্য ন ঘাতযে। ২৭

অনুবাদ : যেমন আমি তেমন ইহারা, যেমন ইহারা তেমন আমি; এইভাবে নিজেকে উপমা করিয়া কাহাকেও হত্যা করিবে না, কিম্বা আঘাত করিবে না। পরকেও (এই কাজে) উৎসাহিত করিবে না।

৭১১. হিত্বা ইচ্ছঞ্চ লোভঞ্চ, যত্থ সত্তো পুথুজ্জনো,
চক্খুমা পটিপজ্জেয্য, তরেয্য নরকং ইমং। ২৮

অনুবাদ : সাধারণ মানুষ যেই বিষয়ে আসক্ত, সেই ইচ্ছা (কামনা) ও লোভ পরিহার করিয়া চক্ষুষ্মান (যথার্থদর্শী) হইবে, ফলে এই নরক উত্তীর্ণ (পার) হইয়া যাইবে।

৭১২. উনূদরো মিতাহারো, অপ্পিচ্ছস্স অলোলুপো,
সদা[২] ইচ্ছায নিচ্ছাতো, অনিচ্ছো হোতি নিব্বুতো। ২৯

অনুবাদ : অপূর্ণ পেট, মিতভোজী, সামান্য অভাবযুক্ত ও লোভহীন হইবে। যাহার কামনা শান্ত হইয়াছে, তিনি তৃষ্ণাহীন হইয়া সুখী হইবেন।

৭১৩. স পিণ্ডচারং চরিত্বা, বনন্তমভিহারযে,
উপট্ঠিতো রুক্খমূলস্মিং, আসনূপগতো মুনি। ৩০

অনুবাদ : মুনি ভিক্ষা শেষে বনান্তে গমন করিয়া গাছের নীচে হাজির হইয়া বসিয়া থাকিবেন।

৭১৪. স ঝানপসুতো ধীরো, বনন্তে রমিতো সিযা,
ঝাযেথ রুক্খমূলস্মিং, অত্তানমভিতোসযং। ৩১

অনুবাদ : ধ্যানে নিযুক্ত জ্ঞানবান মুনি বনান্তে আনন্দ উপভোগ করিবেন, বৃক্ষমূলে ধ্যানরত হইয়া আপনার সুখের বিধান করিবেন।

৭১৫. ততো[৩] রত্যা বিবসানে, গামন্তমভিহারযে,

---

[১] পরোবরে (সী-ই)। বরাবরে (স্যা)

[২] স বে (ই)

[৩] বিবসনে (সী-স্যা-ই)

অব্‌হানং নাভিনন্দেয্য, অভিহারঞ্চ গামতো। ৩২

অনুবাদ : তারপর রাত্রির শেষে তিনি গ্রামান্তে গমন করিবেন। নিমন্ত্রণে কিংবা গ্রাম হইতে সংগৃহীত জিনিসে তিনি আনন্দিত হইবেন না।

৭১৬. ন মুনী গামমাগম্ম, কুলেসু সহসা চরে,
ঘাসেসনং ছিন্নকথো, ন বাচং পযুতং ভণে। ৩৩

অনুবাদ : মুনি গ্রামে আসিয়া দ্রুতগতিতে গৃহীদের বাড়ীতে যাইবেন না; নীরবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবেন, সম্বন্ধহীন কথা বলিবেন না।

৭১৭. অলত্থং যদিদং সাধু, নালত্থং কুসলং ইতি,
উভযেনেনেব সো তাদী, রুক্‌খংবুপনিবত্ততি[১]। ৩৪

অনুবাদ : 'যাহা পাওয়া গেল তাহা উত্তম; কিছুই পাওয়া গেল না, তাহাও উত্তম। উভয়ের বেলায় এইরূপ দুশ্চিন্তাহীন হইয়া বৃক্ষমূলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

৭১৮. স পত্তপাণি বিচরন্তো, অমূগো মূগসম্মতো,
অপ্পং দানং ন হীলেয্য, দাতারং নাবজানিযা। ৩৫

অনুবাদ : ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া ভ্রমণ করিবার সময়ে বোবা না হইয়াও বোবারূপে পরিচিত হইবেন, দানীয়বস্তু অল্প হইলেও তিনি উহা নিন্দা করিবেন না, দায়কের সম্মান নষ্ট করিবেন না।

৭১৯. উচ্চাবচা হি পটিপদা, সমণেন পকাসিতা,
ন পারং দিগুণং যন্তি নযিদং একগুণং মুতং। ৩৬

অনুবাদ : শ্রমণের দ্বারা নানা প্রকার সাধনমার্গ[২] প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরপার তথা নির্বাণে দুইবার উত্তীর্ণ হওয়ারও দরকার নাই; যদিও গমনমার্গ কেবল একটি মাত্র নহে।

৭২০. যস্‌স চ বিসতা নত্থি, ছিন্নসোতস্‌স ভিক্‌খুনো,
কিচ্চাকিচ্চপ্পহীনস্‌স, পরিলাহো ন বিজ্জতি। ৩৭

অনুবাদ : যাঁহার তৃষ্ণা নাই, যে ভিক্ষু ছিন্নপ্রবাহ, যিনি সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পরিদাহ-দুঃখ হইতে মুক্ত।

৭২১. মোনেয্যং তে উপঞ্ঞিস্‌সং, (ভগবা) খুরধারূপমো ভবে,
জিব্‌হায তালুমাহচ্চ, উদরে সঞ্ঞতো সিযা। ৩৮

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, "মুনিরধর্ম তোমার নিকট প্রকাশ করিব।

---

[১] রুক্‌খংবুপতিবত্ততি (ক)। রুক্‌খংব উপাতিবিত্ততি (স্যা)

[২] স্রোতাপত্তিমার্গ, সকৃদাগামী মার্গ, অনাগামী মার্গ ও অরহত মার্গ—এই চারি প্রকার মার্গ উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্ষুরধার সম ভবে রসতৃষ্ণা ধ্বংস করতে জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া উদর সম্বন্ধে সংযত হইবে।

৭২২. অলীনচিত্তো চ সিযা, ন চাপি বহু চিন্তযে,
নিরামগন্ধো অসিতো, ব্রহ্মচরিয পরাযণো। ৩৯

অনুবাদ : অসংযুক্তমন হইবে, অতিরিক্ত চিন্তা করিবে না। চিত্ত হইবে অপবিত্রতাহীন, স্বাধীন এবং ব্রহ্মচর্যপরায়ণ।

৭২৩. একাসনস্‌স সিক্‌খেথ, সমণূপাসনস্‌স চ,
একত্তং মোনমক্‌খাতং, একো চে অভিরমিস্‌সসি;
অথ ভাহিসি[1] দসদিসা। ৪০

অনুবাদ : একাকী বাস করিবে এবং শ্রমণোপাসনা শিক্ষা করিবে। একাকী বাস করাকে মুনিধর্ম বলা হইয়া থাকে। তাই সঙ্গীহীন হইয়াই সুখলাভ করিবে।

৭২৪. সুত্বা ধীরানং নিগ্‌ঘোসং, ঝাযীনং কামচাগিনং,
ততো হিরিঞ্চ সদ্ধঞ্চ, ভিয্যো কুব্বেথ মামকো। ৪১

অনুবাদ : জ্ঞানী, ধ্যানী ও কাম পরিত্যাগীদের কথা শুনিয়া দশদিকে প্রকাশ করিবে। তারপর আমার অনুসরণকারী হইয়া বিপুল পরিমাণে নম্র ও ভক্তিমান হইবে।

৭২৫. তং নদীহি বিজানাথ, সোব্‌ভেসু পদরেসু চ,
সণন্তা যন্তি কুসোব্‌ভা[2], তুণ্হী যন্তি মহোদধী। ৪২

অনুবাদ : গর্ত ও প্রপাতের জল হইতে শিক্ষা কর যে, অগভীর (অল্প) জল হইতে শব্দ উৎপত্তি হয়, মহাসাগর কিন্তু নীরব।

৭২৬. যদূনকং তং সণতি, যং পূরং সন্তমেব তং,
অড্‌ঢ কুম্ভূপমো বালো, রহদো পূরোব পণ্ডিতো। ৪৩

অনুবাদ : যাহা শূন্য তাহা হইতে শব্দ বাহির হয়। যাহা পূর্ণ তাহা শান্ত। মূর্খ ব্যক্তি অর্ধেক পানিপূর্ণ কলসীর মতন, আর পণ্ডিতলোক পানিপূর্ণ হ্রদের ন্যায় স্থির।

৭২৭. যং সমণো বহুং ভাসতি, উপেতং অত্থসঞ্হিতং,
জানং সো ধম্মং দেসেতি, জানং সো বহু ভাসতি। ৪৪

অনুবাদ : শ্রমণ যখন ফল-উৎপাদক বহুকথা বলিয়া থাকেন, তাঁহার ধর্মোপদেশ ও বহুভাষণ জ্ঞান হইতে বাহির হইয়া থাকে।

---

[1] ভাসিহি (সী-স্যা-ই)

[2] কুস্‌সুব্‌ভা (সী)

৭২৮. যো চ জানং সংযতত্তো, জানং ন বহু ভাসতি,
স মুনী মোনমরহতি, স মুনী মোনমজ্ঝগাতি। ৪৫

অনুবাদ : জ্ঞানী হইয়া যিনি নিজকে সংযত করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানবান হইয়াও বহুভাষণ করেন না। সেই মুনিই মুনি নামে পরিচিত হইবার যোগ্য, আর সেই মুনিই প্রকৃত মুনিত্ব লাভ করিয়াছেন।

নালক সূত্র সমাপ্ত।

১২. দ্বাযতানুপস্সনা সুত্তং—দ্বায়তানুদর্শন সূত্র

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি পুব্বারামে মিগারমাতুপাসাদে। তেন খো পন সমযেন ভগবা তদহুপোসথে পণ্ণরসে পুণ্ণায পুণ্ণমায রত্তিযা ভিক্খুসঙ্ঘস্স পরিবুতো অব্ভোকাসে নিসিন্নো হোতি। অথ খো ভগবা তুণ্হীভূতং তুণ্হীভূতং ভিক্খুসঙ্ঘং অনুবিলোকেত্বা ভিক্খূ আমন্তেসি—

অনুবাদ : আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরের পূর্ব্বারামে স্থিত মিগার মাতার প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তখন ভগবান পঞ্চদশী পূর্ণিমার উপোসথ দিনে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হইয়া রাত্রিকালে খোলা জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে নীরব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

যে তে ভিক্খবে কুসলা ধম্মা অরিযা নিয্যানিকা সম্বোধগামিনো, তেসং বো ভিক্খবে কুসলানং ধম্মানং অরিযানং নিয্যানিকানং সম্বোধগামীনং কা উপনিসা সবনাযাতি ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু, তে এবমস্সু বচনীযা—যাবদেব দ্বাযতানং ধম্মানং যথাভূতং ঞাণাযাতি। কিঞ্চ দ্বযতং বদেথ?

অনুবাদ : "ভিক্ষুগণ, যেই সকল কুশলধর্ম আছে তা আর্যগণের মুক্তি ও সম্বোধি প্রদায়ক। ওই সকল কুশল ধর্ম শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্য কী? ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিবে—"দুইটি ধর্মের যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে হয়।" "এই দুইটি ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন।

১ নং দর্শন :

ইদং দুক্খং, অযং দুক্খসমুদযোতি; অযমেকানুপস্সনা। অযং দুক্খনিরোধো, অযং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদাতি; অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব

ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয় (কারণ), এই এক প্রকার দর্শন[1]। ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায়); ইহা দ্বিতীয় দর্শন। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা[2]।" ভগবান এইরূপ বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭২৯. "যে দুক্খং নপ্পজানন্তি, অথো দুক্খস্স সম্ভবং,
যত্থ চ সব্বসো দুক্খং, অসেসং উপরুজ্ঝতি;
তঞ্চ মগ্গং ন জানন্তি, দুক্খূপসমগামিনং। ১

অনুবাদ : "দুঃখ ও দুঃখ উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যাহারা প্রকৃষ্টরূপে জানে না, যেই উপায়ে সমস্ত দুঃখ অশেষে (সম্পূর্ণভাবে) নিরুদ্ধ (ধ্বংস) হইয়া যায়, সেই মার্গ (পথ) তাহারা জানিতে পারে না।

৭৩০. চেতোবিমুত্তিহীনা তে, অথো পঞ্ঞা বিমুত্তিযা,
অভব্বা তে অন্তকিরিযায, তে বে জাতিজরূপগা। ২

অনুবাদ : তাঁহারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিহীন হইয়া সংসারের অন্ত করিতে অক্ষম হয়। তাঁহারা জন্ম ও জরার অধীন হয়।

৭৩১. যে চ দুক্খং পজানন্তি, অথো দুক্খস্স সম্ভবং,
যত্থ চ সব্বসো দুক্খং, অসেসং উপরুজ্ঝতি;
তঞ্চ মগ্গং পজানন্তি, দুক্খূপসমগামিনং। ৩

অনুবাদ : যাহারা দুঃখ ও দুঃখ উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; এবং যেই উপায়ে সমস্ত দুঃখ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সেই মার্গও জানিতে পারেন।

৭৩২. চেতোবিমুত্তিসম্পন্না, অথো পঞ্ঞা বিমুত্তিযা,
ভব্বা তে অন্তকিরিযায, ন তে জাতিজরূপগা'তি। ৪

অনুবাদ : তাঁহারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিসম্পন্ন হইয়া সংসারের অন্ত

---

[1] এখানে 'দর্শন' অর্থে বিচার, মীমাংসা, স্থির করা, দেখা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

[2] মরণের পর যিনি পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিয়া স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ পূর্বক সেখানেই অর্হত্ব লাভ করেন, তিনি অনাগামী কথিত হন।

করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা জন্ম ও জরার অধীন আর হন না।"

২ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্‌সনাতি ইতি চে ভিক্‌খবে পুচ্ছিতারো অস্‌সু। "সিযা" তিস্‌সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি, সব্বং উপধিপচ্চযাতি অযমেকানুপস্‌সনা। উপধীনং ত্বেব অসেসবিরাগনিরোধা নত্থি দুক্‌খস্‌স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্‌সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্‌সিনো খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো অপ্পমত্তস্‌স আতাপিনো পহিতত্তস্‌স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্‌ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ, অন্য পর্যায় (পালা) দ্বারাও দ্বিবিধ যথার্থ দর্শন হয় কি-না; কেহ যদি তা জিজ্ঞাসা করেন; তখন হ্যাঁ হইয়া থাকে বলিবে। কীভাবে হয়?—যাহা কিছু দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই উপধি (দেহধারণ) প্রত্যয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে;' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু রাগ পরিত্যাগের দ্বারা উপধিসমূহের নিঃশেষে নিরোধ হইলে, আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন; অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৩৩. "উপধিনিদানা পভবন্তি দুক্‌খা, যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা;
যো বে অবিদ্বা উপধিং করোতি, পুনপ্পুনং দুক্‌খমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা,দুক্‌খস্‌স জাতিপ্পভবানুপস্‌সী"তি।৫

অনুবাদ : দেহ ধারণ জনিত যত দুঃখ আছে, উহা সবই দেহের কারণে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি মূর্খতাবশত দেহের সৃষ্টি করে, সেই মূর্খ বারবার দুঃখ পাইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান লাভ করিয়া দুঃখের সৃষ্টি ও কারণ চিন্তা করিয়া উপধি নামক দেহের সৃষ্টি করিও না।

৩ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্‌সনাতি, ইতি চে ভিক্‌খবে পুচ্ছিতারো অস্‌সু। "সিযা" তিস্‌সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি, সব্বং অবিজ্জাপচ্চযাতি অযমেকানুপস্‌সনা। অবিজ্জায ত্বেব

অসেসবিরাগনিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—"যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই অবিদ্যার কারণেই হইয়া থাকে;' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'রাগ পরিত্যাগের দ্বারা অবিদ্যার নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না;" ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা;" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৩৪. "জাতিমরণ সংসারং, যে বজন্তি পুনপ্পুনং,
ইত্থভাবঞ্ঞথাভাবং, অবিজ্জাযেব সা গতি। ৬

অনুবাদ : "জন্ম-মৃত্যু সমাকীর্ণ সংসারে নানা প্রকার প্রাণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাহারা বারবার জন্ম গ্রহণ করে; তাহাদের এই গতির মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা।

৭৩৫. অবিজ্জা হাযং মহামোহো, যেনিদং সংসিতং চিরং,
বিজ্জাগতা চ যে সত্তা, ন তে গচ্ছন্তি[১] পুনব্ভব"ন্তি। ৭

অনুবাদ : কারণ এই অজ্ঞানতা মহামোহ। এই জগতে জীব যাহার দ্বারা বহুকাল ভ্রমণ করিতেছে, তাহা এই মোহ। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।"

৪ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং সঙ্খার পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। সঙ্খারানং ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং

---

[১] নাগচ্ছন্তি (সী-ই)

সম্মা দ্বযতানুপস্‌সিনো খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো অপ্পমত্তস্‌স আতাপিনো পহিতত্তস্‌স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্‌ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্‌ঠেব ধম্মে অঞ্‌ঞাসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন হ্যাঁ "হয়"; এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—"যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই সংস্কারের কারণেই হইয়া থাকে;' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'রাগ পরিত্যাগের দ্বারা সংস্কারের নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'; ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন; অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৩৬. "যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি, সব্বং সঙ্খারপচ্চযা,
সঙ্খারানং নিরোধেন, নত্থি দুক্‌খস্‌স সম্ভবো। ৮

অনুবাদ : যেই সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই সংস্কারের কারণেই হইয়া থাকে; নিঃশেষে সংস্কারের নিরোধ হইলে দুঃখ আর উৎপন্ন হয় না।

৭৩৭. এতমাদীনবং ঞত্বা, দুক্‌খং সঙ্খারপচ্চযা,
সব্বসঙ্খারসমথা, সঞ্‌ঞানং উপরোধনা;
এবং দুক্‌খক্‌খযো হোতি, এতং ঞত্বা যথাতথং। ৯

অনুবাদ : সংস্কারের কারণে উৎপন্ন দুঃখকে, এইরূপ উপদ্রব জানিয়া সকল সংস্কারের ক্ষয়সাধন করিলে এবং সংস্কার নিরোধ করিলে দুঃখ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা যথাযথভাবে জানিয়া,

৭৩৮. সম্মদ্দসা বেদগুনো, সম্মদঞ্‌ঞায পণ্ডিতা,
অভিভুয্য মারসংযোগং, ন গচ্ছন্তি[১] পুনব্‌ভবন্তি। ১০

অনুবাদ : সত্য দর্শনকারী বেদগূ (জ্ঞানী) ও পণ্ডিতগণ সম্যক জ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান) লাভ করিয়া মারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি লাভ

[১]। নাগচ্ছন্তি। (সী-ই)

করেন।”

৫ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। “সিযা” তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং বিঞ্ঞাণ পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। বিঞ্ঞাণস্স ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : “অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?” হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন “হয়”; এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই বিজ্ঞানের কারণেই হইয়া থাকে;’ ইহা প্রথম পর্যায়ের দর্শন। কিন্তু ‘রাগ পরিত্যাগের দ্বারা বিজ্ঞানের নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না’ ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ের দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু এই দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন; দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা লাভ করিবেন।” ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৩৯. “যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং বিঞ্ঞাণপচ্চযা,
বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, নত্থি দুক্খস্স সম্ভবো। ১১

অনুবাদ : ‘যেই সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই বিজ্ঞানের কারণে হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না।

৭৪০. এতমাদীনবং ঞত্বা, দুক্খং বিঞ্ঞাণপচ্চযা,
বিঞ্ঞাণুপসমা ভিক্খু, নিচ্ছাতো পরিনিব্বুতো”তি। ১২

অনুবাদ : বিজ্ঞানের কারণে উৎপন্ন দুঃখকে এইরূপ আদীনব (উপদ্রব) জানিয়া যেই ভিক্ষু বিজ্ঞান উপশম করিয়াছেন, তিনি তৃষ্ণামুক্ত হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।”

৬ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং ফস্সপচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। ফস্সস্স ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স, আতাপিনো, পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—"যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই স্পর্শের কারণে হইয়া থাকে,'। এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'রাগ পরিত্যাগের দ্বারা স্পর্শের নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'; ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ; অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৪১. "তেসং ফস্সপরেতানং, ভবসোতানুসারিনং,
কুম্মগ্গপটিপন্নানং, আরা সংযোজনক্খযো। ১৩

অনুবাদ : যাহারা স্পর্শাহত, ভবস্রোতানুসারী কুমার্গে প্রতিপন্ন (প্রবিষ্ট) হইয়াছে; সংযোজনের[১] ক্ষয় তাহাদের নিকট হইতে বহুদূরে।

৭৪২. যে চ ফস্সং পরিঞ্ঞায, অঞ্ঞাযুপসমে[২] রতা,
তে বে ফস্সাভিসমযা, নিচ্ছাতা পরিনিব্বুতা'তি। ১৪

অনুবাদ : কিন্তু যাঁহারা স্পর্শের সহিত পরিচিত হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে উহা উপশম করিতে রত হইয়াছেন, তাঁহারা স্পর্শ জ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়া অবশ্যই পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

---

[১]। মানুষ যাহার সাহায্যে পুনর্জন্মের চক্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

[২] পঞ্ঞায উপসমে (স্যা)

৭ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বতানুপস্‌সনাতি, ইতি চে ভিক্‌খবে পুচ্ছিতারো অস্‌সু। "সিযা" তিস্‌সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি, সব্বং বেদনা পচ্চযাতি অযমেকানুপস্‌সনা। বেদনাানং ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্‌খস্‌স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্‌সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্‌সিনো খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো অপ্পমত্তস্‌স আতাপিনো পহিতত্তস্‌স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্‌ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই বেদনার কারণে হইয়া থাকে;' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'রাগ পরিত্যাগের দ্বারা বেদনার নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না;' ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি ইহাতে অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৪৩. "সুখং বা যদি বা দুক্‌খং অদুক্‌খমসুখং সহ,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, যং কিঞ্চি অত্থি বেদিতং। ১৫

অনুবাদ : 'সুখই হউক বা দুঃখই হউক, অথবা সুখ দুঃখের অভাব উপেক্ষা বেদনাই হউক, ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু অনুভব করা যায়,

৭৪৪. এতং দুক্‌খন্তি ঞত্বান, মোসধম্মং পলোকিনং[১],
ফুস্‌স ফুস্‌স বযং পস্‌সং এবং তত্থ বিজানতি[২]
বেদনানং খযা ভিক্‌খু, নিচ্ছাতো পরিনিব্বুতো"তি। ১৬

অনুবাদ : এই সকল বেদনাকে সর্ব অবস্থায় দুঃখ, মিথ্যা ও মুহূর্তে ক্ষয়শীল মনে করিয়া সমস্ত জিনিসের ধ্বংস দেখিয়া, বেদনার ক্ষয় হইলে; ভিক্ষু নির্লিপ্ত তৃষ্ণাহীন এবং পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।'

---

[১] পলোকিতং (সী)

[২] বিরজ্জতি (ক-সী)

৮ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং তণ্হাপচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। তণ্হায ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়" এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই তৃষ্ণার কারণেই হইয়া থাকে'। এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'অশেষ বিরাগ তথা অনাসক্তি দ্বারা তৃষ্ণার নিঃশেষে নিরোধ বা ক্ষয় হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি এই দুই দর্শনে অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৪৫. "তণ্হা দুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং,
ইত্থভাবঞ্ঞথাভাবং, সংসারং নাতিবত্ততি। ১৭

অনুবাদ : তৃষ্ণাযুক্ত মানব দীর্ঘকাল নানা মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

৭৪৬. এতমাদীনবং ঞত্বা, তণ্হং[১] দুক্খস্স সম্ভবং,
বীততণ্হো অনাদানো, সতো ভিক্খু পরিব্বজে"তি। ১৮

অনুবাদ : তৃষ্ণার কারণে উৎপন্ন দুঃখকে এইরূপ উপদ্রব মনে করিয়া বীততৃষ্ণ, অনাদান (আসক্তিহীন) এবং স্মৃতিমান হইয়া ভিক্ষু পরিভ্রমণ করিবেন।

---

[১] তণ্হা (বেহুসু)

৯ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং উপাদান পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। উপাদানস্স ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন হ্যাঁ "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই উপাদান তথা অত্যাসক্তির কারণেই হইয়া থাকে;' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু ইহার নিঃশেষে পরিত্যাগের দ্বারা উপাদানের নিঃশেষে ক্ষয় হইলে, আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি ইহাতে অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ, করিবেন অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৪৭. উপাদান পচ্চযা ভবো, ভূতো দুক্খং নিগচ্ছতি,
জাতস্স মরণং হোতি, এসো দুক্খস্স সম্ভবো। ১৯

অনুবাদ : উপাদানের কারণে ভবের উৎপত্তি। জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখের গ্রাসে পড়িতে হয়। জাত প্রাণী মরিয়া যায়। ইহাই দুঃখ সৃষ্টির মূল।

৭৪৮. উপাদান উপাদানক্খযা, সম্মদঞ্ঞায পণ্ডিতা,
জাতিক্খযং অভিঞ্ঞায, ন গচ্ছন্তি পুনব্ভব'ন্তি। ২০

অনুবাদ : কাজেই, উপাদান ক্ষয় হইলে সত্যজ্ঞানলব্ধ পণ্ডিতেরা উচ্চতর জ্ঞানে জন্মের বিনাশ জানিতে পারিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না।'

১০ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং

সম্ভোতি, সব্বং আরম্ভ পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। আরম্ভনং ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে "হয়" এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই আরম্ভের[১] কারণেই হইয়া থাকে। এই এক প্রকার দর্শন; কিন্তু 'অশেষ বিরাগের দ্বারা আরম্ভের নিঃশেষে নিরোধ হইলে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বার বার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন; দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৪৯. "যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং আরম্ভপচ্চযা,
আরম্ভানং নিরোধেন, নত্থি দুক্খস্স সম্ভবো। ২১

অনুবাদ : 'যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আরম্ভের কারণেই হইয়া থাকে। আরম্ভের নিরোধ হইলে আর দুঃখ সৃষ্টি হইতে পারে না।

৭৫০. এতমাদীনবং ঞত্বা, দুক্খং আরম্ভপচ্চযা,
সব্বারম্ভং পটিনিস্সজ্জং, অনারম্ভে বিমুত্তিনো। ২২

অনুবাদ : আরম্ভের কারণে উৎপন্ন দুঃখকে এইরূপ উপদ্রব জানিয়া, সমস্ত আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়া যেই ভিক্ষু অনারম্ভে বিমুক্ত হইয়াছেন,

৭৫১. উচ্ছিন্ন ভবতণ্হস্স, সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
বিক্খীণো জাতিসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভবো"তি। ২৩

অনুবাদ : ভবতৃষ্ণার উচ্ছেদ সাধিত শান্ত চিত্তের সেই ভিক্ষুর জন্ম ও সংসার বিশেষভাবে ক্ষীণ হইয়াছে। তাই তাঁহার পুনর্জন্ম নাই।'

---

[১] অবলম্বন, প্রয়াস।

১১ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং আহার পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। আহারানং ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই আহারের কারণেই হইয়া থাকে,' এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'অশেষ বিরাগের দ্বারা নিঃশেষে আহারের[১] নিরোধ হইলে, আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না'। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সম্যক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ, অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার বলিলেন :

৭৫২. "যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং আহারপচ্চযা,
আহারানং নিরোধেন, নত্থি দুক্খস্স সম্ভবো। ২৪

অনুবাদ : 'যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই আহারের কারণে হইয়া থাকে। আহারের নিরোধ হইলে দুঃখের সৃষ্টি হয় না।

৭৫৩. এতমাদীনবং ঞত্বা, দুক্খং আহারপচ্চযা,
সব্বাহারং পরিঞ্ঞায, সব্বাহারামনিস্সিতো। ২৫

অনুবাদ : আহারের কারণে উৎপন্ন দুঃখকে এইরূপ উপদ্রব জানিয়া, সমস্ত আহার সম্পর্কে এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, কোনো রকম আহারের উপর তখন নির্ভরশীল না হইয়া,

৭৫৪. আরোগ্যং সম্মদঞ্ঞায, আসবানং পরিক্খযা,

---

[১] আহার চারিপ্রকার-কবলীকৃতাহার, স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার এবং বিজ্ঞানাহার।

সঙ্খায সেবী ধম্মট্ঠো, সঙ্খ্যং[1] নোপেতি বেদগূ”তি। ২৬

অনুবাদ : নিঃশেষে ক্ষয় দ্বারা সম্যকভাবে নিরোগী হন। তিনি আসবকে ক্ষয় করিয়া সন্দেহের সেবাপরায়ণ না হইয়ে ধর্মাশ্রিত ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়া অসংখত নির্বাণের অধিকারী হন।’

১২ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। “সিযা” তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং ইঞ্জিত পচ্চযাতি অযমেকানুপস্সনা। ইঞ্জিতানং ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা নত্থি দুক্খস্স সম্ভবোতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : “অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?” হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন “হয়”, এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—“যেই সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সমস্তই অস্থিরতার কারণেই হইয়া থাকে,’। এই এক প্রকার দর্শন। কিন্তু ‘অশেষ বিরাগের দ্বারা সকল অস্থিরতার নিঃশেষে নিরোধ হইলে, আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না’। ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনে বারবার সম্যক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ করিবেন, অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।” ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৫৫. “যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি, সব্বং ইঞ্জিত পচ্চযা,
ইঞ্জিতানং নিরোধেন, নত্থি দুক্খস্স সম্ভবো। ২৭

অনুবাদ : ‘যেই সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা সমস্তই অস্থিরতার কারণে হইয়া থাকে। অস্থিরতার নিরোধে দুঃখ সৃষ্টির আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না।’

---

[1] সঙ্খং (সী-ই)

৭৫৬. এতমাদীনবং ঞত্বা, দুক্খং ইঞ্জিতপচ্চযা,
তস্মা হি এজং বোস্সজ্জ, সঙ্খারে উপরুন্ধিয;
অনেজো অনুপাদানো, সতো ভিক্খু পরিব্বজে”তি। ২৮

অনুবাদ : অস্থিরতার কারণে উৎপন্ন দুঃখকে এইরূপ উপদ্রব জানিয়া চাঞ্চল্যভাব বিসর্জন দিয়া, সংস্কারসমূহ বন্ধ করিয়া, তৃষ্ণাহীন, উপাদানহীন ও স্মৃতিযুক্ত হইয়া ভিক্ষু পরিভ্রমণ করিবেন।’

১৩ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। “সিযা” তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? নিস্সিতস্স চলিতং হোতীতি অযমেকানুপস্সনা। অনিস্সিতো ন চলতীতি অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : “অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?” হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন “হয়”, এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—“যেই আশ্রিত তাহার আন্দোলন (চলন) হইয়া থাকে’। ইহা এক প্রকার দর্শন। কিন্তু ‘যে অনাশ্রিত সে আন্দোলিত (চালিত) হয় না’। ইহা দ্বিতীয় প্রকার দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সম্যক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন; দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ, অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।” ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার এইরূপ বলিলেন :

৭৫৭. “অনিস্সিতো ন চলতি, নিস্সিতো চ উপাদিযং,
ইত্থভাবঞ্ঞথাভাবং, সংসারং নাতিবত্ততি। ২৯

অনুবাদ : ‘অনাশ্রিত জনের নড়চড় নাই। আশ্রিতজন কিন্তু নানা প্রকার প্রাণীদেহ আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

৭৫৮. এতমাদীনবং ঞত্বা, নিস্সযেসু মহব্ভযং,
অনিস্সিতো অনুপাদানো, সতো ভিক্খু পরিব্বজে’তি। ৩০

অনুবাদ : আশ্রয়ের মহাভয়কে এইরূপ উপদ্রবপূর্ণ জানিয়া আশ্রয়হীন, উপাদানহীন ও স্মৃতিযুক্ত হইয়া ভিক্ষু সতত পরিভ্রমণ করিবেন।’

১৪ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্‌সনাতি, ইতি চে ভিক্‌খবে পুচ্ছিতারো অস্‌সু। "সিযা" তিস্‌সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? রূপেহি ভিক্‌খবে অরূপা[১] সন্ততরাতি অযমেকানুপস্‌সনা। অরূপেহি নিরোধো সন্ততরোতি অযং দুতিযানুপস্‌সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্‌সিনো খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো অপ্পমত্তস্‌স আতাপিনো পহিতত্তস্‌স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্‌ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—সরূপগণ হইতে অরূপগণ শান্তর'। ইহা এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'নিরোধ অরূপ হইতে শান্ততর'। ইহা দ্বিতীয় প্রকার দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সম্যক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন; দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) তাপস্য অর্হত্ত্বফল লাভ; অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার বলিলেন :

৭৫৯. "যে চ রূপূপগা সত্তা, যে চ অরূপট্‌ঠাযিনো[২],
নিরোধং অপ্পজানন্তা আগন্তারো তে পুনব্‌ভবং। ৩১

অনুবাদ : যেই সকল সত্ত্ব (প্রাণী) রূপ (দেহ)-বিশিষ্ট এবং যাঁহারা অরূপ-ব্রহ্মালোকবাসী, তাঁহারা নিরোধ কী তাহা পরিপূর্ণরূপে জানিতে না পারিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭৬০. যে চ রূপে পরিঞ্ঞায, অরূপেসু অসণ্ঠিতা[৩],
নিরোধে যে বিমুচ্চন্তি তে জান মচ্চুহাযিনো"তি। ৩২

অনুবাদ : রূপ সম্বন্ধে যাঁহারা পরিপূর্ণরূপে জানেন এবং অরূপব্রহ্মালোকে স্থিত হন না, তাঁহারা নিরোধে বিমুক্তিজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।"

---

[১] অরূপ্পা (সী-ই)

[২] আরূপ্পবাসিনো (সী-ই)

[৩] সুসণ্ঠিতা (সী-স্যা-ই)

১৫ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বযতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং ভিক্খবে সদেবকস্স লোকস্স সমারকস্স সব্রহ্মকস্স সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায "ইদং সচ্চ"ন্তি উপনিজ্ঝাযিতং, তদমরিযানং "এতং মুসা'তি যথাভূতং সম্পপ্পঞ্ঞায সুদিট্ঠং অযমেকানুপস্সনা। যং ভিক্খবে সদেবকস্স লোকস্স সমারকস্স সব্রহ্মকস্স সস্সসমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায "ইদং মুসা"তি উপনিজ্ঝাযিতং, ত'দমরিযানং "এতং সচ্চন্তি যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায সুদিট্ঠং, অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—"ভিক্ষুগণ, দেব ও মানবলোক, মার ও ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মানুষেরা যাহা সত্য বলিয়া মনে করেন, আর্যগণ পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা বলিয়া দর্শন করেন, ইহা এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'ভিক্ষুগণ, দেব ও মানবলোক, মার ও ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মানুষেরা যাহা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, আর্যগণ পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য বলিয়া দর্শন করেন। ইহা দ্বিতীয় প্রকার দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সঠিক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ, অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার বলিলেন :

৭৬১. "অনত্তনি অত্তমানিং[১], পস্স লোকং সদেবকং,
নিবিট্ঠং নামরূপস্মিং, ইদং সচ্চন্তি মঞ্ঞতি। ৩৩

অনুবাদ : 'দেবতা ও মানবেরা অনাত্মায় আত্মা আছে মনে করিয়া,

---

[১] অত্তমানী (স্যা)। অত্তমানং (ই-ক)

নামরূপে মনঃসংযোগ করিয়া 'ইহা সত্য' এইরূপ মনে করে।

৭৬২. যেন যেন হি মঞ্ঞন্তি, ততো তং হোতি অঞ্ঞথা,
তঞ্হি তস্স মুসা হোতি, মোসধম্মঞ্হি ইত্তরং। ৩৪

অনুবাদ : তাহারা যেইরূপ অনুমান (চিন্তা) করে, তাহার উল্টা হইয়া উহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যাহা মিথ্যা তাহা অনিত্য।

৭৬৩. অমোসধম্মং নিব্বানং, তদরিযা সচ্চতো বিদূ,
তে বে সচ্চাভিসমযা, নিচ্ছাতা পরিনিব্বুতা"তি।

অনুবাদ : যাহা মিথ্যা নহে, সেই নির্বাণকে আর্যগণ সত্যরূপে জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারাই সত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া তৃষ্ণাহীন হইয়া পরিনির্বাপিত হন।

১৬ নং দর্শন :

সিযা অঞ্ঞেনপি পরিযাযেন সম্মা দ্বতানুপস্সনাতি, ইতি চে ভিক্খবে পুচ্ছিতারো অস্সু। "সিযা" তিস্সু বচনীযা। কথঞ্চ সিযা? যং ভিক্খবে সদেবকস্স লোকস্স সমারকস্স সব্রহ্মকস্স সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায "ইদং সুখ"ন্তি উপনিজ্ঝাযিতং, ত'দমরিযানং "এতং দুক্খন্তি যথাভূতং সম্পপ্পঞ্ঞায সুদিট্ঠং অযমেকানুপস্সনা। যং ভিক্খবে সদেবকস্স লোকস্স সমারকস্স সব্রহ্মকস্স সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায "ইদং দুক্খ"ন্তি উপনিজ্ঝাযিতং, ত'দমরিযানং "এতং সুখন্তি যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায সুদিট্ঠং, অযং দুতিযানুপস্সনা। এবং সম্মা দ্বযতানুপস্সিনো খো ভিক্খবে ভিক্খুনো অপ্পমত্তস্স আতাপিনো পহিতত্তস্স বিহরতো দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পাটিকঙ্খং—দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞা, সতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতাতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

অনুবাদ : "অন্য পর্যায় দ্বারাও দ্বিবিধ দর্শনের সঠিক চিন্তা হয় কি?" হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তখন "হয়", এই কথা বলিবে। কীভাবে হয়?—"ভিক্ষুগণ, দেব ও মানবলোক, মার ও ব্রহ্মালোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মানুষেরা যাহা সুখ বলিয়া মনে করেন, আর্যগণ পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকৃত পক্ষে দুঃখ বলিয়া দর্শন করেন। ইহা এক প্রকার দর্শন। কিন্তু 'ভিক্ষুগণ দেব ও মানবলোক, মার ও ব্রহ্মালোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মানুষেরা যাহা দুঃখ বলিয়া মনে করেন, আর্যগণ পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকৃতপক্ষে সুখ বলিয়া দর্শন করেন, ইহা দ্বিতীয় প্রকার দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যেই ভিক্ষু দুইটি দর্শনের বারবার সম্যক চিন্তা করেন এবং যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি দুইটি ফলের মধ্যে একটি ফল অবশ্যই লাভ করিবেন—দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অর্হত্ত্বফল লাভ, অথবা উপাদিশেষে (তৃষ্ণাবীজ বাকি থাকিলে) অনাগামীতা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা আবার বলিলেন :

৭৬৪. "রূপা সদ্দা রসা গন্ধা, ফস্‌সা ধম্মা চ কেবলা,
ইট্‌ঠা কন্তা মনাপা চ, যাবতত্থীতি বুচ্চতি। ৩৬

অনুবাদ : "রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্ম[১]" যেখানে-সেখানে উহাদের অবস্থানকালে ইচ্ছিত, প্রীতিপূর্ণ এবং মনোহর, ইহা বলা হয়।

৭৬৫. সদেবকস্‌স লোকস্‌স, এতে বো সুখ সম্মতা,
যত্থ চেতে নিরুজ্ঝন্তি, তং নেসং দুক্‌খসম্মতং। ৩৭

অনুবাদ : দেবতা ও মানুষেরা উহাদিগকে তোমরা সুখ বলিয়া গ্রহণ কর কিন্তু যখন উহারা নাশ হইয়া যায়, তখন ইহারা দুঃখ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

৭৬৬. সুখন্তি দিট্‌ঠমরিযেহি, সক্কাযস্‌সুপরোধনং,
পচ্চনীকমিদং হোতি, সব্বলোকেন পস্‌সতং। ৩৮

অনুবাদ : আর্যগণ দেহক্ষয়কে সুখ বলিয়া গ্রহণ করেন, সমস্ত লোকে যাহা গ্রহণ করা হয়, ইহা তাহার বিপরীত।

৭৬৭. যং পরে সুখতো আহু, তদরিযা আহু দুক্‌খতো,
যং পরে দুক্‌খতো আহু, তদরিযা সুখতো বিদূ। ৩৯

অনুবাদ : অন্যজনে যাহাকে সুখ বলিয়া থাকে আর্যগণ তাহাকে দুঃখ বলিয়া থাকেন, অন্যজনে যাহাকে দুঃখ বলিয়া থাকে, আর্যগণ তাহাকে সুখ বলিয়া জানেন।

৭৬৮. পস্‌স ধম্মং দুরাজানং, সম্পমূল্‌হেত্থ বিদ্দসু[২],
নিবুতানং তমো হোতি, অন্ধকারো অপস্‌সতং। ৪০

অনুবাদ : দেখ, এই ধর্ম দুর্বোধ্য, অজ্ঞানীরা এইখানে হতবুদ্ধি হয়। যাহারা আবরিত তাহাদের কাছে সমস্তই অন্ধকারে ঘেরা; অন্ধকার হেতু তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

৭৬৯. সতঞ্চ বিবটং হোতি, আলোকো পস্‌সতামিব,
সন্তিকে ন বিজানন্তি, মগা ধম্মস্‌স কোবিদা। ৪১

অনুবাদ : যাঁহারা সৎ বা জ্ঞানী তাঁহাদের কাছে সকলই প্রকাশিত।

[১] (এখানে) জ্ঞেয় পদার্থ।
[২] সম্পমূল্‌হেত্থ অবিদ্দসু (সী-ই)। সম্মূল্‌হেতথ অবিদ্দসু (?)

যাহাদিগকে যেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি তাঁহাদের কাছে সবই আলোকিত। যাহারা মূর্খ, ধর্মে যাহারা বিশারদ নহেন, তাহারা কাছে থাকিয়াও কিছুই দেখিতে পায় না।

৭৭০. ভবরাগপরেতেহি, ভবসোতানুসারিভি,
মারধেয্যানুপন্নেহি, নাযং ধম্মো সুসম্বুধো। ৪২

অনুবাদ : যাহারা ভবরাগের অধীন, ভবস্রোতের অনুসারী (সহযাত্রী), মারশক্তির অধীন, তাহারা এই ধর্ম সঠিকরূপে বুঝিতে পারে না।

৭৭১. কো নু অঞ্ঞত্রমরিযেহি, পদং সম্বুদ্ধুমরহতি,
যং পদং সম্মদঞ্ঞায, পরিনিব্বন্তি অনাসবা"তি। ৪৩

অনুবাদ : অর্হৎগণ ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তি সম্বুদ্ধ সেই পদের যোগ্য, যেই ধর্মপদ সম্যকভাবে বুঝিতে পারিলে আস্রবমুক্তগণ পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন?"

ইদমবোচ ভগবা, অত্তমনা তে ভিক্খূ ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি। ইমস্মিং চ[১] পন বেয্যাকরণস্মিং ভঞ্ঞমানে সট্ঠিমত্তানং ভিক্খূনং অনুপাদায আসবেহি চিত্তানি বিমুচ্চিংসূতি।

অনুবাদ : ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ আনন্দিত হইয়া ভগবানের ভাষিত বাক্যের অভিনন্দন করিলেন। এই বিষয় প্রকাশিত হইবার সময়ে ষাটজন ভিক্ষু উপাদানহীন চিত্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইলেন।

দ্বায়তানুদর্শন সূত্র সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং

সচ্চং উপধি অবিজ্জা চ, সঙ্খারে বিঞ্ঞান পঞ্চমং,
ফস্স বেদনিযা তণ্হা, উপাদানারম্ভ আহারা;
ইঞ্জিতং চলিতং রূপং, সুচ্চং দুক্খেন সোলসাতি।
মহাবগ্গো ততিযো।

তস্সুদ্দানং

পব্বজ্জা চ পধানঞ্চ, সুভাসিতঞ্চ সুন্দরি,
মাঘসুত্তং সভিযো চ, সেলো সল্লঞ্চ বুচ্চতি।
বাসেট্ঠো চাপি কোকালি, নালকো দ্বযতানুপস্সনা,
দ্বাদসেতানি সুত্তানি, মহাবগ্গোতি বুচ্চতীতি।

---
[১] ইমস্মিং খো (সী)

৪. অট্ঠক বগ্গ—অষ্টক বর্গ

১. কাম সুত্তং—কাম সূত্র

৭৭২. কামং কামযমানস্স, তস্স চে তং সমিজ্ঝতি,
অদ্ধা পীতিমনো হোতি, লদ্ধা মচ্চোযদিচ্ছতি। ১

অনুবাদ : কামভোগ প্রার্থনাকারীর কামনা (বস্তুকাম) পূর্ণ হইলে, মানুষ ঈপ্সিত বিষয় (পঞ্চকামগুণ) লাভ করিলে অবশ্যই তার মন প্রীত হয়।

৭৭৩. তস্স চে কামযানস্স[১], ছন্দজাতস্স জন্তুনো,
তে কামা পরিহাযন্তি, সল্লবিদ্ধোব রুপ্পতি। ২

অনুবাদ : সেই কামভোগ প্রার্থনাকারীর, কামচ্ছন্দ উৎপন্নকারী ব্যক্তির সেই কামবস্তু বা বিষয় পরিহীন (ক্ষয়) হইলে শল্যবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যথিত হয়।

৭৭৪. যো কামে পরিবজ্জেতি, সপ্পস্সেব পদা সিরো,
সোমং[২] বিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিবত্ততি। ৩

অনুবাদ : যিনি সর্পশির হতে পা রক্ষার ন্যায় কামভোগ পরিত্যাগ করেন, তিনি এই তৃষ্ণাবহুল জগতে স্মৃতিমান হইয়া তৃষ্ণা বা আসক্তিকে সমতিক্রম করেন।

৭৭৫. খেত্তং বত্থুং হিরঞ্ঞং বা, গবস্সং[৩] দাসপোরিসং,
থিযো বন্ধূ পুথু কামে, যো নরো অনুগিজ্ঝতি। ৪

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, গরু, অশ্ব, দাস, পুরুষ, বন্ধু ইত্যাদি বহুবিধ কামবস্তু বা বিষয় (কামনা করিয়া) অত্যন্ত লোভ করে।

৭৭৬. অবলা নং বলীযন্তি, মদ্দন্তেনং পরিস্সযা,
ততো নং দুক্খমন্বেতি, নাবং ভিন্নমিবোদকং। ৫

অনুবাদ : দুর্বল ব্যক্তি যেইভাবে বলবানের দ্বারা মর্দিত, নিপীড়িত হয়, সেইভাবে ভাঙ্গা নৌকার মধ্যে জল প্রবেশের ন্যায় দুঃখ তার অনুসরণ করে।

৭৭৭. তস্মা জন্তু সদা সতো, কামানি পরিবজ্জযে,
তে পহায তরে ওঘং, নাবং সিত্বাব[৪] পারগূতি। ৬

---

[১] কামযমানস্স (ক)

[২] সো ইমং(সী-ই)

[৩] গবাস্সং (সী-স্যা-ই)

[৪] সিঞ্চিতা (সী)।

অনুবাদ : তদ্ধেতু মানুষ সদা স্মৃতিমান হইয়া কামসমূহ পরিবর্জন করেন। (ভারী) নৌকা জল ছাড়িয়ে গমন করার ন্যায় পরপারে গমনেচ্ছু ব্যক্তি (পারগূ) সেইসব (বস্তুকাম, ক্লেশকাম, পঞ্চনীবরণ) পরিত্যাগ করিয়া স্রোত উত্তীর্ণ হন।

কাম সূত্র সমাপ্ত।

২. গুহট্ঠক সুত্তং—গুহা-অষ্টক সূত্র

৭৭৮. সত্তো গুহাযং বহুনাভিছন্নো, তিট্ঠং নরো মোহনস্মিং পগাল্হো;
দূরে বিবেকা হি তথাবিধো সো, কামা হি লোকে ন হি সুপ্পহাযা। ১

অনুবাদ : সত্ত্ব গুহায় নানা বিষয়ে আচ্ছন্ন হয়, (নানা বিষয়ে) অভিভূত ব্যক্তি মোহে স্থিত হয়। তাই সে বিবেক হইতে দূরে। জগতে কামভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়।

৭৭৯. ইচ্ছা নিদানা ভবসাতবদ্ধা, তে দুপ্পমুঞ্চা ন হি অঞ্ঞমোক্খা;
পচ্ছা পুরে বাপি অপেক্খমানা, ইমে ব কামে পুরিমে ব জপ্পং। ২

অনুবাদ : ইচ্ছার কারণে সত্ত্বগণ ভবসুখে আবদ্ধ, সেই ভবসুখ ত্যাগ করা কঠিন এবং অন্যদেরও মুক্তির বিধান করা অসম্ভব। ভোগাকাঙ্ক্ষীরা কী অতীতে, কী বর্তমানে, কী ভবিষ্যতে সর্বদা এই কামে ইচ্ছা পোষণ করে।

৭৮০. কামেসু গিদ্ধা পসুতা পমূল্হা, অবদানিযা তে বিসমে নিবিট্ঠা;
দুক্খূপনীতা পরিদেবযন্তি, কিংসূ ভবিস্সাম ইতো চুতাসে। ৩

অনুবাদ : যারা কামসমূহে গৃদ্ধ (আসক্ত), কামান্বেষী, (কামে) বিহ্বল; তারা কৃপণতারূপ অধর্মে (বিষমে) রত হয়। দুঃখপ্রাপ্ত হলে তারা এরূপে বিলাপ করে যে, "এখান হইতে চ্যুত হইলে আমরা কোথায় জন্ম নেব?"

৭৮১. তস্মা হি সিক্খেথ ইমেব জন্তু, যং কিঞ্চি জঞ্ঞা বিসমন্তি লোকে;
ন তস্স হেতূ বিসমং চরেয্য, অপ্পঞ্হিদং জীবিতমাহু ধীরা। ৪

অনুবাদ : তাই সত্ত্বগণ জগতে যেসব অকুশলধর্ম আছে, সেইসব (অকুশলধর্ম) জ্ঞাত হইয়া শিক্ষা কর। তার জন্য বিষম আচরণ করিবে না হেতুতে অকুশল ধর্মে বিচরণ হইবে না। কারণ জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন 'জীবন ক্ষণস্থায়ী"।

৭৮২. পস্সামি লোকে পরিফন্দমানং, পজং ইমং তণ্হগতং ভবেসু;
হীনা নরা মচ্চুমুখে লপন্তি, অবীততণ্হাসে ভবাভবেসু। ৫

অনুবাদ : আমি জগতে ভবসমূহের প্রতি তৃষ্ণাযুক্ত স্পন্দমান এই সত্ত্বদের অবলোকন করিতেছি। হীন মনুষ্যগণ তৃষ্ণামুক্ত না হইয়া ভবভবান্তরে

জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুকালে বিলাপ করিয়া থাকে।

৭৮৩. মমাযিতে পস্‌সথ ফন্দমানে, মচ্ছেব অপ্পোদকে খীণসোতে;
এতম্পি দিস্বা অমমো চরেয্য, ভবেসু আসত্তিমকুব্বমানো। ৬

অনুবাদ : অল্প জলে ও ক্ষীণস্রোতে পতিত মাছের ন্যায় মমত্বে (বা আসক্তিতে) কম্পমান সত্ত্বদের দর্শন কর। ইহা দেখিয়া ভবসমূহে আসক্তিতে কম্পমান বা কম্পিত না হইয়া মমত্বহীন হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে।

৭৮৪. উভোসু অন্তেসু বিনেয্য ছন্দং, ফস্‌সং পরিঞ্‌ঞায অনানুগিদ্ধো;
যদত্তগরহী তদকুব্বমানো, ন লিপ্পতী[১] দিট্‌ঠসুতেসু ধীরো। ৭

অনুবাদ : উভয় অন্তে ছন্দ বা ইচ্ছাকে অপনোদন করিয়া স্পর্শকে পরিজ্ঞাত হইয়া অনাসক্ত হও। আত্মনিন্দাকারী তা সম্পাদন করেন না, ধীর ব্যক্তি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহে লিপ্ত হন না।

৭৮৫. সঞ্‌ঞং পরিঞ্‌ঞা বিতরেয্য ওঘং, পরিগ্গহেসু মুনি নোপলিত্তো;
অব্বুল্‌হসল্লো চরমপ্পমত্তো, নাসীসতী[২] লোকমিমং পরঞ্চাতি। ৮

অনুবাদ : সংজ্ঞাকে পরিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া ওঘ অতিক্রম করেন, মুনি পরিগ্রহসমূহে উপলিপ্ত হন না। শল্যমুক্ত অপ্রমত্ত (ভিক্ষু) অবস্থানকালে ইহলোক ও পরলোক বাসনা করেন না।

গুহা-অষ্টক সূত্র সমাপ্ত।

৩. দুট্‌ঠট্‌ঠক সুত্তং—দুষ্ট-অষ্টক সূত্র

৭৮৬. বদন্তি বে দুট্‌ঠমনাপি একে, অথোপি বে সচ্চমনা বদন্তি;
বাদঞ্চ জাতং মুনি নো উপেতি, তস্মা মুনী নত্থি খিলো কুহিঞ্চি। ১

অনুবাদ : কেউ কেউ প্রদুষ্টমনে অপবাদ করে, কেউ কেউ সত্যমনা হইয়া অপবাদ করে। মুনি উৎপন্ন অপবাদে উপনীত হন না, তাই মুনির কোথাও খিল থাকে না।

৭৮৭. সকঞ্‌হি দিট্‌ঠিং কথমচ্চযেয্য, ছন্দানুনীতো রুচিযা নিবিট্‌ঠো;
সযং সমত্তানি পকুব্বমানো, যথা হি জানেয্য তথা বদেয্য। ২

অনুবাদ : ইচ্ছায় পরিচালিত, অভিরুচিতে নিবিষ্ট ব্যক্তি নিজের মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করিবে কি? নিজে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যেইভাবে জানিবে, সেইভাবেই বলিবে।

---

[১] লিম্পতী (স্যা-ক)

[২] নাসিংবতী (সী-স্যা-ক)

৭৮৮. যো অত্তনো সীলবতানি জন্তু, অনানুপুট্ঠোব পরেস[১] পাব[২];
অনরিযধম্মং কুসলা তমাহু, যো আতুমানং সযমেব পাব। ৩

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের শীল-ব্রতাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অন্যজনের কাছে বলে; সেই আত্মপ্রশংসাকারী ব্যক্তিকে পণ্ডিতগণ অনার্য (অসাধু) বলিয়া থাকেন।

৭৮৯. সন্তো চ ভিক্খু অভিনিব্বুতত্তো, ইতি'হন্তি সীলেসু অকত্থমানো;
তমরিযধম্মং কুসলা বদন্তি, যস্‌সুস্‌সদা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে। ৪

অনুবাদ : ভিক্ষু শীলসমূহে নিরহংকারী হইয়া শান্ত ও অভিনিবৃত হন। যাঁর কোনো লোকে উদ্গাত নাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে আযধর্ম বলেন।

৭৯০. পকপ্পিতা সঙ্খতা যস্‌স ধম্মা, পুরক্খতা[৩] সন্তি অবীবদাতা;
যদত্তনি পস্‌সতি আনিসংসং, তং নিস্‌সিতো কুপ্পপটিচ্চ সন্তিং। ৫

অনুবাদ : যার (দৃষ্টিগত) ধর্মসমূহ প্রকম্পিত ও কার্য-কারণসম্ভূত; তার পুরক্খার বা পূর্বকৃত, অপরিশুদ্ধতা আছে। সেই আনিশংস আত্মাতে (দৃষ্টিগত বিষয়ে) দর্শন করে, সেই শান্তি নিশ্রিত, কম্পিত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন।

৭৯১. দিট্ঠী নিবেসা ন হি স্বাতিবত্তা, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং;
তস্মা নরো তেসু নিবেসনেসু, নিরস্‌সতী আদিযতী চ ধম্মং। ৬

অনুবাদ : দৃষ্টিনিবেশ অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। কারণ ধর্মসমূহের মধ্য হতে তা সুগৃহীত হয়। তদ্ধেতু নর সেই নিবেশনসমূহে ধর্মকে ত্যাগ করে, গ্রহণ করে।

৭৯২. ধোনস্‌স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে, পকপ্পিতা দিট্ঠি ভবাভবেসু;
মাযঞ্চ মানঞ্চ পহায ধোনো, স কেন গচ্ছেয্য, অনূপযো সো। ৭

অনুবাদ : জগতে শোধিতের ভবাভবের প্রতি কোনো কিছু দৃষ্টি কম্পিত হয় না। মায়া, মান ত্যাগ করিয়া আসক্তিহীন শোধিত কোন পথে গমন করিবে?

৭৯৩. উপযো হি ধম্মেসু উপেতি বাদং, অনূপযং কেন কথং বদেয্য;
অত্তা নিরত্তা[৪] ন হি তস্‌স অত্থি, অধোসি সো দিট্ঠিমিধেব সব্বন্তি।৮

অনুবাদ : বিষয়ে আসক্তিহেতু বাদানুবাদ উৎপন্ন হয়। যিনি বিষয়ে

---

[১] পরস্‌স (ক)
[২] পাবা (সী-স্যা-ই)
[৩] পুরেক্খতো (সী)
[৪] অত্তং নিরত্তং (বহুসু)

অনাসক্ত, তাঁর কীভাবে, কেন বাদানুবাদ হইবে? আত্ম-নিরাত্ম কোনোটাই তার নাই। তিনি এই জগতে সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করেন।

দুষ্ট-অষ্টক সূত্র সমাপ্ত।

৪. সুদ্ধট্ঠক সুত্তং—শুদ্ধ-অষ্টক সূত্র

৭৯৪. পস্সামি সুদ্ধং পরমং অরোগং, দিট্ঠেন সংসুদ্ধি নরস্স হোতি;
এবাভিজানং[১] ''পরম''ন্তি ঞত্বা, সুদ্ধানুপস্সীতি পচ্চেতি ঞাণং।১

অনুবাদ : এই জগতে আমি শুদ্ধ, পরম রোগহীন দেখিতেছি; দৃষ্টিতে মানুষের বিশুদ্ধি হয়। এইরূপে অভিজ্ঞাত ও পরম বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া "শুদ্ধানুদর্শী" এইরূপে জ্ঞানত বিশ্বাস করে।

৭৯৫. দিট্ঠেন চে সুদ্ধি নরস্স হোতি, ঞাণেন বা সো পজহাতি দুক্খং;
অঞ্ঞেন সো সুজ্ঝতি সোপধীকো, দিট্ঠী হি নং পাব তথা বদানং। ২

অনুবাদ : দৃষ্টের দ্বারা মানুষের শুদ্ধি হয়, কিংবা সে জ্ঞান দ্বারা দুঃখ বিদূরিত করে। সোপধীক বা পুনর্জন্মে অনুরক্ত অন্য বিষয় দ্বারা সে শুদ্ধ হয়, এরূপে বলিবার জন্য তাকে দৃষ্টি বা দৃষ্টিক বলিয়া থাকে।

৭৯৬. ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ, দিট্ঠে সুতে সীলবতে মুতে বা;
পুঞ্ঞে চ পাপে চ অনূপলিত্তো, অত্তঞ্জহো নযিধ পকুব্বমানো। ৩

অনুবাদ : দৃষ্ট, শ্রুত, শীলব্রত এবং অনুমান ব্যতীত অন্যরূপে অন্য কোনোরূপে ব্রাহ্মণ শুদ্ধি হয় না বলা হইয়াছে। নিজের মিথ্যা বিষয় ত্যাগ করিয়া ইহজগতে আগমন না করিয়া পাপ-পুণ্যে নির্লিপ্ত হন।

৭৯৭. পুরিমং পহায অপরং সিতাসে, এজানুগা তে ন তরন্তি সঙ্গং;
তে উগ্গহাযন্তি নিরস্সজন্তি, কপীব সাখং পমুঞ্চং গহাযং। ৪

অনুবাদ : পূর্বমত পরিহার করিয়া, মতান্তরে লগ্ন হইয়া যারা তৃষ্ণার অনুগামী তারা কখনো বন্ধনমুক্ত হয় না। বানর যেমন এক শাখা ত্যাগ করিয়া অন্য শাখা গ্রহণ করে; সেরূপে তারাও মতবিশেষ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তা পরিত্যাগ করে।

৭৯৮. সযং সমাদায বতানি জন্তু, উচ্চাবচং গচ্ছতি সঞ্ঞসত্তো;
বিদ্বা চ বেদেহি সমেচ্চ ধম্মং, ন উচ্চাবচং গচ্ছতি ভূরিপঞ্ঞো। ৫

অনুবাদ : মানুষ নিজেই ব্রতাদি গ্রহণ করিয়া নানা মতের অনুসারী হয়। কিন্তু বিদ্বান, ভূরিপ্রাজ্ঞগণ জ্ঞান দ্বারা ধর্ম অবগত হইয়া নানা মতের অনুসারী

---

[১] এতাভিজানং (সী-ই)

হন না।

৭৯৯. স সব্বধম্মেসু বিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্‌ঠং ব সুতং মুতং বা;
তমের দস্‌সিং বিবটং চরন্তং, কেনীধ লোকস্মিং বিকপ্পযেয্য। ৬

অনুবাদ : যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, সেইসব ধর্মে যে শত্রুমুক্ত; যার দর্শন শুদ্ধ ও উন্মুক্ত, কেনই-বা সে লোকে কম্পিত হইবে।

৮০০. ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্‌খরোন্তি, অচ্চন্ত সুদ্ধীতি ন তে বদন্তি;
আদান গন্থং গথিতং বিসজ্জ, আসং ন কুব্বন্তি কুহিঞ্চি লোকে। ৭

অনুবাদ : তারা কম্পিত হয় না, পূর্বকৃত বিষয় উৎপন্ন করে না, ইহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে না, আসক্তিবদ্ধ গ্রন্থি বিসর্জন দিয়া জগতে কোনো কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে না।

৮০১. সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্‌স নত্থি, ঞত্বা ব দিস্বা ব[১] সমুগ্গহীতং;
ন রাগরাগী ন বিরাগরত্তো, তস্‌সীধ নত্থী পরমুগ্গহীতন্তি। ৮

অনুবাদ : সীমা অতিক্রমকারী ব্রাহ্মণের জানিয়া ও দেখিয়া কিছুই গৃহীত হয় না। তিনি রাগাসক্তও হন না বিরাগাসক্তও হন না; এই জগতে তার পরম বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কিছুই গৃহীত হয় না।

শুদ্ধ-অষ্টক সূত্র সমাপ্ত।

৫. পরমট্‌ঠক সুত্তং—পরম-অষ্টক সূত্র

৮০২. পরমন্তি দিট্‌ঠিসু পরিব্বসানো, যদুত্তরি কুরুতে জন্তু লোকে;
হীনাতি অঞ্‌ঞে ততো সব্বমাহ, তস্মা বিবাদানি অবীতিবত্তো। ১

অনুবাদ : "ইহাই শ্রেষ্ঠ" এইরূপ দৃষ্টিপোষণকারী লোকেরা জগতে নিজের দৃষ্টি বা ধারণাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ণ করে, অন্য সব বিষয় সে "হীন" বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই কারণে তার বাদানুবাদসমূহ উপশম হয় না।

৮০৩. যদত্তনী পস্‌সতি আনিসংসং, দিট্‌ঠে সুতে সীলবতে মুতে বা;
তদেব সো তত্থ সমুগ্গহায, নিহীনতো পস্‌সতি সব্বমঞ্‌ঞং। ২

অনুবাদ : দৃষ্ট, শ্রুত, শীলব্রত এবং অনুমানে যা নিজের মধ্যে আনিশংস দর্শন করে; তখন সেই ব্যক্তি তা ধারণ করে, অন্যসব হীনরূপে দর্শন করে।

৮০৪. তং বাপি গন্থং কুসলা বদন্তি, যং নিস্‌সিতো পস্‌সতি হীনমঞ্‌ঞং;
তস্মা হি দিট্‌ঠং ব সুতং মুতং বা,সীলব্বতং ভিক্‌খু ন নিস্‌সযেয্য।৩

---

[১] ঞত্বা চ দিস্বা চ (কাসী-ক)

অনুবাদ : যেই বিষয়ে নিশ্রয় করিয়া অন্যদের হীনরূপে দর্শন করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে গ্রন্থি বলেন। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমান এবং শীলব্রত গ্রহণ করিবে না।

৮০৫. দিট্‌ঠিম্পি লোকস্মিং ন কপ্পযেয্য, ঞাণেন বা সীলবতেন বাপি;
সমোতি অত্তানমনূপনেয্য, হীনো ন মঞ্‌ঞেথ বিসেসি বাপি। ৪

অনুবাদ : তিনি জ্ঞান বা শীলব্রত দ্বারা কোনো মতবাদের সৃষ্টি করেন না। নিজেকে তিনি অন্যজনের সমান, হীন কিংবা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।

৮০৬. অত্তং পহায অনুপাদিযানো, ঞাণেপি সো নিস্‌সযং নো করোতি;
স বে বিযত্তেসু[১] ন বগ্গসারী, দিট্‌ঠিম্পি[২] সো ন পচ্চেতি কিঞ্চি। ৫

অনুবাদ : আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক উপাদানশূন্য হইয়া নানা জ্ঞানে তিনি নিশ্রয় করেন না। তিনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের অনুসরণ করেন না, এমনকি কোনো রকম মতও তিনি গ্রহণ করেন না।

৮০৭. যস্‌সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি, ভবাভবায ইধ বা হুরং বা;
নিবেসনা তস্‌স ন সন্তি কেচি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং। ৬

অনুবাদ : এই জগতে যাঁর উভয় অন্তে প্রণিধি (তৃষ্ণা) নাই, ভবাভবে ইহলোক বা পরলোকের প্রতিও যার বাসনা থাকে না। তাঁর কোনো নিবেশন (আসক্তি) থাকে না, এবং তিনি ধর্মসমূহ (মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ) নিরূপণ করিয়া তা ত্যাগ করিতে সক্ষম হন।

৮০৮. তস্‌সীধ দিট্‌ঠে ব সুতে মুতে বা, পকপ্পিতা নত্থি অণূপি সঞ্‌ঞা;
তং ব্রাহ্মণং দিট্‌ঠিমনাদিযানং, কেনীধ লোকস্মিং বিকপ্পযেয্য। ৭

অনুবাদ : যাঁর দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত বিষয়ে প্রকম্পিত অনুমাত্র সংজ্ঞা নেই, সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টি গ্রহণ করে না। কেন সে লোকে কম্পিত হইবে!

৮০৯. ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্‌খরোন্তি, ধম্মাপি তেসং ন পটিচ্ছিতাসে;
ন ব্রাহ্মণো সীলবতেন নেয্যো, পারঙ্গতো ন পচ্চেতি তাদীতি। ৮

অনুবাদ : যারা কম্পিত হয় না, পূর্বকৃত বিষয় উৎপন্ন করে না, তাদের নিকট ধর্মসমূহ গৃহীত হয় না। ব্রাহ্মণ শীলব্রতের দ্বারা চালিত হয় না। তেমন পারগত ব্যক্তি পুনরায় (এ সংসারে) ফিরিয়া আসেন না।

পরম-অষ্টক সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] বিযুত্তেসু (সী-ট্‌ঠ)। দ্বিযত্তেসু (ক)

[২] দিট্‌ঠিমপি (ক)

৬. জরা সুত্তং—জরা সূত্র

৮১০. অপ্পং বত জীবিতং ইদং, ওরং বস্‌সসতাপি মিয্যতি[১],
যো চেপি অতিচ্চ জীবতি, অথ খো সো জরসাপি মিয্যতি। ১

অনুবাদ : এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, একশত বছরের নিচেও মৃত্যু হয়; তার অপেক্ষা দীর্ঘকাল যে বাঁচে সেও বৃদ্ধকালে মরিয়া থাকে।

৮১১. সোচন্তি জনা মমাযিতে, ন হি সন্তি[২] নিচ্চা পরিগ্গহা;
বিনাভাব সন্তমেবিদং, ইতি দিস্বা নাগর'মাবসে। ২

অনুবাদ : জনসাধারণ প্রিয়বস্তুর জন্য শোকগ্রস্ত হয়, পরিগ্রহ নিত্য নয়, সবকিছুই বিরূপভাব প্রাপ্ত হয়, এইরূপে দর্শন করিয়া গৃহে বাস করো না।

৮১২. মরণেনপি তং পহীযতি[৩], যং পুরিসো মমিদন্তি[৪] মঞ্ঞতি;
এতম্পি বিদিত্বা[৫] পণ্ডিতো, ন মমত্তায নমেথ মামকো। ৩

অনুবাদ : লোকে যা 'এইটা আমার' এইরূপ চিন্তা করে, মৃত্যুর সময় তাও ত্যাগ করিয়া যেতে হয়। আমার শাসনানুগামী পণ্ডিত ব্যক্তি এইটা জানিয়া মমত্বে নমিত হয় না।

৮১৩. সুপিনেন যথাপি সঙ্গতং, পটিবুদ্ধো পুরিসো ন পস্‌সতি;
এবম্পি পিযাযিতং জনং, পেতং কালকতং ন পস্‌সতি। ৪

অনুবাদ : স্বপ্নে যা দেখা যায় জাগ্রত হইলে তা আর দেখা যায় না; এইভাবে প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে তাকে আর দেখা যায় না।

৮১৪. দিট্‌ঠাপি সুতাপি তে জনা, যেসং নামমিদং পবুচ্চতি;
নমংযেবা বসিস্‌সতি[৬], অক্‌খেয্যং পেতস্‌স জন্তুনো। ৫

অনুবাদ : যাদের নাম এই জগতে প্রকাশিত হয়; সেই সত্ত্বদের দেখাও যায়, শুনাও যায়। ইহলোকে অবস্থানকারী যেই সত্ত্বগণের নাম বলা হয়, তাদের দেখাও যায়, শুনাও যায়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রকাশিত নামমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তাকে দেখাও যায় না, শুনাও যায় না।

৮১৫. সোকপ্পরিদেব মচ্ছরং[৭] ন জহন্তি গিদ্ধা মমাযিতে;

---

[১] মীযতি (সী। ট্‌ঠ)
[২] ন হিসন্তা (সী)। নহী সন্তি (কত্থচি)
[৩] পহিয্যতি (সী-কং-ক)
[৪] মমযিদন্তি (সী-স্যা-ই) মমাযন্তি (ক)
[৫] এতং দিস্বান (নিদ্দেসে)। এতম্পি বিদিত্ব (?)
[৬] নাম মেবা বসিস্‌সতি (সী-স্যা-ই)।
[৭] সোকপরিদেবমচ্ছরং (সী-স্যা-ই) সোকংপরিদেব মচ্ছরং (?)

তস্মা মুনযো পরিগ্গহং, হিত্বা অচরিংসু খেমদস্সিনো। ৬

অনুবাদ : লোভী, স্বার্থবাদীরা শোক, বিলাপ, মাৎসর্য পরিহার করিতে পারে না। সেই কারণে মুনিগণ (তৃষ্ণা, দৃষ্টি) পরিগ্রহ বা ত্যাগ করিয়া নির্বাণদর্শী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

৮১৬. পতিলীন্চরস্স ভিক্খুনো ভজমানস্স বিবিত্তমাসনং;
সামগ্গিযমাহু তস্স তং, যো অত্তানং ভবনে ন দস্সযে। ৭

অনুবাদ : অনাসক্তভাবে বিচরণকারী ও নির্জনস্থানে সাধনাকারী ভিক্ষু জগতে নিজের পুনর্জন্ম দর্শন করেন না। তাঁকে সম্পূর্ণতা অবস্থা বলা হয়।

৮১৭. সব্বত্থ মুনী অনিস্সিতো, ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিযং;
তস্মিং পরিদেব মচ্ছরং, পণ্ণে বারি যথা ন লিম্পতি[1]। ৮

অনুবাদ : মুনি সর্বত্র অনাশ্রিত, তিনি কোনো বিষয়ে প্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না, অপ্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না। পদ্মপত্রে যেমন জল প্রলিপ্ত হয় না (বা লাগিয়া থাকে না), তেমনি মুনির কাছেও পরিদেবন (বিলাপ), মাৎসর্য (কৃপণতা) লিপ্ত হয় না।

৮১৮. উদবিন্দু যথাপি পোক্খরে, পদুমে বারি যথা ন লিম্পতি;
এবং মুনি নোপলিম্পতি, যদিদং দিট্ঠ সুতং মুতেসু বা। ৯

অনুবাদ : পদ্মে যেমন জল লিপ্ত হয় না, পদ্মপত্রেও জলবিন্দু লিপ্ত হয় না। এইভাবে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানে মুনি সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট হয় না।

৮১৯. ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি, যদিদং দিট্ঠং সুতং মুতেসু বা;
নাঞ্ঞেন বিসুদ্ধিমিচ্ছতি, ন হি সো রজ্জতি নো বিরজ্জতী'তি। ১০

অনুবাদ : এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানে জ্ঞানী (শোধিত) ব্যক্তি তাতে কিছু গুরুত্বারোপ করেন না। অপরের দ্বারা বিশুদ্ধি ইচ্ছা না করিয়া সেই ব্যক্তি রাগহীন এবং বিরাগহীন হন।

জরা সূত্র সমাপ্ত।

৭. তিস্সমেত্তেয্য সুত্তং—তিস্সমেত্তেয্য সূত্র

৮২০. মেথুনমনুযুত্তস্স, (ইচ্চাযস্মা তিস্সো মেত্তেয্যো) বিঘাতং ব্রূহি মারিস;
সুত্বান তব সাসনং, বিবেকে সিক্খিস্সামসে। ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিষ্য মৈত্রেয় বলিলেন, হে মারিস, মৈথুন সেবনকারীর কী ব্যাঘাত হয় তা বর্ণনা করুন? আপনার উপদেশ শুনিয়া

---

[1] লিপ্পতি (সী-ই)

আমরা বিবেকবানে থাকিতে শিক্ষা করিব।

৮২১. মেথুনমনুযুত্তস্স, (মেত্তেয্যাতি ভগবা) মুস্সতে বাপি সাসনং;
মিচ্ছা চ পটিপজ্জতি, এতং তস্মিং অনারিযং। ২

অনুবাদ : ভগবান মৈত্রেয়কে বলিলেন, হে মৈত্রেয়, মৈথুনে অনুরক্তজনের নিকট শাসন (বুদ্ধের উপদেশ) বিস্মৃত হয় এবং সে মিথ্যায় প্রতিপন্ন হয়। তাতে ইহাই অনার্য।

৮২২. একো পুব্বে চরিত্বান মেথুনং যো নিসেবতি,
যানং ভন্তং ব তং লোকে, হীনমাহু পুথুজ্জনং। ৩

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি পূর্বে একাকী বিচরণ করিয়া পরে মৈথুনধর্মে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে জগতে ভ্রান্ত (বা পথহারা) রথের ন্যায় হীন, পৃথগ্‌জন বলা হয়।

৮২৩. যসো কিত্তি চ যা পুব্বে, হাযতে' বাপি তস্স সা,
এতম্পি দিস্বা সিক্খেথ, মেথুনং বিপ্পহাতবে। ৪

অনুবাদ : পূর্বে যা কিছু যশ-কীর্তি থাকে, তার সেইসবই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া মৈথুনধর্ম পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করিবে।

৮২৪. সঙ্কপ্পেহি পরেতো সো, কপণো বিয ঝাযতি;
সুত্বা পরেসং নিগ্‌ঘোসং, মঙ্কু হোতি তথাবিধো। ৫

অনুবাদ : সে সংকল্পে বশীভূত হইয়া কৃপণের ন্যায় চিন্তা করে। পরের নিন্দাবাদ শুনিয়া সে সেইরূপে দ্বিধাগ্রস্ত (উদ্বিগ্ন বা অসন্তুষ্ট) হয়।

৮২৫. অথ সত্থানি কুরুতে, পরবাদেহি চোদিতো,
এস খ্বস্স মহাগেধো, মোসবজ্জং পগাহতি। ৬

অনুবাদ : অতঃপর অপরের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অস্ত্রসমূহ তৈরি করে। সে মিথ্যা ভাষণে নিমজ্জিত হয় এবং এটাই তার মহালোভ।

৮২৬. পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো, একচরিযং অধিট্‌ঠিতো,
অথাপি[1] মেথুনে যুত্তো, মন্দোব পরিকিস্সতি[2]। ৭

অনুবাদ : একাচার্যে বা নির্জনস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে বিদিত বা পরিচিত হয়। পরে মন্দলোকের ন্যায় দুঃখপতিত বা উত্যক্ত হইয়া মৈথুনধর্মে লিপ্ত হয়।

৮২৭. এতমাদীনবং ঞত্বা, মুনি পুব্বাপরে ইধ,
একচরিযং দল্‌হ কযিরা, ন নিসেবেথ মেথুনং। ৮

---

[1] স চাপি (নিদ্দেসে)

[2] পরিকিলিস্সতি (সী)

অনুবাদ : এই আদীনব জানিয়া মুনি এইকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একচর্য পালন করে, মৈথুন সেবনে নিযুক্ত হন না।

৮২৮. বিবেকঞ্ঞেব সিক্খেথ, এতং অরিযানমুত্তমং,
ন তেন সেট্ঠো মঞ্ঞেথ, স বে নিব্বান সন্তিকে। ৯

অনুবাদ : বিবেক অনুশীলন কর, ইহাই আর্যগণের নিকট উত্তম। তদ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করো না, (যে এইরূপ করে) সে অবশ্যই নির্বাণের নিকটে।

৮২৯. রিত্তস্স মুনিনো চরতো, কামেসু অনপেক্খিনো,
ওঘতিণ্নস্স পিহযন্তি, কামেসু গধিতা[১] পজাতি।১০

অনুবাদ : অনাসক্ত মুনি বিচরণকালে কামসমূহে অনপেক্ষাকারী হন। কামে আসক্ত মানুষেরা ওঘ উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে।

তিস্সমেত্তেয্য সূত্র সমাপ্ত।

৮. পসূর সুত্তং—পসূর সূত্র

৮৩০. ইধেব সুদ্ধী ইতি বাদযন্তি[২], নাঞ্ঞেসু ধম্মেসু বিসুদ্ধিমাহু;
যং নিস্সিতা তত্থ সুভং বদানা, পচ্চেকসচ্চেসু পুথূ নিবিট্ঠা। ১

অনুবাদ : তারা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, "ইহাতেই শুদ্ধি"; অন্যধর্মে বিশুদ্ধি নাই। যা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেটাকে তারা শুভ বলিয়া আখ্যা দেয়। তারা বহুল পরিমাণে পৃথক পৃথক সত্যে নিবিষ্ট হয়।

৮৩১. তে বাদকামা পরিসং বিগয্হ, বালং দহন্তী মিথু অঞ্ঞমঞ্ঞং;
বদন্তি তে অঞ্ঞসিতা কথোজ্জং, পসংসকামা কুসলা বদানা। ২

অনুবাদ : বিবাদকামীগণ পরিষদে প্রবেশ করিয়া একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে, মূর্খ বলিয়া বলিয়া দগ্ধ করে। তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রশংসাকামী হইয়া নিজকে দক্ষ বলিয়া ঘোষণা করে।

৮৩২. যুত্তো কথাযং পরিসায মজ্ঝে, পসংসমিচ্ছং বিনিঘাতি হোতি;
অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতি, নিন্দায সো কুপ্পতি রন্ধমেসী। ৩

অনুবাদ : পরিষদ বা সভামধ্যে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসাভিলাষী ব্যক্তি পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়। সে খণ্ডিত বিষয়ে (মতবাদে) অসন্তুষ্ট হয়, সেই

---

[১] গথিতা (সী)

[২] বাদিযন্তি (সী-ই)

পরদোষ অন্বেষী ব্যক্তি নিন্দিত হইয়া কুপিত হয়।

৮৩৩. যমস্‌স বাদং পরিহীনমাহু, অপাহতং পঞ্‌হবিমংসকাসে;
পরিদেবতি সোচতি হীনবাদো, 'উপচ্চগা ম'ন্তি অনুত্থুনাতি।৪

অনুবাদ : প্রশ্ন মীমাংসাকারীগণ (তার) খণ্ডিত মতবাদকে "হীন (পরিহীন) বলিলেন" বলিয়া হীনবাদী (হীনমত পোষণকারী) ব্যক্তি বিলাপ ও অনুশোচনা করে, "আমাকে পরাজিত করিলেন" মনে করিয়া রোদন করিয়া থাকে।

৮৩৪. এতে বিবাদা সমণেসু জাতা, এতেসু উগ্‌ঘাতি নিঘাতি হোতি;
এতম্পি দিস্বা বিরমে কথোজ্জং, ন হ'ঞ্‌ঞদত্থ'ত্থি পসংসলাভা। ৫

অনুবাদ : শ্রমণদের মধ্যে এইভাবে বিবাদ উৎপন্ন হইয়য়া উহাতে জয় পরাজয় ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বাকবিতর্ক হইতে বিরত হইবে, কারণ প্রশংসা লাভে কোনো উপকার নেই।

৮৩৫. পসংসিতো বা পন তত্থ হোতি, অক্‌খায বাদং পরিসায মজ্ঝে;
সো হস্‌সতী উন্নমতি[১] চ তেন, পপ্পুয্য তং অত্থ যথা মনো অহু।৬

অনুবাদ : পরিষদে বা সভার মধ্যে পরবাদ খণ্ডন করিয়া প্রশংসা লাভ হইতে পারে। তাহাতে মন যেমন বলে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে বিজয়ীর হাসি ও আনন্দিত হয়।

৮৩৬. যা উণ্নতী[২] সা'স্‌স বিঘাতভূমি, মানাতিমানং বদতে পনেসো;
এতম্পি দিস্বা ন বিবাদযেথ, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা বদন্তি।৭

অনুবাদ : যাহা আনন্দ তাহা পরাজয়ের ভূমি হয়। সে বিজয়ী ব্যক্তি গর্বযুক্ত বাক্য বলিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বিবাদ করিবে না, কারণ জ্ঞানীরা উহাকে শুদ্ধি বলেন না।

৮৩৭. সূরো যথা রাজখাদায পুট্‌ঠো, অভিগজ্জ'মেতি পটিসূর'মিচ্ছং;
যেনেব সো, তেন পলেহি সূর, পুব্বেব নত্থি যদিদং যুধায। ৮

অনুবাদ : রাজভোগে পালিত সূর (বীর) যেমন গর্জন করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনের ইচ্ছায় অগ্রসর হয়। হে সূর, যেইখানে সেই বিজয়ী তার্কিক সেইখানে যাও। পূর্বে এইরূপ যোধ্যের অস্তিত্ব ছিল না।

৮৩৮. যে দিট্‌ঠিমুগ্গয্হ বিবাদযন্তি[৩] 'ইদমেব সচ্চ'ন্তি চ বাদযন্তি;
তে ত্বং বদস্‌সূ ন হি তেধ অত্থি, বাদম্‌হি জাতে পটিসেনিকত্তা। ৯

---

[১] উণ্নমতী (বহুসু)

[২] উন্নতী (?)

[৩] বিবাদিযন্তি (সী-ই)

অনুবাদ : মিথ্যাদৃষ্টিকে বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া 'এইটা সত্য' এইরূপ যারা বলে; বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাদেরকে বলিবে, 'এইখানে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।'

৮৩৯. বিসেনিকত্বা পন যে চরন্তি, দিট্ঠিহি দিট্ঠিং অবিরুজ্ঝমানা;
তেসু ত্বং কিং লভেথো পসূর, যেসীধ নত্থী পরমুগ্গহীতং। ১০

অনুবাদ : যাহারা শত্রুমুক্ত, দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিতে অপ্রতিরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, এই জগতে কোনো বিষয়ই উত্তমরূপে গ্রহণ করে না। হে পসূর[1], তুমি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী খুজিয়া পাইবে কী করে?

৮৪০. অথ ত্বং পবিতক্কমাগমা, মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তযন্তো;
ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সক্খসি মম্পযাতবেতি।১১

অনুবাদ : মন দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিক বিষয় চিন্তা করিয়া তুমি প্রবিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শোধিত পুদ্গালের (অর্হৎ) সাথে যুগধারণ করিতেছ। কিন্তু তুমি একসাথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে না।

পসূর সূত্র সমাপ্ত।

৯. মাগণ্ডিয সুত্তং[2]—মাগণ্ডিয় সূত্র

[বুদ্ধ এবং মাগণ্ডিয়ের কথোপকথন। মাগণ্ডিয় নিজের কন্যাকে বুদ্ধের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধকে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু বুদ্ধ তাহাতে অসম্মত। মাগণ্ডিয় বলিতেছেন দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান হইতে শুদ্ধিলাভ হয়, অপরপক্ষে বুদ্ধ বলিতেছেন, আধ্যাত্মিক শান্তি হইতে শুদ্ধি লাভ হয়।]

৮৪১. দিস্বান তণ্হং অরতিং রাগঞ্চ[3], নাহোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিং;
কিমেবিদং মুত্তকরীসপুণ্ণং, পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছে। ১

অনুবাদ : তৃষ্ণা, অরতি এবং রাগকে (আসক্তিকে) দেখিয়াও আমার মৈথুনধর্মে (মৈথুন সেবনের জন্য) ইচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই। আর এই মূত্র ও মলপূর্ণ শরীরের কথাই বা কী? আমি পা দিয়াও তা স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।

৮৪২. এতাদিসং চে রতনং ন ইচ্ছসি, নারিং নরিন্দেহি বহূহি পত্থিতং;

---

[1] একজন পরিব্রাজকের নাম।

[2] এখানে সূত্র দুইটা। প্রথমটা মাগণ্ডিয়া সুত্ত দ্বিতীয়টা মাগণ্ডিয় সূত্র। মাগণ্ডিয় হলেন নির্গ্রন্থ পরিব্রাজক। মাগাণ্ডিয়া হলেন কুরুরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ কন্যা। সূত্র দুইটি অসমাপ্ত। ৮৪৩ নং পর্যন্ত মাগণ্ডিয়া সূত্র। তারপর মাগণ্ডিয় সূত্র।

[3] অরতিঞ্চ রাগং (স্যা-ক)

দিট্‌ঠিগতং সীলবতং নু জীবিতং[১], ভবূপপত্তিঞ্চ বদেসি কীদিসং। ২

অনুবাদ : বহু নরপতির আকাঙ্ক্ষিত ঈদৃশ নারীরত্ন যদি আপনি ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আপনি কোন দৃষ্টিগত (দৃষ্টি পোষণকারী), কোন শীলব্রতানুসারে জীবিত, আপনার ভবোৎপত্তিই বা কী রকম তা বর্ণনা করুন।

৮৪৩. ইদং বদামীতি ন তস্‌স হোতি, (মাগণ্ডিয়াতি[২] ভগবা)
ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং;
পস্‌সঞ্চ দিট্‌ঠিসু অনুগ্গহায, অজ্ঝত্তসন্তিং পচিনং অদস্‌সং। ৩

অনুবাদ : (ভগবান বলিলেন, হে মাগণ্ডিয়) আমি বলছি যে, আমার মিথ্যাধর্মসমূহে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ না করিয়া আধ্যাত্মিক শান্তিকে উদ্ঘাটন করিয়াই দর্শন করিয়াছি।

৮৪৪. বিনিচ্ছযা যানি পকপ্পিতানি, (ইতি মাগণ্ডিযো[৩])
তে বে মুনী ব্রূসি অনুগ্গহায;
অজ্ঝত্তসন্তীতি 'যমেতমত্থং, কথং নু ধীরেহি পবেদিতং তং। ৪

অনুবাদ : মাগণ্ডিয় বলিলেন, হে মুনি, প্রকল্পিত বিনিচ্ছয়সমূহ গ্রহণ না করিয়া বলুন। যেই অর্থে আধ্যাত্মিক রাগাদি উপশম হয়, পণ্ডিতগণের দ্বারা তা কীরূপে বিদিত?

৮৪৫. ন দিট্‌ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, (মাগণ্ডিযাতি ভগবা)
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ;
অদিট্‌ঠিযা অস্‌সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন,
এতে চ নিস্‌সজ্জ অনুগ্গহায, সন্তো অনিস্‌সায ভবং ন জপ্পে। ৫

অনুবাদ : ভগবান মাগণ্ডিয়কে বলিলেন, হে মাগণ্ডিয়, দৃষ্টি, শ্রুতি, জ্ঞান ও শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না, এমনকি অদৃষ্টি, অশ্রুতি, অজ্ঞান ও অশীলব্রতাদির দ্বারাও শুদ্ধি লাভ হয় না। ইহা গ্রহণ না করিয়া শান্ত এবং (তৃষ্ণা-দৃষ্টিকে) নিশ্রয় না করিয়া ভব (কাম-রূপ-অরূপভব) জপ বা প্রার্থনা করো না।

৮৪৬. নো চে কির দিট্‌ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, (ইতি মাগণ্ডিযো)
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ;
অদিট্‌ঠিযা অস্‌সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।

---

[১] সীলবতানুজীবিতং (সী-ই-ক)

[২] মাগন্দিযাতি (সী-ই)

[৩] মাগন্দিযো (সী-স্যা-ই)

মঞ্‌ঞামহং মোমুহমেব ধম্মং, দিট্‌ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং। ৬

অনুবাদ : মাগণ্ডিয় বলিলেন, আপনি বলিয়াছেন দৃষ্টি, শ্রুতি, জ্ঞান কিংবা শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না; অদৃষ্টি, অশ্রুতি, শীলহীনতা, ব্রতহীনতা দ্বারাও শুদ্ধি লাভ হয় না। তবে আমি মনে করি 'এইটা আপনার মিথ্যা ধারণা' কোনো কোনো জন দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে।

৮৪৭. দিট্‌ঠঞ্চ নিস্‌সায অনুপুচ্ছমানো (মাগণ্ডিযাতি ভগবা)
সমুগ্গহীতেসু পমোহমাগা[১],
ইতো চ নাদ্দক্‌খি অণুম্পি সঞ্‌ঞং,তস্মা তুবং মোমুহতো দহাসি।৭

অনুবাদ : ভগবান মাগণ্ডিয়কে বলিলেন, তুমি দৃষ্টিতে আশ্রিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমার গৃহীত দৃষ্টিতে তুমি অজ্ঞানতা প্রকাশ করিতেছ; এইসব বিষয়ে তোমার অণুমাত্র জ্ঞান নাই। তাই তুমি মূর্খতা বলে আরোপ বা স্থির করিতেছ।

৮৪৮. সমো বিসেসী উদ বা নিহীনো; যো মঞ্‌ঞতী সো বিবদেথ তেন;
তীসু বিধাসু অবিকম্পমানো, সমো বিসেসীতি ন তস্‌স হোতি। ৮

অনুবাদ : যে নিজেকে অন্যজনের সমান, অপেক্ষাকৃত উত্তম কিংবা হীন বলিয়া চিন্তা করে যে, ওই কারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত তিন প্রকার অবস্থায় যিনি স্থির, তাঁর কাছে সমানও নাই, অপেক্ষাকৃত উত্তমও নাই।

৮৪৯. সচ্চন্তি সো ব্রাহ্মণো কিং বদেয্য, মুসাতি বা সো বিবদেথ কেন;
যস্মিং সমং বিসমং বাপি নত্থি, স কেন বাদং পটিসংযুজেয্য। ৯

অনুবাদ : সেই ব্রাহ্মণ কীরূপে "ইহা সত্য" অথবা "ইহা মিথ্যা" বলিয়া বিবাদে নিযুক্ত হইবেন? যাঁর কাছে সমান ও অসমান কিছুই নাই, সে কী প্রকারে বাক-বিতর্কে রত হইবেন?

৮৫০. ওকং পহায অনিকেতসারী, গামে অকুব্বং মুনি সন্থবানি[২];
কামেহি রিত্তো অপুরেক্‌খরানো, কথং ন বিগ্গয্‌হ জনেন কযিরা। ১০

অনুবাদ : মুনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীনভাবে বিচরণকারী এবং গ্রামে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত। তিনি কামভোগে রিক্ত ও অনুরাগী না হইয়া অন্য লোকের সাথে কলহজনক কথায় লিপ্ত হয় না।

৮৫১. যেহি বিবিত্তো বিচরেয্য লোকে, ন তানি উগ্গয্‌হ বদেয্য নাগো;
জলম্বুজং[৩] কণ্ডক বারিজং যথা, জলেন পঙ্কেন চ অনূপলিত্তং।

---

[১] সমোহ মাগা (স্যা-ক)

[২] সন্ধবানি (ক)

[৩] এলম্বুজং (সী-স্যা)

এবং মুনী সন্তিবাদো অগিদ্ধো, কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তো। ১১

অনুবাদ : যেমন উদকজাত পদ্ম এবং জলজ কণ্ডক (পদ্মমূলের গোলাকার শালুক) জল ও পঙ্কে উপলিপ্ত হয় না; তেমনিভাবে নাগ যেইসব মিথ্যাদৃষ্টি হইতে পৃথক হইয়া জগতে বিচরণ করেন, সেইসব মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ না করিয়া বলেন। এইরূপে মুনি শান্তিবাদী হন, অলোভী হন এবং কাম ও লোকে লিপ্ত হন না।

৮৫২. ন বেদগূ দিট্ঠিযাযকো'[1] ন মুতিযা, স মানমেতি ন হি তম্মযো সো;
ন কম্মুনা নোপি সুতেন নেয্যো, অনূপনীতো স নিবেসনেসু। ১২

অনুবাদ : যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন; দৃষ্টিবিশেষ বা চিন্তাবিশেষ তাহাকে গর্বিত করে না। কারণ, তিনি তাহাতে আচ্ছন্ন নন। কর্ম বা শ্রুতির সাহায্যে তিনি চালিত হন না। তিনি আসক্তিশূন্য।

৮৫৩. সঞ্ঞাবিরত্তস্স ন সন্তি গন্থা, পঞ্ঞাবিমুত্তস্স ন সন্তি মোহা;
সঞ্ঞঞ্চ দিট্ঠিঞ্চ যে অগ্গহেসুং, তে ঘট্টযন্তা[2] বিচরন্তি লোকেতি।১৩

অনুবাদ : সংজ্ঞা বিমুক্তের কোনো গ্রন্থি থাকে না, প্রজ্ঞাবিমুক্তের কোনো মোহ থাকে না। যারা সংজ্ঞা ও দৃষ্টি গ্রহণ করে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে।

মাগণ্ডিয় সূত্র সমাপ্ত।

১০. পুরাভেদ সুত্তং—পুরাভেদ সূত্র

৮৫৪. কথংদস্সী কথংসীলো, উপসন্তোতি বুচ্চতি,
তং মে গোতম পব্রূহি, পুচ্ছিতো উত্তমং নরং। ১

অনুবাদ : কী রকম দৃষ্টি ও শীলসম্পন্নকে 'উপশান্ত' বলা হয়। হে গৌতম, আমি আপনাকে নরশ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তা প্রকাশ করুন।

৮৫৫. বীততণ্হো পুরাভেদা (ইতি ভগবা) পুব্বমন্ত' মনিস্সিতো;
বেমজ্ঝে নুপসঙ্খেয্যো, তস্স নত্থি পুরক্খতং। ২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, দেহত্যাগের পূর্বে যিনি বীততৃষ্ণ হইয়াছেন, যাঁর নিকট অতীত, বর্তমান, সব বিষয় অনিশ্রিত, অনুৎপন্নযোগ্য; তাঁর অনুরাগ (পরিখা) থাকে না।

---

[1] ন বেদগূ দিট্ঠিযা (কাসী-স্যা-ই)

[2] ঘট্ঠমানা (স্যা-ক)

৮৫৬. অক্কোধনো অসন্তাসী, অবিকত্থী অকুক্কুচো,
মন্তভাণী[১] অনুদ্ধতো, স বে বাচাযতো মুনি। ৩

অনুবাদ : যিনি অক্রোধী, ভয়হীন, নিরহংকারী, অনুশোচনাহীন, বাক-কুশলী, অনুদ্ধত এবং যার বাক্য সংযত, তিনিই মুনি।

৮৫৭. নিরাসত্তি অনাগতে, অতীতং নানুসোচতি,
বিবেকদস্সী ফস্সেসু, দিট্ঠীসু চ ন নীযতি[২]। ৪

অনুবাদ : যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অতীতকে নিয়া অনুশোচনা করেন না। তিনি স্পর্শ ও দৃষ্টিসমূহে বিবেকদর্শী হইয়া চালিত হন না।

৮৫৮. পতিলীনো অকুহকো, অপিহালু অমচ্ছরী,
অপ্পগব্ভো অজেগুচ্ছো, পেসুণেয্যে চ নো যুতো। ৫

অনুবাদ : তিনি অসংলগ্ন, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, ঘৃণারহিত, এবং পৈশুন্যমুক্ত।

৮৫৯. সাতিযেসু অনস্সাবী অতিমানে চ নো যুতো,
সণ্হো চ পটিভানবা[৩], ন সদ্ধো ন বিরজ্জতি। ৬

অনুবাদ : তিনি আনন্দজনক বিষয়সমূহে (পঞ্চকামগুণে) নিরানন্দিত এবং অতিমানে যুক্ত নন। তিনি শান্ত (সণ্হো), প্রতিভাবান (প্রত্যুৎপন্নমতি); (তিনি) অনুরক্তও নন, আবার স্বয়ং অনাগ্রহও দেখান না।

৮৬০. লাভকম্যা ন সিক্খতি, অলাভে চ ন কুপ্পতি,
অবিরুদ্ধো চ তণ্হায, রসেসু নানুগিজ্ঝতি। ৭

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি লাভের ইচ্ছায় শিক্ষা করেন না এবং অলাভে কুপিত হন না। তিনি তৃষ্ণার দ্বারা অনুরক্ত না হইয়া রসেও অতিলোভী বা লোভপরায়ণ হন না।

৮৬১. উপেক্খকো সদা সতো, ন লোকে মঞ্ঞতে সমং,
ন বিসেসী ন নীচেয্যো, তস্স নো সন্তি উস্সদা। ৮

অনুবাদ : তিনি উপেক্ষক, সদা স্মৃতিমান। জগতে তিনি অন্যজনের সমান, অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অন্যজনের চেয়ে নীচ মনে করেন না। তাঁর কোনো অহমিকা (উৎসদ) নাই।

৮৬২. যস্স নিস্সযনা[১] নত্থি, ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো,

---

[১] মন্তাভাণী (স্যা-ই)

[২] নিয্যাতি (বহুসু)

[৩] পটিভাণবা (স্যা-ই)

ভবায বিভবায বা, তণ্হা যস্স ন বিজ্জতি। ৯

অনুবাদ : যাঁহার কোনো নিশ্রয় নাই, ধর্ম জানিয়া যিনি অনিশ্রিত, ভবের প্রতি বা বিভবের প্রতি যাঁর কোনো তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই।

৮৬৩. তং ব্রূমি উপসন্তোতি, কামেসু অনপেক্খিনং,
গন্থা তস্স ন বিজ্জন্তি, অতরী সো বিসত্তিকং। ১০

অনুবাদ : যিনি কামে নিরপেক্ষ, তাঁকে আমি উপশান্ত বলি। যাঁহার কোনো গ্রন্থি বিদ্যমান নাই, সেই ব্যক্তি তৃষ্ণা অতিক্রমকারী।

৮৬৪. ন তস্স পুত্তা পসবো, খেত্তং বত্থুঞ্চ বিজ্জতি,
অত্তা বাপি নিরত্তা বা[২], ন তস্মিং উপলব্ভতি। ১১

অনুবাদ : তাঁর পুত্র, পশু, ক্ষেত্র ও বস্তু (জায়গা) কিছুই নাই। আত্মা বা নিরাত্মা তাঁহার কিছুই উপলব্ধ বা অনুভব হয় না।

৮৬৫. যেন নং বজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণা,
তং তস্স অপুরক্খতং, তস্মা বাদেসু নে'জতি। ১২

অনুবাদ : পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা যাহার দ্বারা তাঁহাকে দোষযুক্ত (পাপী) মনে করিয়া থাকে; তাহা (সেই বিষয়) তাঁহার ভক্তির বিষয় নয়, সেই কারণে তিনি বাদানুবাদে উত্তেজিত হন না।

৮৬৬. বীতগেধো অমচ্ছরী, ন উস্সেসু বদতে মুনি,
ন সমেসু ন ওমেসু, কপ্পং নে'তি অকপ্পিযো। ১৩

অনুবাদ : বীতলোভ, মাৎসর্যহীন মুনি নিজেকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, সমশ্রেণিভুক্ত কিংবা নিম্ন শ্রেণিভুক্তও বলেন না বা মনে করেন না (এবং) তিনি কল্প ও অকল্পকে গ্রহণ করেন না।

৮৬৭. যস্স লোকে সকং নত্থি, অসতা চ ন সোচতি,
ধম্মেসু চ ন গচ্ছতি, স বে সন্তোতি বুচ্চতী''তি। ১৪

অনুবাদ : এই জগতে নিজের বলে যাঁহার বা অর্হতের কোনো কিছু নাই, তিনি বিপরিণত বিষয় নিয়া অনুশোচনা করেন না এবং বিভিন্ন ধর্মের মতানুসরণ করেন না। তিনি "শান্ত" বলে বিবেচিত হন।

পুরাভেদ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] নিস্সযতা (সী-স্যা-ই)

[২] অত্তং বাপি নিরত্তং বা (বহুসু)

১১. কলহ বিবাদ সুত্তং—কলহ বিবাদ সূত্র

৮৬৮. কুতোপহূতা কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহমচ্ছরা চ;
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, কুতোপহূতা তে তদিঙ্ঘ ব্রূহি। ১

অনুবাদ : কোথা হইতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হ, দয়া করিয়া তাহা প্রকাশ করুন।

৮৬৯. পিযপ্পহূতো কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহমচ্ছরা চ;
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, মচ্ছেরযুত্তা কলহা বিবাদা।
বিবাদা জাতেসু চ পেসুণানি। ২

অনুবাদ : প্রিয়বস্তু হইতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, মান, অতিমান, পৈশুন্য ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। কলহ ও বিবাদ, মাৎসর্যে যুক্ত হয়। বিবাদ হইতে পৈশুন্যের জন্ম হয়।

৮৭০. পিযা সু[১] লোকস্মিং কুতোনিদানা, যে চাপি[২] লোভা বিচরন্তি লোকে;
আসা চ নিট্ঠা চ কুতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি। ৩

অনুবাদ : জগতে কোথা হইতে প্রিয়বস্তুর উৎপত্তি হয়? যাহারা লোকে বিচরণ করে; তাহাদের লোভ, আশা-অভিপ্রায় কোথা হইতে উৎপত্তি হয়; যাহার কারণে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?

৮৭১. ছন্দানিদানানি পিযানি লোকে, যে চাপি লোভা বিচরন্তি লোকে;
আসা চ নিট্ঠা চ ইতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি। ৪

অনুবাদ : জগতে লোভ, আশা, প্রিয় ও অভিপ্রায় ছন্দ হইতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জগতে বিচরণ করে তাহাদের পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয়।

৮৭২. ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, বিনিচ্ছযা চাপি[৩] কুতোপহূতা;
কোধো মোসবজ্জঞ্চ কথংকথা চ, যে বাপি ধম্মা সমণেন বুত্তা। ৫

অনুবাদ : জগতে ছন্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? বিনিচ্ছয় কোথা হইতে উৎপত্তি হয়? ক্রোধ, মিথ্যাকথা, সংশয়; যেই ধর্মসমূহ শ্রমণ কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে।

৮৭৩. সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকে, তমূপনিস্সায পহোতি ছন্দো;
রূপেসু দিস্বা বিভবং ভবঞ্চ, বিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকে। ৬

অনুবাদ : জগতে যাহাকে সাত (সুখকর) ও অসাত (দুঃখকর) বলা

---

[১] পিযানু (স্যা)। পিযস্সু (ক)
[২] যে বাপি (সী-স্যা-ই)
[৩] বাপি (সী-স্যা-ই)

হইয়াছে, তাহার উপনিশ্রয়েই ছন্দের উৎপত্তি হয়। (সমস্ত) রূপসমূহে বিভব (ক্ষয়) ও ভব (সৃষ্টি) দর্শন করিয়া মানুষ লোকে বিনিচ্ছয় (বিবেচনা) করে।

৮৭৪. কোধো মোসবজ্জঞ্চ কথংকথা চ, এতেপি ধম্মা দ্বযমেব সন্তে;
কথংকথী ঞাণপথায সিক্খে, ঞত্বা পবুত্তা সমণেন ধম্মা। ৭

অনুবাদ : ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহসমূহ উক্ত দুই প্রকার ধর্মে উৎপন্ন হয়। সন্দেহকারী জ্ঞানের মার্গ দ্বারা শিক্ষিত হইবে। শ্রমণ কর্তৃক জ্ঞাত হইয়া এই ধর্মসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৭৫. সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানা, কিস্মিং অসন্তে ন ভবন্তি হেতে;
বিভবং ভবঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং মে পব্রূহি যতোনিদানা। ৮

অনুবাদ : সাত (মনোজ্ঞ) অসাত (অমনোজ্ঞ) কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, কীসের অবর্তমানে তাহা উৎপন্ন হয় না? বিভব, ভব পরমার্থ; এইসবের যেই নিদান তাহা বলুন।

৮৭৬. ফস্সনিদানং সাতং অসাতং, ফস্সে অসন্তে ন ভবন্তি হেতে;
বিভবং ভবঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং তে পব্রূমি ইতোনিদানং। ৯

অনুবাদ : মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ (স্পর্শ) হইতে স্পর্শ উৎপন্ন হয়, স্পর্শের অবর্তমানে, অবিদ্যমানে তাহা সৃষ্ট হয় না। বিভব, ভব, পরমার্থ, এইসবের নিদান এইটা (স্পর্শ) হইতে আমি বলি।

৮৭৭. ফস্সো নু লোকস্মি কুতোনিদানো, পরিগ্গহা চাপি কুতোপহূতা;
কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তমত্থি, কিস্মিং বিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা। ১০

অনুবাদ : জগতে স্পর্শ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? পরিগ্রহ কোথা হইতে সৃষ্টি হয়? কীসের অবিদ্যমানে মমত্ব থাকে না? কী ধ্বংস হইলে স্পর্শসমূহ স্পৃষ্ট হয় না?

৮৭৮. নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সো, ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানি;
ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থি, রূপে বিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা। ১১

অনুবাদ : নামরূপের কারণে স্পর্শের উৎপত্তি, ইচ্ছানিদান হইতে পরিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছার অবিদ্যমানে মমত্ব থাকে না, রূপ ধ্বংস হইলে স্পর্শসমূহও স্পৃষ্ট হয় না।

৮৭৯. কথং সমেতস্স বিভোতি রূপং, সুখং দুখঞ্চাপি[১] কথং বিভোতি;
এতং মে পব্রূহি যথা বিভোতি তং জানিযামাতি[২] মে মনো অহু।১২

অনুবাদ : কীরূপ অবস্থা প্রাপ্তের রূপ ধ্বংস হয়? সুখ ও দুঃখ কীরূপে

[১] দুখং বাপি (সী-স্যা)

[২] জানিস্সামাতি (সী-ক)

ধ্বংস হয়? যেইরূপে ইহার ধ্বংস হয়, তাহা আমাকে প্রকাশ করুন; আমরা সেইটাই জানিয়া নিব। আমার এইটাই মনস্কাম।

৮৮০. ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন বিসঞ্ঞসঞ্ঞী,
নোপি অসঞ্ঞী ন বিভূতসঞ্ঞী;
এবং সমেতস্স বিভোতি রূপং, সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খা। ১৩

অনুবাদ : সংজ্ঞায় সংজ্ঞী হয় না, বিসংজ্ঞীও হয় না; অসংজ্ঞীও হয় না, সংজ্ঞা পরিত্যাগকারীও হয় না; এইভাবে অবস্থানকারীর রূপ ধ্বংস হয়। প্রপঞ্চসমূহ সংজ্ঞার কারণে উৎপন্ন হয়।

৮৮১. যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো, অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি;
এত্তাবতগ্গং নু[১] বদন্তি লোকে, চিত্তস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে।
উদাহু অঞ্ঞম্পি বদন্তি এত্তো। ১৪

অনুবাদ : আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করিতেছি তাহা বলুন—এই জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকেই কী এইরূপে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন, কিংবা অন্যকিছু বলেন?

৮৮২. এত্তাবত'গ্গম্পি বদন্তি হেকে, চিত্তস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে;
তেসং পনেকে সমযং বদন্তি, অনুপাদিসেসে কুসলা বদানা। ১৫

অনুবাদ : এই জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকে এইরূপে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো জন কোনো কোনো সময়ে অনুপাদিশেষকে কুশলবাদী বলে থাকেন।

৮৮৩. এতে চ ঞত্বা উপনিস্সিতাতি, ঞত্বা মুনী নিস্সযে সো বিমংসী;
ঞত্বা বিমুত্তো ন বিবাদ'মেতি, ভবাভবায ন সমেতি ধীরোতি। ১৬

অনুবাদ : মুনি এই উপনিশ্রয় বিষয়সমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই অন্বেষণকারী (উক্ত) ধর্মসমূহ জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত ব্যক্তি বিবাদে যুক্ত হন না। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি ভব হইতে ভবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।

কলহ বিবাদ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] নো (সী-স্যা)

১২. চূলব্যূহ সুত্তং[১]—ক্ষুদ্র ব্যূহ সূত্র

৮৮৪. সকংসকং দিট্ঠি পরিব্বসানা, বিগ্গয্হ নানা কুসলা বদন্তি;
যো এবং জানাতি স বেদি ধম্মং, ইদং পটিক্কোস'মকেবলী সো। ১

অনুবাদ : নিজ নিজ দৃষ্টির অনুগামী হইয়া কলহে নিযুক্ত হইয়া নানাবিধ অকুশল বাক্য ভাষণ করিয়া বলিয়া থাকে—"যে এইরূপে জানে, সেই কেবল ধর্মকে জানে"; এমন মতবাদী ব্যক্তি বিরুদ্ধবাদীকে জ্ঞানহীন বলে কেবল আক্রোশ করিয়া থাকে।

৮৮৫. এবম্পি বিগ্গয্হ বিবাদযন্তি, বালো পরো অক্কুসলোতি[২] চাহু;
সচ্চো নু বাদো কতমো ইমেসং, সব্বেব হীমে কুসলা বদানা। ২

অনুবাদ : তাহারা এইভাবে বিতর্ক করিয়া বিবাদে লিপ্ত হয়, অপরজনকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ বলিয়া থাকে। ইহাদের কোন কথাটি সত্য? ইহারা সকলেই কুসলবাদী (দক্ষ প্রমাণকারী)।

৮৮৬. পরস্স চে ধম্মমনানুজানং, বালো'মকো[৩] হোতি নিহীনপঞ্ঞো;
সব্বেব বালা সুনিহীন পঞ্ঞা, সব্বেবিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা। ৩

অনুবাদ : পরের ধর্ম জ্ঞাত না হইলে (অপরজন) মূর্খ, নীচ ও হীনজ্ঞানসম্পন্ন হয়। ইহারা সকলেই সুনিহীন-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, ইহারা সবাই দৃষ্টিতে অবস্থানকারী।

৮৮৭. সন্দিট্ঠিযা চেব ন বীবদাতা, সংসুদ্ধ পঞ্ঞা কুসলা মুতীমা;
ন তেসং কোচি পরিহীন পঞ্ঞো[৪], দিট্ঠি হি তেসম্পি তথা সমত্তা। ৪

অনুবাদ : বিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সন্দৃষ্টির দ্বারা বিশুদ্ধ হন না। তাঁহারা কোনোজন হীনপ্রাজ্ঞ নন, সেইভাবে তাঁদের দৃষ্টি সম্পাদিত হয়।

৮৮৮. ন বাহমেতং তথিযন্তি[৫] ব্রূমি, যমাহু বালা মিথু অঞ্ঞমঞ্ঞং;
সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চং, তস্মা হি বালোতি পরং দহন্তি। ৫

অনুবাদ : "ইহাই সত্য" আমি এরূপ বলি না। যেইরূপে কলহকারী মূর্খগণ একে অন্যকে বলে। তাহারা আপন আপন দৃষ্টিকে "সত্য" বলিয়া আখ্যা দেয়। সেইকারণে অন্যকে "মূর্খ" বলিয়া অবজ্ঞা করে।

৮৮৯. যমাহু সচ্চং তথিযন্তি একে, তমাহু অঞ্ঞে[১] তুচ্ছং মুসাতি;

---

[১] চূলবিযূহ সুত্তং (সী-স্যা)
[২] অকুসলোতি (সী-স্যা-ই)
[৩] বালোমগো (সী-স্যা-ক)
[৪] কোচিপি নিহীনপঞ্ঞো (সী-স্যা-ক)
[৫] তথিবন্তি (স্যা-ক)

এবম্পি বিগয্হ বিবাদযন্তি, কস্মা ন একং সমণা বদন্তি। ৬

অনুবাদ : কোনো কোনো জন যাহা "প্রকৃত, সত্য" বলে, অন্যেরা তাহা "অপ্রকৃত, মিথ্যা" বলিয়া আখ্যা দেয়। এইভাবে কলহ করিয়া তাহারা বিবাদে লিপ্ত হয়, কেন শ্রমণেরা একরকম কথা বলে না?

৮৯০. একং হি সচ্চং ন দুতীযমত্থি, যস্মিং পজা নো বিবদে পজানং;
নানা তে[২] সচ্চানি সযং থুনন্তি, তস্মা ন একং সমণা বদন্তি। ৭

অনুবাদ : সত্য এক, দ্বিতীয় (আর) নাই; যেই কারণে জ্ঞানী জ্ঞানীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হন না। (তাহারাই বিবাদে লিপ্ত হয়) যাহারা বিবিধ বিষয়কে স্বয়ং "সত্য" বলিয়া প্রশংসা করে; তদ্ধেতু শ্রমণগণ একরকম কথা বলে না।

৮৯১. কস্মা নু সচ্চানি বদন্তি নানা, পবাদিযাসে কুসলা বদানা;
সচ্চানি সুতানি বহূনি নানা উদাহু তে তক্কমনুস্সরন্তি। ৮

অনুবাদ : নিজেদের বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করে বিতণ্ডাকারীগণ কীজন্য নানাসত্য প্রচার করে? অনেক প্রকার ভিন্ন সত্য কি শুনা গিয়াছে, নাকি তাহারা তর্কের অনুসরণ করে?

৮৯২. ন হেব সচ্চানি বহূনি নানা অঞ্ঞত্র সঞ্ঞায নিচ্চানি লোকে;
তক্কঞ্চ দিট্ঠিসু পকপ্পযিত্বা, সচ্চং মুসাতি দ্বযধম্মমাহু। ৯

অনুবাদ : জগতে সংজ্ঞা ছাড়া নানা প্রকার ও বহু প্রকার সত্য, নিত্য বিদ্যমান নাই। দৃষ্ট বা মতবাদকে তর্ক দ্বারা পরিকল্পনা করিয়া সত্য ও মিথ্যা এই দুই ধর্ম প্রচার করে।

৮৯৩. দিট্ঠে সুতে সীলবতে মুতে বা, এতে চ নিস্সায বিমানদস্সী;
বিনিচ্ছযে ঠত্বা পহস্সমানো, বালো পরো অক্কুসলোতি চাহ। ১০

অনুবাদ : দৃষ্ট বিষয়ে, শ্রুত বিষয়ে, শীলব্রতে ও অনুমিত বিষয়সমূহে নিশ্রয় করিয়া ঘৃণাপ্রদর্শনকারী (অসম্মানকারী) আনন্দের সহিত বিনিচ্ছয়সমূহে (বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ে) প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরকে "মূর্খ, অনভিজ্ঞ" বলে থাকে।

৮৯৪. যেনেব বালোতি পরং দহাতি, তেনাতুমানং কুসলোতি চাহ;
সয'মত্তনা সো কুসলোবদানো, অঞ্ঞং বিমানেতি তদেব পাব। ১১

অনুবাদ : যেহেতু সে পরকে "মূর্খ" বলিয়া অভিহিত করে, সেই-হেতু সে নিজেকেই "দক্ষ বা অভিজ্ঞ" বলিয়া থাকে। (যখন) স্বয়ং নিজেকে কুশলবাদী

---

[১] অঞ্ঞেপি (স্যা)। অঞ্ঞে চ (?)

[২] নানাতো (ক)

(কৌশলী) বলিয়া প্রকাশ করে, তখন অন্যকে অবমাননা করিয়া থাকে।

৮৯৫. অতিসার দিট্‌ঠিযাব সো সমত্তো, মানেন মত্তো পরিপুণ্ণমানী;
সযমেব সামং মনসাভিসিত্তো, দিট্‌ঠি হি সা তস্‌স তথা সমত্তা। ১২

অনুবাদ : সে অতিসারদৃষ্টিতে (বা মিথ্যাদৃষ্টিতে) পরিপূর্ণ, মানে উন্মত্ত ও অহংকারে পরিপূর্ণ। সে নিজে নিজেই মনোবৃত্তিতে অভিষিক্ত হয়, (আর) সেই দৃষ্টিই তাহার সম্পাদিত বা পূর্ণ হয়।

৮৯৬. পরস্‌স চে হি বচসা নিহীনো, তুমো সহা হোতি নিহীনপঞ্‌ঞো;
অথ চে সযং বেদগূ হোতি ধীরো, ন কোচি বালো সমণেসু অত্থি। ১৩

অনুবাদ : সে পরের দ্বারা হীন বলিয়া উক্ত হলে নিন্দকারীকে বলিয়া থাকে তুমিও হীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন। অথচ নিজে যদি উচ্চতম জ্ঞানসম্পন্ন ধীর হতো, তাহা হইলে শ্রমণদের মধ্যে কেউই মূর্খ থাকিত না।

৮৯৭. অঞ্‌ঞং ইতো যা'ভিবদন্তি ধম্মং, অপরদ্ধা সুদ্ধি'মকেবলী তে[1],
এবম্পি তিত্থ্যা পুথুসো বদন্তি, সন্দিট্‌ঠিরাগেন হি তে'ভিরত্তা[2]।১৪

অনুবাদ : যাহারা এই ধর্ম হইতে অন্য ধর্মকে অভিবাদন করে, তাহারা ভ্রম হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এইভাবে তির্থীয়গণও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কথা বলে কেন না তাহারা স্বীয় দৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত।

৮৯৮. ইধেব সুদ্ধিং ইতি বাদযন্তি, নাঞ্‌ঞেসু ধম্মেসু বিসুদ্ধিমাহু;
এবম্পি তিত্থ্যা পুথুসো নিবিট্‌ঠা, সকাযনে তত্থ দল্‌হং বদানা। ১৫

অনুবাদ : যাহারা এই ধর্মে শুদ্ধি আছে বলিয়া প্রকাশ করে, অন্য ধর্মসমূহে বিশুদ্ধি নাই বলিয়া প্রকাশ করে; এইভাবে তির্থীয়গণ মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট হইয়া তথায় তাহারা নিজের মতকে দৃঢ় বলিয়া প্রকাশ করে।

৮৯৯. সকাযনে বাপি দল্‌হং বদানো, ক'মেত্থ বালোতি পরং দহেয্য;
সযংব সো মেধগমাবহেয্য[3] পরং বদং বালমসুদ্ধি ধম্মং। ১৬

অনুবাদ : স্বীয় (মতবাদকে) দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়া কেন এই বিষয়ে অপরকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করে? পরকে মূর্খ, অশুদ্ধিধর্মী বলিয়া সে নিজেই বিবাদ আনয়ন করিয়া থাকে।

৯০০. বিনিচ্ছযে ঠত্বা সযং পমায, উদ্ধংস[4] লোকস্মিং বিবাদমেতি;
হিত্বান সব্বানি বিনিচ্ছযানি ন মেধগং কুব্বতি জন্তু লোকেতি। ১৭

---

[1] সুদ্ধিমকেবলীনো (সী)

[2] ত্যাভিরত্তা (স্যা-ক)

[3] মেধকং আবহেয্যে (সী-ই)

[4] উদ্ধং সো (সী-স্যা-ই)

অনুবাদ : বিনিচ্ছয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজে প্রমাণ করিয়া জগতে অনাগত বিষয়ে বিবাদ করিয়া থাকে। সকল বিনিচ্ছয় ত্যাগ করিয়া মানুষ জগতে কলহ করেন না।

ক্ষুদ্র ব্যূহ সূত্র সমাপ্ত।

১৩. মহাব্যূহ সুত্তং—মহাব্যূহ সূত্র

৯০১. যে কেচিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা, ইদমেব সচ্চন্তি বিবাদযন্তি[১];
সব্বেব তে নিন্দমন্বানযন্তি অথো পসংসম্পি লভন্তি তত্থ। ১

অনুবাদ : যাহারা এইসব দৃষ্টিতে পরিচালিত হইয়া 'ইহাই সত্য' বলিয়া বিবাদ করে। তাহারা সকলেই নিন্দিত হয় এবং প্রশংসাও লাভ করে।

৯০২. অপ্পং হি এতং ন অলং সমায, দুবে বিবাদস্স ফলানি ব্রূমি;
এতম্পি দিস্বা ন বিবাদযেথ, খেমা'ভিপস্সং অবিবাদভূমিং। ২

অনুবাদ : ইহা সামান্য, নিবৃত্তির জন্য অনুপযোগী। এই বিবাদের দুইটি ফল আমি বলি। ইহা দেখিয়া বিবাদ করো না। সবাই অবিবাদ-ভূমিকে ক্ষেমরূপে দর্শন কর।

৯০৩. যা কাচিমা সম্মুতিযো পুথুজ্জা, সব্বাব এতা ন উপেতি বিদ্বা;
অনূপযো সো উপযং কিমেয্য, দিট্ঠে সুতে খন্তিমকুব্বমানো। ৩

অনুবাদ : পৃথগ্জনেরা যেইসব সিদ্ধান্তে (বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) সম্মত হয়। জ্ঞানীরা কিন্তু তাহা গ্রহণ করেন না। যিনি উপাদানহীন, তিনি উপাদানে গমন করিবে কি? তিনি দৃষ্টতে, শ্রুতিতে ও ইচ্ছায় চালিত হন না।

৯০৪. সীলুত্তমা সঞ্ঞমেনাহু সুদ্ধিং, বতং সমাদায উপট্ঠিতাসে;
ইধেব সিক্খেম অথস্স সুদ্ধিং ভবূপনীতা কুসলা বদানা। ৪

অনুবাদ : 'শীলই উত্তম' এমন মতবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তাহারা সংযমের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় বলিয়া থাকেন, তাই ব্রত বা কর্তব্য গ্রহণ করিয়া তাহারা সেবাপরায়ণ হন। আমরা ইহা হইতেই শুদ্ধি শিক্ষা করিব। যাহারা ভবে আসক্ত তাহারা নিজেকে দক্ষ বলিয়া ঘোষণা করে।

৯০৫. সচে চুতো সীলবততো হোতি, পবেধতী[২] কম্ম বিরাধযিত্বা;
পজপ্পতী পত্থযতী চ সুদ্ধিং, সত্থাব হীনো পবসং ঘরম্হা। ৫

অনুবাদ : শীলব্রত হইতে চ্যুত হইলে সে কর্ম পরিত্যাগের কারণে

---

[১] বিবাদিযন্তি (সী)

[২] স বেধতি (সী-ই)

কম্পিত হয়। তখন সে গৃহ হইতে বহির্গত প্রবাসের ন্যায় শাস্তা হইতে হীনজনের কাছে পরিশুদ্ধির কামনা ও প্রার্থনা করে।

৯০৬. সীলব্বতং বাপি পহায সব্বং, কম্মঞ্চ সাবজ্জনবজ্জমেতং;
সুদ্ধিং অসুদ্ধিন্তি অপত্থযানো, বিরতো চরে সন্তিমনুগ্গহায। ৬

অনুবাদ : সব শীলব্রত পরিহার করিয়া এবং সাবদ্য (দোষবহ), অনবদ্য (নির্দোষ) উভয় কর্মও ত্যাগপূর্বক শুদ্ধি ও অশুদ্ধির প্রার্থনায় বিরত হইয়া সন্তি বা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় গ্রহণ না করিয়া বিচরণ করেন।

৯০৭. তমূপনিস্সায জিগুচ্ছিতং বা, অথবাপি দিট্ঠং ব সুতং মুতং বা;
উদ্ধংসরা সুদ্ধিমনুত্থুনন্তি, অবীত তণ্হাসে ভবাভবেসু। ৭

অনুবাদ : সেই কৃচ্ছ্রতাকে (জিগুচ্ছিতং) উপনিশ্রয় করিয়া অথবা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত বিষয়কে উপনিশ্রয় করিয়া উদ্ধংসরাবাদী ও অবীততৃষ্ণগণ (তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তিরা) শুদ্ধির জন্য ক্রন্দন বা বিলাপ করিয়া ভবাভবে জন্ম নিয়া থাকে।

৯০৮. পত্থযমানস্স হি জপ্পিতানি, পবেধিতং বাপি পকপ্পিতেসু;
চুতূপপাতো ইধ যস্স নত্থি স কেন বেধেয্য কুহিং ব জপ্পো[১]। ৮

অনুবাদ : জপিত বিষয়সমূহ প্রার্থনাকারীর প্রকম্পনসমূহে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহলোকে যাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই তিনি কীরূপে উৎকণ্ঠিত হইবেন? কিংবা কীরূপে জপ করিবেন?

৯০৯. যমাহু ধম্মং পরমন্তি একে, তমেব হীনন্তি পনাহু অঞ্ঞে;
সচ্চো নু বাদো কতমো ইমেসং, সব্বেব হীমে কুসলা বদানা। ৯

অনুবাদ : যেই ধর্মকে কোনো কোনো জন 'পরম' বলে, সেই ধর্মকে অন্যরা 'হীন' বলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কার কথাটি সত্য? কারণ ইহারা সকলেই কুশলবাদী (নিজেকে দক্ষ প্রমাণকারী)।

৯১০. সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহু, অঞ্ঞস্স ধম্মং পন হীনমাহু;
এবম্পি বিগ্গয্হ বিবাদযন্তি, সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চং। ১০

অনুবাদ : কোনো কোনো (শ্রমণ-ব্রাহ্মণ) নিজের ধর্ম সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, অন্যজনের ধর্ম হীন বলে। (শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ) এইভাবে ভিন্নমতি হইয়া বিতর্ক করিয়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহারা নিজ নিজ মতকে সত্য বলিয়া থাকে।

৯১১. পরস্স চে বম্ভযিতেন হীনো, ন কোচি ধম্মেসু বিসেসি অস্স;
পুথূ হি অঞ্ঞস্স বদন্তি ধম্মং, নিহীনতো সম্হি দল্হং বদানা।১১

---

[১] কুহিঞ্চি জপ্পে (সী-স্যা-ক) কুহিং পজপ্পে (ই)

অনুবাদ : পরের অবজ্ঞায় যদি হীন হয়, তাহা হইলে ধর্মসমূহে কোনো শ্রেষ্ঠ বা পার্থক্য থাকিবে না। বিভিন্ন জনে অন্যের ধর্মকে দৃঢ়ভাবে নীচ বা হীন বলিয়া থাকে।

৯১২. সদ্ধম্মপূজাপি নেসং তথেব, যথা পসংসন্তি সকাযনানি;
সব্বেব বাদা[১] তথিযা[২] ভবেয্যুং, সুদ্ধী হি নেসং পচ্চত্তমেব। **১২**

অনুবাদ : সদ্ধর্মপূজা সত্য বা সঠিক, যেমন নিজের বিষয়াদি (মতবাদাদি) প্রশংসা করা হয়। সকল মতবাদ সত্য হওয়া উচিত, তাহাদের শুদ্ধি স্বতন্ত্র বা পৃথক।

৯১৩. ন ব্রাহ্মণস্‌স পরণেয্যমত্থি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং;
তস্মা বিবাদানি উপাতিবত্তো, ন হি সেট্‌ঠতো পস্‌সতি ধম্মমঞ্‌ঞং।**১৩**

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের পরনির্ভরশীলতা নাই, (তার নিকট) ধর্মসমূহ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করার মতো কিছুই নাই। তাই তিনি বিবাদের অতীত। তিনি অন্যান্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।

৯১৪. জানামি পস্‌সামি তথেব এতং, দিট্‌ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং;
অদ্দক্‌খি চে কিঞ্‌হি তুমস্‌স তেন,অতিসিত্বা অঞ্‌ঞেন বদন্তি সুদ্ধিং।**১৪**

অনুবাদ : আমি ইহা যথার্থভাবে জানি এবং দেখি, কেউ কেউ দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি লাভ সম্ভব বলে বিশ্বাস করে। তদ্বারা আপনি কী দেখিয়াছেন? প্রকৃত শুদ্ধিমার্গকে বাদ দিয়া অন্যভাবে শুদ্ধি বলিয়া থাকে।

৯১৫. পস্‌সং নরো দক্‌খতি[৩] নামরূপং, দিস্বান বা ঞস্‌সতি তানিমেব;
কামং বহুং পস্‌সতু অপ্পকং বা, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা বদন্তি। **১৫**

অনুবাদ : যেই মানুষের দর্শন করিবার শক্তি আছে, সে নামরূপ দর্শন করে। (নামরূপ) দর্শন করিয়া সেই সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। কামকে বহুরূপে দর্শন করিতে নামরূপকে অল্প বলে মনে করে, তদ্বারা পণ্ডিতগণ শুদ্ধিলাভ হয় না বলেন।

৯১৬. নিবিস্‌সবাদী ন হি সুব্বিনাযো, পকপ্পিতং দিট্‌ঠি পুরক্‌খরানো;
যং নিস্‌সিতো তত্থ সুভং বদানো, সুদ্ধিং বদো তত্থ তথদ্দসা সো। **১৬**

অনুবাদ : ভ্রান্ত বিশ্বাসে মতবাদী কোনো বিষয় সহজে বুঝে না, স্বীয় দৃষ্টি

---

[১] সব্বে পবাদা (স্যা)

[২] তথিব (সব্বভ)

[৩] দক্‌খিতি (সী)

বা মতবাদকে প্রাধান্য দিয়া পরিকল্পনা করে যাকে নিশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাকেই শুভ বলে। সে তথায় শুদ্ধি দর্শন করে।

৯১৭. ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খা[১] ন দিট্ঠিসারী নপি ঞাণ বন্ধু;
ঞত্বা চ সো সম্মুতিযো[২] পুথুজ্জা, উপেক্খতী উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে। ১৭

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ কল্পসঙ্খা বা কল্পজ্ঞানের সমীপবর্তী হন না এবং দৃষ্টিসারী (মিথ্যাদৃষ্টি বিশ্বাসী) ও জ্ঞানবন্ধুও হন না। তিনি নিকৃষ্ট (পুথুজ্জা) সম্মুতিসমূহ (বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়) জ্ঞাত হইয়া উদাসীন হন, যদিওবা তাহা অন্যজনে গ্রহণ বা শিক্ষা করে।

৯১৮. বিস্‌সজ্জ গন্থানি মুনীধ লোকে, বিবাদ জাতেসু ন বগ্গসারী;
সন্তো অসন্তেসু উপেক্খকো সো, অনুগ্গহো উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে। ১৮

অনুবাদ : মুনি ইহলোকে গ্রন্থিসমূহ (বন্ধন) পরিত্যাগ করিয়া উৎপন্ন বিবাদসমূহে পক্ষভুক্ত হন না। তিনি অশান্তদের মধ্যে শান্ত, উপেক্ষক ও অনুগ্রহকারী হন, যদিও বা তাহা (গ্রন্থিসমূহ) অন্যজনে গ্রহণ বা শিক্ষা করে।

৯১৯. পুব্বাসবে হিত্বা নবে অকুব্বং, ন ছন্দগূ নোপি নিবিস্‌সবাদী;
স বিপ্পমুত্তো দিট্ঠিগতেহি ধীরো, ন লিপ্পতি[৩] লোকে অনত্তগরহী। ১৯

অনুবাদ : পূর্বের আসবসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নুতন আসবসমূহ গ্রহণ না করিয়া ভ্রান্ত বিশ্বাসে মতবাদী না হইয়া ইচ্ছা চালিত হন না। মিথ্যাদৃষ্টি হইতে বিপ্রমুক্ত সেই ধীর ব্যক্তি নিজেকে অবজ্ঞা না করিয়া জগতে লিপ্ত হন না।

৯২০. স সব্বধম্মেসু বিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্ঠং ব সুতং মুতং বা;
সপন্নভারো মুনি বিপ্পমুত্তো, ন কপ্পিযো নূপরতো ন পত্থিযোতি। ২০

অনুবাদ : তিনি দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত সব ধর্মসমূহে শত্রু বিজয়ী (ৰিসেনিভূতো)। সেই মুনি ভারমুক্ত, বিপ্রমুক্ত; তিনি কল্প বা কল্পনা করেন না, বিরত হন না, প্রার্থনা বা ইচ্ছাও করেন না।

মহাব্যূহ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১] সঙ্খং (সী-স্যা-ই)

[২] সম্মতিযো (স্যা)

[৩] ন লিম্পতি (ক) (স্যা-ই-ক)

১৪. তুবটক সুত্তং—তুবটক সূত্র

৯২১. পুচ্ছামি তং আদিচ্চবন্ধু,[১] বিবেকং সন্তিপদঞ্চ মহেসি;
কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিক্খু, অনুপাদিযানো লোকস্মিং কিঞ্চি। ১

অনুবাদ : হে আদিত্যবন্ধু, আপনার মতো মহর্ষিকে বিবেক ও শান্তিপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কীভাবে ভিক্ষু দর্শন দ্বারা লোকে অনাসক্ত হইয়া নির্বাপিত হন।

৯২২. মূলং পপঞ্চ সঙ্খায, (ইতি ভগবা) মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে[২];
যা কাচি তণ্হা অজ্ঝত্তং, তাসং বিনযা[৩] সদা সতো সিক্খে। ২

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, প্রপঞ্চসংজ্ঞার মূল অস্মি বা আমিকে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে। যাহা কিছু আধ্যাত্ম তৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইসব তৃষ্ণা সদা স্মৃতিমান হইয়া ধ্বংস করিতে শিক্ষা করিবে।

৯২৩. যং কিঞ্চি ধম্মমভিজঞ্ঞা, অজ্ঝত্তং অথ বাপি বহিদ্ধা;
ন তেন থামং[৪] কুব্বেথ, ন হি সা নিব্বুতি সতং বুত্তা। ৩

অনুবাদ : ভিতর অথবা বাইরের সকল প্রকার ধর্ম জ্ঞাত হইবে। তদ্ধেতু গর্বিত হইবে না বা গর্ব করিবে না, কারণ পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্ত বলেন না।

৯২৪. সেয্যো ন তেন মঞ্ঞেয্য, নীচেয্যো অথ বাপি সরিক্খো;
ফুট্ঠো[৫] অনেক রূপেহি, নাতুমানং বিকপ্পযং তিট্ঠে। ৪

অনুবাদ : তদ্ধেতু নিজেকে শ্রেষ্ঠ, হীন অথবা সমান মনে করো না। বহু প্রকারে স্পর্শিত হইয়া নিজে কম্পিত হইয়া স্থিত হইবে না।

৯২৫. অজ্ঝত্তমেবুপসমে, ন অঞ্ঞতো ভিক্খু সন্তিমেসেয্য;
অজ্ঝত্তং উপসন্তস্স, নত্থি অত্তা কুতো নিরত্তা বা। ৫

অনুবাদ : ভিক্ষু অধ্যাত্ম বিষয় উপশম করিয়া অন্য কোথাও বা কোনোটি দ্বারা শান্তি অন্বেষণ করেন না। অধ্যাত্ম বিষয় উপশমকারী ভিক্ষুর আত্মা নাই নিরাত্মা কোথায়?

৯২৬. মজ্ঝে যথা সমুদ্দস্স, ঊমি নো জাযতী ঠিতো হোতি;
এবং ঠিতো অনেজস্স, উস্সদং ভিক্খু ন করেয্য কুহিঞ্চি। ৬

অনুবাদ : সমুদ্রের মধ্যস্থলে যেমন ঢেউ উৎপন্ন হয় না, স্থির থাকে; ঠিক

---

[১] আদিচ্চবন্ধুং (সী-স্যা)

[২] সব্বমুপরুদ্ধে (স্যা-ই-ক)

[৩] বিনযায (?)

[৪] মান

[৫] পুট্ঠো (সী-স্যা-ক)

এরূপেই স্থির, তৃষ্ণাবিমুক্ত ভিক্ষু কোথাও কোনো কিছু উদ্গত (উস্সদং) করেন না।

৯২৭. অকিত্তযী বিবটচক্খু, সক্খি ধম্মং পরিস্সযবিনযং;
পটিপদং চ বদেহি ভদ্দন্তে, পাতিমোক্খং অথ বাপি সমাধিং। ৭

অনুবাদ : উন্মীলিত চক্ষুষ্মান সব প্রত্যক্ষ ভয়নাশী ধর্মের কীর্ত্তন করিলেন। হে ভদন্ত, এখন প্রাতিমোক্ষ বা সমাধিমার্গ সম্পর্কে বলুন।

৯২৮. চক্খূহি নেব লোল'স্স গামকথায আবরযে সোতং;
রসে চ নানুগিজ্ঝেয্য, ন চ মমাযেথ কিঞ্চি লোকস্মিং। ৮

অনুবাদ : চক্ষু দ্বারা লোভ করিবে না, হীনালাপ হইতে শ্রোত্র নিবারণ করিবে। রসসমূহের প্রতি আসক্ত হইও না এবং সংসারের কোনো বিষয়ের প্রতি মমত্ব করিবে না।

৯২৯. ফস্সেন যদা ফুট্ঠস্স, পরিদেবং ভিক্খু ন করেয্য কুহিঞ্চি;
ভবঞ্চ নাভিজপ্পেয্য, ভেরবেসু চ ন সম্পবেধেয্য। ৯

অনুবাদ : ভিক্ষু স্পর্শে স্পৃষ্ট হইলে কিছুতেই পরিদেবন করেন না। তিনি ভব ইচ্ছা করেন না, ভৈরবসমূহে সম্প্রকম্পিত হন না।

৯৩০. অন্নানমথো পানানং খাদনীযানং অথোপি বত্থানং;
লদ্ধা ন সন্নিধিং কযিরা, ন চ পরিত্তসে তানি অলভমানো। ১০

অনুবাদ : তিনি অন্ন, পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র লাভ করিয়া তাহা জমা করেন না। এই সমস্ত জিনিস লাভ না করিলেও তিনি চিন্তাযুক্ত হন না।

৯৩১. ঝাযী ন পাদলোল'স্স, বিরমে কুক্কুচ্চা নপ্পমজ্জেয্য;
অথ আসনেসু সযনেসু, অপ্পসদ্দেসু ভিক্খু বিহরেয্য। ১১

অনুবাদ : ধ্যানী অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণপরায়ণ (লোলুপ) হইবে না, কুকর্ম হইতে বিরত হইয়া প্রমাদহীন হইবে। ভিক্ষু, অধিকন্তু অল্প শব্দযুক্ত স্থানে উপবেশন, শয়ন ও অবস্থান করিবে।

৯৩২. নিদ্দং ন বহুলীকরেয্য, জাগরিযং ভজেয্য আতাপী;
তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং বিপ্পজহে সবিভূসং। ১২

অনুবাদ : কর্মঠ বা উদ্যমী ভিক্ষু নিদ্রাকে বর্ধিত করেন না, জাগরণকে ভজনা (বা অবলম্বন) করেন। (তিনি) তন্দ্রা, মায়া, হাস্য, ক্রীড়া, মৈথুন ও বিভূষণ পরিত্যাগ করেন।

৯৩৩. আথব্বণং সুপিনং লক্খণং, নো বিদহে অথোপি নক্খত্তং;
বিরুতঞ্চ গব্ভকরণং তিকিচ্ছং মামকো ন সেবেয্য। ১৩

অনুবাদ : অতঃপর যাদুবিদ্যা[১], স্বপ্ন, লক্ষণ ও নক্ষত্র বিদ্যায় নিয়োজিত হবে না। ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত ভিক্ষু পশুপক্ষীর শব্দ, গর্ভকরণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় অনুশীলন করবে না।

৯৩৪. নিন্দায নপ্পবেধেয্য, ন উন্নমেয্য পসংসিতো ভিক্‌খু;
লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্য। ১৪

অনুবাদ : ভিক্ষু নিন্দায় কম্পিত হন না, প্রশংসায়ও আনন্দিত হন না। তিনি লোভসহ মাৎসর্য, ক্রোধ ও পৈশুন্য বিদূরিত করেন।

৯৩৫. কযবিক্কযে ন তিট্‌ঠেয্য, উপবাদং ভিক্‌খু ন করেয্য কুহিঞ্চি;
গামে চ নাভিসজ্জেয্য, লাভ কম্যা জনং ন লপযেয্য। ১৫

অনুবাদ : ভিক্ষু ক্রয়-বিক্রয়ে স্থিত বা লিপ্ত হন না, কাউকে অপবাদ করেন না। তিনি গ্রামে অনুরক্ত হন না, লাভের অকাঙ্ক্ষায় জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বলেন না।

৯৩৬. ন চ কত্থিতা সিযা ভিক্‌খু, ন চ বাচং পযুত্তং ভাসেয্য;
পাগব্ভিযং ন সিক্‌খেয্য, কথং বিগ্গাহিকং ন কথযেয্য। ১৬

অনুবাদ : ভিক্ষু অহংকারী হইবে না, লাভেচ্ছায় অনুরক্ত বাক্য ভাষণ করিবে না, প্রগলভতা শিক্ষা করিবে না এবং কলহমূলক কথা বলিবে না।

৯৩৭. মোসবজ্জে ন নীযেথ, সম্পজানো সঠানি ন কযিরা;
অথ জীবিতেন পঞ্‌ঞায, সীলব্বতেন নাঞ্‌ঞমতিমঞ্‌ঞে। ১৭

অনুবাদ : মিথ্যা কথায় নিয়োজিত হইবে না, সম্প্রজ্ঞানে শঠাদি আচরণ করিবে না। জীবিকা, প্রজ্ঞা ও শীলব্রত (প্রভৃতি) বিষয়ে অন্যকে অবজ্ঞা করিবে না।

৯৩৮. সুত্বা রুসিতো বহুং বাচং, সমণানং বা পুথুজনানং[২];
ফরুসেন নে ন পটিবজ্জা, ন হি সন্তো পটিসেনিকরোন্তি। ১৮

অনুবাদ : শ্রমণ এবং পৃথগ্‌জনের বহু প্রকার দূষিত বা নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিলেও কর্কশ কথা বলিবে না, কারণ শান্ত বা পণ্ডিতগণ তাহাতে শত্রুতা বা প্রতিকূল আচরণ করেন না।

৯৩৯. এতঞ্চ ধম্মমঞ্‌ঞায, বিচিনং ভিক্‌খু সদা সতো সিক্‌খে;
সন্তীতি নিব্বুতিং ঞত্বা, সাসনে গোতমস্‌স ন পমজ্জেয্য। ১৯

অনুবাদ : ভিক্ষু এই (দেশিত) ধর্ম জ্ঞাত হইয়া ও পরীক্ষা করিয়া সর্বদা

---

[১] লোককে হাত, পা, শির ছিন্ন ও মৃত দেখাইয়া পুনঃ প্রকৃত এবং জীবিত দেখাইয়া চমৎকৃত করা, তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করা।

[২] পুথুবচনানং (সী-স্যা-ই)

স্মৃতিমান হইয়া শিক্ষা করেন। নিবৃত্তি আছে জ্ঞাত হইয়া গৌতমের শাসনে প্রমত্ত হন না।

৯৪০. অভিভূ হি সো অনভিভূতো, সক্খিধম্ম মনীতিহ মদস্সী;
তস্মা হি তস্স ভগবতো সাসনে,
অপ্পমত্তো সদা নমস্স মনুসিক্খেতি ।২০

অনুবাদ : তিনি অভিভূ (বিজয়ী), অনভিভূত এবং প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম দর্শন করিয়াছেন। তদ্ধেতু তিনি ভগবানের শাসনে অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা শ্রদ্ধাসহকারে শিক্ষা করেন।

তুবটক সূত্র সমাপ্ত।

১৫. অত্ত দণ্ড সুত্তং—আত্মদণ্ড সূত্র

৯৪১. অত্তদণ্ডা ভযং জাতং, জনং পস্সথ মেধগং,
সংবেগং কিত্তযিস্সামি, যথা সংবিজিতং মযা। ১

অনুবাদ : আত্মদণ্ড হইতে ভয় জাত হয়; হে মেধাবী, জনসাধারণকে দর্শন কর। আমার দ্বারা যাহা সংবিদিত, সেই সংবেগ আমি প্রকাশ করিব।

৯৪২. ফন্দমানং পজং দিস্বা, মচ্ছে অপ্পোদকে যথা,
অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে দিস্বা মং ভযামাবিসি। ২

অনুবাদ : অল্পজলে পতিত মাছের ন্যায় কম্পমান সত্ত্ব ও পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে রত সত্ত্বকে দেখিয়া আমি ভয়াবিষ্ট হইয়াছি।

৯৪৩. সমন্তমসারো লোকো, দিসা সব্বা সমেরিতা,
ইচ্ছং ভবনমত্তনো; নাদ্দসাসিং অনোসিতং। ৩

অনুবাদ : সমস্ত জগৎ অসার, সকল দিক কম্পিত; নিজের জন্য (নিরাপদ) ভবন ইচ্ছা করিয়া আমি (একটিও) অনধিকৃত দেখিতে পাইলাম না।

৯৪৪. ওসানেত্বেব ব্যারুদ্ধে, দিস্বা মে অরতী অহু,
অথেত্থ সল্লমদ্দক্খিং, দুদ্দসং হদযনিস্সিতং। ৪

অনুবাদ : এই সমস্ত অবসান, প্রতিবিরুদ্ধ দেখিয়া আমার নিরানন্দভাব উৎপন্ন হইল। অতঃপর সংসারে শল্যরূপ যাহা দেখিলাম তাহা দুর্দর্শ, হৃদয়াশ্রিত।

৯৪৫. যেন সল্লেন ওতিণ্ণো, দিসা সব্বা বিধাবতি,
তমেব সল্লমব্বুয্হ ন ধাবতি ন সীদতি। ৫

অনুবাদ : শল্য দ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তি সকল দিকে ইতস্তত ধাবিত হয়। সেই

শল্য বের করা হইলে এদিক ওদিক ধাবিত হইবে না, পতিত হইবে না।

৯৪৬. তত্থ সিক্খানুগীযন্তি যানি লোকে গধিতানি,
ন তেসু পসুতো সিযা, নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামে;
সিক্খে নিব্বানমত্তনো। ৬

অনুবাদ : জগতে যেই পঞ্চকামগুণ, তথায় বা তাহার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেইসবে আসক্ত হইও না। কাম বা ভোগ বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিয়া নিজে নিজেই নির্বাণ শিক্ষা করিবে।

৯৪৭. সচ্চো সিযা অপ্পগব্ভো অমাযো রিত্ত পেসুণো,
অক্কোধনো লোভ পাপং বেবিচ্ছং বিতরে মুনি। ৭

অনুবাদ : মুনি সত্যবাদী, অপ্রগল্ভ (বিনীত), অমায়াবী (অকুহক), রিক্তপৈশুন্য (পিশুন বাক্য অভাষী) এবং অক্রোধী হইবেন; তিনি লোভরূপ পাপ ও মাৎসর্য বিতারণ করিবেন।

৯৪৮. নিদ্দং তন্দিং সহে থীনং, পমাদেন ন সংবসে,
অতিমানে ন তিট্ঠেয্য, নিব্বানমনসো নরো। ৮

অনুবাদ : নির্বাণকামী ব্যক্তি নিদ্রা, ক্লান্তি (অবসাদ), অলসতা জয় করিবেন; তিনি প্রমাদের সহিত বাস করিবেন না এবং অতিমানেও স্থিত হইবেন না (বা অবস্থান করিবেন না)।

৯৪৯. মোসবজ্জে ন নীযেথ, রূপে স্নেহং ন কুব্বযে,
মানঞ্চ পরিজানেয্য, সাহসা বিরতো চরে। ৯

অনুবাদ : মিথ্যা কথায় চালিত হইবে না, রূপ বা দেহের প্রতি মমত্ব বা স্নেহ করিবে না। অহংকার সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবে এবং তাহা (সাহসা বা প্রচণ্ডতা) হইতে বিরত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে।

৯৫০. পুরাণং নাভিনন্দেয্য, নবে খন্তিং ন কুব্ববে,
হিয্যমানে ন সোচেয্য, আকাসং ন সিতো সিযা। ১০

অনুবাদ : পুরাণকে অভিনন্দন (বা স্পৃহা) করেন না, নূতনকে ইচ্ছা করেন না। হারানোতে অনুশোচনা করেন না, আকাশকে (তৃষ্ণাকে) আশ্রয় করেন না।

৯৫১. গেধং ব্রূমি মহোঘোতি, আজবং ব্রূমি জপ্পনং,
আরম্মণং পকপ্পনং, কামপঙ্কো দুরচ্চযো। ১১

অনুবাদ : আমি আসক্তিকে (গেধং) মহোঘো বলি, আজবকে (পরিশোষণকে) গুজব (জপ্পনং) বলি। আলম্বন, পরিকল্পনা ও কামরূপ পঙ্ক দুরতিক্রম্য।

৯৫২. সচ্চা অবোক্কম্ম[১] মুনি, থলে তিট্‌ঠতি ব্রাহ্মণো,
সব্বং সো[২] পটিনিস্‌সজ্জ, স বে সন্তোতি বুচ্চতি। ১২

অনুবাদ : সত্যে অচ্যুত মুনিই স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ। যাঁহার সব কিছুই পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাকে বলা হয় শান্ত।

৯৫৩. স বে বিদ্বা স বেদগূ, ঞত্বা ধম্মং অনিস্‌সিতো,
সম্মা সো লোকে ইরিযানো, ন পিহেতীধ কস্‌সচি। ১৩

অনুবাদ : তিনিই বিদ্বান, তিনিই বেদজ্ঞ, যিনি ধর্মজ্ঞাত হইয়া অনিশ্রিত হন। তিনিই লোকে সম্যকরূপে বিচরণ করেন যিনি কোনো কিছুতে আসক্ত হন না।

৯৫৪. যো'ধ কামে অচ্চতরি, সঙ্গং লোকে দুরচ্চযং,
ন সো সোচতি নাজ্ঝেতি, ছিন্নসোতো অবন্ধনো। ১৪

অনুবাদ : এই জগতে যিনি দুরতিক্রম্য কাম ও সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি শোক উৎপন্ন করেন না, উৎকণ্ঠিত হন না। তিনি ছিন্নস্রোত ও বাধাহীন।

৯৫৫. যং পুব্বে তং বিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং,
মজ্ঝে চে নো গহেস্‌সসি, উপসন্তো চরিস্‌সসি। ১৫

অনুবাদ : যাহা অতীত তাহা ত্যাগ কর, তোমার ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। যদি বর্তমানকে গ্রহণ না কর তাহা হইলে তুমি উপশান্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে।

৯৫৬. সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমাযিতং,
অসতা চ ন সোচতি, স বে লোকে ন জীযতি। ১৬

অনুবাদ : সকল নামরূপে যাঁহার মমত্ব নাই, যিনি বিপরিণত বিষয়ে অনুশোচনা করেন না, জগতে তিনিই জীর্ণ (হ্রাস) হন না।

৯৫৭. যস্‌স নত্থি 'ইদং মে'তি, পরেসং বাপি কিঞ্চনং,
মমত্তং সো অসংবিন্দং, নত্থি মে'তি ন সোচতি। ১৭

অনুবাদ : 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁহার নাই, পরের জন্যও যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র দাবি নাই, তিনি মমত্বকে অনুভব করেন না এবং বিপরিণত বিষয়েও অনুশোচনা করেন না।

৯৫৮. অনিট্‌ঠুরী অননুগিদ্ধো, অনেজো সব্বধী সমো,
তমানিসংসং পব্রূমি, পুচ্ছিতো অবিকম্পিনং। ১৮

---

[১] অবোক্কমং (নিদ্দেস)

[২] সব্ব সো (স্যা-ক)

অনুবাদ : অনিষ্ঠুর (সদয়), নির্লোভী, তৃষ্ণাবিমুক্ত (ভিক্ষু) সর্বত্র শান্ত। সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে আমি সেই আনিশংস (পুণ্যফল) অবিচলিত ব্যক্তিকে বলি।

৯৫৯. অনেজস্‌স বিজানতো, নত্থি কাচি নিসঙ্খতি,
বিরতো সো বিযারব্‌ভা, খেমং পস্‌সতি সব্বধি। ১৯

অনুবাদ : বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া তৃষ্ণাহীন (ভিক্ষুর) কোনো অভিসংস্কার (নিসঙ্খতি) থাকে না। তিনি অভিসংস্কারসমূহ হইতে (ৰিযারব্ভা) বিরত হইয়া সর্বত্র মোক্ষ বা মুক্তি দর্শন করেন।

৯৬০. ন সমেসু ন ওমেসু, ন উস্‌সেসু বদতে মুনি,
সন্তো সো বীতমচ্ছরো, নাদেতি ন নিরস্‌সতীতি। ২০

অনুবাদ : মুনি নিজেকে সমান, নীচ কিংবা উচ্চ বলেন না। তিনি শান্ত, বীতমাৎসর্য; তিনি গ্রহণও করেন না, বর্জনও করেন না।

আত্মদণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

১৬. সারিপুত্ত সুত্তং—সারিপুত্র সূত্র

৯৬১. ন মে দিট্‌ঠো ইতোপুব্বে, (ইচ্চাযস্মা সারিপুত্তো)
ন সুতো উদ কস্‌সচি;
এবং বগ্গুবদো সত্থা, তুসিতা গণিমাগতো। ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, "তুষিত স্বর্গ হইতে আগত এইরূপ প্রিয়ভাষী শিক্ষক ও গণাচার্য আমি এর পূর্বে কখনো দেখি নাই, তাহার সম্বন্ধে কেউ শুনেও নাই।

৯৬২. সদেবকস্‌স লোকস্‌স, যথা দিস্‌সতি চক্‌খুমা,
সব্বং তমং বিনোদেত্বা, একোব রতিমজ্ঝগা। ২

অনুবাদ : চক্ষুষ্মান সদেবলোক যেইভাবে দর্শন করেন; সেইভাবে সমস্ত তম অপসারণ করিয়া একাকী অভিরমিত হোন।

৯৬৩. তং বুদ্ধং অসিতং তাদিং, অকুহং গণিমাগতং,
বহূনমিধ বদ্ধানং, অত্থি পঞ্‌হেন আগমং। ৩

অনুবাদ : সেই বুদ্ধ অনাসক্ত, তাদী (মহাগুণসম্পন্ন), ন্যায়বান (অকুহং) ও গণী বা শিক্ষক হিসেবে আগত হইয়াছেন। (পক্ষান্তরে) আমি বহুজন ও ভৃত্যগণের জন্য প্রশ্ন নিয়া আগমন করিয়াছি।

৯৬৪. ভিক্‌খুনো বিজিগুচ্ছতো, ভজতো রিত্তমাসনং,
রুক্‌খমূলং সুসানং বা, পব্বতানং গুহাসু বা। ৪

অনুবাদ : ভিক্ষুর অত্যন্ত ঘৃণা করা; রিক্তাসন, বৃক্ষমূল, শ্মশান অথবা পর্বতের গুহায় ভজনা করা।

৯৬৫. উচ্চাবচেসু সযনেসু, কীবন্তো তত্থ ভেরবা,
যেহি ভিক্খু ন বেধেয্য, নিগ্ঘোসে সযনাসনে। ৫

অনুবাদ : বিবিধ শয়নাসনে ভয়ানক শব্দ নির্ঘোষিত হয়, যেইসব ভয়-ভৈরবে ভিক্ষু নির্জন শয়নাসনে কম্পিত হন না।

৯৬৬. কতী পরিস্সযা লোকে, গচ্ছতো অগতং দিসং,
যে ভিক্খু অভিসম্ভবে, পন্তম্হি সযনাসনে। ৬

অনুবাদ : জগতে দুঃখকর বিষয় কয়টি? অগত দিক বা নির্বাণে গমনকারী ভিক্ষু নির্জন শয়নাসনে যেইসব উপদ্রব অতিক্রম করেন।

৯৬৭. ক্যাস্স ব্যপ্পথযো অস্সু, ক্যাস্সস্সু ইধ গোচরা,
কানি সীলব্বতানাস্সু, পহিতত্তস্স ভিক্খুনো। ৭

অনুবাদ : উদ্যমশীল ভিক্ষুর কীরূপ বাক্য বলা উচিত, কীরূপ জায়গায় যাওয়া উচিত। কোন কোন শীলব্রত আচরণ করা উচিত?

৯৬৮. কং সো সিক্খং সমাদায, একোদি নিপকো সতো,
কম্মারো রজতস্সেব, নিদ্ধমে মলমত্তনো। ৮

অনুবাদ : একাগ্রমন, নিপুণ ও স্মৃতিমান হইয়া কোন শিক্ষা গ্রহণপূর্বক তিনি সুবর্ণকারের স্বর্ণময়লা দূরীভূত করিবার ন্যায় নিজের মলিনতা বিদূরিত করেন?

৯৬৯. বিজিগুচ্ছমানস্স যদিদং ফাসু, (সারিপুত্তাতি ভগবা)
রিত্তাসনং সযনং সেবতো চে; সম্বোধিকামস্স যথানুধম্মং,
তং তে পবক্খামি যথা পজানং। ৯

অনুবাদ : (ভগবান সারিপুত্রকে বলিলেন, হে সারিপুত্র,) অত্যন্ত নিন্দাকারীর স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান, রিক্তাসন-শয্যাসন সেবা (বা সেবন) এবং আমার প্রজানিত সম্বোধিকামীর ধর্ম যথানিয়মে তোমাকে বলিব।

৯৭০. পঞ্চন্নং ধীরো ভযানং ন ভাযে, ভিক্খু সতো সপরিযন্তচারী;
ডংসাধিপাতানং সরীসপানং, মনুস্স ফস্সানং চতুপ্পাদানং। ১০

অনুবাদ : ধীর, স্মৃতিমান, পরিপূর্ণকারী ভিক্ষু ডংশ, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, মানবস্পর্শ ও চতুষ্পদ এই পাঁচ প্রকার ভয় করিবে না বা ভয়ে ভীত হইবেন না।

৯৭১. পরধম্মিকানম্পি ন সন্তসেয্য, দিস্বাপি তেসং বহুভেরবানি;
অথাপরানি অভিসম্ভবেয্য, পরিস্সযানি কুসলানু-এসী। ১১

অনুবাদ : পরধর্ম অনুসরণকারীদের অতি ভয়ঙ্কর দেখিয়াও তিনি ভীত হন না। অতঃপর কুশল অন্বেষণকারী সেই দুঃখকর বিষয়সমূহ অতিক্রম করেন।

৯৭২. আতঙ্কফস্‌সেন খুদায ফুট্‌ঠো, সীতং অথুণ্‌হ[১] অধিবাসযেয্য;
সো তেহি ফুট্‌ঠো বহুধা অনোকো, বীরিযং পরক্কম্মদল্‌হং করেয্য। ১২

অনুবাদ : তিনি অসুস্থ, ক্ষুধা ও শীতোষ্ণে সহিষ্ণু হন। তদ্বারা অনেক প্রকারে আক্রান্ত হইলেও গৃহত্যাগী ভিক্ষু বীর্যপরাক্রম দৃঢ় করে।

৯৭৩. থেয্যং ন কারে[২] ন মুসা ভণেয্য, মেত্তায ফস্‌সে তসথাবরানি;
যদাবিলত্তং মনসো বিজঞ্‌ঞা, কণ্‌হস্‌স পক্‌খোতি বিনোদযেয্য। ১৩

অনুবাদ : তিনি চুরি করিবেন না, মিথ্যাকথা বলিবেন না। ভীত, সাহসী সব প্রাণীকে তিনি মৈত্রী দ্বারা স্পর্শ করেন। তিনি মনের আবিলতাকে 'মারের পক্ষ' বলে জানিয়া তাহা ত্যাগ করেন।

৯৭৪. কোধাতিমানস্‌স বসং ন গচ্ছে, মূলম্পি তেসং পলিখঞ্‌ঞ তিট্‌ঠে;
অথপ্পিযং বা পন অপ্পিযং বা, অদ্ধা ভবন্তো অভিসম্ভবেয্য। ১৪

অনুবাদ : তিনি ক্রোধ ও অতিমানের অধীন হন না এবং সেইসবের মূল উৎপাটন করিয়া অবস্থান করেন। প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়কে তিনি অবশ্যই অতিক্রম করেন।

৯৭৫. পঞ্‌ঞং পুরক্‌খত্বা কল্যাণপীতি, বিক্‌খম্ভযে তানি পরিস্‌সযানি;
অরতিং সহেথ সযনম্‌হি পন্তে, চতুরো সহেথ পরিদেব ধম্মে। ১৫

অনুবাদ : প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রাখিয়া, অবস্থান করিয়া প্রীতি প্রমোদ্য উৎপন্ন হয় এবং দুঃখসমূহ ধ্বংস হয়। নির্জন শয়নাসনে অনিচ্ছা বা অরতিকে সহ্য করিবেন, আর চারি প্রকার পরিদেবন বা দৌর্মনস্য ধর্মেও সহনশীল হইবেন।

৯৭৬. কিংসূ অসিস্‌সামি কুব বা[৩] অসিস্‌সং,
দুক্‌খং বত সেত্থ ক্বজ্জ সেস্‌সং;
এতে বিতক্কে পরিদেবনেয্যে, বিনযেথ সেখো অনিকেতচারী। ১৬

অনুবাদ : কী খাইব? কোথায় খাইব? অহো, আজ দুঃখে বা কষ্টে কোথায় শয়ন করিব? এইভাবে এই (ভোজন-শয্যাসন) বিতর্কে পরিদেবন (অনুতাপ) করিয়া থাকে। গৃহত্যাগী শৈক্ষ্য (ভিক্ষু) এইসব হীনবিতর্ক দমন করিবেন।

৯৭৭. অন্নঞ্চ লদ্ধা বসনঞ্চ কালে, মত্তং সো জঞ্‌ঞা ইধ তোসনত্থং;
সো তেসু গুত্তো যতচারি গামে, রুসিতোপি বাচং ফরুসং ন বজ্জা। ১৭

---

[১] অচ্ছুণ্‌হং (সী-স্যা)। অতুণ্‌হং (ক)

[২] ন করেয্য (সী-স্যা-ক)

[৩] কুধ বা (ক) কুথ বা (নিদ্দেস)

অনুবাদ : সৎভাবে অন্ন ও বস্ত্র লাভ করিয়া তিনি সন্তুষ্টির অর্থ, মাত্রা বা পরিমাণ জানিবেন। ওই বিষয়ে সতর্ক হইয়া তিনি সংযমতা অবলম্বন করিয়া গ্রামে বিচরণ করিবেন। রাগান্বিত হইলেও কটু কথার প্রয়োগ করিবেন না।

৯৭৮. ওক্‌খিত্তচক্‌খু ন চ পাদলোলো, ঝানানুযুত্তো বহুজাগরস্‌স;
উপেক্‌খমারব্‌ভ সমাহিতত্তো, তক্কাসযং কুক্কুচ্চিযূপছিন্দে। ১৮

অনুবাদ : চক্ষুসংযত, ধ্যানানুযুক্ত ও বিনিদ্র ভিক্ষু আলস্যপরায়ণ হন না। তিনি উপেক্ষা ও সমাহিত চিত্তে বিতর্ক এবং অকার্য বা পাপকর্ম পরিত্যাগ করেন।

৯৭৯. চুদিতো বচীভি সতিমাভিনন্দে, সব্রহ্মচারীসু খিলং পভিন্দে;
বাচং পমুঞ্চে কুসলং নাতিবেলং, জনবাদধম্মায ন চেতযেয্য। ১৯

অনুবাদ : তিনি উপদেশমূলক কথায় উৎসাহিত হন, সব্রহ্মচারীগণের খিল (মানসিক বাধা) দূর করেন। তিনি কুশল ও কালোচিত কথা বলেন, জনসাধারণের কথায় মনযোগ দেন না।

৯৮০. অথাপরং পঞ্চ রজানি লোকে, যেসং সতীমা বিনযায সিক্‌খে;
রূপেসু সদ্দেসু অথো রস্‌েসু, গন্ধেসু ফস্‌সেসু সহেথ রাগং। ২০

অনুবাদ : অতঃপর স্মৃতিমান (ভিক্ষু) যেইসবের দমন করিতে শিক্ষা করেন, জগতে সেই পাঁচ প্রকার ময়লা; যথা : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শের প্রতি আসক্তি দমন করেন।

৯৮১. এতেসু ধম্মেসু বিনেয্য ছন্দং, ভিক্‌খু সতিমা সুবিমুত্তচিত্তো;
কালেন সো সম্মা ধম্মং পরিবীমংসমানো,
একোদিভূতো বিহনে তমং সোতি। ২১

অনুবাদ : স্মৃতিমান ও সুবিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু এইসব ধর্মে ছন্দ বা ইচ্ছা ধ্বংস করেন। তিনি কালে (সঠিক সময়ে) ধর্মকে সম্যকরূপে বিচার করেন এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্ধকার বিদূরিত করেন। (ইনি ভগবান)।

সারিপুত্ত সূত্র সমাপ্ত।

অষ্টক বর্গ চতুর্থ।

তস্‌সুদ্দানং

কামং গুহঞ্চ দুট্‌ঠা চ, সুদ্ধঞ্চ পরমা জরা,
মেত্তেয্যো চ পসূরো চ, মাগণ্ডি পুরাভেদনং;
কলহং দ্বে চ ব্যূহানি[১], পুনদেব তুবট্‌ঠকং,
অত্তদণ্ডবরং সুত্তং, থেরপুট্‌ঠেন[২] সোলস,
ইতি এতানি সুত্তানি, সব্বানট্‌ঠক বগ্গিকাতি।

----

[১] ব্যূহানি (সী)
[২] থেরপঞ্‌হেন (সী)। সারিপুত্তেন (স্যা)

৫. পারায়ন বগ্গ—প্রধান/অন্তিম বর্গ

১. বত্থুগাথা—পরিচায়ক গাথা

৯৮২. কোসলানং পুরা রম্মা, অগমা দক্খিণাপথং,
আকিঞ্চঞ্ঞং পত্থযানো, ব্রাহ্মণো মন্ত পারগূ। ১

অনুবাদ : আকিঞ্চন আকাঙ্ক্ষী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোশলের রম্যপুরী হইতে দক্ষিণ পথে গমন করিলেন।

৯৮৩. সো অস্সকস্স বিসযে, অলকস্স[১] সমাসনে,
বসি গোধাবরীকূলে, উঞ্ছেন চ ফলেন চ। ২

অনুবাদ : তিনি অলকের পার্শ্ববর্তী অস্সকের রাজ্যে গোধাবরীকুলে ভিক্ষাবৃত্তি ও ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন।

৯৮৪. তস্সেব উপসিস্সায, গামো চ বিপুলো অহু,
ততো জাতেন আযেন, মহাযঞ্ঞমকপ্পযি। ৩

অনুবাদ : সেই অস্সক রাজ্যের অনতিদূরে অবস্থিত বিশাল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন তিনি।

৯৮৫. মহাযঞ্ঞং যজিত্বান, পুন পাবিসি অস্সমং,
তস্মিং পটিপবিট্ঠম্হি, অঞ্ঞো আগঞ্ছি ব্রাহ্মণো। ৪

অনুবাদ : মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া যখন তিনি পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে অন্য একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৯৮৬. উগ্ঘট্টপাদো তসিতো পঙ্কদন্তো রজস্সিরো,
সো চ নং উপসঙ্কম্ম, সতানি পঞ্চ যাচতি। ৫

অনুবাদ : ক্ষত, দগ্ধ পা এবং অপরিষ্কার দাঁত, ধূলিবালি ম্রক্ষিত মস্তক—সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) কাছে গমন করিয়া পাঁচশত মুদ্রা যাচঞা করিলেন।

৯৮৭. তমেনং বাবরী দিস্বা, আসনেন নিমন্তযি,
সুখঞ্চ কুসলং পুচ্ছি, ইদং বচনমব্রবি। ৬

অনুবাদ : তাহাকে দেখিয়া বাবরী আসন গ্রহণ করিতে আহবান করলেন। সুখ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। এরপর এরূপ বলিলেন :

৯৮৮. যং খো মম দেয্যধম্মং, সব্বং বিসজ্জিতং মযা,
অনুজানাহি মে ব্রহ্মে, নত্থি পঞ্চসতানি মে। ৭

---

[১] মূলকস্স (স্যা) মূল্হকস্স (ক)। মলকস্স (নিদ্দেশ)

অনুবাদ : "আমার যাহা কিছু দান করিবার ছিল, সবই দান দেওয়া হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে পাঁচশত মুদ্রা নাই।"

৯৮৯. সচে মে যাচমানস্‌স, ভবং নানুপদস্‌সতি,
সত্তমে দিবসে তুয্‌হং, মুদ্ধা ফলতু সত্তধা। ৮

অনুবাদ : "আমি যাচক, যদি আমার ন্যায় যাচঞাকারীর ইচ্ছা পূরণ না কর, তাহা হইলে সাত দিনে তোমার মস্তক সাত ভাগে বিভক্ত (বিদীর্ণ) হইবে।"

৯৯০. অভিসঙ্খরিত্বা কুহকো, ভেরবং সো অকিত্তযি,
তস্‌স তং বচনং সুত্বা বাবরী দুক্‌খিতো অহু। ৯

অনুবাদ : কুহক (এই ব্রাহ্মণ) ভীতিপ্রদ অভিশাপ প্রদান করিয়া সেরূপ ঘোষণা করিলেন। তার সেই বাক্য শুনে বাবরী দুঃখিত হইলেন।

৯৯১. উস্‌সুস্‌সতি অনাহারো, সোকসল্লসমপ্পিতো,
অথোপি এবং চিত্তস্‌স ঝানে ন রমতী মনো। ১০

অনুবাদ : মনঃকষ্ট, দুঃখশৈল্যে পীড়িত হইয়া ও অনাহারে তাঁহার দেহ শুষ্ক হইল। (অন্যদিকে) এইরূপ চিত্তসম্পন্নের মন ধ্যানে রমিত হয় না।

৯৯২. উত্রস্তং দুক্‌খিতং দিস্বা দেবতা অত্থকামিনী,
বাবরিং উপসঙ্কম্ম, ইদং বচনমব্রবি। ১১

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ বাবরীকে ভীত ও দুঃখিত অবস্থায় দেখিয়া মঙ্গলকামী এক দেবতা তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিলেন :

৯৯৩. ন সো মুদ্ধং পজানাতি, কুহকো সো ধনত্থিকো,
মুদ্ধনি মুদ্ধপাতে বা, ঞাণং তস্‌স ন বিজ্জতি। ১২

অনুবাদ : "সেই ধনপ্রার্থী কুহক ব্রাহ্মণ মস্তক সম্বন্ধে জানে না। মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ জ্ঞান (বিদ্যা) তাহার কাছে বিদ্যমান নাই।"

৯৯৪. ভোতী চরহি জানাসি, তং মে অক্‌খাহি পুচ্ছিতা,
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, তং সুণোম বচো তব। ১৩

অনুবাদ : "মহাশয়, আপনি যদি মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ সম্বন্ধে জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার কাছে প্রকাশ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা সেই সম্বন্ধে আপনার বাক্য শুনব।"

৯৯৫. অহম্পেতং ন জানামি, ঞাণমেত্থ ন বিজ্জতি,

মুদ্ধনি মুদ্ধাধিপাতে চ, জিনানং হেত্থ[১] দস্‌সনং। ১৪

অনুবাদ : "আমিও এইটা জানি না, মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ এইরূপ জ্ঞান আমার উৎপন্ন হয়নি। ইহা বুদ্ধগণেরই জ্ঞাত।"

৯৯৬. অথ কো চরহি জানাতি, অস্মিং পঠবিমণ্ডলে[২],
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, তং মে অক্‌খাহি দেবতে। ১৫

অনুবাদ : "হে দেবতা, তাহা হইলে এই পৃথিবী ভূমণ্ডলে মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ বিষয়ে কে জানেন, তাহা আমাকে প্রকাশ করুন।"

৯৯৭. পুরা কপিলবত্থুম্‌হা, নিক্‌খন্তো লোকনাযকো,
অপচ্চো ওক্কাকরাজস্‌স, সক্যপুত্তো পভঙ্করো। ১৬

অনুবাদ : "পূর্বে ইক্ষাকু রাজবংশজাত সন্তান লোকনায়ক, প্রভাকর, শাক্যপুত্র কপিলবাস্তু নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন।"

৯৯৮. সো হি ব্রাহ্মণ সম্বুদ্ধো, সব্বধম্মান পারগূ,
সব্বাভিঞ্ঞাবলপ্পত্তো, সব্বধম্মেসু চক্‌খুমা;
সব্বকম্মক্‌খযং পত্তো, বিমুত্তো উপধিক্‌খযে। ১৭

অনুবাদ : "হে ব্রাহ্মণ, তিনি সম্বুদ্ধ, সকল ধর্মে পারদর্শী, সকল অভিজ্ঞা বলসম্পন্ন, সকল ধর্মে চক্ষুষ্মান; সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত এবং উপধি ক্ষয়ে বিমুক্ত।"

৯৯৯. বুদ্ধো সো ভগবা লোকে, ধম্মং দেসেতি চক্‌খুমা,
তং ত্বং গন্ত্বান পুচ্ছস্‌সু, সো তে তং ব্যাকরিস্‌সতি। ১৮

অনুবাদ : "তিনি জগতের বুদ্ধ ভগবান, সেই চক্ষুষ্মান ধর্মকে দেশনা করেন। আপনি তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিবেন।"

১০০০. সম্বুদ্ধোতি বচো সুত্বা, উদগ্গো বাবরী অহু,
সোক'স্‌স তনুকো আসি, পীতিঞ্চ বিপুলং লভি। ১৯

অনুবাদ : 'সম্বুদ্ধ' এই বচন শুনে বাবরী আনন্দিত হইলেন। তাঁহার শোক হ্রাস হইল। তিনি বিপুল প্রীতি লাভ করিলেন।

১০০১. সো বাবরী অত্তমনো উদগ্গো, তং দেবতং পুচ্ছতি বেদজাতো,
কতমম্‌হি গামে নিগমম্‌হি বা পন, কতমম্‌হি বা জনপদে লোকনাথো
যত্থ গন্ত্বান পস্‌সেমু[৩], সম্বুদ্ধং দ্বিপদুত্তমং[১]। ২০

---

[১] মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতো চ, জিনানং হেত (সী-স্যা-ই)
[২] পুথবিমন্ডলে (সী-ই)
[৩] গন্ত্বা নমস্‌সেমু (সী-স্যা-ই)

অনুবাদ : হৃষ্ট, উল্লসিত বাবরী ভাবাবেগে এই দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন গ্রামে, নগরে বা জনপদে লোকনাথ অবস্থান করিতেছেন, যেখানে গিয়া আমরা নরোত্তম সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করিতে পারব কি?

১০০২. সাবত্থিযং কোসল মন্দিরে জিনো, পহূত পঞ্‌ঞো বরভূরিমেধসো;
সো সক্যপুত্তো বিধুরো অনাসবো, মুদ্ধাধিপাতস্‌স বিদূ নরাসভো। ২১

অনুবাদ : শ্রাবস্তী নগরের কোশল-মন্দিরে জিন অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রভূত প্রজ্ঞাশালী, শ্রেষ্ঠ, অতিশয় অভিজ্ঞ, শাক্যপুত্র, পণ্ডিত, অনাসব, নরশ্রেষ্ঠ, মস্তক বিদীর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন।

১০০৩. ততো আমন্তযী সিস্‌সে, ব্রাহ্মণে মন্তপারগে,
''এথ মাণবা অক্‌খিস্‌সং, সুণাথ বচনং মম। ২২

অনুবাদ : অতঃপর বাবরী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, এসো, আমার কিছু বলিবার আছে; তাহা শ্রবণ কর।

১০০৪. যস্‌সেসো দুল্লভো লোকে, পাতুভাবো অভিণ্‌হসো,
স্বাজ্জ লোকম্‌হি উপ্পন্নো, সম্বুদ্ধো ইতি বিস্‌সুতো
খিপ্পং গন্ত্বান সাবত্থিং, পস্‌সব্‌হো দ্বিপদুত্তমং''[1]। ২৩

অনুবাদ : জগতে যাঁহার আবির্ভাব দুর্লভ, যিনি পুনঃপুন জন্ম নেন না, তিনি বর্তমানে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সম্বুদ্ধরূপে বিশ্রুত। অবিলম্বে শ্রাবস্তী গমনপূর্বক নরোত্তমকে দর্শন কর।"

১০০৫. কথং চরহি জানেমু, দিস্বা বুদ্ধোতি ব্রাহ্মণ,
অজানতং নো পব্রূহি, যথা জানেমু তং মযং। ২৪

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া তিনি যে বুদ্ধ তা কীরূপে জানিব? আমরা তাঁহাকে জানি না, যেরূপে জানিতে পারি তাহা প্রকাশ করুন।

১০০৬. আগতানি হি মন্তেসু, মহাপুরিস লক্‌খণা,
দ্বত্তিংসানি চ[2] ব্যাক্‌খাতা, সমত্তা অনুপুব্বসো। ২৫

অনুবাদ : শাস্ত্রের মধ্যে মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহ বত্রিশ প্রকারে আনুপূর্বিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১০০৭. যস্‌সেতে হোন্তি গত্তেসু, মহাপুরিস লক্‌খণা,
দ্বেযেব তস্‌স গতিযো, ততিযা হি ন বিজ্জতি। ২৬

অনুবাদ : যাঁহার শরীরে এইসব মহাপুরুষ-লক্ষণ বিদ্যমান, তাঁহার দুই

---

[1] দিপদুত্তমং (সী-স্যা-ই)

[2] দ্বত্তিংসা চ (সী-স্যা-ই)। দ্বত্তিংসতানি (?)

গতিই হয়, তৃতীয় হয় না।

১০০৮. সচে অগারং আবসতি[১], বিজেয্য পথবিং ইমং,

অদণ্ডেন অসত্থেন, ধম্মেন মনুসাসতি। ২৭

অনুবাদ : যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত পৃথিবী জয় করিয়া ধর্মানুসারে শাসন করিবেন।

১০০৯. সচে চ সো পব্বজতি, অগারা অনাগারিযং,

বিবট্টচ্ছদো[২] সম্বুদ্ধো, অরহা ভবতি অনুত্তরো। ২৮

অনুবাদ : যদি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আবরণমুক্ত অনুত্তর সম্বুদ্ধ অর্হৎ হইবেন।

১০১০. জাতিং গোত্তঞ্চ লক্খণং, মন্তে সিস্সে পুনাপরে,

মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, মনসাযেব পুচ্ছথ। ২৯

অনুবাদ : আমার জাতি, গোত্র, লক্ষণ, মন্ত্র এবং অপরাপর শিষ্যগণ সম্বন্ধে আর মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ বিষয়ে (তোমরা) মনে মনে জিজ্ঞাসা করিবে।

১০১১. অনাবরণদস্সাবী যদি বুদ্ধো ভবিস্সতি,

মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, বাচায বিস্সজেস্সতি। ৩০

অনুবাদ : যদি তিনি বুদ্ধ, আবরণমুক্ত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহা হইলে মন দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

১০১২. বাৰরিস্স ৰচো সুত্বা, সিস্সা সোল়স ব্রাহ্মণা।

অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ॥ ৩১

অনুবাদ : বাবরীর বাক্য শুনিলেন ষোলোজন ব্রাহ্মণ শিষ্য, যেমন : অজিত, তিস্সমেত্তেয়, পুন্নক, তৎপরে মেত্তগূ।

১০১৩. ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো।

তোদেয্য-কপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো॥ ৩২

অনুবাদ : ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয়্য, কপ্প এবং পণ্ডিত জতুকন্নী।

১০১৪. ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।

মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥ ৩৩

অনুবাদ : ভদ্রাবুধ উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা ও মহর্ষি পিঙ্গিয়।

---

[১] অজ্ঝাবসতি (ক)

[২] বিবত্তচ্ছদ্দো (সী)।

১০১৫. পচ্চেকগণিনো সব্বে, সব্বলোকস্স ৱিস্সুতা।
ঝাযী ঝানরতা ধীরা, পুব্বৱাসনৱাসিতা॥ ৩৪

অনুবাদ : তাহারা সবাই স্বতন্ত্র গণাচার্য, সর্বলোকের বিশ্রুত; ধ্যানী, ধ্যানরত, জ্ঞানী এবং অতীত সংস্কারজনিত স্মৃতি রক্ষাকারী।

১০১৬. বাৱরিং অভিৱাদেত্বা, কত্বা চ নং পদক্খিণং।
জটাজিনধরা সব্বে, পক্কামুং উত্তরামুখা॥ ৩৫

অনুবাদ : জটাধারী ব্রাহ্মণ সবাই বাবরীকে অভিবাদন করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরমুখী হইয়া প্রস্থান করিলেন।

১০১৭. মল়কস্স পতিট্ঠানং, পুরমাহিস্সতিং[1] তদা।
উজ্জেনিঞ্চাপি গোনদ্ধং, ৱেদিসং ৱনসৱহ্যং॥ ৩৬

অনুবাদ : তথায় প্রথমে অলকের প্রতিষ্ঠান, পরে মাহিস্‌সতি এবং উজ্জেনি, গোনদ্ধ, বেদিস ও বনসব্হয়।

১০১৮. কোসম্বিঞ্চাপি সাকেতং, সাৱত্থিঞ্চ পুরুত্তমং।
সেতব্যং কপিলৱত্থুং, কুসিনারঞ্চ মন্দিরং॥ ৩৭

অনুবাদ : কোশাম্বী, সাকেত, নগরশ্রেষ্ঠ শ্রাবস্তী, সেতব্য কপিলবাস্তু এবং কুশীনারা মন্দির।

১০১৯. পাৱঞ্চ ভোগনগরং, ৱেসালিং মাগধং পুরং।
পাসাণকং চেতিযঞ্চ, রমণীযং মনোরমং॥ ৩৮

অনুবাদ : সমৃদ্ধশালী পাবা নগর, মাগধপুর ও বৈশালী অতিক্রম করিয়া রমণীয় মনোরম পাষাণ-চৈত্যে উপনীত হইলেন।

১০২০. তসিতোৱুদকং সীতং, মহালাভংৱ ৱাণিজো।
ছাযং ঘম্মাভিতত্তোৱ তুরিতা পব্বতমারুহুং॥ ৩৯

অনুবাদ : শীতল জলপ্রার্থী তৃষিতের ন্যায়, মহালাভার্থী বণিকের ন্যায় এবং ছায়ার্থী ঘর্মাভিতপ্তের ন্যায় (তারা) ত্বরিতে পর্বতারোহণ করিলেন।

১০২১. ভগৱা তম্হি সমযে, ভিকখুসজ্ঘপুরকখতো।
ভিকখূনং ধম্মং দেসেতি, সীহোৱ নদতী ৱনে॥ ৪০

অনুবাদ : তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে সিংহনাদে ধর্মদেশনা করিতেছেন।

১০২২. অজিতো অদ্দস বুদ্ধং, পীতরংসিংৱ[2] ভাণুমং।
চন্দং যথা পন্নরসে, পরিপূরং উপাগতং॥ ৪১

---

[1] পুরিমংমাহিস্‌সতিং (সী-ই)। পুরং মাহিস্‌সতিং (স্যা)

[2] বীতরংসিংব (স্যা)। সতরংসীব (ক)। পীতরংসীব (নিদ্দেস)

অনুবাদ : অজিত সোনালীবর্ণ সূর্যের ন্যায়, পঞ্চদশীতে পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন।

১০২৩. অথস্স গত্তে দিস্বান, পরিপূরঞ্চ ব্যঞ্জনং।
একমন্তং ঠিতো হট্ঠো, মনোপঞ্হে অপুচ্ছথ॥ ৪২

অনুবাদ : অতঃপর তাঁর শরীরে পরিপূর্ণ (বত্রিশ মহাপুরুষ) লক্ষণ দেখিয়া আনন্দচিত্তে একান্তে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

১০২৪. ''আদিস্স জম্মনং[১] ব্রূহি, গোত্তং ব্রূহি সলকখণং[২]।
মন্তেসু পারমিং ব্রূহি, কতি ৰাচেতি ব্রাহ্মণো''॥ ৪৩

অনুবাদ : "বাবরীর জন্ম, গোত্র ও লক্ষণ প্রকাশ করুন, কোন কোন মন্ত্রে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কতো মন্ত্র বলিতে পারেন? তাহা প্রকাশ করুন।"

১০২৫. ''ৰীসং ৰস্সসতং আয়ু, সো চ গোত্তেন বাৰরী।
তীণিস্স লকখণা গত্তে, তিণ্ণং ৰেদান পারগূ॥ ৪৪

অনুবাদ : "তাঁহার আয়ু একশ বিশ বছর, গোত্রের নাম বাবরী, দেহে তিন প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ।"

১০২৬. ''লকখণে ইতিহাসে চ, সনিঘণ্ডুসকেটুভে।
পঞ্চসতানি ৰাচেতি, সধম্মে পারমিং গতো''॥ ৪৫

অনুবাদ : "নির্ঘণ্ট ও কেটুভসহ[৩] লক্ষণ এবং ইতিহাসে (পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায়) তিনি পাঁচশ মন্ত্র বলিতে পারেন, স্বধর্মে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত।"

১০২৭. ''লকখণানং পৰিচযং, বাৰরিস্স নরুত্তম।
তন্হচ্ছিদ পকাসেহি, মা নো কঙ্খাযিতং অহু''॥ ৪৬

অনুবাদ : "হে নরোত্তম, তৃষ্ণাবিজয়ী, বাবরীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করুন, যাহাতে আমাদের সংশয় দূর হয়।"

১০২৮. ''মুখং জিৰহায ছাদেতি, উণ্ণস্স ভমুকন্তরে।
কোসোহিতং ৰত্থগুযহং, এৰং জানাহি মাণৰ''॥ ৪৭

অনুবাদ : তিনি জিহ্বা দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিতে পারেন। তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝখানেও কেশ বিদ্যমান, গুহ্যেন্দ্রিয় কোষাবৃত। হে মানব, এরূপই জান।

১০২৯. পুচ্ছঞ্হি কিঞ্চি অসুণন্তো, সুত্বা পঞ্হে ৰিযাকতে।
ৰিচিন্তেতি জনো সব্বো, ৰেদজাতো কতঞ্জলী॥ ৪৮

অনুবাদ : ভগবান কোনো প্রকার প্রশ্ন না শুনিয়া প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিলেন।

---

[১] জপ্পনং (ক)

[২] ব্রূহিস্স লক্খণং (নিদ্দেস)

[৩] বৈদিক অনুষ্ঠানি পদ্ধতি।

ইহাতে জনসাধারণ প্রীতিপূর্ণ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন :

১০৩০. ''কো নু দেৱো ৱা ব্রহ্মা ৱা, ইন্দো ৱাপি সুজম্পতি।
মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, কমেতং পটিভাসতি॥ ৪৯

অনুবাদ : "মনে মনে যিনি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি দেবতা, ব্রহ্মা নাকি সুজাম্পতি ইন্দ্র? কার প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষণ?"

১০৩১. ''মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, বাৱরী পরিপুচ্ছতি।
তং ব্যাকরোহি ভগৱা, কঙ্খং ৱিনয নো ইসে''॥ ৫০

অনুবাদ : "বাবরী মস্তক এবং মস্তক বিদীর্ণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছেন। হে ভগবান, তাহা প্রকাশ করুন। হে ঋষি, আমাদের সন্দেহ অপনোদন করুন।"

১০৩২. ''অৱিজ্জা মুদ্ধাতি জানাহি, ৱিজ্জা মুদ্ধাধিপাতিনী।
সদ্ধাসতিসমাধীহি, ছন্দৱীরিযেন সংযুতা''॥ ৫১

অনুবাদ : "অবিদ্যাই মস্তক, আর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, ছন্দ, বীর্যসংযুক্ত বিদ্যাই মস্তক বিদীর্ণকারী।"

১০৩৩. ততো ৱেদেন মহতা, সন্থম্ভেত্বান মাণৱো।
একংসং অজিনং কত্বা, পাদেসু সিরসা পতি॥ ৫২

অনুবাদ : তখন বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মানব গভীর আনন্দে, শান্তচিত্তে অজিন (পরিধেয় বস্ত্র) একাংশ করিয়া ভগবানের চরণে নতশির হইলেন।

১০৩৪. ''বাৱরী ব্রাহ্মণো ভোতো, সহ সিস্সেহি মারিস।
উদগ্গচিত্তো সুমনো, পাদে ৱন্দতি চকখুম''॥ ৫৩

অনুবাদ : "হে প্রভু, হে চক্ষুষ্মান, হে পূজনীয়, বাবরী ব্রাহ্মণ স্বীয় শিষ্যবর্গের সাথে উদগ্রচিত্ত ও প্রসন্নমনে আপনার চরণে বন্দনা করিছেন।"

১০৩৫. ''সুখিতো বাৱরী হোতু, সহ সিস্সেহি ব্রাহ্মণো।
ত্বঞ্চাপি সুখিতো হোহি, চিরং জীৱাহি মাণৱ॥ ৫৪

অনুবাদ : "ব্রাহ্মণ বাবরী সশিষ্যে সুখী হোক, হে মানব, তুমিও সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।"

১০৩৬. ''বাৱরিস্স চ তুযহং ৱা, সব্বেসং সব্বসংসযং।
কতাৱকাসা পুচ্ছৱেহো, যং কিঞ্চি মনসিচ্ছথ''॥ ৫৫

অনুবাদ : "বাবরীর আর তোমার বা সবার সর্ব সংশয় সম্বন্ধে এই অবসরে ইচ্ছামতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

১০৩৭. সম্বুদ্ধেন কতোকাসো, নিসীদিত্বান পঞ্জলী।
অজিতো পঠমং পঞ্হং, তত্থ পুচ্ছি তথাগতং॥ ৫৬

অনুবাদ : সম্বুদ্ধের অনুমতি পাইয়া করজোড়ে উপবেশন করিয়া অজিত তখন

তথাগতকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরিচায়ক গাথা সমাপ্ত।

২. অজিত মাণব পুচ্ছা—অজিত মানব প্রশ্ন

১০৩৮. "কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো] কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভযং"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বলিলেন, কী কারণে লোক (জগৎ) আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তাহা প্রকাশ করুন।

১০৩৯. "অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুকখমস্স মহব্ভযং"॥ ২

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বলিলেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। আমি এরূপই বলি।

১০৪০. "সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো] সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে[1]"॥ ৩

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বলিলেন, সর্বত্র (আয়তনাদিতে) স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কীভাবে স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়? তাহা বলুন।

১০৪১. "যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা] সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে"॥ ৪

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বলিলেন, এই জগতে যেইসব স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই সেইসবের নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা এইসব স্রোত রুদ্ধ হয়। আমি এরূপই বলি।

১০৪২. "পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো] নামরূপঞ্চ মারিস।
এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতি"॥ ৫

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বলিলেন, হে প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এইগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়? আমি এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা ব্যক্ত করুন।

---

[1] পিথিয্যরে (সী-স্যা-ই) পিথীযরে (সী। অট্ঠ) পিধীযরে (?)

১০৪৩. "যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি"॥ ৬

অনুবাদ : হে অজিত, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তার উত্তরে বলছি। যেইভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তাহা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়।

১০৪৪. "যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস"॥ ৭

অনুবাদ : এই জগতে যাহারা সঙ্খাতধর্মী, শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁহাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে প্রভু, দয়া করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করুন।

১০৪৫. "কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিকখু পরিব্বজে"তি॥ ৮

অনুবাদ : কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মনস্ক, সর্বধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হইয়া ভিক্ষু বিচরণ করেন।

অজিত মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৩. তিস্‌সমেত্তেয্য মাণব পুচ্ছা—তিস্‌সমেত্তেয়্য মানব প্রশ্ন

১০৪৬. "কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
কো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি[১]।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা"তি॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিষ্যমেত্তেয় বলিলেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাহাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত?

১০৪৭. "কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা] ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা॥ ২

অনুবাদ : ভগবান মেত্তেয়কে বলিলেন, হে মেত্তেয়, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলতাহীন।

১০৪৮. "সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।

---

[১] লিম্পতি (ক)

তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা’’তি॥ ৩

অনুবাদ : প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া যিনি উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, এই জগতে তিনিই লোভাতীত; তাঁহাকে আমি মহাপুরুষ বলি।

তিস্‌সমেত্তেয্য মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৪. পুণ্ণক মাণব পুচ্ছা সুত্তং—পুন্নক মানব প্রশ্ন

১০৪৯. ‘‘অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো] অত্থি[১] পঞ্হেন আগমং।
কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা, খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে, পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বলিলেন, বীততৃষ্ণ, মূলদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছি। কীসের আকাঙ্ক্ষায় এই জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমি ভগবানকে এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে ব্যক্ত করুন।

১০৫০. ‘‘যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে, আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং[২]।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু’’॥ ২

অনুবাদ : হে পুন্নক, এইসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যাহারা এই জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহারা জরায় আশ্রিত হইয়া এইখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিা থাকেন।

১০৫১. ‘‘যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস, পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥ ৩

অনুবাদ : হে প্রভু, এইসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যাহারা এই জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তাহারা কি

---

[১] অত্থী (স্যা)

[২] ইত্থভাবং (সী-স্যা)

যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হইয়া জন্ম ও জরা হইতে উত্তীর্ণ হন? হে ভগবান, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, দয়া করিয়া প্রকাশ করুন।

১০৫২. "আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং, তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি"॥ ৪

অনুবাদ : হে পুন্নক, যাহারা আশা করিয়া, প্রশংসা করিয়া, বাসনা করিয়া, ত্যাগ করিয়া এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হইয়া যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তাহারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করিতে অক্ষম, আমি এইরূপই বলি।

১০৫৩. "তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥ ৫

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বলিলেন, হে প্রভু, যদি এইসব যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহা হইলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হইতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবান, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা প্রকাশ করুন।

১০৫৪. "সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি[১], [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥ ৬

অনুবাদ : জগতে সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমি এইরূপ বলি।

পুণ্ণক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৫. মেত্তগূ মাণব পুচ্ছা—মেত্তগূ মানব প্রশ্ন

১০৫৫. "পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ] মঞ্ঞামি তং ৰেদগুং ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে, যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মেত্তগূ বলিলেন, "হে ভগবান, আমি আপনাকে

---

[১] পরোবরানি (সী-স্যা)

ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এই জগতে যেই সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তাহা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন।

১০৫৬. ‘‘দুক্খস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰক্খামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুক্খা, যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥ ২

অনুবাদ : ভগবান মেত্তগূকে বলিলেন, হে মেত্তগূ, তুমি দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। সেই বিষয়ে আমি যেইরূপ জ্ঞাত তাহা তোমাকে বলিব। উপধি হইতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়।

১০৫৭. ‘‘যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি, পুনপ্পুনং দুক্খমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা, দুক্খস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী’’॥ ৩

অনুবাদ : যেই মূঢ়, অজ্ঞানী উপধি সৃষ্টি করে, সে পুনঃপুন দুঃখের অধীন হয়। তদ্ধেতু দুঃখের উৎপন্ন জ্ঞাত হইয়া উপধি সৃষ্টি করিবে না।

১০৫৮. ‘‘যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো, অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম[১] তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
‘কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ’।
তং মে মুনি সাধু ৰিযাকরোহি, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো’’॥ ৪

অনুবাদ : আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করিতেছি, তাহা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীগণ কীভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? হে মুনি, তাহা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। অধিকন্তু, এই ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত।

১০৫৯. ‘‘কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা] দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং’’॥ ৫

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, যেই ধর্ম দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়, সেই ধর্ম প্রকাশ করিব। যাহা বিদিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া, জগতে অবস্থান করিয়া তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

১০৬০. ‘‘তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং’’॥ ৬

অনুবাদ : হে মহার্ঘ, আমি (আপনার) সেই উত্তম ধর্মের অভিনন্দন করি, যাহা জ্ঞাত হইয়া, স্মৃতিমান আসক্তি অতিক্রম করিয়া জগতে অবস্থান করেন।

---

[১] পুচ্ছামি (সী-ই)

১০৬১. "যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ, পনুজ্জ ৰিঞ‍্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে॥ ৭

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, তুমি উপরে, নিচে এবং মধ্যে যাহা কিছু জান; তাহাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তাই এইসব পরিত্যাগ করিয়া ভবে অবস্থান করো না।

১০৬২. "এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো, ভিক্খু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুক্খং"॥ ৮

অনুবাদ : এইরূপ অবস্থানকারী, স্মৃতিমান, অপ্রমত্ত ভিক্ষু বিদ্বান হইয়া আসক্তি, জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন, দুঃখ পরিহার করিয়া বিচরণ করেন।

১০৬৩. "এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো, সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুক্খং, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥ ৯

অনুবাদ : আমি মহর্ষির এই বাক্য অভিনন্দন করি। হে গৌতম, উপধি হইতে মুক্তি (আপনার দ্বারা) সুব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবশ্যই ভগবান দুঃখমুক্ত হইয়াছেন। তাই এই ধর্ম আপনার সুবিদিত।

১০৬৪. "তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুক্খং, যে ত্বং মুনি অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ, অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য"॥ ১০

অনুবাদ : হে মুনি, আপনি যাহাদেরকে অনুক্ষণ উপদেশ দিবেন, তাহারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করিবেন। হে নাগ, আমি উপস্থিত হইয়া আপনাকে নমস্কার করিতেছি, ভগবান নিশ্চয় আমাকে অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করিবেন।

১০৬৫. "যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ‍্ঞা, অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি, তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো॥ ১১

অনুবাদ : যেই ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞানে অভিজ্ঞাত, আকিঞ্চন ও কামভবে অনাসক্ত; তিনি নিঃসন্দেহে এই ওঘ অতিক্রম করিয়াছেন এবং অখিল ও সংশয়হীন হইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১০৬৬. "ৰিদ্বা চ যো[১] ৰেদগূ নরো ইধ, ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥ ১২

অনুবাদ : এই জগতে যিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী নর তিনি ভবাভবে আসক্তি বর্জন করেন। তিনি বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত ও তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছেন; তাঁহাকে আমি

---

[১] সো (সী-স্যা-ই)

জন্ম-জরা উত্তীর্ণ বলি ।

মেত্তগূ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৬. ধোতক মাণব পুচ্ছা—ধোতক মানব প্রশ্ন

১০৬৭. "পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিকেখ নিব্বানমত্তনো"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান ধোতক বলিলেন, হে ভগবান, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন। হে মহর্ষি, আমি আপনার বচনপ্রার্থী। আপনার নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করিয়া (আমি যেন) স্বীয় রাগ-দ্বেষাদি নির্বাপণের জন্য শিক্ষা করিতে পারি।

১০৬৮. "তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা] ইধেৰ নিপকো সতো।
ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিকেখ নিব্বানমত্তনো"॥ ২

অনুবাদ : ভগবান ধোতককে বলিলেন, হে ধোতক, তাহা হইলে উৎসাহিত হও। ইহলোকে পণ্ডিত, স্মৃতিমান হইয়া এই নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করিয়া স্বীয় নির্বাণধর্ম শিক্ষা কর।

১০৬৯. "পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে, অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু, পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি"॥ ৩

অনুবাদ : আমি দেব-মনুষ্যলোকে শূন্য হইয়া বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখিতেছি। তজ্জন্য হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে শাক্যমুনি, আমাকে সংশয় হইতে মুক্ত করুন।

১০৭০. "নাহং সহিস্সামি[১] পমোচনায, কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং অভিজানমানো[২], এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি"॥ ৪

অনুবাদ : হে ধোতক, এই জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাহাকে মুক্ত করিতে পারিব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এইভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হইবে।

১০৭১. "অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো, ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো, ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যং"॥ ৫

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হইয়া আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ

---

[১] সমিস্সামি (স্যা)। সমীহাসি (ই)

[২] আজানমানো (সী-স্যা-ই)।

শিক্ষা দিন। তাহা জ্ঞাত হইয়া আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হইয়া এই জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে পারি।

১০৭২. "কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা] দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং"॥ ৬

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, হে ধোতক, জগতে যে শান্তি দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করিব যা বিদিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, তৃষ্ণা জয় করিয়া জগতে অবস্থান করিতে পারবে।

১০৭৩. "তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং"॥ ৭

অনুবাদ : ধোতক ভগবানকে বলিলেন, হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি, আমি আপনার এই বচনকে অভিনন্দন করিতেছি। যাহা বিদিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, তৃষ্ণাকে জয় করিয়া এই জগতে অবস্থান করা সম্ভব।

১০৭৪. "যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে, ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হ"ন্তি॥ ৮

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, হে ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, তাহা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হইয়া ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না।

ধোতক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৭. উপসীব মাণব পুচ্ছা—উপসীব মানব প্রশ্ন

১০৭৫. "একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচকখু, যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বলিলেন, হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হইয়া মহোঘ অতিক্রম করিতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যেই আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করিতে পারি তাহা প্রকাশ করুন।

১০৭৬. "আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি, তণ্হকখযং নত্তমহাভিপস্স"[১]॥ ২

[১] রত্তমহাভিপস্স (স্যা)। রত্তমহংবিপস্স (ক)

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বলিলেন, হে উপসীব, আকিঞ্চন দর্শন করিয়া, স্মৃতিমান হইয়া "কিছুই নেই"-তে নিশ্রিত হইয়া ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও।

১০৭৭. "সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমে ৰিমুত্তো[১], তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী[২]"॥ ৩

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বলিলেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কি গতিহীন হইয়া অবস্থান করেন?

১০৭৮. "সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমে ৰিমুত্তো, তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী"॥ ৪

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বলিলেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, আকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হইয়া তথায় অবস্থান করেন।

১০৭৯. "তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী, পূগম্পি ৰস্সানং সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্স"॥ ৫

অনুবাদ : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হইয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশ জনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়?

১০৮০. "অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা[৩], [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো, অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং"॥ ৬

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বলিলেন, হে উপসীব, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেইভাবে নিভিয়া যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেইভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন।

১০৮১. "অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি, উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"॥ ৭

অনুবাদ : তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের

---

[১] অধিমুত্তো (ক)
[২] অমানুবাযী (স্যা-ক)
[৩] খিত্তং (স্যা) খিত্তো (ই)

জন্য আরোগ্য। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত।

১০৮২. "অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু, সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে"তি॥ ৮

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, হে উপসীব, যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁহাকে বলিবার মতো কিছুই থাকে না, তাহার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

উপসীব মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৮. নন্দমাণব পুচ্ছা—নন্দ মানব প্রশ্ন

১০৮৩. "সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
ঞাণূপপন্নং মুনি[১] নো ৰদন্তি, উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বলিলেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন এবং তাহারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবনযাপন করেন। তাহারা কি সত্যিকারে মুনি?

১০৮৪. "ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি"॥ ২

অনুবাদ : হে নন্দ, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে কুশল বা দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহাকে আমি মুনি বলি।

১০৮৫. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি[২] ৰদন্তি সুদ্ধিং, অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা, অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥ ৩

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বলিলেন, যেইসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকারে শুদ্ধি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা কি

---

[১] মনিনো (স্যা-ক)

[২] দিট্ঠেন সুতেনাপি (সী)। দিট্ঠে সুতেনাপি (স্যা-ই-ক)

তাহাদের সেইরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করিতে পারেন? হে ভগবান, দয়া করিয়া তা প্রকাশ করুন।

১০৮৬. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং, অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি, নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি"॥ ৪

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বলিলেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাদের সেইরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলিয়া আমি বলি।

১০৮৭. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং, অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
তে চে মুনি[১] ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে, অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস, পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥ ৫

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বলিলেন, যেইসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-শ্রুতি, শীলব্রত পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; হে মুনি, যদি আপনি বলিয়া থাকেন যে, তাহারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহা হইলে প্রভু, দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি, জরা অতিক্রম করেন? হে ভগবান, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এইটা প্রকাশ করুন।

১০৮৮. "নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং, তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি"॥ ৬

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বলিলেন, হে নন্দ, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এইরূপ বলি না। যাঁহারা এই জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত[২], শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হইয়া অনাসব

---

[১] স চে মুনি (সী)

[২] মুত বা অনুমিত অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত অপর চতুষ্টয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ধারণা, ভাব উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করা যায়।

হইয়াছেন; আমি তাহাদেরকে ওঘ-উত্তীর্ণ নর বলি।

১০৮৯. "এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো, সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং, তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী"তি॥ ৭

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি আপনার বাক্য অভিনন্দন করিতেছি। গৌতম, আপনার কর্তৃক উপধিসমূহ উত্তমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জগতে যাঁহারা দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হইয়া অনাসব হইয়াছেন, আমিও তাঁহাদেরকে ওঘ-উত্তীর্ণ নর বলি।

নন্দ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

৯. হেমক-মাণব পুচ্ছা—হেমক মানব প্রশ্ন

১০৯০. "যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো] হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং, নাহং তত্থ অভিরমিং॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান হেমক বলিলেন, গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হইয়াছিল : "পূর্বে এইরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে"। সেইসবই জনশ্রুতিমূলক। সেইসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেইসব অভিনন্দন করি না।

১০৯১. "ত্বঞ্চ মে ধম্মমক্খাহি, তন্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং"॥ ২

অনুবাদ : হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন; যাহা বিদিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, তৃষ্ণাকে জয় করিয়া জগতে অবস্থান করিতে পারি।

১০৯২. "ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুতং॥ ৩

অনুবাদ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, মুত (আঘ্রাত, আস্বাদিত, স্পর্শিত), বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যেই ছন্দরাগ, তাহা ধ্বংস করিলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়।

১০৯৩. "এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥ ৪

অনুবাদ : এইটা জানিয়া যেইসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁহারা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

হেমক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১০. তোদেয্য মাণব পুচ্ছা—তোদেয়্য মানব প্রশ্ন

১০৯৪. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো, ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তোদেয়্য বলিলেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁহার তৃষ্ণা নাই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁহার বিমোক্ষ কিদৃশ?

১০৯৫. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো, ৰিমোকেখা তস্স নাপরো"॥ ২

অনুবাদ : যাঁহার মধ্যে কামসমূহ অবস্থান করে না, যাঁহার তৃষ্ণা নাই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁহার অপর কোনো বিমোক্ষ নাই।

১০৯৬. "নিরাসসো সো উদ আসসানো, পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং, তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচকখু"॥ ৩

অনুবাদ : তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে শাক্যমুনি, হে সর্বদর্শী, আপনি তাহা ব্যাখ্যা করুন, যাহাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানিতে পারি।

১০৯৭. "নিরাসসো সো ন চ আসসানো, পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান, অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্ত"ন্তি॥ ৪

অনুবাদ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এইরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

তোদেয্য মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১১. কপ্প-মাণব পুচ্ছা—কপ্প মানব প্রশ্ন

১০৯৮. "মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান কপ্প বলিলেন, সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হইতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কি যেই দ্বীপের আশ্রয়ে থাকিলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? তাহা প্রকাশ করুন।

১০৯৯. "মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূমি কপ্প তে॥ ২

অনুবাদ : ভগবান কপ্পকে বলিলেন, হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হইতে হয়। হে কপ্প, এমন দ্বীপ আছে বলি।

১১০০. "অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
নিব্বানং ইতি[1] নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিক্খযং॥ ৩

অনুবাদ : অকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাহাকে নির্বাণ বলি।

১১০১. "এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারৰসানুগা, ন তে মারস্স পট্ঠগূ"তি[2]॥ ৪

অনুবাদ : ইহা জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁহারা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

কপ্প মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১২. জতুকণ্ণি মাণব পুচ্ছা—জতুকন্নি মানব প্রশ্ন

১১০২. "সুত্বানহং ৰীরমকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত, যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান জতুকন্নী বলিলেন, কামমুক্ত, ওঘোত্তীর্ণ বীরের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া আমি কামহীন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন।

১১০৩. "ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।

---

[1] নিব্বানমীতি (সী)

[2] পট্ঠগূতি (স্যা-ক)

পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং''॥ ২

অনুবাদ : তেজবান সূর্য যেইরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেইরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করিয়া অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হইয়া ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করিতে পারি।

১১০৪. ''কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা] নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং॥ ৩

অনুবাদ : ভগবান বলিলেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাহাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে।

১১০৫. ''যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥ ৪

অনুবাদ : যাহা অতীত তাহা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করিয়া উপশান্ত হইয়া অবস্থান কর।

১১০৬. ''সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে''তি॥ ৫

অনুবাদ : সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অর্হতের আসব নাই, যাহা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

জতুকণ্নি মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১৩. ভদ্রাবুধ-মাণব পুচ্ছা—ভদ্রবুধ মানব প্রশ্ন

১১০৭. ''ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]
নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং, সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো॥ ১

অনুবাদ : আসক্তিজয়ী, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত, নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ, বিমুক্ত, কল্পজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করিতেছি। নাগের এই বচন শ্রবণ করিয়া এইখান হইতে প্রস্থান করিব।

১১০৮. ''নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা, তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো''॥ ২

অনুবাদ : হে বীর, জনপদসমূহ হইতে বহুলোক আপনার দেশনা শ্রবণ করিবার অভিলাষে একত্রিত হইয়াছেন। তাহাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন। যাহাতে করিয়া তাহারা এই ধর্ম সুবিদিত হয়।

১১০৯. ‘‘আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি, তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং॥ ৩

অনুবাদ : ভগবান ভদ্রাবুধকে বলিলেন, সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করিবে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এই জগতে মানুষ যাহা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে।

১১১০. ‘‘তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ, ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো, পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্ত’’ন্তি॥ ৪

অনুবাদ : অতএব, ইহা জ্ঞাত হইয়া স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখিয়া সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করিবে না।

ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১৪. উদয মাণব পুচ্ছা—উদয় মানব প্রশ্ন

১১১১. ‘‘ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো] কতকিচ্চং অনাসৰং।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূহি, অৰিজ্জায পভেদনং’’॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উদয় বলিলেন, ধ্যানী ও বিরজ হইয়া আসীন, কৃতকৃত্য, অনাসব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছি। যাহাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞান বিমোক্ষ প্রকাশ করুন।

১১১২. ‘‘পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা] দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণং॥ ২

অনুবাদ : ভগবান উদয়কে বলিলেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এই উভয়ের প্রহান, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞান-বিমোক্ষ)।

১১১৩. ‘‘উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদনং’’॥ ৩

অনুবাদ : উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধতা, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলি।

১১১৪. ‘‘কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।

কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি"॥ ৪

অনুবাদ : লোকের সংযোজন কী? তাহার বিচরণ কী? কীসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়?

১১১৫. "নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণং।

তন্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি"॥ ৫

অনুবাদ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তাহার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনকে নির্বাণ বলা হয়।

১১১৬. "কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।

ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগম্ম, তং সুণোম ৰচো তৰ"॥ ৬

অনুবাদ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়? এই সম্পর্কে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিতে আসিয়াছি। আপনার বচন শুনিবার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।

১১১৭. "অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।

এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী"তি॥ ৭

অনুবাদ : তিনি অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এইভাবে সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

উদয় মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১৫. পোসাল মাণব পুচ্ছা—পোসাল মানব প্রশ্ন

১১১৮. "যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]

অনেজো ছিন্নসংসযো।

পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥ ১

অনুবাদ : যিনি অতীতকে দর্শন করেন, তৃষ্ণাহীন, যাঁহার সংশয় প্রহীন, যিনি সর্বধর্মে পারদর্শী, তাঁহার নিকট অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছি।

১১১৯. "ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।

ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো"॥ ২

অনুবাদ : রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং 'অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নাই' এইরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তিনি কীভাবে পরিচালিত হন?

১১২০. "ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা] অভিজানং তথাগতো।

তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ৰিমুত্তং তপ্পরাযণং॥ ৩

অনুবাদ : ভগবান পোসালকে বলিলেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন।

১১২১. "আকিঞ্চঞ্ঞসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দী সংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো"তি॥ ৪

অনুবাদ : এইরূপে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দী-সংযোজন জ্ঞাত হয়। এইভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া তাহা বিশেষভাবে দর্শন করে—এইটাই তাহার যথার্থ জ্ঞান, যাহা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

পোসাল মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১৬. মোঘরাজ মাণব পুচ্ছা—মোঘরাজ মানব প্রশ্ন

১১২২. "দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চকখুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতং॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মোঘরাজ বলিলেন, আমি শাক্যমুনি ভগবানকে দুইবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি (কিন্তু) চক্ষুষ্মান আমাকে উত্তর দেননি। আমি শুনিয়াছি তিনবার পর্যন্ত প্রশ্ন করিলে দেবর্ষি প্রকাশ বা উত্তর প্রদান করেন।

১১২৩. "অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো॥ ২

অনুবাদ : ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মালোক ও দেবলোক, সেই লোক (তাহারা) যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না।

১১২৪. "এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি"॥ ৩

অনুবাদ : এইরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনকারীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছি। জগৎকে কীরূপে দর্শন করিলে মৃত্যুরাজকে দেখিতে পায় না?

১১২৫. "সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী"তি॥ ৪

অনুবাদ : হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হইয়া জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন

কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করিলে মৃত্যু উত্তীর্ণ হইবে। যিনি এইরূপে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁহাকে মৃত্যুরাজ দেখিতে পায় না।

মোঘরাজ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

১৭. পিঙ্গিয মাণব পুচ্ছা—পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন

১১২৬. "জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং"॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বলিলেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হইয়াছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাহাতে আমাকে মূঢ়তা অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করিতে না হয়, সেইরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যাহা জ্ঞাত হইয়া আমি এই জগতে জাতি-জরার প্রহীন সম্বন্ধে জানিতে পারি।

১১২৭. "দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায"॥ ২

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বলিলেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখিয়াও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হইয়া পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর।

১১২৮. "দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো, উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অসুতং অমুতং,
অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চনমত্থি লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং"॥ ৩

অনুবাদ : চারিদিক, চারিবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ—এই দশ দিক; তাহাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমি এই জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানিতে পারি।

১১২৯. "তন্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]

সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তন্হং অপুনব্ভৰাযা’’তি॥ ৪

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বলিলেন, হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখিয়া তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

পারাযনত্থুতি গাথা

ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল্‌সানং ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্‌ঠো পুট্‌ঠো পুট্‌ঠো পঞ্হং ব্যাকাসি। একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। ‘‘পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মা’’তি—তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স পারাযনন্তেৰ অধিৰচনং।

পারায়ন উৎপত্তি গাথা

অনুবাদ : মগধের পাষাণ-চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান এসব বললেন। ষোলজন পরিচারক বা অনুচর ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন। যদি কেউ প্রতিটি প্রশ্নের আর্যপর্যায় ও ধর্মপর্যায় অনুধাবন করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি জরা-মরণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। তাই এ ধর্মপর্যায় “পারায়ণ” নামে অভিহিত।

১১৩০. অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥ ১

১১৩১. তোদেয্যকপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥ ২

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক, মেত্তগূ, ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয্য, কপ্প, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা, মহাঋষি পিঙ্গিয়;

১১৩২. এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্‌ঠং উপাগমুং॥ ৩

অনুবাদ : এইসব আদর্শ আচরণসম্পন্ন ঋষি বুদ্ধের নিকট উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

১১৩৩. তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হে পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনি॥ ৪

অনুবাদ : বুদ্ধ তাহাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করিলেন। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মুনি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

১১৩৪. তে তোসিতা চক্খুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে॥ ৫

অনুবাদ : আদিত্যবন্ধু, চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহারা উত্তম প্রাজ্ঞের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলেন।

১১৩৫. একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো॥ ৬

অনুবাদ : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ যেইভাবে দেশনা করিলেন, সেইভাবে যিনি প্রতিপালন করিবেন তিনি অপার হইতে পারে গমন করবেন।

১১৩৬. অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতি॥ ৭

অনুবাদ : উত্তম মার্গ ভাবনা করিলে অপার হইতে পারে গমন করা যায়। এই মার্গ পারে গমন করায়; তাই ইহাকে "পারায়ণ" বলে।

পারায়ন উৎপত্তি গাথা সমাপ্ত।

পারাযনাগীতি গাথা

১১৩৭. "পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দক্খি তথাক্খাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে॥ ১

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বলিলেন, আমি পারায়ণ কীর্তন করিব, বিমল, মহাজ্ঞানী, নিষ্কাম, অনাসক্ত নাগ যেইরূপ দেখিয়াছেন সেইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন, কী হেতু মিথ্যা বলিবেন?

১১৩৮. "পহীনমলমোহস্স, মানমক্খপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণূপসঞ্হিতং॥ ২

অনুবাদ : যাঁহার মল, মোহ, মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন। তাঁহার বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব।

১১৩৯. "তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খু, লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।

অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো, সচ্চৰহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে॥ ৩

অনুবাদ : অন্ধকার বিদূরণকারী, সর্বদর্শী বুদ্ধ, লোকজ্ঞ, সমস্ত জন্ম নিরোধকারী, অনাসব ও সর্বদুঃখ প্রহীনকারী বুদ্ধ স্বীয় নামের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, তিনি আমার কর্তৃক পূজিত।

১১৪০. "দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰম্পহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো॥ ৪

অনুবাদ : পক্ষী যেমন অল্পফলযুক্ত বন ত্যাগ করিয়া বহু ফলযুক্ত কাননে আশ্রয় নেয়। আমিও তেমনি অল্পদর্শীদের পরিত্যাগ করিয়া হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়াছি।

১১৪১. "যেমে পুব্বে ৰিযাকংসু, হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং॥ ৫

অনুবাদ : গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, "পূর্বে এইরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এইরূপ হইবো"। সেইসবই জনশ্রুতিমূলক। সেইসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে।

১১৪২. "একো তমনুদাসিনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো॥ ৬

অনুবাদ : একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রভাকর এবং ভূরিপ্রাজ্ঞ গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী হইয়া অবস্থান করেন।

১১৪৩. "যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হকখযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি"॥ ৭

অনুবাদ : যিনি আমাকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার তুলনা কোথাও নাই।

১১৪৪. "কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥ ৮

অনুবাদ : হে পিঙ্গিয়, তুমি কি মুহূর্তের জন্যও ভূরিপ্রাজ্ঞ, ভূরিমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারীর কাছ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারিবে?

১১৪৫. "যো তে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হকখযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি"॥ ৯

অনুবাদ : যিনি তাহাদেরকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার তুলনা কোথাও নাই।

১১৪৬. "নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।

গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥ ১০

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী গৌতম হইতে আমি মুহূর্তমাত্রও বিচ্ছিন্ন হই না।

১১৪৭. "যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।

তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥ ১১

অনুবাদ : আমাকে যেই ধর্ম দেশনা দিয়াছেন, তাহা সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণামুক্ত, পাপপ্রহীন (নির্দোষ)। যেই ধর্মের কোনো তুলনা নাই।

১১৪৮. "পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ, রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।

নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং, তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং॥ ১২

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁহাকে দিন-রাত অপ্রমত্তভাবে মন ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। আর তাঁহার পূজায় দিন-রাত অতিবাহিত করি। তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।

১১৪৯. "সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ, নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।

যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো, স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি॥ ১৩

অনুবাদ : শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি আমাকে গৌতম শাসনে নমিত করে। ভূরিপ্রাজ্ঞ যেই দিকে গমন করেন, আমিও সেই দিকেই গমন করি।

১১৫০. "জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।

সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো॥ ১৪

অনুবাদ : আমার দেহ জীর্ণ ও শক্তিহীন, তাই তথায় যাইতে অক্ষম। কিন্তু সংকল্প বা মননে আমি নিত্য তথায়। হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমার মন তাহাতে যুক্ত।

১১৫১. "পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৰিং।

অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰং॥ ১৫

অনুবাদ : পঙ্কে শায়িত ও কম্পমান হইয়া আমি দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ধাবিত হইয়াছি। পরে ওঘ-উত্তীর্ণ, অনাসব সম্বুদ্ধের দর্শন পাইলাম।

১১৫২. "যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো, ভদ্রাৰুধো আল়ৰিগোতমো চ।

এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,

গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং"॥ ১৬

অনুবাদ : যেইরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপে তুমিও শ্রদ্ধায় মুক্ত হও। হে পিঙ্গিয়, তাহা হইলে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিতে পারিবে।

১১৫৩. "এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৰচো।

ৰিৰট্টচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৰা॥ ১৭

অনুবাদ : মুনির বচন শুনিয়া আমি অতিশয় প্রসন্ন হইলাম। সম্বুদ্ধ আবরণমুক্ত, অখিল এবং প্রতিভাণ (প্রত্যুৎপন্নমতি)।

১১৫৪. ‘‘অধিদেৰে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৰেদি পরোপরং।

পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানতং॥ ১৮

অনুবাদ : অধিদেবগণকে জ্ঞাত হইয়া তিনি নিজের এবং অপরের সব বিষয় জানেন। তিনি শাস্তা, সংশয়াপন্ন অনুসরণকারীদের প্রশ্নের সমাধান করেন।

১১৫৫. ‘‘অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।

অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা,

এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্ত’’ন্তি॥ ১৯

অনুবাদ : যাহা স্থির, অটল, যাঁহার তুলনা কোথাও নাই, আমি তাহার নিকট (বা তথায়) অবশ্যই গমন করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি অধিমুক্তচিত্তসম্পন্ন, তাহা জ্ঞাত হও।

পারায়ণানুগীতি গাথা সমাপ্ত।

পারায়ন বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং

১. উরগো[১] ধনিযোপি চ, খগ্গবিসাণো কসি চ,
চুন্দো ভবো পুনদেব, বসলো চ করণীযঞ্চ,
হেমবতো অথ যক্‌খো, বিজয সুত্তং মুনিসুত্তবরন্তি।

২. পঠম কট্‌ঠবরো বরবগ্গো, দ্বাদস সুত্তধরো সুবিভত্তো;
দেসিতো চক্‌খুমতা বিমলেন, সুয্যতি বগ্গবরো উরগোতি।

৩. রতনামগন্ধো হিরিমঙ্গলনামো, সুচিলোমকপিলো চ ব্রাহ্মণধম্মো;
নাবা[২] কিংসীলউট্‌ঠহনো চ, রাহুলো চ পুনপি বঙ্গীসো।

৪. সম্মাপরিব্বাজনীযোপি চেত্থ, ধম্মিকসুত্তবরো সুবিভত্তো;
চুদ্দসসুত্তধরো দুতিযম্‌হি, চূলকবগ্গবরোতি তমাহু।

৫. পব্বজ্জপধানসুভাসিতনামো, পূরলাসো পুনদেব মাঘো চ;
সভিযং কেণিযমেব সল্লনামো, বাসেট্‌ঠবরো কালিকোপি চ।

৬. নালকসুত্তবরো সুবিভত্তো, তং অনুপস্‌সী তথা পুনদেব,
দ্বাদসসুত্তধরো ততিযম্‌হি, সুয্যতি বগ্গবরো মহানামো।

৭. কামগুহট্‌ঠক দুট্‌ঠক নামা, সুদ্ধবরো পরমট্‌ঠক নামো;
জরা মেত্তিযবরো সুবিভত্তো, পসূরমাগণ্ডিযা পুরাভেদো।

৮. কলহবিবাদো উভো বিযুহা চ, তুবটক অত্তদণ্ড সারিপুত্তা;
সোলস সুত্তধরো চতুত্থম্‌হি, অট্‌ঠকবগ্গবরোতি তমাহু।

৯. মগধে জনপদে রমণীযে, দেসবরে কতপুঞ্‌ঞনিবেসে;
পাসাণক চেতিযবরে সুবিভত্তে, বসি ভগবা গণসেট্‌ঠো।

১০. উভযবাসমাগতিযম্‌হি[৩] দ্বাদসযোজনিযা পরিসায;
সোলসব্রাহ্মণানং কির পুট্‌ঠো,
পুচ্ছায সোলসপঞ্‌হ কম্মিযা, নিপ্পকাসযি ধম্মমদাসি।

১১. অত্থপকাসক ব্যঞ্জনপুণ্ণং, ধম্মমদেসেসি পরখেমজনিযং[৪],
লোকহিতায জিনো দ্বিপদগ্গো, সুত্তবরং বহুধম্ম বিচিত্রং;
সব্বকিলেসপমোচন হেতুং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১২. ব্যঞ্জনমত্থপদং সমযুত্তং[৫] অক্‌খরসঞ্‌ঞিতত্তপমগাল্‌হং;

---

[১] ইমা উদানগাথাযো (সী-ই) পোত্থকেসু ন সন্তি।

[২] নাথ (ক)

[৩] উভযং বা পুণ্ণসমাগতং যম্‌হি (স্যা)

[৪] বরং খমনীযং (ক)।

[৫] ব্যঞ্জনমত্থপদ সমযুত্তং (স্যা)

লোকবিচারণঞাণপভগ্গং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১৩. রাগমলে অমলং বিমলগ্গং, দোসমলে অমলং বিমলগ্গং,
মোহমলে অমলং বিমলগ্গং, লোকবিচারণঞাণপভগ্গং।
দেসযি সুত্তবরো দ্বিপদগ্গো।

১৪. ক্লেসমলে অমলং বিমলগ্গং, দুচ্চরিতমলে অমলং বিমলগ্গং;
লোকবিচারণঞাণ পভগ্গং, দেসযি সুত্তবরং দিপদগ্গো।

১৫. আসব বন্ধন যোগাকিলেসং, নীবরণানি চ তীণি মলানি,
তস্স কিলেস পমোচন হেতুং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১৬. নিম্মল সব্বকিলেস পনূদং, রাগবিরাগমনেজমসোকং;
সন্তপণীতসুদুদ্দস ধম্মং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১৭. রাগঞ্চ দোসকমভঞ্জিতসন্তং[১], যোনিচতুগ্গতি পঞ্চ বিঞ্ঞাণং;
তণ্হারতচ্ছদনতাণলতা পমোক্খং[২], দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১৮. গম্ভীরদুদ্দস সণ্হনিপুণং, পণ্ডিতবেদনিযং নিপুণত্থং;
লোকবিচারণঞাণ পভগ্গং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

১৯. নবঙ্গকুসুম মালগীবেয্যং ইন্দ্রিযঝান বিমোক্খ বিভত্তং;
অট্ঠঙ্গমগ্গধরং বরযানং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

২০. সোমুপমং বিমলং পরিসুদ্ধং, অণ্ণবমূপমরতন সুচিত্তং;
পুপ্ফসমং রবিমূপমতেজং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গো।

২১. খেমসিবং সুখসীতলসন্তং, মচ্চুততাণপরং পরমত্থং;
তস্স সুনিব্বুত দস্সন হেতুং, দেসযি সুত্তবরং দ্বিপদগ্গোতি।

সুত্ত নিপাত নিট্ঠিতা।

খুদ্দকনিকায়ে সুত্তনিপাত সমাপ্ত।

---

[১] দোসঞ্চ ভঞ্জিতসন্তং (স্যা)

[২] তণ্হাতলরতচ্ছেনতান পমোক্খং (স্যা)।

খুদ্দকনিকায়ে

বিমানবত্থু

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির

কর্তৃক অনূদিত

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে বিমানবত্থু

খুদ্দকনিকায়ে
বিমানবত্থু

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

উপক্রমণিকা

মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক। তিনি অর্হৎ, মহাজ্ঞানী; ঋদ্ধিমানের অদ্বিতীয়। তিনি ইচ্ছা করিলে চিন্তিতক্ষণেই দেবলোকে ও ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইতে পারিতেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর জ্ঞাত হইতেন। দেব, ব্রহ্ম, মনুষ্য অথবা পশু-পক্ষীর মনের কথা বলিতে পারিতেন। একস্থানে বসিয়া জগতের কোথায় কি হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইতেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কী করিয়াছিলেন সমস্ত খবর বলিতে পারিতেন। জলের উপর হাঁটা, মৃত্তিকায় ডুব দেওয়া, বহুরূপ ধারণ করা ইত্যাদি সকল প্রকার ঋদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল।

এক সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির নির্জনে অবস্থানকালীন তাঁহার চিত্তে এইরূপ বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল : 'বর্তমান সময় মানবগণ প্রসন্নচিত্তে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান দিয়া ও বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইতেছে। তথায় তাহারা প্রভূত দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতেছে। আমি দেবলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তাহারা কোন পুণ্যের প্রভাবে কীরূপ ফলভোগ করিতেছে, তাই তাহাদের নিজ মুখে প্রকাশ করাইব। আবার ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে এইসব কথা বলিব। ভগবান আকাশে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনুষ্যগণকে কর্মফল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার জন্য এবং প্রসন্নচিত্তে সামান্য পুণ্যকার্য সম্পাদনেও যে মহৎ ফল লাভ করা যায়, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য এক একটি দেববিমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করিবেন। এই ধর্মোপদেশ দেবমনুষ্যের হিতসুখ

সম্পাদন করিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনা করিয়া তাঁহার চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিলেন এবং দেবলোকে যাইবার জন্য ভগবানের অনুমতি চাহিলেন। ভগবান তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া অভিজ্ঞা-উৎপাদক চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যান হইতে উঠিয়া সেইক্ষণেই ঋদ্ধিবলে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়া বহু দেবতার সহিত আলাপ ও তাহাদের পুর্বকৃত পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবতারা যথাযথভাবে আপন কৃতপুণ্য সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর স্থবির মনুষ্যলোকে আসিয়া সেইসব কথা ভগবানকে বলিলেন। ভগবান মৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের কথিত বিষয় ধর্মসভায় সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ইহার পর এক একটি বিমান বর্ণনায় দেবগণের কৃতপুণ্য ও মৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের সহিত দেবগণের কথোপকথন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

প্রথম পীঠ বর্গ

১.১. প্রথম পীঠবিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সপ্তাহকালব্যাপী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অসদৃশ মহাদান দিয়াছিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তিন দিন ও মহাউপাসিকা বিশাখা তিন দিন মহাদান দিয়াছিলেন। এই অসদৃশ মহাদানের সংবাদ সর্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ বলিতে লাগিল—'এমন মহাবিভব দানেই কি মহাফল হয়, না কি নিজের সম্পত্তির অনুরূপ দান করিলেই মহাফল হয়?' ভিক্ষুরা এইসব কথা শুনিয়া ভগবানকে আসিয়া বলিলেন। ভগবান তদুত্তরে বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, কেবল বহু অর্থব্যয় করিয়া অজস্র দান করিলে যে মহাফল হইবে তাহা নহে, চিত্তপ্রসাদত্বও চাই, ক্ষেত্রও চাই, এইরূপ হইলে সামান্য দানেও মহাফল হইয়া থাকে। যদি কেহ প্রসন্নচিত্তে দানের উপযুক্ত ক্ষেত্রে এক মুষ্টি খুদ্, সামান্য বস্ত্রখণ্ড, তৃণাস্তরণ, পর্ণাস্তরণ অথবা পূতিমূত্র-হরিতকীও প্রদান করে, তাহাও মহাফলদায়ক হইবে।' ভগবানের এই কথা ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তদবধি মনুষ্যেরা প্রসন্নচিত্তে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ (অর্হৎ), দরিদ্র ও ভিখারীদিগকে যথাশক্তি দান করিতে আরম্ভ করিল। গৃহপ্রাঙ্গণে পানীয় জল ও দ্বারপ্রকোষ্ঠে বসিবার আসন সজ্জিত রাখিয়া অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইল।

তখন একজন শীলাচারসম্পন্ন ভিক্ষু ভিক্ষা করিতে করিতে কোনো এক গৃহের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সেই গৃহস্থের এক কন্যা স্থবিরকে দেখিয়া অত্যধিক প্রীতি লাভ করিল। সে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া গৃহে নিয়া গেল এবং বসিবার জন্য আপন পীঠ বা পিড়া পীতবস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিল। স্থবির তথায় বসিলে 'ইহাই আমার উত্তম পুণ্যক্ষেত্র' মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে আহার পরিবেশন করিল এবং ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিল। স্থবির আহারের পর আসন দান ও ভোজন দান সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। সে স্থবিরের ধর্মোপদেশ শুনিয়া প্রফুল্ল মনে সেই বসিবার আসনখানি ভিক্ষুকে প্রদান করিল। অনন্তর সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করিল। সেই ভিক্ষুকে বসিবার আসন দান ফলে আকাশে

দ্রুত বিচরণশীল উপরে কূটাগার সদৃশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট কনকপালঙ্ক উৎপন্ন হইল। তদ্ধেতু তাহা 'পীঠবিমান' নামেই অভিহিত হইল। আসনের উপর পীতবস্ত্র দিয়াছিল বলিয়া বিমানাদি কনকময় হইয়াছিল। প্রীতিবেগ বলবৎ-হেতু দ্রুতগামী পালঙ্ক লাভ হইয়াছিল। দানের উপযুক্ত ক্ষেত্রে চিত্তানুরূপ দান দিয়াছিল বলিয়া পালঙ্ক যথাভিরুচি গমনশীল হইয়াছিল। অত্যধিক প্রসন্নচিত্তে দিয়াছিল বলিয়া সর্ববিষয়ে শোভাসম্পন্ন ও জ্যোতিসম্পন্ন হইয়াছিল।

অনন্তর কোনো উৎসব দিবসে দেবতাগণ স্বীয় স্বীয় দিব্যানুভাবে উদ্যান ক্রীড়ার্থ নন্দনবনে যাইতে লাগিলেন। সেই দেবকন্যাও দিব্যবস্ত্র ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া, সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া সেই পীঠবিমানে আরোহণ করিলেন এবং মহতী দেবঋদ্ধি ও মহাশ্রীসৌভাগ্য সমন্বিতা হইয়া চতুর্দিক চন্দ্রসূর্যের ন্যায় প্রভাসিত করিয়া নন্দনবনে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিতে করিতে সেই দেবকন্যার সম্মুখীন হইলেন। স্থবিরকে দেখিবামাত্র দেবকন্যার চিত্তে প্রবল প্রসন্নতা উৎপন্ন হইল। তিনি সহসা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া অতি গৌরবের সহিত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন। তৎপর অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবগণের দেবলোকে উৎপন্ন হইবামাত্র 'কোথা হইতে আমি এখানে উৎপন্ন হইয়াছি? কোন কুশলকর্মের প্রভাবে এই দেবসম্পত্তি লাভ করিয়াছি?' এইরূপ অতীত জন্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা স্বাভাবিক নিয়ম। ইহা চিন্তা করা মাত্র তাঁহাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থবির সেই দেববালার কৃতকর্ম তাঁহার নিজমুখে প্রকাশ করাইয়া দেবমনুষ্যলোকে কর্মের প্রভাব দেখাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবকন্যা, তোমার বিমান পালঙ্ক আকারে সংস্থিত, তাহা স্বর্ণময় ও সুবৃহৎ; তোমার গমনচিত্ত উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাহা আকাশপথে যথা ইচ্ছা গমন করে; তুমি জ্যোতির্ময় বিবিধ রত্নরাজিখচিত দিব্য অলংকারে বিভূষিতা, রমণীয় জ্যোতিসম্পন্ন বিচিত্রবর্ণ পারিজাত প্রভৃতি বিবিধ দিব্য পুষ্পমাল্যে সুমণ্ডিতা, নানাবর্ণের সুপরিশুদ্ধ সুন্দর প্রভাস্বর দিব্যবস্ত্র পরিহিতা হইয়া মেঘমস্তকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিতা হইতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন

হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৪. 'মহামোগ্‌গ্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. 'আমি মনুষ্যলোকে কোনো গৃহস্থের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতিথিদিগকে বসিবার আসন দিয়াছিলাম, অভিবাদন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াছিলাম এবং যথাশক্তি খাদ্যভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম।

৬. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৭. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ সপরিষদ দেবকন্যার মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া সেই কাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকাবিশিষ্ট মহাপরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন।

[প্রথম পীঠবিমান সমাপ্ত]

১.২. দ্বিতীয় পীঠবিমান

এই দ্বিতীয় পীঠবিমান বর্ণনা প্রথমোক্ত পীঠবিমান সদৃশ। ইহা হইতে স্বতন্ত্র বিষয় মাত্র এইস্থলে বর্ণিত হইল।

শ্রাবস্তীবাসিনী কোনো এক স্ত্রীলোকের গৃহে এক ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। ভিক্ষুকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটির অন্তরে প্রসন্নভাব উৎপন্ন হইল। সে ভিক্ষুর বসিবার আসন পাতিয়া তদুপরি সুন্দর নীলবর্ণের বস্ত্র বিছাইয়া

দিল। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে তাহার বৈদূর্যময় পালঙ্কবিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেববালার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :

১. 'হে দেবকন্যা, তোমার বিমান পালঙ্ক আকারে সংস্থিত, তাহা বৈদূর্যময় ও সুবৃহৎ; তোমার গমনচিত্ত উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাহা আকাশপথে যথা ইচ্ছা গমন করে; তুমি জ্যোতির্ময় বিবিধ রত্নরাজিখচিত দিব্য অলংকারে বিভূষিতা, রমণীয় জ্যোতিসম্পন্ন বিচিত্রবর্ণ পারিজাত প্রভৃতি বিবিধ দিব্য পুষ্পমাল্যে সুমণ্ডিতা, নানাবর্ণের সুপরিশুদ্ধ সুন্দর প্রভাস্বর দিব্যবস্ত্র পরিহিতা হইয়া মেঘমস্তকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিতা হইতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৪. 'মহামোগ্‌গ্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. 'আমি মনুষ্যলোকে কোনো গৃহস্থের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতিথিদিগকে বসিবার আসন দিয়াছিলাম, অভিবাদন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াছিলাম এবং যথাশক্তি খাদ্যভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম।

৬. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৭. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির

বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ সপরিষদ দেবকন্যার মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া সেই কাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকাবিশিষ্ট মহাপরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন।

[দ্বিতীয় পীঠবিমান সমাপ্ত]

১.৩. তৃতীয় পীঠবিমান

রাজগৃহ নগরে এক অর্হৎ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। নিজের প্রমাণমতো ভিক্ষা পাইলে, তাহা ভোজনের জন্য কোনো এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহবাসিনী এক স্ত্রীলোক, অতি শ্রদ্ধাবতী। স্থবিরকে দেখিয়া সে প্রসন্নচিত্তে বসিবার জন্য তাহার ভদ্রপীঠ পাতিয়া দিল। আসন পীতবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদন করিল এবং মনে মনে এই আসন নিঃস্বার্থভাবে স্থবিরকে দান করিয়া প্রার্থনা করিল, 'এই দানফলে যেন স্বর্ণপীঠ প্রাপ্ত হই।' স্থবির তথায় বসিয়া আহার কার্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর স্থবির গমনোদ্যত হইলে, সে বলিল, 'ভন্তে, এই আসন আপনাকে দান করিয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইহা ব্যবহার করিবেন। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেই আসন সংঘকে দান করিলেন। এই পুণ্যপ্রভাবে সেই স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সেই দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবকন্যা, তোমার বিমান পালঙ্ক আকারে সংস্থিত, তাহা স্বর্ণময় ও সুবৃহৎ; তোমার গমনচিত্ত উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাহা আকাশপথে যথা ইচ্ছা গমন করে; তুমি জ্যোতির্ময় বিবিধ রত্নরাজিখচিত দিব্য অলংকারে বিভূষিতা, রমণীয় জ্যোতিসম্পন্ন বিচিত্রবর্ণ পারিজাত প্রভৃতি বিবিধ দিব্য পুষ্পমাল্যে সুমণ্ডিতা, নানাবর্ণের সুপরিশুদ্ধ সুন্দর প্রভাস্বর দিব্যবস্ত্র পরিহিতা হইয়া মেঘমস্তকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিতা হইতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী

জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৪. 'মহামোগ্‌গ্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. আমি পূর্বজন্মে মর্ত্যলোকে মানবরূপে উৎপন্ন হইয়া মানবধর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম। যদ্দারা আমি এইরূপ জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি, অল্পপুণ্যের প্রভাবেই আমি ইহা লাভ করিয়াছি।

৬. কামরাগাদি দোষ বিরহিত, বিশুদ্ধ ও নির্মল চিত্ত একজন অর্হৎ ভিক্ষুর দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে একখানি ভদ্রপীঠ দিয়াছিলাম।

৭. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৮. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ সপরিষদ দেবকন্যার মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া সেই কাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকাবিশিষ্ট মহাপরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন।

[তৃতীয় পীঠবিমান সমাপ্ত]

১.৪. চতুর্থ পীঠবিমান

ইহা দ্বিতীয় বিমান সদৃশ জ্ঞাতব্য। নীলবর্ণ বস্ত্র বিছাইয়া দিয়াছিল বলিয়া এই বিমানও বৈদূর্যময় হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রথম বিমান বর্ণনা সদৃশ। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবকন্যা, তোমার বিমান পালঙ্ক আকারে সংস্থিত, তাহা বৈদূর্যময় ও সুবৃহৎ; তোমার গমনচিত্ত উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাহা আকাশপথে যথা ইচ্ছা গমন করে; তুমি জ্যোতির্ময় বিবিধ রত্নরাজিখচিত দিব্য অলংকারে

বিভূষিতা, রমণীয় জ্যোতিসম্পন্ন বিচিত্রবর্ণ পারিজাত প্রভৃতি বিবিধ দিব্য পুষ্পমাল্যে সুমণ্ডিতা, নানাবর্ণের সুপরিশুদ্ধ সুন্দর প্রভাস্বর দিব্যবস্ত্র পরিহিতা হইয়া মেঘমস্তকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিতা হইতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৪. 'মহামোগ্‌গ্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. আমি পূর্বজন্মে মর্ত্যলোকে মানবরূপে উৎপন্ন হইয়া মানবধর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম। যদ্বারা আমি এইরূপ জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি, অল্পপুণ্যের প্রভাবেই আমি ইহা লাভ করিয়াছি।

৬. কামরাগাদি দোষ বিরহিত, বিশুদ্ধ ও নির্মল চিত্ত একজন অর্হৎ ভিক্ষুর দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে একখানি ভদ্রপীঠ দিয়াছিলাম।

৭. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৮. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ সপরিষদ দেবকন্যার মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া সেই কাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী

উপাসক-উপাসিকাবিশিষ্ট মহাপরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন।

[চতুর্থ পীঠবিমান সমাপ্ত]

১.৫. কুঞ্জর বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহ নগরে নক্ষত্র উৎসব হইতেছিল। নগর বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত করা হইল। প্রতি গৃহস্থের দ্বারে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণঘট স্থাপন করিল। বিচিত্র বর্ণের ধ্বজা-পতাকায় সজ্জিত করিল। সকলেই যথাশক্তি বিভূষিত হইয়া নক্ষত্র-ক্রীড়ায় যোগদান করিল। সমস্ত নগর দেবনগর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ বিম্বিসার পূর্ব প্রথানুসারে মনুষ্যদের সন্তোষ বর্ধনার্থ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বিচিত্র সাজে সুসজ্জিত মহাপরিষদ পরিবৃত হইয়া রাজলীলায় নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজগৃহ নগরবাসিনী কোনো এক ভদ্র পরিবারের কন্যা রাজার ঈদৃশ অসামান্য শ্রীসৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কোনো এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই দেবঋদ্ধি সদৃশ বিভব কোনো কর্মের ফলে লাভ করা যায়?' সেই পণ্ডিত ব্যক্তি বলিলেন, 'ভদ্রে, পুণ্যকর্ম মাত্রই চিন্তামণি অথবা কল্পবৃক্ষ সদৃশ। ক্ষেত্রসম্পদ বর্তমান থাকিলে, যেরূপ প্রার্থনা করিয়া কুশলকর্ম সম্পাদন করা যায়, সেরূপ ফল উৎপাদনেও সমর্থ হয়। যেমন আসন দানে উচ্চকুলীন, অন্নদানে বলশালী, বস্ত্রদানে বর্ণসম্পন্ন, যানবাহন দানে সুখ, দীপদানে চক্ষুসম্পদ ও আবাস দানে সর্বসম্পদ প্রতিলব্ধ হয়।'

সেই কুলকন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, 'মনে হয়, দেবসম্পদ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর।' এই চিন্তা করিয়া তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হইবার ইচ্ছায় অতীব উৎসাহের সহিত পুণ্যকার্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। সেই সময় তাঁহার মাতাপিতা নব বস্ত্রযুগল, নবপীঠ, এক তোড়া পদ্মফুল, ঘৃত, মধু, মিশ্রি, চিনি, দুগ্ধ ও তণ্ডুল ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য তাঁহার পরিভোগের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা পাইয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন। চিন্তা করিলেন, 'আমিও দান দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে দানের উপযুক্ত সামগ্রীও লাভ করিলাম, অতি উত্তম হইয়াছে।'

পরদিন দান দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্ষীরপায়স প্রস্তুত করিলেন, বহু খাদ্যভোজ্য পৃথক পৃথক সাজাইলেন, বসিবার আসন পদ্মপুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন। উপরে চন্দ্রাতপ বাঁধিয়া পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিলেন।

চতুর্দিকে পদ্মকেশর বিকীর্ণ করিলেন। সমস্ত কার্য সম্পাদন করা হইলে, তিনি স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন। তৎপর দাসীকে আদেশ করিলেন, 'হে দাসী, তুমি যাইয়া দানের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া নিয়া আস।'

দাসী কিছুদূর যাইয়া দেখিল, অগ্রমহাশ্রাবক সারিপুত্র স্থবির তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে পথঘাট আলোকিত করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। দাসী তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিল, 'ভন্তে, আপনার পাত্র আমাকে প্রদান করুন, একজন উপাসিকাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমার সঙ্গে আসুন।' স্থবির দাসীর হস্তে পাত্র দিয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইলেন। সেই কুলকন্যা স্থবিরকে আগুবাড়াইয়া লইলেন। স্থবির গৃহে সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলে, তিনি পদ্মপুষ্পের দ্বারা স্থবিরকে পূজা করিলেন। তৎপর পায়সান্ন প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'এই পুণ্যপ্রভাবে যেন আমার পদ্মপরিশোভিত দিব্যগজ কূটাগার পালঙ্ক উৎপন্ন হয়।' স্থবির ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। সেই কুলকন্যা দুইজন কর্মচারীর দ্বারা স্থবিরের পাত্র ও পালঙ্ক বিহারে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর একসময় সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে স্বর্ণবিমানে উৎপন্ন হইলেন। তথায় তিনি সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইলেন। প্রার্থনানুসারে তাঁহার জন্য পঞ্চযোজন উচ্চ পদ্মমালা অলংকৃত মনোজ্ঞ দর্শনীয় সুখসংস্পর্শ বিবিধ হেমময় রত্নরাজি বিভূষিত গজরাজ উৎপন্ন হইল। সেই গজরাজপৃষ্ঠে যোজন প্রমাণ অতীব শোভাসমুজ্জ্বল স্বর্ণপালঙ্ক উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সেই কুঞ্জরবিমানোপরি রত্নপালঙ্কে দিব্যসুখানুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন উৎসব দিবসে দেবতাগণ নন্দনবনে যাইতেছিলেন। এই দেবকন্যাও দিব্যবস্ত্র পরিহিতা, দিব্যালংকার বিভূষিতা ও সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া কুঞ্জরবিমানে আরোহণ করিলেন। মহতী দেবঋদ্ধি ও শ্রীসৌভাগ্যসম্পন্না হইয়া প্রভাকরের ন্যায় চতুর্দিক প্রভাসিত করিয়া দেবকন্যা নন্দনবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি অনতিদূরে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে সহসা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া ভুলুণ্ঠিতা হইয়া বন্দনা করিলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন স্থবির দেবতার কৃতকর্ম নিজমুখে প্রকাশ করাইয়া দেবমনুষ্যগণকে কর্মফল প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'পদ্মরূপধারিণী, পদ্মলোচনা, পদ্ম-উৎপল জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, পদ্মকেশরবিকীর্ণ শরীরা ও স্বর্ণময় পদ্মমালাধারিণী হে দেবতে, তোমার শ্রেষ্ঠ

বাহন হস্তীরাজ বিবিধ রত্নালংকারে অলংকৃত, মনোজ্ঞ, বলশালী, দ্রুতগামী ও আকাশপথে সুন্দর গমনশীল।

২. তোমার হস্তীরাজ আরোহীদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া পদ্মাচ্ছন্ন ও পদ্মদল-সুসজ্জিত পথে সুচারু সমপদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে।

৩. হস্তী চলিবার সময় স্বর্ণঘণ্টার রমণীয় শব্দ পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনির ন্যায় শুনা যাইতেছে।

৪. সেই হস্তীরাজের স্কন্ধোপরি সুন্দরবস্ত্র পরিহিতা ও অলংকৃতা বহু অপ্সরা উজ্জ্বল বর্ণে বিরোচিতা হইতেছে।

৫. হে দেববালে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কি তোমার দানের, না শীলের, না কি অঞ্জলি কর্মের ফল? তাহা আমাকে বল।'

৬. 'মহামোগ্গল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৭. 'ধ্যানী, গুণবান সৎপুরুষ দেখিয়া বস্ত্রাস্তরণের উপরে পুষ্পবিকীর্ণ আসন দিয়াছিলাম।

৮. আমার সংগৃহীত অর্ধেক পদ্মপুষ্পের পদ্মদলসমূহ স্থবিরের উপবিষ্ট আসনের চতুর্দিকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম।

৯. সেই কুশলকর্মের এই ফল, তাই দেবতারাও আমাকে এইরূপ পূজা-সৎকার ও গৌরব করিতেছে।

১০. যাঁহারা সম্যকবিমুক্ত, উপশান্ত ও ব্রহ্মচারী, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে বসিবার আসন প্রদান করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় এরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

১১. তদ্ধেতু আপন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মহাফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্তিম দেহধারী অর্হৎদিগকে বসিবার আসন দেওয়া কর্তব্য।

দেববালা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। সেই উপদেশ সপরিষদ দেববালার সার্থক হইয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া সেই সব কথা ভগবানকে বলিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন।

[কুঞ্জর বিমান সমাপ্ত]

১.৬. প্রথম নৌকা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ষোলোজন ভিক্ষু কোনো এক গ্রামে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবান দর্শন মানসে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদূর অতিক্রান্তের পর ভিক্ষুরা ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। পথে একটি স্ত্রীলোককে কলসী লইয়া জলের জন্য যাইতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, 'ওই যে স্ত্রীলোকটি জলের জন্য যাইতেছে, আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে, বোধ হয়, ভালো পানীয়জল পাইব।' এই বলিয়া সকলে সেদিকে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া দেখিতে পাইলেন, স্ত্রীলোকটি কূপ হইতে জল উঠাইতেছে। তাঁহারা কূপের অনতিদূরে দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকটি কলসীপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভিক্ষুগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যে পথশ্রান্ত ও পিপাসিত, তাহা বুঝিতে পারিল। সে তখনই কলসী রাখিয়া অতি শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিল। তৎপর কলসীপূর্ণ জল তাঁহাদিগকে দান করিল। তাঁহারা জল ছাঁকিয়া ইচ্ছাপূর্বক পান করিলেন এবং হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ভিক্ষুরা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং জলদানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। জলদানে তাহার মহৎ ফল হইয়াছে জানিয়া, সে অত্যধিক আনন্দিত হইল ও তাহা অন্তরে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। মধ্যে মধ্যে সে এই কুশলকর্ম স্মরণ করিয়া চিত্তে প্রফুল্লতার সঞ্চার করিত।

অনন্তর একদিন সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে তাহার জন্য কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। সেই বিমান পরিবৃত হইয়া মুক্তাজাল বিভূষিত পুলিনতটযুক্ত মণিবর্ণ নির্মল জলসম্পন্না নদী উৎপন্ন হইল। তাহার উভয় তীরে মনোরম উদ্যান, বিমানদ্বারে মহতী পুষ্করিণী, তথায় পঞ্চবর্ণ পদ্মপরিশোভিতা স্বর্ণনৌকা, সেই নৌকায় ক্রীড়াপরায়ণা দেববালা অতুলনীয় দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে তাহাকে স্বর্ণনৌকায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবি, তুমি স্বর্ণাচ্ছাদিত নৌকায় আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ায় অভিরমিত হইতেছ এবং এই দিব্য পুষ্করিণীর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে স্বহস্তে পদ্মচয়ন করিতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

৪. 'মহামৌদ্গাল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. আমি পূর্বজন্মে ভুলোকে মানবকন্যা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলাম। তখন তৃষিত ও পথশ্রান্ত ভিক্ষুগণকে দেখিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিয়াছিলাম।

৬. যে ব্যক্তি পথশ্রান্ত ও পিপাসিতদিগকে উৎসাহিত চিত্তে পানীয় জল প্রদান করে, তাহার প্রভূত পুষ্প ও পদ্ম পরিশোভিত শীতল জলপূর্ণা নদী উৎপন্ন হয়।

৭. তাহার বিমানের চতুর্দিকে বালুকাবিস্তীর্ণ শীতল জলসম্পন্না নদী, পুষ্প-ফল পরিশোভিত আম্রবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, তিলকবৃক্ষ (অতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ), জামবৃক্ষ, উদ্দালবৃক্ষ (বায়ু নিবারক বৃক্ষরাজ) ও পাটলীবৃক্ষসমূহ সর্বদা পরিবৃত থাকে।

৮. (পুষ্করিণী, নদী ও উদ্যানাদির দ্বারা) সুশৃঙ্খলায় সুসজ্জিত রমণীয় ভূমি প্রদেশে এই শ্রেষ্ঠ বিমান অতিশয় শোভা পাইতেছে। মনুষ্যলোকে সঞ্চিত কুশলকর্মের প্রভাবে দেবলোকে এইরূপ ফল লাভ করিতেছি, পুণ্যবানেরা এইরূপ দিব্যসম্পত্তির অধিকারী হয়।

৯. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

১০. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যার কথা সমাপ্ত হইলে স্থবির তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদানান্তে প্রস্থান করিলেন ও ভগবানকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এই নৌকাবিমান সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া পরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[প্রথম নৌকা বিমান সমাপ্ত]

১.৭. দ্বিতীয় নৌকা বিমান

ভগবানের শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালীন কোনো এক অর্হৎ ভিক্ষু শ্রাবস্তী হইতে অন্য গ্রামে বর্ষাবাসার্থ যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর তিনি ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। সেইরূপ ছায়া জলসম্পন্ন কোনও স্থান না দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি কোন এক গৃহদ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। একটি স্ত্রীলোক স্থবিরকে দেখিয়া 'তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন' জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহাকে পথশ্রান্ত ও পিপাসিত দেখিয়া 'ভন্তে, গৃহে আসুন' বলিয়া বসিবার আসন প্রদানপূর্বক পদ ধৌত করিবার জল ও পদে মাখিবার তৈল প্রদান করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ভিক্ষু হস্তপদ ধৌত করিয়া উপবিষ্ট হইলে, সে শীতল সুগন্ধযুক্ত মধুর সরবৎ প্রদান করিল। ভিক্ষু তাহা পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পথশ্রম বিদূরিত হইল। তৎপর তিনি সরবৎ দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই পুণ্যের প্রভাবে সেই স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মপরিগ্রহ করিল। ইহার পর অবশিষ্টাংশ অন্যান্য বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য। স্বর্গে সেই দেববালাকে মৌদ্গল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

এই দ্বিতীয় নৌকাবিমানের গাথাসমূহের অনুবাদ প্রথম নৌকা বিমানের গাথার অনুরূপ।

[দ্বিতীয় নৌকা বিমান সমাপ্ত]

১.৮. তৃতীয় নৌকা বিমান

একসময় ভগবান শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি বহুস্থান পরিভ্রমণের পর কোশলরাজের থুণ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। থুণ গ্রামের ব্রাহ্মণগণ মিথ্যাদৃষ্টি ও ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন। তাঁহারা ভগবান আসিতেছেন শুনিয়া অপ্রসন্ন হইলেন। সকলে চিন্তা করিলেন, 'শ্রমণ

গৌতম আমাদের গ্রামে আসিতেছেন। যদি তিনি দুই-তিন দিন এখানে বাস করেন, তাহা হইলে থুণ-গ্রামবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিহানি ঘটিবে। সুতরাং তাঁহার এখানে না আসাই মঙ্গল। তিনি যাহাতে এখানে না আসেন, সেই উপায়ই করিতে হইবে।' অতএব সকলে পরামর্শ করিয়া নদীতীর্থ হইতে নৌকাসমূহ অপসারিত করিলেন, সেতুসমূহ ধ্বংস করিলেন, পান্থশালা বিনষ্ট করিলেন, একটি মাত্র জলের কূপ অবশিষ্ট রাখিয়া আর সমস্ত তৃণ ও ভূসিদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন। সকলে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন—'যদিও বা শ্রমণ গৌতম এই গ্রামে উপস্থিত হন, তাঁহাকে অথবা তাঁহার শিষ্যগণকে কেহ আগু বাড়াইয়া লইতে, অভিবাদন করিতে, ভিক্ষাদান ও বসিবার আসন দিতে পারিবেন না।'

ভগবান দিব্যজ্ঞানে তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তিনি ভিক্ষুসংঘসহ আকাশপথে নদী পার হইলেন। অনুক্রমে তিনি আসিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তখন সেই পথে কয়েকজন স্ত্রীলোক কলসী নিয়া জলের জন্য যাইতেছিল। তাহারা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'এই যে শ্রমণ গৌতম সশিষ্যে উপস্থিত।' সে দিকে আর কেহ অবলোকন না করিয়া প্রস্থান করিল। পুনরায় তাহারা জল নিয়া আসিবার সময় এক ব্রাহ্মণ দাসী ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি প্রসন্ন হইল। তাঁহাদের শরীরের জ্যোতি ও সাম্যমূর্তি দেখিয়া শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহাদিগকে পথশ্রান্ত ওপিপাসিত দেখিয়া জলদান করিবার জন্য তাহার বলবতী ইচ্ছার সঞ্চার হইল। সে চিন্তা করিল—'গ্রামবাসীরা শ্রমণ গৌতমকে কিছু না দিবার জন্য এবং তাঁহার সৎকার-সম্মান না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে; তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি ঈদৃশ পুণ্যক্ষেত্র লাভ করিয়া পানীয় জল দানেও যদি আগামী জন্মের জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় না করি, তবে কখন এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব? সমস্ত গ্রামবাসী যদি আমার উপর অত্যাচার করে, এমন কি, আমাকে যদি হত্যাও করে, তথাপি এইরূপ পুণ্যক্ষেত্রে আমি জলদান করিব।' এই চিন্তা করিয়া সঙ্গিনীদের নিষেধ সত্ত্বেও জলের কলসী নিয়া ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সে কলসী একপ্রান্তে রাখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানকে বন্দনাপূর্বক জলপানের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। ভগবান তাহার চিত্তপ্রসাদ অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক জল ছাঁকিয়া হস্তপদ ধৌত করার পর জলপান করিলেন। অথচ কলসী হইতে

একবিন্দু জলও কম হইল না। দাসী ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইল। সে বুদ্ধের অপার মহিমা উপলব্ধি করিল। শ্রদ্ধা আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তৎপর সে প্রীতি প্রফুল্ল অন্তরে অন্য একজন ভিক্ষুকে জল প্রদান করিল। সেই ভিক্ষুও ইচ্ছামত জল ব্যবহার করিলেন। তৎপর অন্য ভিক্ষুকে, এইরূপে সমস্ত ভিক্ষু মুখ ও হস্তপদ ধৌত করিয়া জলপান করিলেন, কিন্তু কলসী হইতে বিন্দুমাত্র জলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না। ইহাতে দাসীর অতুলনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। প্রফুল্ল হৃদয়ে সকলকে বন্দনা করিয়া ত্রিরত্নের গুণমহিমা চিন্তা করিতে করিতে হৃষ্ট মনে জলপূর্ণ কলসী লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ শুনিলেন—তাঁহার দাসী বুদ্ধকে জলদান করিয়াছে। তিনি মনে করিলেন—'এই দাসী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গ্রামবাসীর নিকট আমাকে নিন্দনীয় করিল' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ অগ্নিশর্মা হইল। ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দাসী গৃহে আসিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া হস্তপদের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দাসীর মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যপ্রভাবে কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত বিচিত্র কারুকার্য খচিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। সেই বিমান পরিবেষ্টন করিয়া মুক্তাজাল শোভিত রজতময় সৈকতসম্পন্ন মণিবর্ণ নির্মল জলপূর্ণ নদী উৎপন্ন হইল। নদীর উভয় তীরে রমণীয় উদ্যান, বিমানদ্বারে পঞ্চবর্ণ পদ্ম সুশোভিত মহতী পুষ্করিণী, তাহার জলে সুদৃশ্য স্বর্ণনৌকা উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সেই নৌকায় বিচরণ করিয়া দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ভগবান আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন, 'আনন্দ, আমার জন্য কূপ হইতে জল নিয়া আস।' আনন্দ স্থবির বলিলেন, 'ভন্তে, থুণ গ্রামবাসীরা এইমাত্র কূপ দূষিত করিয়া গেলেন। জল পাওয়া যাইবে না।' ভগবান দ্বিতীয়, তৃতীয়বার তাঁহাকে জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। স্থবির তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়া জল আনিতে কূপে গেলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন—কূপ জলপূর্ণ হইয়া চতুর্দিক উছলিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত তৃণ-ভূসি স্রোতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই জলপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থুণ গ্রাম ভাসাইয়া তুলিল। গ্রামবাসীরা হঠাৎ এই জলপ্লাবন দেখিয়া আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। 'ইহা ভগবানের ঋদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে' এই মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই ভীত ও কম্পিত কলেবরে যাইয়া ভগবানের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন এবং আপন আপন দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করিলেন। সেইক্ষণেই জল অন্তর্ধান হইল। এসব ঋদ্ধি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের সদা প্রফুল্ল আনন, জ্যোতির্ময়, শান্ত ও বিনীত ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরে শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত হইল। আগামীকল্যের জন্য তাঁহারা সশিষ্য ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরদিন প্রচুর খাদ্যভোজ্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিলেন। আহার কার্যের অবসানে সমস্ত গ্রামবাসী আসিয়া ভগবানের নিকট উপবেশন করিলেন।

স্বর্গে সেই দেবকন্যা এই দিব্যসম্পত্তি লাভের কারণ চিন্তা করিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—সশিষ্য বুদ্ধকে জল দানের ফলেই দেবলোকে এই দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। দেবকন্যার হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠিল। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি এখনই যাইয়া সেই ভগবানকে বন্দনা করিব। যাঁহার গুণ অতুলনীয়; যাঁহাকে সামান্য জলদান করিলেও স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি লাভ করা যায়, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্যকসম্বুদ্ধকে অভিবাদন করিব এবং তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত সদ্ধর্ম বাণী শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতের মঙ্গল বিধান করিব। আমি মনুষ্যলোকে যাইয়া সম্যক মার্গ প্রতিপন্নকে সামান্য দান দিলেও যে মহৎ ফল হয়, তাহা প্রচার করিব।' এই ভাবিয়া দেবকন্যা উৎসাহিত মনে তখনই সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া উদ্যান, নদী ও বিমানসহ মহতী দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব প্রকাশ করিতে করিতে থুণ-গ্রামের সেই মহাসভায় উপস্থিত হইলেন। দেবতার দিব্যালোকে থুণ-গ্রাম আলোকিত হইল। সভাসদ এইসব দেবতা, বিমান, দিব্য উদ্যান ও দিব্য নদী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সকলেই মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'ভগবানের আবার এ কি লীলা!'

দেবকন্যা চতুর্দিক প্রভাসিত করিয়া অপ্সরাগণসহ বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি দেবলীলায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া বিনীতভাবে ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া অভিবাদনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবি, তুমি স্বর্ণাচ্ছাদিত নৌকায় আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ায় অভিরমিত হইতেছ এবং এই দিব্য পুষ্করিণীর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে স্বহস্তে পদ্মচয়ন করিতেছ।

২. সমভাগে চারি প্রকোষ্ঠে সুবিভক্ত কূটাগার তোমার নিবাসস্থান, তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক প্রভাসিত।

৩. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৪. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

৫. 'মহামৌদ্গাল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৬. আমি পূর্বজন্মে ভুলোকে মানবকন্যা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলাম। তখন তৃষিত ও পথশ্রান্ত ভিক্ষুগণকে দেখিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিয়াছিলাম।

৭. যে ব্যক্তি পথশ্রান্ত ও পিপাসিতদিগকে উৎসাহিত চিত্তে পানীয় জল প্রদান করে, তাহার প্রভূত পুষ্প ও পদ্ম পরিশোভিত শীতল জলপূর্ণা নদী উৎপন্ন হয়।

৮. তাহার বিমানের চতুর্দিকে বালুকাবিস্তীর্ণ শীতল জলসম্পন্না নদী, পুষ্প-ফল পরিশোভিত আম্রবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, তিলকবৃক্ষ (অতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ), জামবৃক্ষ, উদ্দালবৃক্ষ (বায়ু নিবারক বৃক্ষরাজ) ও পাটলীবৃক্ষসমূহ সর্বদা পরিবৃত থাকে।

৯. (পুষ্করিণী, নদী ও উদ্যানাদির দ্বারা) সুশৃঙ্খলায় সুসজ্জিত রমণীয় ভূমি প্রদেশে এই শ্রেষ্ঠ বিমান অতিশয় শোভা পাইতেছে। মনুষ্যলোকে সঞ্চিত কুশলকর্মের প্রভাবে দেবলোকে এইরূপ ফল লাভ করিতেছি, পুণ্যবানেরা এইরূপ দিব্যসম্পত্তির অধিকারী হয়।

১০. আমার আবাসস্থান সমভাগে চারি প্রকোষ্ঠে সুবিভক্ত কূটাগার, উহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক প্রভাসিত করিতেছে।

৯. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

১২. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি, আমার শরীরবর্ণে চতুর্দিক প্রভাসিত হইতেছে। বুদ্ধ হিতকামী হইয়া

আমার জলপান করিয়াছিলেন, এই কর্মের প্রভাবে আমি এইরূপ ফল লাভ করিয়াছি।

দেবকন্যার কথা সমাপ্ত হইলে ভগবান কর্মফল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া চারি আর্যসত্য সংমিশ্রিত সুদীর্ঘ ধর্মদেশনা করিলেন। দেবকন্যা প্রসন্নচিত্তে ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। এই ধর্মোপদেশ সম্মিলিত পরিষদেরও মহাউপকার সাধিত হইয়াছিল।

[তৃতীয় নৌকা বিমান সমাপ্ত]

১.৯. দীপ বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বহু উপাসিকা উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারের পূর্বে দানাদি কার্য সম্পাদন করিলেন, অপরাহ্ণে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করিয়া সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি লইয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুষ্প-পূজাদি সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার সময় ধর্মশ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসিল। এক উপাসিকা 'এখন প্রদীপ দেওয়া কর্তব্য' মনে করিয়া নিজের গৃহ হইতে প্রদীপ নিয়া আসিলেন। প্রদীপ ধর্মাসনের সম্মুখে রাখিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রদীপ দান করিয়া তাঁহার অন্তরে প্রীতি উৎপন্ন হইল। এই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জ্যোতিরস নামক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীরশোভা অতিশয় প্রভাস্বর হইয়াছিল। তাঁহার শরীরপ্রভা অন্যান্য দেবতার প্রভাকে পরাজিত করিয়া দশ দিক প্রভাসিত করিয়াছিল। অনন্তর একদিন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বর্গে বিচরণকালীন তাঁহার সহিত একত্র হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. হে দেবি, ওষধী তারকার ন্যায় অভিরূপবর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত করিয়া যে তুমি অবস্থান করিতেছ!

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে দেবতে, তুমি কোন পুণ্যের ফলে বিমলজ্যোতিতে অতিশয় বিরোচিত হইতেছ? কোনো পুণ্যের প্রভাবে তোমার সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে?

৪. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি,

তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

৫. মহামোগ্গল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

৬. আমি পূর্বজন্মে ভূলোকে মানবকন্যা হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। তখন মহা ঘনান্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজন হওয়ায় প্রদীপ দিয়াছিলাম।

৭. যে ব্যক্তি মহা ঘনান্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজনাবস্থায় প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি বহু পুষ্পমাল্য ও পদ্মসমাচ্ছন্ন জ্যোতিরস বিমানে উৎপন্ন হন।

৬. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৯. এই কুশলকর্মের প্রভাবেই আমি দেবতা হইয়া শরীরের বিমল আলোকে অতীব বিরোচিত হইতেছি। তদ্ধেতু আমার সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া সকল দিক আলোকিত করিতেছে।

৭. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

[দীপ বিমান সমাপ্ত]

১.১০. তিল দক্ষিণা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহে কোনো এক অন্তঃসত্ত্বা রমণী তৈল বাহির করিবার ইচ্ছায় তিল ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিতেছিল। তাহার পরমায়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। অকুশলকর্ম বলবৎ-হেতু তাহার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন ভগবান অতি প্রত্যুষে দিব্যচক্ষে জগৎ অবলোকনের সময় এই স্ত্রীলোকটির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন। সুতরাং তিনি তাহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া

শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে অনুক্রমে সেই রমণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রমণী হঠাৎ বুদ্ধকে দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভুলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিল। সে দানীয় দ্রব্য অন্য কিছু না পাইয়া, মাত্র অর্ধাঞ্জলি তিল ভগবানের পাত্রে প্রদানপূর্বক বন্দনা করিল। ভগবান তাহাকে 'সুখিনী হও' এই আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে তাহারা মৃত্যু হইল। সে ভগবানকে তিল দানের ফলে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। তথায় মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. হে দেবি, ওষধী তারকার ন্যায় অভিরূপবর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত করিয়া যে তুমি অবস্থান করিতেছ!

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

৪. আমি মনুষ্যলোকে কোনো গৃহস্থের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতিথিদিগকে বসিবার আসন দিয়াছিলাম, অভিবাদন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াছিলাম এবং যথাশক্তি খাদ্যভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম।

৫. আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে মানবকন্যা হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। তখন পাপহীন, নির্মল ও বিশুদ্ধচিত্ত বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। অচিন্ত্যপূর্ব হঠাৎ আগত দানের উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে তিলদান করিয়াছিলাম।

৬. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৭. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী

পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে আপন পুণ্যকর্ম প্রকাশ করিলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সপরিবার দেবকন্যাকে ধর্মদেশনা করিয়া মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি ভগবানকে সেই সংবাদ বিস্তৃতভাবে বলিলেন। ভগবান সেই দেবকন্যার কথা উল্লেখ করিয়া সমাগত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ মনুষ্যদের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[তিল দক্ষিণা বিমান সমাপ্ত]

১.১১. প্রথম পতিব্রতা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই অঞ্চলে কোন এক রমণী পতিব্রতা ছিলেন। তিনি সর্বদা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল থাকিতেন। তিনি অতীব শান্তশিষ্ট ও পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার অথবা প্রহার করিলেও তিনি নীরবে সহ্য করিতেন, অথচ নিরপরাধিনী হইলেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কোনো দিন কর্কশবাক্য ব্যবহার করিতেন না। সত্যবাদিনী ও শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। ভিক্ষার্থীকে যথাশক্তি দান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

অনন্তর সেই রমণী মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবদুহিতা দিব্য ঐশ্বর্য উপভোগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা ও দিব্য অলংকারে সুমণ্ডিতা সেই দেববালা স্থবিরকে দেখিয়া বন্দনা করিলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. দিব্য বক, ময়ূর, হংস ও মধুর স্বরবিশিষ্ট কোকিলসমূহ (দেবগণের আনন্দ বর্ধনের জন্য ক্রীড়া করিতে করিতে) চতুর্দিকে উড়িয়া বসিয়া বিচরণ করিতেছে। দেবপুত্র ও দেবকন্যা পরিবৃত, বিবিধ বিচিত্র পুষ্প পরিশোভিত এই বিমান অতীব রমণীয়।

২. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, তুমি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছ; চতুর্দিকে এই অপ্সরাগণ নৃত্য-গীতে তোমার আনন্দ বর্ধন করিতেছে।

৩. হে মহাপ্রভাব সম্পন্নে দেবি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া এমন দিব্যঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমার শরীরবর্ণ সর্বদিক আলোকিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্য ঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

৫. আমি মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি পতিব্রতা ছিলাম, কোন দিন পরপুরুষের প্রতি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই। পুত্রের প্রতি মাতার যেইরূপ সহৃদয়তা, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতিও আমার সহৃদয়তা ছিল। কোনো দিন ক্রোধ প্রকাশ অথবা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করি নাই।

৬. আমি মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যে স্থিতা ছিলাম। আপন অভাবের ন্যায় মনে করিয়া পরের অভাব মোচনের জন্য সাহায্য করিতাম। সর্বদা দানে রত থাকিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকার সহকারে বিপুল অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।

৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠ বিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।

[প্রথম পতিব্রতা বিমান সমাপ্ত]

১.১২. দ্বিতীয় পতিব্রতা বিমান

শ্রাবস্তীর কোনো এক পতিব্রতা নারী শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিলেন। তিনি পঞ্চশীল বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতেন, যথাশক্তি দান করিতেন। সুতরাং তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। অবশিষ্ট পূর্ববৎ। স্থবির দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, তুমি রুচিদায়ক প্রভাশালী বৈদূর্যময় স্তম্ভযুক্ত বিচিত্র বিমানে অবস্থান করিতেছ। বিবিধ আশ্চর্যজনক ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া নানা বর্ণবিশিষ্ট শরীর ধারণ করিতেছ, এই অপ্সরাগণও তোমার চতুর্দিকে নাচিয়া-গাহিয়া তোমাকে আমোদিত করিতেছে।

২য় গাথার অনুবাদ প্রথম পতিব্রতা বিমানের ৩য় গাথার অনুরূপ।

৩য় গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠ বিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৪. আমি মনুষ্যলোকে মানবকন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চচক্ষুসম্পন্ন বুদ্ধের উপাসিকা ছিলাম। প্রাণিহত্যা হইতে বিরতা ছিলাম, চুরি বর্জন করিয়াছিলাম।

৫. মদ্য পান করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই, আপন স্বামীতেই সন্তুষ্টা ছিলাম, প্রসন্নচিত্তে সৎকার সহকারে বিপুলভাবে অন্নপানীয় দান করিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠ বিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।

[দ্বিতীয় পতিব্রতা বিমান সমাপ্ত]

১.১৩. প্রথম পুত্রবধু বিমান

শ্রাবস্তীর কোনো এক গৃহে জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। ভিক্ষুকে দেখিয়া সেই গৃহস্থের পুত্রবধুর প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হইল। 'এই আমার উত্তম পুণ্যক্ষেত্র' মনে করিয়া তাহাকে খাইবার জন্য যেই পিষ্টক দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সাদরে স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির তাহা গ্রহণ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবধু মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত সদৃশ। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বর্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম গাথার অনুবাদ দীপ বিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠ বিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'আমি মনুষ্যলোকে মানবকন্যা হইয়া শ্বশুরের গৃহে পুত্রবধু ছিলাম। সুপ্রসন্ন, নির্মলচিত্ত ও পাপহীন এক অর্হৎ ভিক্ষু দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে নিজের হাতে পিষ্টক দিয়াছিলাম। আমার ভাগে লব্ধ পিষ্টক হইতে অর্ধভাগ দান দিয়া এখন নন্দনবনে আনন্দ উপভোগ করিতেছি।'

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

[প্রথম পুত্রবধু বিমান সমাপ্ত]

১.১৪. দ্বিতীয় পুত্রবধু বিমান

এই বিমান বর্ণনা প্রথম পুত্রবধু বিমান বর্ণনা সদৃশ। এইস্থলে কেবল যব নির্মিত পিষ্টকই বিসদৃশ।

১ম গাথার অনুবাদ দীপ বিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠ বিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ। ৫ম গাথার অনুবাদ ১ম পুত্রবধু বিমানের ৫ম গাথার অনুরূপ। ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পুত্রবধু বিমানের ৬ষ্ঠ গাথার অনুরূপ, কেবল পিষ্টকের স্থানে যবপিষ্টক ব্যবহৃত হইবে। ৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

[দ্বিতীয় পুত্রবধু বিমান সমাপ্ত]

১.১৫. উত্তরা বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় পূর্ণ নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি রাজগৃহের সুমনশ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ

করিতেন। তাঁহার পরিবারে ছিল মাত্র তাঁহার ভার্যা ও উত্তরা নাম্নী কন্যা। এক সময় রাজগৃহ নগরে সপ্তাহকালব্যাপী নক্ষত্র উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তাহা শুনিয়া সুমনশ্রেষ্ঠী প্রাতেই পূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'হে পূর্ণ, আমাদের পরিবারস্থ সকলেই নক্ষত্র-ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক। তুমি কি নক্ষত্র-ক্রীড়া করিবে, না কি কার্য করিতে যাইবে?'

পূর্ণ উত্তর দিলেন, 'প্রভু, নক্ষত্র-ক্রীড়া ধনবানদের জন্য, আমার গৃহে যাগু পাক করিয়া খাইবার চাউল পর্যন্ত নাই, নক্ষত্র-ক্রীড়া আমার কী হইবে? গরু পাইলে আমি ভূমি কর্ষণে যাইব।'

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'তাহা হইলে গরু নিয়া যাও।' পূর্ণ বলবান গরু ও লাঙল লইয়া ক্ষেত্রে যাইবার সময় ভার্যাকে বলিলেন, 'ভদ্রে, নগরবাসীরা নক্ষত্র-ক্রীড়া করিতেছে, আমি দরিদ্র, তাই কার্য করিতে যাইতেছি। আজ তুমি অতি উত্তম খাদ্য পাক করিয়া নিয়া আসিও।' এই বলিয়া তিনি ক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন।

সারিপুত্র স্থবির সাত দিন যাবৎ নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অদ্য প্রত্যুষে তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া কাহাকে অনুগ্রহ করিবেন চিন্তা করিলেন, তিনি দিব্যচক্ষে পূর্ণকে দেখিতে পাইলেন। স্থবির পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া পূর্ণের কর্ষণস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল সংগ্রহ করিয়া দিলেন। স্থরি মুখ প্রক্ষালন করিয়া চিন্তা করিলেন, 'পূর্ণের স্ত্রী অন্ন নিয়া আসিবার সময় পথেই একত্র হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে পূর্ণের স্ত্রী স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'আজ আমার অতি সৌভাগ্যের দিন। যে দিন দানীয় বস্তু না থাকে, সে দিন স্থবিরের দর্শন লাভ ঘটে; আর যে দিন দানীয় বস্তু থাকে, সে দিন দর্শন লাভ হয় না। অদ্য দানীয় বস্তুও আছে, স্থবিরেরও দর্শন লাভ করিলাম, এই অবসরে পুণ্য সঞ্চয় করা আমার নিতান্ত প্রয়োজন।' এইরূপ চিন্তার পর অন্নপাত্র রাখিয়া স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন। তৎপর তাঁহাকে বলিলেন, 'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক দাসীর এই অকিঞ্চিৎকর দান গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া তিনি ভিক্ষাপাত্রে অন্ন প্রদানে রত হইলেন। অন্নের অর্ধাংশ প্রদত্ত হইলে স্থবির পাত্রের মুখ হস্তাবৃত করিয়া বারণ করিলেন। তখন পূর্ণের স্ত্রী বলিলেন, 'ভন্তে, এখানে একজনের প্রমাণ অন্ন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক সমস্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আমার জন্ম-জন্মান্তরের উপকার সাধন করুন।' এই বলিয়া সমস্ত অন্ন

পাত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'ভন্তে, আপনি যেই ধর্মের অধিকারী হইয়াছেন, আমিও যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি।' স্থবির তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া কোনো জলসম্পন্ন সুবিধাজনক স্থানে আহার করিতে বসিলেন।

পূর্ণের স্ত্রী গৃহে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া অন্য গৃহ হইতে চাউল সংগ্রহপূর্বক পুনরায় রন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণ অর্ধকরীষ প্রমাণ জমি কর্ষণান্তর ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি গরু ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষছায়ায় আসিয়া বসিলেন এবং অন্ন আনিতেছে কি না, পথপানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী অন্ন নিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'ইনি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া আমার পথপানে তাকাইয়া আছেন। আমার অত্যধিক গৌণ হওয়াতে হয়তো তিনি আমাকে তর্জন অথবা প্রহারও করিতে পারেন; তাহা হইলে আমার কৃত কুশলকর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহাকে পূর্বেই এই বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন।' এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্বামিন, অদ্য দিবসের জন্য চিত্ত প্রসন্ন করুন। আমার কৃতকর্ম নিষ্ফল করিবেন না। আমি প্রাতেই আপনার জন্য অন্ন পাক করিয়া আনিতেছিলাম; পথিমধ্যে ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরের দর্শন পাইয়া আপনার অন্ন তাঁহাকে দান করিয়াছি। পুনরায় গৃহে যাইয়া পাক করিয়া আনিতে গৌণ হইল। সুতরাং এই দানরূপ কুশলকর্মে আপনার চিত্ত প্রসন্ন করুন।'

পূর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রফুল্ল হাস্যে বলিলেন, ভদ্রে, আমার অন্ন আর্যকে প্রদান করিয়া অতীব উত্তম কার্যই করিয়াছ। আমিও প্রাতে তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল দিয়াছি। তুমিও অন্ন দান করিয়াছ, বেশ ভালোই হইয়াছে।' এইরূপ বলিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে পুণ্যানুমোদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে ক্লান্ত শরীরে স্ত্রীর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে দান করিলে, সেই দানের ফল তখনই প্রদান করে। তাহা 'দিট্ঠধম্ম বেদনীয়' কর্মফল নামে অভিহিত হয়। অদ্য পূর্ণও সেই ফলের অধিকারী হইলেন। তাঁহার কর্ষিত স্থানের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঢেলা ও বালুকাসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইল। তিনি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ষিত ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া পড়িল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে স্ত্রীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আজ গৌণে আহার করাতেই বোধ হয়, আমার চক্ষু ভ্রম হইতেছে, আমার কর্ষিত স্থানে সমস্ত

স্বর্ণের ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন?' তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'স্বামিন, আমিও তদ্রূপ দেখিতেছি।' পূর্ণ অবিলম্বে তথায় গমনান্তর একটা ঢেলা লইয়া লাঙল-সীতায় প্রহারপূর্বক দেখিলেন—খাঁটি স্বর্ণ। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, 'অহো, কী আশ্চর্য! ধর্মসেনাপতিকে দান করার ফল যে তৎমুহূর্তেই পাওয়া গেল। এত ধন আমি গোপনে পরিভোগ করিতে পারিব না।' এইরূপ মনে করিয়া যেই পাত্রে অন্ন আনা হইয়াছিল তাহা স্বর্ণে পূর্ণ করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন, 'দেব, অদ্য আমার কর্ষিত স্থান সমস্ত স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহা আপনি আহরণ করুন।' রাজা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' 'আমার নাম পূর্ণ।' 'তুমি আজ কি করিয়াছ?' 'প্রাতে আমি ধর্মসেনাপতিকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী অন্ন দান করিয়াছিল।'

তাহা শুনিয়া রাজা প্রফুল্ল হাস্যে বলিলেন, 'তুমি ধর্মসেনাপতিকে দান করিয়া অদ্যই তাহার ফল লাভ করিলে। এখন তোমার কী করিবার ইচ্ছা?' 'এক সহস্র শকট পাঠাইয়া তাহা আহরণ করুন।'

রাজা শকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজাপুরুষেরা 'রাজার বহু সম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছে' এইরূপ বলিয়া যখন স্বর্ণ স্পর্শ করিল, গৃহীত গৃহীত স্বর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হইল। তাহারা যাইয়া রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, সেই স্বর্ণ আমরা স্পর্শ করিলেই মাটি হইয়া যায়।' রাজা বলিলেন, 'তোমরা কী বলিয়া স্পর্শ করিয়াছিলে?' 'আমরা রাজার সম্পত্তি বলিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম।' 'তোমরা ভুল করিয়াছ, পূর্ণের সম্পত্তি বলিয়া স্পর্শ করিও।' তাহারা সেইরূপই বলিয়া সমস্ত স্বর্ণ আহরণপূর্বক রাজাঙ্গনে রাশিকৃত করিল। স্বর্ণের স্তূপ উচ্চতায় ৮০ হস্ত প্রমাণ হইয়াছিল। রাজা নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, 'এ নগরে কাহার নিকট এই পরিমাণ স্বর্ণ আছে?' সকলেই বলিলেন, 'কাহারো নিকট নাই মহারাজ।' 'যাহার এই সমস্ত স্বর্ণ, তাহাকে কোন পদে অভিষিক্ত করা যায়?' 'শ্রেষ্ঠীপদে মহারাজ।' রাজা বলিলেন, 'যাহার নিকট বহু ধন আছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠী বলা যায়।' এই বলিয়া পূর্ণকে শ্রেষ্ঠীপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ণ বলিলেন, 'মহারাজ, আমি এতকাল পরগৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমাকে বাসস্থান প্রদান করুন।' রাজা বলিলেন, 'তাহা হইলে দেখ—ওই যে গুল্ম দেখা যাইতেছে, তাহা সমান করিয়া সেই স্থানে তোমার পছন্দমতো গৃহ নির্মাণ কর।'

পূর্ণ সেই স্থানে অল্প দিবসের মধ্যে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। গৃহপ্রবেশ ও ছত্র-মঙ্গল উৎসব একসঙ্গেই আরম্ভ করিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ

ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিলেন। প্রতিদিন দানানুমোদন উপলক্ষে ভগবান বিস্তৃত ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ধর্ম শুনিয়া পূর্ণ, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা উত্তরা তিনজনই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

অনন্তর এক সময় রাজগৃহের সুমনশ্রেষ্ঠী পূর্ণশ্রেষ্ঠীর কন্যা উত্তরাকে আপন পুত্রের জন্য চাহিলেন। পূর্ণশ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'আমার কন্যা আপনাকে দিতে পারিব না।' সুমনশ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'এরূপ বলিবেন না, এতকাল আপনি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া এ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমার পুত্রকে আপনার কন্যা দেওয়াই সঙ্গত।' পূর্ণশ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'আপনারা মিথ্যাদৃষ্টি, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন, আমার কন্যা রত্নত্রয় ব্যতীত বাস করিতে পারিবে না, অতএব আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিব না।' বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'বন্ধু পূর্ণ, সুমনশ্রেষ্ঠীর পূর্বমিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই প্রয়োজন, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করুন।' সকলের অনুরোধে অগত্যা তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ লগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

উত্তররা স্বামীর গৃহে আসা অবধি বুদ্ধ অথবা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দান দিতে ও ধর্মশ্রবণ করিতে ভাগ্যে ঘটে নাই। এইরূপে আড়াই মাস অতীত হইল, বর্ষাবাসের আর অর্ধমাস অবশিষ্ট। এবার উত্তরার অসহ্য হইল। তিনি মাতাপিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আপনারা আমাকে এরূপ বন্ধনাগারে কেন প্রক্ষেপ করিলেন? আমার রূপশ্রী বিনষ্ট করিয়া পরগৃহে দাসীর বৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন না কেন? এমন মিথ্যাদৃষ্টির গৃহে আমাকে দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? এখানে আসা অবধি ভিক্ষুদর্শনাদি কোনো প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।'

কন্যার ঈদৃশ মর্মন্তুদ অপ্রীতিকর সংবাদে মাতাপিতা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। 'আমাদের মেয়ে বড়ই দুঃখে কালযাপন করিতেছে' এই বলিয়া তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রেষ্ঠী কন্যার নিকট ১৫ হাজার টাকা পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—'এই নগরে শ্রীমা নাম্নী এক গণিকা আছে, সে দৈনিক এক সহস্র টাকা গ্রহণ করে, এই টাকার বিনিময়ে তাহাকে আনাইয়া তোমার স্বামীকে প্রদানান্তর তুমি যথাইচ্ছা পুণ্যকার্য সম্পাদন করিবে।'

উত্তরা শ্রীমাকে আনাইয়া স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। স্বামী শ্রীমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কে?' উত্তরা বলিলেন, 'এ আমার সহায়িকা, অর্ধমাস আপনার সেবা করিবে, ততদিন আমি দান দিবার ও ধর্মশ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি শ্রীমার অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। স্ত্রীর কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উত্তরার কথিত মতেই

স্বীকৃত হইলেন।

উত্তরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পনর দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া, ধর্মশ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সদা প্রফুল্ল হাস্যে তিনি যাবতীয় কার্য নিজ হস্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

আগামীকল্য মহাপ্রবারণা। বুদ্ধ ও পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। উত্তরা মহোৎসাহে পূজোপকরণ ও দানীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দাস-দাসীদিগকে যথোপযুক্ত কার্যে নিয়োজিত করিলেন। সূপ, পিষ্টক ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্য-ভোজ্যের পাকপ্রণালি বলিয়া দিতে লাগিলেন। সমস্ত কার্যের সুশঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত তিনি এদিক-ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্র চিন্তা করিলেন, 'আগামীকল্য মহাপ্রবারণা, উত্তরা কী করিতেছে দেখি' এই মনে করিয়া তিনি দ্বিতলের বাতায়ন পথে দেখিলেন—উত্তরা ঘর্মাক্ত কলেবরে, কালিমাখা শরীরে কার্যে ব্যাপৃতা আছেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, 'অহো, মূর্খ, ঈদৃশ রমণীয় স্থানে এবম্বিধ শ্রীসম্পত্তি পরিভোগ না করিয়া মুণ্ডক শ্রমণদের জন্য এত পরিশ্রম কেন? ঘর্মে সর্বশরীর সিক্ত হইয়া গিয়াছে, তবুও তাতে আনন্দ!' মনে মনে এই বলিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীমা তাঁহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া 'ইনি কাহার সহিত হাস্য করিতেছেন?' এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে বহির্ভাগে অবলোকন করিতেই উত্তরাকে দেখিতে পাইল। তখন সে চিন্তা করিল, 'এই উত্তরাকে দেখিয়াই ইনি হাস্য করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাদের গুপ্তপ্রেম আছে।' ইহা মনে করিয়া উত্তরার প্রতি তাহার ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। শ্রীমা যে এই গৃহে পনেরো দিনের জন্য আসিয়াছে, সে যে এ বাড়ির কেউই নহে, এই কয়েকদিন বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে নিজকেই এ বাড়ির কর্ত্রী ঠাকুরাণী মনে করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া 'আমার স্বামীর সহিত হাস্য করিবার তুই কে? এখনই বুঝাইয়া দিতেছি' এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্যে তর্জন গর্জন করিতে করিতে সে দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। যে স্থানে উত্তরা দাসীদের নিয়া পাককার্যে ব্যাপৃতা আছেন, সেই স্থানে যাইয়া পূর্ণ এক চামচ পিষ্টকের অতি উষ্ণ সূপ লইয়া উত্তরা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। তখন উত্তরা চিন্তা করিলেন, 'আমার সহায়িকা আমার মহা উপকারিণী। এই উপকারের সহিত তুলনা করিতে গেলে, চক্রবাল অতি ক্ষুদ্র এবং ব্রহ্মলোক অতি নীচ বলিতে হইবে। আমার সহায়িকার গুণ অতুলনীয়, অতি উচ্চ, অতি মহৎ। ইহার

অনুগ্রহে আমি আজ দান-ধর্মাদি কুশলকর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাইতেছি। যদি ইহার প্রতি আমার কোনো প্রকারের ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সূপের দ্বারা আমি দগ্ধ হই, না হয়, দগ্ধ হইব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া উত্তরা তাহার প্রতি মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিলেন। শ্রীমা উত্তরার মস্তকে উষ্ণ সূপ ঢালিয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা শীতল জলের ন্যায় অনুভব করিলেন। 'ইহা শীতল হইয়াছে' মনে করিয়া পুনরায় চামচ পূর্ণ সূপ আনিবার সময় উত্তরার দাসীরা 'তুই কে রে দুর্বিনীতা? আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মাথায় উষ্ণ সূপ ঢালিয়া দিতেছিস?' এই বলিয়া সকলে শ্রীমাকে হস্তপদের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে ভূমিতে লোটাইয়া দিল। উত্তরা বহু চেষ্টার পর দাসীগণের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং 'কেন তুমি এরূপ অন্যায় কার্য করিতে গেলে?' ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদানান্তর তাহাকে নিজহস্তে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া শতপাক তৈল মস্তকে দিয়া সান্ত্বনা দিলেন।

তখন শ্রীমা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিল—'আমি নিতান্ত অন্যায় কার্য করিয়াছি। আমি ইঁহার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলেও, কিন্তু ইনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ হন নাই, বরঞ্চ দাসীদের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বহস্তে স্নান করাইয়া মস্তকে তৈল প্রদানে আমায় শান্তি দিতেছেন। যদি ইঁহার নিকট নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি, তবে নিশ্চয়ই আমার মস্তক সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে।' ইহা মনে করিয়া শ্রীমা উত্তরার পাদমূলে নিপড়িত হইয়া বলিল, 'আর্যে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' উত্তরা বলিলেন, 'আমার পিতা যদি ক্ষমা করেন, তবে আমিও ক্ষমা করিতে পারি।' শ্রীমা বলিল, 'তাও ভালো, আপনার পিতা পূর্ণশ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইব।' 'পূর্ণশ্রেষ্ঠী আমার জন্মদাতা পিতা বটে, যিনি ভবদুঃখের মুক্তিদাতা পিতা, তিনি ক্ষমা করিলে, আমি ক্ষমা করিতে পারি।' 'আপনার ভবদুঃখের মুক্তিদাতা পিতা কে হন?' 'সম্যকসম্বুদ্ধ।' 'তাঁহার সহিত যে আমার পরিচয় নাই।' 'আমি পরিচয় করাইয়া দিব, তিনি আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ এখানে আসিবেন, তোমার যথাশক্তি পূজোপকরণ নিয়া আসিও।' 'অতি উত্তম' বলিয়া শ্রীমা নিজের গৃহে গমন করিল। তাহার পরিচারিকাদের দ্বারা বিবিধ খাদ্য-ভোজ্য সম্পাদন করাইল। পরদিন শ্রীমা তাহা নিয়া উত্তরার গৃহে উপস্থিত হইল। অপিচ সে তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পাত্রে পরিবেশন করিতে সাহস পাইল না। সুতরাং উত্তরা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। আহারান্তে শ্রীমা

পরিচারিকাগণসহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভগবান মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার অপরাধ কী?' শ্রীমা তাহার অপরাধ সম্বন্ধীয় বিষয় বর্ণনা করিল। ভগবান উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উত্তরে, তুমি তখন কী চিন্তা করিয়াছিলে?' উত্তরা বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, 'ভন্তে, তখন আমি চিন্তা করিয়াছিলাম—শ্রীমা আমার মহা উপকারিণী, তাহার উপকার অতুলনীয়, চক্রবাল হইতেও মহত্তর, ব্রহ্মলোক হইতেও উচ্চতর। তাহার অনুগ্রহেই আমি দান দিতে, ধর্মশ্রবণ করিতে পারিতেছি, যদি ইহার প্রতি আমার কোনো প্রকারের ক্রোধ থাকে, তাহা হইলে এই সূপে আমি দগ্ধ হই, আর না হইলে দগ্ধ হইব না। এইরূপে আমি তাহার প্রতি মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিয়াছিলাম।'

তখন ভগবান বলিলেন, 'সাধু, সাধু উত্তরে, এইরূপেই ক্রোধকে পরাজয় করিতে হয়।' তখন তিনি উপদেশমূলক এই গাথাটি বলিলেন :

'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিন'ন্তি।

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণতাকে দানের দ্বারা ও মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করিতে হয়।

এই গাথাটি বলিয়া ভগবান চতুরার্যসত্যমূলক বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে উত্তরা সকৃদাগামী হইলেন। উত্তরার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও শ্রীমা পঞ্চশত সহচরীসহ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অনন্তর উত্তরা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন উত্তরা দেবকন্যার সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম গাথার অনুবাদ দীপ বিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠ বিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'স্বামীর গৃহে অবস্থানকালীন আমার নিকট ঈর্ষা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধভাব ছিল না; স্বামীর বশীভূত থাকিয়া সর্বদা অপ্রমত্তভাবে উপোসথধর্ম পালন করিতাম।

৬-৭ প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিতাম, সর্বদা শীলপালনে সংযত থাকিতাম।

৮. প্রাণিহত্যা, মিথ্যাকথা, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

৯. আমি যশস্বী চক্ষুষ্মান গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল রক্ষাকারিণী ও আর্য সত্য পরিজ্ঞাতা উপাসিকা ছিলাম।

১০. তাই আমি নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ও উপোসথ শীলের সুকীর্তিতে যশস্বিনী হইয়া স্বীয় পুণ্য অনুভব করত অনাময়ী ও সুখিনী হইয়াছি।

১১শ ও ১২শ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠ বিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

[উত্তরা বিমান সমাপ্ত]

১.১৬. শ্রীমা বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীমা গণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া পাপকর্ম বর্জনপূর্বক বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদনে রত হইলেন। প্রতিদিন তাঁহার গৃহে আটজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়া দান গ্রহণ করিতেন। তিনি ১৬ টাকা ব্যয়ে উত্তম আহার্য প্রস্তুত করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিক্ষুগণকে প্রদানপূর্বক প্রাত্যহিক কার্য সম্পাদনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেন।

অনন্তর এক দিবস জনৈক ভিক্ষু তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া তিন যোজন দূরবর্তী কোনো এক বিহারে গমন করিলেন। সায়াহ্নে তিনি সেই বিহারবাসী স্থবিরের নিকট উপবিষ্ট হইলে, স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবুসো, কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছ?' 'শ্রীমার গৃহ হইতে।' 'সে শ্রদ্ধার সহিত দান করে তো?' 'হাঁ ভন্তে, তাহার দান বর্ণনাতীত, অতি উৎকৃষ্ট। একজনকে যাহা দান করে, তাহা তিন-চারিজনের প্রমাণমতো হয়। দান হইতে তাহার দর্শন লাভই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সে অত্যন্ত রূপ-লাবণ্যময়ী।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার রূপের বর্ণনা করিলেন। তথায় অন্য একজন ভিক্ষু শ্রীমার রূপকাহিনী শুনিয়া অদর্শন অবস্থাতেই তাঁহার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করিলেন। 'তথায় যাইয়া তাহাকে আমার দেখিতে হইবে' এই মনে করিয়া তিনি বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। পর দিবস ভিক্ষুদের সহিত তিনিও শ্রীমার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

গতকল্য হইতে শ্রীমা রোগাক্রান্তা। সুতরাং আভরণসমূহ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত হইতে হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইলে, দাসী তাঁহাকে বলিল, 'আর্যে, ভিক্ষুগণ আসিয়াছেন।' তিনি ভিক্ষুদিগকে খাদ্যভোজ্য প্রদানে উত্তমরূপে পরিচর্যা করিবার জন্য দাসীকে আদেশ দিলেন। সংগৃহীত আহার্য দ্রব্যে ভিক্ষুদের পাত্রপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইলে,

দাসী তাঁহাকে সংবাদ দিল। শ্রীমা বলিলেন, 'আমাকে ভিক্ষুদের নিকট নিয়া যাও, আর্যগণকে বন্দনা করিব।' দাসী তাঁহাকে তথায় নিয়া গেল। তিনি কম্পিত কলেবরে ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিলেন। পূর্বোক্ত ভিক্ষু শ্রীমাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'আহা, রোগাবস্থায় ইহার এতই রূপ-লাবণ্য, না জানি, আরোগ্য শরীরে সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিতাবস্থায় কেমন রূপশালিনী ছিল!' ইহা চিন্তা করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বহু কোটি জন্মের সঞ্চিত বলবতী বাসনার সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীমার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইলেন। তিনি সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইয়া তথায় আর ভোজন করিতে পারিলেন না। সেই আহার্যপূর্ণ পাত্র নিয়াই বিহারে উপস্থিত হইলেন। পাত্র একস্থানে রাখিয়া তিনি শয্যাগত হইলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু ভিক্ষু তাঁহাকে বহু অনুরোধ করিলেও আহার করাইতে পারিলেন না। তিনি অনশনেই রাত্রি-দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সেই দিবস সায়াহ্নে শ্রীমার মৃত্যু হইল। রাজা বুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'ভন্তে, জীবকের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমার মৃত্যু হইয়াছে।' তচ্ছ্রবণে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ রাজসমীপে সংবাদ পাঠাইলেন—'শ্রীমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখন যেন সম্পাদন করা না হয়। কাক-শৃগালও যাহাতে নষ্ট করিতে না পারে, সেইরূপ নিরাপদে মশানে রক্ষা করুন।' রাজা তাহাই করিলেন। তিন দিবস অতিক্রমের পর চতুর্থ দিন মৃতশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। নবদ্বারে দূষিত পদার্থ নির্গত হইতে লাগিল। তখন ভগবানের নির্দেশক্রমে রাজা ভেরীশব্দে নগরে আদেশ প্রচার করাইলেন—'এক এক জন গৃহরক্ষক ব্যতীত আর সমস্ত নরগবাসী শ্রীমাকে দর্শন নিমিত্ত মশানে যাইতে হইবে; যে কেহ যাইবে না, তাহাকে আট টাকা দণ্ড দিতে হইবে।'

সমস্ত নগরবাসী মশানে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাজা ভগবানের নিকট বিনীতানুরোধ জানাইলেন—'ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে ভগবানও যেন কৃপা বিতরণে মশানে আগমন করেন।' তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, চলো সকলে শ্রীমার মৃতদেহ দর্শন করিতে যাই।'

শ্রীমার প্রতি আসক্তচিত্ত ভিক্ষুটি আজ চারি দিন যাবৎ অনাহারে শয্যাশায়ী। পাত্রে আহার্যদ্রব্য পঁচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার একজন বন্ধু ভিক্ষু তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'বন্ধো, ভগবান শ্রীমার মৃতদেহ দর্শনে যাইতেছেন।' এই কথা বলামাত্রই সেই ভিক্ষু ক্লান্তশরীর হইলেও, সহসা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান কি শ্রীমাকে দর্শনার্থ যাইতেছেন? তুমিও কি যাইবে? তাহা হইলে আমিও যাইব।' ইহা বলিয়াই ভিক্ষু যথাসত্বর

পাত্রটি ধুইলেন। ধৌত পাত্র থলিয়ায় পূরিয়া ভিক্ষুগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া মশানের একপার্শ্বে স্থিত হইলেন। ভিক্ষুণী-পরিষদ, রাজপরিষদ, উপাসক ও উপাসিকা-পরিষদ তাহারাও অন্যান্য পার্শ্বে স্থিত হইলেন। সকলেই নীবর নিস্তব্ধ। সকলেই সম্বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য বাণী শ্রবণার্থ উদ্‌গ্রীব। ভগবান সেই জনসমুদ্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর অথচ মধুরনাদে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, এই মৃতা কে?' রাজা বিনীতস্বরে বলিলেন, 'ভন্তে, জীবকের ভগ্নী শ্রীমা।' ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি শ্রীমা!' রাজা বলিলেন, 'হাঁ ভন্তে।' ভগবান 'তাহা হইলে মহারাজ, এই জনসংঘের মধ্যে ভেরীশব্দে ঘোষণা করা হউক—যাহার ইচ্ছা হয়, সে হাজার টাকায় শ্রীমাকে গ্রহণ করুক।' রাজা সেইরূপ ঘোষণা করাইলেন। গ্রাহক একজনও জুটল না। অতঃপর ভগবান বলিলেন, 'তাহা হইলে মহারাজ, অর্ধেক টাকা বাদ দেওয়া হউক।' তৎপর পাঁচশতের ডাক পড়িল। তাহাতেও কোনো গ্রাহক জুটিল না। তৎপর আড়াইশত, দুইশত, একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, বিশ, দশ, পাঁচ, একটাকা, আট আনা, এক আনা, অতঃপর এক কড়ার বিনিময়ে শ্রীমাকে গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইল। ইহাতেও কেহ গ্রহণ না করাতে, বিনামূল্যে নিবার জন্য প্রচার করা হইল। তথাপি কেহ নিতে রাজি হইল না।

অতঃপর রাজা ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, বিনামূল্যেও কেহ নিতে চায় না।' তখন ভগবান সিংহনাদে বলিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেখো, পুরুষদের অতি প্রিয় স্ত্রীজাতি, এই নগরেই এক দিবসের জন্য এই শ্রীমাকে হাজার টাকা দিয়াছিল, এখন বিনামূল্যেও কেহ নিতেছে না। যেই শ্রীমার রূপ-লাবণ্য মগধবাসীকে বিমোহিত করিয়াছিল, আজ সেই রূপের এমনই পরিণাম, রূপ এমনই অনিত্য, এমনই ক্ষয়-ব্যয়শীল! অলংকার এই শরীরের শোভা সম্পাদন করে মাত্র, কিন্তু বত্রিশ প্রকার অশুচি পদার্থে এই শরীর গঠিত, তিনশত অস্থি-সংযুক্ত এই দেহের নবদ্বারে সর্বদা অশুচি ক্ষরিত হয়। এই দেহ বিবিধ রোগের আবাসক্ষেত্র। এই শরীর চিরস্থায়ী নহে, কেবল অজ্ঞানীরা এই অশুচিপূর্ণ শরীরে মোহিত হয় মাত্র।' এইরূপে ভগবান দেহের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মোপদেশের পরিসমাপ্তিতে শ্রীমার প্রতি প্রতিবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষু তৃষ্ণাবিমুক্ত হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই সমাগমে ৮৪ হাজার লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

শ্রীমা মৃত্যুর পর নির্মাণরতি নামক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি আপন দিব্য ঐশ্বর্য দর্শনে চিন্তা করিলেন—'আমি কোন কর্মের প্রভাবে এই

দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি?' তিনি দিব্যজ্ঞানে পূর্বজন্মের অবস্থা দর্শনে জানিতে পারিলেন—ভিক্ষুগণসহ ভগবান ও বহু সহস্র মনুষ্য মশানে তাঁহার মৃতশরীর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তখন দেবকন্যা শ্রীমা পঞ্চশত অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া পঞ্চশত দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সকলের দর্শনপথে স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিলেন। সপরিষদ দেবকন্যা রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন বঙ্গীস স্থবির ভগবানের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আপনার অনুমতি পাইলে আমি দেবকন্যাকে একটি প্রশ্ন করিতে পারি।' ভগবান অনুমতি দিলেন। বঙ্গীস স্থবির দেবকন্যা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবতে, তোমার পুণ্যপ্রভাবে সুনির্মিত পঞ্চশত রথে নিয়োজিত (অধোদিকে অবতরণ হেতু) অধোমুখী, আকাশগামী, বলবান, দ্রুতগামী ও শ্রেষ্ঠ দিব্যালংকারে অলংকৃত অশ্বগুলি সারথি পরিচালিত অশ্বের ন্যায় সুন্দররূপে গমন করিতেছে।

২. তুমি শ্রেষ্ঠ রথে অলংকৃত শরীরে সূর্যের ন্যায় প্রভাসিত ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্থিতা আছ। হে পরম দর্শনীয়ে উত্তম রূপধারিণী সর্বাঙ্গ শোভনে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—অনুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের পরিচর্যার্থে কোন দেবলোক হইতে এখানে আসিয়াছ?'

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৩. 'যেই দেবলোক কামপরিভোগের অগ্রস্থান এবং যশ ও ভোগসম্পত্তি লাভের শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া কথিত, যথায় আপন অভিরুচি অনুযায়ী ভোগবিলাস নির্মাণ করিয়া অভিরমিত হইতে পারা যায়, আমি সেই স্থানে যথাইচ্ছিত কামরূপধারিণী দেবকন্যা সেই নির্মাণরতি দেবলোক হইতে অনুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা করিবার জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছি।'

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪. 'তুমি পূর্বজন্মে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? কোন পুণ্যের ফলে তুমি ঈদৃশ অপ্রমাণ যশসম্পন্না হইয়া দিব্যসুখে বর্ধিতা হইতেছ? তুমি আকাশগামিনী অনুত্তর ঋদ্ধিসম্পন্না, তোমার শরীরের দিব্যবর্ণ দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে।

৫. হে দেবতে, তুমি দেবগণ পরিবৃতা হইয়া সৎকারপ্রাপ্ত হইতেছ, তুমি কোথা হইতে চ্যুতা হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছ? তুমি কোন শাস্তার উপদেশ ও

অনুশাসন প্রতিপালন করিয়াছিলে? যদি তুমি বুদ্ধশ্রাবিকা হও, তবে তাহা আমাকে বল।'

৬. 'ঋষিগিলি, বৈপুল্য, বেভার, পণ্ডব ও গৃধ্রকূট এই পঞ্চ পর্বতের মধ্যস্থলে মহাগোবিন্দ পণ্ডিতের নির্মিত শ্রেষ্ঠ নগরে আমি রূপশ্রী সৌভাগ্যবতী ও নৃত্য-গীতে পরম সুশিক্ষিতা ছিলাম। রাজগৃহে আমি সকলের নিকট শ্রীমা নামে পরিচিতা হইয়াছিলাম।

৭. ঋষিশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে সমুদয় সত্য, দুঃখসত্য ও অনিত্যতা সম্বন্ধে এবং অসঙ্খত (সংস্কারবিহীন), শাশ্বত নির্বাণের সোজাপথ দুঃখনিরোধ মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

৮. আমি তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের অমৃতপদ অসঙ্খত সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীলসমূহে অতিশয় সুসংযতা হইয়াছিলাম এবং নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধভাষিত ধর্মে স্থিতা হইয়াছিলাম।

৯. আমি তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত অসঙ্খত নির্বাণপদ জ্ঞাত হইয়া সেইক্ষণেই লোকোত্তর শমথ-ধ্যান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই আমার পরম নিয়ামক (নির্দেশক) হইয়াছিল।

১০. আমি শ্রেষ্ঠতর অমৃতপদ লাভ করিয়া একান্তমনে ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ ও ত্রিরত্নে সন্দেহহীনা হইয়া আর্যসত্য জ্ঞাত হইয়া মার্গফল লাভ করিয়াছি; তাই আমি বহুজন পূজিতা হইয়া অপ্রমাণ ক্রীড়া ও রতিসুখ উপভোগ করিতেছি।

১১. আমি অমৃতপদ লব্ধ দেবতা, তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবিকা; চারিসত্য ধর্মদর্শিনী প্রথম ফলে প্রতিষ্ঠিতা স্রোতাপন্না হইয়াছি, আমি পুনরায় দুর্গতিকুলে উৎপন্ন হইব না।

১২. আমি শ্রীসম্পন্ন ধর্মরাজ সম্যকসম্বুদ্ধ ও প্রসাদিক কুশলে রত নির্বাণ সাক্ষাৎকারী পাপশূন্য ভিক্ষুগণকে সগৌরবে বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছি।

১৩. মুনিকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট ও প্রীতিরসে সিক্ত হইয়াছে; সেই নর দমনকারী শ্রেষ্ঠ সারথি, তৃষ্ণাধ্বংসকারী, কুশলরত, বিনায়ক, পরম হিত ও অনুকম্পাকারী তথাগতকে বন্দনা করিতেছি।

এইরূপে দেবকন্যা শ্রীমা ত্রিরত্নে আপন প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করণান্তর দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই শ্রীমার বিষয় উপলক্ষ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মোপদেশের পর উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। উপস্থিত পরিষদবৃন্দের সেই ধর্মদেশনা মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[শ্রীমা বিমান সমাপ্ত]

১.১৭. কেশকারী বিমান

ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন কতিপয় ভিক্ষু বারাণসীতে ভিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় কেশকারী নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যা গৃহদ্বারে বসিয়া মাতার মস্তক হইতে উকুন গ্রহণ করিতেছিল। সে ভিক্ষুগণকে দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এই প্রব্রজিতেরা প্রথম যৌবন সম্প্রাপ্ত, রূপবান, দর্শনীয়, চিত্তপ্রসাদক ও সুকোমল। বোধ হয়, ইহাদিগকে কেহ বিতারিত করিয়াছে; না হয়, এই বয়সেই প্রব্রজ্যা নিবে কেন?' তাহার মাতা বলিল, 'তাহা নহে মা, শাক্যপুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি যাহা ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহা আদিতেও কল্যাণকর, মধ্যেও কল্যাণকর এবং অন্তেও কল্যাণকর। তিনি অর্থ ব্যঞ্জনযুক্ত, সর্বদিক পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া ইঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।'

তখন একজন স্রোতাপন্ন উপাসক সেই পথে যাইতেছিলেন। তিনি মাতা-কন্যার কথা শুনিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি বলিতে পারেন কি, বর্তমান সময় এই যে বহু কুলপুত্র অগাধ ভোগসম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কোন লাভের প্রত্যাশায় প্রব্রজ্যা নিতেছেন?' উপাসক উত্তর দিলেন, 'কামগুণে দোষ ও নৈষ্ক্রম্যে ফল দেখিয়া।' তখন উপাসক নিজের জ্ঞানানুযায়ী ইহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রিরত্নের গুণ ও পঞ্চশীল রক্ষার উপকারিতা বর্ণনা করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণকন্যা উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরাও ত্রিশরণে ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার বর্ণিত গুণের অধিকারিণী হইতে পারিব কি?' উপাসক বলিলেন, 'কেন পারিবে না? এই ধর্মে সর্বসাধারণের সমান অধিকার।' তৎপর উপাসক তাহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া বলিল, 'ইহার উত্তরিতর আরও কিছু করণীয় আছে কি?' উপাসক তাহাকে জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতি বিবেচনা করিয়া শরীর সম্বন্ধীয় কেশ-লোমাদি 'দ্বাত্তিংসাকার' ভাবনা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। দেহের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনমূলক অনিত্যাদি প্রতিসংযুক্ত ধর্মকথা কহিয়া বিদর্শনমার্গ বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যা উপাসকের কথিত মতে সমস্ত বিষয় অন্তরে ধারণপূর্বক

দেহের অসারতা ভাবনা করিয়া অচিরেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকন্যা দেহান্তে ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও প্রমোদিতান্তরে চারিটি গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'এই বিমান রুচিদায়ক প্রভাস্বর বৈদূর্য স্তম্ভযুক্ত, বিস্তীর্ণ ও সুনির্মিত, চতুর্দিক স্বর্ণবৃক্ষে আচ্ছাদিত; এই স্থান আমার, আমার কর্মবিপাক বলে এই বিমান উৎপন্ন হইয়াছে।

২. এই বিমানে আমার স্বীয় কর্মপ্রভাবে এই শত সহস্র অপ্সরা পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে; হে যশস্বিনী, তুমিও উৎপন্ন হইয়া পূর্ব দেবতাগণকে প্রভাসিত করিয়া স্থিতা আছ।

৩. চন্দ্র যেমন তারকারাজি পরাজয় করিয়া বিরোচিত হয়, সেইরূপ নক্ষত্ররাজের ন্যায় তুমিও অপ্সরাদের মধ্যে অতিশয় জ্যোতির্ময়ী হইয়া বিরোচিত হইতেছ।

৪. হে অনোমদর্শনে দেবতে, তুমি কোথা হইতে আসিয়া আমার এই ভবনে উৎপন্ন হইয়াছ? মহাব্রহ্মাকে দেখিয়া তাবতিংসের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ যেইরূপ আনন্দিত হয়, তদ্রূপ তোমাকে দেখিয়া সমস্ত দেবতা আনন্দিত হইতেছে।'

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৫. 'হে ইন্দ্ররাজ, যেহেতু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তুমি কোথা হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছ?' (তদ্ধেতু আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি) কাশীরাজ্যে বারাণসী নামক নগর আছে, তথায় আমি পূর্বজন্মে কেশকারী নাম ধারণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলাম।

৬. আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রসন্নমনা, একান্তবশে শরণ গ্রহণ ও সন্দেহহীনা হইয়াছিলাম, শীলসমূহ বিশুদ্ধরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম, স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়া, সম্বোধি ধর্মে নিরত থাকিয়া সুখে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম।

ইন্দ্ররাজ দেবকন্যার বাক্য শ্রবণে তাঁহার পুণ্যসম্পত্তি ও দিব্যসম্পত্তি অনুমোদন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন :

৭. 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রসন্নমনা, একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্না, সন্দেহহীনা, বিশুদ্ধ শীলসম্পন্না, স্রোতাপন্না, সম্বোধি ধর্মে নিরতা, অনাময়ী হে দেবতে, তুমি ধর্ম-যশে ও দিব্যযশে যশবতী হইয়া বিরোচিতা হইতেছ; তোমার দ্বিবিধ সম্পত্তিই আমি অভিনন্দন করিতেছি; এই দেবলোকে তুমি

স্বাগতা।'

দেবরাজ ইন্দ্র মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে এই সংবাদ বলিলেন। স্থবির ভগবানকে তাহা নিবেদন করিলেন। ভগবান ইহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা সদেব-মনুষ্যলোকের সার্থক হইয়াছিল।

[কেশকারী বিমান সমাপ্ত]

[প্রথম পীঠ বর্গ সমাপ্ত]

দ্বিতীয় চিত্তলতা বর্গ

২.১. দাসী বিমান

ভগবান জেতবনে অবস্থানকালীন শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক বহু উপাসক পরিবৃত হইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় বিহারে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম শ্রবণান্তে লোকজন প্রস্থান করিলে, তিনি ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, এই হইতে আমি সংঘকে নিত্য অন্নদান করিব।' তচ্ছ্রবণে ভগবান তাঁহাকে তদনুরূপ ধর্মকথা বলিলেন। তদনন্তর উপাসক ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আগামীকল্য হইতে আপনি আমার গৃহে ভিক্ষার জন্য আসিবেন।' এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দাসীকে বলিলেন, 'হে দাসী, আগামীকল্য হইতে ভগবান আমার গৃহে ভিক্ষার জন্য আসিবেন, তুমি সর্বদা অপ্রমত্ত হইয়া থাকিবে।' দাসী তাঁহার কথায় অতীব সন্তুষ্ট হইল। স্বভাবত সেই দাসী শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও ধর্মশীলা ছিল। সে প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া উত্তম অন্নপানীয় সম্পাদনান্তর ভিক্ষুদের উপবেশন স্থান সুন্দররূপে লেপন করিয়া আসনসমূহ প্রজ্ঞাপ্ত করিত। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইলে, তথায় উপবেশন করাইয়া সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপপূজা সম্পাদনান্তর সৎকার-গৌরবসহকারে অন্নপানীয় পরিবেশন করিত।

অনন্তর একদিবস ভিক্ষুদের আহার কার্যের পরিসমাপ্তির পর দাসী তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে বন্দনাপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, কী প্রকারে জাত্যাদি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়?' তাহার প্রশ্ন শ্রবণান্তর ভিক্ষু তাহাকে ত্রিশরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুভ বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন। অপর ভিক্ষু অনিত্যমূলক ধর্মকথা বলিলেন। সেই দাসী ষোলো বৎসর যাবৎ শীলরক্ষা করিয়াছিল। একদিন সে যথাযোগ্যমতে ধর্মশ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া জ্ঞানেরও পরিপক্বতা-হেতু বিদর্শন বর্ধিত করিয়া স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। এক লক্ষ অপ্সরা তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য নিযুক্ত হইল। তিনি ষাট হাজার তূর্যধ্বনি দ্বারা পূজা লাভ করিয়া বিপুল দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে করিতে সপরিষদ উদ্যানাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবতে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রমণীয় চিত্রলতা উদ্যানে

রমিত হইতেছে; চতুপার্শ্বস্থ দেববালাদের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া তুমি অগ্রণী হইয়াছ, তুমি ওষধী তারকার ন্যায় সকল দিক আলোকিত করিয়াছ।

২. হে দেবললনে, কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন পুণ্যের প্রভাবে এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছ? কোন পুণ্য ফলে তোমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্য ঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ? কোন পুণ্যের ফলে তোমার শরীরবর্ণ দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে?'

৪. 'মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসিত আকারে যেই কর্মে যেই ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।'

৫. 'আমি ভূলোকে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরের ঘরে পরিচর্যাকারিণী দাসী ছিলাম। আমি দাসী হইলেও চক্ষুষ্মান যশস্বী গৌতম বুদ্ধের উপাসিকা হইয়া তাঁহার শাসনে [ষোলো বৎসর কর্মস্থান ভাবনা করিয়া সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্মে] ইষ্টাদি লক্ষণসম্পত্তি লাভ করিয়া সংক্লেশ হইতে নিষ্ক্রমণের জন্য সম্যকরূপে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

৬-৭. এই শরীর ধ্বংস হইলেও, তথাপি এই কর্মস্থান ভাবনায় আমার দৃঢ়বীর্যের শিথিলতা ছিল না; [নিত্য শীলবশে] পঞ্চশীল পালন করিয়া [কামরাগ-কণ্টকের অভাব-হেতু] অকণ্টক, [কিলেস, মিথ্যাদৃষ্টি ও দুশ্চরিতের সমুচ্ছেদ-হেতু] অগ্রহণ, ঋজু, সৎপুরুষ প্রকাশিত স্বস্তিক নির্বাণমার্গ স্ত্রীজাতি হইয়াও যথা উপায়ে লাভ করিয়াছি। দেখুন, ক্লেশ হইতে নিষ্ক্রমণের এই ফল।

৮. আমি বসবত্তী ইন্দ্ররাজের [আলাপের জন্য অথবা ক্রীড়ার সময়] আহ্বানযোগ্য। ষাটি সহস্র তূর্যধ্বনি করিয়া আমার প্রীতি-সৌমনস্য উৎপাদন করে।

৯-১১. আলম্ব, গগ্গর, ভীম, সাধুবাদী, সংসয়, পোক্খর, সুফস্স এই সব বাদ্যকারী দেবপুত্র এবং বীণামোক্ষা, নন্দা, সুনন্দা, সোণদিন্না, সুচিমহিতা, অলম্বুসা, মিস্সকেসী, পুণ্ডরীকা, অতিদারুণী, এণিফস্সা, সুফস্সা, সুভদ্রা, মৃদুবাদিনী এই সব দেবকন্যা এবং আরও অন্যান্য শ্রেষ্ঠতরা দেবকন্যা আমার প্রীতিবর্ধন করে।

১২. মদীয় আনন্দবর্ধনকারী দেবপুত্র ও দেববালাগণ আমার নিকট

আসিয়া তাহাদের পরস্পরকে বলে—‘ওহে, চল আমরা নাচিয়া-গাহিয়া তাঁহাকে রমিত করি।’

১৩. যাহারা পুণ্যকাজ করে নাই, তাহাদের জন্য এই স্থান নহে; যাহারা পুণ্যবান তাহাদের জন্যই এই ত্রিদশালয়ের শোকহীন—রমণীয় বৃহৎ নন্দনকানন।

১৪. যাহারা পুণ্য সম্পাদন করে নাই, তাহাদের সুখ ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই; পুণ্যবানেরা ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে।

১৫. যাহারা তাবতিংস দেবতাদের সঙ্গ লাভ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাদের বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন; পুণ্যবানই সকল প্রকার ভোগবিলাসের দ্বারা প্রমোদিত হয়।

[দাসী বিমান সমাপ্ত]

২.২. লখুমা বিমান

ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কৈবর্তগ্রামে লখুমা নাম্নী এক শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি রমণী জনৈক ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া বন্দনান্তর আপন গৃহে নিয়া গেল। সে ভিক্ষুকে এক চামচ ভিক্ষা দিল। সে এই প্রথম পরিচয় হইতে ক্রমশ শ্রদ্ধা বর্ধিত করিয়া একখানা আসনশালা নির্মাণ করাইয়া দিল। তথায় প্রবিষ্ট ভিক্ষুগণকে বসিবার আসন দিয়া পানীয় ও পরিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিত। অন্ন, পিষ্টকাদির মধ্যে যাহা গৃহে বিদ্যমান থাকিত, তাহাই ভিক্ষুগণকে প্রদান করিত। ভিক্ষুদের নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া ত্রিশরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হইল, সুসংযতচিত্তে বিদর্শন কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া ও বিদর্শন ভাবনা করিয়া অচিরেই স্রোতাপন্না হইলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে সুবৃহৎ বিমানে উৎপন্ন হইলেন। সহস্র অপ্সরা তাঁহার সেবা করিত। তিনি তথায় দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে করিতে প্রমোদিতচিত্তে বিচরণ করিতেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণকালে সেই দেবকন্যার দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ‘হে দেবতে, তুমি ওষধী তারকার ন্যায় অভিরূপ বর্ণে সকল দিক প্রভাসিত করিয়া যেভাবে স্থিতা আছ!’

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ ‘দাসী বিমানের’ ২য় ও ৩য় গাথার অনুরূপ।

৪র্থ গাথার অনুবাদ ‘দাসী বিমানের’ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫-৬. ‘কৈবর্তদ্বার [বারাণসী নগরের একটি দ্বারের নাম] হইতে বাহির হইবার স্থানে আমার বাসগৃহ ছিল। তথায় সঞ্চরমান ঋজুভাবসম্পন্ন

বুদ্ধশ্রাবক মহাঋদ্ধিগণকে আমি অতি প্রসন্নচিত্তে অন্ন, ব্যঞ্জন, শাক, সূপ [লবণ-জলের এক প্রকার পানীয়] দান করিয়াছিলাম।

৭-৮. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথশীল পালন করিয়াছিলাম, শীলসমূহে সর্বদা সংযত ছিলাম; আমার আবাসস্থান বিমানের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একসদৃশ।

৯. প্রাণিহত্যা, মিথ্যাকথা, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

১০. আমি যশস্বী চক্ষুষ্মান গৌতম বুদ্ধের পঞ্চ শিক্ষাপদে নিরতা, আর্যসত্য পরিজ্ঞাতা উপাসিকা ছিলাম।

১১. তদ্ধেতু আমি এইরূপ বর্ণসম্পন্না হইয়াছি, সেই কুশলের বলেই এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেই আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

১২. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি এবং আমার শরীরের বর্ণে সকল দিক প্রভাসিত হইতেছে।'

অতঃপর দেবকন্যা বলিলেন, 'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়া বলিবেন—'ভন্তে, লখুমা নাম্নী উপাসিকা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতেছে।' ভন্তে, বুদ্ধধর্ম শ্রবণে আমি স্রোতাপন্না হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ধর্ম শ্রবণে সকৃদাগামিনী হইলাম।

[লখুমা বিমান সমাপ্ত]

২.৩. আচাম দায়িকা বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহের কোনো এক গৃহস্থ মহামারী রোগের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। সেই গৃহস্থের একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলেরই মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুভয়ে গৃহ ও সমস্ত ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং অনাথিনীভাবে পরগৃহের পশ্চাৎ অলিন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই গৃহবাসী লোকজন তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-যাগু ও কাঞ্জি ইত্যাদি তাহাকে প্রদান করিত। তথায় সে তাহাদের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

সেই সময় মহাকাশ্যপ স্থবির সপ্তাহকাল নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে অতিবাহিত করার পর ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন, 'অদ্য কাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়া দুর্গতিদুঃখ হইতে মুক্তিদান করিব।' তখন সেই স্ত্রীলোকটির অচিরে মৃত্যু হইয়া নরকে উৎপত্তির হেতু দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি অদ্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে আমাকে আচাম (ভাতের মাড়) প্রদান করিবে। এই দানপ্রভাবে সে নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাতে আমি তাহার নরকোৎপত্তি বারণ করিয়া স্বর্গে উৎপন্নের হেতু করাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর লইয়া সেই দরিদ্র রমণীর বাসস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞাতবেশে দিব্যরসযুক্ত অন্ন ও সূপ-ব্যঞ্জন নিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া বলিলেন, 'দেবরাজ, আপনি পুণ্যবান; কেন এমন করিতেছেন? দরিদ্র দুঃখীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবেন না।' তখন তিনি ইন্দ্রের খাদ্যভোজ্য গ্রহণ না করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সম্মুখে স্থিত হইলেন। সে স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিল, 'ইনি মহানুভাবসম্পন্ন স্থবির, ইঁহাকে দিবার যোগ্য তেমন খাদ্য-ভোজ্য আমার নিকট নাই। এই ক্লিষ্ট ভাজনে তৃণচূর্ণ ও ধূলি সমাকীর্ণ লবণহীন শীতল বিস্বাদ অন্নমণ্ড মাত্র আছে। তাহাই বা কীরূপে ইঁহাকে দিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ভন্তে, ক্ষমা করুন, অন্যগৃহে গমন করুন।' স্থবির একপদ মাত্র অতিক্রম করিয়া আবার স্থিত হইলেন। গৃহবাসী মনুষ্যেরা অন্ন-ব্যঞ্জন হস্তে উপস্থিত হইল। স্থবিরকে তাহা দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই দুঃখিনী নারী চিন্তা করিল, 'ইনি আমার প্রতিই অনুকম্পা করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমার দ্রব্য গ্রহণ করিবারই ইঁহার ইচ্ছা।' এইরূপ মনে করিয়া সে আনন্দিত মনে সাদরে সেই অন্নমণ্ড স্থবিরের পাত্রে প্রদান করিল। স্থবির তাহার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য তথায় ভোজনের ইচ্ছা দেখাইলেন। লোকেরা আসন পাতিয়া দিল। স্থবির তথায় বসিয়া সেই অন্নমণ্ড পান করিলেন। অতঃপর তিনি দানের ফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'তুমি তৃতীয় জন্মে আমার মাতা ছিলে।' এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।' সেই দরিদ্রা রমণী স্থবিরের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আরও অত্যধিক ভক্তি ও প্রসন্নতার উৎপাদন করিল। সেই রাত্রির প্রথম যামে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইল।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র সেই দরিদ্রা রমণীর মৃত্যু বিবরণ অবগত হইয়া

সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে চিন্তা করিয়া তাবতিংসাদি দেবলোক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাকে কোথাও না দেখিয়া মধ্যম যামে মহাকশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছায় গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১-২. 'আপনি ভিক্ষা করিবার সময় যখন মৌনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পরগৃহে অবস্থানকারিণী দরিদ্রা দুঃখিনী নারী স্বহস্তে প্রসন্নচিত্তে যে আপনাকে আচাম (ভাতের মাড়) দান দিয়াছিল, সে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া কোন দিকে গিয়াছে [অর্থাৎ ছয় দেবলোকের কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।']

স্থবির বলিলেন :

৩-৫. 'আমি যে ভিক্ষা করিবার সময় মৌনভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, পরগৃহে অবস্থানকারিণী দরিদ্রা দুঃখিনী নারী স্বহস্তে প্রসন্নচিত্ত আমাকে যে অন্নমণ্ড দিয়াছিল, সেই পুণ্যফলে সে রমণী দেহান্তে দুর্ভাগ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্মাণরতি নামে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবলোকে সুখিনী ও প্রমোদিতা হইয়া অবস্থান করিতেছে।'

ইন্দ্ররাজ বলিলেন :

৬. 'অহো দুঃখিনী নারী, তোমার দান কাশ্যপ স্থবিরকে দিয়া উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছ, অপর হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্নমণ্ড দান দিয়া মহাফল লাভ করিয়াছ। [যেহেতু স্থবির নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত]

৭. যে নারী চক্রবর্তী রাজার অগ্রমহিষীর স্থানপ্রাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দরী ও স্বামীর অনুপম দর্শনীয়া, সে এই দরিদ্রা স্ত্রীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোলো ভাগের একভাগও হইবে না।

৮. শত নিষ্ক [এক নিষ্ক ১০৮ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ] শত অশ্ব, শত অশ্বতরী, শত রথ ও মুক্তা-মণি বিভূষিতা সহস্র কন্যা দান দিলেও এই দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোলো ভাগের এক ভাগও হইবে না।

৯. স্বর্ণনির্মিত গ্রীবালংকার ভূষিত, স্বর্ণখচিত হস্ত্যাস্তরণ ও কঙ্কণাদি হস্ত্যালংকারে অলংকৃত ঈশাদন্ত, দ্রুতগামী, বলবান ও পরাক্রমশালী হেমবত[১] জাতীয় একশত হস্তীরাজ দান করিলে [যেই পুণ্য হইবে, সেই পুণ্য] এই

---

[১]। ১ কালাবকঞ্চ ২ গঙ্গেয্যং ৩ পণ্ডরং ৪ তম্ব ৫ পিঙ্গলং,
৬ গন্ধ ৭ মঙ্গল ৮ হেমঞ্চ ৯ উপোসথ ১০ ছদ্দন্তিনে দসাতি।

এই দশবিধ হস্তীজাতির মধ্যে হেমবত জাতীয় একটি হস্তী দশ কোটি মনুষ্যের বল ধারণ করে।

দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোলো ভাগের এক ভাগও হইবে না।

১০. চারি মহাদ্বীপের একাধীশ্বর চক্রবর্তী রাজ্যশ্রী যিনি লাভ করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য এই দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের ষোলো ভাগের এক ভাগও হইবে না।'

দেবরাজ ইন্দ্র যাহা বর্ণনা করিলেন, মহাকাশ্যপ স্থবির ভগবানকে তাহা নিবেদন করিলেন। ভগবান উহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদের মধ্যে বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল।

[আচাম দায়িকা বিমান সমাপ্ত]

২.৪. চণ্ডালী বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া জগতের অবস্থা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন—সেই নগরে অবস্থানকারিণী এক বৃদ্ধা চণ্ডালিনীর অদ্য মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যুর পর সে নরকে উৎপন্ন হইবে। তিনি করুণা সমুৎসাহিতচিত্তে চিন্তা করিলেন, 'অদ্য ইহা দ্বারা স্বর্গোৎপত্তির কার্য করাইয়া তাহার নরক গমনের পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া সপরিষদ রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। সেই সময় চণ্ডালিনী লাঠি হস্তে নগর হইতে বহির্গত হইতেছিল। সে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া অভিমুখে স্থিতা হইল। ভগবানও তাহার গমন নিবারণের ন্যায় সম্মুখে স্থিত হইলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির ভগবানের চিত্ত জ্ঞাত হইয়া এবং সেই চণ্ডালিনীরও আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহার ধর্মসংজ্ঞা উৎপাদন নিমিত্ত এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

১. 'হে চণ্ডালিনী, যশস্বী গৌতমের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা কর, এই ঋষিসপ্তম[১] তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই স্থানে স্থিত হইয়াছেন।

২. অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতি তোমার চিত্ত প্রসন্ন করো, শীঘ্র অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বন্দনা করো, তুমি অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছ।

এইরূপে স্থবির দুইটি গাথায় ভগবানের গুণকীর্তন করিয়া চণ্ডালিনীর ক্ষীণায়ু সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। স্থবিরের কথায় তাহার অন্তরে সংবেগ উৎপন্ন হইল। সে প্রসন্নচিত্তে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিল। তৎপর সে বুদ্ধগত প্রীতিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থিত হইল। 'ইহার

---

[১]। বিপস্সী বুদ্ধাদির সপ্তম বলিয়া ঋষিবর গৌতম বুদ্ধকে ঋষিসপ্তম বলা হইয়াছে।

স্বর্গোৎপত্তির এতদূরই যথেষ্ট’ এইরূপ মনে করিয়া ভগবান সশিষ্য প্রস্থান করিলেন। তখন এক ভ্রান্তা তরুণবৎসা গাভীশৃঙ্গের প্রহারে তাহার জীবন বিনাশ করিল। তদ্ধেতু সঙ্গীতিকারক বলিয়াছেন :

৩. ‘ভাবিতচিত্ত, অন্তিমদেহধারী মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া চণ্ডালিনী যশস্বী গৌতম বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়াছিল।

৪. অন্ধকার বিধ্বংসী সূর্যবৎ অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারে জ্ঞানালোকবিশিষ্ট সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া করজোড়ে স্থিতা চণ্ডালিনীকে একটি গাভী বধ করিয়াছিল।’

চণ্ডালিনী মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। শতসহস্র অপ্সরা তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। তখনই সেই দেবকন্যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বিমানসহ মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনান্তর বলিলেন :

৫. ‘ক্ষীণাসব, পাপহীন, তৃষ্ণাবিমুক্ত, অরণ্যে একাকী নির্জনে উপবিষ্ট হে মহানুভাবসম্পন্ন বীর, আমি দেবঋদ্ধিপ্রাপ্ত দেববালা আসিয়া আপনাকে বন্দনা করিতেছি।

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬. ‘হে সুবর্ণরূপিনী, জ্যোতির্ময়ী, মহাপরিবারসম্পন্নে সুন্দরী দেবতে, তুমি বিবিধ বিচিত্রিতা বহু অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্বক আমাকে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?’

দেবকন্যা বলিলেন :

৭. ‘ভন্তে, আমি চণ্ডালিনী, আপনার ন্যায় বীর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া অর্হৎ যশস্বী গৌতম বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়াছিলাম।

৮. আমি পদারবিন্দে সেই বন্দনার ফলে চণ্ডালকুল হইতে চ্যুত হইয়া আনন্দময় তাবতিংস দেবলোকে সর্বাঙ্গ সুন্দর এক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি।

৯. শতসহস্র অপ্সরা আমাকে অভিমুখে রাখিয়া স্থিত হয়, আমি শরীরবর্ণ, যশ ও আয়ুদ্বারা তাহাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছি।

১০. আমি প্রভূত কল্যাণকর্ম সম্পন্না, সম্যক প্রজ্ঞাবতী ও স্মৃতিসম্পন্না হইয়াছি; ভন্তে, জগতে যিনি মুনি ও কারুণিক তাঁহাকে আমি বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছি।’

১১. ‘কৃতজ্ঞসম্পন্না ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশিনী চণ্ডালিনী দেবকন্যা এইরূপ বলিয়া অর্হতের (মৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের) পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।’

অতঃপর মহামৌদ্গাল্লায়ন এই সংবাদ ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[চণ্ডালী বিমান সমাপ্ত]

২.৫. ভদ্রাস্ত্রী বিমান

ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কিম্বিল নগরে শ্রদ্ধা-প্রসন্ন ও শীলাচারসম্পন্ন রোহক নামক এক গৃহপতিপুত্র ছিলেন। সেই নগরে তাহার ন্যায় মহৈশ্বর্যসম্পন্ন কুলে এক বালিকা ছিলেন। তিনি অতি শ্রদ্ধাবতী। তাঁহার স্বভাব ভদ্র, তাই তাঁহার নাম ছিল ভদ্রা। অনন্তর যথাসময় রোহকের সঙ্গে সেই কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। সেই পতিপ্রাণা নারী সর্ববিষয়ে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার ভদ্র-হেতু সেই প্রদেশে তিনি ভদ্রাস্ত্রী নামে পরিচিতা।

তখন সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন এই দুই অগ্রশ্রাবক পাঁচশত পাঁচশত এক হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হইলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁহারা কিম্বিল নগরে সম্প্রাপ্ত হইলেন। রোহক, স্থবিরদের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরদ্বয়কে বন্দনা করিয়া, আগামী দিবসের জন্য সশিষ্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিবস ভিক্ষুগণ রোহকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আহারকার্য সমাপ্ত হইলে, রোহক স্ত্রী-পুত্রসহ ধর্মশ্রবণ করিলেন। তাঁহারা ধর্মশ্রবণে আনন্দিত হইয়া সকলে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভদ্রা প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথ রক্ষা করিতেন। ভদ্রার শীলাচারে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিতেন।

এক সময় রোহক বাণিজ্য করিবার জন্য তক্কশিলায় গিয়াছিলেন। একদা নক্ষত্র উৎসব দিবসে গৃহরক্ষক দেবতা ভদ্রার চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হইয়া দৈবশক্তি বলে তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট নিয়া গেলেন। আবার যথাসময় তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। সেই স্বামী-সহবাসে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। গর্ভ যখন প্রকাশ পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কলঙ্কও প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সকলে ব্যভিচারিণী মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তখন ভদ্রা তক্ষশিলায় স্বামীপ্রদত্ত অঙ্কুরী দেখাইয়া লোকদের সন্দেহ বিনোদনপূর্বক বিশুদ্ধ শীলাচারসম্পন্না বলিয়া জগতে পরিচিতা হইলেন।

অনন্তর তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী হইতে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়া পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দেবপরিষদ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিলেন। সেই সময় ভদ্রাস্ত্রী দেবকন্যাও তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনান্তর একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। ভগবানকে দর্শন ও বন্দনা মাসনে দশ সহস্র চক্রবাল হইতে দেবতা ও ব্রহ্মাগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই পরিষদের মধ্যে ভগবান সেই ভদ্রাস্ত্রী দেবকন্যাকে তাঁহার কৃতপুণ্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'ভদ্রে, তুমি নীল, পীত, কাল, মঞ্জিঠা ও লোহিতাদি বিবিধ বিচিত্র বর্ণের পুষ্পকেশর পরিবৃতা হইয়াছ।

২. মন্দায় পুষ্পমাল্য একবার ধারণ করিতেছ, আবার মোচন করিতেছ; হে প্রজ্ঞাবতী দেবতে, অন্যান্য দেবলোকে এইরূপ পুষ্পবৃক্ষ আর নাই।

৩. হে যশস্বিনী, তুমি এই তাবতিংস দেবলোকে কোন পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছ? হে দেবি, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন পুণ্যপ্রভাবে এই ফল লাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।'

দেবকন্যা বলিলেন :

৪-৫. 'কিম্বিল নগরবাসীরা আমাকে ভদ্রাস্ত্রী বলিয়া মনে করিত। আমি শ্রদ্ধাবতী ও শীলবতী উপাসিকা ছিলাম, সর্বদা দানে রত ছিলাম। অতি প্রসন্নচিত্তে ঋজুভূত অর্হৎগণকে অন্ন, আচ্ছাদন, শয়নাসন ও প্রদীপ দান করিয়াছিলাম।

৬-৭. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করিয়াছিলাম; শীলসমূহে সর্বদা সংযতা ছিলাম; প্রাণিহত্যা হইতে বিরতা ও মিথ্যাকথনে সংযতা থাকিতাম; চুরি, মিথ্যাকামাচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

৮. আমি চক্ষুষ্মান সম্বুদ্ধের পঞ্চশীলে নিরতা, আর্যসত্য বিদিতা ও অপ্রমাদবিহারিণী উপাসিকা ছিলাম।

৯. আমি কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া, সুখের আবাস উৎপাদন করিয়াছি; সেই কুশলের প্রভাবে স্বয়ংপ্রভাযুক্তা হইয়া নন্দনবনে সুখে বিচরণ করিতেছি।

১০. পরম হিতানুকম্পাকারী মহামুনি তপস্বী ভিক্ষু যুগলকে [অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে] উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিলাম; সুখের আবাস উৎপাদক সেই সুকর্মের প্রভাবে আমি স্বয়ংপ্রভায় প্রভাবতী হইয়া নন্দনবনে সুখে

বিচরণ করিতেছি।

১১. আমি অপরিমিত সুখাবহ অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল সর্বদা পালন করিয়াছিলাম, সুখাবাস উৎপাদক সেই কুশলকর্ম প্রভাবে স্বয়ংপ্রভায় প্রভাবতী হইয়া নন্দনবনে সুখে বিচরণ করিতেছি।

ভগবান মাতৃদেবী প্রমুখ দশ সহস্র চক্রবালের দেব-ব্রহ্মাগণকে তিন মাস অভিধর্মপিটক দেশনা করিয়া মনুষ্যলোকে আসিলেন এবং ভদ্রাস্ত্রীর বিমান সম্বন্ধে ভিক্ষুগণকে দেশনা করিলেন। সেই দেশনা পরিষদের হিত-সাধন করিয়াছিল।

[ভদ্রাস্ত্রী বিমান সমাপ্ত]

২.৬. সোণদিন্না বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন নালন্দায় সোণদিন্না নাম্নী এক শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে চারি প্রত্যয়ে [চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ওষধ দ্বারা] সেবা করিতেন, সর্বদা বিশুদ্ধভাবে থাকিতেন, নিত্য শীলপালন করিতেন ও উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করিতেন। ক্রমশ তিনি ধর্মশ্রবণ করিয়া ও চারি আর্যসত্য ভাবনা করিয়া স্রোতাপন্না হইলেন। অনন্তর মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। দেবলোকে মহামৌদ্গাল্লায়ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১-৪ এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

[সোণদিন্না বিমান সমাপ্ত]

২.৭. উপোসথা বিমান

সাকেত নগরে উপোসথা নাম্নী একজন উপাসিকা ছিলেন। অন্যান্য বিষয় পূর্ব বিমানের বর্ণনানুযায়ী জ্ঞাতব্য।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ লখুমা বিমানের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

দেবকন্যা বলিলেন :

৫. 'সাকেত নগরের মনুষ্যেরা আমাকে উপোসথা নামে জানিত, আমি শ্রদ্ধাবতী ও শীলবতী উপাসিকা ছিলাম; সর্বদা দানে রত ছিলাম।

৬. সেই হেতু আমি ঈদৃশী বর্ণসম্পন্না হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই

এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেই আমার মনোজ্ঞ যেকোনো ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে। সেই পুণ্যতেজে আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি এবং আমার শরীরবর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে।

৭. আমি সর্বদা নন্দনকাননের দিব্যসম্পত্তির কথা শুনিয়া তৎপ্রতি আমার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা লাভের জন্য একান্তমনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাই এই নন্দনবনে উৎপন্ন হইয়াছি।

৮. আমি শাসনকর্তা আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের [অল্পক্ষণের জন্যও ভবে উৎপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে, এই] উপদেশ অনুসারে কাজ করি নাই, আমি [ভবের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ না করিয়া] হীন স্থানে চিত্ত স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তদ্ধেতু এখন অনুতাপ ভোগ করিতেছি।'

মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৯. 'হে দেবললনে উপোসথে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কত দীর্ঘকাল এই বিমানে অবস্থান করিবে? যদি তোমার পরমায়ু সম্বন্ধে জ্ঞাত থাক, তবে তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।'

দেববালা বলিলেন :

১০. 'হে মহামুনি, আমি তিন কোটি ষাট সহস্র বৎসর এই [তাবতিংস] দেবলোকে অবস্থানান্তর এই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইব।'

মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির আশ্বাসবাক্যে বলিলেন :

১১. 'হে উপোসথে, তুমি ভয় করিও না, কেন না, সম্যকসম্বুদ্ধও প্রকাশ করিয়াছেন—তুমি স্রোতাপন্না হইয়াছ, তদ্ধেতু তোমার দুর্গতি গমনপত রুদ্ধ হইয়াছে।'

[উপোসথা বিমান সমাপ্ত]

২.৮. শ্রদ্ধা বিমান

এই বিষয়টি রাজগৃহ নগরে শ্রদ্ধা নাম্নী উপাসিকা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য।

[শ্রদ্ধা বিমান সমাপ্ত]

২.৯. সুনন্দা বিমাব

এই বিষয়টি রাজগৃহ নগরে সুনন্দা নাম্নী উপাসিকা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য।

[সুনন্দা বিমান সমাপ্ত]

২.১০. ভিক্ষাদায়িকা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় উত্তর মধুরায় কোনো একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাহার অপায় গমনের হেতু ছিল। ভগবান প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যানে সেই স্ত্রীলোকের বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক একাকী মধুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া তিনি ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন সেই রমণী অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধনকার্যের পরিসমাপ্তির পর তাহা উত্তমরূপে আচ্ছাদনপূর্বক কলসী লইয়া স্নানার্থ পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। স্নানান্তে জলপূর্ণ কলসী নিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইল। স্ত্রীলোকটি ভগবান সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, ভিক্ষা পাইয়াছেন কি?' ভগবান উত্তর দিলেন, 'পাইব।' ইহাতে সে বুঝিতে পারিল, ভগবান এখনো ভিক্ষা পান নাই। তখন সে কলসী রাখিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনান্তর বিনীতস্বরে বলিল, 'ভন্তে, আমি ভিক্ষা দিব, আমার গৃহে আসুন।' সে গৃহে যাইয়া সুন্দররূপে আসন সজ্জিত করিল, সেই আসনে ভগবান উপবিষ্ট হইলেন। অত্যধিক সৎকারসহকারে সে ভগবানকে পরিবেশন করিল। ভগবান আহারান্তে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দানের ফল বর্ণনা শুনিয়া তাহার অতুলনীয় প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হইল। ভগবানের গমন সময় যতক্ষণ তিনি দৃষ্টিপথে ছিলেন, ততক্ষণ সে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বন্দনা করিতে করিতে দণ্ডায়মানা ছিল।

অনন্তর কতিপয় দিবসের পর তাহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সহস্র অপ্সরা তাহার পরিচর্য্যার্থ ব্যাপৃতা হইল। একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবকন্যার মহতী দেবঋদ্ধি দেখিয়া তাহার কৃতপুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১-৮ এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্ব সদৃশ।

[ভিক্ষাদায়িকা বিমান সমাপ্ত]

২.১১. দ্বিতীয় ভিক্ষাদায়িকা বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কোন এক শ্রদ্ধাবতী রমণী একজন অর্হৎ স্থবিরকে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিতে দেখিয়া স্বীয় গৃহে আহ্বানপূর্বক আহার্য প্রদান করিল। সে অন্য সময় মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্ট অন্যান্য বিমান বর্ণনা সদৃশ।

১-৪ এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ।

[দ্বিতীয় ভিক্ষাদায়িকা বিমান সমাপ্ত]

[দ্বিতীয় চিত্তলতা বর্গ সমাপ্ত।]

তৃতীয় পরিচ্ছত্তক বর্গ

৩.১. উলার বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের সেবককুলে অতি শ্রদ্ধাসম্পন্না এক মহিলা ছিল। দানে সে বড় আনন্দ পাইত। তাহার খাদ্যভোজ্য হইতে অর্ধেক সে দান করিত। দান না করিয়া সে কিছুতেই ভোজন করিত না। দান গ্রহিতা না দেখিলে, দানীয় বস্তুসমূহ রাখিয়া দিত, গ্রহিতা দেখিলেই দান করিত। যে কোন যাচক দেখিলেই সে দান না করিয়া পারিত না। দানে কন্যার আনন্দ দেখিয়া, মাতা তৎপ্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল। মাতা তাহাকে প্রত্যেক খাদ্য-ভোজ্য দ্বিগুণ করিয়া দিতে লাগিল। তাহাও সে দান করিত। সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, মাতাপিতা সেই নগরের কোনো এক কুমারের সহিত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিল। শ্বশুরকুল মিথ্যাদৃষ্টি বিধায়, ত্রিরত্নে তাহারা শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন। এক সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন সেই বালিকা তাহার শ্বশুরের গৃহদ্বারে স্থিতা অবস্থায় ছিল। সে স্থবিরকে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গৃহে বসাইল। সে অতীব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বন্দনান্তর শ্বাশুড়ীর স্থাপিত পিষ্টক তাহার অজ্ঞাতসারে স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সে শ্বাশুড়ীকে পিষ্টক দানের কথা বলিল। শ্বাশুড়ী তাহা শ্রবণান্তর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিল, ‘প্রগলভিনী, আমার দ্রব্য আমাকে না বলিয়া তুই শ্রমণকে কেন দিলি?’ এই বলিয়া তাহাকে মুষলের আঘাত করিল। সে সুকোমল, আয়ুও পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেই প্রহারেই বিশেষভাবে আহত হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইল। পিষ্টক দানের প্রভাবে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেব-ললনাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা মহতী দেবলীলায় বিরাজমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১-২. ‘হে দেবললনে, তোমার প্রভূত যশ-বর্ণ সর্বদিক প্রভাসিত করিতেছে। নৃত্য-গীতপরায়ণা দেববালাগণ ও অলংকৃত দেবপুত্রগণ তোমায় পূজা করিবার মানসে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার মনোরঞ্জন করিতেছে। সুন্দরী, তোমার বিমানগুলিও স্বর্ণময়।

৩. তুমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বমনস্কাম সাফল্যমণ্ডিতা, তুমি সুজাতা ও মহানুভাবসম্পন্না হইয়া দেবলোকে প্রমোদিতা হইতেছ। হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন কুশলকর্ম প্রভাবে এমন সুফল লাভ করিতেছ, তাহা আমাকে বল।

৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

৭. 'আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া কোনো এক অশ্রদ্ধাবান, কৃপণ ও দুঃশীল ব্যক্তির পুত্রবধু হইয়াছিলাম।

৮. আমি সর্বদা শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও দানপরায়ণা ছিলাম, ভিক্ষাচরণকারী অর্হৎ ভিক্ষুকে পিষ্টক দান দিয়াছিলাম।

৯. তখন আমি শ্বাশুড়ীকে বলিয়াছিলাম, এই স্থানে ভিক্ষার জন্য একজন শ্রমণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে পিষ্টক দিয়াছি।

১০. ইহা শুনিয়া শ্বাশুড়ী আমাকে এই বলে তিরস্কার করিয়াছিল : বধূ, তুই বড় অবিনীতা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত করিলি না; আমিই শ্রমণকে দিতাম।

১১. ইহাতে শ্বাশুড়ী ক্রোধান্বিতা হইয়া আমাকে মুষলের প্রহার করিয়াছিল, তাহাতে আমার অংশকূট ভগ্ন হইয়াছিল; এইরূপে আমাকে আহত করায়, দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারি নাই।

১২. আমি মৃত্যুর পর সেই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি এবং সে-স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১৩শ ও ১৪শ গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

মহামৌদ্গল্লায়ন স্থবির সপরিবার দেবকন্যাকে ধর্মদেশনা করিয়া দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভগবানকে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা দেবমনুষ্যলোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[উলার বিমান সমাপ্ত]

৩.২. ইক্ষুদায়িকা বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন কোন এক কুলবধু জনৈক ভিক্ষুকে ইক্ষু প্রদান করিয়াছিল। শ্বাশুড়ী ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে পীঠের (পিড়ার) প্রহার করিয়াছিল। ইহাতে তাহার সেইক্ষণেই মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই রাত্রেই দেবকন্যা সমস্ত গৃধ্রকূট পর্বত চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় আলোকিত করিয়া স্থবির সন্নিধানে উপস্থিত

হইলেন। দেবকন্যা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ‘ব্রহ্মা সদৃশ সুন্দর, বর্ণ, যশ ও অনুভাববলে ত্রিদশালয়ের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রমপূর্বক দেবমনুষ্যলোক প্রভাসিত করিয়া চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় বিরোচিত হইতেছ।

২. উৎপল মালাধারিণী, রত্নময় পুষ্পশোভিনী, কাঞ্চনের ন্যায় ত্বকবিশিষ্টা, অলংকৃতা ও উত্তম বস্ত্রধারিণী হে সুন্দরী দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে যে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?

৩. হে যশস্বিনী, তুমি পূর্বজন্মে মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া কী কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? দান, শীল অথবা সংযমাদির কোন কর্ম সুসম্পাদন করিয়া সুগতিতে উৎপন্ন হইয়াছ?

হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।’

দেবকন্যা বলিলেন :

৪. ‘ভন্তে, অধুনা (অদ্য) এই গ্রামেই আমাদের গৃহে আপনি ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, আমি প্রসন্নচিত্তে অনুপম প্রীতিসহকারে আপনাকে ইক্ষুখণ্ড দান দিয়াছিলাম।

৫. পরে শ্বাশুড়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বধূ, ইক্ষু কোথায়? ফেলে দিয়েছিস কি?’ আমি বলিলাম, তা ফেলে দিইনি, অথবা আমি খাইনি, আমি স্বয়ং তা একজন শান্ত অর্হৎ ভিক্ষুকে দান দিয়েছি।

৬. ‘ইহা তোমার নয়, এ সম্পত্তি আমার’ এই বলিয়া শ্বাশুড়ী আমাকে তিরস্কার করিলেন এবং পিড়া দ্বারা প্রহার করিলেন, ইহাতে আমার মৃত্যু হইল। আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

৭. আমি সেই একমাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করাতে, এখন আপন সুখদায়ক কর্মফল অনুভব করিতেছি, দেবগণের সহিত বিচরণ করিতেছি এবং পঞ্চকামগুণে প্রমোদিতা হইতেছি।

৮. আমি সেই একমাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করাতে, এখন স্বকীয় সুখদায়ক কর্মফল অনুভব করিতেছি। [সেই পুণ্যপ্রভাবেই] আমি ত্রিদশালয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় সুরক্ষিতা এবং পঞ্চকামগুণসম্পন্না।

৯. মহাবিপাকদায়ক ইক্ষুদানেই আমার ঈদৃশ অপ্রমাণ পুণ্যফল লব্ধ হইতেছে; তাহার ফলেই এখন আমি দেবতাদের সহিত বিচরণ করিতেছি এবং পঞ্চকামগুণে প্রমোদিতা হইতেছি।

১০. ইক্ষুদানের মহাতেজবন্ত পুণ্যপ্রভাবে আমি ঈদৃশ অপ্রমাণ ফল লাভ করিতেছি। তাহার ফলেই এখন আমি দেবেন্দ্রের ন্যায় ত্রিদশালয়ে সুরক্ষিতা হইতেছি এবং সহস্র লোচনের ন্যায় নন্দনবনে আনন্দ লাভ করিতেছি।

১১. ভন্তে, আপনা হেন অনুকম্পাকারী প্রজ্ঞাবানের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি বন্দনা করিলে, আপনি আমার কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎপর আমি প্রসন্নচিত্তে অনুপম প্রীতির সহিত আপনাকে ইক্ষুখণ্ড দান দিয়াছিলাম।

[ইক্ষুদায়িকা বিমান সমাপ্ত]

৩.৩. পর্যঙ্ক বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা সমকুলসম্পন্ন কোনো কুলপুত্রকে সম্প্রদান করিয়াছিল। সে ছিল ক্রোধহীন, শীলাচারসম্পন্না। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত, পঞ্চশীল, উপোসথশীল অতীব উত্তমরূপে রক্ষা করিত। অনন্তর সে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের দেবলোকে বিচরণ সময় সেই দেবকন্যার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

১. 'হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবতে, তুমি মণি ও স্বর্ণময় বিচিত্র শ্রেষ্ঠ পর্যঙ্কে পুষ্পবিকীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট শয্যায় বিবিধ ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছ।

২য় গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

দেবকন্যা বলিলেন :

৩. 'আমি ভূলোকে মানবীরূপে উৎপন্ন হইয়া কোনো ধনাঢ্যকুলে পুত্রবধূ হইয়াছিলাম। তথায় আমি অক্রোধিনী, স্বামীর অনুগতা ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা ছিলাম।

৪. আমি পূর্বজন্মে মানবী অবস্থায় যুবক স্বামীর ভদ্রাস্ত্রী ও প্রসন্নচিত্তে থাকিয়া পতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। আমি দিবা-রাত্রি স্বামীর মনোরঞ্জনকারিণী ও শীলবতী ছিলাম।

৫. আমি প্রাণিহত্যা ও চুরি হইতে বিরতা থাকিয়া কায়িক কর্মে সুপরিশুদ্ধ ছিলাম। [স্বামী ব্যতীত পরপুরুষ-গমন বিরতি-হেতু] ব্রহ্মচর্যপরায়ণা ও মদ্যপানে বিরতা ছিলাম। কোনোদিন মিথ্যাকথা বলি নাই, এইরূপে আমি শীলসমূহ পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিতাম।

৬. আমি প্রসন্নচিত্তে প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমী এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল পালন করিয়াছিলাম, এইরূপে আমি প্রীতিমনে যথাধর্ম আচরণ করিতাম।

৭. আমি পূর্বজন্মে সুখবিপাকদায়ক উত্তম অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট আর্যশীলরূপ কুশলকর্ম সম্পাদনে নিরতা থাকিয়া পতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী ও পতির বশানুবর্তিনী হইয়া, সুগতের শ্রাবিকারূপে অবস্থান করিতেছিলাম।

৮. আমি মনুষ্যলোকে ঈদৃশ কুশলকর্ম সম্পাদনে মরণান্তে ঊর্ধ্বগামিনী হইয়া সুগতিতে আসিয়া দেবঋদ্ধি ইত্যাদি বিবিধ দিব্যসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছি।

৯. মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমান প্রাসাদে অপ্সরাগণ পরিবৃতা, স্বয়ংপ্রভা ও দীর্ঘায়ুসম্পন্না হইয়া দেববিমানে উৎপন্ন হইয়াছি; দেবগণ আমাকে সর্বদা অভিনন্দিত করেন।

[পর্যঙ্ক বিমান সমাপ্ত]

৩.৪. লতা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসকের লতা নাম্নী একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি-প্রাচুর্য, মেধাশক্তি যথেষ্ট ছিল। শ্বশুরালয়ে তিনি শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতির মনোরঞ্জনকারিণী ও প্রিয়বাদিনী ছিলেন। অক্রোধিনী, শীলাচারসম্পন্না, দানে শ্রদ্ধাবতী, অখণ্ড পঞ্চশীল ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা থাকিতেন। মরণান্তে তিনি বৈশ্রবণ দেবরাজের কন্যারূপে জন্ম নিয়াছিলেন। তথায় তিনি লতা নামে পরিচিতা হইলেন। তাঁহার সজ্জা, পবরা, অচ্চিমুখী ও সুতা নাম্নী চারিজন ভগ্নি ছিলেন। ইন্দ্ররাজ তাঁহাদের পাঁচজনকেই নর্তকীরূপে পরিচারিকা স্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লতা নৃত্য-গীতে সর্বশ্রেষ্ঠা ও সুচতুরা। এক সময় তাঁহারা একত্রে সুখাসনে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য-গীতে কে অদ্বিতীয়া এই বিষয় নিয়া বিতর্ক উপস্থিত হইল। ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে কথার বাড়াবাড়িতে মহা কলহের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা সকলেই বৈশ্রবণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতা, আমাদের মধ্যে কে নৃত্য-গীতে সুচতুরা?' বৈশ্রবণ বলিলেন, 'হে কন্যাগণ, তোমরা 'অনোতত্ত' নামক হ্রদের তীরে দেবসমাগমে যাইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ কর। তথায় তোমাদের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হইবে।' তাঁহারা তথায় যাইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। লতার

নৃত্য-গীতের সময় দেবপুত্রগণ আপন অবস্থায় স্থিত থাকিতে পারিলেন না। অত্যধিক আশ্চর্য মনে হওয়ায়, নিরন্তর আনন্দধ্বনিতে সর্বস্থান মুখরিত করিয়া, ঊর্ধ্বে বস্ত্র নিক্ষেপে আনন্দাতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই মহা কোলাহল হিমালয় পর্বত কম্পিত করিয়া তুলিল। অথচ অপর দেবকন্যাদের নৃত্যের সময় সকলে শীতকালিক কোকিলের ন্যায় নীরবে অবস্থান করিতেন। এইরূপে সেখানকার নৃত্যে লতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। সেই দেবকন্যাদের মধ্যে সুতা এইরূপ চিন্তা করিলেন, কোন কর্মের ফলে লতা বর্ণে-যশে আমাদিগকে পরাজিত করিতেছে! লতার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।' ইহা মনে করিয়া সুতা লতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লতাও পূর্বকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণার্থ গমন করিলে, বৈশ্রবণ মহারাজ তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। স্থবির ভগবানকে তাহা অদ্যোপান্ত গাথায় বর্ণনা করিয়া বলিলেন :

১. 'চারি মহারাজের শ্রেষ্ঠ শ্রীসম্পন্ন বৈশ্রবণ মহারাজের কন্যা লতা, সজ্জা, পবরা, অচ্চিমুখী ও সুতা নাম্নী কান্তিমতী দেববালাগণ ধর্মগুণের দ্বারা শোভা পাইতেছেন।

২. এই পঞ্চ দেবললনা শীতল জলসম্পন্না, উৎপল সমাকীর্ণা, নির্ভয়া কোন নদীতে [হিমালয়ের অনোতত্ত হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত কোনো এক নদীমুখে] স্নান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সেই দেববালাগণ তথায় স্নান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং নাচিয়া-গাহিয়া সুতা লতাকে বলিলেন :

৩. 'হে উৎপল মালা ধারিণী, আবেলিনী, কাঞ্চনের ন্যায় ত্বকসম্পন্না, নীলোৎপল কেশরবর্ণ তাম্রচক্ষুবিশিষ্টা [শারদীয়] আকাশের ন্যায় [বিশুদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-হেতু] শোভনে ও দীর্ঘায়ুসম্পন্না দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার পরিবারসম্পত্তি ও সুকীর্তি কোন কুশলকর্মের দ্বারা লাভ করিয়াছ?

৪. ভদ্রে, তুমি কোন কুশলকর্মের প্রভাবে পতির প্রিয়তরা হইয়াছ? রূপসম্পত্তিতে বিশিষ্টা রূপবতী হইয়াছ? নৃত্য, গীত ও বাদ্যে যে তুমি সুচতুরা। দেবপুত্র ও দেবকন্যাগণ যে [লতা কোথায়? লতা কী করিতেছে? তোমার রূপ ও নৃত্যাদি শিল্প দেখিবার জন্য] জিজ্ঞাসা করে। তোমার সেই কুশলকর্ম সম্বন্ধে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলো।'

লতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৫. 'আমি মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া প্রভূত ভোগসম্পত্তিসম্পন্নকুলে পুত্রবধু

হইয়াছিলাম, আমি অক্রোধিনী, স্বামীর অনুবর্তিনী ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা ছিলাম।

৬. আমি মানবকুলে উৎপন্ন হইয়া তরুণী অবস্থায় পাপহীনা ও প্রসন্নচিত্তসম্পন্না হইয়া দেবর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দাস-দাসীসহ পতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম; তথায় বধূ অবস্থায় আমার এই যশ সঞ্চিত হইয়াছিল।

৭. আমি সেই কুশলকর্মের দ্বারা আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এই চারি বিষয়ে অন্য হইতে অধিকতর লাভবতী হইয়াছিলাম, তাই আমি অপ্রমাণ ক্রীড়ারতি উপভোগ করিতেছি।'

৮. [আমাদের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী] এই লতা যাহা বলিল, তাহা তোমরা শুনিলে কি? [সুতা ইহা ভগ্নীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন] আমরা তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। আমাদের নারীদের পক্ষে পতিই একমাত্র শ্রেষ্ঠতর, পতিই নারীদের গতি, পতিই নারীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা।

৯. আমাদের আপন আপন স্বামীর প্রতি [পূর্বোত্থানাদি] আচরিতব্য ধর্মসমূহ আচরণ করিব, যেহেতু [স্বামীর প্রতি আচরিতব্য ধর্মসমূহ আচরণ করিলে] স্ত্রীলোকেরা পতিব্রতা অভিহিতা হয়। আমরা সকলে স্বামীর প্রতি যথাধর্ম আচরণ করিয়া, এই লতা যাহা [যেই সম্পত্তি লাভ হইবে বলিয়া] বলিতেছে, তাহা লাভ করিব।

১০. পর্বত-গহনবনে গোচর-প্রতিপন্ন সিংহ যেমন মহিন্ধর নামক পর্বতে অবস্থান করত অন্যান্য চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতি হীনবল জন্তুকে পরাজয়পূর্বক হত্যা করিয়া মাংস ভোজন করে;

১১. তদ্রূপ ইহলোকে স্বামীর আশ্রয়ে অবস্থানকারিণী, পতির অনুকূল ব্রত সম্পাদনকারিণী, ধর্মাচরণকারিণী শ্রদ্ধাবতী আর্যশ্রাবিকা ক্রোধ ধ্বংসপূর্বক, কৃপণতা পরাজয় করিয়া দেবলোকে প্রমোদিতা হয়।

[লতা বিমান সমাপ্ত]

৩.৫. গুত্তিল বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিবার সময় তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন, ৩৬ খানা বিমানের ৩৬ জন দেবকন্যা প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া মহতী দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছেন। তদ্দর্শনে স্থবির তাঁহাদের পূর্বকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে,

প্রত্যুত্তরে তাঁহারাও পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে ভূলোকে আসিয়া ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, 'মৌদ্গাল্লায়ন, সেই দেবতাদিগকে কেবল তুমি জিজ্ঞাসা করাতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে, পূর্বে আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; আমাকেও এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর স্থবিরের প্রার্থনায় ভগবান আপন অতীত জন্ম গুত্তিলচরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন :

অতীতকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বের সময় বোধিসত্ত্ব গন্ধর্বকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল গুত্তিল। সে গন্ধর্ব শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। ইহাতে তাহার যশ-কীর্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে সে গুত্তিলাচার্য নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার মাতাপিতা অন্ধ ও জরাজীর্ণ। সে তাঁহাদিগকে অতি যত্নে পালন করিত। আচার্য গুত্তিলের সুখ্যাতি শুনিয়া উজ্জয়িনীবাসী মুসিল নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে আচার্যকে নমস্কার করিয়া স্থিত হইলে আচার্য তাহাকে 'কেন আসিয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, 'আপনার নিকট বাদ্য শিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছি।' আচার্য তাহার লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিল, 'এই ব্যক্তি কঠিন হৃদয়, কর্কশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে। ইহাকে বাদ্য শিক্ষা দিলে ভালো হইবে না।' এই মনে করিয়া শিক্ষার অবকাশ দিল না। সে অনুমতি না পাইয়া আচার্যের মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেবা-শুশ্রূষায় বৃদ্ধেরা সন্তুষ্ট হইয়া মুসিলকে শিক্ষা দিবার জন্য পুত্র গুত্তিলের নিকট যাচঞা করিলেন। মাতাপিতার গৌরব রক্ষার্থ অগত্যা তাহাকে শিষ্যপদে বরণ করিতে বাধ্য হইল। আচার্য তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। কিছুই গোপন না রাখিয়া সমস্ত বাদ্যই শিক্ষা দিল। মুসিলও খুব মেধাবী, অতিশয় মনোযোগসহকারে অচিরে সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্রে সুশিক্ষিত হইল। একদিন সে চিন্তা করিল, এই বারাণসী জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নগর। আমি যদি এখানে বাদ্য করি, তাহা হইলে আচার্য হইতেও অধিকতর কীর্তি লাভে সমর্থ হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আচার্যকে নিবেদন করিল, 'আচার্যপ্রবর, আমি রাজার সম্মুখে বাদ্য দেখাইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রাজসন্নিধানে নিয়া যান।' আচার্য দয়াদ্রচিত্তে শিষ্য মুসিলকে রাজার নিকট নিয়া গেল এবং বলিল, 'মহারাজ, আমার এই শিষ্যের বীণাবাদন শ্রবণ করুন।' রাজা তাহার বীণা বাদন শ্রবণে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর

রাজা মুসিলকে বলিলেন, আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন, আচার্যকে যাহা মূল্য প্রদান করি, তাহার অর্ধেক পরিমাণ আপনাকে দিব।' মুসিল বলিল, 'আমি আচার্যকে ভয় করি না, আমাকে যাহা দিবার তাহাই দেন।' রাজা বলিলেন, 'এইরূপ বলিবেন না, আচার্য মহৎ, তাঁহার অর্ধেকই আপনাকে দিব।' মুসিল বলিল, 'তবে আমার ও আচার্যের বাদ্য পরিদর্শন করুন।' এই বলিয়া মুসিল রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া যেখানে সেখানে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিল : অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজোদ্যানে আমার ও গুত্তিলাচার্যের বীণাবাদন প্রদর্শন করা হইবে, যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করো, আসিও। মহাসত্ত্ব গুত্তিল ইহা শ্রবণে মর্মাহত হইল। সে চিন্তা করিল, 'এই মুসিল তরুণ ও বলবান, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল। যদি আমার পরাজয় হয়, তবে মৃত্যু সমতুল্য হইবে। সুতরাং তৎপূর্বে অরণ্যে যাইয়া উবন্ধনে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য অরণ্যে গমন করিল, কিন্তু মৃত্যুদুঃখ স্মরণ করিয়া, ভয়ে ত্রাসিত হইল। অতএব তাহার আর মৃত্যুবরণ করা হইল না। পুনরায় গমন করিল, তাতেও পারিল না। এইরূপে বহুবার গমন করিয়াও আত্মহত্যা করিতে পারিল না। এমনকি তাহার পুনঃপুন গমনাগমন-হেতু পথে ধুর পড়িয়াছিল। অনন্তর অন্য একদিন সে অরণ্যে যাইয়া আত্মহত্যার পরিকল্পনা করিতেছিল, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে স্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য, আপনি কী করিতেছেন? মহাসত্ত্ব তাঁহার প্রতি বিস্ময়নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিল, ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। তখন সে তাহার স্বীয় কর্ম প্রকাশার্থ এই গাথাটি বলিয়াছিল :

'সত্ততন্তিং সুমধুরং রামণেয্যং অবাচযিং,
সো মং রঙ্গম্হি অব্হেতি সরণং মে হোতি কোসিযা'তি।

'দেবরাজ, আমি মুসিল নামক শিষ্যকে সপ্ততন্ত্রী হইতে যাহাতে সুমধুর রমণীয় শব্দ প্রকাশ পায়, এমন বাদ্য শিক্ষা দিয়াছি। কিন্তু সেই মুসিল এখন আমাকে রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করিতেছে। হে দেবরাজ, আপনি আমার সহায় হউন।'

তচ্ছ্রবণে দেবরাজ তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আচার্য, আপনার কোনো ভয় নাই। পূর্বজন্মে আপনি আমার আচার্য ছিলেন, আচার্যের সম্মান আমি রক্ষা করিব।' ইহা গাথায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন :

'অহং তে সরণং হোমি অহমাচরিযপূজকো,
ন তং জযিস্সতি সিস্সো সিস্সমাচরিয জেস্সসী'তি।

'আমি আপনার সহায় হইব, আমি আচার্যপূজক; তাদৃশ আচার্য, শিষ্য কর্তৃক কিরূপে পরাজিত হইবে? অধিকন্তু আচার্যই শিষ্যকে পরাজয় করিবে।'

অতঃপর দেবরাজ বলিলেন, 'আমি সপ্তম দিবসে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইব। আপনি অসঙ্কোচে বীণা বাদ্য করিবেন।' সপ্তম দিবসে রাজা সপরিবারে রাজসভায় উপবিষ্ট হইলেন। চতুর্দিকে জনসমুদ্র কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। আচার্য গুত্তিল ও মুসিল বাদ্য নিপুণতা প্রদর্শন নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইল। তাহারা রাজাকে অভিবাদনান্তর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইন্দ্ররাজ আসিয়া আকাশে স্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রকে কেবল গুত্তিলাচার্য ব্যতীত আর কেহই দেখিতে পাইল না। তাহারা উভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ সমভাবে বীণা বাদ্য করিল। অতঃপর দেবেন্দ্র আচার্যকে একখানা তন্ত্রী ছেদন করিবার জন্য বলিলেন; তিনি ছেদন করিলেন। তথাপি বীণার সেইরূপই মধুর ধ্বনি ধ্বনিত হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তন্ত্রী ছেদন করা হইল। তথাপি বীণা হইতে ততোধিক সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুসিল নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া অধোমুখী হইয়া রহিল। দর্শকবৃন্দের আনন্দধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইল। রাজা মুসিলকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মনুষ্যেরা মুসিলকে সেই স্থানেই ঢেলা ও দণ্ডাঘাতে মৃত্যু ঘটাইল। ইন্দ্ররাজ মহাসত্ত্বের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইলে, দেবতারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?' ইন্দ্ররাজ আচার্য সম্বন্ধীয় এসব কাহিনী বলিলে দেবতারা বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা আচার্য গুত্তিলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন।' ইন্দ্ররাজ আচার্যকে দেবলোকে নিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র তাহার সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া বলিলেন, 'আচার্য, দেবতারা আপনার বীণাবাদন শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।' আচার্য বলিল, 'মহারাজ, আমরা শিল্পজীবী, বিনা বেতনে শিল্প দেখাইব না।' ইন্দ্ররাজ সহাস্যবদনে বলিলেন, 'আপনি কিরূপ বেতন ইচ্ছা করেন?' আচার্য বলিল, 'আমার অন্য বেতনে প্রয়োজন নাই, এই দেব-ললনাদের স্বীয় স্বীয় পূর্বার্জিত কুশলকর্ম সম্বন্ধে বলিলেই, বেতন দেওয়ার কাজ হইবে।' ইন্দ্ররাজ বলিলেন, 'ভালো, তাহাই হউক।'

'হে মৌদ্গাল্লায়ন, আচার্য গুত্তিল সেই দেববালাদের নিকট পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কেবল তুমিই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা নহে,

পূর্বে গুত্তিলরূপী আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

'হে মৌদ্গাল্লায়ন, এই দেববালাগণ কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া পুণ্য সম্পাদন করিয়াছিল। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাহারা তাবতিংস স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারিকারূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মহতী দেববিভূতি বর্ণনাতীত।

তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রী বস্ত্র দান দিয়াছিল, একজন সুমনপুষ্পের মালা, একজন সুগন্ধ দ্রব্য, একজন উত্তম ফল, একজন ইক্ষুরস, একজন বুদ্ধের চৈত্যে পঞ্চাঙ্গুলির দ্বারা পাঁচ ফোটা সুগন্ধ দ্রব্য, একজন উপোসথ পালন করিয়াছিল, একজন জনৈক ভিক্ষুকে ভোজনকালে জল দান দিয়াছিল, একজন ক্রোধপরায়ণ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে সেবা করিয়াছিল, একজন দাসী হইয়া অনিন্দনীয় আচরণ করিয়াছিল, একজন ভিক্ষাচরণকারী ভিক্ষুকে ক্ষীরভাত দিয়াছিল, একজন ভালো গুড় দিয়াছিল, একজন ইক্ষুখণ্ড দিয়াছিল, একজন তিন্দুকফল বা গাবফল দিয়াছিল, একজন কাঁকুড় দিয়াছিল, একজন শসা দিয়াছিল, একজন লতাফল দিয়াছিল, একজন পানিফল দিয়াছিল, একজন অগ্নিভাজন দিয়াছিল, একজন একমুষ্টি শাক, একজন একমুষ্টি পুষ্প, একজন মূলা, একজন একমুষ্টি নিম্বপত্র, একজন কাঞ্জী, একজন তিলের খাদ্য, একজন কটিবন্ধনী, একজন অংশবন্ধনী, একজন চীবরে তালি দিবার বস্ত্রখণ্ড, একজন চতুষ্কোণবিশিষ্ট ব্যজনী, একজন তালবৃন্ত, একজন ময়ূরপালক নির্মিত ব্যজনী, একজন ছত্র, একজন জুতা, একজন পিষ্টক, একজন মোদক, একজন শর্করাবিশিষ্ট খাদ্য দান দিয়াছিল। এই দেবকন্যাদের প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা, মহতী দেবঋদ্ধিসম্পন্না এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরঞ্জনকারিণী পরিচারিকা। গুত্তিলাচার্য জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা ক্রমশ তাহাদের কৃত কুশলকর্ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল :

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'উত্তম বস্ত্র দায়িকা নারী নরনারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, এইরূপ প্রিয়বস্তু দায়িকা নারী তাহার প্রার্থিত দিব্য, মনোময় স্থান লাভ করে।

৬. তাই আমার বিমান দেখো, আমি যথেচ্ছিত রূপধারিণী অপ্সরা হইয়াছিল, আমি সহস্র অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা; পুণ্যের [উত্তম বস্তু দানের] ফল দেখ।

৭ম, ৮ম ও ৯ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

১০. [রত্নত্রয়ের পূজার জন্য] উত্তম পুষ্পদায়িকা নারী নরনারীর মধ্যে

শ্রেষ্ঠ হয়, এইরূপ প্রিয়বস্তু দায়িকা নারী তাহার প্রার্থিত দিব্য, মনোময় স্থান লাভ করে।

১১শ ও ১২শ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

১৩. [চন্দন গন্ধাদি] উত্তম সুগন্ধদ্রব্য দায়িকা নারী নরনারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়; ... উত্তম ফলদায়িকা নারী, ... উত্তম রসদায়িকা নারী ... (এই গুত্তিল বিমানে এক বিষয়ের বারংবার উল্লেখ থাকায় অনুবাদে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইবে না)।

১৪. আমি ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের স্তূপে গন্ধ-পঞ্চাঙ্গুলি দিয়াছিলাম; (পূর্ব সদৃশ)।

১৫. আমি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগকে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; তাঁহাদের নিকট ধর্ম শুনিয়া এক দিবস উপোসথ পালন করিয়াছিলাম।

১৬. আমি জলে স্থিতাবস্থায় ছিলাম, তখন একজন ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে [মুখ ধুইবার ও পানীয়] জল দিয়াছিলাম...

১৭. উগ্র, ক্রোধী ও নিষ্ঠুর শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ঈর্ষা না করিয়া সযত্নে সেবা করিয়াছিলাম, স্বকীয় শীলে অপ্রমত্তা ছিলাম...

১৮. আমি প্রয়োজনীয় কাজে আলস্যহীনা পরের সেবাকারিণী দাসী ছিলাম; আমি অক্রোধিনী, অভিমানহীনা ছিলাম; যাচকদিগকে নিজের লব্ধাংশের কিছু প্রদান করিতাম;...

১৯. আমি ভিক্ষাচরণকারীকে পায়সান্ন দিয়াছিলাম, এই কুশলকর্মে সুগতিতে উৎপন্ন হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি;...

২০. আমি ভালো গুড় দিয়াছিলাম...
আমি ইক্ষুখণ্ড দিয়াছিলাম...
আমি তিন্দুকফল (গাবফল) দিয়াছিলাম...
আমি কাঁকুড় দিয়াছিলাম...

২১. আমি শসা দিয়াছিলাম...
আমি এক প্রকার লতাফল দিয়াছিলাম...
আমি পানিফল দিয়াছিলাম...
আমি অগ্নিভাজন দিয়াছিলাম...

২২. আমি একমুষ্টি শাক দিয়াছিলাম...
আমি একমুষ্টি পুষ্প দিয়াছিলাম...
আমি মুলা দিয়াছিলাম...
আমি একমুষ্টি নিম্বপত্র দিয়াছিলাম...

২৩. আমি দ্রোণী মাজনী দিয়াছিলাম...
আমি কটিবন্ধনী দিয়াছিলাম...
আমি অংশবন্ধন দিয়াছিলাম...
আমি চীবর তালি দিবার বস্ত্রখণ্ড দিয়াছিলাম...

২৪. আমি চতুষ্কোণবিশিষ্ট ব্যজনী দিয়াছিলাম...
আমি তালপত্রের গোলাকার ব্যজনী দিয়াছিলাম...
আমি ময়ূরপালক নির্মিত ব্যজনী দিয়াছিলাম...
আমি ছত্র দিয়াছিলাম...

২৫. আমি জুতা দিয়াছিলাম...
আমি পিষ্টক দিয়াছিলাম...
আমি মোদক দিয়াছিলাম...
আমি শর্করাবিশিষ্ট খাদ্য দিয়াছিলাম...

২৬, ২৭নং গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

এইরূপে মহাসত্ত্ব গুত্তিলাচার্য সেই দেবতাদিগের কৃত সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অনুমোদনপূর্বক নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন :

২৮. 'আমার এই স্থানে আগমন উত্তম হইয়াছে। অদ্য আমার সুপ্রভাত শয্যা হইতে শুভ লগ্নে উঠিয়াছিলাম। [তাহার কারণ] যথাইচ্ছা রূপধারিণী এই সমস্ত দেবকন্যা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইলাম।

২৯. এই সমস্ত কুশলধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া আমিও দান, শীল, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমনে বহুবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করিব। আমি নিশ্চয়ই তথায় যাইব, যেখানে গিয়া অনুশোচনা করিতে হয় না।'

[গুত্তিল বিমান সমাপ্ত]

৩.৬. দদ্দল্ল বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন নালক গ্রামে রেবত স্থবিরের জনৈক ধনাঢ্য উপস্থায়কের দুইটি কন্যা ছিল। তাহাদের একটির নাম ভদ্রা, অপরটির নাম সুভদ্রা। যথাসময় ভদ্রা পতিকুলে গমন করিল। সে ত্রিরত্নে প্রসন্না, শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি ছিল বটে, কিন্তু বন্ধ্যা হইয়াছিল। সে স্বামীকে বলিল, 'আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুভদ্রাকে আনয়ন করুন। তাহার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে, তাহাকে আমার পুত্র বলিয়া মনে করিব এবং বংশও রক্ষা হইবে।' তাহার স্বামীও সেইরূপ কাজ করিল।

অতঃপর ভদ্রা সুভদ্রাকে এইরূপ উপদেশ দিল : 'সুভদ্রে, দানধর্মে

মনযোগী হও। এইরূপ হইলে ইহ-পরকালে মঙ্গল সাধিত হইবে।' সুভদ্রা তাহার উপদেশে স্থিত থাকিয়া কুশলকর্ম সম্পাদনে রত হইল। একদিন সে রেবত স্থবিরসহ আটজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিল। স্থবির সুভদ্রার পুণ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া সংঘের উদ্দেশ্যে সাতজন ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে প্রণীত খাদ্যভোজ্য সংঘকে দান করিলেন। স্থবির দানফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইল। ভদ্রা পুদ্গলিক দান করিয়া ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সুভদ্রা আপন দিব্যসম্পত্তি দর্শনে 'কোন পুণ্যের ফলে এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি' উপধারণপূর্বক জ্ঞাত হইলেন, ভদ্রার উপদেশ রক্ষা করিয়া সংঘদানের মহাফলে এই সম্পত্তি লব্ধ হইয়াছে। ভদ্রার উৎপত্তি স্থান চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। তখন সুভদ্রা ভদ্রার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহার বিমানে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রা দেবকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'শরীরবর্ণে অতিশয় আভাময়ী ও মহৎ পরিবারসম্পন্না হে যশস্বিনী, তোমার শরীরবর্ণে তাবতিংসের সমস্ত দেবতা বিরোচিত হইতেছে।

২. ইতিপূর্বে তোমাকে দেখি নাই, এই আমার প্রথম দর্শন। তুমি কোন দেবলোক হইতে আসিয়া আমার নাম উচ্চারণ করিয়া সম্বোধন করিতেছ?

সুভদ্রা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৩. 'হে ভদ্রে, আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে সুভদ্রা নামে তোমার [সহোদর] কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলাম এবং তোমার সপত্নী ছিলাম।

৪. আমি মৃত্যুর পর [দুঃখভারাক্রান্ত অশুচিপূর্ণ শরীর হইতে] বিমুক্ত হইয়াছি এবং মনুষ্য শরীর ত্যাগ করিয়া নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫. 'হে সুভদ্রে, নির্মাণরতি দেবলোকে যে তোমার উৎপত্তির কথা বলিলে, বহু কল্যাণকারী মহাপুণ্যবানেরা সেই নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৬-৭. হে যশস্বিনী, তুমি কী প্রকারে, কোন কার্যে এবং কাহার দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছিলে ও কোন প্রকার দান অথবা কোন সুন্দর ব্রত সম্পাদনে এইরূপ ঐশ্বর্য ও বিপুল বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন পুণ্যের প্রভাবে এইরূপ ফল লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে বলো।'

সুভদ্রা বলিলেন :

৮. 'আমি পূর্বজন্মে আটজন ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে স্বীয় হস্তে দানের উপযুক্ত পাত্র সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিয়াছিলাম।'

৯ম ও ১০ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

ভদ্রা বলিলেন :

১১. 'আমি তোমা হইতেও অধিকতর সংযমী, ব্রহ্মচারী ভিক্ষুদিগকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে অন্নপানীয় দান করিয়াছিলাম, তোমা হইতেও বহুতর দান দিয়া নিম্নতর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১২. তুমি অল্পমাত্র দান দিয়া কিরূপে এই বিপুল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন পুণ্যকর্মের ফল তাহা আমাকে বলো।'

সুভদ্রা বলিলেন :

১৩. 'চিত্তের সন্তোষবর্ধনকারী রেবত স্থবির আমার পরিচিত, তাঁহার সহিত আটজন ভিক্ষুকে দান দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

১৪. সেই রেবত স্থবির আমার হিতার্থী হইয়া অনুকম্পাপূর্বক বলিলেন, 'সংঘের উদ্দেশ্যে দান দাও।' আমি তাঁহার সেই উপদেশানুসারে কার্য করিয়াছিলাম।

১৫. সেই সংঘদান অপ্রমাণ পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তুমি পৌদ্গলিক দান দিয়াছিলে, তাই তোমার দান মহাফলদায়ক হয় নাই।'

ভদ্রা বলিলেন :

১৬. 'সংঘে দান দিলে যে মহাফল হয়, তাহা আমি এখন জানিলাম। আমি মনুষ্যলোকে যাইয়া বদান্যবতী, কৃপণতাবিহীনা ও অপ্রমত্তা হইয়া পুনঃপুন সংঘক্ষেত্রে দান দিব।

অতঃপর দেবকন্যা সুভদ্রা আপন দেবলোকে চলিয়া গেলেন। সুভদ্রা তাঁহার শরীরপ্রভায় তাবতিংসের দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া গেলেন। ইহাতে ইন্দ্ররাজ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ভদ্রার সহিত তাঁহার যাহা আলাপ হইয়াছে, দেবেন্দ্র তাহা অবগত হইয়া, সুভদ্রা যাওয়ার পরক্ষণেই তিনি ভদ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৭. 'ভদ্রে, তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিল, এই দেবী কে? সে তাঁহার শরীরবর্ণে তাবতিংসের সমস্ত দেবতাকে পরাজয় করিয়া বিরোচিত হইতেছে।

ভদ্রা বলিলেন :

১৮. হে দেবেন্দ্র, আমরা পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়াছিলাম,

তথায় সে আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী ও সপত্নী ছিল। সে সংঘক্ষেত্রে দান দিয়া সেই কৃতপুণ্যের প্রভাবে বিরোচিত হইতেছে।

ইন্দ্ররাজ সংঘদানের মহাফল সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে দেখাইবার জন্য বলিলেন :

১৯. হে ভদ্রে, তোমার ভগ্নী পূর্বজন্মে অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন সংঘক্ষেত্রে দান দিয়াছিল, সেই হেতু এখন সে বিরোচিত হইতেছে।

২০. যথায় দান দিয়া মহাফল হয়, দানের ফল সম্বন্ধে তখন আমি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন।

২১. পুণ্য আকাঙ্ক্ষী ও প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাকদায়ক কুশলকর্ম সম্পাদনকারী মনুষ্যদিগের দান দিবার সময়—যাঁহাকে দান দিলে মহাফল হয়, [তাহা আমি বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।]

২২. দাতার বিপাক, প্রাণীদের স্বকীয় পুণ্য ও পুণ্যফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধ, যাঁহাকে দান দিলে মহাফল হয়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৩. মার্গপ্রতিপন্ন চারি পুদ্গাল ও ফলে প্রতিষ্ঠিত চারি পুদ্গাল, প্রজ্ঞা-শীলসংযুক্ত ও ঋজুভাবপ্রাপ্ত এই পুদ্গালসমূহ সংঘ নামে অভিহিত।

২৪. পুণ্য আকাঙ্ক্ষী ও প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাকদায়ক পুণ্যকারী মনুষ্যগণ দান দিতে হইলে, সংঘের মধ্যে দান দিলেই মহাপুণ্য হয়।

২৫. এই সংঘের গুণ মহৎ, [তাঁহাদিগকে সৎকার করিলে বিপুল ফল প্রদান করে বলিয়া] বিপুল। উদধি নামে অভিহিত সাগর যেমন অপ্রমাণ, সেইরূপ এই আর্য সংঘও [গুণের দ্বারা] অপ্রমাণ। নরবীর বুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ শ্রাবকসংঘ জ্ঞানালোককর ধর্মদেশনা করেন।

২৬. যাহারা সংঘের উদ্দেশ্যে দান দেয়, তাহাদের দান উত্তম দান, উত্তম ত্যাগ ও উত্তম পূজা করা হয়। সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান মহৎ ফল প্রদান করে, ইহা লোকবিদ ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন।

২৭. জগতে যে কেহ এইরূপ [সংঘে প্রদত্ত] দান সম্বন্ধে বরাংবার স্মরণ করিয়া সৌমনস্য চিত্তে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি কার্পণ্যমল সমূলে বর্জন করিয়া আনন্দময় স্বর্গরাজ্য সম্প্রাপ্ত হয়।

[দদ্দল্ল বিমান সমাপ্ত]

৩.৭. শেষবতী বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মগধের নালক গ্রামে জনৈক ধনাঢ্য গৃহপতির শেষবতী নাম্নী এক পুত্রবধু ছিল। সে পূর্বজন্মে বালিকা অবস্থায় কাশ্যপ বুদ্ধের কণকস্তূপ নির্মাণকালীন মাতার সহিত তথায় গিয়াছিল। সে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, ইহা কী করা হইতেছে?' মাতা বলিল, 'চৈত্য নির্মাণের জন্য সুবর্ণ ইষ্টক প্রস্তুত করা হইতেছে।' তচ্ছ্রবণে বালিকা প্রসন্নচিত্তে মাতাকে বলিল, 'মা, আমার কণ্ঠের এই স্বর্ণময় ক্ষুদ্র হারখানা চৈত্যের জন্য দিতে ইচ্ছা করি।' মাতা স্নেহ ও প্রীতিবাক্যে বলিল, 'ভালো, দাও।' এই বলিয়া মেয়ের কণ্ঠ হইতে হারখানি মোচন করিয়া স্বর্ণকারের হস্তে প্রদানান্তর বলিল, 'ইহা আমার মেয়ে দান করিতেছে, ইহাও দিয়া ইষ্টক তৈয়ার কর।' স্বর্ণকার তাহাই করিল। কিছুদিন পরে বালিকার মৃত্যু হইল। সেই পুণ্যের প্রভাবেই মৃত্যুর পর সে দেবলোকে উৎপন্ন হইল। পুনঃপুন সুগতি দেবলোকে সঞ্চরণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় আবার সে নালক গ্রামেই জন্ম নিয়াছিল। তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, তখন মাতা তাহাকে তৈলের জন্য এক দোকানে পাঠাইয়াছিল।

সেই দোকানদারের পিতা বহু স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা ও মণি প্রভৃতি রত্নরাজি নিধান করিয়া রাখিয়াছিল। একসময় দোকানদার মৃত্তিকাগর্ভ হইতে তাহা উঠাইয়া দেখিল, সমস্ত পাষাণখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দোকানদারের অপুণ্য-হেতুতে ইহা এইরূপ দেখাইতেছিল। 'কোনো পুণ্যবানের প্রভাবে ইহা আবার স্বর্ণ-হীরকাদিতে পরিণত হইবে' এই মনে করিয়া দোকানের একপার্শ্বে রাশিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বালিকা তাহা দেখিয়া আশ্চর্যস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'দোকানে কেন রত্নসমূহ এমনভাবে রাখিয়াছ? ইহা গোপনীয় স্থানে ভালোরূপে রক্ষা করা কর্তব্য নহে কি?' দোকানদার বালিকার কথা শুনিয়া চিন্তা করিল, 'এই বালিকা মহাপুণ্যবতী, ইহা দ্বারা সমস্ত হীরকাদি লাভ করিতে পারিবে। ইহাকে ঘরে আনিয়া আমার পুত্রবধূ করিতে হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া দোকানদার বালিকার মাতার সহিত একত্র হইয়া বলিল, 'এই বালিকাকে আমার পুত্রের জন্য দাও।' অনন্তর বালিকার মাতাকে বহু ধন প্রদানে বিবাহ কার্য সম্পাদন করিল। শ্বশুর পুত্রবধূর শীলাচার সম্বন্ধে অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইল। একদিন তিনি ধনাগার বিবৃত করিয়া পুত্রবধূকে বলিল, 'মা, এখানে কী আছে?' বধু বলিল, স্বর্ণ ও হীরকরাশি দেখিতেছি।' শ্বশুর বলিল, 'ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত অন্তর্হিত হইয়াছে, তোমার

পুণ্যবলে যদি আবার ফিরিয়া পাই। তুমি এখন হইতে এই গৃহের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে। তুমি আমাদের হাতে যাহা তুলিয়া দিবে, তাহাই আমরা পরিভোগ করিব।' সেই হইতে তাহার নাম 'শেষবতী' হইল।

সেই সময় ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির নালক গ্রামে পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার শরীর সৎকার উদ্দেশ্যে দেবমনুষ্যগণ সপ্তাহকাল উৎসবে অতিবাহিত করিল। সপ্তাহের পর অগুরু চন্দনাদির দ্বারা শত হস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট চিতা সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শেষবতী স্থবিরের পরিনির্বাণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, একান্ত ইচ্ছা করিল যে 'তথায় যাইয়া স্থবিরকে পূজা করি।' সে পুষ্প ও বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তথায় যাইবার জন্য শ্বশুরের অনুমতি চাহিল। শ্বশুর বলিল, 'মা, তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, সেখানে অসংখ্য লোকের ভিড়, এসব পূজার উপকরণ পাঠাইয়া দিলে কি হয় না?' বধূ অনুনয়ের স্বরে বলিল, 'বাবা, সেখানে যদি আমার জীবনের অন্তরায়ও ঘটে, তথাপি যাইতে ইচ্ছা করি। আমার বলবতী বাসনার সঞ্চার হইয়াছে যে, একবার তথায় যাইয়া স্থবিরের পূজা-সৎকার করি।' এই বলিয়া বধূ সপরিষদ তথায় উপস্থিত হইল। সেখানে পুষ্প ও সুগন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া একপ্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন রাজপরিষদের হস্তী উন্মত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। হস্তী ভয়ে সকলে পলাইতে আরম্ভ করিল। লোকের ধাক্কায় ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তাহাকে পদদলিত করিয়া লোকেরা পলাইতে লাগিল। ইহাতে শেষবতীর মৃত্যু হইল। তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও পূজা-সৎকারের প্রভাবে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। সহস্র অপ্সরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। দেবকন্যা আপন দিব্যসম্পত্তি দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'কোন পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এমন দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি?' অবধারণপূর্বক 'স্থবিরের উদ্দেশ্যে পূজা-সৎকারের প্রভাবেই' জানিতে পারিয়া, ত্রিরত্নের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তখনই দেবকন্যা ভগবানকে বন্দনার নিমিত্ত সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া বিমানসহ আগমন করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ষাট শকটভার পরিমিত অলংকারে প্রতিমণ্ডিত। তিনি মহতী দেবঋদ্ধি প্রভাবে চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবকন্যা বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন বঙ্গীশ স্থবির ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভগবানকে অনুরোধ করিলেন, 'ভন্তে, এই দেবকন্যার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে

ইচ্ছা করি।’ ভগবান বলিলেন, ‘হাঁ, জিজ্ঞাসা করিতে পার।’ অতঃপর বঙ্গীশ স্থবির সেই দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় প্রথম তাঁহার বিমান সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বলিলেন :

১. ‘স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি ও স্ফটিকময় জালাচ্ছান্ন, বিবিধ বর্ণের বিচিত্র ভূমিতল, সুরম্য ভবন, সুনির্মিত তোরণ ও সুবর্ণ বালুকাকীর্ণ প্রাঙ্গণযুক্ত এই সুন্দর বিমান দেখিতেছি।

২. শারদীয় নভোমণ্ডলে অন্ধকারবিধ্বংসী সহস্র রশ্মিযুক্ত সূর্য যেমন দশ দিক প্রভাসিত করে, তদ্রূপ তোমার এই বিমান রাত্রিকালে আকাশে প্রজ্জ্বলিত ধূমশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে।

৩. বিদ্যুতের ন্যায় নয়ন ঝলসাইয়া আকাশে অবস্থিত এই বিমান—বীণা, মৃদঙ্গ ও করতালাদি বাদ্যধ্বনিতে নিনাদিত; ইন্দ্রপুরের ন্যায় সমৃদ্ধ তোমার এই বিমান মনোজ্ঞ।

৪. পদ্ম, কুমুদ, উৎপল, নীলোৎপল, যুথিকা, বন্ধুজীবক ও অনোজক পুষ্প প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কুসুমিত শাল, পুষ্পিত অশোক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরাজি সুগন্ধের দ্বারা তোমার বিমানকে সেবা করিতেছে।

৫. হে যশস্বিনী, তোমার বিমান সম্মুখে যেই মণিজাল সদৃশ সলিলসম্পন্না রম্য পুষ্করিণী আছে, তাহার তট—সলল, লাবু ও ভুজক প্রভৃতি সুগন্ধ বৃক্ষে পরিশোভিত। [চতুর্পার্শ্বে] বিলম্বিত লতায় সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি শোভাবর্ধন করিয়াছে।

৬. জলজ পুষ্পজাতি ও স্থলজ বৃক্ষজাতির মধ্যে যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা সমস্তই এবং দেবপুত্র, দেববালা ও দিব্য পশু-পক্ষী সবই তোমার বিমানে উৎপন্ন হইয়াছে।

৭. হে সুনয়নে, তুমি যে এইরূপ বিমান লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার কোন শম-দমের প্রভাবে? কোন কর্মফলে এই স্থানে জন্ম নিয়াছ? তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে যথাযথ উত্তর প্রদান কর।’

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৮.৯. ‘ভন্তে, সঞ্চরণপরায়ণ—সারস, ময়ূর, চকোর, জলে নিমগ্ন হইয়া বিচরণকারী রাজহংস, কারণ্ডব [খড়হংস] ও কোকিলাদি পক্ষীকুল নিনাদিত, শাখা-প্রশাখা শোভিত পাটলি, জাম ও অশোকাদি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ সমলংকৃত এই বিমান যেই কারণে আমি লাভ করিয়াছি, তাহা বলিব, আপনি শ্রবণ করুন।

১০. ভন্তে, শ্রেষ্ঠরাজ্য মগধের পূর্বপার্শ্বে ‘নালক’ নামক একখানা গ্রাম

আছে। আমি সেই গ্রামে কোনো [গৃহপতি] কুলে পুত্রবধূ ছিলাম। তথায় আমাকে শেষবতী নামে সকলে জানিত।

১১. অর্থ-ধর্ম-কুশলোপচিত, দেবমনুষ্যপূজিত, মহৎ ও অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পূজনীয় উপতিষ্যকে [সারিপুত্র স্থবিরকে] সন্তুষ্টচিত্তে পুষ্পসমূহ [তাঁহার শরীরের উপর] বিকীর্ণ করিয়াছিলাম।

১২. আমি অনুপাদিশেষ নির্বাণপ্রাপ্ত অন্তিমদেহধারী শ্রেষ্ঠ ঋষিকে পূজা করিয়া, মানবদেহ ত্যাগান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণপূর্বক এই বিমানে অবস্থান করিতেছি।'

[শেষবতী বিমান সমাপ্ত]

৩.৮. মল্লিকা বিমান

বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন হইতে যাবৎ সুভদ্র পরিব্রাজককে প্রব্রজ্যা প্রদান, সমস্ত বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়া, কুশীনগরে মল্লদের শালবনে, যমক-শালবৃক্ষের অন্তরে, বৈশাখী পূর্ণিমার প্রত্যুষে, অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপর দেবমনুষ্যগণ তাঁহার শরীর পূজার আয়োজন করিলেন। তখন কুশীনগরবাসী বন্ধুলমল্লের ভার্যা মল্লরাজ কন্যা মল্লিকা নাম্নী উপাসিকা অতিশয় শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিলেন। বিশাখা মহাউপাসিকার প্রসাধন সদৃশ তাঁহারও মহালতা প্রসাধন ছিল। উহা সুগন্ধজলে ধৌত করিয়া, কাপড় দ্বারা মর্দন করিলেন এবং বহু সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া, সেই মহালতা প্রসাধন দ্বারা ভগবানের শারীরিক ধাতু পূজা করিলেন। সেই পূজার প্রভাবেই দেহান্তে তিনি তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দেবলোকে তাঁহার অসাধারণ দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার বিমান সপ্তরত্নময়। শৃঙ্গী-সুবর্ণের আলোকে আলোকিত হইয়া সুবর্ণ-রস-ধারা-পিঞ্জর সদৃশ দেখাইত। একদা নারদ স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় সেই অনুপম সৌন্দর্যশালী বিমান দর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিতা হইলে, স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'পীতবস্ত্র, পীতধ্বজা, পীতালংকার ও সুচারু পীতবর্ণ উত্তরীয় দ্বারা ভূষিত হে দেবতে, তুমি অলংকৃতা না হইলেও শোভা পাইয়া থাকিবে, (যেহেতু অলংকাররাজি তোমার অনুপম রূপ-লাবণ্যময় শরীর সম্প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২-৩. স্বর্ণময় অলংকারধারিণী, কাঞ্চনময় কঙ্কন ভূষিতা, হেমজালাচ্ছন্না, স্বর্ণ, মুক্তা, বৈদূর্য, লোহিতঙ্কমণি, মসারগল্লমণি, মসারগল্লসহ লোহিতঙ্কমণি

ও কপোতচক্ষু সদৃশ মণি প্রভৃতি বিবিধ রত্নরাজি চিত্রিত মালাধারিণী হে দেবতে, তুমি কে?

৪. এক সমস্ত মালাদামের মধ্যে কোনো কোনো মালাদাম হইলে ময়ূর, হংস ও করবীকের সুমধুর স্বর নিঃসৃত হইতেছে। সেই মালাদামসমূহের স্বর সুদক্ষ বাদ্যকর বাদিত পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিবৎ শ্রুত হইতেছে।

৫. তোমার রথ সুন্দর মনোরম বিবিধ রত্নে চিত্রিত ও নানাবর্ণের ধাতু বিভিন্নরূপে শোভা পাইতেছে।

৬. হে কাঞ্চন বিম্ববর্ণে দেবতে, তুমি যেই রথে থাকিয়া এই প্রদেশ প্রভাসিত করিতেছ, এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন কর্মের প্রভাবে লাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে বল।'

৭. মণি-সুবর্ণনির্মিত, মুক্তাখচিত ও হেমজালচ্ছন্ন [আপাদমস্তক] সুবর্ণজাল [মহালতা প্রসাধন নামক অলংকার] পরিনির্বাপিত অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন গৌতম বুদ্ধের শরীরের উপর আমি প্রসন্নচিত্তে পূজা করিয়াছিলাম।

৮. আমি সেই বুদ্ধের প্রশংসিত কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকবিহীনা, সুখিনী, সম্যক প্রমোদিনী ও নিরাময়ী হইয়াছি।'

[মল্লিকা বিমান সমাপ্ত]

৩.৯. বিশালাক্ষি বিমান

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে তাঁহার শারীরিক ধাতুর চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তখন রাজগৃহবাসিনী সুনন্দা নাম্নী মালির কন্যা বুদ্ধের স্রোতাপন্না উপাসিকা ছিলেন। পিতৃগৃহ হইতে প্রত্যহ তাঁহার জন্য পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধদ্রব্য প্রেরিত হইত। তিনি ইহা পরিভোগ না করিয়া প্রতিদিন তদ্দ্বারা চৈত্যপূজা করাইতেন। উপোসথ দিবসে তিনি স্বয়ং যাইয়া পূজা করিয়া আসিতেন।

তিনি মৃত্যুর পর দেবরাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। একদা তিনি দেবেন্দ্রের সহিত চিত্রলতাবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যান্য দেবকন্যাদের প্রভা পুষ্পাদির প্রভায় প্রতিহত হইয়া বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সুনন্দার প্রভা অনভিভূতা হইয়া স্বাভাবিকভাবেই রহিল। ইন্দ্ররাজ তদ্দর্শনে তাঁহার কৃত সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'রমণীয় চিত্রলতাবনে চতুর্দিকে পরিবৃতা দেববালাদের শ্রেষ্ঠা হে বিপুললোচনে, তুমি কে?

২. যখন তাবতিংসবাসী দেবগণ এই চিত্রলতাবনে প্রবেশ করে, তখন

চিত্রলতাবনের বিচিত্র প্রভায় রথের সহিত তাহারা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে।

৩. তুমিও এখানে আসিয়া উদ্যানে বিচরণ করিতেছ, অথচ তোমার শরীরে সেই চিত্র দেখিতেছি না। হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন কারণে তোমার শরীরের সৌন্দর্য এইরূপ হইয়াছে? [যদ্দ্বারা চিত্রলতাবনের প্রভা পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ]; ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বলো।'

দেবকন্যা বলিলেন :

৪. 'হে দেবেন্দ্র, যেই কর্মের দ্বারা আমার এমনতর দেবত্ব, দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব লব্ধ হইয়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।

৫. আমি রমণীয় রাজগৃহ নগরে সুনন্দা নাম্নী উপাসিকা ছিলাম, সর্বদা শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও দানে রতা ছিলাম।

৬. আমি ঋজুভাবপ্রাপ্ত অর্হৎগণকে অতিশয় প্রসন্নচিত্তে বস্ত্র, অন্ন, শয়নাসন ও প্রদীপ দান দিয়াছিলাম।

৭ম, ৮ম ও ৯ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

১০. আমার পিতৃগৃহ হইতে দাসী প্রতিদিন আমার জন্য পুষ্প নিয়া আসিত, [আমার প্রসাধনের জন্য আহরিত পুষ্পমাল্য ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি আমি পরিভোগ না করিয়া] তাহা সমস্তই [ভগবানের শারীরিক ধাতু] চৈত্যে উত্তমরূপে পূজা করিতাম।

১১. আমি উপোসথ দিবসে চৈত্যে যাইয়া প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে মালা, সুগন্ধ ও বিলেপন উত্তমরূপে পূজা করিয়াছিলাম।

১২. হে দেবেন্দ্র, আমি [চৈত্যে] যেই পুষ্পমাল্য পূজা করিয়াছিলাম, সেই কুশলকর্মের প্রভাবেই আমার এমনতর দিব্যরূপ, দেবগতি, দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব লব্ধ হইয়াছে।

১৩. আমি যে শীলবতী ছিলাম [চৈত্যপূজার পুণ্য বলবৎ-হেতু] শীল পালনের বিপাক এখনো আরম্ভ হয় নাই। [পরজন্মে তাহার বিপাক লাভ করিব]; হে দেবেন্দ্র, কীরূপে যে আমি সকৃদাগামিনী হইতে পারিব, ইহাই আমার কামনা।'

ইন্দ্ররাজের সহিত দেবকন্যার যাহা আলাপ হইয়াছিল, তৎসমস্ত বিষয় দেবেন্দ্র বঙ্গীস স্থবিরকে নিবেদন করিয়াছিলেন। স্থবির সঙ্গীতিকালে ধর্মসঙ্গায়নকারী মহাস্থবিরগণকে উহা বলিয়াছিলেন। সঙ্গীতিকারকগণ তদ্রূপই তাহা সঙ্গীতিতে আরোপ করিয়াছিলেন।

[বিশালাক্ষি বিমান সমাপ্ত]

৩.১০. পারিজাত বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক ভগবানকে আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহদ্বারে সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন। বিবিধ পুষ্পপত্রে ও কারুকার্যে মণ্ডপ সুসজ্জিত করাইলেন। যথাসময় ভিক্ষুসংঘসহ ভগবান মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। উপাসক সুগন্ধ পুষ্প ও প্রদীপাদির দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। সেই সময় কোনো এক কাঠুরিয়ার স্ত্রী অন্ধবনে সুপুষ্পিত অশোকবৃক্ষ দর্শনে সপল্লব অঙ্কুরযুক্ত বহু অশোকপুষ্প গ্রহণ করিল। প্রত্যাবর্তন সময় ভগবানকে সেই মণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার আসনের চতুর্দিকে সেই পুষ্পসমূহ সজ্জিত করিয়া পূজা-বন্দনা করিল। তৎপর সে ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল। মৃত্যুর পর সে এই পুণ্যপ্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই দেবকন্যা সর্বদা সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া নন্দনবনে নৃত্যগীতে ব্যাপৃতা থাকেন, পারিজাতমালা রচনা করিয়া আনন্দমনে ক্রীড়া করেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় তাবতিংস স্বর্গে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবতে, তুমি রমণীয় মনোরম পারিজাত ও কোবিদার পুষ্পের দিব্যমালা রচনা করিতে করিতে গান করিতেছ এবং সম্যকরূপে প্রমোদিত হইতেছ।

২. তুমি নৃত্য করিবার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে কর্ণসুখকর মনোরম দিব্যশব্দ নিঃসৃত হইতেছে।

৩. তুমি নৃত্য করিবার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অতি ঘ্রাণ সুখকর মনোরম গন্ধ।

৪. তোমার শরীর বিবর্তিত হইবার সময় কেশবেণীর অলংকার নির্ঘোষ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে।

৫. তোমার মস্তকের রত্নময় অলংকারসমূহ মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে দোলিত ও প্রবল বায়ুতে বিশেষভাবে প্রকম্পিত হইয়া যেই নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে, তাহা পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিবৎ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

৬. যেমন সুপুষ্পিত মঞ্জুসক বৃক্ষ আপন সুগন্ধ সর্বদিকে বহু যোজন প্রবাহিত করে, তদ্রূপ তোমার মস্তকে অলংকৃত যেই সমস্ত পবিত্র গন্ধসম্পন্ন মনোরম পুষ্পমাল্য আছে, তাহার সুগন্ধও সকল দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

৭. তুমি যেই পবিত্র গন্ধের আঘ্রাণ লাভ করিতেছ এবং দেবদুর্লভ

সৌন্দর্যরাশি তোমার নয়ন সার্থক করিতেছে, হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।'

দেবকন্যা নিম্নোক্ত দুইটি গাথায় উত্তর প্রদান করিলেন :

৮. 'আমি বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন প্রভাস্বর দীপ্তিমান অশোকপুষ্পের মালা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

৯. আমি বুদ্ধের প্রশংসিত কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকবিহীনা, সুখিনী, সম্যক প্রমোদিনী ও নিরাময়ী হইয়াছি।

[পারিজাত বিমান সমাপ্ত]

[তৃতীয় পারিচ্ছত্তক বর্গ সমাপ্ত]

চতুর্থ মঞ্জেট্‌ঠিকো বর্গ

৪.১. মঞ্জিষ্ঠা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কোনো এক উপাসক ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহদ্বারে বৃহৎ মণ্ডপ সজ্জিত করাইলেন। যথাসময়ে ভগবান মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। উপাসক সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্প দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। সেই সময় কোনো এক গৃহস্থের দাসী অন্ধবনে সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ হইতে বহু পুষ্প চয়ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তথায় ভগবানকে মণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুষ্পরাজি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিল। তৎপর সে অতীব প্রীত অন্তরে ভগবানকে বন্দনা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর সে মৃত্যুর পর এই পুণ্যপ্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তথায় তাহার রক্তফলিকময় বিমান, সম্মুখে সুবর্ণ বালুকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সুবৃহৎ শালবন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই দেবকন্যা যখন বিমান হইতে বহির্গত হইয়া শালবনে প্রবেশ করেন, তখন শালশাখা অবনত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি কুসুমরাজি বিকীর্ণ করে। তাঁহাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা ও মহতী দেবঋদ্ধিসম্পন্না দর্শনে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'চতুর্দিকে স্বর্ণবালুকাকীর্ণ মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ বিমানে অতি উৎকৃষ্ট বাদ্য পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিতে তুমি রমিত হইতেছে।

২. [তোমার সুরচিত কুশলবলে] নির্মিত রত্নময় এই বিমান হইতে অবতরণ করিয়া সকল সময় পুষ্পিত শালবনে প্রবেশ করিতেছ।

৩. হে দেবতে, তুমি যেই যেই শালবৃক্ষের মূলে স্থিতা হইতেছে, সেই সেই বৃক্ষ অবনত হইয়া [তোমার উপর] পুষ্পরাজি বর্ষণ করিতেছে।

৪. [পুষ্প বর্ণিত হইবার জন্য] এই শালবন বায়ুদ্বারা কম্পিত হয়, মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে অতি সত্বর সঞ্চালিত হয়, ময়ূর ও কোকিলাদি পক্ষীদ্বারা সেবিত হয়। [হিমালয়ে অবস্থিত] মঞ্জুসক বৃক্ষের ন্যায় সকল দিকে সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।'

৫ম গাথার অনুবাদ পারিজাত বিমানের ৭ম গাথার অনুরূপ।

স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৬. 'আমি [পূর্বজন্মে] মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া কোনো আর্যকুলে দাসী হইয়াছিলাম, আমার সেই দাসী অবস্থায় উপবিষ্ট বুদ্ধের দর্শন লাভ

হওয়াতে, শালপুষ্প বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলাম।

৭. আমি প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে সুন্দররূপে রচিত শালপুষ্পের মালা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

৮. আমি বুদ্ধের বর্ণিত সেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকহীনা হইয়া সুখিনী হইয়াছি, নিরোগিনী হইয়াছি ও অতিশয় প্রমোদিতা হইতেছি।

[মঞ্জিষ্ঠা বিমান সমাপ্ত]

৪.২. প্রভাস্বর বিমান

ভগবান রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের জনৈক উপাসক মহামোগ্‌গল্লানের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন ছিলেন। তাহার এক কন্যা শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিল। সেও স্থবিরের প্রতি গৌরববহুল ছিল। অনন্তর একদিন মহামৌদ্গাল্লায়ন রাজগৃহে ভিক্ষা করিবার সময় তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপাসকের কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বসাইল এবং সুমনপুষ্পের মালায় পূজা করিয়া ভালো গুড় তাঁহার পাত্রে প্রদান করিল। স্থবির দানের ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বসিয়া রহিলেন। উপাসকের কন্যা বলিল, 'ভন্তে, গৃহকার্যে বড় ব্যস্ত আছি, এখন ধর্ম শুনিতে অক্ষম, অন্য সময় শুনিব।' এই বলিয়া সে স্থবিরকে বিদায় দিল। অনন্তর এক সময় তাহার মৃত্যু হইল। দেহান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মপরিগ্রহ করিল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'উত্তম প্রভাস্বরবর্ণা, দীপ্তিময়ী, সুরক্ত বস্ত্র পরিহিতা, মহতী ঋদ্ধিসম্পন্না, চন্দন লিপ্তার ন্যায় [সুরক্ত] মনোজ্ঞ শরীরসম্পন্না হে সুন্দরী দেবতে, আমাকে যে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?

২. তুমি যথায় উপবিষ্টা থাকিয়া নন্দনবনে দেবরাজের ন্যায় বিরোচিতা হইতেছ, তোমার সেই পর্যঙ্ক মহার্ঘ, বিবিধ রত্নে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ।

৩. ভদ্রে, তুমি পূর্বজন্মে কোন সুচরিত কর্ম আচরণ করিয়াছিলে? দেবলোকে কোন কুশলকর্মের বিপাক অনুভব করিতেছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বলো।'

দেবকন্যা বলিলেন :

৪. 'ভন্তে, আপনি ভিক্ষা করিবার সময় আমি আপনাকে [সুমনপুষ্পের] মালা ও ভালো গুড় দান দিয়াছিলাম; সেই কর্মের এইরূপ ফল দেবলোকে আসিয়া অনুভব করিতেছি।

৫. ভন্তে, ধর্মরাজ সম্যকসম্বুদ্ধের সুদেশিত সদ্ধর্মবাণী [আপনি আমার নিকট দেশনা করিবার ইচ্ছা করিলেও তখন] আমি শ্রবণ না করিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি অনুতাপ করিতেছি।

৬. ভন্তে, যেহেতু আপনি আমার অনুকম্পাকারী, তাই আপনাকে বলিতেছি, ধর্মরাজের সুদেশিত কোনো ধর্মবিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

৭. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘরত্নের প্রতি যেসব দেবতাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা আয়ু, যশ ও সৌন্দর্যে আমাকে অতিক্রম করিয়া বিরোচিত হইতেছেন। অন্যান্য মহতী ঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতারাও আমা হইতে উত্তরিতর প্রতাপশালী ও শরীরবর্ণসম্পন্ন।

[প্রভাস্বর বিমান সমাপ্ত]

৪.৩. নাগ বিমান

ভগবান বারাণসীর মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বারাণসীর এক শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ত্রিরত্নে প্রসন্না ও শীলাচারসম্পন্না ছিলেন। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহার পরিভোগযোগ্য বস্ত্রযুগল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ভগবানের পাদমূলে স্থাপনপূর্বক বলিলেন, 'ভন্তে, আমার জন্ম-জন্মান্তরের হিতসুখের জন্য অনুকম্পাপূর্বক এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ করুন।' ভগবান উহা গ্রহণ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশে উপাসিকা স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন। তৎপর ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। অচিরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে তিনি এই পুণ্যের প্রভাবেই তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। তিনি ইন্দ্ররাজের অতীব প্রিয়া ও বল্লভী হইয়াছিলেন। তথায় তিনি 'যশোত্তরা' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পুণ্যবলে হেমজালমণ্ডিত হস্তীরাজ উৎপন্ন হইল। হস্তীর স্কন্ধে মণিময় মণ্ডপ, মণ্ডপমধ্যে রত্নময় পালঙ্ক, দুই দন্তে পদ্ম পরিশোভিত রমণীয় পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূত হইল। তথায় পদ্মকর্ণিকায় স্থিতা দেববালাগণ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি সহযোগে মনোরম নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

ভগবান বারাণসীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যথাসময় শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া জেতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবকন্যা আপন দিব্যসম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'কোন পুণ্যপ্রভাবে এই সম্পত্তি লব্ধ হইল' উহা অবধারণপূর্বক জানিতে পারিলেন যে ভগবানকে বস্ত্রযুগল দানেরই এই মহাফল। ইহা অবগত হইয়া

ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে বন্দনার ইচ্ছায় অর্ধরাত্রিতে হস্তীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। বঙ্গীস স্থবির ভগবানন হইতে অনুমতি লইয়া দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবতে, তুমি [সর্ব অলংকারে] অলংকৃতা, মণি-কাঞ্চনখচিত সুবর্ণজাল চিত্রিত [গমনসজ্জায়] অতি উত্তমরূপে সজ্জিতা হইয়া গজরাজ পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আকাশপথে এই স্থানে আসিয়াছ।

২. হস্তীরাজের দন্তদ্বয়ে স্বচ্ছসলিলা ও সুপুষ্পিত পদ্ম সমাকীর্ণা দুইটি পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে, পদ্মসমূহ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি মনোরমভাবে ধ্বনিত হইতেছে। [সেই বাদ্যের তালে তালে] দেববালারা মনোহর নৃত্য করিতেছে।

৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দেবকন্যা বলিলেন :

৪. 'আমি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে বস্ত্রযুগল দান দিয়াছিলাম। আমি প্রসন্নমনে তাঁহার শ্রীপাদযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়াছিলাম।

৫. কাঞ্চনের ন্যায় ত্বকসম্পন্ন বুদ্ধ আমাকে দুঃখসত্য, সমুদয়সত্য ও অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। অসংখত, শাশ্বত, দুঃখনিরোধসত্য ও মার্গসত্য সম্বন্ধে দেশনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা হইতে [চারি আর্যসত্য] বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি।

৬. অল্প বয়সে আমার মৃত্যু হয়। মরণান্তে মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া ত্রিদশালয়ের দেবতাদের মধ্যে যশস্বিনী হইয়া জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি ইন্দ্ররাজের [ষোড়শ সহস্র মহিষীর মধ্যে] যশোত্তরা নাম্নী অন্যতরা মহিষী হইয়া দেবলোকে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি।'

[নাগ বিমান সমাপ্ত]

৪.৪. অলোমা বিমান

ভগবান বারাণসীর মৃদগায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় একদিন তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। অলোমা নাম্নী এক দরিদ্রা রমণী ভগবানকে দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইল। ভগবানকে দিবার তেমন অন্য কোনো দানীয় বস্তু না থাকায়, বিবর্ণ লবণহীন শুষ্ক পিষ্টক ভগবানের নিকট নিয়া গেল। চিন্তা

করিয়াছিল, 'ভগবানকে যদি ইহাও দান করি, মহাফল হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া ভগবানকে দান দিল। তিনি তাহা প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবানকে দান দিতে পারিয়া তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই পুণ্যের প্রভাবেই সে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

প্রত্যুত্তরে দেবকন্যা বলিলেন :

৩. আমি বারাণসীতে আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে শুষ্ক পিষ্টক দান দিয়াছিলাম।

৪. শুষ্ক ও লবণহীন পিষ্টক দানের ফল কীরূপ, তাহা দেখুন। [কেবল শুষ্ক পিষ্টক দানের প্রভাবে] অলোমাকে [এইরূপ দিব্যসুখে] সুখিনী দেখিয়া কোন [সুখকামী ব্যক্তি] পুণ্যকর্ম না করিবে?

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[অলোমা বিমান সমাপ্ত]

৪.৫. কাঞ্জীদায়িকা বিমান

এক সময় ভগবান অন্ধকবিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবানের উদরে বায়ুরোগ উৎপন্ন হয়। ভগবান আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন, 'আনন্দ, তুমি ভিক্ষায় যাইয়া আমার ঔষধের জন্য কাঞ্জী আহরণ কর।' আনন্দ স্থবির ভগবানের পাত্র লইয়া উপাসক কবিরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, কোনো ওষুধের প্রয়োজন?' কবিরাজের বুদ্ধিমতি স্ত্রী চিন্তা করিয়াছিলেন, ওষুধের প্রয়োজন হইলেই স্থবির এখানে আসেন, ভিক্ষার জন্য নহে। স্থবির বলিলেন, 'কাঞ্জীর প্রয়োজন।' কবিরাজের স্ত্রী চিন্তা করিলেন, 'এইটি দেখিতেছি ভগবানের পাত্র, বুদ্ধের উপযুক্ত কাঞ্জীই সম্পাদন করিয়া দিব।' তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত বদরিষুসের যাগু পাক করিয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া দিলেন। যাগুর উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্যও প্রদান করিলেন। তাহা পরিভোগমাত্রই ভগবানের রোগ উপশম হইল। তিনি মৃত্যুর পরে এই পুণ্যের প্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া মহতী দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় সেই দেবকন্যাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩-৪. আদিত্যবন্ধু ঋজুভূত বুদ্ধ অন্ধকবিন্দে অবস্থানকালীন আমি তাঁহাকে অতি প্রসন্নচিত্তে বদরীফলের কাঞ্জী উত্তমরূপে পাক করিয়া দিয়াছিলাম। পিপুল ও রসুনমিশ্রিত ত্রিকটূক যাগু উত্তমরূপে পাক করিয়া লামজ্জক (বীরণ) নামক সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া দিয়াছিলাম।

৫, ৬, ৭ ও ৮ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ। এখানে কেবল কাঞ্জী দান ব্যবহার করা হইবে মাত্র।

[কাঞ্জীদায়িকা বিমান সমাপ্ত]

৪.৬. বিহার বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিশাখা মহাউপাসিকা কোনো এক উৎসব দিবসে উদ্যান পরিভ্রমণের জন্য মহাউৎসাহের সহিত স্নানান্তে সুগন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া সুখাদ্য ভোজন করিলেন। তৎপর নয় কোটি মূল্যের মহালতা প্রসাধন গায়ে দিয়া পঞ্চশত সহচরী পরিবৃতা হইয়া মহা জাকজমকে উদ্যান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি চিন্তা করিলেন, অজ্ঞানী বালিকার ন্যায় এই অসার ক্রীড়ায় কী লাভ হইবে? তদপেক্ষা বিহারে গমনপূর্বক ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধর্মশ্রবণ করিলে, আমার অধিক লাভ হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া তিনি বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় একপ্রান্তে যাইয়া মহালতা প্রসাধন খুলিয়া দাসীর হস্তে দিলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে বন্দনান্তর একপ্রান্তে উপবিষ্টা হইলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্মশ্রবণান্তে তিনি ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অল্পদূর যাইয়া তিনি দাসীকে বলিলেন, 'হে দাসী, আভরণ পরিব।'

দাসী তাহা বিহার দরজায় স্থাপন করিয়া বিহার পরিভ্রমণের পর ভুলে রাখিয়া আসে। দাসী বলিল, 'আমি ভুলে রাখিয়া আসিয়াছি, একটু দাঁড়ান, আমি নিয়া আসিতেছি।' বিশাখা বলিলেন, 'হে দাসী, যদি বিহারে রাখিয়া বিস্মরণ হও, তবে বিহারের জন্যই তাহা দান করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনান্তর নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমি বিহার প্রস্তুত করিব, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি করুন।' ভগবান সম্মতিসূচক মৌনভাবে রহিলেন। বিশাখা সেই প্রসাধনের পরিবর্তে লক্ষাধিক নয় কোটি মুদ্রা প্রদান করিয়া বিচিত্র কারুকার্যখচিত এক সহস্র প্রকোষ্ঠযুক্ত সুবৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। নয় মাসে বিহারের সম্পূর্ণকার্য সমাপ্ত হইল। বিশাখা পঞ্চশত

সহচরী সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। প্রাসাদের শোভা দর্শন করিয়া বিশাখা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এই প্রাসাদ নির্মাণে আমার যেই পুণ্য অর্জিত হইয়াছে, সেই পুণ্যাংশ তোমাদিগকে দান করিতেছি, তোমরা তাহা অনুমোদন কর।' সকলে প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন সহচরী বিশেষভাবে মনোনিবেশ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়াছিল। অচিরেই তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর এই পুণ্যের প্রভাবেই সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যফলে বহু কূটাগার, উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত ও উচ্চতাবিশিষ্ট আকাশচারী সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। বিমানের প্রভায় শত যোজন প্রভাসিত হইয়াছিল। দেবকন্যা কোথাও যাইবার সময় অপ্সরাগণ পরিবৃতা হইয়া বিমানসহ যাইতেন। বিশাখা মহাউপাসিকা বিপুল দানের প্রভাবে ও অবিচলা শ্রদ্ধা-হেতু নির্মাণরতি দেবলোকে সুনির্মিত দেবরাজের অগ্রমহিষীরূপে জন্ম নিয়াছিলেন। অনন্তর অনুরুদ্ধ স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় বিশাখার সেই সহচরী তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দেবকন্যা বলিলেন :

৮. ভন্তে, শ্রাবস্তীতে আমার সখী [বিশাখা] সংঘের জন্য মহাবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আমি প্রিয় মহাবিহার দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই মহৎ দান অনুমোদন করিয়াছিলাম।

৯. সেই আমার একমাত্র বিশুদ্ধ অনুমোদনের ফলেই আশ্চর্যজনক, দর্শনীয় এই বিমান লাভ করা হইয়াছে। চতুর্পার্শ্বে ষোড়শ যোজনবিশিষ্ট এই বিমান আমার পুণ্যঋদ্ধি বলে আকাশপথে গমন করে।

১০. আমার আবাসস্থান কূটাগার সমপ্রমাণে বিভক্ত, চতুর্দিকে শত যোজন প্রমাণ স্থান উজ্জ্বল আভায় দীপ্তিমান হইয়া রহিয়াছে।

১১-১২. এই স্থানে আমার জন্য স্বচ্ছসলিলা দিব্য পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে। তাহাতে দিব্যমৎস্য সঞ্চরণ করিতেছে। তাহার [তীরে] সমুজ্জ্বল স্বর্ণবালুকা বিস্তৃত। তাহা শ্বেত পদ্মাদি বিবিধ পদ্ম সমাকীর্ণ, বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া পদ্মের উত্তম গন্ধ প্রবাহিত হয়।

১৩. জাম, কাঠাল, তাল ও নারিকেল বাগান এবং আরও বিবিধ বৃক্ষরাজি আমার আবাসস্থানের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া সৌন্দর্য বর্ধন করিতেছে।

১৪. [নিরন্তর আমার বিমানে মনোরম] বিবিধ তূর্যধ্বনি হইতেছে ও

অপ্সরাগণ [সুমধুর স্বরে] গান করিতেছে। যেকোনো মনুষ্য আমাকে যদি স্বপ্নেও দেখে, সেও [আমার প্রতি] সন্তুষ্ট হয়।

১৫. ঈদৃশ আশ্চর্যজনক, দর্শনীয়, চতুর্দিকে প্রভাসম্পন্ন বিমান আমার কুশলকর্মের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। [তদ্ধেতু সকলের] কুশলকর্ম সঞ্চয় করা একান্ত কর্তব্য।'

স্থবির বিশাখার উৎপত্তিস্থান প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায় বলিলেন :

১৬. 'তুমি কেবল বিশুদ্ধ অনুমোদনের ফলেই আশ্চর্যজনক, দর্শনীয় এই বিমান লাভ করিয়াছ; যেই নারী সেই [মহৎ] দান দিয়াছিল, সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে? তাহার গতি সম্বন্ধে বল।'

দেবকন্যা বলিলেন :

১৭. 'ভন্তে, যিনি আমার সখী ছিলেন, সংঘোদ্দেশ্যে মহাবিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন, চারি আর্যসত্য ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং দান দিয়াছিলেন, তিনি নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।

১৮. তিনি নির্মাণরতি দেবরাজের ভার্যা হইয়াছেন, তাঁহার পুণ্যকর্মের বিপাক [সূচক দিব্যসম্পত্তি] অচিন্তনীয়; [দেবকন্যা উহা কিরূপে জানিলেন? সুভদ্রা দেবকন্যা যেমন ভদ্রার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিশাখা দেবকন্যাও এই দেবকন্যার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন।] যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে'? তদ্ধেতু আমি যথাযথরূপে আপনার নিকট তাহা প্রকাশ করিলাম।'

এখন দেবকন্যা অন্যকেও দানকার্যে নিয়োজিত করাইবার জন্য স্থবিরকে অনুরোধ করিতেছেন :

১৯. 'সুতরাং [আপনারা এই বলিয়া] অন্যের দ্বারাও [কুশলকর্ম] সম্পাদন করাইবেন যে, ওহে, তোমরা সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, [এই সুযোগে] সন্তুষ্টমনে সংঘ উদ্দেশ্যে দান দাও, প্রসন্নমনে ধর্মশ্রবণ কর।

২০. যেই মার্গ অতীব শ্রেষ্ঠ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মস্বর ও স্বর্ণবর্ণ শরীরবিশিষ্ট ভগবান উপদেশ দিয়াছেন : 'শ্রদ্ধাচিত্তে সংঘকে দান দাও, এই দান মহাফলদায়ক হয়।'

২১. সৎপুরুষ প্রশংসিত যেই সকল পুদ্গল আছেন, তাঁহারা আটজন, [যুগলবশে] চারি যুগল হয়। সুগতের সেই শ্রাবকগণই দানের উপযুক্ত পাত্র, তাঁহাদের মধ্যে দান দিলে মহাফল হয়।'

২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

[বিহার বিমান সমাপ্ত]

৪.৭. চারি স্ত্রী বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাবতিংস স্বর্গে পরিভ্রমণের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন, ক্রমান্বয়ে অবস্থিত চারিখানা বিমানে চারিজন দেবকন্যার প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছেন।

তাঁহারা কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এসিকা নামক রাজ্যে পণ্ণকতে নামক নগরে কোনো কুলগৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যথাসময় তাঁহারা পতিগৃহে গমন করিয়া পরস্পর প্রিয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষা আচরণকারী ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে উদাল পুষ্প, একজন নীলোৎপল তোরা, একজন পদ্ম তোরা, একজন সুমন মুকুল দান দিয়াছিলেন। তাঁহারা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা কর্মের বিপাকবশে তাবতিংস স্বর্গেই বারংবার চ্যুত-উৎপন্ন হইয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ও তাবতিংস স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. 'এসিকা' নামক রাজ্যে পণ্ণকত নামক উন্নত রমণীয় শ্রেষ্ঠ নগরে কোনো (এক) ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় আমি তাঁহাকে একমুষ্টি উদালপুষ্প দান দিয়াছিলাম।

৪. তাই আমার শরীরবর্ণ এইরূপ হইয়াছে...

অপর দেবকন্যা বলিলেন :

৫. এসিকা নামক উন্নত... একমুষ্টি নীলোৎপল দান দিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

অপর দেবকন্যা বলিলেন :

৭. এসিকা নামক উন্ন... সরোবরে জাত পদ্মের শ্বেতমূল ও হরিদ্বর্ণ মুকুলপত্রযুক্ত পদ্ম দান দিয়াছিলাম।

৮ম গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

অপর দেবকন্যা বলিলেন :

৯. এসিকা নামক উন্নত... আমার নাম সুমনা, আমি প্রসন্নমনে দন্তবর্ণ সুমনপুষ্পের মুকুল দান দিয়াছিলাম।

১০ম গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

[চারি স্ত্রী বিমান সমাপ্ত]

৪.৮. আম্র বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শ্রাবস্তীর কোনো এক উপাসিকা আবাস দানের মহাফল সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া ভগবানকে বলিলেন, ‘ভন্তে, আমি একখানা আবাস নির্মাণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করুন। ভগবান ভিক্ষুকে আদেশ করিলেন। ভিক্ষু উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিলেন। উপাসিকা তথায় মনোরম আবাস নির্মাণ করাইয়া, তাহার চতুর্দিকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেন। সেই আবাস আম্রবৃক্ষ পরিক্ষিপ্ত, ছায়া-জলসম্পন্ন ও মুক্তাজাল সদৃশ বালুকা বিস্তৃত ভূতলবিশিষ্ট হওয়ায়, অতীব মনোহর হইয়াছিল। উপাসিকা সেই বিহার বিবিধ বর্ণের বস্ত্র, পুষ্পদাম ও গন্ধদাম দ্বারা স্বর্গের বিমান সদৃশ অলংকৃত করিলেন। তথায় তৈলপ্রদীপ জ্বালাইয়া নতুন শ্বেতবস্ত্রে আম্রবৃক্ষগুলি পরিবেষ্টনান্তর আবাসখানা সংঘকে দান করিলেন। তিনি মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার জন্য আম্রবন পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। তিনি তথায় অপ্সরা পরিবেষ্টিতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে লাগিলেন। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ‘তোমার দিব্য রমণীয় আম্রবনে বৃহৎ প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে; সেই প্রাসাদ বিবিধ তূর্য নিনাদিত ও অপ্সরাগণ দ্বারা ঘোষিত হইতেছে।

২. এই স্থানে সর্বদা স্বর্ণময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, বস্ত্রনির্মিত ফলসম্পন্ন আম্র বৃক্ষ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।

৩. কোন কর্মের ফলে তোমার এইরূপ বর্ণ...

৪. ‘সেই দেবতা সন্তুষ্ট মনে...

৫. আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়া মানবধর্ম রক্ষাপূর্বক সংঘের উদ্দেশ্যে একখানি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা চতুর্দিকে আম্রবৃক্ষ পরিবৃত ছিল।

৬-৭. বিহার নির্মাণকার্য অবসানের পর উৎসবকার্য শেষ হইলে, বস্ত্রনির্মিত আম্রফলে বিহারখানি আচ্ছাদন করিয়াছিলাম। তথায় প্রদীপ জ্বালাইয়া উত্তম গুণসম্পন্ন বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকসংঘকে ভোজন করাইয়া প্রসন্নচিত্তে সেই বিহারখানি সংঘকে দান দিয়াছিলাম।

৮. সেই পুণ্যপ্রভাবে বিবিধ তূর্য নিনাদিত, অপ্সরা বিঘোষিত ও রমণীয় আম্রবন পরিবেষ্টিত আমার এই সুবৃহৎ প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

৯. এই প্রাসাদখানি মহার্ঘ স্বর্ণময় প্রদীপে নিত্য আলোকিত এবং বস্ত্রনির্মিত ফলবৃক্ষে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।

১০. সুতরাং [সেই পুণ্যপ্রভাবে] আমার এইরূপ বর্ণ...

[আম্র বিমান সমাপ্ত]

৪.৯. পীত বিমান

ভগবান পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে, রাজা অজাতশত্রু তদীয় শারীরিক ধাতুর স্তূপ নির্মাণ করাইলেন। তখন রাজগৃহবাসিনী একজন উপাসিকা প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনকালে চারিটি কোসাতকী পুষ্প লাভ করিয়াছিলেন। ওই লব্ধ পুষ্প চতুষ্টয়ে ভগবানের ধাতুচৈত্য পূজা করার মানসে বলবতী শ্রদ্ধায় সোৎসাহে পথশ্রম উপেক্ষা করিয়া চৈত্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তরুণ-বৎসা গাভী শৃঙ্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিল। তখনই তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়া তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। ইন্দ্ররাজ উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেছেন, এমন সময় সেই দেবকন্যা আড়াই কোটি নর্তকীদের শরীরপ্রভাকে আপন শরীরপ্রভায় পরাজিত করিয়া রথসহ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্ররাজ বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে চিন্তা করিলেন, 'এই দেববালা কোন মহৎ পুণ্যকর্মের প্রভাবে এমন মহতী দেবঋদ্ধিসম্পন্ন হইল?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'পীত (স্বর্ণ) বস্ত্র, পীত ধ্বজা, পীত অলংকার ভূষিতা, শরীরে পীত চন্দনলিপ্তা, পীত উৎপল-মালাধারিণী :

২. পীত প্রাসাদ-শায়িতা, পীতাসন, পীতভাজন, পীতছত্র, পীতরথ, পীত অশ্ব ও পীত ব্যজনীসম্পন্না :

৩. হে ভদ্রে, তুমি পূর্বে মনুষ্যজন্মে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বলো।'

দেবকন্যা বলিলেন :

৪. 'প্রভু, কোসাতকী [ঝিঙ্গা] নামে কথিত এক প্রকার লতা আছে, সেই লতায় আমার উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় লব্ধ চারিটি পুষ্প চয়ন করিয়া [ভগবানের শারীরিক ধাতু নিহিত] স্তূপ [পূজা] উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম।

৫. ভগবানের শারীরিক ধাতু [চৈত্য] উদ্দেশ্যে অতি প্রসন্নচিত্তে যাইতেছিলাম। পথের প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না, [তাহার কারণ] ভগবানের ধাতুচৈত্যগতমন হইয়াছিল।

৬. অতঃপর আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্বে একটি গাভী [শৃঙ্গ প্রহারে] আমাকে বধ করিয়াছিল, যদি আমি সেই [চৈত্যপূজার] পুণ্য সঞ্চয় করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এই লব্ধ সম্পত্তি হইতেও উত্তরিতর লাভ করিতে পারিতাম।

৭. হে দেবকুঞ্জর দেবেন্দ্র মঘবা, আমি সেই পুণ্যকর্মপ্রভাবে মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উৎপন্ন হইয়াছি।'

৮. 'ত্রিদশাধিপতি দেবকুঞ্জর মঘবা ইহা শুনিয়া তাবতিংসবাসী দেবগণের প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্বক [সারথি] মাতলিকে এইরূপ বলিলেন :

৯. 'হে মাতলি, এই আশ্চর্যজনক বিচিত্র কর্মফল দেখ, দানীয় বস্তু অল্পমাত্র দান করিলেও, তজ্জনিত পুণ্য মহৎ ফল প্রসব করে!

১০. তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ অথবা তাঁহার শ্রাবকসংঘের প্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করিয়া দান করিলে, সেই দানের ফল অল্প হইতে পারে না!

১১. মাতলি, চল আমরাও তথাগতের শারীরিক ধাতু পুনঃপুন পূজা করি, যেহেতু সঞ্চিত পুণ্যই সুখদায়ক।

১২. সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অথবা পরিনির্বাপিতাবস্থায় সমচিত্তে সমফল হয়, [অর্থাৎ সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করিলে যেই ফল হয়, তাঁহার পরিনির্বাণেও সেই ফল হয়]। চিত্তের প্রণিধানেই প্রাণীগণ সুগতি গমন করে।

১৩. বহুজনের হিতার্থেই তথাগত উৎপন্ন হইয়া থাকেন, যেহেতু তথাগতকে সৎকার করিয়া দায়কগণ স্বর্গে জন্ম নিয়া থাকে।

[পীত বিমান সমাপ্ত]

৪.১০. ইক্ষু বিমান

এই ইক্ষু বিমান পূর্ববর্ণিত ইক্ষু বিমান সদৃশ। পূর্ব বিষয়ে শ্বাশুড়ী পীঠের প্রহার করিয়াছিল, এই স্থানে চেলার আঘাত করা হইয়াছিল, এইমাত্র প্রভেদ।

এই বিমান বর্ণনায় গাথাসমূহের অনুবাদ ৩য় বর্গের 'ইক্ষু দায়িকা বিমান' গাথার অনুরূপ। কেবল পীঠ স্থানে ঢিল ব্যবহৃত হইবে।

[ইক্ষু বিমান সমাপ্ত]

৪.১১. বন্দনা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন কতকগুলি ভিক্ষু কোনো এক গ্রামে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবানকে দর্শন ইচ্ছায় শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষুগণকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে গৌরবের সহিত পঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিলেন ও শিরে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া প্রীতচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি দেহান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবলোকে বিচরণকালে মহামৌদ্গল্লায়ন স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. 'আমি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়া শীলবান ভিক্ষুকে দর্শনপূর্বক তাঁহার পাদপদ্মযুগল বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার চিত্তে প্রসন্নতা আসিয়াছিল। সেই প্রসন্নতায় কৃতাঞ্জলি হইয়াছিলাম।

৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[বন্দনা বিমান সমাপ্ত]

৪.১২. রজ্জুমালা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন গয়াগ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার কন্যাটিকে সেই গ্রামেই একজন ব্রাহ্মণ কুমারকে সম্প্রদান করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ পাঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা সেই গৃহের প্রধানা কর্ত্রীরূপে গৃহকার্য পরিচালনা করিত। তথায় তাহাদের একটি দাসীকন্যা ছিল। সেই দাসীকন্যাকে দেখা অবধি কর্ত্রীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহাকে দেখিলেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া আক্রোশপূর্ণ বাক্য, প্রহার ও বিবিধ প্রকারে নির্যাতন করিত। যখন দাসীকন্যা বয়স্কা হইয়া, কাজের উপযুক্তা হইল, তখন তাহাকে জানু ও কনুইদ্বারা প্রহার করিয়া পূর্বজন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে লাগিল।

পূর্বজন্ম : কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এই দাসী ইহার (কর্ত্রীর) স্বামিনী ছিল। বর্তমান ব্রাহ্মণী পূর্বজন্মে দাসী ছিল। গৃহিণী তাহাকে ঢিল, দণ্ড ও মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিত। দাসী এইরূপে নিগৃহীত হইয়া জীবনের প্রতি ধিক্কার আনিল। একদা সে যথাশক্তি দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া প্রার্থনা

করিল, 'ভবিষ্যতে যেন আমি স্বামিনী হইয়া ইহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারি।'

সেই দাসী মৃত্যুর পর জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া স্বামিনী হইল। পূর্ব শত্রুতা নিবন্ধন সে তাহাকে কারণে অকারণে উৎপীড়ন করিত। মস্তকের কেশ আকর্ষণপূর্বক মাটিতে ফেলিয়া হস্ত-পদের দ্বারা প্রহার করিত। দাসীর এই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় ক্ষৌরকারের নিকট গমনপূর্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিল। গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'কি হে দুষ্টা দাসী, মস্তক মুণ্ডন করিলেই যে তুই মুক্ত হলি, তাহা মনে করিস না।' সেই হইতে তাহার শির রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিত ও প্রহার করিত। সেই রজ্জু আর অপনয়ন করিতে দিত না। সেই হইতে তাহার নাম হইল 'রজ্জুমালা'।

প্রতিদিন এইরূপ নিগৃহীত হইয়া রজ্জুমালার জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইল। ভাবিল, 'এই দুঃখময় জীবনের কী প্রয়োজন? মৃত্যুই আমার শ্রেয়।' ইহা মনে করিয়া জল আনিতে যাইবার ভাণ করিয়া কলসী অঙ্কে গৃহ হইতে বাহির হইল। সে অনুক্রমে অরণ্যে প্রবেশ করিল। ইতিপূর্বে ভগবান তাহার বিষয় অবগত হইয়া, সেই অরণ্যে কোনো এক বৃক্ষমূলে ছয়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। দাসী ভগবানের অনতিদূরে এক বৃক্ষশাখায় রজ্জু বন্ধন করিয়া ফাঁস তৈয়ার করিল। তাহা গলায় পরিবার সময় 'কেহ দেখিতেছে কি না' চতুর্দিক অবলোকনকালীন দেখিতে পাইল, প্রসাদনীয় শান্ত দান্ত সম্বুদ্ধ ছয়বর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে বুদ্ধগৌরবে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তখন তাহার চিত্তে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল : 'এই দুঃখময় জীবন হইতে যাহাতে মুক্তি পাই, ভগবান সেইরূপ ধর্মোপদেশ আমায় দিবেন কি?' ভগবান তাহার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া 'রজ্জুমালা' বলিয়া তাহাকে মধুর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বান তাহার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। সে অতীব আনন্দের সহিত ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িল। ভগবান তাহাকে সুমধুর স্বরে বলিলেন, 'উঠো রজ্জুমালে, ধর্মোপদেশ শ্রবণ কর।' রজ্জুমালা উঠিয়া একপ্রান্তে স্থিত হইলে, ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। দান, শীল সম্বন্ধীয় কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশ ভগবান আর্যসত্য চতুষ্টয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রজ্জুমালা ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিতা হইল। 'ইহাই ইহার যথেষ্ট হইবে' এইরূপ মনে

করিয়া ভগবান অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতঃপর তিনি যাইয়া গ্রামের অনতিদূরে কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন।

রজ্জুমালার নিজকে অন্যায়রূপে হত্যা করার পথ এখন স্রোতাপত্তিফলে রুদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণীর প্রতি তাঁহার ক্ষমা ও মৈত্রীভাবের সঞ্চার হইল। তখন রজ্জুমালা চিন্তা করিলেন, 'ব্রাহ্মণী আমাকে হত্যা করুক বা নিগ্রহ করুক, অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, আমি নীরবে সহ্য করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জলপূর্ণ কলসীটি নিয়া গৃহে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ দাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার আজ জল আনিতে এত গৌণ হইল কেন? দেখিতেছি, তোমার মুখবর্ণও অতিশয় বিপ্রসন্ন! তোমাকে আজ কেমন অন্যরূপ দেখাইতেছে! ইহার কারণ কী?' তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার কথা শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া পুত্রবধুকে বলিলেন, 'তুমি দাসীর উপর আর কোনোরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ যথাশীঘ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি গৌরবের সহিত বন্দনা করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে, উত্তম খাদ্যভোজ্য তাঁহাকে পরিবেশন করিলেন। আহার কার্যের পরিসমাপ্তির পর ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট আসিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পুত্রবধূও ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্টা হইল। গয়াগ্রামবাসী লোকেরাও ভগবানের আগমন সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিল। ভগবান রজ্জুমালা ও ব্রাহ্মণীর পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত কহিয়া অনুরূপ ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য লোকেরা শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্রাহ্মণ রজ্জুমালাকে কন্যাস্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ রজ্জুমালাকে প্রিয়চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন সন্তোষ ও স্নেহের সহিত পালন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রজ্জুমালার মৃত্যু হইল। মরণান্তে তিনি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় সহস্র অপ্সরা তাঁহার চিত্ত বিনোদনে নিযুক্ত হইল। রজ্জুমালা দেবকন্যা ষাট শকটের বোঝাই প্রমাণ দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন তাঁহাকে দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে দেবতে, তুমি অতি উত্তমবর্ণে বিভূষিতা হইয়া [এই স্বর্গে] অবস্থান করিতেছ, তুমি হস্তে-পদে বিবিধ রূপে দিব্যপুষ্প ধারণ করিয়া উত্তম বাদ্যের

তালে তালে নৃত্য করিতেছ।

২, ৩, ৪, ৫, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

দেবকন্যা বলিলেন :

৮. 'আমি পূর্বজন্মে গয়া প্রদেশে কোনো ব্রাহ্মণের দাসী ছিলাম, আমাকে সকলে দুর্ভাগিনী, অলক্ষ্মী রজ্জুমালা বলিয়া জানিত।

৯. [ব্রাহ্মণীর] আক্রোশ, প্রহার ও তর্জনে [আমার] দৌর্মনস্য উৎপন্ন হওয়াতে, যেন জল আহরণে যাইতেছি, সেইরূপ ভাণ করিয়া কলসীকক্ষে [গৃহ হইতে] বাহির হইয়াছিলাম।

১০. আমি বিপথে কলসী রাখিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, [তথায় চিন্তা করিলাম] এই স্থানেই আমি মরিব, আমার জীবন ধারণে কী ফল?

১১. ফাঁস দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিয়া তাহা বৃক্ষে বন্ধন করিলাম, তৎপর বনাশ্রিত কেহ আছে না কি মনে করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতেছিলাম।

১২. তথায় সর্বলোকের হিতসাধক মুনিবর নির্ভীক ধ্যানরত সম্যকসম্বুদ্ধকে [অনতিদূরে] বৃক্ষমূলে উপবিষ্টাবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

১৩. তাঁহাকে দেখিয়া আমি সংবেগপ্রাপ্ত ও আশ্চর্যান্বিত হইলাম, আমার লোমহর্ষণ হইল, [আমি চিন্তা করিলাম] বনাশ্রিত ইনি কে! মানব না দেবতা!

১৪-১৫. [মহাপুরুষ লক্ষণাদিতে] অলংকৃত, [অনন্ত গুণ-হেতু] প্রসন্নতা উৎপাদনযোগ্য, তৃষ্ণাবিমুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত শ্রীশ্রী সম্বুদ্ধকে দেখিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল, [আমার মনে হইল] ইনি সাধারণ পুরুষ নহেন, গুপ্তেন্দ্রিয়, ধ্যানরত, আরম্মণ-নিষ্ক্রান্ত চিত্ত ও সর্বলোকের হিত সম্পাদক সেই সম্বুদ্ধ হইবেন।

১৬-১৭. মিথ্যাদৃষ্টিদের ভয় উৎপাদনকারী, দুষ্প্রাপ্য, গুহাশ্রিত সিংহ সদৃশ ও উদুম্বরপুষ্প সদৃশ দুর্লভ দর্শনে সেই তথাগত মৃদুবাক্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রজ্জুমালে, তথাগতের শরণাপন্ন হও।

১৮. আমি তাঁহার সেই নির্দোষ, অর্থযুক্ত, পবিত্র, কোমল, মৃদু, মধুর ও সর্বপ্রকার শোক উপশমক বাক্য শ্রবণ করিয়া [তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম]।

১৯. ত্রিলোকের হিতসাধক তথাগত [দিব্যজ্ঞানে] আমার চিত্ত কার্যক্ষম, প্রসন্ন ও বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

২০. তিনি আমাকে বলিলেন, ইহাই দুঃখ, ইহাই দুঃখোৎপত্তির কারণ, ইহাই দুঃখনিরোধ, ইহাই দুঃখনিরোধের উপায় বা অমৃতময় নির্বাণ লাভের পথ।

২১. আমি অনুকম্পাকারী ও সুদক্ষ বুদ্ধের উপদেশে স্থিত হইয়া অচ্যুত, অমৃত ও শান্তিপদ নির্বাণ পদ লাভ করিলাম।

২২. সেই আমি মৌলিক শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধাবতী, অচলা স্নেহবতী ও সম্যক দর্শনে অবিচলিতা সম্বুদ্ধের ঔরসজাত কন্যা।

২৩. সেই আমি [স্বর্গে মার্গফল সুখে] নির্ভীক চিত্তে রমিত হইতেছি, ক্রীড়া করিতেছি, দিব্যমাল্য ধারণ করিতেছি ও সুধা পান করিতেছি।

২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯শ ও ৩০শ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩১. যেই তথাগতরূপ পুণ্যক্ষেত্রে দানীয় বস্তু দান দিয়া দায়কগণ স্বর্গে প্রমোদিত হইয়া থাকে, মনুষ্যদের সেই দানের উপযুক্ত পাত্র, পুণ্যক্ষেত্রের আকর তথাগত বহুজনের হিতার্থে জগতে উৎপন্ন হন।

[রজ্জুমালা বিমান সমাপ্ত]

[চতুর্থ মঞ্জেট্‌ঠিকা বর্গ সমাপ্ত]

[স্ত্রী বিমান বর্ণনা সমাপ্ত।]

পঞ্চম মহারথো বর্গ

৫.১. মণ্ডুক দেবপুত্র বিমান

ভগবান চম্পানগরে গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া বিনীত করিবার উপযুক্ত প্রাণীদিগকে দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি একটি মণ্ডুক দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিয়া তিনি অবগত হইলেন : 'অদ্য অপরাহ্নে আমি ধর্মদেশনা করিব। এমন সময় এই মণ্ডুক আমার স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া আনন্দানুভব করিবে। তখন ইহা পরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কালপ্রাপ্তির পর তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিবে। দেবলোক হইতে মহাপরিষদ সহিত মহাজনসংঘের দর্শনপথেই আমার নিকট আসিবে। তথায় তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আমি ধর্মদেশনা করিলে, সেই দেশনায় বহুজনের ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে।'

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহু ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া চম্পানগরে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করিয়া বিহারে আগমন করিলেন। আহার কার্য শেষ হইলে, ভিক্ষুগণকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর ভিক্ষুগণ আপন আপন দিবা বিহারার্থ নির্জন স্থানে গমন করিলে, ভগবান গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া ফলসমাপত্তিসুখে দিবাভাগ অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যার সময় ধর্মসভায় চারি পরিষদ সমবেত হইলে ভগবান গন্ধকুটি হইতে বাহির হইয়া পুষ্করিণীর তীরে ধর্মসভা মণ্ডপে প্রবেশপূর্বক নির্ভীক কেশরী সিংহ সদৃশ অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্রহ্মস্বরে অচিন্তনীয় বুদ্ধানুভাব ও অনুপম বুদ্ধলীলায় ধর্মদেশনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় একটি মণ্ডুক পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া 'এইটি ধর্মভাষণ করা হইতেছে' এইরূপ মনে করিয়া ধর্মসংজ্ঞায় বুদ্ধের স্বরে নিমিত্ত গ্রহণপূর্বক পরিষদের প্রান্তদেশে অবস্থিত হইল। তখন এক গোপালক ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সেও তদ্গতচিত্তে ধর্মশ্রবণ মানসে পরিষদের প্রান্তভাগে যথায় মণ্ডুক, তথায় যাইয়া স্থিত হইল। তাহার হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা মাটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইবার সময় অজ্ঞাতবশে মণ্ডুকের মস্তকের উপর দণ্ডের অগ্রভাগ স্থাপন করিল। সেই গুরুভারে তখনই মণ্ডুকের মৃত্যু হইল। মণ্ডুকের ধর্মসংজ্ঞায় প্রসন্নচিত্তে মৃত্যু হওয়াতে সেইক্ষণেই তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনক বিমানে সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় উৎপন্ন হইল। বহু অপ্সরা

তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইল। তখন মণ্ডুক দেবপুত্র আপন দিব্যৈশ্বর্য ও বহুপরিষদ পরিবৃতাবস্থায় নিজকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'আমি কোথা হইতে কি কর্মের ফলে এই স্থানে আসিয়া উৎপন্ন হইয়াছি?' পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া চিন্তা করিলেন, 'একি আশ্চর্য! আমি যে এখানে উৎপন্ন হইয়া ঈদৃশী সম্পত্তি লাভ করিয়াছি, কী কর্মের ফলে!' অবধারণপূর্বক ভগবানের স্বরে চিত্তের প্রসন্নতা ব্যতীত আর অন্য কোনো পুণ্যকর্ম দেখিতে পাইলেন না। তখনই তিনি বিমানের সহিত সপরিষদ মহতী দেবলীলায় জনসংঘের দৃষ্টিপথেই আসিয়া ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে স্থিত হইলেন।

ভগবান জানিয়াও জনসংঘকে কর্মফল ও বুদ্ধানুভাব প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'দেবঋদ্ধিতে, যশে ও অতি কমনীয় বর্ণে সকল দিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রদ্যোতমান অবস্থায় কে আমাকে বন্দনা করিতেছে?'

দেবপুত্র তদুত্তরে বলিলেন :

২. 'আমি পূর্বে জলে বিচরণকারী মণ্ডুক ছিলাম, আপনার ধর্মশ্রবণকালীন গোপালক আমাকে বধ করিয়াছিল।

৩. (ধর্মের প্রতি) মুহূর্তমাত্র চিত্ত প্রসন্নতায় আমার ঋদ্ধি, যশ, দিব্যক্ষমতা, বর্ণ ও জ্যোতি (কীরূপ) দেখুন।

৪. হে গৌতম, যাঁহারা দীর্ঘদিন আপনার ধর্ম শ্রবণ করিতেছে, তাঁহারা যেখানে গেলে অনুশোচনা করিতে হয় না, তেমন অচল স্থান [নির্বাণ]-প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

অতঃপর ভগবান উপস্থিত পরিষদে মণ্ডুক দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃত ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। দেশনার অবসানে মণ্ডুক দেবপুত্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেইদিন ৮৪ হাজার [দেবমানবাদি] প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবপুত্র ভগবানকে বন্দনা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভিক্ষুগণকে কৃতাঞ্জলি প্রদর্শনে আপন পরিষদসহ দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

[মণ্ডুক দেবপুত্র বিমান সমাপ্ত]

৫.২. রেবতী বিমান

ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বারাণসীতে কোনো শ্রদ্ধাসম্পন্নকুলে নন্দিক নামক একজন উপাসক

ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি ও সংঘের সেবক ছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা সম্মুখ গৃহ হইতে রেবতী নাম্নী তাঁহার মাতুল কন্যাকে তাঁহার জন্য আনিবার ইচ্ছা করিলেন। সে ছিল অশ্রদ্ধাবতী ও অদানশীলা। নন্দিক সেরূপ মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এক সময় নন্দিকের মাতা রেবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি যদি আমার পুত্রের মনোজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করো, এই গৃহে আসিয়া ভিক্ষুসংঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করো। ভিক্ষুদিগের বসিবার স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিয়া, আসন প্রজ্ঞাপিত করিয়া দিও। ভিক্ষুগণ আসিলে, বন্দনার পর তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া, উপবেশন করাইও। ভিক্ষুদের ভোজনের পর পরিস্রুত জলে পাত্রসমূহ ধৌত করিও। এইরূপ হইলে, আমার পুত্রের মনোজ্ঞ হইতে পারিবে।'

সেইদিন হইতে রেবতী এই উপদেশমতোই কার্য করিতে লাগিল। নন্দিকের মাতা নন্দিককে রেবতীর এসব গুণের কথা বলিলেন। নন্দিক মাতৃমুখে রেবতীর গুণের কথা শুনিয়া, তিনি বিবাহে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনন্তর কোনো এক শুভলগ্নে তাঁহাদের পরিণয়কার্য সুসম্পাদিত হইল। নন্দিক রেবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি ভিক্ষুসংঘকে মাতাপিতার ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিতে পার, তাহা হইলে এই গৃহে বাস করিতে পারিবে। তজ্জন্য সাবধান হও।' রেবতী 'ভালো' বলিয়া তাঁহার বাক্য প্রতিগ্রহণ করিল। কিছুকাল শ্রদ্ধাবতীর ন্যায় সে স্বামীর অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে থাকিয়া সে দুইটি সন্তানের জননী হইল। এক সময় নন্দিকের মাতাপিতার মৃত্যু হইল। তখন রেবতী হইল গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। নন্দিকও মহাদানপতি হইয়া ভিক্ষুসংঘকে নিত্য দান দিতে লাগিলেন এবং ঋষিপতন মহাবিহার সীমায় চারি প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানা বিহার প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে মঞ্চপীঠাদি সমস্ত উপকরণ প্রদান করিয়া, সেই বিহার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন এবং তথাগতের হস্তে জল ঢালিয়া, উৎসর্গ করিয়া দিলেন। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জন্য তাবতিংস স্বর্গে দীর্ঘ-প্রস্থে দ্বাদশ যোজন ও উচ্চতায় শত যোজনবিশিষ্ট সপ্তরত্নময় মহাপ্রাসাদ উৎপন্ন হইল, তৎসঙ্গে সেই প্রাসাদে তাঁহার পরিচর্যার জন্য সহস্র অপ্সরাও উৎপন্ন হইল।

একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই রমণীয় প্রাসাদ দেখিয়া, তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন অপ্সরাগণ মৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিল। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই প্রাসাদ কাহার?' তাহারা বলিল, 'ভন্তে, এই

প্রাসাদের যিনি মালিক, তিনি এখনো মনুষ্যলোকে। তিনি বারাণসীর দানপতি কুটুম্বিক। তাঁহার নাম নন্দিক। তিনি ঋষিপতনে একখানা বিহার প্রস্তুত করাইয়া, তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন; সেই পুণ্যের প্রভাবেই তাঁহার জন্য এই প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে। ভন্তে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে বলিবেন, আমরা তাঁহার পরিচারিকা হইবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছি এবং তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। তাঁহাকে ইহাও বলিবেন, দেবলোকের সম্পত্তি 'মৃত্তিকাভাজন ভগ্ন করিয়া, সুবর্ণভাজন গ্রহণের ন্যায়' অতীব মনোজ্ঞ। এই সংবাদ বলিয়া, তাঁহাকে এখানে সহসা আসিতে বলিবেন।'

স্থবির 'উত্তম' বলিয়া তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন এবং সহসা দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া চারি পরিষদের মধ্যে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, পুণ্যবানদের মনুষ্যলোকে অবস্থানকালেও কি দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়?' ভগবান বলিলেন, 'মৌদ্গাল্লায়ন, তুমি নন্দিকের দেবলোকে উৎপন্ন দিব্যসম্পত্তি স্বয়ং দেখিয়াছ নহে কি? কেন আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ?' স্থবির বলিলেন, 'হাঁ ভন্তে, আমি দেবলোকে তাহার দিব্যসম্পত্তি দেখিয়াছি।' তখন ভগবান গাথায় প্রকাশ করিলেন :

১-২. 'সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিরাপদে সমাগত ব্যক্তিকে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদগণ আসিয়া যেমন অভিনন্দিত করে, তেমন পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলে, প্রিয়জ্ঞাতির আগমনের ন্যায় পুণ্যসমূহ তাহাকে প্রতিগ্রহণ করে।'

নন্দিক ইহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি আরও অধিকতর দান ও বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বাণিজ্যে যাইবার সময় রেবতীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আমার নির্ধারিত সংঘদান, অনাথ দান ও অন্নসত্র উত্তমরূপে রক্ষা করিও।' সে 'ভালো' বলিয়া স্বামীর বাক্য প্রতিগ্রহণ করিল। নন্দিক প্রবাসে থাকিয়াও যেখানে যেখানে গমন করিতেন, সেখানে সেখানে ভিক্ষুগণকে ও অনাথদিগকে যথাশক্তি দান দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অর্হৎ ভিক্ষুগণ দূরদেশ হইতেও আসিয়া তাঁহার দান প্রতিগ্রহণ করিতেন।

নন্দিক যাওয়ার পর কিছুদিন যাবৎ রেবতী দান দিয়া, পরে অনাথদিগের দান উচ্ছেদ করিল। ভিক্ষুগণকে খুদের যাগু ও কাঞ্জী দিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষুদের ভোজন স্থানে আপন ভুক্তাবশিষ্ট মৎস্য, মাংস, অস্থি ও কাঁটা

ইত্যাদি উচ্ছিষ্ট বিকীর্ণ করিয়া প্রতিবেশী মনুষ্যগণকে ডাকিয়া দেখাইত—'দেখ, শ্রমণদের কার্য! শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বস্তু এমনভাবে কি নষ্ট করতে হয়?'

অনন্তর নন্দিক ব্যবসায়ে লাভবান হইয়া আগমন করিলেন। তিনি রেবতীর কার্যকলাপের বিষয় শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। রেবতীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবস তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া, প্রত্যহ নিত্যদানের বন্দোবস্ত করিলেন এবং অনাথদিগের দানও উত্তমরূপে দিতে লাগিলেন। রেবতীর কোনো প্রকারে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে মতো সেইরূপ সংস্থান করিয়া দিলেন।

অনন্তর একসময় নন্দিকের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে আপন বিমানে উৎপন্ন হইলেন। এদিকে রেবতী ভিক্ষুসংঘকে এইরূপ আক্রোশ বাক্য বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল : 'ইহাদের জন্যই আমার লাভ সৎকারের পরিহানি ঘটিয়াছে।' একসময় যক্ষাধিপতি বৈশ্রবণ মহারাজ দুইটি যক্ষকে এইরূপ আদেশ করিলেন, 'ওহে, তোমরা যাইয়া বারাণসী নগরে ঘোষণা করো, এই হইতে সপ্তম দিবসে রেবতীকে জীবিতাবস্থায় নরকে প্রক্ষেপ করা হইবে।' ইহা শুনিয়া মনুষ্যেরা সংবিগ্ন, ভীত ও ত্রাসিত হইল। রেবতী প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। সপ্তম দিবসে রেবতীর পাপকর্মের পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে, বৈশ্রবণ রাজের আদিষ্ট প্রদীপ্ত কপিলবর্ণ কেশ-শশ্রু, বিরূপ চিপিটিকা নাসিকা, বৃহৎ দন্ত, রক্তবর্ণ চক্ষু ও অতীব ভয়াবহ কালবর্ণ দুইটি যক্ষ আসিয়া রেবতীর দুই বাহু ধরিয়া বলিল :

১. অতিশয় হীনপাপসম্পন্না, অদানশীলা হে রেবতে, উঠো, তোমার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, পাপীরা যথায় দুঃখ ভোগ করে, যেই স্থান নৈরয়িক দুঃখপূর্ণ, তোমাকে সেই স্থানে নিয়া যাইব।'

এই বলিয়া সেই দুই যক্ষ রেবতীর দুই বাহু ধরিয়া মনুষ্যগণকে দেখাইবার জন্য নগরের প্রত্যেক রাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। তৎপর তাবতিংস স্বর্গে নিয়া নন্দিকের বিমানের সম্পত্তি দেখাইল। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

২. 'এই বলিয়া সেই রক্তচক্ষুবিশিষ্ট যমদূত বৃহৎ যক্ষদ্বয় রেবতীর এক একটি বাহু ধরিয়া [তাবতিংসের] দেবগণের নিকট লইয়া গেল।'

এইরূপে যক্ষদ্বয় রেবতীকে তাবতিংস স্বর্গে নিয়া নন্দিকের বিমানের অনতিদূরে উপস্থিত করিল। রেবতী সূর্যমণ্ডল সদৃশ অতি প্রভাস্বর নন্দিকের

বিমান দেখিয়া বলিল :

৩. 'সূর্যের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন, রুচিদায়ক, প্রভাস্বর, সুন্দর, কাঞ্চনজালাচ্ছন্ন, দিবাকরের রশ্মির ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও জনাকীর্ণ এই বিমান কাহার?

৪. অপ্সরাগণের শরীর চন্দনসারে লিপ্ত, [অভ্যন্তর ও বহির্দিক] উভয় দিকেই বিমান অতিশয় শোভা পাইতেছে, ইহা প্রভাকরের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন দেখা যাইতেছে, কোন স্বর্গীয় দেবতা এই বিমানে প্রমোদিত হইতেছে?'

যক্ষ তাহাকে বলিল :

৫. 'বারাণসীতে নন্দিক নামক একজন অমৎসর, দানপতি ও বদান্য উপাসক ছিলেন। সূর্যরশ্মির ন্যায় জ্যোতিষ্মান জনাকীর্ণ এই বিমান তাঁহার।

৬. অপ্সরাগণের শরীর চন্দনসারে লিপ্ত, উভয়দিকে অতিশয় শোভাসম্পন্ন এই বিমান, এই যে প্রভাকরের বর্ণ সদৃশ দেখা যাইতেছে, এই স্বর্গীয় বিমানে তিনি [নন্দিক] প্রমোদিত হইতেছেন।'

রেবতী বলিল :

৭. 'আমি নন্দিকের ভার্যা, আমি তাঁহার গৃহিণী, সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী, আমি এখন স্বামীর বিমানে রমিত হইব, আমি নরক দেখিতেও ইচ্ছা করি না।'

রেবতী এইরূপ বলিলে যক্ষ বলিল, 'তোমার আবার কী কথা!' এই বলিয়া নরকসমীপে নিয়া বলিল :

৮. 'হে হীন পাপধর্মিনী, এইটি তোমার নরক, মনুষ্যলোকে তুমি পুণ্যকর্ম কর নাই। মৎসরী (পরশ্রীকাতর) ক্রোধী ও পাপী ব্যক্তি দেবগণের সহবাস লাভ করিতে পারে না।'

এই বলিয়া যক্ষ দুইটি রেবতীকে সংসবক নামক গূথনরকে [বিষ্ঠাকুণ্ডে] প্রক্ষেপ করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, রেবতী জিজ্ঞাসা করিল :

৯. 'এই অপবিত্র বিষ্ঠামূত্র কেন দেখা যাইতেছে? ইহা দুর্গন্ধ মীঢ় বা প্রস্রাব কী? ইহাতে কিসের দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতছে?'

যক্ষ বলিল :

১০. 'হে রেবতে, তুমি যথায় সহস্র বৎসর পরিপক্ব [দুঃখপ্রাপ্ত] হইবে, এই সেই শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট 'সংসবক' নামক নরক।'

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল :

১১. 'আমি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কী দুষ্কর্ম করিয়াছি? কোন অকুশল কর্মের দ্বারা শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট এই 'সংসবক' নরক লাভ করিলাম?'

যক্ষ বলিল :

১২. 'তুমি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভিক্ষাজীবীকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চিত করিয়াছ, তুমি এই পাপকর্ম করিয়াছিলে।

১৩. হে রেবতে, সেই অকুশলকর্ম-হেতু শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট 'সংসবক' নরক লাভ করিয়াছ, তথায় তুমি সহস্র বৎসর দুঃখ ভোগ করিবে।

১৪. তোমার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিবে, অতঃপর কাকসমূহ সংঘবদ্ধ হইয়া [তোমার শরীরের মাংস] ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।

রেবতী বলিল :

১৫. 'উত্তম কথা, তোমরা আমাকে পুনরায় মনুষ্যলোকে নিয়া যাও, যাহা করিয়া সুখী হইতে পারা যায়, পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না, আমি সেইরূপ দান, সমচর্যা, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।'

নিরয়পাল বলিল :

১৬. 'পূর্বে তুমি প্রমত্ত অবস্থায় থাকিয়া এখন বিলাপ করিতেছ, তোমার কৃতকর্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে।'

রেবতী বলিল :

১৭. 'দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আমায় উপদেশ দিতে কে গিয়াছিল? কেই বা আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আমায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছিল যে, যাঁহারা পরপীড়নে বিরত, তাঁহাদিগকে বস্ত্র, শয়নাসন ও অন্নপানীয় দান দাও। মৎসরী, ক্রোধী ও পাপাচারী ব্যক্তি দেবলোকে জন্ম নিতে পারে না।

১৮. আমি নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে চ্যুতির পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বদান্য, দান, শীল, সমচর্যা, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।

১৯. আমি অতি প্রসন্নচিত্তে [ফল ও ফলের] উদ্যান করিয়া দিব, [কন্দর, গর্ত ও নদী ইত্যাদি] গমন দুঃখকর স্থানে সেতু নির্মাণ করিয়া দিব, [পিপাসিত পথিকের জন্য] জলসত্র ও জলকূপ প্রস্তুত করিয়া দিব।

২০. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষ [প্রতিপদ, সপ্তমী, নমবী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী] দিবসে অষ্টশীল পালন করিব।

২১. উপোসথ পালন করিব, সর্বদা [পঞ্চ] শীলসমূহে সংযত থাকিব, দানকার্যে প্রমত্ত থাকিব না, যেহেতু এই দুঃখোৎপত্তির স্থান [নরক] আমি নিজেই দেখিলাম।'

২২. 'এইরূপ বিলাপপরায়ণা রেবতীকে তথা হইতে আকর্ষণ করিতে

করিতে [যমদূতগণ তাহাকে] ঊর্ধ্বপাদ অধঃশির করিয়া ঘোরতর নরকে ক্ষেপণ করিল।'

২৩. 'আমি পূর্বজন্মে কৃপণ ছিলাম, মিথ্যাবাক্যের দ্বারা স্বামীকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে মন্দবাক্য বলিয়াছিলাম, [সেই হেতু] আমি নরকে নিদারুণভাবে পক্ব হইতেছি।'

যক্ষগণ রেবতীকে নরকে নিয়া গিয়াছে, এই সংবাদ ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি আদি হইতে এই উপাখ্যান কহিয়া বিস্তারভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনা পর্যাবসানে বহুজন স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই বিষয়টিতে রেবতীর কথা বহুলভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা রেবতী বিমান নামে অভিহিত। নন্দিকই বিমান দেবতা।

[রেবতী বিমান সমাপ্ত]

৫.৩. ছত্ত মানবক বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সেতব্য নগরে কোনো একজন ব্রাহ্মণের ছত্ত নামক একটি পুত্র ছিল। সে ব্রাহ্মণের অতি সাধনার ধন। ছত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা তাহাকে উক্কট্ঠ নগরে পোক্খরসাতি নামক আচার্যের নিকট বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। সে মেধাবী ও অনলস-হেতু অচিরেই সমস্ত ব্রাহ্মণ শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিল। একদিন সে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনান্তে বলিল, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছি, আমাকে গুরুদক্ষিণা কী দিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।' আচার্য বলিলেন, 'শিষ্যদের অবস্থানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, তোমাকে সহস্র টাকা দিতে হইবে।' ছত্ত গুরুর বাক্য শুনিয়া গুরুকে অভিবাদনপূর্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। গৃহে উপস্থিত হইলে, মাতাপিতা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে মাতাপিতাকে তাহার সুসংবাদ জানাইয়া সহস্র টাকা গুরুদক্ষিণা যাচঞা করিল। মাতাপিতা তাহা দিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, সে বলিল, 'অদ্যই যাইয়া দিয়া আসিব।' তাহার মাতাপিতা বলিলেন, 'অদ্য অসময়, আগামীকল্য যাইয়া দিয়া আসিও।' এই বলিয়া এক সহস্র টাকা লইয়া রাখিল। চোরেরা সেই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, ছত্তের গমনপথে কোনো গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। তাহারা সংকল্প করিল, ছত্তকে হত্যা করিয়া টাকা আত্মসাৎ করিবে।

ভগবান প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া দিব্যচক্ষে জগৎ

অবলোকনকালীন ছত্তকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন, ছত্ত ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং চোরের হস্তে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। তথা হইতে বিমানসহ আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করিবে। এই স্থানে ধর্মদেশনা হইবে, ধর্ম শুনিয়া সমবেত জনসমূহের ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে। ইত্যাদি জানিয়া তিনি পূর্বেই যাইয়া, ছত্তের গমনপথে কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ছত্ত সহস্র টাকা লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে ভগবানকে দেখিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথায় যাইতেছ?' সে বলিল, 'উক্কট্‌ঠ নগরে যাইতেছি, আমার আচার্য পোক্‌খরসাতিকে গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য।' ভগবান বলিলেন, 'হে মানব, তুমি ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল সম্বন্ধে কিছু জান কি?' ছত্ত—'না, আমি কিছুই জানি না। তাহা কীরূপ এবং কী স্বার্থ সম্পাদন করে, তাহা আমাকে বলুন।' ভগবান তাহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। ভগবান বলিলেন, 'হে মানব, তুমি ইহা শিক্ষা কর।' ছত্ত উৎসাহের সহিত বলিল, 'হাঁ ভন্তে, ভালো, শিক্ষা করিব, আপনি বলুন।' ভগবান তাহার রুচি অনুরূপ তিনটি গাথায় ত্রিশরণ সম্বন্ধে বলিলেন :

১. 'যিনি মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা শাক্যমুনি, ভগবান, কৃতকর্মী, পরপার [নির্বাণ] অধিগত, [অসদৃশ কায়বল, অনন্তসাধারণ জ্ঞানবল, চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বীর্যবল-হেতু] বলবীর্যসম্পন্ন, সেই সুগতের শরণাপন্ন হইতেছি।

২. বৈরাগ্যপূর্ণ, তৃষ্ণা বিরহিত, শোকবিরহিত, এই নির্বাণপ্রদ ধর্ম অঘৃণিত, শ্রুতিমধুর সুপ্রসিদ্ধ ও [৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ ভেদে] সুবিভক্ত, এই ধর্মের শরণাপন্ন হইতেছি।

৩. যেই চারি পবিত্র পুরুষ যুগলের মধ্যে দান দিলে মহাফল প্রসব করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ধর্মদর্শী অষ্ট পুদ্গল, এই সংঘের শরণাপন্ন হইতেছি।'

এইরূপে ভগবান তিনটি গাথায় শরণগুণ সম্বন্ধে বলিয়া শরণগমন বিধি বলিলেন। ছত্ত শরণগমন বিধি সাগ্রহে অনুমোদন করিয়া গাথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিল। তৎপর ভগবান তাহাকে পঞ্চ শিক্ষাপদ সম্পাদন বিধি বলিলেন। ছত্ত তাহাও অন্তরে উত্তমরূপে ধারণ করিল।

এবার তাহার যাইবার সময় উপস্থিত হইল। সে ভগবানকে বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সে পরমানন্দে 'যো বদতং পবরো মনুজেসু' ইত্যাদি

গাথায় রত্নত্রয়ের গুণ অনুস্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। ভগবানও জেতবনে চলিয়া আসিলেন।

ছত্ত ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে পথ চলিতেছিল। এমন সময় চোর পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল। চোর তাহার টাকাগুলি লইয়া পলাইয়া গেল। ছত্ত মৃত্যুর পর সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। সহস্র অপ্সরা তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল। তাহার বিমানের আভা একশত বিশ যোজন পরিব্যাপ্ত হইত।

ছত্তের মৃত্যু সংবাদ সহসা সেতব্য ও উক্কট্ঠ নগরে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন ও সপরিষদ আচার্য পোক্খরসাতি রোদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। এদিক-ওদিক হইতে সেই স্থানে বহু লোকের সমাবেশ হইল। ছত্তের মাতাপিতা ও জ্ঞাতিমিত্র সকলে রাস্তার অনতিদূরে চিতা সাজাইয়া মৃতদেহ সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন, 'আমি তথায় উপস্থিত হইলে ছত্ত দেবপুত্র আমাকে বন্দনা করিতে আসিবে; তাহার কৃতকর্ম তাহার মুখেই প্রকাশ করাইয়া ও সকলকে কর্মফল প্রত্যক্ষ করাইয়া, ধর্মোপদেশ প্রদান করিব। ইহাতে জনসমূহ ধর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, আপন শরীর হইতে ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করিলেন।

ছত্ত দেবপুত্র দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াই আপন দিব্যৈশ্বর্য দেখিয়া ইহা কীরূপে লব্ধ হইল, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কেবল ত্রিশরণ গমন ও শীল সমাদানই এই দিব্যৈশ্বর্য লাভের একমাত্র কারণ। এই সামান্য কারণে এমন দিব্যৈশ্বর্য লব্ধ হইয়াছে জানিয়া, তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখনই ভগবানের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তিনি অতীব প্রসন্ন অন্তরে চিন্তা করিলেন, 'এখনই আমি যাইয়া ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করিব এবং রত্নত্রয়ের গুণ মনুষ্যদের মধ্যে প্রকাশ করিব।' এইরূপ চিন্তার পর তিনি সমস্ত অরণ্য প্রদেশ দিব্যালোকে আলোকিত করিয়া সবিমান পরিষদ সকলের দৃশ্যপথে ভগবান সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানের পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিলেন। অতঃপর ভিক্ষুসংঘকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন।

মনুষ্যগণ দেবপুত্রকে দেখিয়া 'ইনি কে, দেবতা! না, স্বয়ং ব্রহ্মা!' এই মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় ভগবান দেবপুত্রের কৃতপুণ্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বলিলেন :

১. 'তোমার এই বিমান যেইরূপ অপ্রমাণ প্রভাস্বর, আকাশে চন্দ্র, সূর্য ও 'ফুস্স' নক্ষত্রও সেইরূপ দীপ্তিমান নহে; দেবলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছ, তুমি কে?

২. তোমার বিমানের আভা সূর্যরশ্মিকে প্রতিহত করিয়া, পঞ্চবিংশতি যোজন বিস্তৃত হইয়াছে; পরিশুদ্ধ, বিমল ও সুন্দর বিমান খানা যেন রাত্রিকেও দিন করিয়াছে।

৩. বহুবিধ রক্তপদ্ম, বিচিত্র বর্ণ শ্বেতপদ্ম ও নানাবিধ পুষ্প বিকীর্ণ বিবিধ আকারে চিত্রিত; নির্মল, পবিত্র হেমজালাচ্ছন্ন এই বিমান সূর্যের ন্যায় আকাশে প্রভাসিত হইতেছে।

৪. রক্ত ও পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, অগুরু-চন্দন সুগন্ধ ও প্রিয়ঙ্গু-মালা দ্বারা সুসজ্জিতা, কাঞ্চনবর্ণ শরীরবিশিষ্টা অপ্সরাগণ আকাশে তারকার ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া বিচরণ করিতেছে।

৫. বিবিধবর্ণ পুষ্পবিভূষিত, দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত, প্রফুল্লচিত্ত সম্পন্ন, মৃদু-মন্দ বায়ুহিল্লোলে সুরভিগন্ধ প্রবাহিত, পুষ্পাভরণবিশিষ্ট, কনকময় বেণী বিস্তৃত ও স্বর্ণাভরণ আচ্ছাদিত শরীরসম্পন্ন বহু দেবপুত্র ও দেববালা এই বিমানে বিরাজ করিতেছে।

৬. হে দেবপুত্র, কোন শম-দমের কারণে এই বিপাক লাভ করিয়াছ? কোন কর্মফলে এই স্থানে জন্ম নিয়াছ? যেই কর্মফলে এই বিমান লাভ করিয়াছ, আমার জিজ্ঞাসামতে তদনুরূপ প্রকাশ করো।'

দেবপুত্র বলিলেন :

৭. 'ভগবন, যেই মানব এই পথে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি অনুকম্পা করিয়া যাহাকে অনুশাসন করিয়াছিলেন, সেই ছত্ত মানব শ্রেষ্ঠরত্ন সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট ধর্ম শুনিয়া [যথানুশাসিত মতে] 'প্রতিপালন করিব' বলিয়াছিল :

৮. সেই আমিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণে গমন করিয়াছিলাম; ভন্তে, [আপনি আমাকে 'শরণগমন সম্বন্ধে জান কি না' জিজ্ঞাসা করিলে] আমি প্রথম 'জানি না' বলিয়াছিলাম, পরে আপনি যেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ পালন করিয়াছিলাম।

৯. প্রাণিহত্যা করিও না, বিবিধ [ছোটো-বড়ো] অন্যায় কার্য করিও না,

প্রাণীর প্রতি অসংযত ভাব বা প্রাণিহত্যা বিজ্ঞগণ প্রশংসা করেন নাই।...

১০. পরপরিগৃহীত অদত্ত বস্তু জানিয়া, গ্রহণ করিও না বা চুরি করিও না,...

১১. অপর ব্যক্তির রক্ষিতা স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিও না, ইহা অনার্যের আচার।...

১২. জ্ঞানত মিথ্যাভাষণ করিও না, প্রজ্ঞাবানেরা মিথ্যাবাক্যকে প্রশংসা করেন নাই।...

১৩. যদ্দ্বারা মানবের সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, সেই সব মদ্যজাতীয় দ্রব্য পরিবর্জন কর।...

১৪. আমি তথাগতের ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, পঞ্চশীল গ্রহণের পর এই পথে যাইবার সময়, দুই গ্রামসীমার মধ্যপথে চোরগণের মধ্যে উপস্থিত হইলাম, সেই সীমান্তপথে চোরগণ ধনলোভে আমাকে হত্যা করিয়াছিল।

১৫. আমার স্মরণ হইতেছে, আমাকর্তৃক এতটুকু মাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করা হইয়াছে, ইহার অধিক অন্য কোনো কুশলকর্ম স্মরণ হইতেছে না। আমি সেই সুচরিত কর্মের দ্বারা যথেচ্ছিত কামনাকামী দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১৬. ভন্তে, মুহূর্তকাল শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অধিগত ফলের [বর্তমান লব্ধ দেবসম্পত্তির] অনুরূপ ধর্ম পালনের বিপাক দেখুন। আমাকে যশদীপ্ত দেখিয়া, আমা হইতে হীন ভোগসম্পন্ন বহু দেবতা [কীরূপে আমরাও এইরূপ হইতে পারিব, তাহা] প্রার্থনা করিতেছে।

১৭. ভন্তে, দেখুন, অল্পমাত্র ধর্মোপদেশ শুনিয়া আমি সুগতি লাভ করিয়াছি এবং দিব্যসুখ প্রাপ্ত হইয়াছি; যাঁহারা সর্বদা আপনার ধর্ম শ্রবণ করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা অমৃতময় নির্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন।

১৮. তথাগতের শাসনে অল্পমাত্র [কুশলকর্ম] সম্পাদন করিলেও, তাহার বিপাক বিপুলতর হয়। ভন্তে, দেখুন, ছত্ত মানব কৃতপুণ্য-হেতু সূর্যের ন্যায় (ছত্ত দেবপুত্ররূপে) পৃথিবীকে প্রভাসিত করিতেছে।

১৯. কুশল কীরূপ এবং তাহা কীরূপে আচরণ করিব, [দেবতাদের মধ্যে] কেহ কেহ একত্রিত হইয়া, এই বিষয় মন্ত্রণা করে। তাহারা চিন্তা করিতেছে, আমরা পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ধর্মপ্রতিপন্ন ও শীলবান হইয়া বাস করিব।

২০. ভগবন, আপনি যে আমার বহু উপকারী ও অনুকম্পাকারী, ইহা আমার স্মরণ হওয়াতে, দিনদুপুরে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি [আপনা হেন] সম্বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমার অনুকম্পা

করুন, পুনরায় আপনার ধর্ম শ্রবণ করিব।

২১. যাঁহারা এই শাসনে স্থিত থাকিয়া, কামরাগ সমুচ্ছেদ করেন, ভবরাগ ও অনুশয় [তৃষ্ণা] প্রহীন করেন, তাঁহারা পুনরায় মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হন না, (ক্লেশজ্বালা নির্বাণ-হেতু) শান্ত হইয়া, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।'

[ছত্ত মানবক বিমান সমাপ্ত]

৫.৪. কর্কটরস দায়ক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন একজন ভিক্ষু দৃঢ়বীর্যসহকারে বিদর্শন ভাবনায় রত ছিলেন। একদা তিনি কর্ণশূলে প্রপীড়িত হইয়া ভাবনায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। কবিরাজের নির্দেশিত ওষুধেও রোগ উপশম হইল না। তিনি ভগবানকে তাঁহার রোগ সম্বন্ধে বলিলেন। ভগবান দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন, কর্কটরস ভোজনে রোগের উপশম হইবে। তখন তিনি ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি মগধক্ষেত্রে ভিক্ষায যাও।' সেই ভিক্ষু 'দূরদর্শী ভগবান নিশ্চয় কিছু দেখিয়া থাকিবেন', এইরূপ মনে করিয়া ভগবানকে বন্দনাপূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। ভিক্ষু অনুক্রমে মগধক্ষেত্রে যাইয়া, কোনো এক ক্ষেত্রপালের কুটিরদ্বারে দাঁড়াইলেন। সেই ক্ষেত্রপাল কর্কটরস ও ভাত রন্ধনকার্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সময় স্থবিরকে দেখিয়া পাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে কুটিরে নিয়া গেল। তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইয়া, কর্কটরস ও অন্ন প্রদান করিল। স্থবির সেই কর্কটরস-মিশ্রিত অন্ন অল্প পরিমাণ ভোজন করিলেই, তাঁহার কর্ণশূল উপশম হইল। রোগ উপশম হওয়াতে তিনি পরম শান্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার চিত্তের শান্তি বিধায় বিদর্শনের দিকে চিত্ত বিনমিত হইল। ভোজনকার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষেত্রপালকে বলিলেন, 'উপাসক, তোমার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনে আমার রোগ উপশম হইয়াছে এবং কায়-চিত্তও উপশান্ত হইয়াছে। এই পুণ্যের ফলে তুমিও কায়-চিত্তের দুঃখবিহীন হও।' এই বলিয়া দানের ফল বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

একসময় ক্ষেত্রস্বামীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে মণিময় স্তম্ভযুক্ত দ্বাদশ যোজন কণকবিমানে উৎপন্ন হইল। সেই বিমানখানি সাতশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ বৈদূর্যময়। বিমানদ্বারে তাঁহার যথোপচিত কর্মসূচক মুক্তাসিক্যে স্বর্ণ-কর্কট বিলম্বমান রহিল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন তাবতিংস স্বর্গে সেই

দেবপুত্রকে মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্তমান ও চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় প্রভাসমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'এই উচ্চ মণিস্তম্ভযুক্ত বিমান চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজন দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত, সাতশত মহৎ কূটাগার, সুন্দর বৈদূর্য স্তম্ভ ও [ভূমি প্রদেশে] সুবর্ণফলক বিস্তৃত।

২. তথায় [সেই বিমানে] তুমি উপবিষ্ট আছ, পান ও ভোজন করিতেছ, তোমার এই বিমানে দিব্যরস ও পঞ্চকামগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, দিব্যবীণা মধুর স্বরে বাদিত হইতেছে, সুবর্ণ সমাচ্ছন্না দেববালাগণ নৃত্য করিতেছে।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

৬. [কর্কটরস দানে তুমি এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছ, এইরূপ] স্মৃতি উৎপাদন করো। দ্বারে স্থিত দশপদযুক্ত স্বর্ণময় কর্কট শোভা পাইতেছে।

৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

[কর্কটরস দায়ক বিমান সমাপ্ত]

৫.৫. দ্বারপাল বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের একজন উপাসক ভিক্ষুসংঘকে নিত্য দান দিতো। তাহার গৃহ ছিল গ্রামের একপ্রান্তে। তাই চোর ভয়ে বহির্দ্বার সর্বদা রুদ্ধ থাকিত। কোনো কোনো সময় দ্বার রুদ্ধ থাকিলে ভিক্ষুগণ দান না পাইয়া, ফিরিয়া আসিতেন। উপাসক এক সময় তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদ্রে, আর্যদিগকে উত্তমরূপে ভিক্ষা দিতেছ কি?' তাহার স্ত্রী বলিল, 'কোনো কোনো সময় আর্যগণ আসেন না।' উপাসক জিজ্ঞাসা করিল, 'কারণ কী?' স্ত্রী বলিল, 'বোধ হয়, দ্বার রুদ্ধ থাকে বলিয়া।' ইহা শুনিয়া উপাসক সংবেগপ্রাপ্ত হইল। সে একজন দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি অদ্য হইতে দ্বার রক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। যদি আর্যগণ আসেন, তখনই তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিবে এবং বসিবার আসন প্রদানাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই সম্পাদন করিবে।

দ্বারপাল 'ভালো' বলিয়া উপাসকের আদেশমত সকল বিষয় সম্পাদন করিতে লাগিল। ভিক্ষুদের নিকট সর্বদা ধর্মশ্রবণ করিয়া দ্বারপালের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। সে কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তদবধি শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষুগণের পরিচর্যা করিতে লাগিল।

একদা উপাসকের মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুর পর যামদেবলোকে জন্মধারণ

করিল। দ্বারপাল অতি শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষুদের সেবা ও পর-প্রদত্ত দান অনুমোদন করিয়া তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার দিব্যৈশ্বর্য দেখিয়া মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'দিব্য গণনায় আমার সহস্র বৎসর পরমায়ু [মনুষ্য গণনায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর], [আর্যগণ আসুন, এই আসন আপনাদের জন্য প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে, এই স্থানে বসুন, আর্যদের শরীর নীরোগ ত? আপনাদের বাসস্থান, নির্বিঘ্ন তো? ইত্যাদি] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ইহাই আমার বাচনিক কুশলকর্ম ও [এই আর্যগণ প্রিয়শীল, ব্রহ্মচারী, ধর্মাচারী ইত্যাদি] চিন্তা করিয়া চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিলাম, ইহাই আমার মানসিক কুশলকর্ম। এতদূর মাত্র আমার পুণ্যকর্ম [দীর্ঘকাল দেবলোকে] প্রবর্তিত থাকিয়া দিব্য পঞ্চকামগুণে আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

[দ্বারপাল বিমান সমাপ্ত]

৫.৬. করণীয় বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী একজন উপাসক স্নান-উপকরণসহ অচিরাবতী নদীতে যাইয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন সময় তিনি ভগবানকে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, আপনাকে কি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছে?' ভগবান নীরব রহিলেন। উপাসক বুঝিলেন, কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই। তিনি বলিলেন, 'ভন্তে, আমার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনতায় সম্মতি জানাইলেন। উপাসক ভগবানকে গৃহে নিয়া গেলেন। বুদ্ধের উপযুক্ত আসন প্রজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। ভোজনকার্য সমাপ্ত হইলে, দানের ফল বর্ণনা করিয়া ভগবান প্রস্থান করিলেন। (অবশিষ্ট অন্যান্য বিমান সদৃশ)

মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথায় দান দিলে মহাফল হয়, তাহা অবগত হইয়া করণীয় পুণ্যকার্যসমূহ সম্যক প্রতিপন্ন বুদ্ধদের মধ্যে সম্পাদন করেন।

৬. বুদ্ধ আমার হিতের জন্যই [জেতবন] অরণ্য হইতে গ্রামে

আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।'

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[করণীয় বিমান সমাপ্ত]

৫.৭. দ্বিতীয় করণীয় বিমান

এই সপ্তম বিমান বর্ণনা ষষ্ঠ বিমান সদৃশ। এই স্থানে একজন স্থবিরকে দান দিয়াছিলেন, কেবল ইহাই পার্থক্য। অবশিষ্ট পূর্ব সদৃশ।

এই (১-৭) গাথাসমূহের অনুবাদ পূর্ব সদৃশ। কেবল বুদ্ধস্থলে ভিক্ষু হইবে।

[দ্বিতীয় করণীয় বিমান সমাপ্ত]

৫.৮. সুচী বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্র স্থবিরের চীবর সেলাই করার প্রয়োজন হইয়াছিল। তদ্ধেতু সুচীর প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি রাজগৃহে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া, কোনো এক কর্মকারের গৃহদ্বারে স্থিত হইলেন। স্থবিরকে দেখিয়া কর্মকার জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, আপনার কিসের প্রয়োজন?' স্থবির বলিলেন, 'চীবর সেলাই করিতে হইবে, সুচীর প্রয়োজন।' কর্মকার প্রসন্নচিত্তে দুইটি সুচী দিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, পুনরায় সুচীর প্রয়োজন হইলে, আমাকে বলিবেন।' এই বলিয়া বন্দনা করিলেন। স্থবির তাহাকে সুচীদানের ফল বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। একসময় কর্মকারের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। মহামৌদ্গাল্লায়ন দেবলোকে বিচরণকালীন এই কর্মকার দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. 'দানীয় বস্তু যাহা দেওয়া হয়, [শ্রদ্ধা ও প্রসন্নচিত্তের অভাবে] দাতার তদনুরূপ ফল লাভ হয় না। [দাতাও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং গ্রহিতাও শীলবান ও মার্গস্থ-ফলস্থ হইলে, দাতা-গ্রহিতা উভয়দিকে পরিশুদ্ধ ভাবের] বিদ্যমান অবস্থায় যাহা কিছু দান দেওয়া হয়, তাহাতেই দানের ফল মহৎ হয়। আমি সুচী দান দিয়াছি, [দান ক্ষুদ্র হইলেও] আমার সুচী দানই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। [যেহেতু আমি সুচী মাত্র দান করিয়া দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি]

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[সুচী বিমান সমাপ্ত]

৫.৯. দ্বিতীয় সুচী বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহবাসী জনৈক সেলাইকারক বিহার দর্শন ইচ্ছায় বেণুবন বিহারে গমন করিল। সে তথায় কোন একজন ভিক্ষুকে চীবর সেলাই করিতে দেখিয়া সুচী কৌটাসহ সুচী দান করিয়াছিল। অবশিষ্ট পূর্বোক্তমতে জ্ঞাতব্য। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথা বর্ণনা পূর্ব সদৃশ।

৩. 'আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক মানবধর্ম রক্ষা করে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন আমি একজন পাপহীন, বিশুদ্ধচিত্ত ও নির্দোষ ভিক্ষুকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে সুচী দান দিয়াছিলাম।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[দ্বিতীয় সুচী বিমান সমাপ্ত]

৫.১০. নাগ বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহৎ পরিবারবিশিষ্ট মহতী দেবঋদ্ধিতে পরিশোভিত কোনো এক দেবপুত্র চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সকল দিক প্রভাসিত করিয়া সর্বশ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ এক দিব্যহস্তীতে আরোহণপূর্বক আকাশপথে যাইতেছিলেন। স্থবির সেই দেবপুত্রকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবপুত্র স্থবির দর্শনে হস্তী হইতে অবতরণান্তর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'অতিশয় শ্বেতস্কন্ধ [তিলকাদি] দোষহীন, [বৃহৎ-সুন্দর] দন্তযুক্ত, মহাবলসম্পন্ন, অতীব দ্রুতগামী, [বিবিধ মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ অলংকারে] উত্তমরূপে অলংকৃত শ্রেষ্ঠ হস্তীরাজের উপর আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে এই স্থানে আসিয়াছ?'

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত : অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ নিধান করিয়া যোজন প্রমাণ কনকস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। সপরিবারে কাশিরাজ কিকি এবং নগরবাসীগণ প্রতিদিন সেই স্তূপে পুষ্পপূজা করিতেন। তাঁহারা এভাবে পূজা করাতে পুষ্পসমূহ দুর্লভ ও মহার্ঘ হইয়াছিল। একদা একজন উপাসক মালীদের নিকট যাইয়া এক একটি পুষ্পের মূল্যস্বরূপ এক এক টাকা দিতে ইচ্ছা করিয়াও পুষ্পলাভে বঞ্চিত হইলেন। তিনি পুষ্পরামে উপস্থিত হইয়া মালীকে বলিলেন, 'এই আট টাকায় আটটি পুষ্প দাও।' মালী বলিল, 'এখানে একটি পুষ্পও নাই, সমস্ত পুষ্প চয়ন করিয়া বিক্রি করিয়াছি।' উপাসক বলিলেন, 'আমি উদ্যানে প্রবেশপূর্বক অন্বেষণ করিয়া দেখিব।' মালী বলিল, 'আপনার ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন।' উপাসক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বহু অন্বেষণের পর, বৃন্তচ্যুত মৃত্তিকায় পতিত আটটি পুষ্প পাইলেন। তিনি মালীকে বলিলেন, 'মৃত্তিকায় পতিত আটটি পুষ্প পাইয়াছি, ইহার মূল্য লও।' মালী বলিল, 'ইহা আপনার পুণ্যফলে লাভ করিয়াছেন, মূল্য লইব না।' উপাসক বলিলেন, 'আমি বিনামূল্যে পুষ্প নিয়া ভগবানকে পূজা করিব না।' এইরূপ বলিয়া তিনি মালীর সম্মুখে টাকা আটটি রাখিয়া চৈত্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি চৈত্যাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুষ্পপূজা করিলেন। অন্য একসময় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি দেবলোকে পুনঃপুন চ্যুতি-উৎপত্তির পর গৌতম বুদ্ধের সময় তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়াছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির পূর্বোক্তমতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৪. 'আমি বৃন্তচ্যুত আটটি পুষ্প প্রসন্নচিত্তে স্বীয় হস্তে মহাঋষি কাশ্যপ বুদ্ধের স্তূপে পূজা করিয়াছিলাম।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[নাগ বিমান সমাপ্ত]

৫.১১. দ্বিতীয় নাগ বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহের কোনো একজন উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ত্রিরত্নে প্রসন্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করিতেন। তিনি প্রতিদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষুগণকে দান দিতেন এবং অপরাহ্নে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া অষ্টবিধ পানীয় দ্রব্য হস্তে বিহারে যাইতেন।

পানীয় দ্রব্য ভিক্ষুসংঘকে প্রদানের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করিতেন। এইরূপে সেই উপাসক দানময় ও শীলময় বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে স্বর্গরাজ্যে তাঁহার জন্য সর্বশ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ এক দিব্য হস্তীরাজ প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি সেই হস্তীতে আরোহণপূর্বক মহাপরিবার পরিবেষ্টিত ও দিব্যানুভাব পরিশোভিত হইয়া সময় সময় উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেন। অনন্তর একদিন তিনি ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য অর্ধরাত্রিতে সেই দিব্যহস্তীতে আরোহণপূর্বক মহাপরিষদসহ চতুর্দিক আলোকিত করিয়া বেণুবনে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনা করিয়া করজোড়ে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। তখন বঙ্গীস স্থবির ভগবানের অনতিদূরে স্থিত ছিলেন। তিনি ভগবান হইতে অনুমতি লইয়া দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'তুমি সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ গজরাজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছ এবং দেববালাদের পুরোভাগে অবস্থানপূর্বক ওষধি তারকার ন্যায় সকল দিক প্রভাসিত করিয়া [নন্দন] বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছ।'

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'আমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া চক্ষুষ্মান ভগবানের উপাসক ছিলাম। আমি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত ছিলাম; সংসারে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিয়াছিলাম অর্থাৎ চুরি করি নাই।

৫. মিথ্যাকথা বলি নাই, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলাম, মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সৎকারের সহিত বিপুলভাবে অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।'

৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[দ্বিতীয় নাগ বিমান সমাপ্ত]

৫.১২. তৃতীয় নাগ বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তিনজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া ভগবানকে বন্দনা মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে সন্ধ্যা হইল। তাঁহারা কোনো এক ইক্ষুক্ষেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সেই ইক্ষুক্ষেত্র ছিল জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের। ভিক্ষুরা ইক্ষুপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অদ্য আমরা রাজগৃহে উপস্থিত হইতে পারিব কি?' সে বলিল, 'ভন্তে, পারা যাইবে না, এস্থান

হইতে রাজগৃহ অর্ধ যোজন। এখানে রাত্রি যাপন করিয়া আগামীকল্য যাইতে পারেন।' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'এখানে অবস্থানের উপযুক্ত কোনো আবাসস্থান আছে কি?' সে বলিল, 'নাই ভন্তে, আমি বাসস্থান করিয়া দিব।' ভিক্ষুরা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ইক্ষুপাল ইক্ষুপত্রাচ্ছাদন, তৃণাচ্ছাদন ও বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া তিনজন ভিক্ষুর জন্য তিনখানা পর্ণকুঠির নির্মাণ করিয়া দিল। ভিক্ষুগণ তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। ইক্ষুপাল অতি প্রত্যুষে খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুগণকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখ ধুইবার জল প্রদান করিল। ভিক্ষুদের প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন হইলে ইক্ষুরসসহ অন্ন প্রদান করিল। তাঁহারা আহারান্তে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইক্ষুপাল স্থবিরদিগকে এক একখানা ইক্ষু প্রদানপূর্বক তাঁহাদের সঙ্গে কিছুদূর অনুগমন করিল। তৎপর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপন কুশলকর্ম চিন্তা করিতে করিতে তাহার অন্তরে অনুপম প্রীতির সঞ্চার হইল।

তখন ক্ষেত্রস্বামী স্থবিরদের সম্মুখপথ দিয়া আসিতেছিল। সে স্থবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ইক্ষু কোথায় পাইলেন?' স্থবিরগণ বলিলেন, 'ইক্ষুপাল দিয়াছে।' ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রস্বামী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইল এবং ইক্ষুপালকে মুদ্গারের এক আঘাতেই মারিয়া ফেলিল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে সুধর্মা দেবসভায় উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যবলে এক সুবৃহৎ দিব্য শ্বেতহস্তী প্রাদুর্ভূত হইল।

ইক্ষুপালের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মাতাপিতা ও জ্ঞাতিমিত্রগণ ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। জ্ঞাতিগণ যখন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন দিব্য হস্ত্যারূঢ়, অপ্সরা পরিবৃত, দেবঋদ্ধিতে দেদীপ্যমান সেই দেবপুত্র পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনিতে নিনাদিত করিয়া দেবলোক হইতে আগমনপূর্বক আকাশে সকলের নয়নপথে স্থিত হইলেন। সেই স্থানে কোনো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট দিব্য হস্তীযানে আরোহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনিসহ মহাপরিষদ দ্বারা অন্তরীক্ষে পূজিত হইতেছেন, আপনি কে?

২. আপনি দেবতা? না গন্ধর্ব? না কি শক্র পুরন্দর? আমরা জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি কে, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি?'

দেবতা বলিলেন :

৩. 'আমি [আপনাদের জিজ্ঞাসিত সেরূপ কোনো] দেবতা, গন্ধর্ব অথবা শক্র পুরন্দর নহি; [তাবতিংসে] সুধর্মা নামে যেই দেবগণ আছেন, আমি

তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর।'

সেই ব্যক্তি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪. 'আমি সগৌরবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সুধর্মা দেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, মনুষ্যলোকে কী কর্ম করিলে, সুধর্মা দেবকুলে উৎপন্ন হওয়া যায়?'

দেবপুত্র বলিলেন :

৫. 'যেই ব্যক্তি ইক্ষুপত্রাগার, তৃণাগার ও বস্ত্রাগার দান করে অথবা এই তিনটির যেকোনো একটি দান করে, সে সুধর্মা দেবকুলে উৎপন্ন হয়।'

এইরূপে দেবপুত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়া ত্রিরত্নের গুণ প্রকাশ করিলেন। তৎপর মাতাপিতা হইতে বিদায় নিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মনুষ্যেরা দেবপুত্রের কথা শুনিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করিল। তাহারা শকটপূর্ণ দানোপকরণ নিয়া বেণুবনে উপস্থিত হইল এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া ভগবানকে দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিল। ভগবান সেই দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃতভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা সকলেই ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তাহারা গ্রামে আসিয়া ইক্ষুপালের মৃত্যু স্থানে বিহার নির্মাণ করাইয়া দিল।

[তৃতীয় নাগ বিমান সমাপ্ত]

৫.১৩. চূলরথ বিমান

ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু বণ্টন হইয়া গিয়াছে। সপ্ত চৈত্যে নিধানকার্যও সমাপ্ত হইয়াছে। মহাকাশ্যপ প্রমুখ চারি প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত পঞ্চশত অর্হৎ কর্তৃক প্রথম সঙ্গীতিও সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আপন আপন শিষ্যগণ লইয়া যাঁহার যেই স্থান প্রতিরূপ বলিয়া মনে হইল, তিনি সেই স্থানেই যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাকচ্চায়ন স্থবির প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন অরণ্যে আবাসযোগ্য স্থান নির্বাচন করিয়া লইলেন। সেই সময় অস্সক রাজ্যে পোতলী নগরে অস্সক নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান রাণীর পুত্র সুজাত কুমার ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ছোটো রাণীর দুরভিসন্ধিতে রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। রাজপুত্র অরণ্যে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সুজাত কুমার পূর্বজন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে

জন্মগ্রহণ করিলেন। পুনঃপুন সুগতিতে (দেবমনুষ্যলোকে) জন্মলাভ করিয়া, এই গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ত্রিশ বৎসর পরে, অস্সক রাজ্যে অস্সক রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে রাজা অন্য এক রাজকন্যাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া লইলেন। এই রাণীর একটি পুত্র সন্তান হইল। রাজা পুত্র দেখিয়া অত্যধিক আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সহাস্যবদনে রাণীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমার ইচ্ছামতো একটা বর প্রার্থনা করো।' রাণী বলিলেন, 'মহারাজ, আমার বর এখন থাকুক, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন গ্রহণ করিব।'

যখন সুজাত কুমার ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন, তখন রাণী রাজাকে বলিলেন, 'স্বামিন, আপনি আমার পুত্রকে বর দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, এখন সেই বর প্রদান করুন।' রাজা বলিলেন, 'হাঁ দেবি, গ্রহণ করো।' রাণী—'আমার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করুন।' রাজা ক্রোধস্বরে বলিলেন, 'চণ্ডালিনী, দেবপুত্র তুল্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিদ্যমানে কোন সাহসে এরূপ বলিতেছিস?' এই বলিয়া রাজা রাণীর কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তথাপি রাণী রাজাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা রাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'রাজ মহাশয়, যদি আপনাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বর দিতে হইবে।' রাজা রাণীর কথায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাণীর প্রার্থীত বর দিতেই হইবে। তখন রাজা মর্মাহত হইয়া সুজাত কুমারকে আহ্বানপূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দুঃসংবাদ জানাইলেন। কুমার পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, 'পিতা, আপনি অনুজ্ঞা করুন, আমি অন্যত্র গমন করিব।' রাজা বলিলেন, 'বৎস, তোমার জন্য অন্য একখানা নগর প্রস্তুত করিব, তথায় তুমি অবস্থান করো।' কুমার তাহা ইচ্ছা করিলেন না। রাজা পুনরায় বলিলেন, 'তাহা হইলে বৎস, আমার বন্ধু রাজাদের নিকট পাঠাইব।' কুমার তাহাও ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি অরণ্য ব্যতীত আর কোথাও যাইব না।' রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন ও শিরচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার যথাইচ্ছা গমন কর, আমার মৃত্যুর পর আসিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিও।' এই বলিয়া রাজা কুমারকে বিদায় দিলেন। রাজপুত্র অরণ্যে যাইয়া মৃগয়ায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার পূর্বজন্মে যখন ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহার সেই ভিক্ষু সময়ের একজন ভিক্ষু বন্ধু ছিলেন। সেই ভিক্ষুবন্ধু মরণান্তে দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিলে সেই দেবপুত্র

কুমারের মঙ্গলকামী হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাকে প্রলোভিত করিলেন। সেই মৃগরূপী দেবপুত্র ক্রমশ যাইয়া কাচ্চায়ন স্থবিরের বাসস্থান সমীপে অন্তর্ধান হইলেন। রাজকুমার মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে স্থবিরের পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয় দিব্যজ্ঞানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুকম্পা বিতরণে বলিলেন :

১. 'অতিশয় উত্তম সারবান বৃক্ষের দৃঢ় ধনুতে তার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ; তুমি কি ক্ষত্রিয় রাজকুমার, না বনচর ব্যাধ?'

নিম্নোক্ত গাথা দুইটি বলিয়া রাজকুমার নিজের পরিচয় দিতেছেন :

২. 'ভন্তে, আমি অস্‌সকাধিপতির পুত্র (কিন্তু এখন আমি) বনচর। হে ভিক্ষুপ্রবর, আপনাকে বলিতেছি, আমার নাম 'সুজাত' বলিয়া জনসাধারণ জানেন।

৩. আমি যেই মৃগান্বেষী হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু সেই মৃগকে দেখিতে পাইলাম না, আপনাকেই দেখিয়া আমি (এখানে) স্থিত হইয়াছি।'

রাজপুত্রের কথা শুনিয়া স্থবির তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন :

৪. 'হে মহাপুণ্যবান, তোমার শুভাগমন হইয়াছে। ইহা তোমার অশুভ আগমন নহে (যেহেতু তোমার আগমন আমাদের উভয়ের প্রীতিজনক হইয়াছে)। এই স্থান হইতে জল লইয়া তোমার পদ প্রক্ষালন করো।

৫. হে রাজপুত্র, এই পানীয় জল শীতল, ইহা গিরিগহ্বর হইতে আনয়ন করা হইয়াছে; তথা হইতে জলপান করিয়া ওই বিস্তৃত তৃণাসনে উপবেশন করো।'

রাজকুমার স্থবিরের ভদ্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :

৬. 'হে মহামুনি, আপনার বাক্য অতি শোভনীয়, শ্রবণীয়, নির্দোষ, অর্থযুক্ত ও মধুর। আপনি প্রজ্ঞার দ্বারা অবগত হইয়া হিতকর বাক্য ভাষণ করিতেছেন।

৭. হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বনে বিহরণ করিয়া কীরূপ রমিত হইতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহ-পরকালের হিতসাধক শীলাদি ধর্ম বিষয় সম্যকরূপে আচরণ করিব।'

স্থবির বলিলেন :

৮. 'হে কুমার, সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা ভাব এবং চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরত হওয়াই আমাদের অভিরুচি।

৯. উক্ত পাপধর্ম হইতে বিরতি, (কায়সংযমাদি) শমচর্যা, বহুসত্য,

কৃতজ্ঞতা ও দৃষ্টধর্মে (ইহকালে) অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, এই ধর্মসমূহ প্রশংসনীয়।'

এইরূপে স্থবির রাজপুত্রের চিত্তানুরূপ সম্যক প্রতিপত্তি ধর্মকথা বলিলেন। অতঃপর স্থবির দিব্যজ্ঞানে তাঁহার পরমায়ু সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন, মাত্র পাঁচ মাস তিনি জীবিত থাকিবেন। তখন স্থবির তাঁহার সংবেগ উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে সম্যক প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য বলিলেন :

১০. 'হে রাজপুত্র, তুমি বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখ—তোমার মৃত্যু নিকটে, আর পাঁচ মাস পরে (তোমার মৃত্যু ঘটিবে), (অতএব) নিজকে (অপায়দুঃখ হইতে) বিমুক্ত করো।'

তৎপর কুমার আপন মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১১. 'আমি কোন প্রদেশে যাইয়া জীবনের কোন কর্ম সম্পাদন করিলে এবং কোন বিদ্যা অবলম্বন করিলে অজর-অমর হইতে পারিব?'

অতঃপর স্থবির তাহাকে এই নিম্নোক্ত গাথাগুলি বলিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন :

১২. 'হে রাজপুত্র, তেমন কোনো স্থান বিদ্যমান নাই, যেখানে যাইয়া তুমি অজর-অমর হইতে পারিবে। তেমন কোনো পুরুষোচিত কর্ম ও বিদ্যা বর্তমান নাই, যদ্দ্বারা তুমি অজর-অমর হইতে পারিবে।

১৩. মহাধনশালী, মহাভোগশালী, ক্ষত্রিয়-রাজ্যেশ্বর ও প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন হইলেও তাহারাও অজর-অমর হইতে পারে না।

১৪-১৫. সেই শক্তিশালী, বীর্যবান, শত্রুবিদ্ধস্তকারী, চন্দ্র-সূর্যসম অন্ধকবেণ্‌হুর পুত্রগণ যেহেতু আয়ুক্ষয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুশ (অতি নীচ জাতি) ও অন্যান্য জাতীয় প্রাণীগণও অজর-অমর নহে।

১৬. যাহারা বেদ পরিবর্তন করে, [কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, শিক্ষা, ছন্দ, জ্যোতিষ এই] ষড়বিধ শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মধ্যানী এবং অন্যান্য বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহারাও অজর-অমর নহে।

১৭. যাহারা শান্ত, সংযতচিত্ত, ঋষি ও তপস্বী, সেই তপস্বীরাও যথাকালে [মৃত্যুতে আপন] শরীর ত্যাগ করে।

১৮. পুণ্য-পাপের পরিক্ষয়প্রাপ্ত, ভাবিতচিত্ত, অর্হৎ, কৃতকর্মী ও আসবহীনেরাও এই দেহ ত্যাগ করেন।'

তচ্ছ্রবণে কুমার আপন কর্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন :

১৯. 'হে মহামুনি, আপনি অর্থবতী গাথাসমূহ উত্তমরূপে ভাষণ করিলেন। আপনার সুন্দর বাক্যে আমার ধর্মসংজ্ঞা লাভ হইয়াছে, আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।'

তৎপর স্থবির তাঁহাকে এই গাথায় উপদেশ দিলেন :

২০. 'তুমি আমার শরণাপন্ন হইও না, আমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি সেই মহাবীর শাক্যপুত্রের শরণাপন্ন হও।'

তৎপর রাজকুমার বলিলেন :

২১. 'ভন্তে, কোন প্রদেশে আপনাদের সেই শাস্তা অবস্থান করিতেছেন? সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ জিনকে দেখিবার জন্য আমিও যাইব।'

পুনরায় স্থবির বলিলেন :

২২. 'পূর্ব প্রদেশে ওক্কাকুকুলে উৎপন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ তথায় (পূর্ব প্রদেশে) ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।'

এইরূপে সেই রাজপুত্র স্থবিরের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলিলেন :

২৩. 'ভন্তে, আপনাদের শাস্তা বুদ্ধ যদি এখন জীবিত থাকিতেন, সহস্র যোজন (দূরে থাকিলেও) যাইয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতাম।

২৪. ভন্তে, আপনাদের শাস্তা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেও, তথাপি আমি সেই নির্বাণপ্রাপ্ত মহাবীরের শরণাপন্ন হইতেছি।

২৫. আমি নরদেবের মধ্যে অনুত্তর বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হইতেছি।

২৬. আমি যথাসত্বর প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইব, সংসারের যাহা চুরি বলিয়া কথিত হয়, তাহা পরিবর্জন করিব, মদ্যপান করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, আপন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকিব।'

এইরূপে স্থবির তাঁহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার, অরণ্যবাসে তোমার নিষ্প্রয়োজন। তোমার পরমায়ু অতি অল্প; মাত্র পাঁচ মাস। সুতরাং তুমি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করো, যেন ইহা তোমার স্বর্গ লাভের হেতু হয়।' রাজকুমার বলিলেন, 'ভন্তে, আপনার কথায় আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। আপনিও আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেখানে আসিবেন।' ইহা বলিয়া তিনি স্থবিরকে তাঁহার পিতৃরাজ্যে যাইবার জন্য স্বীকৃত করাইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র সুজাত কুমার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজোদ্যানে

প্রবেশ করিয়া পিতার নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। পুত্রের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা সপরিবারে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। রাজা কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া রাজপুরীতে যাইবার জন্য বলিলেন এবং তাহাকে রাজ্যাভিষেকের ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, 'দেব, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। পাঁচ মাস পরে আমার জীবনলীলার অবসান ঘটিবে। সুতরাং রাজ্যে আমার কী প্রয়োজন?' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণী কে বলিল?' কুমার বলিলেন, 'দিব্যজ্ঞানী কাচ্চায়ন স্থবির।' রাজা—'তিনি কে?' কুমার—'তিনি ত্রিলোকগুরু ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের শিষ্য।' ইহা বলিয়া কুমার স্থবির ও বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের গুণ বর্ণনা করিলেন।

রাজা তচ্ছ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত ও সংবিগ্ন হইলেন। অতঃপর তিনি স্থবির ও ত্রিরত্নের গুণাবলি শ্রবণে প্রসন্নতা লাভ করিয়া স্থবিরের জন্য একখানা সুদৃশ্য বিহার নির্মাণপূর্বক তাঁহাকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন। রাজার ও রাজ্যবাসীদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া স্থবির আগমন করিলেন। রাজা সপরিবারে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। অনন্তর তিনি শরণত্রয় ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চারি প্রত্যয়ে স্থবিরের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

রাজকুমার শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দান ও ধর্মশ্রবণাদি বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতে করিতে পাঁচ মাসের পর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মরণান্তে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত, সপ্তযোজন প্রমাণ বিশিষ্ট একখানা দিব্যরথ উৎপন্ন হইল। বহু অপ্সরা তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিল।

রাজা কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর সপরিবারে রাজা পূজা করিবার উদ্দেশ্যে পূজোপকরণ নিয়া ভগবানের ধাতুচৈত্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজার আগমনে বহুলোক সমবেত হইল। কাচ্চায়ন স্থবিরও আপন শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় দেবপুত্র স্বীয় পূর্বার্জিত কুশলকর্ম স্মরণ করিয়া জানিতে পারিলেন স্থবির তাঁহার মহাপকারী। আরও জ্ঞাত হইলেন, তিনি শিষ্যগণসহ চৈত্যাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। দেবপুত্র চিন্তা করিলেন, 'এখন আমি তথায় যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিব এবং বুদ্ধশাসনের গুণ প্রকাশ করিব।' এইরূপ মনে করিয়া দেবপুত্র আপন পরিষদসহ দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সকলের দৃশ্যপথে আসিয়া স্থবিরের পাদপদ্মে বন্দনা

করিলেন। তৎপর রাজার সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া স্থবিরের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

২৭. 'যেমন আকাশে মহাপ্রভ সূর্য অনুক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল প্রভাসিত করে, সেইরূপ তোমার সাত যোজন বিস্তৃত এই মহারথখানি চতুর্দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

২৮. [রথ] সুবর্ণপাতের দ্বারা চতুর্দিক আচ্ছাদিত, রথের ঈষাদণ্ডের মূলভাগ মণি-মুক্তা চিত্রিত, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পাতে বৈদূর্যময় [মালাকর্ম ও লতাকর্মযুক্ত] রেখাসমূহ সুনির্মিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২৯. এই রথশির বৈদূর্য নির্মিত, যুগ [যোয়ালি] লোহিতঙ্ক মণি দ্বারা চিত্রিত, যোত্ররজ্জু স্বর্ণ ও রৌপ্যময়, এই রথে দ্রুতগামী অশ্বগুলিও শোভা পাইতেছে।

৩০. সহস্র বাহন (সহস্র অশ্ব যাহাকে বহন করে) দেবেন্দ্রের ন্যায় তুমি (দেবঋদ্ধি প্রভাবে এই স্থান) অভিভব করিয়া স্বর্ণরথে অবস্থান করিতেছ। হে যশবান রথারোহণে দক্ষ দেবপুত্র, তুমি কোন কর্মের ফলে এই মহাযশ লাভ করিয়াছ?'

স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৩১. 'ভন্তে, আমি পূর্বজন্মে সুজাত নামক রাজপুত্র ছিলাম, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আপনার উপদেশ রক্ষা করিয়াছিলাম।

৩২. আপনি আমার ক্ষীণায়ু সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া ভগবানের শারীরিক ধাতু আমাকে দিয়াছিলেন, (এবং বলিয়াছিলেন) হে সুজাত, তুমি ইহা পূজা কর, তাহা তোমার হিতসাধন করিবে।

৩৩. আমি নিজকে আপনার উপদেশে সম্যকরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সুগন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পমাল্যে সেই ধাতুপূজা করিয়া মরণান্তে নন্দনবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

৩৪. নানাজাতীয় পক্ষীসমাকুল রমণীয় নন্দনবনে অপ্সরাগণের সম্মুখে থাকিয়া আমি নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।'

দেবপুত্র এইরূপে স্থবিরের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর দেবপুত্র স্থবিরকে বন্দনা করিয়া, পিতা হইতে বিদায় নিয়া রথারোহণে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। স্থবির দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের হিতসাধন করিয়াছিল।

[চূলরথ বিমান সমাপ্ত]

৫.১৪. মহারথ বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিতে করিতে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় গোপাল নামক এক দেবপুত্র ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিমান হইতে বহির্গত হইয়া সহস্র অশ্বযুক্ত এক সুবৃহৎ দিব্যরথে আরোহণান্তর উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেছিলেন। মহাপরিষদ পরিবৃত ও মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান হইয়া দেবপুত্র বড়ই শোভা পাইতেছিলেন। তিনি পথে মহামৌদ্গাল্লায়নের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবপুত্র সহসা সগৌরবে রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন এবং শিরোপরি অঞ্জলি স্থাপন করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবপুত্রের পূর্বজন্ম এই : ইনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল গোপাল। এই গোপাল ব্রাহ্মণ কাশীর অধিপতি কিকি মহারাজের কন্যা উরচ্ছদমালার আচার্য ছিলেন। ইনি কাশ্যপ বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকসংঘকে অসদৃশ দান দিয়াছিলেন এবং আরও অন্যান্য পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যকার্যের প্রভাবে ইনি তাবতিংস স্বর্গে শতযোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুশত অপ্সরা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার জন্য কোমল মধুর স্বরলহরী বিঘোষিত দিবাকর সদৃশ প্রদীপ্তমান দিব্য অশ্বরথ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি পুনঃপুন দেবলোকেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে এই গৌতম বুদ্ধের সময় যখন তিনি গোপাল নামক দেবপুত্র হইয়া তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাঁহাকে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :

১. 'তুমি পুরন্দর, ভূতপতি, বাসব সদৃশ বিবিধ বিচিত্র সুন্দর সহস্র অশ্ববাহনযুক্ত এই রথে আরোহণ করিয়া উদ্যানভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছ।

২. তোমার রথের উভয়পার্শ্বের বেদীদ্বয় স্বর্ণময়, [রথস্তম্ভের দক্ষিণ ও বামদিকের দুই] স্থল ও [বেদীর নীচের] অংশ অতি উত্তমরূপে সংযোজিত, স্তম্ভসমূহ উত্তমরূপে সংস্থিত, যেন শিল্পাচার্য [অতীব নিপুণতার সহিত] এই রথের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়াছে।

৩. এই রথ স্বর্ণজালে আচ্ছন্ন, বহুবিধ রত্নে চিত্রিত ও অতিশয়

প্রভাস্বরযুক্ত। ইহা হইতে শ্রবণীয় মধুর নিনাদ নিঃসৃত হইতেছে। চামরধারিণী দেববালাদের হস্ত ও বাহুদ্বারা এই রথ শোভা পাইতেছে।

৪. এই রথচক্রের নাভিসমূহ [এইরূপ হউক, অর্থাৎ যেমন ইচ্ছা করে সেইরূপ হয় বলিয়া] চিত্তের দ্বারা নির্মিত। রথচক্রের প্রান্ত হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত বিভূষিত। এই নাভিমূলসমূহ শতরেখায় চিত্রিত ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে।

৫. এই রথ বহুবিধ লতাকর্মাদি চিত্র সমাকীর্ণ, বিস্তৃত নাভি সহস্র রশ্মিযুক্ত, নাভিপ্রদেশের [বিলম্বমান কিঙ্কিনী জালসমূহের] পঞ্চাঙ্গিক তুর্যনিনাদের ন্যায় মধুর স্বরলহরী শ্রুতিগোচর হইতেছে।

৬. রথের শিরোদেশ চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সদা বিশুদ্ধ, রুচিদায়ক, প্রভাস্বর ও বিচিত্র মণি দ্বারা অলংকৃত। সুবর্ণ রেখার সহিত [মধ্যে মধ্যে পরিমণ্ডলাকারে মণিমণ্ডল থাকাতে] উহা বৈদূর্য রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৭. অশ্বের বালধিসমূহ চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ মণি দ্বারা ভূষিত। অশ্বগুলি উচ্চ ও বিশাল, সুন্দর গতিসম্পন্ন, আপন প্রমাণ হইতেও অধিক বড় দেখায়, সুবৃহৎ মহানুভাব, বলবান, দ্রুতগামী, তোমার চিত্ত জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপই গমন করিতেছে।

৮. এই সকল অশ্ব চার পায়ে গমন করিতেছে, তোমার চিত্ত জ্ঞাত হইয়া তদ্রুপই অগ্রসর হইতেছে। ভদ্র, অনুদ্ধত ও [পথিকের] আনন্দ উৎপাদক এই উত্তম তুরঙ্গসমূহ সমভাবে বহন করিয়া যাইতেছে।

৯. [অশ্বসমূহ চামর, কেশর ও বালধি] সঞ্চালন করিতেছে, কখন বর্গ হিসাবে গমন করিতেছে, আর কখন আকাশে লম্ফ প্রদান করিতেছে, সুন্দরভাবে নির্মিত [ক্ষুদ্র ঘণ্টাদি] অশ্বালংকার অত্যধিক সঞ্চালিত হইয়া তাহা হইতে পঞ্চাঙ্গিক তুর্যনিনাদের ন্যায় মধুর স্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে।

১০. রথশব্দ, রথের অলংকারের শব্দ, অশ্বখুরের শব্দ ও অশ্বনাদ [একত্রে মিলিত হইয়া] এমন [এক] সুমধুর মনোমুগ্ধকর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে যে, যেন চিত্রলতা বনে গন্ধর্ব দেবপুত্রগণ পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনি করিতেছে।

১১. রথে স্থিতা এইসব মৃগমন্দলোচনা, সদ্যজাত রক্তবর্ণ গোবৎসের চক্ষুর ন্যায় নয়নবিশিষ্টা, হাস্যবদনা, প্রিয়ম্বদা, বৈদূর্য মণিময় জালাচ্ছন্ন শরীরা, সূক্ষ্ম ত্বকবিশিষ্টা, সর্বদা গন্ধর্ব ও দেবগণ পূজিতা;

১২. মনোহারিত্ব রূপশালিনী, রক্ত-পীতবর্ণ বস্ত্রধারিণী, বিশাল নয়না, অত্যধিক রক্তপরিশোভিত লোচনা, শ্রেষ্ঠ দেবকুলোৎভবা, সুন্দর শরীরবিশিষ্টা, সুন্দর স্মিত হাস্যকারিণী দেববালাগণ রথে স্থিতা থাকিয়া

প্রাঞ্জলিক অবস্থায় তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৩. স্বর্ণময় কেয়ূরধারিণী[১], সুশোভনা, সুমধ্যম উরু-স্তনবিশিষ্টা, আনুপূর্বিক গোলাকার অঙ্গুলীসম্পন্না, সুমুখী, সুদর্শনা অপ্সরাগণ রথে স্থিতা থাকিয়া করজোড়ে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৪. কেহ কেহ [ইন্দ্রনীল মণিবর্ণের] বিভিন্ন প্রভাবৎ পরস্পর জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর কেশ-বেণীযুক্তা, [রক্তবর্ণের মালাদি দ্বারা] মিশ্রকেশিনী, তরুণী তোমার চিত্তানুকূল কার্যে ব্যাপৃতা, রথে অবস্থানকারিণী এই অপ্সরাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৫. আবেলবতী, পদ্ম ও উৎপলাচ্ছন্না, অলংকৃতা, দিব্যসার-চন্দনপ্রলিপ্তা, তোমার চিত্তানুকূল কার্যেরতা রথে অবস্থিতা এই অপ্সরাগণ যুক্ত করে তোমাকে সম্মান করিতেছে।

১৬. সেই মালাধারিণী...

১৭. তাহাদের মস্তকে, কণ্ঠে, হস্তে ও পদে যেই সমস্ত অলংকার আছে, তাহা শারদীয় সূর্য সদৃশ দশ দিক প্রভাসিত করিতেছে।

১৮. বাহুতে অলংকৃত মালাসমূহ বায়ুবেগে প্রকম্পিত হইয়া বিজ্ঞজনের শ্রবণীয়, রুচিদায়ক, মনোজ্ঞ বিশুদ্ধ ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

১৯. হে দেবপুত্র, সুদক্ষ বীণা বাদকের ন্যায় উত্তমরূপে বাদিত বীণাঝংকারে জনগণ যেইরূপ প্রমোদিত হয়, তদ্রূপ উদ্যানভূমির দুই পার্শ্বে সংস্থিত রথ, হস্তীতূর্যাদিও যেন আপন শব্দে প্রমোদিত হইতেছে।

২০. এই শিক্ষিতা দেবকন্যাগণ বীণাসমূহ হৃদয়হারিণী, প্রীতিজনক, অতি মনোজ্ঞ মধুর স্বরে বাজাইতেছে এবং দিব্য পদ্মপুষ্পের উপর নৃত্য করিতে করিতে সঞ্চরণ করিতেছে।

২১. যখন এই অপ্সরাগণ সমতালে তাল মিলাইয়া বাদ্য ও নৃত্যগীত আরম্ভ করে, তখন সেই তানে অন্য কোনো কোনো দেবকন্যারাও নৃত্য করে। নৃত্য দর্শনকারিণী শ্রেষ্ঠ দেবকন্যাগণ স্বীয় [শরীর ও বস্ত্রালংকারের] জ্যোতিতে দশ দিক প্রভাসিত করে।

২২. তুমি এই বীণাসমূহের অতি মনোজ্ঞ, হৃদয়হারিণী, প্রীতিজনক মধুর স্বরলহরী ও তূর্যের প্রবোধন দ্বারা পূজিত হইয়া দেবেন্দ্র সদৃশ প্রমোদিত হইতেছ।

২৩. তুমি পূর্বজন্মে মানবাবস্থায় কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে?

---

[১]। বাহু ভূষণবিশেষ।

কোন উপোসথ পালন করিয়াছিলে? দানাদি কোন ধর্মকার্য সম্পাদন করিয়াছিলে? অথবা কোন ব্রত পূর্ণ করিয়াছিলে?

২৪-২৫. অবশ্য ইহা তোমার অল্প পুণ্যকার্য সম্পাদনে লাভ হয় নাই, তুমি এই যে বিপুল ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে দেবসংঘকে পরাজয় করিয়া অধিকতরভাবে বিরোচিত হইতেছ, ইহা কি তোমার পূর্বজন্মে আচরিত উপোসথ কর্মের ফল? না কি দান, শীল অথবা অঞ্জলি কর্মের ফল? তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বলো।'

মহামৌদ্গল্লায়ন স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবপুত্র নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন :

২৬. 'মৌদ্গল্লায়ন স্থবির জিজ্ঞাসা করায় সেই দেবপুত্র যেই কর্ম সম্পাদনে এইরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

২৭-২৮. জিতেন্দ্রিয়, পরিপূর্ণ বীর্যবান, নরোত্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেবাতিদেব, অমৃতের দ্বারোদ্ঘাটনকারী, শত পুণ্যলক্ষণ, মহানাগ, সংসার স্রোতোত্তীর্ণ, কাঞ্চনবর্ণ ত্বকবিশিষ্ট, ধর্মধ্বজ সেই কাশ্যপ বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াই [প্রসন্নতা উৎপন্ন হওয়াতে] আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

২৯. আমি স্বীয় গৃহে পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া বুদ্ধকে উপবেশন করাইয়াছিলাম এবং একান্ত শুদ্ধচিত্তে প্রচুর পরিমাণে পবিত্র প্রণীত অন্নপানীয় ও চীবর দান দিয়াছিলাম।

৩০. আমি মানবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে সেই অন্ন, পানীয়, চীবর, খাদ্য, ভোজ্য ও শয়নাসনে সন্তর্পিত করিয়াছিলাম, সেই হেতু আমি (জন্ম-জন্মান্তরে) স্বর্গ হইতে স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়া এবং সুদর্শন মহানগরে রমিত হইতেছি।

৩১. [গোপাল ব্রাহ্মণ জন্মে যেই অসদৃশ দান দেওয়া হইয়াছিল] এই উপায়ে [দানীয় সামগ্রী প্রস্তুতাদি যাবতীয় কার্য নিজে করিয়া, পরের দ্বারা করাইয়া ও পূর্বচেতনা, মুঞ্চন-চেতনা ও অপর-চেতনা ভেদে দান পুণ্যকর্ম স্মরণ করিয়া এই] ত্রিবিধ আকারে, [ক্লেশের অভাব-হেতু] বিশুদ্ধ ও উদারচিত্তে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যকর্মপ্রভাবে মানবদেহ ত্যাগ করিয়া এই শ্রেষ্ঠ দেবপুরে ইন্দ্র সদৃশ রমিত হইতেছি।

৩২. হে মুনিপ্রবর, যাহারা উত্তমতর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নির্লিপ্তচিত্ত বুদ্ধাদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বহুতর অন্নপানীয় প্রদান করা উচিত।

৩৩. (দানের) বিপুল ফল অন্বেষণকারী পুণ্যার্থীদের পক্ষে ইহ-পরলোকে

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ সদৃশ আর কেহই নাই। দানগ্রহিতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

দেবপুত্র এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দিব্যজ্ঞানে তাঁহার চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া দেবপুত্র স্রোতাপন্ন হইলেন। তৎপর স্থবির মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবান সমক্ষে সেই গোপাল দেবপুত্রের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভগবান সেই দেবপুত্রের উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

[মহারথ বিমান সমাপ্ত]

[পঞ্চম মহারথ বর্গ সমাপ্ত।]

ষষ্ঠ পায়াসি বর্গ

৬.১. আগারিক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহবাসী কোনো ধনাঢ্য পরিবার শীলাচারসম্পন্ন ও দানকার্যে রত ছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আজীবন রত্নত্রয় উদ্দেশ্যে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহাদের জন্য দশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনক বিমান উৎপন্ন হইল। তাঁহারা তথায় দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে লাগিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়া সেই বিমানে দেবদম্পতিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'যেমন তাবতিংসাদি স্বর্গসমূহের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ উদ্যান চিত্রলতাবন প্রভাসিত হয়, তদ্রূপ তোমার এই বিমান অন্তরীক্ষে স্থিত থাকিয়া প্রভাসিত হইতেছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'মনুষ্যলোকে আমিও আমার ভার্যা চারি পথের সঙ্গমস্থলে সাধারণের পরিভোগ্য পুষ্করিণী সদৃশ হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছিলাম ও সৎকার সহকারে প্রসন্নচিত্তে বিপুল অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।'

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[আগারিক বিমান সমাপ্ত]

৬.২. দ্বিতীয় আগারিক বিমান

এই দ্বিতীয় আগারিক বিমানের উৎপত্তি কথা পূর্বোক্ত আগারিক বিমান সদৃশ জ্ঞাতব্য।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[দ্বিতীয় আগারিক বিমান সমাপ্ত]

৬.৩. ফলদায়ক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহারাজ বিম্বিসারের অকালে আম্র ভক্ষণের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তিনি উদ্যানপালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে উদ্যানপাল, আমার আম্র ভক্ষণের ইচ্ছা উৎপন্ন

হইয়াছে, আমাকে আম্রফল আনিয়া দাও।' উদ্যানপাল বলিল, 'দেব, এখন যে আম্রবৃক্ষে আম্রফল নাই। আপনি যদি কিছুদিন অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি এমন উপায় করিব, যাহাতে অচিরেই বৃক্ষে আম্রফল উৎপন্ন হয়।' রাজা বলিলেন, 'ভালো, তাহাই হউক।'

অতঃপর উদ্যানপাল উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আম্রবৃক্ষের মূলদেশ হইতে মাটি অপসারিত করিল। তাহাতে এমন মাটি ও জল দেওয়া হইল যে, অচিরেই বৃক্ষ স্নিগ্ধ ও সতেজ হইয়া উঠিল। পুনরায় সেই মাটি অপনয়ন করিয়া বালুকা ও পাষাণখণ্ডমিশ্রিত সাধারণ মাটি দেওয়া হইল, ইহাতে অচিরেই বৃক্ষ পল্লবিত হইয়া পুষ্পিত হইল। ক্রমশ বৃক্ষ ফলবান হইয়া প্রথমেই একবৃক্ষে সিন্দুরবর্ণবিশিষ্ট সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত চারিটি আম্রফল পরিপক্ক হইল। উদ্যানপাল সেই আম্রফল চতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া রাজাকে প্রদানোদ্দেশ্যে যাইতেছিল। পথিমধ্যে সে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল 'এই অগ্র ও শ্রেষ্ঠ আম্রফলগুলি আর্যকে প্রদান করিব। ইহাতে রাজা আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুক, অথবা নির্বাসিত করুক, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক। রাজাকে এই ফলগুলি প্রদান করিলে, কিছু পুরস্কার পাওয়া যাইবে মাত্র, কিন্তু আর্যকে দান দিলে ইহ-পরকালের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্যানপাল আম্রফল চতুষ্টয় স্থবিরকে প্রদান করিল। তদনন্তর সে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া এই আম্রফল সম্বন্ধে প্রকাশ করিল। রাজা উদ্যানপালের কথা শুনিয়া ইহার সত্যতা নির্ধারণার্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে স্থবির সেই আম্রফল চতুষ্টয় আনিয়া ভগবানকে দান করিলেন। ভগবান সেই চারিটি ফলের একটি সারিপুত্র স্থবিরকে, একটি মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে, একটি মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দিয়া অবশিষ্টটি স্বয়ং পরিভোগ করিলেন। রাজকর্মচারী ইহা অবগত হইয়া সেই সংবাদ রাজসদনে নিবেদন করিল। রাজা তচ্ছ্রবণে বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্বরে বলিলেন, 'যে আপন জীবন বিনিময়ে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী! এই উদ্যানপাল নিজের পরিশ্রম সার্থক করিয়াছে!' এইরূপ বলিয়া রাজা অত্যধিক সন্তুষ্টচিত্তে উদ্যানপালের সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একখানা উত্তম গ্রাম ও বহু বস্ত্রালংকার প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাহাকে বলিলেন, 'ওহে উদ্যানপাল, তুমি আম্রফল প্রদানে যেই পুণ্য লাভ করিয়াছ, তাহার অংশ আমাকেও প্রদান কর।' উদ্যানপাল বলিল, 'দেব, নিশ্চয়ই প্রদান করিব। আপনি যথাসুখে তৎপুণ্যাংশ গ্রহণ করুন।'

অনন্তর এক সময় উদ্যানপালের মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মপরিগ্রহ করিল। তাহার জন্য দেবলোকে সপ্তশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত কনকবিমান উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণের সময় সেই বিমানে দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'এই মণিস্তম্ভযুক্ত উচ্চ বিমান চতুর্দিকে ষোড়শ যোজন বিস্তৃত, প্রভূত বিভবসম্পন্ন রুচিদায়ক সুন্দর বৈদূর্য-স্তম্ভযুক্ত সপ্তশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত।

২. তথায় তুমি রমিত হইতেছ, পান করিতেছ, ভোজন করিতেছ, প্রত্যেক কূটাগারে আট আটজন শিক্ষিতা, শীলাচারসম্পন্না, রূপশালিনী, ত্রিদশালয়ে সুখবিহারিণী, প্রভূত বিভবসম্পন্না দেবকন্যাগণ দিব্যবীণা মধুর স্বরে বাদ্য করিতেছে।

৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. ফল প্রদানকারী বিপুল সুখ লাভ করে, ঋজুপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রসন্নচিত্তে দান করিলে, সেই ব্যক্তিই তাবতিংস স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়া প্রমোদিত হয় এবং বিপুলভাবে পুণ্যের ফল অনুভব করে। হে মহামুনি, আমিও তাদৃশ [ঋজুপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রসন্নচিত্তে] চারিটি ফল দান দিয়াছিলাম।

৬. তদ্ধেতু সুখার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই দিব্যসুখ ও মনুষ্য সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া সর্বদা ফলদান দেওয়া একান্তই কর্তব্য।'

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[ফলদায়ক বিমান সমাপ্ত]

৬.৪. উপাশ্রয়-দায়ক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবানকে বন্দনা করিবার মানসে রাজগৃহ অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় তিনি কোনো এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কোনো একজন উপাসককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক, এই গ্রামে প্রব্রজিতের উপযোগী কোনো বাসস্থান আছে কি?' ইহা শুনিয়া উপাসক প্রসন্নচিত্তে গৃহে যাইয়া পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্বক স্থবিরের উপযুক্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করিল। উপাসক সেই বাসস্থানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিল, পদ ধৌত করিবার জল রাখিয়া দিল এবং মঞ্চে আস্তরণাদি দ্বারা শয্যা

রচনা করিল। স্থবির পাদপ্রক্ষালনের পর উপবেশন করিলে, উপাসক তাঁহাকে আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। পরদিন আহারান্তে স্থবিরের বিদায়কালীন উপাসক তাঁহাকে কিছু ভালো গুড় প্রদান করিল এবং কিছুদূর স্থবিরের অনুগমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর সেই উপাসক স্ত্রীসহ মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। তথায় তাহাদের জন্য দ্বাদশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট কনকবিমান উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোক বিচরণকালীন তাবতিংস স্বর্গে সেই বিমানে উপাশ্রমদায়ক দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'যেমন আকাশে বিগতবলাহক চন্দ্র [চতুর্দিক] আলোকিত করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করে, তদ্রূপ তোমার এই বিমানও [চতুর্দিক] প্রভাসিত করিয়া অন্তরীক্ষে স্থিত আছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. মনুষ্যলোকে আমি ও আমার ভার্যা একজন অর্হৎকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সৎকার করিয়া অন্নপানীয় বিপুলভাবে দান দিয়াছিলাম।

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

পরবর্তী বিষয় পূর্বানুরূপ।

[উপাশ্রয়-দায়ক বিমান সমাপ্ত]

৬.৫. দ্বিতীয় উপাশ্রয়দায়ক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কতিপয় ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া ভগবানের দর্শন মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় কোনো এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত বিমান সদৃশ।

গাথা বর্ণনা ও অন্যান্য বিষয় পূর্বোক্ত বিমান সদৃশ।

[দ্বিতীয় উপাশ্রয়দায়ক বিমান সমাপ্ত]

৬.৬. ভিক্ষাদায়ক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু দূরদেশে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ভিক্ষার সময় হইলে তিনি কোনো এক গ্রামে ভিক্ষার্থী হইয়া পাত্র হস্তে জনৈক গৃহস্থের দ্বারদেশে স্থিত হইলেন।

সেই বাড়িতে একজন ব্যক্তি আহার করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। আহারের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার জন্য আহরিত সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভিক্ষুর পাত্রে প্রদান করিলেন। সমস্ত না দিবার জন্য ভিক্ষু নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। তৎপর ভিক্ষু তাঁহাকে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই ব্যক্তি 'আমি ভোজন না করিয়া ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকে দান দিয়াছি' এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভূত প্রীতি-সৌমনস্য লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট কনকবিমানে জন্ম লাভ করিলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবপুত্রকে মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. আমি মনুষ্যলোকে মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া একজন তৃষিত ও ক্লান্ত ভিক্ষুকে এক থালা ভাত দিয়াছিলাম।

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

এইরূপে দেবপুত্র স্বীয় সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন। তদনন্তর তিনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানের নিকট এই দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

[ভিক্ষাদায়ক বিমান সমাপ্ত]

৬.৭. যবপালক বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের কোনো দরিদ্র বালক যবক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিল। একদিন সে প্রাতঃরাশের জন্য যবনির্মিত খাদ্য লাভ করিল। মনে করিল, ক্ষেত্রে যাইয়াই ভোজন করিবে। অতঃপর সে ক্ষেত্র সমীপে কোন বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিল। তখন একজন অর্হৎ ভিক্ষু সেই পথেই যাইতেছিলেন। ক্রমশ তিনি আসিয়া বৃক্ষমূলে সেই বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক স্থবিরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, আহার লাভ করিয়াছেন কি?' স্থবির নীরব রহিলেন। বালক স্থবিরের অভূক্ত ভাব জ্ঞাত হইয়া বলিল, 'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক এই যবনির্মিত খাদ্য ভোজন করুন।' এইরূপ বলিয়া সে স্থবিরকে যবখাদ্য প্রদান করিল। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহার সম্মুখেই আহার করিলেন

এবং দানের ফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বালক চিন্তা করিল, 'এমন মহৎ পুরুষকে যে যবখাদ্য দান দিয়াছি, তাহা উত্তম দানই হইয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার অন্তরে অত্যধিক প্রসন্নভাব উৎপাদন করিল। অনন্তর বালক সেই পুণ্যপ্রভাবেই মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া যবপালক ছিলাম। তথায় বিশুদ্ধ ও সুপ্রসন্নচিত্ত, পাপরজবিহীন একজন ভিক্ষুকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে স্বীয় হস্তে প্রসন্নচিত্তে (যবনির্মিত পিষ্টকের) একভাগ দান দিয়াছিলাম। সেই যবনির্মিত পিষ্টক দিয়াই এখন নন্দনবনে প্রমোদিত হইতেছি।

৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[যবপালক বিমান সমাপ্ত]

৬.৮. কুণ্ডলী বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সপরিষদ অগ্রশ্রাবকদ্বয় কাশীতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা কোনো একখানা বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় জনৈক উপাসক স্থবিরদ্বয়ের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনান্তর পদধৌত করার জল, পায়ে মাখিবার তৈল, মঞ্চ-পীঠ, আস্তরণ ও প্রদীপাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রচুর পরিমাণ আহার্য প্রদান করিলেন। স্থবিরদ্বয় আহারান্তে দানের ফল বর্ণনা করিয়া শিষ্যগণসহ প্রস্থান করিলেন। উপাসক মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইলেন। একদা মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাঁহাকে দেবলোকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'মালা, উত্তম বস্ত্র ও [কর্ণে] সুন্দর কুণ্ডলধারী হে অলংকৃত যশস্বী দেবপুত্র, তুমি কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, অঙ্গুলি পর্যন্ত সমস্ত হস্ত অলংকৃত করিয়া চন্দ্রের ন্যায় দিব্যবিমানে অবস্থান করিতেছ।

২. শীলাচারসম্পন্না, রূপশালিনী, ত্রিদশালয়ে সুখবিহারিণী প্রভূত বিভবসম্পন্না, [প্রত্যেক কূটাগারে] আট আটজন শিক্ষিতা দেববালা মধুর স্বরে দিব্য বীণা বাদ্য করিতেছে এবং নৃত্যগীতের দ্বারা প্রমোদিতা হইতেছে।

৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫-৬. আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া একজন শীলবান, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, যশস্বী, বহুশ্রুত, অর্হৎ ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকারের সহিত বিপুল অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।'

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

[কুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত]

৬.৯. দ্বিতীয় কুণ্ডলী বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় অগ্রশ্রাবকদ্বয় কাশীতে বিচরণ করিতেছিলেন। অবশিষ্টাংশ পূর্ব সদৃশ।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ কুণ্ডলী বিমানের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ সদৃশ।

৫. আমি মানবজন্ম ধারণ করিয়া একজন আচার-শীল ও বিদ্যাচরণসম্পন্ন, যশস্বী, বহুশ্রুত, শীলবান [বুদ্ধশাসনে] প্রসন্ন ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকার করিয়া বিপুলভাবে অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[দ্বিতীয় কুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত]

৬.১০. উত্তর বিমান

ভগবানের পরিনির্বাণের পর প্রথম সঙ্গীতি সমাপ্ত হইলে, কুমারকাশ্যপ স্থবির পাঁচশত ভিক্ষুসহ সেতব্য নগরে সিংসপাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পায়াসিরাজ স্থবিরের তথায় অবস্থান সংবাদ পাইয়া, বহুপরিষদ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরের সহিত প্রথম সন্তোষজনক আলাপ করিয়া, পরে আপন মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর স্থবির বিবিধ উপমা-যুক্তিসহকারে পায়াসিসূত্র দেশনা করিয়া রাজার মিথ্যাদৃষ্টি ভাব বিনোদনপূর্বক তাহাকে সম্যক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনুদারতা-হেতু হীনভাবেই দান দিতে লাগিলেন—মাত্র কোন প্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ ক্ষুদের যাগু, পাতাসিদ্ধ কাঞ্জী ও সামান্য বস্ত্রখণ্ড। এইরূপ সৎকারবিহীন অপ্রসন্নভাবে দান দিয়া, মরণান্তে তিনি চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে হীনাবস্থায় জন্মধারণ

করিলেন।

রাজার কার্যকারক উত্তর নামক মানব সৎকার সহকারে দানকার্যে ব্যাপৃত থাকায়, মরণান্তে তাবতিংসে জন্মধারণ করিল। তাহার দ্বাদশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট বিমান উৎপন্ন হইল। সেই উত্তর দেবপুত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সবিমান কুমারকাশ্যপ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সগৌরবে বিমান হইতে অবতরণ করিয়া স্থবিরকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। তখন স্থবির দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'দেবরাজের যেই সুধর্মাসভা, যথায় [তাবতিংস] দেবগণ সমবেত হয়, তদ্রূপ তোমার এই বিমানও প্রভাসিত হইয়া অন্তরীক্ষে স্থিত আছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. আমি মানবকুলে জন্ম লাভ করিয়া পায়াসি রাজের কার্যকারক হইয়াছিলাম। আমার সঞ্চিত অর্থ পরিভোগ না করিয়া দান দিয়াছিলাম। শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[উত্তর বিমান সমাপ্ত]

[ষষ্ঠ পায়াসি বর্গ সমাপ্ত।]

সপ্তম সুনিক্খিত্তো বর্গ

৭.১. চিত্রলতা বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শ্রাবস্তীবাসী জনৈক দরিদ্র উপাসক পরের কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিল। সে তাহার জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিতেছিল। সে পাণিগ্রহণ করে নাই। মাতাপিতা তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে বলিত, 'স্ত্রীলোক মাত্রই স্বামীগৃহে কর্ত্রী হইতে চায়। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মনোরঞ্জনকারিণী স্ত্রীলোক জগতে দুর্লভ।' এইরূপ বলিয়া মাতাপিতার চিত্তদুঃখ বিনোদন করিত এবং তাহার বিবাহ প্রস্তাবও রহিত করিত। সুতরাং সে দারপরিগ্রহ না করিয়া স্বয়ংই মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষায় রত থাকিয়া শীল রক্ষা, উপোসথ পালন ও যথাশক্তি দান করিতে লাগিল। আজীবন সে নিজকে সৎকার্যে নিয়োজিত রাখিয়া মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে ওই বিমানে সেই দেবপুত্রের দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'ত্রিদশালয়ে উত্তম উদ্যানশ্রেষ্ঠ চিত্রলতাবন যেইরূপ প্রভাসিত হয়, তাদৃশ তোমার এই বিমান অন্তরীক্ষে স্থিত থাকিয়া প্রভাসিত হইতেছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া দরিদ্র, দুর্ভাগা ও জ্ঞাতিহীন হইয়াছিলাম। তাই পরের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতাম। জরা-জীর্ণ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিতাম। শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

[চিত্রলতা বিমান সমাপ্ত]

৭.২. নন্দন বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বিমান বর্ণনা পূর্ব বিমান বর্ণনা সদৃশ। এই স্থানে উপাসক দারপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেবল ইহাই পার্থক্য।

এই নন্দন বিমান বর্ণনার গাথাসমূহের অনুবাদ পূর্ব সদৃশ, কেবল নন্দন শব্দটিই পার্থব্য।

[নন্দন বিমান সমাপ্ত]

৭.৩. মণিস্তম্ভ বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালীন কয়েকজন স্থবির অরণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় একজন উপাসক স্থবিরদের ভিক্ষায় যাইবার বিসম পথ সমান করিয়া দিয়াছিল, কণ্টক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল, ছোটো ছোটো গাছ ও গুল্ম অপনয়ন করিয়াছিল, বর্ষার সময় নালা ও ছোটো নদীতে সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল, ছায়ার ন্যায় বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, জলাশয়ের কর্দম উঠাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিল, স্নানের ও জল উঠাইবার ঘাট তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল এবং যথাশক্তি দান দিত ও শীল রক্ষা করিত। সে এইসব সৎকার্য সম্পাদন করিয়া, মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে জন্মধারণ করিল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. ‘আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া অরণ্যপথে চঙ্ক্রমণ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম, উদ্যান-বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলাম, শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

[মণিস্তম্ভ বিমান সমাপ্ত]

৭.৪. সুবর্ণ বিমান

ভগবান অন্ধকবিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় জনেক ধনাঢ্য উপাসক ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহাদের গ্রামের অনতিদূরে মুণ্ডিক নামক পর্বতে ভগবানের বাসোপযোগী একখানা গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় তিনি সর্বোপকরণ যথাযথভাবে স্থাপন করিয়া অতিশয় সৎকার-গৌরবসহকারে ভগবানের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। তিনি নিত্য শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শীলবিশুদ্ধি রক্ষা করত মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্মানুভাবসূচক বিবিধ রত্নরাজি রশ্মিজাল সমুজ্জ্বল বিচিত্র বেদী-পরিক্ষিপ্ত প্রভূত অলংকার বিমণ্ডিত ভিত্তিস্তম্ভ সোপানাবলী ও রমণীয় উদ্যান পরিশোভিত কাঞ্চন পর্বতমস্তকে মনোরম বিমান উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় এই বিমানে সেই দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ‘হে দেবপুত্র, সুবর্ণময় পর্বতে কিঙ্কিণীজালে সুসজ্জিত, হেমজালাচ্ছন্ন

তোমার এই বিমান সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে।

২. বৈদূর্যময় অষ্টাংশযুক্ত শ্বেতস্তম্ভসমূহের প্রত্যেক অংশ সপ্তরত্নে নির্মিত।

৩-৪. বৈদূর্য, সুবর্ণ, স্ফটিক, রজত, মসারগল্ল, মুক্তা ও লোহিতঙ্ক মণি দ্বারা ভূমিভাগ মনোরম চিত্রিত। [ভূমিপ্রদেশ মণি প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত-হেতু] সেই বিমানে ধূলির উদ্গমন হয় না। [স্বর্ণ ও পীতমণিময়-হেতু] পীতবর্ণের নির্মিত গোপানসীসমূহ [সপ্তরত্নময়] কূট [কর্ণিকা] ধারণ করিয়াছে।

৫. চারিপার্শ্বে চারিখানা সোপান নির্মিত হইয়াছে, ইহা বিবিধ রত্নময় প্রকোষ্ঠসমূহের দ্বারা সূর্য সদৃশ বিরোচিত হইতেছে।

৬. তথায় [চতুর্দিকে] বেদী চতুষ্টয় সমভাবে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে চতুর্দিক প্রভাসিত করিতেছে।

৭. এই অত্যুত্তম বিমানে মহাপ্রভাসম্পন্ন দেবপুত্র উদীয়মান সূর্যপ্রভা সদৃশ অতিশয় বিরোচিত হইতেছে।

৮. হে দেবপুত্র, তোমার যে এই শ্রীসৌভাগ্য, ইহা কি দানের ফল? না, শীলের ফল? না কি অঞ্জলি কর্মের ফল? তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।

৯ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

১০. আমি অন্ধকবিন্দ [মুণ্ডিক পর্বতে] আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের জন্য স্বীয় হস্তে প্রসন্নচিত্তে বিহার নির্মাণ করিয়াছিলাম।

১১. তথায় [ভগবানের পূজার জন্য] সুগন্ধি, পুষ্পমাল্য, চারি প্রত্যয়, বিলেপন [ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সন্নিবেশিত করিয়া] অতি প্রসন্নচিত্তে ভগবানকে বিহারখানা দান দিয়াছিলাম।

১২. আমি সেই কুশলকর্মের প্রভাবে এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়া এই আনন্দদায়ক দেবলোকে অবস্থান করিতেছি এবং বিবিধ পক্ষী সমাকুল রমণীয় শ্রেষ্ঠ নন্দনবনে অপ্সরাগণের পুরোভাগে থাকিয়া নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।'

দেবপুত্র এইরূপে তাঁহার পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন। তৎপর তিনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানকে দেবপুত্রের বিষয় বর্ণনা করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[সুবর্ণ বিমান সমাপ্ত]

৭.৫. আম্র বিমান

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের কোনো একজন দরিদ্রলোক মাসিক বেতন নিয়া আম্র উদ্যান রক্ষা করিত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বালুকাময় পথে সারিপুত্র স্থবির ঘর্মাক্ত কলেবরে আম্রবনের অনতিদূর দিয়া যাইতেছিলেন। উদ্যানপাল স্থবিরকে এমতাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে স্থবিরকে বলিল, 'ভন্তে, আপনাকে অত্যধিক ক্লান্ত দেখা যাইতেছে। আপনার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক এই আম্র উদ্যানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যান। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর উদ্যানপাল বলিল, 'ভন্তে, যদি স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, আমি এই কূপ হইতে জল উঠাইয়া দিতেছি, আপনি স্নান করুন এবং পানীয় জলের ইচ্ছা করিলে, তাহাও প্রদান করিব।' স্থবির মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সে কূপ হইতে জল উঠাইয়া, ছাকিয়া স্থবিরকে উত্তমরূপে স্নান করাইল, তৎপর পানীয় জল প্রদান করিল। স্থবির জলপান করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। তদনন্তর তিনি জলদানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্থবিরের ক্লান্তি বিনোদন করিতে পারিয়া, উদ্যানপালের অনির্বচনীয়া প্রীতির সঞ্চার হইল। এই পুণ্যের প্রভাবেই সে মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'গ্রীষ্মের অন্তিম মাসে (আষাঢ় মাসে) দিবাকর প্রচণ্ড উত্তাপ প্রদানের সময় পরের বেতনভোগী জনৈক ব্যক্তি আম্র উদ্যানে [আম্র বৃক্ষের মূলদেশে] জল সিঞ্চন করিতেছিল।

৬. অনন্তর স্বনামধন্য সারীপুত্র স্থবির [চিত্তদুঃখের প্রহীন-হেতু] চিত্তের ক্লান্তিভাব অনুভব না করিলেও, কিন্তু ক্লান্ত শরীরে সেই উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৭. আম্রবৃক্ষে জল সিঞ্চনকারী তাঁহাকে দেখিয়া অনুরোধ করিল, ভন্তে, আমি আপনাকে স্নান করাইতে পারিলে উত্তম মনে করি, যেহেতু এই পুণ্য আমার ইহ-পরকালের সুখাবহ হইবে।

৮. তিনি আমার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক পাত্রচীবর [একস্থানে] রক্ষা করিয়া

বৃক্ষমূলে ছায়ায় এক চীবরে উপবেশন করিয়াছিলেন।

৯. সেই [জল সিঞ্চনকারী] ব্যক্তি বৃক্ষের মূলদেশে ছায়ায় উপবিষ্ট এক চীবরসম্পন্ন স্থবিরকে প্রসন্নচিত্তে বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়াছিল।

১০. আম্রবৃক্ষের মূলদেশও সিক্ত হইল, শ্রমণও স্নাপিত হইল, আমারও অপ্রমাণ পুণ্য প্রসূত হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার সর্বশরীরে প্রীতি বিস্ফারিত হইয়াছিল।

১১. সেই জন্মে এতদূর পুণ্যকর্মই করিয়াছিলাম, [সেই কর্মের প্রভাবে] মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া আনন্দদায়ক স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।

১২. বিবিধ পক্ষী সমাকুল রমণীয় শ্রেষ্ঠ নন্দনবনে অপ্সরাগণের পূর্বভাগে থাকিয়া নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।’

[আম্র বিমান সমাপ্ত]

৭.৬. গোপাল বিমান

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহবাসী কোনো গোপালক প্রাতঃরাশের জন্য যবনির্মিত খাদ্য লাভ করিয়াছিল। সে তাহা সঙ্গে লইয়া গাভী নিয়া মাঠে গিয়াছিল। সেই সময় মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সেই মাঠের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। স্থবির গোপালককে দেখিয়া দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন, তাহার এখনই মৃত্যু হইবে। আরও জ্ঞাত হইলেন, তাঁহাকে যবখাদ্য দান করিয়া সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। সুতরাং স্থবির ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া যবখাদ্য দিতে ইচ্ছা করিল, এমন সময় সে দেখিল, গাভিগুলি মাষক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। তখন গোপালক চিন্তা করিল, ‘এখন কী করি? স্থবিরকে যবখাদ্য দিব; নাকি মাষক্ষেত্র হইতে গাভীগুলি বাহির করিয়া আনিব? স্থবির যদি প্রস্থান করেন, এই যবখাদ্য দানের অন্তরায় ঘটিবে; প্রথমেই আর্যকে যবখাদ্য প্রদান করা কর্তব্য। এই হেতু ক্ষেত্রস্বামী আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপালক যবখাদ্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত করিল। স্থবির তাহা প্রতিগ্রহণ করিলেন। তৎপর সে গাভিগুলি ক্ষেত্র হইতে বাহির করিবার জন্য দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। গমনপথে এক বিষধর সর্প তাহার পায়ে আক্রান্ত হইয়া, তাহাকে দংশন করিল। স্থবিরও তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, তথায় যবখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপালক গাভিগুলি বাহির করিয়া ফিরিয়া আসিল। স্থবিরকে যবখাদ্য ভোজন করিতে দেখিয়া, তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। অতিশয়

প্রীতি-সৌমনস্য অন্তরে সে তথায় উপবেশন করিল। তখন তাহার সর্বশরীর বিষে আচ্ছন্ন হইল। তদ্‌মুহূর্তেই তাহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই বিমানে তাহাকে দেখিয়া, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেবপুত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, স্থবির মনুষ্যলোকে আসিয়া ভগবানকে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদে ধর্মদেশনা করিবার সময় স্থবির ও দেবপুত্রের কথোপকথন সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

১. 'চন্দ্র দেবপুত্রের ন্যায় দিব্যবিমানে বিরোচমান, উচ্চবিমানে দীর্ঘকালস্থায়ী, অঙ্গুলী অবধি সমস্ত হস্ত আভরণ ভূষিত, যশস্বী দেবপুত্রকে দেখিয়া ভিক্ষু [মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির] জিজ্ঞাসা করিলেন :

২. [দিব্য অলংকারে] অলংকৃত, মালাধারী, সুন্দর পরিচ্ছদ ভূষিত, কর্ণে সুন্দর কুণ্ডলধারী, উত্তমরূপে কেশশ্মশ্রু ছেদনকারী, অঙ্গুলী অবধি সমস্ত হস্ত আভরণমণ্ডিত হে যশস্বী দেবপুত্র, তুমি দিব্যবিমানে চন্দ্র দেবপুত্রের ন্যায় বিরোচিত হইতেছ।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. 'আমি ভূলোকে মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া পরের বহু সংখ্যক গাভী একত্রে রক্ষা করিতেছিলাম। অনন্তর একজন ভিক্ষু আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গাভীগুলিও মাষশস্য খাইবার জন্য [ক্ষেত্রে] প্রবেশ করিতেছিল।

৭. ভন্তে, তখন আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম, উপস্থিত দ্বিবিধ কার্যের উভয়ই করণীয়, [তদ্‌মধ্যে কোনটা পূর্বে করা কর্তব্য, ইহা চিন্তা করিতে করিতে] আমার ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্বে দান দেওয়াই কর্তব্য বিবেচিত হওয়ায়, তখনই বস্ত্রখণ্ডে পুটলী বাঁধা যবপিষ্টক তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম।

৮. গাভীগুলি ক্ষেত্রস্বামীর সম্পত্তিস্বরূপ মাষশস্য খাইবার পূর্বেই আমি যথাশীঘ্র মাষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম; আমার দ্রুতগমন বিধায়, দেখিতে না পাওয়াতে মহা বিষধর কৃষ্ণ সর্প আমার পদে দংশন করিয়াছিল।

৯. তখন আমি বিষ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম, ঠিক সেই সময় ভিক্ষুও আমার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক স্বহস্তে কাপড়ের পুটলী খুলিয়া পিষ্টক ভোজন করিলেন। সেই স্থানেই আমার মৃত্যু হইল, আমি মানবদেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে দেবতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছি।

১০. আমি এইমাত্র কুশলকর্ম করিয়াছিলাম, আমার সেই কুশলকর্মের

সুখফল আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। ভন্তে, আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

১১. দেবমনুষ্যলোকে আপনার ন্যায় আমার অনুকম্পাকারী আর অন্য কোনো মুনি নাই। ভন্তে, আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

১২. ভন্তে, আমার ইহ-পরলোকে আপনার ন্যায় অনুকম্পাকারী আর অন্য কোনো মুনি নাই; আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

[গোপাল বিমান সমাপ্ত]

৭.৭. কন্থক বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণ মানসে গিয়াছিলেন। সেই সময় কন্থক নামক দেবপুত্র স্বীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিব্যরথে আরোহণ করিলেন এবং মহাপরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান অবস্থায় উদ্যানে যাইতে লাগিলেন। তখন তিনি মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের দর্শন পাইয়া, অত্যধিক গৌরবসহকারে সহসা রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবির সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীতভাবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১-২. 'পূর্ণিমা তিথিতে চতুর্দিক নক্ষত্রবেষ্টিত তারকাধিপতি পূর্ণচন্দ্র যেরূপ রাত্রিতে শোভাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেবপুরে তোমার এই দিব্যবিমান সৌন্দর্যে উদীয়মান তরুণ সর্যের ন্যায় অতিশয় বিরোচিত হইতেছে।

৩-৪. বৈদূর্য, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, মসারগল্ল ও লোহিতঙ্কে সুনির্মিত তোমার কূটাগারযুক্ত প্রাসাদ সুন্দর ও রমণীয়। বৈদূর্যাস্তৃত ভূমিভাগ বিচিত্র ও মনোরম।

৫-৬. তোমার পুষ্করিণী বিপ্রসন্না-স্বচ্ছসলিলা, রমণীয়া, বিস্তীর্ণ মণিসেবিতা, স্বর্ণবালুকাস্তৃতা, বিবিধ পদ্মপুণ্ডরীক সমাকীর্ণা, মৃদু-মন্দ বায়ু হিল্লোলে [পদ্মের] মনোজ্ঞ সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

৭. পুষ্করিণীর উভয় পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান সুনির্মিত হইয়াছে, পুষ্পবৃক্ষ ও ফলবৃক্ষ উভয় জাতীয় বৃক্ষে শোভা বর্ধিত হইয়াছে।

৮-৯. স্বর্ণপদবিশিষ্ট ও মৃদুবস্ত্রের আস্তরণযুক্ত পালঙ্কে তুমি দেবরাজ সদৃশ

উপবিষ্ট আছ। সর্বাভরণমণ্ডিতা ও বিবিধ দিব্যমাল্য ভূষিতা অপ্সরাগণ তোমার পরিচর্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তোমাকে রমিত করিবার জন্য ব্যাপৃতা। তুমি মহতী ঋদ্ধিসম্পন্ন বসবর্তী দেবরাজ সদৃশ প্রমোদিত হইতেছ।

১০. ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বীণা ও পাখোয়াজের রতিসম্পন্ন মধুর বাদ্যধ্বনিতে ও নৃত্যগীতে রমিত হইতেছ।

১১. তোমার বিমানে মনোরম বিবিধ দিব্যরূপ, দিব্যশব্দ, দিব্যরস, দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্পর্শ বিরাজমান।

১২. হে মহাপ্রভাসম্পন্ন দেবপুত্র, তুমি এই শ্রেষ্ঠ বিমানে স্বীয় বর্ণে উদীয়মান সূর্যসদৃশ অতিশয় বিরোচিত হইতেছ।

১৩. ইহা কি তোমার দানের ফল? না শীলের ফল? না কি অঞ্জলিকর্মের ফল? তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে বল।'

১৪. মৌদ্গল্লায়ন স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবপুত্র যেই কর্মে এই ফল লাভ করিতেছে, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশ করিয়া বলিল।

১৫. 'আমি কপিলবাস্তুতে শাক্যদের শ্রেষ্ঠপুরুষ শুদ্ধোদন রাজার পুত্রের (সিদ্ধার্থ কুমারের) সহজাত কন্থক নামক অশ্ব ছিলাম।

১৬-১৭. যখন তিনি অর্ধরাত্রে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য অভিনিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি মৃদু জালহস্তের তাম্রনখের ও উরুর আঘাতে সংকেত করিয়া আমাকে বলিলেন, বন্ধো, আমায় বহন কর, আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকবাসীকে ত্রাণ করিব।

১৮. সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার আনন্দজনক বিপুল হাসি উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন আমি অতিশয় প্রীতচিত্তে [তাঁহাকে আমার পৃষ্ঠদেশে] প্রতিগ্রহণ করিলাম।

১৯. মহাত্মা শাক্যপুত্র [আমার পৃষ্ঠদেশে] উত্তমরূপে আরূঢ় হইয়াছেন জানিয়া, আমি অতীব প্রীতিযুক্ত মুদিত মনে পুরুষোত্তমকে বহন করিলাম।

২০. অন্য রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও ছন্নকে ত্যাগ করিয়া (প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর) নিরপেক্ষভাবে তিনি প্রস্থান করিলেন।

২১. তাঁহার তাম্রবর্ণ নখযুক্ত পদযুগল জিহ্বায় লেহন করিয়াছিলাম এবং প্রস্থানকালে মহাবীরকে রোরোদ্যমান নেত্রে অবলোকন করিয়াছিলাম।

২২. শ্রীসম্পন্ন শাক্যপুত্রের চক্ষুরান্তরালের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর রোগাক্রান্ত (মরণান্তিক দুঃখ) হইয়া সেইক্ষণেই আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।

২৩. (বুদ্ধত্ব লাভের জন্য নিষ্ক্রমণ করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে যেই অনির্বচনীয়া প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি যে অগাধ প্রেম) ইহার প্রভাবেই আমি দেবপুরে সর্ববিধ দিব্য কামগুণসম্পন্ন এই আবাসস্থান বিমান লাভ করিয়াছি।

২৪. সর্বপ্রথমেই 'বোধি' শব্দ শুনিয়া, আমার যেই [বিপুল] হাস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কুশলমূলীয় কারণে আমি আসবক্ষয় (অর্হত্ত্ব)-প্রাপ্ত হইব।'

দেবপুত্র যেই কুশলকর্মের প্রভাবে এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশের পর ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হইবার বলবতী বাসনা সত্ত্বেও তৎপূর্বে স্থবির দ্বারা বন্দনা প্রেরণার্থ বলিলেন :

২৫. 'ভন্তে, যদি আপনি বুদ্ধ-শাস্তার সমীপে গমন করেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধে অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আমার সংবাদ জ্ঞাপন করাইয়া বলিবেন, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতেছি।

২৬. সেই অপ্রতিপুদ্গল জিনকে আমিও দর্শন করিতে যাইব, তাদৃশ লোকনাথের দর্শন দুর্লভ।'

এইরূপ বলিয়া দেবপুত্র স্বকীয় কৃতকর্ম সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করিলেন।

এই কন্থক দেবপুত্র পূর্বজন্মে আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্বের সহজাত কন্থক নামক অশ্ব ছিলেন। বোধিসত্ত্ব এই কন্থক অশ্বেই আরোহণপূর্বক অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। কন্থক মহাপুরুষকে পৃষ্ঠে লইয়া রাত্রির অবশিষ্ট সময়ে তিনটি রাজ্য অতিক্রমপূর্বক প্রত্যুষে অনোমা নদীর তীর সম্প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব সূর্যোদয়ের সময় ঘটিকার নামক মহাব্রহ্মা প্রদত্ত পাত্র চীবর দ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর সারথি ছন্নের সহিত কন্থককে কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কন্থক প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মযুগল জিহ্বায় লেহন করিয়াছিল এবং প্রসন্নতাপূর্ণ নয়ন যুগল উন্মীলনপূর্বক মহাপুরুষের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থিত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব দর্শনপথের অতিক্রান্ত হইলে কন্থকের অন্তরে প্রবল সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'এই লোকাগ্রনায়ক মহাপুরুষকে আমি বহন করিতাম, সেই কারণে আমার এ শরীর সার্থক এবং এ জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘকালের সংজাত প্রেম-হেতু বিয়োগদুঃখ অসহ্য হওয়ায় সেই স্থানেই কন্থকের মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে কন্থক নামক দেবপুত্র হইয়া উৎপন্ন হইল। বোধিসত্ত্বের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা উৎপাদনে দেবলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, কন্থক দেবপুত্র সেই কৃতজ্ঞতা নিবেদনার্থ ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

২৭. 'সেই কৃতজ্ঞ দেবপুত্র [কন্থক] কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চক্ষুষ্মান বুদ্ধের উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

২৮. মিথ্যাদৃষ্টি, সদ্ধর্মে সন্দেহ ও শীলব্রতাদি বিশোধন (সমুচ্ছেদ) পূর্বক তিনি শাস্তার পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।'

[কন্থক বিমান সমাপ্ত]

৭.৮. অনেকবর্ণ বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির পর্যটন মানসে দেবলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে অনেকবর্ণ নামক দেবপুত্র তাঁহার দর্শন পাইয়া সগৌরবে তৎসমীপে গমনপূর্বক অঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবপুত্রের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত : এই হইতে ত্রিশ হাজার কল্প পূর্বে সুমেধ নামক সম্যকসম্বুদ্ধে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার শারীরিক ধাতু নিধান করিয়া তদুপরি রত্নময় চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। তখন জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সাত বৎসর ব্রহ্মচর্য আচরণ করার পর প্রব্রজ্যাধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাধিক্য হেতু সর্বদা তিনি চৈত্যাঙ্গন সম্মার্জন করিতেন, নিত্য পঞ্চশীল ও উপোসথশীল রক্ষা করিতেন এবং ধর্মশ্রবণাদি বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিলেন। প্রভূত পুণ্য-হেতু তিনি মহানুভাব ও মহাক্ষমতাশালী হওয়াতে ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করিতেন। আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তথায় দিব্য সুখৈশ্বর্য পরিভোগ করিয়া সেই স্থান হইতে চ্যুত হইলেন। তৎপর তিনি দেবমনুষ্যলোকে পুনঃপুন জন্মপরিগ্রহ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় সেই কর্মের বিপাকবশেই তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকবর্ণ দেবপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'নানাবর্ণে চিত্রিত দাহ-শোক নাশক এই বিমানে আরোহণপূর্বক অপ্সরাগণ পরিবৃত হইয়া 'সুমিম্মিত' নামক দেবরাজ সদৃশ তুমি প্রমোদিত হইতেছ।

২. যশ, পুণ্য ও ঋদ্ধিতে তোমার সমান কেহ নাই, উত্তরিতর বা আর কোথায়!

৩. [মনুষ্যেরা যেমন পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া সাদরে নমস্কার করে, তদ্রূপ]

ত্রিদশালয়ের সমস্ত দেবগণ তোমাকে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সাদরে নমস্কার করিতেছে; এই অপ্সরাগণও তোমার চতুর্দিকে নৃত্যগীত করিয়া তোমাকে প্রমোদিত করিতেছে।

৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. 'ভন্তে, আমি পূর্বজন্মে সুমেধ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলাম, মার্গফল লাভে বঞ্চিত থাকিয়া পৃথগ্‌জন অবস্থায় সাত বৎসর যাবৎ প্রব্রজ্যাধর্ম আচরণ করিয়াছিলাম।

৭. আমি তাদৃশ পরিনির্বাপিত ভবস্রোত উত্তীর্ণ শাস্তা সুমেধ বুদ্ধের রত্ননির্মিত হেমজালাচ্ছন্ন শারীরিক ধাতু চৈত্য বন্দনা করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিলাম।

৮. আমার নিকট কোনো দানীয় বস্তু ছিল না, তাই দান করিতে পারি নাই; কিন্তু 'পূজনীয় ধাতুরত্নকে তোমরা পূজা করো, এইরূপ করিলে এই মানবদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবে' ইত্যাদি উৎসাহবাক্যে পরের দ্বারা নানাবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করাইয়াছিলাম।

৯. আমি এতদূর মাত্রই কুশলকর্ম করিয়াছিলাম, [সেই কুশলের বিপাকস্বরূপ] দিব্যসুখ স্বয়ং অনুভব করিতেছি। ত্রিদশালয়ের দেবগণের মধ্যে আমি প্রমোদিত হইতেছি, এ যাবৎ সেই পুণ্য ক্ষয় হইতেছে না।

এইরূপে দেবপুত্র স্বীয় পূর্বকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন, তৎপর স্থবির মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানকে সেই দেবপুত্রের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা দেবমানবের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

[অনেকবর্ণ বিমান সমাপ্ত]

৭.৯. মৃষ্টকুণ্ডলী বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তথায় মহাধনশালী, মহাভোগশালী, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পূর্বে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি 'অদিন্নপূব্বক' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্যাদৃষ্টি ও লোভী ছিলেন, তাই তথাগত অথবা তথাগতের শ্রাবকদের দর্শনও ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার এক প্রিয়দর্শন পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণের একান্ত ইচ্ছা—'পুত্রের জন্য কর্ণকুণ্ডল প্রস্তুত করি।' কিন্তু স্বর্ণকারকে মজুরী দিবার ভয়ে, নিজেই স্বর্ণ

পিটিয়া মৃষ্ট (মার্জিত) কুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই কুণ্ডল পরিধান করাতেই ব্রাহ্মণপুত্র 'মৃষ্টকুণ্ডলী' নামে বিদিত হইল। মৃষ্টকুণ্ডলী মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। ব্রাহ্মণ পুত্রকে শিক্ষা দিতেন 'হে তাত, তুমি শ্রমণ গৌতম ও তাঁহার শ্রাবকদের নিকট যাইও না; তাঁহাদের প্রতি দৃকপাতও করিও না।' সুবোধ ছেলেটিও পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিল। যখন সে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহার পাণ্ডুরোগ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ ধনক্ষয়ের ভয়ে পুত্রের চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহাতে মায়ের অসহ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণকে বলিল, 'ওগো, তুমি যে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ! ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাবে না?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ওগো, কবিরাজ আনিলে তো দর্শনী দিতে হইবে। তুমি কি আমার ধননাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।' ব্রাহ্মণী বলিল, 'তবে কী করিবে?' 'যাহাতে খরচ না হয়, তাহাই করিব।'

অতঃপর তিনি কবিরাজের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগ আপনারা কী ওষধ দেন?' কবিরাজেরা তাহার অবস্থা বুঝিয়া যাহা তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশ রোগ অচিকিৎস্য হইল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল দেখিয়া একজন কবিরাজ ডাকিয়া আনিলেন। কবিরাজ রোগী দেখিয়া বলিলেন, 'আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন কবিরাজ ডাকাইয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত করুন।' এই বলিয়া কবিরাজ রোগী ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, পুত্র আর বাঁচিবে না। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, 'ছেলের গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হইলে, বাহির করিতে দুষ্কর হইবে এবং ইহাকে দেখিবার জন্য লোকজন আসিয়াও আমার বাড়ির ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে। সুতরাং ইহাকে বাহির করিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত।' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন।

সেইদিন অতি প্রত্যুষে ভগবান 'মহাকরুণা সমাপত্তি' ধ্যান হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞানজাল বিস্তার করিলেন। যাঁহারা পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের অকুশল কর্মের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার উপযুক্ত প্রাণীগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন। মৃষ্টকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িতাবস্থাতেই জ্ঞানজালের মধ্যে দেখা গেল। এই মৃষ্টকুণ্ডলীর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না, অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—এই

ব্রাহ্মণপুত্রের আয়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, অদ্যই ইহার মৃত্যু হইবে। ইহার কৃতকর্ম ইহাকে নিরয়ে উৎপন্নের অবকাশ করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দেহান্তে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। তৎপর সে দেবলোক হইতে আসিয়া শ্মশানে ক্রন্দনপরায়ণ পিতার সংবেগ উৎপাদন করিবে। সংবিগ্ন ব্রাহ্মণ আমার নিকট উপস্থিত হইবে, দেবপুত্রও আসিবে, তখন আমি ধর্মদেশনা করিব, ধর্ম শুনিয়া উভয়ে স্রোতাপন্ন হইবে। সেই সঙ্গে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মাবোধ হইবে।' ইহা জানিয়া শাস্তা পর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক মহাভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন এবং অনুক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

তখন মৃষ্টকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল। শাস্তা নিজের অদর্শন ভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে ছয়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি ছাড়িয়া দিলেন। ব্রাহ্মণযুবক 'ইহা কিসের আভা' এই মনে করিয়া এদিক-ওদিক অবলোকন পূর্বক তাহার পশ্চাৎ ভাগে অদূরে দান্ত, গুপ্ত, শান্তেন্দ্রিয়, বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণমণ্ডিত, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত, কেতুমালা বিরাজিত বিদ্যোতমান ব্যামপ্রভায় অনুপম বুদ্ধশ্রীতে ও অচিন্তনীয় বুদ্ধানুভাবে বিরোচমান সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হইল : 'এই যে ভগবান বুদ্ধ এখানেই আসিয়াছেন। যাঁহার এমন রূপসম্পত্তি, যাঁহার স্বীয় তেজে সূর্যও অভিভব হইতেছে, কান্তিতে চন্দ্রও হার মানিতেছে, উপশমগুণে সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরাজিত হইতেছে, মনে হয় ইনিই জগতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইনি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়াই এই স্থান সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন। অহো, অবোধ পিতার জন্য এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে কিছু দান দিতে অথবা তাঁহার ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না। এখন আমার আর অন্য কিছু করিবার উপায়ও নাই।' এই ভাবিয়া বুদ্ধদর্শন প্রীতিতে ও প্রসন্নচিত্তে শাস্তার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া শুইয়া রহিল।

ভগবান 'ইহাই উহার পক্ষে যথেষ্ট' মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। তথাগত চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্ন মনে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে সুপ্তপ্রবুদ্ধের ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল।

ব্রাহ্মণ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইলেন। যথারীতি মৃত পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তিনি পরদিন প্রত্যুষে শ্মশানে

যাইয়া 'হায়, আমার একমাত্র পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী কোথায়' এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্তত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। দেবপুত্র আপন দিব্যসম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'আমি কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছি, কোন কর্মের ফলে ইহা আমার লাভ হইয়াছে' তাহা অবধারণপূর্বক জানিতে পারিলেন : 'ভগবানের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা ও অঞ্জলিকর্মের প্রভাবেই তাঁহার এই লাভ।' ইহা অবগত হইয়া ভগবানের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা উৎপন্ন হইল। তৎপর অদিন্নপূব্বক ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন তাহা অবধারণপূর্বক শ্মশানে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসা পর্যন্ত না করাইয়া, এখন অনর্থক শ্মশানে রোদন করিতেছেন কেন? এখন তাঁহার সংবেগ উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে কুশলকর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করাই আমার একান্ত কর্তব্য।' এই ভাবিয়া তিনি দেবলোক হইতে অবতরণ করিলেন। দেবপুত্র অবিকল মৃষ্টকুণ্ডলীর রূপ ধারণপূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া 'হা চন্দ্র, হা সূর্য' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া 'এই যে আমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আসিয়াছে, সে কাঁদিতেছে কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি' এই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'অলংকৃত, মালাধারী, রক্তচন্দন প্রলিপ্ত হে মৃষ্টকুণ্ডলী, তুমি কোন দুঃখে বনমধ্যে বাহু আবৃত চক্ষে ক্রন্দন করিতেছ?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

২. 'আমার জন্য স্বর্ণময়, প্রভাস্বরযুক্ত রথপঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার চক্রযুগল লাভ করিতে পারি নাই, সেই দুঃখে আমার জীবন ত্যাগ করিব।'

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. 'হে ভদ্রমানব, [তোমার চক্রযুগল] স্বর্ণময়, মণিময়, লোহিতঙ্কময় অথবা রৌপ্যময় [কোন প্রকারের প্রয়োজন] বলো; [তোমার ইচ্ছিত যেকোনো] চক্রযুগল তোমাকে লাভ করাইব।'

তাহা শুনিয়া মানবরূপধারী দেবপুত্র চিন্তা করিলেন, "ইনি পুত্রের চিকিৎসা করান নাই, কিন্তু পুত্র-প্রতিরূপ আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, 'স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব' সেইরূপ হইলেও ওকে জব্দ করিব।" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার চক্রযুগল কত বড় করিয়া দিবেন?' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কত বড় চাও?' দেবপুত্র বলিলেন, 'আমার চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।' এইরূপ যাচঞা করিয়া গাথায় বলিলেন :

৪. ‘সেই মানবরূপী দেবপুত্র তাঁহাকে বলিলেন, চন্দ্রসূর্য উভয় এই স্থান হইতে দেখা যায়, আমার স্বর্ণময় রথ, সেই চক্র যুগলদ্বারা শোভা পাইবে।’

ব্রাহ্মণ বলিলেন :

৫. ‘হে মানব, তুমি নিতান্ত মূর্খ; যাহা অপ্রার্থনীয়, তাহা প্রার্থনা করিতেছ। আমার মনে হয়, তুমি মরিবে, তথাপি তুমি চন্দ্র-সূর্য লাভ করিতে পারিবে না।’

অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার জন্য কাঁদা মূর্খতা, না যাহা দেখা যায় না, তাহার জন্য কাঁদাই মূর্খতা?’ এই বলিয়া গাথায় বলিলেন :

৬. ‘বীথিদ্বয়ে এই উভয় বর্ণবিশিষ্ট চন্দ্র-সূর্যের গমনাগমনও দেখা যাইতেছে, অপিচ অশরীরী মৃতাত্মা দৃষ্ট হয় না, এইস্থলে আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার ক্রন্দন অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক?’

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ‘ও তো ঠিক কথাই বলিতেছে’ এইরূপ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন :

৭. ‘হে মানব, তুমি সত্যই বলিতেছ, আমার ক্রন্দনই অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক, রোরুদ্যমান বালকের চন্দ্র প্রার্থনাবৎ আমার মৃতাত্মা প্রার্থনা।’

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া, এই সকল গাথায় তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন :

৮. ‘ঘৃতসিক্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে জল সিঞ্চনের ন্যায় আমার শোক-পরিতাপ নির্বাপিত করিয়াছ।

৯. আমার হৃদয়ের শোকশল্য উৎপাটন করিয়া, পুত্রশোক অপনোদন করিয়াছ।

১০. হে মানব, তোমার উপদেশ শুনিয়া, আমার শোকশল্য উৎপাটিত হইয়াছে, হৃদয় শীতল হইয়াছে, শোক নির্বাপিত হইয়াছে, এই হইতে আমি আর অনুশোচনা করিব না, রোদন করিব না।’

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিচয়ার্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :

১১. ‘তুমি কি দেবতা, না গন্ধর্ব, না কি শক্র দেবেন্দ্র? তুমি কে, কাহার ‘পুত্র, তোমাকে আমরা কিরূপে জানিতে পারিব?’

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

১২. ‘পুত্রকে শ্মশানে স্বয়ং দগ্ধ করিয়া, যাহার জন্য ক্রন্দন ও রোদন করিতেছেন, সেই আমি [আপনার পুত্র] কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া ত্রিদশালয়বাসী দেবগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছি।’

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৩. 'স্বীয় গৃহে দানীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ অল্পাধিক কিছুই দান করো নাই, উপোসথ কর্মেও সেইরূপ কোন কর্মের ফলে তুমি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছ?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

১৪. 'যখন আমি স্বীয় ভবনে পীড়িত, দুঃখিত ও রুগ্নাবস্থায় বেদনাভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম, তখন বিগতপাপরজ, বিশুদ্ধচিত্ত, সুগত, পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখিয়াছিলাম।

১৫. আমি তথাগতের প্রতি প্রমোদিত মন ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া কেবল অঞ্জলি মাত্র করিয়াছিলাম। সেই কুশলকর্ম করিয়াই তাবতিংসে দেবগণের সহচরত্ব লাভ করিয়াছি।

দেবপুত্র ইহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সর্বশরীর প্রীতিরসে পূর্ণ হইল। তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে বলিলেন :

১৬. 'আশ্চর্য বটে! অদ্ভুত বটে! এই অঞ্জলিকর্মের এই পরিণাম! আমিও প্রমোদিত মনে ও প্রসন্নচিত্তে অদ্যই বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি।'

দেবপুত্র বলিলেন :

১৭. 'আপনি অদ্যই প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হউন, শিক্ষাপদ পাঁচটিও অখণ্ড-অক্ষতভাবে সমাদান করুন।

১৮. যথাশীঘ্র প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হউন, জগতে যাহা কিছু চুরি বলিয়া কথিত হয়, তাহা বর্জন করুন, মদ্যপান করিবেন না, মিথ্যা বলিবেন না, স্বীয় ভার্যাতে সন্তুষ্ট থাকিবেন।'

ব্রাহ্মণ দেবপুত্রের উপদেশবাণী 'সাধুবাদের' সহিত অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন :

১৯. 'হে দেবতে, তুমি আমার অর্থকামী, হিতকামী, তুমি আমার আচার্য, তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব।'

২০. 'আমি নরদেবের অনুত্তর বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণাপন্ন হইতেছি।

২১. আমি প্রাণিহত্যা হইতে শীঘ্র বিরত হইব, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিব, মদ্যপান করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, স্বীয় পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিব।'

তদনন্তর দেবপুত্র 'ব্রাহ্মণের প্রতি যাহা কর্তব্য, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে; এখন আমাকে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে।' এই মনে করিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ 'শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইব'

এই মনে করিয়া বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহা দেখিয়া মনুষ্যগণ ‘এই ব্রাহ্মণ এতকাল তথাগতের নিকট উপস্থিত হয় নাই, আজ পুত্রশোকে অধীর হইয়া তথায় যাইতেছে; না জানি, আজ কীরূপ ধর্মদেশনা হয়।’ এই মনে করিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল-প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভো গৌতম, আপনাকে দান না দিয়া, শীল রক্ষা না করিয়া কেবল আপনার প্রতি চিত্তপ্রসাদ বলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কি?’ ভগবান বলিলেন, ‘ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?’ তোমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিবরণ তোমাকে কি বলে নাই?’ ব্রাহ্মণ বলিল, ‘কখন ভো গৌতম?’ ভগবান বলিলেন, ‘তুমি আজ শ্মশানে যাইয়া, যখন কাঁদিতেছিলে, তখন অদূরে বাহুতে চক্ষু ঢাকিয়া, একজন মানব কাঁদিতেছিল দেখিয়া, তুমি তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি?’ সেইক্ষণে মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র বিমানসহ আসিয়া, সকলের দৃশ্যমান অবস্থায় বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। ভগবান দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

‘স্থিতি যে দেবতা তুমি কান্তবরণেতে
উদ্ভাসিত দশ দিক তারা ওষধিরে
যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভূলোকেতে
হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে?’

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ‘প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্মের প্রভাবেই লাভ করিয়াছি।’

ভগবান আশ্চর্যভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমাতে চিত্ত প্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াই লাভ করিয়াছ!’ দেবপুত্র বলিলেন, ‘হাঁ প্রভু!’

সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তুষ্টবাক্যে বলিতে লাগিল : ‘অহো, বুদ্ধের গুণ কী আশ্চর্য! অদিন্নপূর্বক ব্রাহ্মণের পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী অন্য কোনো পুণ্য না করিয়া, কেবল শাস্তার প্রতি চিত্তপ্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্মের প্রভাবেই এইরূপ শ্রীসম্পত্তি লাভ করিয়াছে!’

ভগবান পরিষদের মৃদুচিত্তভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের চিত্তানুরূপ ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। দেশনান্তে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল। মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র ও অদিন্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধশাসনে দান করিয়াছিলেন।

[মৃষ্টকুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত]

৭.১০. সেরিস্‌সক বিমান

ভগবানের পরিনির্বাণপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে কুমারকাশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে সেতব্য নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পায়াসিরাজ স্থবিরের আগমন সংবাদ শ্রবণে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। স্থবির ন্যায়সঙ্গত বিবিধ উপমা-যুক্তি প্রদানে রাজার মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব অপনোদন করিয়া, সম্যক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। রাজা সেই হইতে পুণ্যার্জনের ইচ্ছায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (অর্হৎ)-দিগকে দান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনভ্যস্ততা-হেতু সৎকায়বিহীন অমনোযোগিতায় দানক্রিয়া সম্পাদনে দেহান্তে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের অন্তর্গত 'সেরিস্‌সক' নামক আকাশবিমানে জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু অন্যতর কোনো গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিয়া প্রতিদিন কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আহারকার্য সম্পাদন করিতেন। তদ্দর্শনে কোনো একজন গোপালক চিন্তা করিল, 'এই আর্য সূর্যতাপে ক্লান্ত হইতেছেন' এই মনে করিয়া তাঁহার আহার করিবার স্থানে সিরীস বৃক্ষের চারিটি স্তম্ভ পুতিয়া, পত্রযুক্ত ক্ষুদ্র শাখায় আচ্ছাদনপূর্বক একখানা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিল। মণ্ডপ সমীপে সিরীসবৃক্ষ রোপণ করিল। এই পুণ্যপ্রভাবে সে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্বকর্মসূচক বিমানদ্বারে সিরীস উদ্যান উৎপন্ন হইল। উদ্যান সর্বদা বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন পুষ্পরাজিতে সুশোভিত থাকিত। তদ্ধেতু সেই বিমান 'সেরিস্‌সক' নামে বিদিত হইল। সেই দেবপুত্র এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সঞ্চরণপূর্বক ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় যশ স্থবিরের উপাসকরূপে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'গবম্পতি'। তিনি ভগবানের ধর্মশ্রবণে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আকাশস্থ সেরিস্‌সক বিমান দর্শনে পূর্বপরিচয়-হেতু সর্বদা তথায় দিবাবিহারার্থ গমন করিতেন। একদা তিনি পায়াসি দেবপুত্রকে তথায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' দেবপুত্র বলিলেন, 'ভন্তে, আমি পায়াসি রাজা, এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।' স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যে মিথ্যাদৃষ্টি ভাবাপন্ন ছিলেন, কিরূপে এখানে উৎপন্ন হইলেন?' দেবপুত্র বলিলেন, 'ভন্তে, কুমারকাশ্যপ স্থবির আমার মিথ্যাদৃষ্টিভাব বিনোদন করিয়াছেন। কিন্তু সৎকারবিহীন অবস্থায় পুণ্যকার্য সম্পাদনে এই আকাশবিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। ভন্তে, ভালো কথা, আপনি মনুষ্যলোকে

প্রত্যাবর্তন করিলে, আমার আত্মীয়স্বজনকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করাইবেন যে, পায়াসি রাজা সৎকারবিহীন অবস্থায় ও অমনোযোগিতায় দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া, সেরিস্‌সক নামক আকাশবিমানে উৎপন্ন হইয়াছে। তোমরা সৎকারসহযোগে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া, তথায় উৎপন্ন হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প কর।' স্থবির সেই সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন। তাহারাও তদনুরূপ সংকল্প করিয়া, পুণ্যকার্য সম্পাদনপূর্বক মরণান্তে পূর্বোক্ত সেরিস্‌সক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ বৈশ্রবণ সেরিস্‌সক দেবপুত্রকে মরুকান্তারের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কার্য ছিল : মরুপ্রান্তরের ছায়াজল বিরহিত পথে গমনাগমনকারী মনুষ্যদিগকে অপদেবতার উপদ্রবাদি সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করা। অনন্তর এক সময় অঙ্গ ও মগধবাসী বণিকগণ এক সহস্র শকট পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সিন্ধু ও সোবীর দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। তাহারা মরুপ্রান্তর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, উষ্ণ-ভয়ে দিবসে আর অগ্রসর হইল না। তাহারা ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, নিশাযোগে নক্ষত্র নির্ণয়ে গমন করিবে। রাত্রিকালে বণিকদল সেই ভয়াবহ মরুকান্তার পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাওয়ার পর তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া, বিপথে চলিতে লাগিল। তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের অফুরন্ত পথ শেষ হইবার নহে। নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দারুণ মরুপ্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে হইবে; না হয়, মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্যু অনিবার্য। তাই সেই সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ মরুকান্তারের বালুকারাশির উপর দিয়া তাহারা ছুটিয়া চলিল। যতদূর অগ্রসর হয়, সম্মুখে কেবল দেখিতে পায়—অসীম-অনন্ত বালুকাপ্রান্তর। এবার তাহারা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইল। ঠিক সেই সময়ে তাহাদের সম্মুখে হঠাৎ গগণমণ্ডলে সমুজ্জ্বল এক দিব্য জ্যোতি দর্শনে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিল—আকাশে মনোরম স্নিগ্ধ দিব্যপ্রভায় দেদীপ্যমান একখানা প্রাসাদ। তাহা দিব্যপুষ্করিণী, দিব্যনদী ও দিব্য উদ্যানে পরিবৃত থাকিয়া অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দিব্যপ্রাসাদে এক দেবপুত্র। তাঁহার মনোহারিণী উজ্জ্বল কান্তিতে চতুর্দিক আলোকিত।

মহারাজ বৈশ্রবণ নিযুক্ত ইনিই সেই সেরিস্‌সক দেবপুত্র। বণিকদলের মধ্যে একজন উপাসক ছিলেন। তিনি ত্রিরত্নে প্রসন্ন, শ্রদ্ধাবান, শীলবান, এমনকি তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির হেতুসম্পন্ন। মাতাপিতার সেবার জন্যই তিনি বাণিজ্যে যাইতেছেন। একমাত্র তাঁহার প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া সেরিস্‌সক

দেবপুত্র সবিমান নিজকে দর্শন দিয়াছেন। দেবপুত্র বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ছায়াজলবিহীন বালুকাকান্তার পথে গমন করিতেছ কেন?' বণিকেরা কীরূপে যে এতদূর আসিয়াছে, তাহাদের সেই দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিল। তৎসম্বন্ধে দেবপুত্র ও বণিকদের মধ্যে যেই সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা গাথায় প্রকাশ করা হইতেছে। প্রথম দুইটি গাথা তাহাদের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য সঙ্গীতিকারকগণ স্থাপন করিয়াছেন :

১. 'যথায় দেবতা ও বণিকদের সমাগম হইয়াছিল, তখন সেই স্থানে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কীরূপ সুন্দর আলাপ হইয়াছিল, তাহা [তোমরা] সকলে শ্রবণ করো।

২. যিনি পায়াসি নামক যশস্বী রাজা ছিলেন, তিনি ভূমিবাসী [চাতুর্মহারাজিক] দেবগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। সেই দেবপুত্র স্বীয় বিমানে থাকিয়া, আনন্দিত মনে সম্যকরূপে মনুষ্যদের [বণিকদের] সহিত আলাপ করিতেছেন।'

দেবপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. 'জীবন-মরণ সংশয়স্থল কান্তারে, অমনুষ্য সঞ্চরণ স্থানে, জল ও খাদ্যহীন অতিশয় দুর্গম মরুপ্রান্তর মধ্যে মৃত্যুভয়ে ভীত, মার্গভ্রষ্ট হে মানবগণ!

৪. এই মরুপ্রদেশে ফলমূল নাই, কোনো উপাদান নাই খাদ্যবস্তু কীরূপে থাকিবে; আছে কেবল দারুণ উত্তপ্ত, উষ্ণ পাংশু ও বালুকা।

৫. এই জলহীন ভূমিপ্রদেশ উত্তপ্ত লৌহপাত সদৃশ, ইহা নরকবৎ জীবন নিষ্পেষক, চিরকাল এইস্থান দারুণ পিশাচাদির আবাসভূমি, এই ভূভাগ যেন [পূর্ব ঋষিগণের] অভিশপ্ত স্থান।

৬. সুতরাং তোমরা কোনোরূপ বিবেচনা না করিয়া, কী কারণে, কোন আশা-প্রত্যাশায়, এই [ভীষণ] স্থানে সহসা প্রবেশ করিয়াছ? তোমরা কি কোনো অর্থলোভীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ? না কি অমনুষ্য ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা মার্গভ্রষ্ট হইয়া [এই মরুকান্তারে] প্রবেশ করিয়াছ?'

বণিকগণ প্রত্যুত্তরে বলিল :

৭. 'আমরা অঙ্গ-মগধবাসী বণিক, ধনার্থী হইয়া অতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশায় বহু পণ্যদ্রব্য শকটপূর্ণ করিয়া, সিন্ধু ও সোবীর রাজ্যে যাইতেছি।

৮. দিবাভাগে পিপাসা অসহ্য হইবে মনে করিয়া এবং গরুগুলির প্রতিও অনুকম্পাপূর্বক রাত্রিতে অকালে মার্গ প্রতিপন্ন হইয়া, আমরা সকলে এইরূপ দ্রুতবেগে [এই দুর্গম স্থানে] আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

৯. তাই আমরা বিপথে আসিয়া, অন্ধের ন্যায় আকুল হইয়া, এই মরুকান্তারে অবশিষ্ট অর্ধপথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অতিশয় দুর্গম এই বালুকাপ্রান্তরে চিত্তবিহ্বল হইয়া দিক নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

১০. হে দেবতে, অদৃষ্টপূর্ব আপনার এই শ্রেষ্ঠ বিমান ও আপনাকে দেখিয়া, (পূর্বে আমাদের জীবন নাশ হইল বলিয়া মৃত্যুভয়ে যেইরূপ ভীত হইয়াছিলাম) এখন তদুত্তরিতর জীবনের প্রত্যাশা করিয়া, অতীব প্রীতচিত্ত হইয়াছি।'

দেবপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন :

১১. 'তোমরা ভোগসম্পত্তির জন্য সমুদ্রের পরতীরে, ঈদৃশ মরুপ্রদেশে, বেত্রলতার আশ্রয়ে গমনোপযোগী পথে, স্থাণুময় পথে, নদী ও দুর্গম পর্বতপথে, ইত্যাদি বহু পথে, বহুদিকে গমন করিয়া থাকো।

১২. তোমরা অপর রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তথায় বিদেশবাসী (বিবিধ স্বভাবের) মনুষ্যগণকে দর্শন করিয়া প্রস্থান করো। (এইরূপে দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন সময়) তোমরা যাহা কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় দেখিয়াছ, অথবা শুনিয়াছ, হে তাত বণিকগণ, তোমাদের নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।'

১৩. 'হে দেবকুমার, মানবশক্তির অতীত অনুপম সৌন্দর্যবিশিষ্ট তোমার এই বিমানাদি সমস্তই আশ্চর্যজনক, আমরা ইহা হইতে আশ্চর্যতর আর কিছুই দেখি নাই, অথবা শুনি নাই।

১৪. নভোমণ্ডলে প্রভূত মাল্য ও বহুপদ্ম সমাকীর্ণা পুষ্করিণী ও নদী [শোভা পাইতেছে] নিত্য ফলসম্পন্ন বৃক্ষরাজি হইতে অতিশয় [মনোমুগ্ধকর] সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

১৫. শতহস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট দীর্ঘ অংশযুক্ত [আট, ষোলো, বত্রিশ অংশসম্পন্ন] বৈদূর্য, স্ফটিকশিলা, প্রবাল, মসারগল্ল ও লোহিতঙ্কমণিময় এই স্তম্ভসমূহ জ্যোতিরসসম্পন্ন।

১৬. অতুলনীয় অনুতাববিশিষ্ট সহস্র স্তম্ভ, সেই স্তম্ভসমূহের উপর তোমার এই সুন্দর বিমান [ভিত্তি, স্তম্ভ সোপাণাদি] অন্যান্য বিবিধ রত্নে শোভিত, তাহা কাঞ্চনময় বেদী পরিক্ষিপ্ত, বিবিধ রত্নময় উজ্জ্বল আলোকবিশিষ্ট ফলকে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত।

১৭. প্রোজ্জ্বল 'জম্বুনাদ' নামক রত্নের আভা সদৃশ, সুমার্জিত, [পার্শ্ববর্তী] প্রাসাদসমূহ রমণীয় সোপান ও ফলকযুক্ত, স্থির, অভিরূপ, সুন্দরাবয়ব সঙ্গত, [প্রভাস্বরবিশিষ্ট হইলেও] অত্যন্ত দর্শনক্ষম ও মনোরম।

১৮. এই রত্নময় বিমানের অভ্যন্তরে প্রভূত অন্ন ও পানীয় সামগ্রী বিদ্যমান, অপ্সরাগণ আপনাকে পরিবৃত করিয়া সর্বদা মৃদঙ্গ, ঢোল, তুর্য নির্ঘোষসহযোগে স্তুতি ও বন্দনা গাথায় অভিবাদন করিতেছে।

১৯. আপনি অচিন্তনীয় সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া বৈশ্রবণ রাজার 'নলিন্যা' নামক ক্রীড়ন স্থান সদৃশ এই মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমানপ্রাসাদে দেববালাদের প্রবোধনে প্রমোদিত হইতেছেন।

২০. বণিকগণ তাঁহাকে [মায়াবী যক্ষ বিবেচনায় সন্দিগ্ধ চিত্তে] জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে যক্ষ, আপনি কি দেবতা? না, যক্ষ? না কি দেবরাজ ইন্দ্র? অথবা কোনো [ঐশ্বীশক্তিসম্পন্ন] মানব? আমাদিগকে বলুন, আপনি কে?'

দেবপুত্র আপন পরিচয় প্রদানার্থ বলিলেন :

২১. 'আমি সেরিস্সক নামক দেবতা, [বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে] রক্ষার নিমিত্ত এই বালুকাময় কান্তারে নিযুক্ত রক্ষক। বৈশ্রবণ রাজার আদেশে আমি এই প্রদেশ বিশেষরূপে রক্ষা করি।'

বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিল :

২২. 'বণিকগণ সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মনোজ্ঞ বিমান আপনি কি যথাইচ্ছাবশে লাভ করিয়াছেন? না, নিয়তিবশে [কাল পরিবর্তনে] লাভ করিয়াছেন? না কি, আপনার নিজকৃত? অথবা কি দেবগণ দিয়াছেন? আপনি ইহা কী প্রকারে লাভ করিয়াছেন?'

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :

২৩. 'ইহা আমার ইচ্ছালব্ধ নহে, নিয়তিবশেও নহে, নিজকৃতও নহে, দেবপ্রদত্তও নহে; স্বকীয় পাপহীন পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এই মনোজ্ঞ বিমান লাভ করিয়াছি।'

বণিকগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল :

২৪. 'বণিকগণ সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কী প্রকারে এই বিমান লাভ করিয়াছেন? ব্রত ও ব্রহ্মচর্য ইহার মধ্যে কোনটা উত্তমরূপে আচরণ করিয়া, এইরূপ বিপাক বা দিব্যসুখ লাভ করিয়াছেন?'

দেবপুত্র বলিলেন :

২৫. 'আমি যখন কোশলরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলাম, তখন আমার নাম ছিল পায়াসি। তখন আমি ছিলাম অত্যধিক কৃপণ, পাপধর্মপরায়ণ ও উচ্ছেদবাদী মিথ্যাদৃষ্টি।

২৬. তখন বহুশ্রুত, শ্রেষ্ঠ বিচিত্র কথিক কুমারকাশ্যপ নামক একজন ভিক্ষু ছিলেন। তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিয়া, আমার মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব বিনোদন করিয়াছিলেন।

২৭. আমি তাঁহার সেই ধর্মকথা শ্রবণে আমার উপাসকত্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদবধি আমি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলাম, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম অর্থাৎ চুরি করি নাই, মদ্যপান করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলাম।

২৮. ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার ব্রহ্মচর্য; ইহা সুন্দররূপে আচরণ-হেতুই আমার এই বিপাক; সেই পাপহীন পুণ্যকর্মেই আমার এই বিমান লব্ধ হইয়াছে।'

অতঃপর দেবপুত্র ও তাঁহার বিমান প্রত্যক্ষদর্শনে কর্মফলের প্রতি বণিকগণের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তাহারা সেই শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ বলিল :

২৯. 'প্রজ্ঞাবানেরা সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, পণ্ডিতদের বাক্য অন্যথা নহে। পুণ্যকর্মী যথায় যথায় গমন করে, তথায় তথায় তিনি সুখসম্পদে আমোদিত হন।

৩০. যে স্থানে শোক, পরিদেব, বধ-বন্ধন ও অসহ্য দুঃখ, সে স্থানে পাপাচরণকারীরা গমন করে, তাহারা দুর্গতি হইতে কখনো মুক্ত হইতে পারে না।'

বণিকগণের এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানদ্বারে সিরীসবৃক্ষ হইতে একটি পরিপক্ব 'সিপাটিকা' ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে সপরিজন দেবপুত্র তখন দুঃখে মলিনমুখ হইলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া, বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিল :

৩১. হে দেবকুমার, আপনি এবং আপনার পরিজনবর্গ সকলে এই মুহূর্তেই কর্দমাক্ত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন, শোকে মুহ্যমান ও দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হইলেন কেন?'

তাহা শুনিয়া দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৩২. 'হে তাত বণিকগণ, এই সিরীস-উপবন হইতে দিব্য সৌরভ উত্তমরূপে প্রবাহিত হইতেছে। অন্ধকার বিধ্বংসকারী এই উপবন রাত্রিদিন এই বিমানে সম্যকরূপে সৌরভ প্রবাহিত করে।

৩৩. [মনুষ্যগণনার] একশত বৎসর অতীতের পর, এই সিরীস বৃক্ষের একটি মাত্র 'সিপাটিকা' নামক ফল [পরিপক্ব হইয়া] বৃন্তচ্যুত হয়। যেই হইতে আমি দেবলোকে দেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই হইতে মনুষ্যগণনায় আমার একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল। [দেখিতেছি ক্রমশ পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে]।

৩৪. হে তাত, আমি দিব্যগণনার পাঁচশত বৎসর [মনুষ্যগণনায় নব্বই হাজার বৎসর] এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।'

অতঃপর বণিকগণ সান্ত্বনা বাক্যে বলিল :

৩৫. 'যিনি এমন দীর্ঘকালস্থায়ী অতুল বিভূতিসম্পন্ন বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি কেন শোক করিবেন? অল্পপুণ্যবানেরাই শোক করে নহে কি?'

দেবপুত্র ইহাতেই আশ্বস্ত হইয়া, বণিকগণের বাক্য প্রতিগ্রহণপূর্বক বলিলেন :

৩৬. 'হে তাত, তোমরা আমাকে প্রিয়বাক্যে যাহা উপদেশ দিলে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। [অমনুষ্যপরিগৃহীত এই মরুকান্তারে] আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব, তোমরা সুখে যথাইচ্ছা গমন করো।'

বণিকগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বলিল :

৩৭. 'আমরা সিন্ধু-সোবীর প্রদেশে গমনপূর্বক বিপুল অর্থলাভের প্রার্থনা করিয়া, আমাদের প্রতিজ্ঞানুরূপ প্রচুর অর্থব্যয়ে সেরিস্‌সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে মহা পূজোৎসব করিব।'

দেবপুত্র তাহাদিগকে উৎসব করিতে নিষেধ করিয়া, কর্তব্যে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

৩৮. 'তোমরা সেরিস্‌সক উৎসব করিও না, বরঞ্চ তোমরা পাপকর্মসমূহ বিশেষভাবে বর্জন করো, দানাদি কুশলধর্মে অনুযুক্ত হইবে বলিয়া অধিষ্ঠান বা সংকল্প করো'; তাহা হইলে, যেই লাভের কথা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সিদ্ধ হইবে।'

দেবপুত্র যেই উপাসকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, বণিকগণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্তন মানসে বলিলেন :

৩৯. 'তোমাদের এই দলে বহুশ্রুত, শীলব্রতসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান, ত্যাগী, কুশলকার্য সম্পাদনে সুদক্ষ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, পুণ্যকার্য সম্পাদনে সন্তোষলাভী, ইহ-পরকালের মঙ্গল চিন্তাকারী, একজন উপাসক আছেন।

৪০. তিনি জ্ঞানত মিথ্যা ভাষণ করেন না, অপরকে হত্যার চিন্তা করেন না, হিংসা করেন না, পিশুনবাক্য বলেন না, সমস্ত সুন্দর বাক্যই ভাষণ করেন।

৪১. তিনি গৌরবের উপযুক্ত ব্যক্তিকে গৌরব করেন, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, বিনীত, পাপহীন, অধিশীলে (অষ্টাঙ্গ উপোসথশীলে) বিশুদ্ধ। তিনি মাতাপিতা ও পরিজনবর্গকে ধর্মমতে পরিশুদ্ধ ব্যবসা অবলম্বনে পালন করেন।

৪২. আমার মনে হয়, তিনি মাতাপিতার জন্যই ভোগসম্পদ অন্বেষণ করিতেছেন, নিজের জন্য নহে। মাতাপিতার অবর্তমানে যাহা নির্বাণগামী ধর্ম, সেই ব্রহ্মচর্য ধর্ম আচরণ করিবেন।

৪৩-৪৪. তিনি সরল, অবক্র, অশঠ, অমায়াবী ও প্রবঞ্চনাকর বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাদৃশ সদাচারী, ধর্মেস্থিত ব্যক্তি যদি কোনো প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়,

এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। (তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া, তোমাদিগকেও রক্ষা করিতে হইতেছে), সুতরাং হে বণিকগণ, ধর্মকে দেখ (ধর্মাচরণ কর) সেই উপাসক ব্যতীত কেবল তোমরা যদি আসিতে, তাহা হইলে এই মরুকান্তারে অন্ধের ন্যায় অনাথ ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ভস্মীভূত হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যাইতে।

তাঁহাকে কিছু বলিয়া, পীড়া প্রদান করিলেও, অন্যের প্রতি তিনি চিত্ত দূষিত করেন না। অতএব সৎপুরুষের সহিত একত্র অবস্থানে সুখের কারণ হয়।'

বণিকগণ তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪৫. 'হে দেবতে, যাঁহাকে আপনি প্রিয়চক্ষে দেখিতেছেন এবং যাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা লাভ করিয়াছি [বলিয়া যে আপনি বলিতেছেন], তিনি কে? কী কাজ করেন? তাঁহার নাম কী? গোত্র কী? আমরাও তাঁহার দর্শনেচ্ছু।'

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :

৪৬. 'সম্ভব নামক যেই ক্ষৌরকার ক্ষৌরকর্মে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই উপাসক তোমাদের সেবাকারী, তোমরা তাঁহাকে অবগত আছ। তাঁহাকে তোমরা লজ্জা দিও না, তিনি অতি ভদ্র।'

বণিকগণ তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন :

৪৭. 'হে দেবতে, যাহা আপনি বলিলেন, [স্বরূপবশে] আমরাও তাহা অবগত আছি। তবে, আপনি যতদূর কীর্তন করিলেন, তিনি যে এতদূর গুণসম্পন্ন, তাঁহার সেই গুণ সম্বন্ধে আমরা জানি না। আপনার মুখে ঈদৃশ মহত্ত্ব প্রকাশক বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া, আমরাও তাঁহাকে পূজা করিব।'

অতঃপর দেবপুত্র বণিকগণকে আপন বিমানে উঠাইয়া, ধর্ম বিষয়ে অনুশাসনার্থ বলিলেন :

৪৮. 'তোমরা এই বণিকদল বালক, বৃদ্ধ অথবা মধ্য বয়স্ক যত মানব আছ, সকলেই আমার বিমানে আরোহণ কর, কৃপণ ব্যক্তিরা পুণ্যের ফল কীরূপ দেখুক।'

পরিশিষ্টে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ধর্মসঙ্গায়নকারী স্থবিরগণ আরোপ করিয়াছেন :

৪৯. 'তথায় তাহারা সকলেই [আগ্রহাতিশয্যে] 'আমি পূর্বে, আমি পূর্বে' [আরোহণ করিব] এইরূপ বলিতে বলিতে ক্ষৌরকারকে অগ্রবর্তী করিয়া, সকলেই সেই ইন্দ্রভবন তুল্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিল।

৫০. তথায় [দেবপুত্র সমীপে] তাহারা সকলেই 'আমি প্রথম' [উপাসকত্ব গ্রহণ করিব, এইরূপ আগ্রহসহকারে] বলিয়া উপাসকত্ব প্রকাশ করিয়াছিল।

[সেই হইতে] তাহারা প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিল, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিয়াছিল।

৫১. [সেই হইতে তাহারা] মদ্যপান করে নাই, মিথ্যা বলে নাই, স্বকীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিল। তথায় তাহারা সকলেই 'আমি প্রথম' এইরূপ [আগ্রহ বাক্য] বলিয়া উপাসকত্ব প্রকাশপূর্বক [দেবতার উপদেশ] পুনঃপুন অনুমোদনান্তর দেবঋদ্ধিপ্রভাবে প্রস্থান করিয়াছিল।

৫২. তাহারা ধনার্থী হইয়া, বিপুল অর্থলাভের প্রত্যাশায় সিন্ধু-সোবীর দেশে গমনপূর্বক যথা অধ্যাশয়মতে কার্য করণান্তর যথেষ্টরূপে লাভবান হইয়া, নিরাপদে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

৫৩. তাহারা নিরাপদে আপন আপন গৃহে আগমনপূর্বক স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া, আনন্দ হৃদয়ে, প্রসন্নচিত্তে ও প্রীতমনে সেরিস্‌সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

৫৪. তাহারা [কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ] সেরিস্‌সক দেবপুত্রের নামে একখানা পরিবেণ [বিহার] নির্মাণ করিয়াছিল। সৎপুরুষের সেবা—এইরূপ অর্থসাধক। ধর্মগুণ সেবা মহাফলদায়ক। একজন উপাসকের গুণে বণিকদলের সকলেই সুখী হইয়াছিল।'

পায়াসি দেবপুত্র ও বণিকদলের মধ্যে যেই সমস্ত আলাপ হইয়াছিল, সম্ভব উপাসক তাহা স্থবিরগণকে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময় যশ স্থবির প্রমুখ মহাস্থবিরগণ তাহা সঙ্গীতিতে আরোপ করিয়াছিলেন। অনন্তর সম্ভব উপাসক মাতাপিতার মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

[সেরিস্‌সক বিমান সমাপ্ত]

৭.১১. সুনিক্ষিপ্ত বিমান

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় অন্যতর কোনো এক দেবপুত্র স্বকীয় বিমানদ্বারে স্থিত ছিলেন। তিনি মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের দর্শন লাভে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই দেবপুত্র অতীত জন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মনুষ্যকুলে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হইলে, তাঁহার শারীরিক ধাতু নিধান করিয়া, তদুপরি কনকময় চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। সেই চৈত্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-উপাসক-উপাসিকা এই চারি পরিষদ সময়ান্তরে পুষ্প, প্রদীপ ও সুগন্ধ

দ্রব্যাদি পূজা করিতেন। একদা অন্যান্য ভক্তগণ পূজা করিয়া প্রস্থান করিলে, পূর্বোক্ত ব্যক্তি চৈত্যপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুষ্পসমূহ দেখিতে পাইয়া তিনি পুষ্পসমূহ সুনিক্ষিপ্ত বা সুন্দররূপে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর সাজানো দ্বারা উহা বড় মনোরম দেখাইতেছিল। ইহাতে তাঁহার প্রবল প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সেই প্রীতি উৎফুল্ল হৃদয়ে পূজা ও বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্তরে সেই পুণ্যাভা উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছিল। অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জন্য দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনকবিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি মহাক্ষমতাসম্পন্ন, ঋদ্ধিমান ও মহাপরিবারযুক্ত হইয়াছিলেন। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাহার দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. সুগতের [কাশ্যপ বুদ্ধের] ধাতুনিহিত চৈত্যে বিশৃঙ্খলায় বিক্ষিপ্ত [পূজাকৃত] পুষ্পসমূহ আমি সুন্দররূপে সাজাইয়া দিয়াছিলাম, সেই পুণ্যের প্রভাবে এখন আমি মহাঋদ্ধি মহানুভাবসম্পন্ন হইয়া দিব্য কামগুণে অভিরমিত হইতেছি।

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৮. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি : মানবকুলে জন্ম লাভ করিয়া, যেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই কর্মের প্রভাবেই আমি ঈদৃশ দীপ্তানুভাবসম্পন্ন হইয়াছি। আমার শরীরবর্ণ সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে।'

দেবপুত্র আপন সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির তাঁহাকে ধর্মদেশনান্তর মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানকে সেই দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

[সুনিক্ষিপ্ত বিমান সমাপ্ত]

[পুরুষ বিমান বর্ণনা সমাপ্ত]

সপ্ত বর্গে পরিপূর্ণ বিমানবত্থু বর্ণনা সমাপ্ত।

========

খুদ্দকনিকায়ে

প্রেতকাহিনি

শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে প্রেতকাহিনি

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

খুদ্দকনিকায়ে
প্রেতকাহিনি

১. উরগ বর্গ

১. ক্ষেত্রোপম প্রেত

ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরে এক ধনকুবের অবস্থান করিতেন। তিনি বহু কোটি ধনের অধিপতি। তাই তিনি মহাধনশ্রেষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রেষ্ঠীপ্রবরের একটি মাত্র সন্তান। পুত্রটি ছিল তাঁহার নয়নের মণি, আদরে দুলাল। অনুপম স্নেহ-মমতা ও ভোগ-বিলাসের মধ্য দিয়া ছেলেটি বাড়িতে লাগিল।

মহাধন পুত্রকে এমনই সুনজরে রক্ষা করিতে লাগিলেন যে, সংসারের কোনো দুঃখই যেন প্রাণপ্রতিমকে স্পর্শ করিতে না পারে। ধনপতি চিন্তা করিতেন, আমার পুত্র যদি দৈনিক হাজার টাকাও ব্যয় করে, শত বৎসরেও আমার ধনভাণ্ডারের কী-বা ব্যয় হইবে! আমার ননী-পুতুল পুত্রের লিখাপড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। লিখিতে গেলে তার হাতে বেদনা পাইবে, পড়িতে গেলে চক্ষের কষ্ট হইবে। যে অফুরন্ত ধনের অধিপতি, তাঁর ছেলের শিল্প বাণিজ্যের কী প্রয়োজন?

যথাসময়ে পুত্র ললিত যৌবনে পদার্পণ করিল। যৌবনকাল অতি ভীষণকাল। যৌবন উন্মাদে যুবক সংসারকে দেখে, বিলাসের বিচিত্র লীলা নিকেতন। দুর্নিবার গতিতে সে ছুটিয়া চলে মাধুরীমাময় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দিকে। সারাক্ষণ ভ্রমরতুল্য পঞ্চ বিষয় ফুলে ঘুরিয়া বেড়াইতে সে ভালোবাসে। তা-ই তার শ্রেয়, তা-ই তার প্রেয়।

ধনপতি যৌবনমদে মত্ত তাঁর আদরের পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যথাসত্বর বিবাহের আয়োজন করিলেন। সমকুলের

অভিরূপা এক তরুণীর সহিত পুত্রের পরিণয় কার্য সম্পাদন করিলেন। কামনন্দিনী বিলাসিনী স্ত্রীর বিলাস-মোহে সে অভিভূত হইল অভূতরূপে। কামতৃষ্ণায় তৃষ্ণিত অন্তরে ধর্মচিন্তার স্থান নাই। হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কুশলচিত্ত অন্ধীভূত হয়।

মহাধনের সুরচিত সৌন্দর্যভরা সংসার উদ্যানে কীট প্রবেশ করিল। তাঁহার আদুরের পুত্র উচ্ছৃঙ্খল, অবিনীত ও দুরাচার হইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে জুটিল কয়েকজন তোষামদকারী অনাচারী পাপমিত্র। তাহাদের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুদের সন্তোষ বিধানের জন্য সে নিন্দনীয় পাপকার্যে আত্মনিয়োগ করিল। মাতাপিতার হিতোপদেশ অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিত। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দেখিলে ভ্রূকুটি করিত, ধর্মচারীকে উপহাস করিত।

মাতাপিতার আশালতা ছিন্ন হইল। সোনার সংসার ছারখার হইল। কুমতিপরায়ণ মূর্খপুত্রকে সৎপথে আনিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। জনক-জননীর অন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। অহোরাত্র কেবল মর্মান্তিক অনুতাপেই জর্জরিত হইয়া তাঁহারা শেষ জীবনে শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ইহার জন্য দায়ী কে? ধনপতিই নিজের দুঃখের কারণ নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিশব্দ সর্বত্রই দোষাবহ। পুত্রের প্রতি অতি আদর দেখাইয়াই তিনি সর্বনাশ করিয়াছেন। আদর অন্তরের জিনিস। বারি বর্ষণের প্রমাণাধিক্যে দেশ বন্যা প্লাবনে ধ্বংস হয়। আদর স্নেহও তদ্রূপ বহিঃপ্রকাশের নহে। পুত্রের সৎ শিক্ষায় উদাসীন মাতাপিতার ভাগ্যে এরূপই ঘটে।

মহাধন ও তৎপত্নী মর্মযাতনা নিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কুলকলঙ্ক মূর্খপুত্র অতুল ঐশ্বর্যের সর্বময় কর্তা হইল। দৈনন্দিন তাহার পাপমতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অজস্র অর্থ ব্যয়ে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কুলকুমারী ও কুলবধু সংগ্রহ ও ব্যভিচারে নিজকে ডুবাইয়া রাখিল। প্রতিদিন বহুতর ছাগ-মেষাদির উৎকৃষ্ট মাংস, প্রণীত খাদ্যভোজ্য, মদ্য, নৃত্য-গীত ও বিবিধ বিলাসোপকরণে তোষামদকারীদের মনঃতুষ্টি করিতে যাইয়া অপরিমিত অর্থ ব্যয়ে অচিরেই ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল। তৎপর ঋণ করিতে লাগিল। পরিশেষে ঋণদায়ে বাড়ি-ঘর বাস্তুভিটা সবই হারাইল। এখন সে নিঃস্ব। তোষামদকারীদের আর দেখা নাই। আজ সে পথের ভিখারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, আর পান্থশালায় পড়িয়া থাকে। অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম ফলই এরূপ।

একদিন সে পান্থশালায় বসিয়া অতীতের কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় কতিপয় চোর তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তাহারা বলিল, 'কি হে যুবক, পঙ্গুর ন্যায় হাত-পা গুটাইয়া বিমর্ষ বদনে এখানে বসিয়া আছ কেন? তোমার তো দেখিতেছি বেশ সুঠাম দেহ। চল আমাদের সঙ্গে, ধরা না পড়িলে চুরি বিদ্যাই ভালো। খাওয়ার জন্য আর এমনভাবে চিন্তা করিতে হইবে না।'

চোরদের এ প্রস্তাবে সে সানন্দে স্বীকৃত হইল। এবার আর একদল জুটিল তার অসৎ সঙ্গী। চোরের সঙ্গে যাইয়া প্রথম দিবসেই সে ধরা পড়িল। নতুন চোর কি না, কৌশল শিখে নাই। লোকেরা প্রহার করিতে করিতে তাহাকে রাজদরবারে উপস্থিত করিল। রাজার বিচারে তাহার শিরশ্ছেদের হুকুম দিল। ঘাতক পূর্বকৃত্য সম্পাদনে ব্যাপৃত হইল। এই নতুন চোরকে সে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল, গলদেশে রক্ত কবরীর মালা পরাইল, মস্তকে ইষ্টকচূর্ণ মাখাইল। তৎপর ঘাতক ভেরীশব্দে পুরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপরাধীকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বধ্যভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইল।

এমন সময় সুলসা নাম্নী বারাঙ্গনা প্রাসাদ বাতায়ন পথে নির্যাতিত চোরকে নিরীক্ষণ করিল। ধনপতি পুত্রের সহিত তাহার পূর্বপরিচয়-হেতু তাহার প্রতি সুলসার দয়ার সঞ্চার হইল। তৎমুহূর্তেই সে তাহার জন্য চতুর্বিধ সুমধুর ওজঃসম্পন্ন মোদক ও পানীয় জল পাঠাইয়া দিল। নগররক্ষকের নিকট ইহাও অনুরোধ করিল যে, 'আমার প্রেরিত এই মোদক সেবন ও জলপান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করিবেন।'

ওই সময় আয়ুষ্মান মৌদ্গল্লায়ন শ্রেষ্ঠীপুত্রের এরূপ শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে চিন্তা করিলেন, 'এ ব্যক্তি পুণ্যার্জন করে নাই, অথচ পাপই অর্জন করিয়াছেন। তদ্ধেতু মৃত্যুর পর সে নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সুগতি লাভের উপায় করিব।' এই চিন্তা করিয়া মহাস্থবির ঋদ্ধিপ্রভাবে চোরের সম্মুখেই প্রদুর্ভূত হইলেন। সেই সময় সুলসার প্রেরিত মোদক ও পানীয় জলও চোরের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। স্থবির দর্শনে চোর প্রসন্ন হইল। সে চিন্তা করিল, 'আমার মৃত্যু এখন আসন্ন। এই মোদক খাওয়ার আর প্রয়োজন কী? ইহাই আমার পরলোক গমনের পাথেয় হইবে।' এই চিন্তা করিয়া সে মোদক ও পানীয় জল মহাস্থবিরকে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রদান করিল। স্থবিরও তাহার সৌমনস্য বর্ধনের জন্য তাহার দৃশ্যমান স্থানে উপবেশন করিয়া সেই দানীয়বস্তু সেবন করিলেন। অনন্তর ঘাতক যথাস্থানে যথাসময়ে

তাহার শিরশ্ছেদ করিল।

অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র মৌদ্গাল্লায়নকে দান দেওয়ার ফলে শ্রেষ্ঠীপুত্রের ঊর্ধ্বতন দেবলোকে উৎপত্তির হেতু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মৃত্যুক্ষণে সুলসার প্রতি অনুরাগবশত সে রাজগৃহের পর্বতকন্দরে নিবিড় ছায়াসম্পন্ন এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে হীনস্তরের বৃক্ষদেবতারূপে জন্মপরিগ্রহ করিল।

'এই শ্রেষ্ঠীপুত্র প্রথম বয়সে কুলবংশ ও কুলমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলে উত্তম শ্রেষ্ঠীস্থান, মধ্যম বয়সে উদ্যোগী হইলে মধ্যম শ্রেষ্ঠীস্থান এবং শেষ বয়সে উদ্যোগী হইলে সাধারণ শ্রেষ্ঠীস্থান লাভে সমর্থ হইত। আর যদি সে প্রথম বয়সে প্রব্রজিত হইলে অর্হৎ, মধ্যম বয়সে প্রব্রজিত হইলে সকৃদাগামী এবং শেষ বয়সে প্রব্রজিত হইলে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিত। কিন্তু পাপমিত্র সংসর্গই তাহার এত অধোগতির কারণ হইয়াছিল।'

একদা সুলসা উদ্যান ভ্রমণে গিয়াছিল। সেই উদ্যান উক্ত বটবৃক্ষের সন্নিকটে। সেই বৃক্ষদেবতা সুলসাকে দেখিয়াই কামরাগাসক্ত হইল। সেই দেবতা দেবঋদ্ধি প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া সুলসাকে স্বীয় ভবনে নিয়া গেল। ইহার সপ্তাহকাল পরে ভগবান বুদ্ধ বেণুবন বিহারে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন। সুলসার বিশেষ অনুরোধে বৃক্ষদেবতা সুলসাকে বেণুবন বিহারে ধর্মসভায় উপস্থিত করিল এবং অদৃশ্যমান অবস্থায় একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

উপস্থিত জনতা সুলসাকে হঠাৎ দর্শনে বলিয়া উঠিল—'সুলসে, তুমি এতদিন কোথায় গিয়াছিলে? তোমার মাতা যে উন্মাদিনী প্রায় তোমার অনুসন্ধান করিতেছে।' তখন সুলসা জনগণকে তাহার মোদক দান হইতে সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করিল। ইহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া সানন্দে বলিতে লাগিলেন, 'অর্হৎগণ জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। ঈদৃশ পুণ্যক্ষেত্রে অল্পমাত্র দান করিলেও দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে।' ভিক্ষুগণ জনসংঘের এই আনন্দের বিষয় ভগবানকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বলিলেন :

১. অর্হৎ উর্বর ক্ষেত্র সদৃশ, দায়ক কৃষক সদৃশ এবং দানীয় বস্তু বীব সদৃশ। এইরূপ দান হইতে দায়কের সুখফল উৎপন্ন হয়।

২. ঈদৃশ ক্ষেত্রে যথোক্ত বীজ বপিত হইলে, যেই সুফল উৎপন্ন হয়, তাহা দায়ক পরিভোগ করে। প্রেত-উদ্দেশ্যে যদি দান করে, প্রেত তাহা লাভ করে এবং পরিভোগ করে। দাতা দানময় পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যলোকে

ভোগসম্পত্তি সমৃদ্ধ হয়।

৩. বর্তমান জন্মেই প্রেতগণের উদ্দেশ্যে দানময় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাহাদিগকে পুণ্যদানরূপ পূজা করিবে। দাতা বস্তুদান ও পুণ্যদানরূপ ভদ্র কর্মের প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য ঐশ্বর্য ইত্যাদি দশবিধ গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

ভগবানের এই দেশনায় সুলসা ও বৃক্ষদেবতা প্রমুখ উপস্থিত জনগণ ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

২. শূকরমুখ প্রেত

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনে এক ভিক্ষু কায়দ্বারে সংযত ছিলেন বটে, কিন্তু বাক্যদ্বারে ছিলেন অসংযত। তিনি সর্বদা ভিক্ষদিগকে আক্রোশপূর্ণ বাক্যে ভর্ৎসনা করিতেন। ইহাতেই তিনি মৃত্যুর পর নিরয়ে পতিত হন। তথায় এক বুদ্ধান্তরকাল নিরয় দুঃখ পরিভোগান্তে গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ সমীপে গৃধ্রকূট পর্বত পাদদেশে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; তাহার দেহ হইল সুবর্ণবর্ণ এবং মুখখানা হইল শূকরমুখ সদৃশ। নারদ স্থবির তখন গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। এক প্রভাতে তিনি শরীরকৃত্য সমাধা করিয়া পাত্র হস্তে রাজগৃহে পিণ্ডচারণে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে এই শূকর মুখ প্রেতটিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তোমার সমস্ত দেহ সুবর্ণ বর্ণ। তোমার দেহের প্রভায় সর্বদিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। অথচ তোমার মুখখানা শূকর মুখ সদৃশ। তুমি পূর্বে কি কর্ম করিয়াছিলে?

প্রত্যুত্তরে প্রেত কহিল :

২. আমি কায়িক সংযত ছিলাম, কিন্তু বাচনিক ছিলাম অসংযত। তদ্ধেতুই আপনি আমার এতাদৃশ বর্ণ দেখিতেছেন।

৩. প্রভো নারদ, আপনি আমাকে নিজেই দেখিতেছেন, তাই আমি আপনাকে বলিতেছি—'বাচনিক পাপ করিবেন না; আমার ন্যায় যেন শূকর মুখ প্রাপ্ত না হন।

নারদ স্থবির সেদিন অপরাহ্নে বেণুবন বিহারে চতুর্ববর্গ পরিষদ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবানকে উক্ত প্রেত সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। তখন ভগবান নারদকে বলিলেন, 'হে নারদ, আমি এই প্রেতটিকে পূর্বেই দেখিয়াছি।' ইহা প্রকাশান্তর বুদ্ধ দুর্ভাষিত ও সুভাষিত বাক্যের বিবিধ গুণাগুণ বহু যুক্তি উপমা সহযোগে বিচিত্ররূপে দেশনা করিলেন। এই দেশনা উপস্থিত পরিষদের

সার্থক পরিণত হইয়াছিল।

৩. পূতিমুখ প্রেত

ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে দুইজন সদ্বংশজাত যুবক বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। কোনো গ্রাম্য বিহারে উভয়ে একসঙ্গে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শীলবান এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

একদা জনৈক ভিক্ষু আসিল তাহাদের নিকট অতিথিরূপে। ভিক্ষুটি কিন্তু বড় কুটিল ও দ্বেষপরায়ণ। বিহারবাসী ভিক্ষুদ্বয় তাহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকার করিয়া বিহারে রাখিলেন। পর দিবস তাহাকে সঙ্গে নিয়া স্থবিরদ্বয় গ্রামে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করিলেন। দায়কগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান-সৎকার সহকারে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রদান করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষু এসব দর্শনে চিন্তা করিল, 'ভিক্ষার পক্ষে এই গ্রামটা বড়ই উত্তম। দায়কগণও বেশ শ্রদ্ধাবান। তাঁহারা উত্তম খাদ্যভোজ্যই দান করেন। বিহারটাও বেশ আরামদায়ক। এ স্থানে সুখেই বাস করিতে পারিব। তবে, এই ভিক্ষুদ্বয় যদি এখানে অবস্থান করে, তাহা হইলে আমার নিরাপদ হইবে না। আমি তাহাদের মধ্যে এমন ভেদ সৃষ্টি করিয়া দিব যে, তাহারা পরস্পর যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া এ স্থান হইতে চিরতরে চলিয়া যায়।

একসময় এই পাপাশয় আগন্তুক ভিক্ষু অসময়ে প্রধান স্থবিরের প্রকোষ্ঠে গিয়া তাঁহাকে বলিল, 'ভন্তে, আপনার সহায়ক ভিক্ষু যতক্ষণ আপনার সম্মুখে থাকেন, ততক্ষণ আপনার মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন মাত্র, কিন্তু আপনার পশ্চাতে মহাশত্রুর ন্যায়ই আচরণ করেন।' তিনি বলেন, 'আপনি শঠ, প্রবঞ্চক, মায়াবী, কুহকী এবং দৃষ্টিকলুষ মিথ্যা জীবিকায় জীবিকা নির্বাহকারী ইত্যাদি বলিয়া আপনার অপবাদ ও দোষারোপ করেন। আপনার চিত্ত বিশুদ্ধিতা হেতু, ইহা আপনি বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নাই, ভবিষ্যতে ইহা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।' এরূপ প্রবঞ্চনা বাক্য দুই চারিবার বলাতে মহাস্থবিরের চিত্তে অন্যথাভাবের সৃষ্টি হইল। অপর ভিক্ষুর চিত্তেও অনুরূপ ভেদ বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহাতে স্থবিরদ্বয় পরস্পর অতিশয় বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেন। এক দিন তাঁহারা উভয়েই নীরবে চলিয়া গেলেন।

পাপাশয় আগন্তুক ভিক্ষুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। যথাসময়ে পিণ্ডচারণ মানসে আগন্তুক ভিক্ষু গ্রামে প্রবেশ করিল। দায়কগণ বিহারবাসী ভিক্ষুদ্বয়কে না দেখিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহার

নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। পাপমতি ভিক্ষু শঠামিপূর্ণ মিথ্যাবাক্যে বলিল, 'ভিক্ষুদ্বয় সারা রাত্রি কলহ করিয়াছেন। আমি কত প্রকারে নিষেধ করিলাম কলহ করা ভালো নহে, মিলিয়া মিশিয়া থাকা ভালো, কলহ অনর্থকর, অকুশলজনক ইত্যাদি কত যে হিতোপদেশ দিলাম, তাঁহারা কিছুই শুনিলেন না। প্রাতে উভয়েই বিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।' তখন দায়কগণ এই ভিক্ষুকে এই বলিয়া অনুরোধ করিলেন, 'ভন্তে, আপনি আমাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া এখানেই নিরুদ্বেগে বাস করুন।' সেও সাধু বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাহার চিত্তে এইরূপ তীব্র দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল—'আমি আমিষ লোভে শীলবান ও কল্যাণধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া বহু অধর্ম করিয়াছি।' এই তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভিক্ষু ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইল। অসহ্য রোগযন্ত্রণায় অচিরেই তাহার জীবন দীপ নির্বাপিত হইল। হতভাগ্য ভিক্ষু দেহান্তে অবীচি মহানিরয়ে উৎপন্ন হইল।

উপর্যুক্ত স্থবিরদ্বয় দুই দিকে বিচরণ করিতে করিতে কোনো এক বিহারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে আলাপান্তে ওই পাপী ভিক্ষুর ভেদ বৈষম্যজনক কার্যকলাপের বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তখন সেই উভয় ভিক্ষু মৈত্রীপাশে আবদ্ধ হইয়া অনুক্রমে তাঁহাদের পূর্বনিবাসস্থান বিহারেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দায়কগণ স্থবিরদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং পূর্বের ন্যায় তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুদ্বয় উগ্র বৈরাগ্যের আশ্রয়ে সমাহিত চিত্তে বিদর্শন ভাবনায় রত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

সেই পাপী ভিক্ষু এক বুদ্ধান্তরকাল নিরয়দুঃখ ভোগ করার পর গৌতম বুদ্ধের সমকালে রাজগৃহের অনতিদূরে পূতিমুখ প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। সর্বদা তাহার মুখাভ্যন্তর হইতে কৃমিকুল বাহির হইয়া মুখের বহির্ভাগে নানাস্থানে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া খাইত। বহুদূর পর্যন্ত তাহার দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইল। একসময় আয়ুষ্মান নারদ স্থবির গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ করিবার কালে এই প্রেতকে দেখিয়া তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি সুন্দর দিব্য দেহবর্ণে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে স্থিত আছ বটে, কিন্তু তোমার মুখ ভীষণ পূতিগন্ধময়। কৃমিকুল তোমার মুখ খাইতেছে। তুমি পূর্বে কোন কর্ম করিয়াছিলে?

প্রেত বলিল :

২. আমি পূর্বজন্মে হীন পাপী শ্রমণ ছিলাম। তখন বাক্যের দ্বারা পরগুণ ধ্বংসকারী মিথ্যা, কর্কশ ও পিশুনাদি দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করিতাম। দেহ তপস্বীর ন্যায় ছিল বটে, কিন্তু বাক্যে বড়ই অসংযত ছিলাম। দৈহিক শুচিতাবশত আমার চর্মবর্ণ অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু বাচনিক অসংযমতা-হেতু মুখ পূতিময় ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে।

৩. প্রভো নারদ, আমার এই অবস্থা আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন। প্রাণীদের অনুকম্পাকারী, কুশল নিপুণ সম্যকসম্বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি বলিতেছি—'পিশুন ও মিথ্যা কথা বলিবেন না। ইহলোকে বাক্যে সংযত হইলে, আপনি দেবত্ব লাভ করিবেন। তথায় প্রভূত দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়া পরম সুখে অভিরমিত হইবেন।

নারদ স্থবির সেদিন অপরাহ্নে বেণুবন বিহারে উপনীত হইয়া ধর্মসভায় উপবিষ্ট ভগবান বুদ্ধকে এই প্রেতবিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান এই প্রেতের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা উপস্থিত পরিষদের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল।

৪. পিট্ঠধীতলিক প্রেত

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের এক দৌহিত্রী ছিল অতি আদরের। একসময় তাহার ক্রীড়ার জন্য ধাত্রী চাউলের আটা দিয়া এক পুত্তলিকা তৈরি করিল। এই ক্রীড়ার পুত্তলিকাটি তাহার হাতে দিয়া ধাত্রী বলিল, 'এই পুত্তলিকা তোমার মেয়ে। ইহা লইয়া খেলা কর।' শ্রেষ্ঠী দৌহিত্রীও সেই হইতে ওই পুত্তলিকার প্রতি স্বীয় কন্যাসংজ্ঞা উৎপাদন করিল। তৎ প্রতি প্রগাঢ় মমতাপরায়ণ হইল। একদিবস সেই ক্রীড়া পুত্তলিকা লইয়া আদর মিশ্রিত খেলা করিবার সময় অসাবধানতায় তাহা হস্তচ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে 'আমার মেয়ের মৃত্যু হইয়াছে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার কান্না কেহ বারণ করিতে পারিল না। সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। ধাত্রী অনন্যোপায় হইয়া কান্নারতা দৌহিত্রীকে বুদ্ধের সম্মুখে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিকের নিকট নিয়া আসিল। তিনি তাহার কান্নার কারণ অবগত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে নিয়া বলিলেন, 'তুমি রোদন করিও না। তোমার মেয়ের উদ্দেশ্যে দান করিব' শ্রেষ্ঠীর কথা শুনিয়া সে কান্না বন্ধ করিল। শ্রেষ্ঠী ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আমার দৌহিত্রীর ক্রীড়া পুত্তলিকার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে আগামীকল্য দান দিব। আপনি সশিষ্যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিলেন।

পরদিবস বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভোজনান্তে বুদ্ধ দান অনুমোদনের সময় নিম্নোক্ত উপদেশসমূহ প্রদান করিলেন :

১-২. যেকোনো একটা বিষয় উপলক্ষ করিয়া পূর্বে কালগত জ্ঞাতি প্রেতের উদ্দেশ্যে অথবা বাস্তুভিটায় অধিষ্ঠিত দেবতা অথবা বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক ও বিরূঢ়ক এই চারি যশস্বী লোকপাল দেবরাজের উদ্দেশ্যে কার্পণ্যমল ত্যাগ করিয়া দান করিবে। প্রদত্ত দানের পুণ্য প্রদানে উক্ত দেবগণও পূজিত ও সম্মানিত হয় এবং সেই দান দায়কদের পক্ষেও সফল হয়।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন, শোক ও বিলাপাদি করা উচিত নহে। তাহা প্রেতদের উপকারে আসে না। তথাপি জ্ঞাতিগণ অনর্থক কান্নাকাটি করিয়া থাকে।

৪. এই প্রদত্ত দান অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ধেতু এই দান পুণ্য প্রেতগণের দীর্ঘকালের হিতসুখ সম্পাদনের জন্য তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিকট সমুৎপন্ন হয়, ইহাই ধর্মতা।

ভগবান এই ধর্মদেশনায় সমবেত জনগণের অন্তরে প্রেত উদ্দেশ্যে দান দিবার আগ্রহ উৎপাদন করিয়া বিহারে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস হইতে শ্রেষ্ঠীপত্নী ও জ্ঞাতিগণ একমাস ব্যাপিয়া শ্রেষ্ঠীর অনুকরণে মহাদানের প্রবর্তন করিলেন।

একদা কোশলরাজ প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আজ একমাস পর্যন্ত ভিক্ষুসংঘ আমার গৃহে উপস্থিত হইতেছেন না কেন? তখন ভগবান অনাথপিণ্ডিক ও তৎপত্নীর দানের বিষয় আদ্যন্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া রাজাও শ্রেষ্ঠীর অনুকরণে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘে মহাদান দিলেন। নরগবাসীরাও ইহা দেখিয়া রাজার অনুকরণে মাসেককাল যাবৎ মহাদান দিলেন। এইরূপে দুই মাস যাবৎ ওই পুত্তলিকাকে হেতু করিয়া মহাদান প্রবর্তিত হইয়াছিল।

৫. তিরকুড্ড প্রেত

বহু অতীতের কথা। বিরানব্বই কল্প পূর্বের ঘটনা। তখন ভারতের মধ্যপ্রদেশে কাশীপুরী নামক এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। তথায় জয়সেন নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল সিরিমা। সিরিমার গর্ভে

'ফুস্‌স' নামক বোধিসত্ত্বের জন্ম হইল। যথাসময়ে তিনি সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। রাজা জয়সেন চিন্তা করিলেন, 'আমার পুত্র মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং আমারই বুদ্ধ, আমারই ধর্ম, আমারই সংঘ।' এই ধারণায় বুদ্ধের প্রতি মমত্ব উৎপাদন করিয়া নিত্য নিজেই বুদ্ধের ও ভিক্ষুসংঘের ভরণপোষণ এবং সেবাপূজাদি করিতেন। অন্য কাহাকেও সেবাপূজার অবকাশ দিতেন না।

বুদ্ধের তিনজন বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, 'বুদ্ধগণ সমগ্র জগৎবাসীর হিতার্থেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। শুধু একজনের জন্য নহেন। কিন্তু আমাদের পিতা অন্য কাহাকেও বুদ্ধের সেবাপূজা করিবার অবকাশ দিতেছেন না। আমরা কোন উপায়ে ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘের সেবাপূজা করিতে পারি! আমরা নিশ্চয়ই যেকোনো একটা উপায় স্থির করিব।' এরূপ পরামর্শের পর তাঁহারা একসময় প্রচার করিলেন, 'প্রত্যন্ত রাজ্য বিদ্রোহী হইয়াছে।' রাজা এই অপপ্রচারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুত্রত্রয়কে বিদ্রোহ দমনার্থ সীমান্তে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'বিদ্রোহ দমন করিয়া আসিয়াছি।' ইহাতে রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের যথেচ্ছিত বর প্রার্থনা কর। একটি মাত্র বর প্রার্থনার অধিকার দিলাম।'

তাঁহারা এই সুযোগে বলিলেন, 'আমরা ভগবানকে পূজা করিতে ইচ্ছা করি।' রাজা বলিলেন, 'ইহা ব্যতীত অন্য বর গ্রহণ কর।' পুত্রগণ কহিলেন, 'আমাদের অন্য বরের প্রয়োজন নাই।' রাজা অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন, 'তাহা হইলে তাহার একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া গ্রহণ কর।' তখন তাঁহারা সাত বৎসরের জন্য অবকাশ চাহিলেন। রাজা ইহাতে রাজি হইলেন না। অগত্যা তাঁহারা অনুক্রমে কমাইয়া পরিশেষে মাত্র তিন মাসের জন্য অবকাশ লাভ করিলেন। রাজকুমারগণ সানন্দে সশিষ্যে বুদ্ধকে... ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান মৌনভাবে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রাজকুমারত্রয় বিহার ও যাবতীয় সবকিছুরই ব্যবস্থা করাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহোৎসবের সহিত এই নতুন বিহারে নিয়া আসিলেন। অনন্তর রাজপুত্রত্রয় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সহস্র সেবকসহ মহাসমারোহে নবনির্মিত বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন। তথাগত বুদ্ধ সশিষ্য এই নতুন বিহারে বর্ষাযাপন করিলেন।

এই বিহারের ভাণ্ডাগারিক পরিষদের মধ্যে এক গৃহপতিপুত্র সস্ত্রীক ধর্মে

সশ্রদ্ধ ও প্রসন্ন ছিলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট দানীয়বস্তু প্রদান করিতেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সর্বকার্য নির্বাহের জন্য বহু কর্মচারী ও সেবক নিযুক্ত হইল। সেবকের মধ্যে কেহ কেহ শ্রদ্ধাহীন ছিল। তাহারা লোভ পরবশ হইয়া দানীয়বস্তু নিজেরাই পরিভোগ করিয়াছিল। পরিশেষে মনোমালিন্য-হেতু ভোজনশালা দগ্ধ করিয়াছিল। তথাপি রাজপুত্রত্রয় তিন মাস যাবৎ উত্তমরূপে বুদ্ধের পূজা-সৎকার করিলেন। বর্ষাবসানে সগৌরবে তথাগতকে পূর্বগামী করিয়া পিতৃসদনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ সেখানেই পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন।

রাজপুত্রত্রয় গ্রামবাসী প্রধান কর্মচারী ও ভাণ্ডাগারিক প্রমুখ শ্রদ্ধাবান সেবকগণ অনুক্রমে মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হইলেন। শ্রদ্ধাহীন সেবকগণ মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হইল। শ্রদ্ধাবানেরা স্বর্গ হইতে স্বর্গে এবং শ্রদ্ধাহীনেরা নিরয় হইতে নিরয়ে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুদীর্ঘ বিরানব্বই কল্পকাল অতিবাহিত করিল।

অতঃপর এই ভদ্রকল্পে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে উক্ত প্রদুষ্টচিত্ত অশ্রদ্ধ সেবকগণ প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তখন জনগণ আপন জ্ঞাতিপ্রেতের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া 'এই পুণ্য আমাদের জ্ঞাতিপ্রেতগণের হউক' এই বলিয়া পুণ্য দান করাতে স্বীয় স্বীয় প্রেতগণ পুণ্যানুমোদন করিয়া সুখী হইতেছিল। উপর্যুক্ত প্রেতগণ মুক্তির সন্ধান সকলে অবগত হইয়া দয়াল কশ্যপ বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা কাতর নিবেদনে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, আমরাও কি এবম্বিধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিব?' ভগবান কহিলেন, 'তোমরা এখন পারিবে না। ভবিষ্যতে গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। সেই বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিবেন। তিনি বিরানব্বই কল্প পূর্বে তোমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া তোমাদিগকে পুণ্য দিলে তোমরা সুখী হইতে পারিবে।' প্রেতগণ বুদ্ধের মুখে এই কথা শুনিয়া আগামীকল্যই তাহা যেন লাভ হইবে, এরূপ মনে হইল।

সেই হইতে এক বুদ্ধান্তর অতীত হইলে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইলেন। তখন ওই রাজপুত্রত্রয় সহস্র পুরুষসহ দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অনুক্রমে সকলেই ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া গয়াশীর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রধান কর্মচারী হইলেন বিম্বিসার রাজা। ভাণ্ডাগারিক হইলেন বিশাখ নামক শ্রেষ্ঠী। তাঁহার পত্নী হইলেন শ্রেষ্ঠীকন্যা ধর্মদিন্না এবং অবশিষ্ট

সেবক পরিষদগণ জন্মগ্রহণ করিলেন রাজপরিষদ হইয়া।

সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সপ্ত সপ্তাহের পর অনুক্রমে বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন, পঞ্চবর্গীয় ও যশ প্রভৃতিকে অরহত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তৎপর সহস্রাধিক শিষ্য পরিবারসম্পন্ন উক্ত ত্রৈ-ভ্রাতিক ঋষি প্রব্রজিত উরুবিল্ল কশ্যপ, গয়াকশ্যপ ও নদীকশ্যপকে দীক্ষা দিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় একাদশ অযুত অঙ্গ-মগধবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিসহ বিম্বিসারকে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। সেই আসনেই রাজা বুদ্ধকে আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

ভগবান পরদিবস ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিলেন। বুদ্ধের রাজপুরী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিম্বিসারের জ্ঞাতিপ্রেতগণ রাজবাড়িতে সমবেত হইল। তাহারা চিন্তা করিতেছিল—'রাজা এখনই বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘে দান দিয়া আমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যাংশ প্রদান করিবেন।' সুতরাং তাহারা রাজবাড়ি পরিবেষ্টন করিয়াই রহিল। রাজা দান দিয়া 'ভগবান কোথায় বাস করিবেন, বিহার কোথায় প্রস্তুত করিতে হইবে' এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সুতরাং কাহারও উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করিলেন না। ইহাতে প্রেতগণ নিরাশ হইয়া ক্ষোভে দুঃখে সেই রাত্রিতেই রাজবাড়িতে ভীতিজনক বিকট চিৎকার করিতে লাগিল। রাজা ইহাতে ভীত, সন্ত্রস্ত ও সংবিগ্ন হইয়া অতি প্রত্যুষেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ওই বিকট চিৎকারের কথা নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, ইহাতে আমার কোনো অমঙ্গল হইবে কি?' ভগবান বলিলেন, 'মহারাজ, ভয় করিবেন না। আপনার কোনোই অমঙ্গল হইবে না; অপিচ মঙ্গলই হইবে। আপনার বহু পুরাতন জ্ঞাতি প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি বুদ্ধকে মহাদান দিয়া তাহার পুণ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিবেন, এই আশায় তাহারা এক বুদ্ধান্তর পর্যন্ত আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনি গতকল্য দান দিয়া পুণ্যাংশ প্রদান করেন নাই। তাই তাহারা নিরাশ হইয়া এরূপ বিকট চিৎকার করিয়াছে।'

'ভন্তে, এখন সেই পুণ্যাংশ প্রদান করিলে, তাহারা লাভ করিবে কি?' 'হ্যাঁ মহারাজ, লাভ করিবে বৈ-কি!' 'ভন্তে, তাহা হইলে অদ্যকারের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। দান দিয়া আমার জ্ঞাতিগণকে পুণ্যাংশ প্রদান করিব।' ভগবান মৌনভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রাজা গৃহে যাইয়া মহাদান সজ্জিত করিলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া

রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে প্রেতগণ 'অদ্য নিশ্চয়ই আমরা পুণ্যাংশ লাভ করিব।' এই মনে করিয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান এমন এক ঋদ্ধি করিলেন যে, সমাগত সমস্ত প্রেত যেন রাজার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি প্রেতাগণকে দেখিয়া দুঃখ করিলেন, 'অহো! আমার জ্ঞাতিগণ কতই দুঃখে আছে।'

রাজা প্রথমে হস্ত প্রক্ষালনের জল দিবার সময় বলিলেন, 'ইহা আমার জ্ঞাতিদের হউক।' ইহা বলামাত্রই প্রেতদের জন্য এক দিব্য পুষ্করিণী উৎপন্ন হইল। প্রেতগণ উহাতে স্নান ও জলপানান্তে চিরবেদনা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিবিহীন হইল এবং দেহ উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণে পরিণত হইল। তাহারা যেন দেবতার ন্যায় দিব্য শরীর লাভ করিল। অতঃপর রাজা উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিয়া তাহাও জ্ঞাতিপ্রেতগণের হউক বলিয়া পুণ্যাংশ প্রদান করিলেন। তৎমুহূর্তেই প্রেতদের জন্য দিব্য খাদ্যভোজ্যাদি উৎপন্ন হইল। তাহারা তাহা পরিতৃপ্তির সহিত পরিভোগ করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইল। তৎপর বস্ত্র-শয্যা-আসনাদি দান দিয়া তাহার পুণ্যাংশ প্রদান করিলে তাহাদের দিব্য বস্ত্র-শয্যা-আচ্ছাদন-আসন ও নানাবিধ অলংকার উৎপন্ন হইল। রাজা এসব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। ভগবান ভোজনকৃত্য সমাপ্ত করিয়া রাজার দান অনুমোদনের জন্য এই তিরকুড্ড নামক প্রেততথ্য ভাষণ করিলেন :

১. প্রেতগণ পুণ্য লাভাশায় স্বীয় ঘরের দেওয়াল ও ঘেরার বাহিরে, চারি রাস্তার সংযোগস্থানে, তিন রাস্তার সন্ধিস্থলে, ঘরের বহির্কোনে ও দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

২. প্রেতদের পূর্বজন্মে দানপুণ্যের অভাব-হেতু পিতা-মাতা-জ্ঞাতি ও পুত্রকন্যার নিকট বহু অন্ন-পানীয় খাদ্যভোজ্য সজ্জিত থাকিলেও তাহাদের কথা কেহ স্মরণ করে না।

৩-৪. জ্ঞাতির মধ্যে যিনি প্রেতদের প্রতি অনুকম্পাকারী, তিনিই সময়ে এইরূপ পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উপযুক্ত ভোজ্য এবং পানীয়দ্রব্য দান দিয়া 'ইহা আমার জ্ঞাতিপ্রেতগণের হউক, আমার জ্ঞাতিপ্রেতগণ সুখী হউক।' এই বলিয়া পুণ্যদান করেন।

৫. জ্ঞাতিপ্রেতগণও তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুণ্যকর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া সাগ্রহে 'এই দান আমার হিতসুখার্থে প্রবর্তিত হউক।' এই বলিয়া অনুমোদন করে। প্রেতগণ ইহাও চিন্তা করে—'আমরা যাহাদের দ্বারা এই সম্পত্তি লাভ করিলাম, আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবি

হউক।’

৬. এই দান দ্বারা আমাদের পূজা (উপকার) করা হইল এবং দায়কদেরও দানচেতনা উৎপন্ন হইয়া জীবন সার্থক হইল। প্রেতলোকে যদ্বারা প্রেতগণ সুখে বাস করিতে পারে, তেমন কৃষি ও গোপালনাদি কিছুই নাই।

৭. বাণিজ্য, ব্যবসা ও টাকা-পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারও নাই, সুতরাং এখান হইতে জ্ঞাতিগণ-প্রদত্ত পুণ্য লাভেই প্রেতগণ তথায় জীবন যাপন করে।’

৮. উন্নত স্থলে অভিবর্ষিত জল যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এস্থান হইতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতদের নিকট গিয়া পৌঁছে।

৯. নদ-নদী জল পূর্ণ হইয়া যেমন সাগর পূর্ণ করে, তেমনই এখান হইতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতদের নিকট গিয়া পৌঁছে।

১০. আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও বাল্যবন্ধুগণ এসব ধনসম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, বিবিধ উপকার করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি তাহাদের সমস্ত কৃতোপকার স্মরণ করিয়া সেই মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সংঘদান ইত্যাদি সম্পাদনান্তে তাহাদিগকে পুণ্য দেওয়া কর্তব্য।

১১. যাহারা জ্ঞাতির মৃত্যুতে দানাদি সৎকর্মের পুণ্যাংশ না দিয়া শুধু রোদন, শোক, অনুতাপ ও বিলাপাদি করে, তদ্বারা প্রেতদের কোনোই উপকার হয় না।

বিম্বিসারের দান সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিতেছেন :

১২. এই দান উত্তম সংঘক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা প্রেতদের দীর্ঘকাল হিতের জন্য নিশ্চয়ই প্রেতলোকে পৌঁছিবে।

১৩. জ্ঞাতিপ্রেত উদ্দেশ্যে দান দিলে জ্ঞাতিধর্ম রক্ষা করা হয়, এই নীতিধর্ম অপরেরও অনুকরণীয়। ইহাতে প্রেতদের প্রভূত পূজা (উপকার) করা হয় এবং বিবিধ খাদ্যভোজ্য দান দ্বারা ভিক্ষুসংঘকে বলদান করা হয়। সুতরাং ইহাতে আপনিও বহু পুণ্য উৎপাদন করিয়াছেন।

৬. পঞ্চপুত্র খাদিকা পেত্নী

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে একখানা গ্রাম ছিল। তথায় জনৈক ব্যক্তির এক বন্ধ্যা পত্নী ছিল। একসময় উক্ত ব্যক্তির এক জ্ঞাতি তাহাকে বলিলেন, ‘আপনার পত্নী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনার জন্য আর একটি কন্যা আনিতে ইচ্ছা করি।’ পত্নীর প্রতি স্নেহাধিক্যবশত তিনি জ্ঞাতির কথায় সম্মত হইলেন না। তাঁহার বন্ধ্যা পত্নী উক্ত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া স্বামীকে বলিল, ‘স্বামীন, আমি বন্ধ্যা,

সুতরাং আপনার জন্য আর একটি মেয়ে আনয়ন করা উচিত মনে করি। আমার এই কথা প্রত্যাখ্যান করিয়া কুলোপচ্ছেদ ঘটাইবেন না।' পত্নীর এইরূপ উপর্যোপরি অনুরোধে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি অপর এক নারীর পাণি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে এই নবপরিণিতা পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইল। ইহা জ্ঞাত হইয়া বন্ধ্যা স্ত্রী চিন্তা করিল, 'এই সপত্নী সন্তান লাভের পর গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিবে।' এই চিন্তা করিয়া সে ঈর্ষাবশে তাহার গর্ভ নষ্টের উপায় খুঁজিতে লাগিল।

একদা এক পরিব্রাজিকাকে যথেষ্টরূপে অন্ন-পানীয়ে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারাই গর্ভপাতের ওষুধ প্রয়োগ করাইল। ইহাতে গর্ভপাত হইল। এই কথা তাহার মাতাকে বলিল। তাহার মাতাও সেকথা স্বীয় জ্ঞাতিদের নিকট প্রকাশ করিল। তখন জ্ঞাতিগণ বন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দ্বারাই কি ইহার গর্ভপাত করা হইয়াছে?' সে উত্তর করিল, 'না, আমার দ্বারা এই কাজ করা হয় নাই।' পুনরায় জ্ঞাতিগণ বলিল, 'যদি তুমি ইহা না করিয়া থাক, তাহা হইলে শপথ করিয়া বল।' ইহাতে বন্ধ্যা স্ত্রী নিরপরাধিনীর ন্যায় এরূপ মিথ্যা শপথ করিল, 'আমি যদি তাহার গর্ভপাত করি, তাহা হইলে আমি যেন দুর্গতিপরায়ণা ক্ষুধা-পিপাসাতুরা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচ পাঁচটি পুত্র প্রসব করিয়া সেগুলি ভক্ষণ করিলেও যেন আমার ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃতি না হয়। নিত্য দুর্গন্ধ ও মক্ষিকা পরিবেষ্টিতা হইয়া যেন অবস্থান করি।'

এই মিথ্যা শপথকারিণীর অচিরেই মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে এই গ্রামের অনতিদূরে ভীষণ দর্শনা এক পেত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

সেই সময়ে আটজন স্থবির বর্ষাবাস সমাপনান্তে বুদ্ধদর্শন মানসে শ্রাবস্তী অভিমুখে আসিতেছিলেন। তাঁহারা বহুদূর অতিক্রান্তের পর পথশ্রান্তি বিনোদন মানসে উক্ত গ্রামের কিছু দূরে ছায়াশীতল এক অরণ্যে একরাত্রি বাস করিলেন। সেই সময় উক্ত পেত্নী তাঁহাদিগকে দেখা দিল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সংঘস্থবির তিনি পেত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি বিবস্ত্রা, বিকট দর্শনা; সর্বদা তোমার দেহ হইতে ভীষণ পঁচা দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে এবং মক্ষিকা পরিবেষ্টিতা হইয়া এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তুমি কে?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

২. ভদন্ত, আমি যম নামক প্রেতলোকের দুর্গতা পেত্নী। পাপকর্ম করিয়া মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে জন্ম নিয়াছি।

৩. প্রত্যহ প্রাতে পাঁচটি এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া ভক্ষণ করি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার ক্ষুধা-যন্ত্রণার কোনোই লাঘব হয় না।

৪. আমার জঠর ক্ষুধাজ্বালায় দগ্ধ হয় ও ধুমাইতে থাকে। পানীয় জল পান করিতে পাই না। দেখুন, আমি কী দুঃখে নিপতিত হইয়াছি।

পুনরায় স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫. তুমি কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে পুত্রমাংস খাইতেছ?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী কহিল :

৬. আমার এক সপত্নী ছিল। সে অন্তঃসত্ত্বা হইলে তৎপ্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া প্রদুষ্টচিত্তে তাহার গর্ভপাতের ওষুধ প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

৭. ইহাতে তাহার রক্তস্রাবের সহিত দ্বৈমাসিক গর্ভপাত হইল। তখন তাহার মাতা কুপিতা হইয়া তাহার জ্ঞাতিবর্গকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইল।

৮. তাহারা আমাকে নানাবিধ ভর্ৎসনা করিয়া শপথ করিতে বলিল। তখন আমি মিথ্যাবাক্যে নিম্নোক্ত দারুণ শপথ করিলাম।

৯. 'আমি যদি তাহার গর্ভপাত করি, তাহা হইলে আমি (জন্মান্তরে) যেন পুত্রমাংস খাই। সেই গর্ভপাতজনিত প্রাণিহত্যা ও মিথ্যা শপথ এই দ্বিবিধ দুষ্কর্মের কারণে এখন রক্তপূঁজ ম্রক্ষিতা হইয়া পুত্রমাংস খাইতেছি।

প্রেত্নী স্বীয় কর্মবিপাক প্রকাশ করিয়া পুনরায় স্থবিরকে কহিল, 'ভন্তে, আমি এই গ্রামের অমুক ব্যক্তির পত্নী ছিলাম। ঈর্ষাবশে পাপকর্ম করিয়া এহেন দুঃখপূর্ণ প্রেতজন্ম লাভ করিয়াছি। ভন্তে, আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া উক্ত ব্যক্তির গৃহে গমন করুন। তিনি আপনাকে দান দিবেন। সেই দান পুণ্য আমাকে দেওয়াইবেন। এরূপ করিলে এই প্রেতদুঃখ হইতে আমি মুক্তি পাইব।

স্থবির এ কথা শ্রবণে সানন্দে প্রেত্নীর মুক্তির ভেলাস্বরূপ হইয়া উক্ত ব্যক্তির গৃহে গমন করিলেন। গৃহস্বামী স্থবির দর্শনে পুলকিত হইলেন। সগৌরবে স্থবিরকে প্রত্যুদগমন করিয়া গৃহে আনিলেন। তাঁহার পাত্রে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। তখন স্থবির সেই ব্যক্তিকে উক্ত প্রেত্নীর বিষয় জ্ঞাপন করিয়া এই দানপুণ্য প্রেত্নীর উদ্দেশ্যেই প্রদান করাইলেন। পুণ্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত্নী প্রেতদুঃখ হইতেই মুক্ত হইল। তাহার দিব্যদেহ ও প্রভূত সুখসম্পত্তি লাভ হইল। সেই রাত্রিতেই তাহার পূর্বস্বামীকে দেখা দিয়া আত্মকাহিনী প্রকাশ করিল এবং প্রেতদুঃখ হইতে

মুক্তি লাভের দরুন আনন্দ প্রকাশ করিল।

এই স্থবির অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া বুদ্ধের নিকট এই দারুণ কাহিনীর উল্লেখ করিলেন। ভগবান এই কাহিনীর উৎপত্তির কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহা শ্রবণে মহাজনসংঘের আতঙ্ক ও লোমহর্ষণ হইল। মিথ্যা শপথ ও গর্ভপাত, ঈর্ষা ও মাৎসর্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলেই মনে মনে সংকল্প করিলেন। এই দারুণ রোমাঞ্চকর দেশনা সমবেত জনমণ্ডলীর মহা উপকার সাধন করিয়াছিল।

৭. সপ্ত পুত্রখাদিকা পেত্নী

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে কোনো এক গ্রামে জনৈক ভদ্রলোক অবস্থান করিতেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল। ছেলে দুইটি স্বাস্থ্যবান ও অঙ্গসৌষ্ঠবে অতুলনীয় ছিল। তাহারা শান্ত, ভদ্র ও সদাচার প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট গুণে অলংকৃত ছিল। পুত্রদ্বয় নবযৌবনে পদার্পণ করিলে, তাহাদের মাতার 'পুত্রবতী' হিসেবে অহংকারে বুক ভরিয়া উঠিল। স্বামীকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোক পত্নীর এবম্বিধ অবজ্ঞায় সাতিশয় ক্ষুন্ন মনা হইয়া অন্য এক নারীর পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই নবপরিণিতা স্ত্রী অচিরেই অন্তঃসত্ত্বা হইল। জ্যেষ্ঠা পত্নী ইহা জ্ঞাত হইয়া ঈর্ষাবশে কুমতলব আটিল। জনৈক বৈদ্যকে খাদ্যভোজ্য ও টাকা-পয়সায় প্রলোভিত করিয়া ওষুধ প্রয়োগে গর্ভিণীর গর্ভপাত করাইল। অতঃপর সেই জ্যেষ্ঠা স্ত্রী জ্ঞাতিগণ ও স্বামী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, সে 'তাহা করে নাই' বলিয়া মিথ্যা বলিল। জ্ঞাতিগণ ও স্বামী তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া শপথ করিতে বলিলেন। তখন সে কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ না করিয়া বলিল, 'যদি আমি এমন কার্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যায় সাত সাতটি পুত্র প্রসব করিয়া যেন ভক্ষণ করি। নিত্য দুর্গন্ধময় ও মক্ষিকা পরিবেষ্টিত দুঃখময় দেহ যেন আমার লাভ হয়।' অহংকারী ঈর্ষাপরায়ণা নারী আত্মগোপন মানসে এরূপ মিথ্যা শপথ করিয়া বসিল।

যথাসময়ে এই পাপীষ্ঠার মৃত্যু হইল। তাহার স্বকৃত কর্মের বিপাকানুযায়ী প্রেতজন্ম লাভ করিয়া পুত্রমাংস খাইতে লাগিল। এবং সর্বদাই সে দুর্গন্ধময় স্থানেই বিচরণ করিত।

সেই সময় কতিপয় ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাবাস শেষ করিয়া বুদ্ধদর্শন মানসে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা অনুক্রমে পূর্বোক্ত গ্রামের

অনতিদূরে কোনো এক প্রদেশে রাত্রিযাপন করিলেন। সেই রাত্রিতে উক্ত পেত্নী ভিক্ষুগণকে দেখা দিল। নায়ক স্থবির তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি বিশ্রী ও বিবস্ত্রা, সর্বদা তোমার দেহ হইতে দুর্বিসহ পঁচা দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। মক্ষিকা পরিবেষ্টিতা হইয়া এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তুমি কে?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী কহিল :

২. প্রভো, আমি 'যম' নামক প্রেতলোকের দুর্গতা পেত্নী। পাপকর্ম করিয়া মানবকুল হইতে প্রেতকুলে জন্ম নিয়াছি।

৩. প্রত্যহ প্রাতে সাতটি এবং সন্ধ্যায় সাতটি পুত্র-সন্তান প্রসব করি বটে কিন্তু ইহাতে আমার ক্ষুধা যন্ত্রণার কোনো লাঘব হয় না।

৪. আমার হৃদ্‌পিণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় নিত্য দগ্ধ হয় ও ধুমাইতে থাকে। অগ্নির উৎকট উত্তাপে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় জ্বলিতেছি। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দুঃখের উপশম হইতেছে না।

ইহা শুনিয়া মহাস্থবির তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫. কায়-বাক্য-মনে তুমি কোনো প্রকার দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে পুত্রমাংস খাইতেছ?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী কহিল :

৬. বলযৌবনসম্পন্ন আমার দুইটি পুত্র ছিল। আমি পুত্র অহংকারে স্ফীতা হইয়া স্বীয় স্বামীকে অবজ্ঞা করিতাম।

৭. ইহাতে আমার স্বামী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এক সপত্নী আনয়ন করিলেন। সে গর্ভবতী হইলে তাহার প্রতি আমার ঈর্ষাময় পাপ চেতনা উৎপন্ন হইল।

৮. আমি প্রদুষ্টমনে তাহার গর্ভপাতের ওষুধ প্রয়োগ করিলাম। ইহাতে তাহার রক্তস্রাবের সঙ্গে ত্রৈমাসিক গর্ভপাত হইল।

৯. ইহাতে তাহার মাতা কূপিতা হইল জ্ঞাতিগণ একত্রিত করিয়া আমাকে বহু ভর্ৎসনা করিল এবং শপথ করাইল।

১০. তখন আমি মিথ্যাবাক্যে এরূপ দারুণ শপথ করিয়াছিলাম—'আমি যদি উক্ত কার্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন পুত্রমাংস খাই।'

১১. সেই গর্ভপাত কর্ম ও মিথ্যা ভাষণ এই উভয় কর্মের বিপাকে এখন রক্ত-পূঁজ ম্রক্ষিত পুত্রমাংস খাইতেছি।

প্রেত্নী স্বীয় কর্ম প্রকাশ করিয়া মহাস্থবিরকে বলিল, 'ভন্তে, আমি এই

গ্রামের অমুক ব্যক্তির পত্নী। ঈর্ষাবশে পাপকর্ম করিয়া এরূপ প্রেতজন্ম লাভ করিয়াছি। আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি তাঁহার গৃহে গমন করুন। তিনি আপনাদিগকে দান দিবেন। সেই দানপুণ্য আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করাইবেন। এরূপ করিলে প্রেতদুঃখ হইতে আমার মুক্তি হইবে।

স্থবির ইহা শ্রবণে প্রেত্নীর মুক্তির ভেলাস্বরূপ হইলেন মনে করিয়া আনন্দানুভব করিলেন। তিনি ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া পাত্র হস্তে সেই ব্যক্তির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী ভিক্ষুগণ দর্শনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাঁহাদিগকে উত্তম আসনে বসাইয়া প্রণীত খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। প্রধান ভিক্ষু উক্ত প্রেত্নীর বিষয় গৃহস্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি অত্যধিক আনন্দচিত্তে প্রেত্নীর উদ্দেশ্যে দান পুণ্য প্রদান করিলেন। এই পুণ্য পাওয়া মাত্রই প্রেত্নী প্রেতদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভূত সুখসম্পত্তি লাভ করিল। সেই রাত্রিতেই প্রেত্নী পূর্বস্বামীকে দেখা দিল।

স্থবিরগণও অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া এই কাহিনী ভগবানকে জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এ কাহিনীর মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। এই ধর্মদেশনা জনগণের সার্থকে পরিণত হইয়াছিল।

৮. গোণ প্রেত

শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্যক্তির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে তিনি অতিশয় শোকাকুল হৃদয়ে বিলাপপরায়ণ হইয়া উম্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। যাহাকে তিনি সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'আমার পিতাকে দেখিয়াছ কি?' তাঁহার এই শোক কেহই অপনোদন করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়গুহায় প্রদীপের ন্যায় স্রোতাপত্তিফলের হেতু দেদীপ্যমান ছিল।

ভগবান প্রত্যুষে দিব্যনেত্রে জগৎ অবলোকন করিবার সময় তাঁহার স্রোতাপত্তিফলের হেতু অবগত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'অতীত কারণ আহরণ করিয়া ইহার শোক উপশম করিতে হইবে।' ভগবান বুদ্ধ কতিপয় ভিক্ষুসহ তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের আগমনবার্তা শুনিয়া তিনি আগুবাড়াইয়া লইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে, সেই ব্যক্তি বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, আপনি কি জানেন, আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? বুদ্ধ বলিলেন, 'উপাসক, তুমি কি তোমার ইহকালের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, নাকি অতীত জন্মের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?' তিনি বুদ্ধের এই বাক্যেই বুঝিতে পারিলেন, আমার পিতা কেবল এটি নহে,

জন্মান্তরের পিতা বহু ছিল।' ইহাতেই তাঁহার তীব্র শোকবেগ একটু তনু হইল।

তৎপর শাস্তা ধর্মদেশনা করিয়া তাঁহার শোক অপনোদন করিলেন। বুদ্ধ পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে দর্শন করিলেন, এই ব্যক্তির চিত্ত ধর্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছে। তখন তিনি চারি আর্যসত্য এমন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিলেন যে, তাহা শুনিয়াই ইনি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একসময় বিহারে একত্রিত ভিক্ষুদের মধ্যে এরূপ কথার অবতারণা হইল—'বন্ধুগণ, বুদ্ধের প্রভাব দেখুন। তীব্র শোকগ্রস্ত উপাসককে মুহূর্ত মধ্যে বিনীত করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

বুদ্ধ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলে?' ভিক্ষুগণ তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন ভগবান বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি যে শুধু এজন্মেই তাহার শোক অপনোদন করিয়াছি, তাহা নহে, পূর্বেও অপনোদন করিয়াছিলাম। ভগবান এই কথা বলিলে, ভিক্ষুগণ সেই অতীত বিষয় বলিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান অতীত বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন :

পুরাকালে বারাণসীতে এক গৃহপতির পিতার মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুতে তিনি অতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি বক্ষে করাঘাত ও বিলাপপরায়ণ হইয়া পিতার শ্মশান প্রদক্ষিণ করিতেন। তাঁহার সুজাত নামক এক পুত্র ছিলেন। তিনি খুব পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। একদা পুত্র পিতার শোক অপনোদনের উপায় চিন্তা করিয়া গ্রামের বাহিরে এক মৃত গরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি কতেক তৃণ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া তাহা মৃত গরুর মুখের কাছে ধরিলেন এবং 'তৃণ খাও, জল পান কর' বারংবার এই কথাই বলিতে লাগিলেন। সেই পথে গমনকারী লোকেরা তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে সুজাত, তুমি কি পাগল হইয়াছ? মৃত গরুকে তৃণ ও জল দিতেছ কেন?' তিনি কাহারও কথার কোনোই উত্তর দিলেন না। লোকেরা যাইয়া তাহার পিতাকে বলিল, 'আপনার পুত্র সুজাত উন্মাদ হইয়াছে। সে মৃত গরুকে তৃণ-জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।' এই সংবাদে গৃহপতি পিতৃশোক ভুলিয়া পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। তখনই পুত্রের নিকট ছুটিয়া গেলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, লোকের কথা সত্যই। তখন পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে সুজাত, তুমি পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হইয়াও মৃত

গরুকে কেন তৃণ-জল খাইতে বলিতেছ?'

পিতা পুত্রকে নিম্নোক্ত কথায় ভর্ৎসনা করিলেন :

১. উন্মাদের ন্যায় জীর্ণশীর্ণ মৃত গরুকে 'তৃণ খাও, তৃণ খাও' বলিতেছ কেন?

২. তৃণ-জলে মৃত গরু জীবিত হইয়া উঠে না। তুমি মূর্খ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছ। প্রজ্ঞাবান হইয়াও পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছ।

ইহা শুনিয়া সুজাত পিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিলেন :

৩. মৃত গরুর এই পাদচতুষ্টয়, এই মস্তক, এই সপূচ্ছ দেহ এবং নেত্রদ্বয় মৃত্যুর পূর্বে যাহা বিদ্যমান ছিল, এখনো তাহা বিদ্যমান আছে। তদ্ধেতু আমি মনে করিতেছি, নিশ্চয়ই এই গরুটি সহসা জীবিত হইবে।

৪. অথচ আমার পিতামহের হস্ত, পদ, দেহ ও মস্তকাদি কিছুই দেখা যাইতেছে না। শুধু তাঁহার কতেক অস্থির উপর একটি মৃত্তিকা স্তূপ উপলক্ষ করিয়া আপনি রোদন করিতেছেন। ইহাতেই চিন্তা করুন, আমার চেয়ে আপনি শতসহস্র গুণে প্রজ্ঞাহীন নহেন কি?

সংস্কারমাত্রই ভঙ্গুরস্বভাব। সুতরাং সংস্কার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা যাহারা জানেন, তাঁহাদের আবার বিলাপ রোদন কেন? ইত্যাদি বলিয়া পিতাকে বহু হিতোপদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া পিতা চিন্তা করিলেন, 'আমার পুত্র পণ্ডিত। আমাকে বুঝাইবার জন্যই সে এই কাজ করিয়াছে।' ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি কহিলেন, 'বাবা সুজাত, সকল প্রাণীই মরণশীল, ইহা অনিবার্য। এই হইতে আমি আর অনুশোচনা করিব না। শোক বিনোদনকারী ঈদৃশ গুণসম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি বাক্যে পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত চারিটি গাথা ভাষণ করিলেন :

৫. ঘৃতসিক্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়, আমার শোকও তেমন নির্বাপিত হইয়াছে, হৃদয়ের সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে।

৬. আমার হৃদয়াশ্রিত শোকশল্য উৎপাটিত হইয়াছে। আমি পিতৃশোকে অভিভূত হইয়াছিলাম, তাহা এখন তুমি অপনোদন করিয়াছ।

৭. আমি এখন শোকশল্য হইতে মুক্ত হইয়া স্মৃতিসহকারে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছি। হে পুত্র, তোমার কথা শুনিয়া আমি আর অনুতাপ ও রোদন করিব না।

৮. সুজাত যেমন পিতাকে শোকমুক্ত করিল, যাঁহারা প্রজ্ঞাবান ও অনুকম্পাকারী, তাঁহারাও তেমন উপকার করিয়া থাকেন।

সুজাতের কথায় পিতা শোকহীন হইয়া স্নানাহার করিলেন। পূর্বের ন্যায় তিনি সাংসারিক কর্মাদিতে মনসংযোগ করিলেন। কালক্রমে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করিলেন।

ভগবান এই ধর্মদেশনা করিয়া ভিক্ষুদের নিকট আর্যসত্য প্রকাশ করিলেন। এই দেশনার অবসানে বহুজন স্রোতাপত্তিফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সুজাত ছিলেন গৌতম বোধিসত্ত্ব।

৯. মহাপেশকার পেত্নী

একসময় দ্বাদশজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট কর্মস্থান (যে বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হয়) গ্রহণ করিয়া নিরাপদ বাসোপযোগী স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের দিন নিকটবর্তী হইল। তখন কোনো এক গ্রামের অনতিদূরে ছায়াশীতল নির্ঝরিণী সুশোভিত রমণীয় এক অরণ্যে প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই অরণ্যে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিবস ওই গ্রামে পিণ্ডচারণ মানসে প্রবেশ করিলেন। তথায় একাদশ ঘর তন্তুবায় বাস করিতেন। তাঁহারা ভিক্ষুগণকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভিক্ষুদের এক একজনকে এক একজন তন্তুবায় নিয়া গেলেন। তাঁহারা ভিক্ষুগণকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আপনারা কোথায় যাইতেছেন?' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'আমরা নিরাপদ স্থানই খুঁজিতেছি।' 'ভন্তে, যদি তাহাই হয়, তবে এখানেই বাস করুন।' এই বলিয়া তন্তুবায়গণ তথায় বর্ষাবাস করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ ইহাতে সম্মত হইলেন। উপাসকগণ ওই রমণীয় অরণ্য প্রদেশে প্রত্যেকের জন্য একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দিলেন। ভিক্ষুগণ তথায় বর্ষাবাসব্রত গ্রহণ করিলেন। প্রধান তন্তুবায় প্রত্যহ দুইজন ভিক্ষুর সেবা করিবার ভার নিলেন। অন্যান্যেরা প্রত্যেকে এক একজন ভিক্ষুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ তন্তুবায়ের স্ত্রী শ্রদ্ধাহীনা, ধর্মে অপ্রসন্না, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণা ও কৃপণ স্বভাবা ছিল। সুতরাং সে ভিক্ষুদের পূজা-সৎকার করিত না। তিনি স্বীয় পত্নীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে আনিয়া গৃহের কর্তৃত্বভার প্রদান করিলেন। এই নারী শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষুদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন।

বর্ষাবাসের অবসানে তন্তুবায়গণ প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক একখানি চীবর দান করিলেন। তখন প্রধান তন্তুবায়ের কৃপণ স্বভাবা স্ত্রী প্রদুষ্টচিত্তে স্বীয়

স্বামীকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিল, ‘তুমি শ্রমণ শাক্যপুত্রগণকে যেই অন্নপানীয় দান করিয়াছ; তাহা পরলোকে তোমার জন্য বিষ্ঠা-মূত্র-পূঁজ ও রক্ত এবং দানীয় বস্ত্র প্রজ্জ্বলিত লৌহপাত হউক।’

আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে প্রধান তন্তুবায় মৃত্যুর পর ‘বিজ্ঝ’ নামক অরণ্যে মহানুভব বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার শ্রদ্ধাহীনা পত্নী মৃত্যুর পর উক্ত বৃক্ষদেবতার অনতিদূরে পেত্নী হইয়া জন্মধারণ করিল। সে হইল বিবস্ত্রা, দুর্বর্ণা, বীভৎসা ও তীব্র ক্ষুধা-পিপাসাতুরা। এই পেত্নী একসময় তাহার পূর্বস্বামী বৃক্ষদেবতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘দেব, আমি বস্ত্রহীনা ও অতিশয় ক্ষুধা-পিপাসাতুরা। আমাকে বস্ত্র ও অন্ন-পানীয় প্রদান করুন।’ তখন বৃক্ষদেবতা তাহাকে বহু দিব্য অন্ন-পানীয় প্রদান করিলেন। পেত্নী তাহা গ্রহণ করা মাত্রই বিষ্ঠা-মূত্র-পূঁজ ও রক্তে পরিণত হইল। তৎপর বস্ত্র প্রদান করিলে তাহা প্রজ্জ্বলিত লৌহপাতে পরিণত হইল। ইহাতে সে মহাদুঃখের সহিত তাহা ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সেই সময় অপর এক ভিক্ষু ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস সমাপন করিয়া বুদ্ধদর্শন মানসে যাইতেছিলেন। পথে বহু সার্থবাহের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাদের সহিত যাইতে লাগিলেন। ক্রমশ তাহারা পূর্বোক্ত ‘বিজ্ঝ’ অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। সার্থবাহগণ সারা রাত্রি গাড়ি চালাইয়া দিবসে সেই অরণ্যে ছায়া শীতল জলসম্পন্ন এক আরামদায়ক প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তথায় গাড়ি হইতে গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুপ্রবর বিবেকপ্রিয় হইয়া সার্থবাহকদের বিশ্রামস্থান হইতে কিয়দ্দূরে ছায়াশীতল এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সংঘাটি বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিতে পথ চলার ক্লান্তিবশত সহসা তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। এদিকে শকট চালকগণ বিশ্রামান্তে পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখনও ভিক্ষু নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন না। সন্ধ্যাকালে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন—সার্থবাহকেরা চলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা তিনি অন্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে অনুক্রমে তিনি উক্ত বৃক্ষ দেবতার আশ্রিত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। দেবপুত্র ভিক্ষু দর্শনে মানববেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেব-মানবে সন্তোষজনক আলাপের পর ভিক্ষুকে স্বীয় বিমানে নিয়া গেলেন। এই সময়ে উক্ত পেত্নী তথায় আসিয়া যাচঞা করিল, ‘স্বামিন, আমাকে অন্ন-পানীয় ও বস্ত্র প্রদান করুন।’ দেবপুত্র তাহার প্রার্থীত বস্তু প্রদান করিলেন। পেত্নী এসব গ্রহণ করা মাত্রই বিষ্ঠা-মূত্র-পূঁজ-রক্ত ও প্রজ্জ্বলিত লৌহপাতে পরিণত হইল। ভিক্ষু এই

ব্যাপার লক্ষ করিয়া সংবিগ্ন চিত্তে দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'এই নারী কোন পাপকর্মের ফলে বিষ্ঠা-মূত্র-পূঁজ ও রক্ত পান করিতেছে?

২. আপনি যে তাহাকে সুন্দর, মহামূল্য, সুকোমল, সুখস্পর্শ, পরিশুদ্ধ ও রোমশ দিব্য বস্ত্রখানি প্রদান করিলেন, তাহা তাহার হস্তগত হওয়া মাত্রই কণ্টকময় প্রজ্বলিত লৌহপাতে পরিণত হইল কেন? এই নারী পূর্বে কোন কর্ম করিয়াছিল?

ভিক্ষু কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবপুত্র পেত্নীর পূর্বজন্মের কৃতকর্ম নিম্নোক্ত গাথায় প্রকাশ করিলেন :

৩. 'ভদন্ত, এই নারী আমার পত্নী ছিল। সে অত্যধিক কৃপণস্বভাবা ও অদায়িকা ছিল। আমি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে দান দিবার সময় সে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল :

৪. 'তুমি জন্মান্তরে সর্বদা বিষ্ঠা-মূত্র-পূঁজ ও রক্ত এই অশুচিসমূহ পরিভোগ করিবে। তোমার দানীয় বস্ত্রও পরজন্মে তোমার জন্য কণ্টকময় প্রজ্বলিত লৌহপাতে পরিণত হইবে।' সে এসব বাচনিক মানসিক পাপার্জন করাতে মৃত্যুর পর এই পেত্নী হইয়াছে। সে দীর্ঘকাল বিষ্ঠাদিই ভক্ষণ করিতেছে।

দেবপুত্র পেত্নীর পূর্বকর্ম প্রকাশ করিয়া ভিক্ষুর নিকট জানিতে চাহিলেন, 'ভন্তে, ইহার প্রেতলোক হইতে মুক্তির কি কোনো উপায় আছে?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আছে বৈ-কি।' 'ভন্তে, সেই উপায়টি বলুন।' ভিক্ষু বলিলেন, 'যদি ভগবান বুদ্ধ অথবা আর্যসংঘের একজন ভিক্ষুকেও দান দিয়া উহার উদ্দেশ্যে সেই দানপুণ্য প্রদান করা হয়, তাহা যদি এই পেত্নীও অনুমোদন করে, তাহা হইলে ইহাতেই সে প্রেতদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।'

দেবপুত্র এই কথা শুনিয়া তখনই সেই ভিক্ষুকে দিব্য অন্ন-পানীয় দান করিয়া, সেই দানফল পেত্নীকে প্রদান করিলেন। এই পুণ্য লাভ মাত্রই পেত্নী দিব্য খাদ্যভোজ্য লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। দেবপুত্র পুনরায় বুদ্ধের উদ্দেশ্যে একজোড়া দিব্য বস্ত্র সেই ভিক্ষুর হস্তেই দান দিয়া, তৎ পুণ্যও পেত্নীকে প্রদান করিলেন। তৎমুহূর্তেই পেত্নী দিব্যবস্ত্র পরিহিতা, দিব্যালংকার ভূষিতা, দেবী অপ্সরার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দেবপুত্রের রুদ্ধ্যানুভাবে ভিক্ষু তখনই শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তিনি জেতবন বিহারে গমনান্তর ভগবানকে বন্দনা করিয়া দিব্যবস্ত্র জোড়া ভগবানকে প্রদান করিলেন। তৎপর তিনি পেত্নী ও দেবপুত্রের সমস্ত বিবরণ

প্রকাশ করিলেন। ভগবান এই কাহিনীর মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া সম্প্রাপ্ত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

১০. খল্লটির পেত্নী

পুরাকালে বারাণসীতে এক গণিকা ছিল। সে অতিশয় অভিরূপা, দর্শনীয়া ছিল। তাহার মস্তক অতি মনোহর কেশ-কলাপে পরিশোভিত ছিল। তাহার আগুল্‌ফ-লম্বিত ভ্রমর কৃষ্ণ স্নিগ্ধ কেশদামের সৌন্দর্য দর্শনে তরুণগণ সম্বিৎহারা হইত। তরুণেরা তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। ইহাতে কয়েকজন নারীর ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইল। এই গণিকার একটি দাসী ছিল। ঈর্ষাপরায়ণা নারীগণ উত্তম খাদ্যভোজ্য ও টাকা-পয়সা দিয়া তাহাকে বশ করিল। তাহারা দাসীর হস্তে কেশ-ধ্বংসকারী ওষুধ দিয়া প্রয়োগবিধি বুঝাইয়া দিল। দাসী এই ওষুধ গণিকার মস্তক ধৌত করিবার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিল। স্নানের সময় দাসী উক্ত মিশ্রিত চূর্ণ তাহাকে প্রদান করিল। সেও তাহা সুন্দররূপে কেশে মাখিয়া জলে ডুব দেওয়া মাত্রই সমস্ত মস্তক কেশ সমূলে উঠিয়া ভাসিয়া গেল। মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় তাহার মস্তক বিশ্রী হইল। ইহাতে লোকলজ্জায় সে আর গ্রামে প্রবেশ করিল না। মস্তকে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া গ্রামের বাহিরেই কোনো একস্থানে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে লজ্জা একটু হ্রাস পাইলে, সে তৈল বাণিজ্য ও সুরা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। এক দিবস দুই তিনজন লোক তাহার গৃহে সুরাপান করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। এমতাবস্থায় সে নারী তাহাদের বস্ত্র অপহরণ করিল।

অন্য একদিবস এক ক্ষীণাসব অর্হৎ স্থবিরকে প্রসন্নচিত্তে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া তৈলপক্ক সুমধুর পিষ্টক দান করিয়াছিল। স্থবির পিষ্টক ভোজন করিবার সময় সে শ্রদ্ধার সহিত স্থবিরের মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়াছিল। স্থবির তাহার চিত্তপ্রসাদজনক দানফল বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্থবিরের ধর্মদেশনাকালে স্ত্রীলোকটি প্রার্থনা করিল, 'এই দান পুণ্যবলে আমার মস্তক কেশ দীর্ঘ, সুচিক্কণ স্নিগ্ধ, মৃদু ও অতি মনোহরি হউক।'

এই রমণী কুশলাকুশল কর্মবলে সমুদ্রোপরি অন্তরিক্ষে এক স্বর্ণবিমানে একাকিনী উৎপন্ন হইল। তাহার শিরকেশ প্রার্থনানুযায়ী হইল বটে, কিন্তু পূর্বে বস্ত্র অপহরণের ফলে বিবস্ত্রা হইল। উক্ত নারী পুনঃপুন সেই কনক বিমানে নগ্নাবস্থায় উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল অতিক্রম করিয়াছিল।

তৎপর আবির্ভূত হইলেন ভগবান গৌতম বুদ্ধ। একদা বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে

অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় শ্রাবস্তীবাসী একশত বণিক সুবর্ণ ভূমিতে গমনোদ্দেশ্যে অর্ণবযানে সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ও ভীষণ বাত্যাঘাতে নিপীড়িত হইয়া পোতখানা পেত্নীর বিমানের নিকটবর্তী হইল। তখন পেত্নী বণিকগণকে বিমানসহ দেখা দিল। জ্যেষ্ঠ বণিক সবিমান তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'ভদ্রে, তুমি বিমানের বহির্ভাগে না আসিয়া অভ্যন্তরে স্থিতা রহিয়াছ কেন? তুমি কে? তুমি বিমানের বাহিরে আস। আমি তোমার মহৈশ্বর্য দেখিতে ইচ্ছা করি।

বিমানবাসিনী কোন কারণে বিমান হইতে বাহির হইতেছে না, তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বলিল :

২. 'আমি বস্ত্রহীনা। তদ্ধেতু বিমান হইতে বাহির হওয়াটা আমার পক্ষে অতীব দুঃখ ও লজ্জাজনক। আমি অল্পমাত্র কুশলকর্ম করিয়াছি। এই হেতু আমার সমস্ত দেহ শিরকেশ দ্বারা আচ্ছন্ন আছে মাত্র।'

বণিক তাহার এ কথা শ্রবণে নিজের উত্তরীয় চাদরখানি তাহাকে দিবার জন্য উদ্যত হইয়া বলিলেন :

৩. 'ভদ্রে, তোমাকে আমার এই উত্তরীয় চাদর প্রদান করিতেছি। তুমি ইহা পরিধান করিয়া বিমানের বাহিরে আস। তুমি বাহিরে আসিয়া সুন্দররূপে স্থিতা হও। তোমাকে দর্শন করিব।

বণিক তাঁহার চাদরখানি গ্রহণ করিবার জন্য বিমানবাসিনীকে অনুরোধ করিলেন। বিমানবাসিনী পেত্নী হউক বা দেবীই হউক, পরিধান করিতে হইবে দিব্যবস্ত্র। অনুরূপ বস্ত্র দেবতার যোগ্য নহে। তাই বিমানবাসিনী বলিল :

৪. আপনার হাত হইতে আমার হাতে দেওয়া হইলে, এই বস্ত্র আমি পাইব না, সুতরাং আপনার এই জনগণের মধ্যে একজন আছেন, যিনি সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রদ্ধাবান শ্রাবক উপাসক।

৫. তাঁহাকে সেই বস্ত্রখানা দান করিয়া সেই দানপুণ্য আমাকে প্রদান করুন। 'তদ্বারাই আমি সুখিনী হইব, আমার সর্বকামনা সিদ্ধ হইবে।

বণিক পেত্নীর এ কথা শ্রবণে সেই শ্রদ্ধাবান উপাসককে স্নান করাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যে বিমণ্ডিতা করিলেন। তৎপর তাঁহার হাতে একজোড়া উত্তম বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহা তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। এ বিষয়ের বর্ণনা মানসে সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত তিনটি গাথা বলিয়াছিলেন :

৬. 'তখন বণিকগণ সেই শীলবান ও শ্রদ্ধাবান বুদ্ধোপাসককে স্নান ও

সুগন্ধ দ্রব্যে বিমণ্ডিত করিলেন। তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রে আচ্ছাদন করিলেন। তৎপর সেই দানজনিত পুণ্য পেত্নীকে প্রদান করিলেন।

৭. পুণ্য প্রদান করা মাত্রই পেত্নীর সুখবিপাক উৎপন্ন হইল। ভোজ্য দ্রব্য দানের দ্বারা নানা প্রকার দিব্যভোজ্য, বস্ত্র দানের পুণ্যদানে বিবিধ মনোরম বিচিত্র সমুজ্জ্বল দিব্যবস্ত্র এবং অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট পানীয় উৎপন্ন হইল। পুণ্যদানের ফল এইরূপই।

৮. বিমানবাসিনী স্নানান্তর বিশুদ্ধ, নির্মল, বিচিত্র, উত্তম কৌষিক বস্ত্র পরিধান করিল। তৎপর বিমান হইতে সহাস্য বদনে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'তাত, তোমাদের পুণ্যদান প্রভাবে আমার প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইল।'

বণিকগণ এই পুণ্যদানের আশ্চর্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা দানগ্রহীতা উপাসকের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া সগৌরবে বহু পূজা-সৎকার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে বিবিধ ধর্মকথায় আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তৎপর তাঁহারা বিমানবাসিনীকে পূর্বজন্মার্জিত কর্ম সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

৯. 'হে দেবতে, তোমার এই বিমানখানি নানাবিধ মনোজ্ঞ সুচিত্রে চিত্রিত হইয়া প্রভাসিত হইতেছে? ইহা তুমি দানময়-শীলময় পুণ্যকর্মের মধ্যে কোন কর্মে লাভ করিয়াছ?'

প্রত্যুত্তরে বিমানবাসিনী বলিল :

১০. 'আমি ক্লেশবিরহিত ঋজুচিত্ত পিণ্ডচারণরত এক অর্হৎ ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে তৈলপক্ব পিষ্টক দান করিয়াছিলাম।

১১. সেই কুশলকর্মের ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিমান পরিভোগ করিতেছি। এখন এই পুণ্যফল পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

১২. এই হইতে চারি মাসের পর পঞ্চম মাসে আমার মৃত্যু হইবে। মরণান্তে আমি অতীব উৎকট দুঃখদায়ক ঘোর নরকে পতিত হইব।

১৩. সেই (নরক) চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার, দীঘ-প্রস্থে সমান, লৌহ প্রাচীরে পরিক্ষিপ্ত এবং লৌহাবরণে আচ্ছাদিত।

১৪. সেই মহানরকের ভূমিতলও লৌহময়। তাহা সর্বদা মহা তেজযুক্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছে। অগ্নি তেজ তাহার চারিদিকে সতত শতযোজন ব্যাপিয়া স্থিত থাকে।

১৫. তথায় আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভীষণ নারকীয় দুঃখবেদনা ভোগ

করিতে থাকিব। ইহা আমার পাপকর্মের ফল। তদ্ধেতুই আমি অতিশয় অনুশোচনা করিতেছি।

এইরূপে সে তাহার স্বীয় কৃত কুশলকর্ম ফল এবং ভবিষ্যতে নিরয়োৎপত্তির কথা প্রকাশ করিলে, উপাসক তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া ঈদৃশ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে, 'আমি নিশ্চয়ই ইহার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হইব।' তিনি বিমানবাসিনীকে বলিলেন, 'দেবতে, তুমি আমাদের একজনকে দান দিয়া প্রভূত সম্পত্তিশালিনী হইয়াছ। এখন এই সমস্ত উপাসককে তুমি দান দিয়া এবং বুদ্ধগুণ অনুস্মরণ করিয়া নিরয়োৎপত্তি হইতে অব্যাহতি লাভ কর।'

পেত্নী এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে অনুমোদন করিল। তখনই দিব্য অন্ন-পানীয় উপাসকগণকে যথেষ্টরূপে পরিবেশন করিয়া দিব্যবস্ত্র ও বিবিধ রত্ন দান করিল। ভগবানের জন্যও তাঁহাদের হাতে একজোড়া দিব্যবস্ত্র দিয়া বলিল, 'আপনারা শ্রাবস্তীতে পৌঁছিয়া ভগবান বুদ্ধকে বলিবেন, 'অন্যতর এক বিমানবাসিনী ভগবানের শ্রীপাদে অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছে।' আমার হইয়া আপনারা বুদ্ধকে বন্দনা করিবেন এবং আমার বস্ত্রযুগল তাঁহাকে দান করিবেন।' এইরূপে সে বুদ্ধের জন্য বন্দনা ও বস্ত্রপ্রেরণ করিল। তৎপর তাহার ঋদ্ধিপ্রভাবে নৌকাখানি এক দিবসের মধ্যেই বণিকদের ইচ্ছিত ঘাটে পৌঁছিয়া দিল।

বণিকগণ ঘাটে পৌঁছিয়া শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বুদ্ধসমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহারা বিমানবাসিনীর বন্দনা নিবেদন করিয়া বস্ত্রযুগল বুদ্ধকে দান করিলেন এবং তাহার অদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ এই কাহিনীর মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

বণিকগণ দ্বিতীয় দিবসে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া এই দানপুণ্য পেত্নীর উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ইহাতে পেত্নী প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে বিবিধ দৈবৈশ্চর্য সমন্বিত সুবর্ণ বিমানে উৎপন্ন হইল।

১১. নাগ পেত্নী

আয়ুষ্মান সংকৃত্য সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম মস্তক কেশ ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ত্রিশজন ভিক্ষু অরণ্যবাসে যাইবার সময়

বুদ্ধের আদেশে এই অধুনা প্রব্রজিত সাত বৎসর বয়স্ক শ্রামণেরকে তাঁহাদের সঙ্গে নিয়াছিলেন। সেই অরণ্যে পাঁচশত চোর সংকৃত্যকে বধের উপক্রম করিলে তিনি চোরগণকে ধর্মদেশনা করিয়া দমন করিয়াছিলেন এবং সকলকে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সংকৃত্য নবদীক্ষিত সকলকে সঙ্গে নিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্মদেশনা করিলে তাঁহার সকলেই অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান সংকৃত্যের বয়স পরিপূর্ণ হইলে উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং উক্ত পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বারাণসীতে গিয়া ঋষিপতনে বাস করিতে লাগিলেন। তথাকার লোকেরা স্থবিরের ধর্ম শ্রবণে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। এই নবাগত ভিক্ষুদিগকে স্থানীয় লোকদের মধ্যে কাহারো কোন দিন দান করিবেন, পরামর্শ করিয়া তাহা ঠিক করিলেন। তখন বারাণসীতে এক মিথ্যাদৃষ্টি ব্রাহ্মণের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কোনো এক শ্রদ্ধাবান উপাসকের বন্ধুত্ব ছিল। একদা উপাসক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া সংকৃত্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান সংকৃত্য তাহাদিগকে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণপুত্রের চিত্ত মৃদু হইল। তখন উপাসক তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি প্রত্যহ একজন ভিক্ষুর পিণ্ডপাত প্রদান কর।' ব্রাহ্মণপুত্র বলিলেন, 'বন্ধুবর, শ্রমণ শাক্যপুত্রদিগকে নিত্য পিণ্ডপাত প্রদান করা আমাদের ব্রাহ্মণেরা অনভ্যস্থ। তদ্ধেতু তাহা সম্ভব নহে। উপাসক বলিলেন, 'আমাকে তুমি ভাত দিবে কি না?' ব্রাহ্মণপুত্র বলিলেন, 'দিব বৈ কি!' উপাসক বলিলেন, 'আমাকে যে ভাত দিবে, তাহা একজন ভিক্ষুকে দাও না।' তিনি ইহাতে সম্মতি দিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পরদিবস বিহার হইতে একজন ভিক্ষু আনিয়া ভোজন করাইলেন। কিছুদিন অতীত হইলে, ভিক্ষুদের ধর্ম শ্রবণে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইয়া বিবিধ পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা তিনজন সর্বদা ভিক্ষুদের প্রতি সগৌরবে দানকার্য সম্পাদন, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ এবং ভিক্ষুদিগকে সম্মান ও পূজা সৎকার করিতেন। তাঁহাদের পিতামাতা কিন্তু ভিক্ষুদের প্রতি অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন এবং পুণ্যকর্মে অনিচ্ছুক ও অনাদরকারী ছিলেন।

উক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় শ্যালক পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবার কথা ঠিক করিল। এদিকে উক্ত বর আয়ুষ্মান সংকৃত্য স্থবিরের ধর্ম শ্রবণে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বীয় মাতৃগৃহে প্রতিদিন ভোজন করিবার জন্য যাইতেন। এ সুযোগে তাঁহার মাতা স্বীয় ভ্রাতৃকন্যা দ্বারা

তাঁহাকে প্রলুব্ধ করাইল। ইহাতে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চীবর ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গুরু তাঁহার অর্হত্ত্ব লাভের হেতুসম্পত্তি দর্শনে বলিলেন, 'শ্রামণের, মাসেককাল অপেক্ষা কর।' এক মাস অতীত হইলে তিনি পুনরায় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। গুরু তাঁহাকে আরও অর্ধমাস অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সেই অর্ধমাসও অতীত হইল, এবার তিনি গুরুর আদেশ চাহিলেন। এবারও তাঁহাকে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

এই সপ্তাহভ্যন্তরেই উক্ত প্রব্রজিতের মাতুলগৃহ বাত্যাঘাতে ভূমিসাৎ হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাঁহাদের পুত্রদ্বয় ও কন্যাটি গৃহচাপা পড়িয়া কালক্রিয়া করিল।

তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রেতকুলে এবং পুত্রদ্বয় ও কন্যাটি ভূমিবাসী দেবকুলে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য হস্তীযান, কনিষ্ঠের জন্য অশ্বযান এবং কন্যার জন্য সুবর্ণ সিবিকা উৎপন্ন হইল। আর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর জন্য দুইটি প্রকাণ্ড মুদ্গার উৎপন্ন হইল। উহা গ্রহণ করিয়া তাহারা পরস্পর নির্দয়ভাবে প্রহারে নিরত হইল। আঘাতপ্রাপ্ত প্রত্যেক স্থানে সুবৃহৎ ঘটপ্রমাণ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া তাহা মুহূর্ত মধ্যেই পরিপক্ব হইত। তাহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধাধিভূত হইয়া নিষ্করুণ বাক্যে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিত এবং একে অন্যের ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-পূঁজ পান করিত। ইহাতেও তাহাদের তৃপ্তি হইত না। প্রেতগণ এইরূপে কর্মফল ভোগ করিতে লাগিল।

শ্রামণের উৎকণ্ঠার সহিত গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, এখন আমার প্রতিশ্রুত দিবস অতিক্রান্ত, সুতরাং এখন আমি গৃহে যাইব। আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।' গুরু তাঁহাকে বলিলেন, 'কৃষ্ণপক্ষের তিথি বর্তমান থাকিতে সূর্যাস্ত সময়ে আসিও।' যথোক্ত সময়ে সংকৃত্য ও শ্রামণের ঋষিপতন বিহারের পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই সময়ে দেবপুত্রদ্বয় ভগ্নীসহ সেই পথে দেবসভায় যোগদান মানসে যাইতেছিলেন। তখন তাঁহাদের পশ্চাতে মুদ্গারধারী, পুরুষভাষী বীভৎস, আলুতালূ বিশ্রী বিকীর্ণ শিরোকেশযুক্ত প্রেত-প্রেত্নী উক্ত দেবপুত্রের পিতামাতা যাইতেছিল। তাহাদের দেহ অগ্নিদগ্ধ তালবৃক্ষের ন্যায়। ব্রণাকীর্ণ দেহ হইতে রক্ত-পূঁজ বিগলিত হইতেছে। দেখিতে অতিশয় ঘৃণিত ও ভীতিব্যঞ্জক। আয়ুষ্মান সংকৃত্য এই উৎকণ্ঠিত শ্রামণের যাহাতে এসব দেবতা ও প্রেতকে দেখিতে পান, তদনুরূপ ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিলেন। তিনি শ্রামণকে

বলিলেন, 'হে শ্রামণের, ইহারা কে যাইতেছে, দেখিতেছ কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে, দেখিতেছি।' তুমি ইহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। শ্রামণের তাহাদিগকে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'প্রথমে একজন শ্বেতহস্তী পৃষ্ঠে মধ্যভাগে একজন অশ্বরথে এবং তৎপশ্চাতে সিবিকারূঢ়া একটি কন্যা দশদিক আলোকিত করিয়া যাইতেছে।

২. আর তোমরা মুদ্গার হস্তে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া গমন করিতেছ, একের রক্ত-পূঁজ অন্যে পান করিতেছ, মনুষ্যজন্মে তোমরা কোন পাপ করিয়াছিলে?'

প্রেতদ্বয় উত্তরে বলিল :

৩. 'যিনি সর্বাগ্রে শ্বেতকুঞ্জর পৃষ্ঠে যাইতেছেন, তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি দানময় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া এখন সুখী ও প্রমোদিত হইতেছেন।

৪. যিনি মধ্যভাগে চারি অশ্ব-যোজিত রথে লীলায়িত গতিছন্দে যাইতেছেন, তিনি আমাদের মধ্যমপুত্র। তিনি অকৃপণ দানপতি ছিলেন বলিয়াই এখন বিরোচিত হইতেছেন।

৫. পশ্চাতে সিবিকারূঢ়, প্রজ্ঞাবতী, মৃগমন্দলোচনা যেই নারী যাইতেছেন, তিনি আমাদের কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি সর্বদা তাঁহার আহার্য বস্তু হইতে অর্ধেক দান করিয়া এখন সুখিনী ও প্রমোদিতা হইয়াছেন।

৬. তাঁহারা পূর্বজন্মে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্নচিত্তে দান দিয়াছিলেন। আমরা কৃপণ ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে আক্রোশকারী ছিলাম।

৭. তাঁহারা দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া এখন দিব্য পঞ্চকামগুণ পরিভোগ করিতেছেন। আর আমরা উৎকট উত্তাপে প্রক্ষিপ্ত নলের ন্যায় শুষ্ক-বিশুষ্ক হইতেছি।

এইরূপে প্রেতগণ স্বীয় কৃত পাপসমূহ নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া তৎপর আত্মপরিচয় প্রদান করিল। 'আমরা আপনার মাতুল ও মাতুলানী।' শ্রামণের ইহা শ্রবণে সংবিগ্নচিত্তে চিন্তা করিলেন, 'ইহারা ভীষণ দুঃখে নিপতিত হইয়াছে। ইহাদের খাদ্য ভোজনাদির কিরূপ ব্যবস্থা আছে, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—

৮. 'হে মহাপাপী প্রেতদ্বয় তোমাদের খাদ্যভোজ্য কী প্রকার? কীদৃশ শয্যায় তোমরা শয়ন কর এবং কী প্রকারে জীবিকা নির্বাহ কর? মানবকুলে প্রভূত ভোগসম্পত্তির বিদ্যমানেও বহু হউক বা অল্পই হউক, কোনো প্রকার দান কর নাই। এ কারণে পরলৌকিক সুখকে বিনষ্ট করিয়াছ। আজ কিন্তু এই

প্রেতজন্মে অপরিমাণ দুঃখই ভোগ করিতেছ।'

তদুত্তরে প্রেতগণ বলিল :

৯. 'আমরা উভয়কে প্রহার করি, উভয়েই উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরক্ত-পূঁজ পান করি, তাহা বহু পান করিলেও তৃপ্তি মিটাইতে পারি না।

১০. আমাদের ন্যায় আরও বহুতর অদাতা মানুষ প্রেতলোকে বিবিধ অসহ্য দুঃখ ক্রন্দন করিতেছে। যাহারা ভবিষ্যৎ জন্মের সুখাবহ সম্পত্তি লাভ করিয়াও আমাদের ন্যায় নিজেও ভোগ করে না এবং অপরকেও দান করিয়া পুণ্যার্জন করে না।

১১. তাহারা মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া ক্ষুধা-পিপাসা কাতর হয় এবং দীর্ঘদিন ক্ষুধাগ্নিতে দগ্ধ হয়। সুতরাং তাহারা দুঃখ বিপাকদায়ক পাপ সম্পাদন করিয়া অসহ্য দুঃখই ভোগ করিতে থাকে।

১২. জীবন ও ধনধান্য অনিত্য। পণ্ডিতগণ এসব অনিত্যকে অনিত্যভাবে জ্ঞাত হইয়া আপন প্রতিষ্ঠারূপ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন।

১৩. ধর্মে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ অর্হতের বাক্য শ্রবণে অনিত্যত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া দানময় পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ভুল করেন না।

শ্রামণের প্রেতদ্বয়ের মুখে যাহা শুনিলেন, ইহাতেই তাঁহার বিষয়ে বিরাগ উৎপন্ন হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং প্রব্রজ্যা ত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান সংকৃত্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ভাবনার একটা বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিলেন। তিনি সেই নির্ধারিত বিষয়ে ভাবনা বর্ধিত করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আয়ুষ্মান সংকৃত্য শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া এসব বিবরণ বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে সবিস্তার ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

১২. উরগ প্রেত

শ্রাবস্তীতে জনৈক উপাসকের এক অতি প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। তদ্ধেতু তিনি অতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন।

ভগবান বুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে উপাসকের তদানীন্তন অবস্থা অবগত হইয়া পূর্বাহ্ণে পাত্রহস্তে উপাসকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। উপাসক সাগ্রহে পাত্রটি গ্রহণ করিয়া বুদ্ধকে উত্তম আসনে বসাইলেন। উপাসক ভগবানকে বন্দনা করিয়া একান্তে বসিলে, বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক,

শোকগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন?' 'হ্যাঁ ভগবান, আমার এক প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তদ্ধেতু আমি শোকগ্রস্ত।' ভগবান তাহার শোক নিবারণকল্পে উরগ জাতক বিবৃত করিলেন।

'উপাসক, অতীতে কাশীরাজ্যের অন্তর্গত বারাণসী নগরে ধর্মপাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই কুলের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনকি তাঁহাদের দাস-দাসী পর্যন্ত সকলেরই অন্তরে মরণানুস্মৃতি জাগ্রত থাকিত। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র। পুত্রটি বড় বিনয়ী ও পণ্ডিত ছিল।

একদা ব্রাহ্মণ পুত্রসহ ভূমি কর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। পুত্র ক্ষেত্র হইতে শুষ্ক তৃণ বাছিয়া একস্থানে একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। তথায় এক বিষধর সর্প অবস্থান করিত। তাহার নাসারন্ধ্রে ধূম প্রবেশ করাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ত হইতে বাহির হইল এবং ব্রাহ্মণপুত্রকে দংশন করিল। ইহাতে সে বিষবেগে মূর্ছিত হইয়া তথায়ই মৃত্যুবরণ করিল। মৃত্যুর পর সে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্ররূপে উৎপন্ন হইল। পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জনৈক পথিককে বলিলেন, 'বন্ধো, আমার ব্রাহ্মণীকে বলিও আমাদের বাড়ির সকলেই যেন যথাশীঘ্রই স্নান সমাপনান্তে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া একজনের পরিমাণ খাদ্যসহ ফুলের মালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে এখানে আগমন করে, ব্রাহ্মণের সংবাদানুযায়ী তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ভোজন সমাপন করিল। তৎপর চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে পুত্রের মৃতদেহ তুলিয়া দিলেন এবং সপরিবারে অনিত্য ভাবনাসহকারে শোকবিহীন চিত্তে পুত্রের মৃতদেহ কাষ্ঠখণ্ডবৎ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া স্বীয় পূর্বজন্ম ও কৃতকর্ম স্মরণ করিয়া তাহার শবদাহ করার ব্যাপার অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রাহ্মণবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। জ্ঞাতিবর্গকে শোকবিহীনের কারণ জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিলেন, 'আপনারা কি কোনো মৃগদগ্ধ করিতেছেন? তাহা হইতে আমাকেও কিছু মাংস দিবেন কি? আমি বড়ই ক্ষুধার্ত।' ধর্মপাল বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, ইহা মৃগ নহে, মানবদেহ দগ্ধ করিতেছি।' এই মানব কি আপনাদের শত্রু ছিল?' না, আমাদের শত্রু নহে, অপিচ সে আমার ঔরসজাত মহাগুণবান তরুণ পুত্র।' 'আপনারা এরূপ তরুণ গুণবান পুত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন না কেন?' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ শোক না করার কারণ প্রকাশ করিলেন :

১. 'সর্প যেমন জীর্ণ চর্ম ত্যাগ করিয়া হালকা দেহে চলিয়া যায়, সেইরূপ

আমার পুত্রের ন্যায় অন্যের দেহও ভোগশক্তি রহিত নিরর্থকতা প্রাপ্ত হইলে আয়ু ও উষ্মা দেহ হইতে চলিয়া যায় এবং তাহাতেই জীবের মৃত্যু ঘটে।

২. এই মৃতদেহ দাহদুঃখ ও জ্ঞাতিদের ক্রন্দন-বিলাপাদি কিছুই জানিতে পারে না। তদ্ধেতুই ইহার জন্য আমরা রোদন বা বিলাপ করিতেছি না। তাহার গন্তব্য পথেই সে চলিয়া গিয়াছে।

এইরূপে ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বীয় জ্ঞান সম্প্রযুক্ত মরণশীলতার বিষয় প্রদর্শিত হইলে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'মাত, এই মৃত ব্যক্তি তোমার কে হয়?' এই মৃত ব্যক্তি আমার গর্ভজাত পুত্র।' 'যদি তা হয়, পিতা পুরুষ-হেতু ক্রন্দন করিতেছে না। কিন্তু মাতৃজাতির হৃদয় অতি মৃদু। তবে তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ না? ব্রাহ্মণী বলিলেন,

৩. 'বিনা আহ্বানেই সে আমার নিকট আসিয়াছে। পুনরায় আমার বিনানুমতিতেই এখান হইতে পরলোক চলিয়া গিয়াছে। সে যেইরূপ বিনা আহ্বানে আসিয়াছে, সেইরূপ বিনানুমতিতেই চলিয়া গিয়াছে। এই মরণশীল জগতে মৃত ব্যক্তির জন্য আবার রোদন কেন?

৪. এই মৃতদেহ অগ্নি-দাহ-দুঃখ ও জ্ঞাতিদের ক্রন্দন বিলাপাদি কিছুই জানিতে পারে না। তদ্ধেতুই তাহার জন্য রোদন করিতেছি না। তাহার কর্মানুযায়ী গতিতেই সে চলিয়া গিয়াছে।

দেবরাজ ব্রাহ্মণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাঁহার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মৃত ব্যক্তি তোমার কে হয়?' 'প্রভো, ইনি আমার ভ্রাতা।' 'ভ্রাতার প্রতি ভগ্নি স্বভাবতই স্নেহপরায়ণ। তবে কেন তুমি তাহার জন্য রোদন করিতেছ না?'

সে কহিল :

৫. 'রোদন দ্বারা আমি যদি কৃশা ও দুর্বলা হই, তাহাতে আমার লাভ কি? রোদন করিলে সে ফিরিয়া আসিবে না এবং তাহার সৎগতিও হইবে না। অপিচ আমার ক্রন্দন-হেতু আমার জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদদের অন্তরে দুঃখই উৎপন্ন হইবে।

৬. এই মৃতদেহ অগ্নি-দাহ-দুঃখ ও জ্ঞাতিদের ক্রন্দন-বিলাপাদি কিছুই জানিতে পারে না, এতদ্বারা সে এখানে ফিরিয়াও আসিবে না। আর আমার ক্রন্দন তাহার স্বর্গলোক প্রাপ্তির সহায়ও হইবে না। তদ্ধেতু তাহার জন্য অনর্থক ক্রন্দন করিব কেন? কর্মানুযায়ী তাঁহার গন্তব্য পথেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

ভগ্নীর এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মৃত ব্যক্তি তোমার কে হয়?' 'প্রভো, ইনি আমার স্বামী।' ভদ্রে, নারীজাতি স্বামীর প্রতি অতীব ভালোবাসা-পরায়ণা হয়। স্বামীর মৃত্যুতে নারী বিধবা ও অনাথা হয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে তুমি কেন রোদন করিতেছ না?' সে বলিল :

৭. আকাশে চন্দ্রোদয় দর্শনে অজ্ঞ শিশু যেমন তাহা পাইবার জন্য রোদন করে, মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করাও তদ্রুপ।

৮. এই মৃতদেহ অগ্নি-দাহ-দুঃখ ও জ্ঞাতিদের পরিদেবন কিছুই অনুভব করিতে পারে না। এতদ্বারা তাহার কোনো উপকারও হইবে না। তদ্ধেতু অনর্থক রোদন করা নিষ্প্রয়োজন। কর্মানুযায়ী তাহার গন্তব্য পথেই তিনি গমন করিয়াছেন।'

তৎপর তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাত, এই মৃত ব্যক্তি তোমার কে হয়?' 'ইনি আমার প্রভু।' 'এই ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় তোমাকে বোধ হয় বহু উৎপীড়ন করিয়াছিল। 'এখন তাহার মৃত্যুতে তুমি মুক্ত হইয়াছ, সেই আনন্দেই তুমি ক্রন্দন করিতেছ না।' 'দেব, এমন কথা বলিবেন না। আমার এই আর্যপুত্র অতিশয় ক্ষান্তি, মৈত্রী, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। যদি সেইরূপ হয়, তবে তাহার জন্য রোদন করিতেছ না কেন?' তখন দাসী বলিল :

৯. 'দেব, জলের কলসী ভগ্ন হইলে, তাহা যেমন পুনরায় জোড়া লয় না, মৃত ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা করাও তদ্রুপ।

১০. এই মৃতদেহ অগ্নিদাহ-দুঃখ ও জ্ঞাতিদের পরিদেবন কিছুই জ্ঞাত হয় না। তাই ইহার জন্য রোদন করিতেছি না। কর্মানুযায়ী তাহার গন্তব্য পথেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।'

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের এই নীতিমূলক বাক্য শ্রবণে সানন্দে বলিলেন, 'আপনাদের দ্বারা সম্যকরূপেই মরণানুস্মৃতি ভাবনা করা হইয়াছে। পিতঃ অদ্য হইতে আপনাদের কৃষিকর্মাদির আর কোনোই প্রয়োজন হইবে না। আমিই আপনার পুত্র, আমার কর্মানুযায়ী এখন আমি দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছি। আপনাদের গৃহ সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম, আপনারা অপ্রমত্তের সহিত দান, শীল, ভাবনায় রত থাকুন।' দেবরাজ এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্মপাল সপরিবারে অবশিষ্ট জীবন পুণ্যকর্মে অপ্রমত্ত থাকিয়া আয়ু পর্যাবসানে দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান এই জাতক অবলম্বনে উপাসকের শোকশৈল্য উৎপাটন করিয়া আর্যসত্য প্রকাশ করিলেন। এই ধর্ম শ্রবণে উপাসক স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রথম উরগ বর্গ সমাপ্ত।

২. উর্বরী বর্গ

১. সংসার মোচক পেত্নী

মগধরাজ্যে ইষ্টকবতী ও দীর্ঘরাজি নামে দুইখানি গ্রাম ছিল। তথায় 'সংসার মোচক' নামধেয় এক মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রদায় বাস করিত। তাহারা সংখ্যায় বহু।

গৌতম বুদ্ধের পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইষ্টকবতী গ্রামের 'সংসার মোচকের' একটি স্ত্রীলোক বহু কীটপতঙ্গাদি হত্যা করিয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। সে তাঁর ক্ষুধা-পিপাসাভিভূতা হইয়া বহুকাল প্রেতদুঃখ ভোগ করার পর পুনরায় উক্ত ইষ্টকবতী গ্রামের সংসার মোচককুলেই জন্মগ্রহণ করিল। তখন ভগবান গৌতম বুদ্ধ বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন ওই বালিকা সাত আট বৎসর বয়স্ক হইয়া গ্রাম্য বালিকাদের সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থা হইল, তখন সারিপুত্র স্থবির সেই গ্রামে 'অরুণবতী' নামক বিহারে বাস করিতেছিলেন। একদা সারিপুত্র দ্বাদশজন ভিক্ষুসহ সেই গ্রামের দ্বার সমীপবর্তী রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তখন বহু গ্রাম্য বালিকা সেই রাস্তায় ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা স্থবিরগণকে দেখিয়া পিতামাতা হইতে দৃষ্ট নিয়মে দৌঁড়িয়া আসিয়া স্থবিরগণকে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিল। তন্মধ্যে প্রেতকুল হইতে আগত সেই বালিকা শ্রদ্ধাহীনকুলে জন্ম-হেতু চিরকাল কুশলকর্মে অপরিচিতা ও অশিক্ষিতার ন্যায় স্থবিরগণকে বন্দনা না করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। সারিপুত্র স্থবির তাহার পূর্বজন্ম বিবরণ, বর্তমান জন্মের বিষয় ও ভবিষ্যতে নরকোৎপত্তির হেতু দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, 'যদি এই বালিকা আমাকে বন্দনা করিত, তাহা হইলে তাহার নিরয়োৎপত্তি রোধ হইত। তথাপি এ জন্মের পর ইহাকে অকুশল-হেতু প্রেতলোকে জন্ম নিতে হইবে। প্রেত হইলেও আমারই অনুগ্রহে দুঃখ মুক্ত হইবে।' এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি বালিকাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ভিক্ষুদিগকে বন্দনা করিলে; আর এই বালিকাটি অশিক্ষিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে কেন?' স্থবিরের এই বাক্য শ্রবণে অপর বালিকাগণ বল প্রয়োগে তাহার হস্ত-পদ আকর্ষণ করিয়া স্থবিরের পাদ বন্দনা করাইল। সেই বালিকাটি বয়স্কা হইলে দীর্ঘরাজিতে স্বজাতীয় এক কুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তথায় সে বিবস্ত্রা, বীভৎসা, ক্ষুধা-পিপাসায় জর্জরিতা হইয়া বিচরণ

করিতেছিল। একদা এই পেত্নী রাত্রিকালে সারিপুত্র স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইল। স্থবির তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'ওহে, তুমি কে? বিবস্ত্রা, বিশ্রী অস্থিচর্ম ব্রত ধমনি বিস্তৃত কৃশাঙ্গী এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তুমি কে?

প্রশ্নোত্তরে পেত্নী বলিল :

২. 'প্রভো, আমি 'যমলোক' নামক প্রেতলোকবাসিনী দুর্গতা পেত্নী। পাপকর্ম করিয়া মানবকুল হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।'

ইহা শুনিয়া স্থবির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. 'কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের ফলে মানবকুল হইতে প্রেতলোকে জন্ম নিয়াছ?'

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

৪. 'আমার পিতামাতা অথবা জ্ঞাতিগণ আমার প্রতি অনুকম্পাকারী ছিল না। যেহেতু তাহারা কোন দিন 'প্রসন্নচিত্তে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দাও' এ কথা বলিয়া আমাকে দানকার্যে নিয়োজিত করে নাই।

৫. [পেত্নী তৃতীয় জন্ম পর্যন্ত জাতিস্মর জ্ঞানে স্মরণ করিল] এ জন্মের পূর্বজন্মেও আমি পাঁচশত বৎসর যাবৎ এরূপ বিবস্ত্রা ও ক্ষুধা-পিপাসায় অভিভূতা হইয়া প্রেতলোকে দুঃখ ভোগ করিয়াছি। ইহা আমার পাপকর্মের ফল।

৬. ভন্তে, এখন আমি আর্যাকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিতেছি। এখন এই বন্দনাজনিত পুণ্যমাত্রই আমি অর্জন করিতে সমর্থা হইলাম। হে ধীর মহানুভব ভন্তে, আমার প্রতি অনুকম্পা করুন, ভিক্ষুদিগকে যেকোনো দানীয় বস্তু প্রদান করিয়া আমাকে দুর্গতি হইতে মুক্ত করুন।

পেত্নীর প্রার্থনায় স্থবির যাহা বলিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য সঙ্গীতিকারকগণ কর্তৃক নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষিত হইয়াছিল :

৭. 'অনুকম্পাকারী সারিপুত্র স্থবির সাধুবাক্যে তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষুদিগকে এক গ্রাস মাত্র অন্ন, এক হস্ত প্রমাণ বস্ত্রখণ্ড ও এক গণ্ডুষমাত্র পানীয় জল দান করিয়া সেই পুণ্য পেত্নীকে প্রদান করিলেন।

৮. এই পুণ্যলাভ পেত্নীর সর্বদিক সমুজ্জ্বল হইয়া বিপাক উৎপন্ন হইল। ইহা ভোজ্যদ্রব্য পানীয় ও বস্ত্র দানজনিত পুণ্য প্রদানের ফল।

৯. তৎপর পেত্নী অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ বিচিত্র বস্ত্র ও বিবিধ দিব্য অলংকারে ভূষিতা হইয়া সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইল।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র দেখিলেন, পেত্নী স্ফুটতরেন্দ্রিয়, চর্মের সমুজ্জ্বল বর্ণ ও দিব্য বস্ত্রালংকার প্রভায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পেত্নী যাহাতে প্রত্যক্ষ কর্মফল চিন্তা করিতে পারে, সেইরূপভাবেই তিনি বলিলেন :

১০. 'হে মহানুভাবসম্পন্না দেবতে, তুমি যে সমুজ্জ্বল বর্ণে শুকতারার ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছ।

১১. কোন কর্মফলে তোমার এতাদৃশ বর্ণ এবং কোন কর্মবিশেষে লব্ধ সুচরিত কর্মফল সিদ্ধ সর্ববিধ মনোজ্ঞ ভোগসম্পদ সমুৎপন্ন হইয়াছে?

১২. হে মহানুভাববতী দেবী, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি যখন মনুষ্য ছিলে, তখন কোন পুণ্য করিয়াছিলে? কোন কর্মফলে তোমার উজ্জ্বল দেহবর্ণে দশদিক প্রভাসিত করিতেছ?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

১৩. কারুণিক মুনিবর আমাকে পাণ্ডুবর্ণা নগ্না ছিন্নভিন্ন ছবি চর্মবিশিষ্ট, দুর্গতা ও কৃশা পেত্নী অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।

১৪. আপনি ভিক্ষুদিগকে এক গ্রাস মাত্র অন্ন, এক হস্ত প্রমাণ বস্ত্রখণ্ড ও এক গণ্ডুষমাত্র জল দান করিয়া সেই পুণ্য আমাকে দান করিয়াছেন।

১৫. গ্রাসমাত্র অন্নদানের ফল দেখুন আমি স্পৃহাশীলীর প্রার্থনীয় উত্তম রস-ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজন এক সহস্র বৎসর পরিভোগ করিতে পারিব।

১৬. একহস্ত পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড দানের বিপাক কেমন দেখুন। নন্দরাজের রাজধানীতে যতপ্রকার সুন্দর ও মূল্যবান বস্ত্র ছিল।

১৭-১৮. তাহা হইতেও বহুতর সুন্দর ও মহার্ঘ বস্ত্রসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান আছে। কৌশিক, কম্বল, খৌম ও কার্পাসিক প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্রসমূহ বিপুলভাবে আকাশেই ঝুলিতেছে। যেই বস্ত্র আমারে মনোজ্ঞ, তাহা লইয়াই পরিধান করিতেছি।

১৯-২০. এই গণ্ডুষমাত্র পানীয় জল দানের কীদৃশ ফল প্রত্যক্ষ করুন। আমার জন্য গভীর, সুন্দর, চতুষ্কোণবিশিষ্ট মনোরম ঘটযুক্ত, সুশীতল ও সুগন্ধ জলসম্পন্ন দিব্য পদ্মোৎপল ও কেশর সমাচ্ছন্ন সরোবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

২১. ভন্তে, এখন আমি অকুতোভয়ে পঞ্চকামগুণে রমিতা ও ক্রীড়াপরায়ণা হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যেই কারুণিক মুনিবরের দয়ায় আমার এই দিব্যসম্পত্তি লাভ হইয়াছে, সেই মুনিবরকে বন্দনা করিতে আসিয়াছি।'

উল্লেখিত নন্দরাজের পরিচয় না দিলে গ্রন্থ যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই ভয়ে এখানে নন্দরাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অতীতে মনুষ্যের আয়ু যখন দশ সহস্র বৎসর ছিল, তখন বারাণসীবাসী এক সম্ভ্রান্ত লোক অরণ্যে ভ্রমণ করিবার সময় একস্থানে দেখিতে পাইলেন, এক পচ্চেক বুদ্ধ চীবর শেলাই করিতেছেন। উক্ত চীবর সম্পাদন করিতে সামান্য বস্ত্রের অভাব হইল। তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, কি করিতেছেন?' পচ্চেক বুদ্ধ অল্পেচ্ছু-হেতু কিছু না বলিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, চীবরের কিঞ্চিৎ বস্ত্র অকুলান হইয়াছে।' তিনি স্বীয় চাদরখানি বুদ্ধের পাদমূলে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ তদ্বারা চীবরকার্য সম্পূর্ণ করিয়া পরিধান করিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তথায় যথায়ুষ্কাল দিব্যসম্পত্তি পরিভোগান্তে তথা হইতে চ্যুত হইয়া বারাণসীর অন্তর্গত কোনো এক গ্রামে অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর, তখন সেই দেশে নক্ষত্র পর্বোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। তিনি মাতাকে বলিলেন, 'মাত, আমাকে সুন্দর নতুন বস্ত্র দাও। আমি নক্ষত্র উৎসবে যাইব। ইহা শুনিয়া মাতা ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, 'মাত, ইহা স্থূল বস্ত্র, আমি ব্যবহার করিব না।' তখন তাহার মাতা অন্য একখানা বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন। তিনি ইহাও স্থূল বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর মাতা তাঁহাকে বলিলেন, 'তাত, আমার গৃহে এইরূপ বস্ত্রই আছে। ইহার চেয়ে সূক্ষ্মতর বস্ত্র লাভ করার পুণ্য আমাদের নাই।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'মাত, তাহা হইলে যেখানে সেরূপ বস্ত্র লাভ হয়, আমি সেখানেই যাইব।' তিনি মাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, 'মাত, এখন যাইতেছি।' মাতাও বলিলেন, 'হা তাত, যাও।' তাঁহার মাতা চিন্তা করিয়াছিলেন, 'সে যাইবে কোথায়? এখানে সেখানে ঘুরাফিরার পর গৃহেই ফিরিয়া আসিবে।'

পূর্বজন্মের কুশলকর্মের আকর্ষণে এই পুণ্যবান যুবক এক যোজন দূরে বারাণসী নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি প্রথম রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন এক শিলাফলক। তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাই সেই শিলাফলকোপরি আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন। ইহার সপ্তাহকাল পূর্বে বারাণসী রাজের মৃত্যু হইয়াছিল। রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর পুরোহিত ও অমাত্যগণ প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া এইরূপ পরামর্শ করিলেন, 'রাজার একমাত্র কন্যা ব্যতীত

অন্য কোনো পুত্র নাই। অরাজক রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং রাজা নির্বাচনের নিমিত্ত পুষ্পরথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।' এই সিদ্ধান্তের পর তাঁহারা চারিটি শ্বেত অশ্ব যোজিত একখানা রথ সুসজ্জিত করিলেন। রথোপরি শ্বেত ছত্র, মঙ্গলঘট ও পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন স্থাপন করিলেন। পুরোহিত ও অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রথ চলিতে লাগিল। তখন বিবিধ তূর্যধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল।

রথ রাজপুরীর পূর্বদ্বারে বাহির হইয়া উদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হইল। অনুক্রমে রথ মঙ্গল শিলাফলকের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কুমারকে প্রদক্ষিণের পর তাঁহার আরোহণাপেক্ষায় স্থিত হইল। তখন পুরোহিত শায়িত যুবকের পাদদেশ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া পদতল অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন কুমারের পদতল রাজচিহ্নাঙ্কিত। পুরোহিত বলিলেন, 'এই কুমারই এ রাজ্যের রাজা হইবার উপযুক্ত।' তিনি তূর্যধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন। ভৈরব নাদে তূর্যধ্বনি হইল। ইহাতে কুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল বটে কিন্তু তিনি উঠিলেন না। মুখের কাপড়ও অপনয়ন করিলেন না। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তূর্যধ্বনি হওয়ার পর কুমার মুখ হইতে বস্ত্র অপনয়ন করিয়া বলিলেন, 'হে সজ্জনমণ্ডলী, আপনারা এখানে কি করিতে আসিয়াছেন?' পুরোহিত উত্তর করিলেন, 'দেব, আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।' আপনাদের রাজা কোথায়? তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কত দিবস অতীত হইল? অদ্য সপ্তাহকাল মাত্র।' তাঁহার কি কোনো পুত্র-কন্যা নাই? 'দেব, তাঁহার একটিমাত্র কন্যা আছে, পুত্র নাই।' আচ্ছা, তাহা হইলে রাজত্ব করিব।' তাঁহারা কুমারের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, তখনই তথায় অভিষেক মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন। সর্বালংকারে বিভূষিতা রাজকন্যাকে সেই মণ্ডপে আনয়ন করিয়া কন্যাসহ কুমারের অভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলেন। অভিষেকের পর তাহাকে লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন। কুমার তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'বাপু, ইহা কী?' 'দেব, ইহা পরিধেয় বস্ত্র।' ইহা অতি স্থূলবস্ত্র নহে কি?' 'দেব, মানবের পরিভোগ্য বস্ত্রের মধ্যে ইহার চেয়ে সূক্ষ্ম বস্ত্র নাই।' আপনাদের রাজা সর্বদা এরূপ বস্ত্রই কি পরিধান করিয়াছিলেন?' 'হ্যাঁ দেব, আপনাদের রাজা বোধ হয় পুণ্যবান ছিলেন না।' অতঃপর পুরোহিতকে বলিলেন, 'একটা সুবর্ণ গাড়ু আনয়ন করুন।' তখনই সুবর্ণ গাড়ু আনয়ন করা হইল।

নতুন রাজা তখন মুখ-হাত প্রক্ষালন করিয়া পূর্বদিকে জল ছিটিয়া দিলেন। তৎমুহূর্তেই পৃথিবী ভেদ করিয়া আটটি কল্পতরু উত্থিত হইল।

ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে জল ছিটিয়া দিলেন। প্রত্যেক দিকেই আটটি হিসেবে কল্পতরু উত্থিত হইল। চতুর্দিকে সর্বমোট বত্রিশটি কল্পতরু উত্থিত হইয়াছিল। তিনি কল্পতরু হইতে বস্ত্র একখানি পরিধান ও একখানি উত্তরীয়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'ভেরীবাদ্যে ঘোষণা করা হউক যে অদ্য হইতে এই নন্দরাজার রাজ্যে কোনোই নারী আর সুতা কাটিতে হইবে না।' এই আদেশ দেওয়ার পর শ্বেতছত্র উত্তোলন করিয়া তিনি অলংকৃত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। নতুন রাজা রাজলীলায় নগরে প্রবেশ করিয়া মহার্ঘ স্বর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইলে একদিন রাণী 'অহো তপস্‌সী' বলিয়া করুণাদ্র চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাজা দেবীকে এই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'দেব, অতীতের পুণ্যফলে বর্তমানে দেবৈশ্চর্য তুল্য মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কোনোই কুশলকর্ম সম্পাদন করিতেছেন না। ইহাই আমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের কারণ।' রাজা বলিলেন, 'শীলবান তো নাই, তবে দান কাহাকে দিব?' 'দেব, এই জম্বুদ্বীপে অর্হৎ শূন্য নয়। আপনি দানীয় বস্তু সজ্জিত করুন। আমি অর্হৎ আনয়ন করিব।' রাণীর এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজা মহা উৎসাহের সহিত উৎকৃষ্ট দানীয় সামগ্রী সজ্জিত করিলেন। তখন রাণী উত্তরাভিমুখে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া এরূপ অধিষ্ঠান করিলেন, 'এইদিকে যদি অর্হৎ থাকেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া আমাদের এই দান গ্রহণ করুন।' সেই মুহূর্তেই পদুমবতীর পুত্র হিমালয়বাসী পঞ্চশত পচ্চেক বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পদুম নামক পচ্চেক বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে দেবীর প্রার্থনা অবগত হইলেন। তিনি কনিষ্ঠদিগকে বলিলেন, 'ভ্রাতগণ, নন্দরাজ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তোমরা তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।' তাঁহারা সকলে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখনই তাহারা আকাশপথে আসিয়া নগরের উত্তরদ্বারে অবতরণ করিলেন। তথাকার লোকেরা 'পঞ্চশত পচ্চেক বুদ্ধের আগমন বার্তা রাজার গোচরীভূত করিলে, রাণীসহ তিনি আসিয়া বুদ্ধগণকে বন্দনা করিলেন এবং সকলকে সাগ্রহে প্রাসাদে নিয়া গেলেন। রাজা-রাণী উভয়েই মহানন্দে উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপন হইলে রাজা সর্বজ্যেষ্ঠ ও রাণী সর্বকনিষ্ঠ পচ্চেক বুদ্ধের পাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, 'আর্যগণ, আপনারা আমাদিগকে পুণ্যার্জনের সুযোগ প্রদান করুন, আপনারা এখানে অবস্থান করুন, আমরা আপনাদের সেবা-পূজা করিতে একান্তই ইচ্ছুক। বহু অনুরোধের পর পচ্চেক বুদ্ধগণ

তথায় অবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজা রাজোদ্যানে বুদ্ধগণের বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া যাবজ্জীবন সেবা-পূজা করিলেন। কালক্রমে বুদ্ধগণ পরিনির্বাপিত হইলে মহাসমারোহে অগুরু চন্দনাদি সুগন্ধ কাষ্ঠে দাহক্রিয়া সমাপনান্তে অস্থিধাতুর উপর প্রকাণ্ড চৈত্য নির্মাণ করিলেন।

তৎপর নন্দরাজের নিকট এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হইল : 'এরূপ মহানুভব মহর্ষিগণও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, মাদৃশ জনের কথাই বা কি!' এই অনিত্য চিন্তায় রাজার অন্তরে সংবেগ উৎপন্ন হইল। অচিরে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। রাণীও তাহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। রাজা-রাণী প্রব্রজিতদ্বয় উদ্যানে অবস্থান করিয়া ধ্যানে তৎপর হইলেন, অচিরেই তাঁহারা ধ্যান উৎপাদন করিয়া ধ্যানসুখেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আয়ুষ্কাল পরিপূর্ণ হইলে, উভয়েই মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইলেন।

এই নন্দরাজ হইল আমাদের গৌতম বুদ্ধের মহাশ্রাবক মহাকশ্যপেরই পূর্বজন্ম। ভদ্রা কপালিনীই নন্দরাজের মহিষী ছিলেন।

নন্দরাজ অযুত বৎসর যাবৎ দিব্যবস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য সর্ব ঐশ্বর্য উত্তরকুরুর ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল। সর্বদা আগতাগত মনুষ্যদিগকে দিব্যবস্ত্র প্রদান করিতেন। তাঁহার এই দিব্যবস্ত্রের সমৃদ্ধিতা উপলক্ষ করিয়াই এই পেত্নী বলিয়াছিল, 'নন্দরাজ যেমন দিব্যবস্ত্রে স্বীয় রাজ্য আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, এখন এই পেত্নী নন্দরাজের সমৃদ্ধি হইতেও তাহার সমৃদ্ধি বিপুলতর দেখাইবার ইচ্ছায় বলিয়াছিল, তাহা হইতে আমার নিকটই বস্ত্র আচ্ছাদন বহুতর।'

পেত্নী আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট তাহার পূর্বাপর যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল।

সেই সময় ইষ্টকবতী ও দীর্ঘরাজা গ্রামবাসীগণ কোনো কার্যব্যপদেশে সারিপুত্রের নিকট একত্রিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন। ইহা শ্রবণে তাঁহাদের অন্তরে সংবেগ উৎপন্ন হইল। তাহারা মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হইলেন।

এ বিষয় সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। রাজগৃহের বেণুবনবাসী ভিক্ষুগণ ইহা ভগবানকে জানাইলেন। ভগবান তাহার মূলোৎপত্তির অবতারণা করিয়া সম্প্রাপ্ত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা মহাজনসংঘের সার্থক হইয়াছিল।

২. সারিপুত্র মহাস্থবিরের মাতৃপেত্নী কাহিনী

একদা আয়ুষ্মান সারিপুত্র, মৌদ্গাল্লায়ন, অনুরুদ্ধ ও কপ্পিন স্থবির রাজগৃহের অনতিদূরে এক মনোরম অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীতে মহাধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ বণিক অবস্থান করিতেন। তিনি সর্বদা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী, পথিক ও আশ্রিতদিগকে অতি শ্রদ্ধার সহিত অন্ন-পানীয়, বস্ত্র ও শয্যাদি প্রদান করিতেন। এমনকি অভ্যাগতদের যথাযোগ্য পা ধুইবার জল ও পায়ে মাখাইবার তৈলও প্রদান করিতেন। এ সমস্ত সৎকার্যই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ যাইবার সময় স্বীয় স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন—'ভদ্রে, আমার যথাপ্রদত্ত এই দাননীতি হ্রাস করিও না। উত্তমরূপে ইহা রক্ষা করিও।' পত্নীও তাঁহার উপদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। বণিক প্রবাসে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সৎ পত্নী দান প্রথা ভঙ্গ করিল। পথিকেরা বাসস্থান যাচঞা করিলে, গৃহের পিছনে পরিত্যক্ত এক জীর্ণ ছাদ দেখাইয়া দিত। দরিদ্রগণ অন্নপানীয় চাহিলে 'বিষ্ঠা খাও, মূত্র পান কর, রক্ত পান কর এবং তোমাদের মাতার মস্তিষ্ক খাও' এইরূপ দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করিত। এই নারী সারা জীবন এরূপ অকুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল।

পেত্নী পূর্বজন্ম স্মরণ করিয়া জানিতে পারিল, সারিপুত্র স্থবির তাহার পঞ্চম জন্মের পুত্র। সেই বিহারে আসিয়া সারিপুত্র স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। স্থবির পেত্নীকে দেখিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বলিলেন :

২২. ওগো, তুমি বিবস্ত্রা, বিশ্রী, কৃশ, অস্থিচর্মাবৃত সমস্ত বিস্তৃত দেহধারিণী, এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তুমি কে?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

২৩. আমি আপনার পূর্বজন্মের সাক্ষাৎ মাতা। আমি প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি। এখন আমি ক্ষুধা-পিপাসাতুরা।

২৪-২৫. আমি নারী-পুরুষের বমি নিঃসৃত শ্লেষ্মা, কফ, নিক্ষিপ্ত থুথু, সিকনি, শ্মশানে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের চর্বি, প্রসূতির গর্ভমল, ব্রণের পূঁজ-রক্ত এবং হস্ত-পদ-নাসিকা ও শিরশ্ছেদে যেই রক্তস্রাব হয়, তাহাই ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভোজন করি।

২৬. পশু ও মানবের রক্ত-পূঁজ খাইয়া বাসস্থান বিহীন নিঃস্ব অবস্থায় শ্মশানে মললিপ্ত শবমঞ্চেই আমি শয়ন করি।

২৭. হে পুত্র, আপনি দান দিয়া, সেই দানপুণ্য আমাকে প্রদান করুন।

তাহাতে আমি নিশ্চয়ই পূঁজ-রক্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব।

সারিপুত্র স্থবির পেত্নীর এই কথা শ্রবণে যথাসময়ে মহামৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ স্থবিরত্রয়ের সঙ্গে পিণ্ডচারণে বহির্গত হইয়া নৃপতি বিম্বিসারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজা স্থবিরগণকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন উক্ত পেত্নীর সমস্ত বিষয় বলিলেন। রাজা স্থবিরদের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়ের বিহিত বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহারাজ বিম্বিসার সর্বকর্ম সম্পাদক অমাত্যকে আহ্বান করিয়া 'নগরের অনতিদূরে অরণ্যে ছায়া ও সুপেয় জলসম্পন্ন স্থানে চারিখানি কুটির নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন।' রাজাঙ্গনেও চারিখানি কুটির রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নির্মাণ করাইলেন। তাহাতে নানাবিধ দানীয়বস্তু অন্নপানীয় ও বস্ত্রাদি সজ্জিত করিয়া সমস্ত উপকরণসহ বিহার চারিখানা সারিপুত্র স্থবিরকে দান করিলেন।

স্থবির উক্ত পেত্নী উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সেই বিহার ও দানীয় বস্তুসমূহ দান করিয়া পেত্নীকে পুণ্যদান করিলেন। পেত্নী সেই পুণ্য অনুমোদন করিয়া তৎমুহূর্তেই দেবলোকে উৎপন্ন হইল। পরদিবস সে দেবলোক হইতে আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়নের নিকট আসিয়া তাহাকে বন্দনান্তে স্থিতা হইল। স্থবির দেবকন্যাকে দেখিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেববালা নিজের প্রেতত্ব হইতে দেবলোকে উৎপত্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিল। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

২৮. অনুকম্পাকারী উপতিষ্য মাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মৌদ্গাল্লায়ন, অনুরুদ্ধ ও কপ্পিন স্থবিরকে আমন্ত্রণ করিলেন।

২৯. তখন তিনি চারিখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া অন্নপানীয়সহ তাহা চতুর্দিকের আগতানাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করিলেন। তৎ পুণ্যসমূহ মাতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন।

৩০. এই পুণ্যপ্রদান মাত্রই পেত্নীর সুখবিপাক উৎপন্ন হইল। ইহাই ভোজ্য বস্তু পানীয় ও বস্ত্র দানের ফল।

৩১. পেত্নী এই দানফল অনুমোদন করার পরই পরিষ্কার পরিশুদ্ধ কৌশিক বস্ত্র হইতেও উত্তম ও বিচিত্র বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা হইয়া কোলিতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

অতঃপর আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন সেই পেত্নীকে বলিলেন :

৩২. হে মহাপ্রভাববতী দেবতে, তুমি যে শুকতারার ন্যায় সুন্দর সমুজ্জ্বল বর্ণে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া স্থিত আছ।

৩৩. কোন কর্মফলে তোমার এতাদৃশ বর্ণ, স্বর্গীয় সুখ এবং যেকোনো মনোজ্ঞ ভোগসম্পদ সমুৎপন্ন হইতেছে?

৩৪. হে মহানুভাব সম্পন্না দেবী, তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি মানবকুলে কোন পুণ্য করিয়াছিলে? কোন পুণ্যেরই বা প্রভাবে তোমার এই জ্যোতির্ময় বর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত করিতেছ?

তখন সারিপুত্র স্থবিরের মাতা নিজের আদ্যন্ত বিষয় সমস্তই প্রকাশ করিল। মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির বেণুবন বিহারে উপস্থিত হইয়া এই কাহিনী ভগবানকে বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন। ভগবান এ বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।

৩. মত্তা পেত্নী

শ্রাবস্তীতে জনৈক গৃহপতি বুদ্ধের প্রতি সুপ্রসন্ন ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী ছিল অতিশয় শ্রদ্ধাহীনা, ধর্মে অপ্রসন্না ক্রোধপরায়ণা ও বন্ধ্যা। তাহার নাম ছিল মত্তা।

বংশরক্ষার জন্য গৃহপতি সমকুল হইতে তিষ্যা নাম্নী এক তরুণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। তিষ্যা ছিল শ্রদ্ধাবতী, ত্রিরত্নে প্রসন্না ও পতিভক্তি-পরায়ণা। তিষ্যা অচিরেই অন্তঃসত্ত্বা হইয়া দশ মাস পরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সেই ছেলের নাম রাখা হইল ভূতো। তিষ্যা প্রত্যেক দিন চারিজন ভিক্ষুকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সেবা করিত। কিন্তু বন্ধ্যা নারী তাহার এসব বিষয়ে বড়ই ঈর্ষা করিত।

একদা তাহারা উভয়ে স্নান করিয়া আদ্রকেশে দাঁড়াইয়াছিল। এ সময় প্রিয়পত্নী তিষ্যার সহিত গৃহপতি অনেকক্ষণ আলাপে ক্ষেপণ করিলেন। উভয়ের এবম্বিধ রসালাপ শ্রবণে মত্তার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া গৃহ সম্মার্জনের স্তূপীকৃত আবর্জনা দুই হস্তে লইয়া তিষ্যার মস্তকে নিক্ষেপ করিল। এবম্প্রকার বহুবিধ অকুশল সঞ্চয় করিয়া মৃত্যুর পর সে প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করিল। স্বকৃত্য পাপের ফলস্বরূপ সে প্রেতলোকে পঞ্চবিধ প্রেতদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল।

একদিবস তিষ্যা সন্ধ্যার পর গৃহের পশ্চাদ্ভাগে স্নান করিতেছিল। মত্তা পেত্নী তথায় আসিয়া তাহাকে দেখা দিল। তিষ্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :

১. ওহে বিবসনা, দুর্বর্ণা, শিরজাল-বেষ্টিতা কৃশাঙ্গিণী তুমি এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তুমি কে?

পেত্নী বলিল :

২. আমি মত্তা, তুমি তিষ্যা, পূর্বে তোমার সপত্নী ছিলাম। পাপকর্ম করিয়া এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছি।

তিষ্যা জিজ্ঞাসা করিল :

৩. তুমি কায়-বাক্য-মনে কী দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই বা তুমি এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছ?

পেত্নী বলিল :

৪. আমি ক্রোধ-ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণা কটুভাষিণী ও প্রবঞ্চনাকারিণী ছিলাম। তখন আমি তোমার প্রতি অনর্থক দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়া মানবকুল হইতে প্রেতলোকে জন্ম নিয়াছি।

পেত্নী স্বীয় কৃতকর্ম প্রকাশ করার পর উভয়ের প্রশ্নোত্তর নিম্নোক্ত গাথাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :

৫. তুমি যে তখন ক্রোধপরায়ণা ছিলে, তাহা আমি জানি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্য কোন কর্মের ফলে এখন তোমার মস্তক ও সর্বাঙ্গ ধূলি-আবর্জনায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে?

৬. একদা তুমি স্নান করিয়া সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে সুসজ্জিতা হইয়াছিলে। আমি তখন তোমার চেয়েও অধিক পরিমাণে সজ্জিতা ছিলাম।

৭. এমতাবস্থায় তোমাকে স্বামীর সহিত আলাপে রতা দেখিয়া আমার অত্যধিক ঈর্ষা ও ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল।

৮. তখন আমি সেখান হইতে ধূলি-আবর্জনারাশি লইয়া তোমার মস্তকে ছড়াইয়া দিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই এখন আমার আপাদমস্তক ধূলি-আবর্জনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

৯. তুমি যে আমার মস্তকে ধূলি-আবর্জনারাশি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, আমিও তাহা জানি। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অপর কোন কর্মের ফলে তোমার সর্বদেহ কণ্ডু রোগাক্রান্ত?

১০. ওষুধ আহরণের জন্য আমরা উভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। বন হইতে তুমি চিকিৎসকের নির্দেশিত তোমার রোগের ওষুধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলে, আর আমি অনিয়াছিলাম কণ্ডুয়নকারক বানরী বীজ।

১১. তাহা গৃহে আনিয়া তোমার অগোচরেই তোমার শয্যায় বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই এখন গাত্র-কণ্ডুয়নে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।

১২. আমার শয্যায় যে তুমিই তাহা দিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি।

তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্য কোন কর্মের ফলে এখন তুমি বিবসনা?

১৩. একসময় তোমার বন্ধুগৃহে কোনো মাঙ্গলিক কার্যোপলক্ষে স্বামীসহ তুমি নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলে, কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করে নাই।

১৪. সেই সুযোগে আমি তোমার অগোচরে তোমার বস্ত্র অপহরণ করিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই এখন আমি নগ্না।

১৫. তুমি যে তখন আমার বস্ত্র অপহরণ করিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি। তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্য কোন কর্মের ফলে এখন তুমি বিষ্ঠা-গন্ধা হইয়াছ?

১৬. তোমার বিলেপনীয় সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য মাল্যহার বিষ্ঠাকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি এই পাপকর্মটিও করিয়াছিলাম।

১৭. সেই পাপকর্মের বিপাকেই এখন আমি বিষ্ঠাগন্ধা হইয়াছি। তুমি যে সত্যই পাপকর্ম করিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি।

১৮. এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অন্য কোন কর্মের ফলে তুমি দুর্গতা হয়েছে? গৃহে যাহা ধনসম্পত্তি ছিল, আমরা উভয়েই তাহার সম অধিকারিণী ছিলাম।

১৯. দান করিবার মতো বস্তুসামগ্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রতিষ্ঠারূপ কুশলকর্ম করি নাই। সেই কর্মবিপাকেই এখন আমি দুর্গতা হইয়াছি।

২০. তখন [মনুষ্যজন্মে] তুমি আমাকে নিষেধ করিয়াছিলে, 'পাপকর্ম সম্পাদন করিও না। পাপকর্মীর সুগতি সুলভ নহে।'

২১. উক্ত উপদেশ প্রদান করিলে, তখন তুমি আমাকে বিপরীত ভাবিয়াছিলে এবং ঈর্ষা করিয়াছিলে। এখন পাপকর্মের যে কি ফল তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ কর।

২২. তুমি আমার যেই আভরণাদি অপহরণ করিয়াছিলে তোমার পরিচারিকা গৃহদাসী এবং আরও অপরাপর নারীগণ তাহা এখন ব্যবহার করিতেছে। ভোগসম্পত্তি চিরস্থায়ী নহে।

২৩. এখন ভূতের পিতা দোকান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি আসিলে তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু দিবেন। তুমি এ স্থান হইতে এখন অন্যদিকে যাইও না।

২৪. আমি এখন নগ্না দুর্বর্ণা, বিরূপা, কৃশা ও শিরজাল-বেষ্টিতা দেহসম্পন্ন। নারীজাতি সুআচ্ছাদনী। সুতরাং ভূতপিতার সঙ্গে আমার দর্শন ঘটাইও না।

২৫. যাহাতে তোমার সর্ব ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং তুমি সুখী হইতে পার, আমি তোমাকে তেমন অন্ন-বস্ত্রাদির মধ্যে কী প্রদান করিব, অথবা অন্য কী প্রকারে উপকার করিতে পারি?

২৬. ভিক্ষুসংঘ হইতে সংঘবশে চারিজন ভিক্ষু এবং পুদ্‌গলবশে চারিজন ভিক্ষু, মোট আটজন ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়া তাহার পুণ্য আমাকে প্রদান করিবে।

২৭. তদ্বারাই আমার সর্ব ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং আমি সুখী হইব। তখন তিষ্যা সাধুবাক্যে তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া আটজন ভিক্ষুকে ভোজন করাইল।

২৮. অন্তর্বাস ও উত্তরাসঙ্গ চীবর দান করিয়া সেই পুণ্য পেত্নী উদ্দেশ্যে প্রদান করল। এই পুণ্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুখবিপাক উৎপন্ন হইল।

২৯-৩০. ভোজ্যবস্তু, পানীয় ও বস্ত্রদানের এইরূপই ফল। তখন পরিষ্কার পরিশুদ্ধ কৌশিক বস্ত্র হইতেও উত্তম বস্ত্রধারিণী সেই পেত্নী বিচিত্র বস্ত্রালংকার আভরণে বিভূষিতা হইয়া সপত্নীর নিকট উপস্থিত হইল। [তোমাকে দেখিয়া সপত্নী বলিল,] 'হে দেবতে, তুমি সুরূপা ও বর্ণশালিনী হইয়া যে দাঁড়াইয়া আছ।

৩১. তোমার প্রভায় সর্বদিক শুকতারার আলোকের ন্যায় আলোকিত হইয়াছে। কিসে তোমার এতাদৃশ বর্ণ লাভ হইয়াছে এবং কোন কর্মফলেই বা এরূপ ভোগসম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে?

৩২. হে মহাবিভূতিসম্পন্না দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মানবজন্মে তুমি কী পুণ্য করিয়াছিলে? কোন পুণ্যফলে তোমার দেহ জ্যোতিতে সর্বদিক প্রভাসিত হইয়াছে?

৩৩. পূর্বজন্মে আমার নাম ছিল মত্তা, তোমার নাম ছিল তিষ্যা। তুমি আমার সপত্নী ছিলে। আমি পাপকর্ম করিয়া এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছিলাম।

৩৪. আমার উদ্দেশ্যে তুমি দান দিয়াছিলে, তাহা আমি নির্ভয়ে অনুমোদন করাতে আমার এই ভোগসম্পদ লাভ হইয়াছে। হে ভগ্নি, তুমিও সমস্ত জ্ঞাতিগণসহ চিরকাল জীবিত থাক। হে শোভনে, ইহলোকে ধর্মাচরণ করিয়া ও দান দিয়া বিরজা ও শোকহীনা হইয়া বশবর্তী দেবলোকেই বাস কর। লোভ-দ্বেষ ও কার্পণ্যমল বর্জিতা হইয়া প্রশংসনীয় স্বর্গই লাভ কর।

এই পেত্নীর বিষয় তিষ্যা তাহার স্বামীকে বলিলে, তাহার স্বামী ইহা জেতবন বিহারবাসী ভিক্ষুদিগকে বলিলেন। ভিক্ষুদের মুখে বুদ্ধ এ কথা

শ্রবণে এ কাহিনীর মূলোৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। এই দেশনায় সমবেত জনমণ্ডলীর সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল। সকলেই কার্পণ্যমল ত্যাগ করিয়া অপ্রমত্তের সহিত দান-শীলাদি কুশলকর্ম সম্পাদনান্তে মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিলেন।

৪. নন্দা পেত্নী

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে অন্যতর এক গ্রামে শ্রদ্ধাবান ও ত্রিরত্নে প্রসন্ন নন্দসেন নামক এক উপাসক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল নন্দা। নন্দা নিরতিশয় শ্রদ্ধাহীনা, ত্রিরত্নে অপ্রসন্না, দুর্ভাষিণী, কৃপণা ও ক্রোধপরায়ণা ছিল। সে স্বামীকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করিত। শ্বশুরকে চোর বলিয়া ভর্ৎসনা করিত। নন্দা এই পাপকর্মে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। এই পেত্নী সেই গ্রামের অনতিদূরে দুর্গন্ধময় অপবিত্র স্থানে বিচরণ করিত। একদা নন্দসেন কোনো কার্যোপলক্ষে গ্রামের বাহিরে যাইতেছিলেন। তখন নন্দা পেত্নী তাহাকে দেখা দিল। তিনি পেত্নীকে দেখিয়া বলিলেন :

১. ওহে, তুমি দগ্ধ অঙ্গারের ন্যায় বিশ্রী, কালকর্ণী, কর্কশ দেহবিশিষ্টা, ভয়ঙ্কর দর্শনীয়া, চক্ষুদ্বয় পিঙ্গল বর্ণ। এ হেতু আমার বোধ হয় তুমি মানবী নও।

পেত্নী বলিল :

২. হে নন্দসেন, আমার নাম নন্দা। আমি পূর্বে আপনার পত্নী ছিলাম। পাপকর্ম করিয়া মনুষ্যকুল হইতে প্রেতলোকে জন্ম নিয়াছি।

নন্দসেন পেত্নীর কৃতকর্ম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. কায়-বাক্য-মনে তুমি কী দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে তুমি এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছ?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

৪. আমি ক্রোধপরায়ণা, কর্কশ ভাষিণী এবং পতিভক্তিহীনা ছিলাম। আপনার প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহারের যথোপযুক্ত ফল ভোগ করিবার জন্য মানবকুল হইতে প্রেতলোকে জন্ম নিয়াছি।

ইহা শুনিয়া নন্দসেন বলিলেন :

৫. ওহে, তোমাকে এই উত্তরীয় বস্ত্রখানি প্রদান করিতেছি। ইহা পরিধান করিয়া আস। তোমাকে গৃহে নিয়া যাইব।

৬. তুমি গৃহে উপস্থিত হইলে বস্ত্র ও অন্নপানীয় লাভ করিবে এবং তোমার পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিতে পাইবে।

ইহা শ্রবণে পেত্নী বলিল :

৭-৮. হাতে হাতে প্রদত্ত দান আমি পাইব না। শীলবান, বীতরাগী ও বহুশ্রুত ভিক্ষুদিগকে অন্নপানীয় দানে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাকে সেই পুণ্য প্রদান করিলে তদ্বারাই আমার যাবতীয় অভাব পূর্ণ হইবে, আমিও সুখী হইব।

সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত চারিটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন। নন্দসেন পেত্নীর এই কথা শ্রবণে—

৯-১০. সাধু বাক্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া শীলবান, বীতরাগ ও বহুশ্রুত ভিক্ষুদিগকে প্রচুর অন্ন-পানীয়-খাদ্য-বস্ত্র-শয়নাসন-ছত্র-সুগন্ধি দ্রব্য ও জুতাদি বিবিধ দানীয় সামগ্রী শ্রদ্ধার সহিত দান করিলেন।

১১. পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্নপানীয় দান করিয়া পেত্নীকে তৎপুণ্য প্রদান করিলেন। পুণ্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিপাক উৎপন্ন হইল। ভোজ্যবস্তু, বস্ত্র ও পানীয় দানের এরূপই ফল।

১২. তৎপর শুচিশুদ্ধ কৌশিক বস্ত্র হইতেও উত্তম বস্ত্রধারিণী বিচিত্র দিব্য বস্ত্রালংকারে বিভূষিতা হইয়া পেত্নী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

নন্দসেন তাহাকে দেখিয়া বলিলেন :

১৩-১৪. হে দেবী, শুকতারার ন্যায় সর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া অবিরূপ বর্ণে যে তুমি স্থিত হইয়াছ; তোমার এতাদৃশ বর্ণ এবং মনোজ্ঞ ভোগসম্পদাদি কী উপায়ে লাভ হইল?

১৫. হে মহানুভাববতী দেবী, তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যাবস্থায় কোন পুণ্য করিয়াছিলে? তোমার দেহজ্যোতি সর্বদিক প্রভাসিত করিতেছে। কোন পুণ্যের ফলেই বা তুমি এরূপ বর্ণশালিনী হইয়াছ?

তদুত্তরে পেত্নী বলিল :

১৬. স্বামী নন্দসেন, আমার নাম নন্দা। পূর্বে আমি আপনার পত্নী ছিলাম। পাপকর্ম করিয়াই এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছি।

১৭. আমার উদ্দেশ্যে আপনার প্রদত্ত দানপুণ্যে এখন নির্ভয় ও সুখবিহারিণী হইয়াছি। হে গৃহপতি, আপনি সমস্ত জ্ঞাতিবর্গসহ চিরজীবী হউন।

১৮. হে গৃহপতি, ইহলোকে ধর্মাচরণ করিয়া ও দান দিয়া শোক ও পাপবিহীন বশবর্তী দেবলোকেই আপনার আবাসস্থান হউক। মাৎসর্যমল ও লোভ-দ্বেষ-মোহাদি বিনয়ন করিয়া প্রশংসার্হ স্বর্গ স্থানে উপগত হউন।

এরূপে সেই পেত্নী স্বীয় দিব্যসম্পত্তি লাভের কারণ নন্দসেনকে সবিস্তারে

বলার পর আপন বাসস্থানে চলিয়া গেল। উপাসক এসব বিষয় ভিক্ষুদিগকে বলিলেন। ভিক্ষুদের মুখে বুদ্ধ এই কাহিনী শ্রবণে তিনি তদ্বিষয়ের মূলোৎপত্তি বিবৃত করিয়া জেতবন বিহারে উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনায় সমবেত জনমণ্ডলীর মহাউপকার সাধিত হইয়াছিল।

৫. মৃষ্টকুণ্ডলী প্রেত

শ্রাবস্তীতে অত্যন্ত কৃপণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পূর্বে কিছুই দেন নাই, তদ্ধেতু তিনি অদিন্নপূর্বক নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার এক প্রিয়দর্শন প্রিয়পুত্র ছিল। পুত্রের জন্য এক দিব্যালংকার তৈয়ার করিবার তাঁহার বলবতী ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তবে, তাহা যদি স্বর্ণকারের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। পারিশ্রমিক দিবেন কেন? এ হেতু নিজেই একখণ্ড স্বর্ণ পিটিয়া কুণ্ডলাকৃতি করিলেন এবং পুত্রের কর্ণে তাহা পরাইয়া দিলেন। এ কারণে বালকের নাম হইল মৃষ্টকুণ্ডলী। মৃষ্টকুণ্ডলী ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রমকালে পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইলেন। মাতা পুত্রের অবস্থা দর্শনে ব্রাহ্মণকে বলিল পুত্রের চিকিৎসা করাইবার জন্য। ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘ওগো বৈদ্য যদি গৃহে আনি, তাহা হইলে তাহাকে দর্শনী দিতে হইবে। ইহাতে যে আমার ধনক্ষয় হইবে তাহা কি তুমি বুঝ না?

‘তবে কি করিবেন?’

‘যাহাতে আমার অর্থ ব্যয় না হয়, তাহাই করিব।’ এ বলিয়া ব্রাহ্মণ কোনো এক কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনারা পাণ্ডুরোগে কোন ওষুধ ব্যবস্থা করেন?’ ব্রাহ্মণের মনোভাব অবগত হইয়া চিকিৎসক তাঁহাকে বদৃচ্ছা বৃক্ষছালের নাম করিলেন এবং উহার ক্বাথ তৈয়ার করিয়া সেবন করাইতে বলিলেন। তিনিও তাহা সংগ্রহ করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহাতে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাহার রোগ অচিকিৎস্য হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ রোগের প্রাবল্যতা দর্শনে একজন বৈদ্য আহ্বান করিলেন। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন, ‘আমার অন্য এক কাজ আছে। সুতরাং ইহাকে অপর এক বৈদ্য ডাকিয়া দেখান।’ এই বলিয়া চিকিৎসক রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ ছেলের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া চিন্তা করিলেন, ‘এই ছেলেকে দর্শন মানসে আগতাগত জনগণ আমার ভিতর বাড়ির সম্পত্তিসমূহ দর্শন করিবে। সুতরাং ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব।’ এই চিন্তা করিয়া মরণোম্মুখ ছেলেকে

বাহিরালিন্দে শোয়াইয়া রাখিলেন।

বুদ্ধ দিব্যচক্ষে মৃষ্টকুণ্ডলীর ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয় দর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র মরণাসন্নকালে বুদ্ধদর্শন না পাইলে অপায় গমন সুনিশ্চিত। অপায়দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। করুণাময়ের অন্তর করুণায় বিগলিত হইল। তিনি আজ ছুটিয়া গেলেন পাত্র হস্তে অদিন্নপূর্বক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে। কোনো দিন ব্রাহ্মণ অন্ন ভিক্ষা না দিলেও তথাপি আজ তথাগত আসিয়াছেন, বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন মানসে।

তখন মৃষ্টকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিলেন। শাস্তা আপন শরীর হইতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিলেন। মৃষ্টকুণ্ডলী তদ্দর্শনে চমকিত হইলেন। তিনি বহির্দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে শাস্তা দণ্ডায়মান। মৃষ্টকুণ্ডলী বুদ্ধকে দেখিলেন অপরূপভাবে। বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত; উজ্জ্বল ষড়রশ্মি দেদীপ্যমান ভগবান তথাগতকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণপুত্র বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, ধর্মান্ধ অজ্ঞ পিতার জন্যই এই মহাপুরুষ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। কোনো দিন একমুষ্টি অন্ন দান, একটা প্রণাম বা ধর্ম শ্রবণ করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এখন আমার হস্ত অবশ। করপুটে প্রণাম করিবারও শক্তি নাই। অন্য কিছু যে করিব, তাহার উপায় নাই। এই চিন্তা করিয়া তিনি কেবল বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়াই রহিলেন। শাস্তা দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া 'এর সুগতি গমনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট' মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে না হইতেই বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত সহযোগেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মৃত্যুক্ষণেই তিনি তাবতিংস দেবলোকে ত্রিশ যোজন কনকবিমানে উৎপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া 'হায়! আমার একমাত্র পুত্র কোথায় গেল?' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র স্বীয় দিব্যসম্পত্তি লাভের কারণ দিব্যনেত্রে দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন—শাস্তার প্রতি চিত্ত প্রসন্নতার ফলেই ইহা লাভ হইয়াছে।' দেবপুত্র ব্রাহ্মণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্তনের ইচ্ছায় অধিকন্তু শিক্ষা দিবার মানসে ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে তিনি মৃষ্টকুণ্ডলী বেশে শ্মশানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি শ্মশানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উভয় বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দেবপুত্রকে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'এ কে? এটি যে আমার মৃষ্টকুণ্ডলীর অবয়ব। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই

বালক কী জন্য ক্রন্দন করিতেছে?’

১. ওহে, মৃষ্টকুণ্ডলে অলংকৃত, পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ও হরিচন্দনে অনুলিপ্ত বালক, উভয় বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতেছ কেন? তুমি কোন দুঃখে দুঃখিত?

দেবপুত্র বলিলেন :

২. আমার সুবর্ণময় প্রভাস্বর রথপঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার চক্রযুগল লাভ করি নাই। সেই দুঃখেই আমার জীবন ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন :

৩. হে ভদ্র, সুবর্ণময়, মণিময়, লৌহময় অথবা রৌপ্যময় চক্রাদির মধ্যে তুমি কোন প্রকার চক্র চাও? তাহা আমাকে বল। আমি তাহা তোমাকে দিব।

ইহা শ্রবণে মৃষ্টকুণ্ডলী রূপধারী দেবপুত্র চিন্তা করিলেন, ‘এই ব্রাহ্মণ পুত্রের চিকিৎসা করান নাই। অথচ এখন আমাকে তাঁহার পুত্রের ন্যায় দর্শনে যেকোনো প্রকার রথচক্র প্রস্তুত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এখন তাঁহাকে একটু বিব্রত করাই উচিত।’ প্রকাশ্যে কহিলেন, ‘আমার চক্রযুগল কত বড় করিবেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘তুমি যত বড় ইচ্ছা কর।’ দেবপুত্র বলিলেন :

৪. আমার ‘স্বর্ণরথে চন্দ্র-সূর্য উভয় চক্রে শোভা পাইবে।’

ব্রাহ্মণ বলিলেন :

৫. ‘ওহে, তুমি মূর্খ! যাহা অপ্রার্থনীয় তাহাই তুমি প্রার্থনা করিতেছ। বোধ হয় তোমার মৃত্যু সন্নিকট। তুমি চন্দ্র-সূর্য পাইবে না।

দেবপুত্র বলিলেন :

৬. বর্ণধাতু গঠিত চন্দ্র-সূর্য বীতিদ্বয়ে গমনাগমন করিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে না। এই দৃশ্যমান অদৃশ্যমান বস্তুর জন্য ক্রন্দনকারীদের মধ্যে কাহার ক্রন্দন অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক?

ইহা শ্রবণে ব্রাহ্মণের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি বলিলেন :

৭. ওহে ভদ্র, তুমি সত্যই বলিতেছ। আমার ক্রন্দনই অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক। মৃত ব্যক্তিকে পাইবার ইচ্ছায় ক্রন্দন করা যেমন বালকের চন্দ্র লাভেচ্ছায় ক্রন্দন করাও তেমন।

ব্রাহ্মণ স্বীয় মূর্খতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া স্তুতিবাক্যে দেবপুত্রকে বলিলেন :

৮. ঘৃতসিক্ত অগ্নি যেমন জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়, তদ্রুপ আমার

জ্বালাময় বেদনার তুমি উপশম করিয়া দিলে।

৯. আমি পুত্রশোকে যেরূপ শোকাতুর হইয়াছিলাম, আমার হৃদয়াশ্রিত সেই শোকশল্য উৎপাটন করিয়া একান্তই তুমি আমার পুত্রশোক অপনোদন করিয়াছ।

১০. ওহে, তোমার তত্ত্বমূলক বাক্য শ্রবণে আমি শোকশল্যবিহীন হইয়াছি। আমার অন্তর শীতল ও শান্ত হইয়াছে। আর আমি ক্রন্দন ও অনুশোচনা করিব না।

তৎপর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় পাইবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১১. ওগো, তুমি কে? তুমি কি দেবতা? না গন্ধর্ব? না কি দেবেন্দ্র? তুমি কাহার পুত্র? কী প্রকারে তোমায় জানিতে পারি?

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :

১২. যেই পুত্রকে আপনি শ্মশানে দগ্ধ করিয়াছেন, যাহার জন্য রোদন করিতেছেন, আমিই আপনার সেই পুত্র, কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া ত্রিদশালয়ে উৎপন্ন হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ আশ্চর্যস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৩. আপন ঘরে কোনো দিন অল্প বহু কোনো প্রকার দান দিতে দেখিলাম না। উপোসথশীল তাদৃশ। কোন কর্মে দেবলোকে গিয়াছ?

দেবপুত্র বলিলেন :

১৪. আমি যখন দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া স্বকীয় ভবনে পীড়িত ও দুঃখিতাবস্থায় অসার দেহে ছিলাম, তখন বিরজকঙ্ক্ষা উত্তীর্ণ, অমিত জ্ঞানী সুগত বুদ্ধকে দেখিলাম।

১৫. তথাগতের প্রতি আমি প্রমোদিত ও প্রসন্ন চিত্তে [মানসিক অঞ্জলিতে] অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলাম। আমি এইমাত্র কুশলকর্ম করিয়াই ত্রিদশবাসীদের সাহচর্য লাভ করিয়াছি।

দেবপুত্র এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণের সর্বদেহ প্রীতিরসে পূর্ণ হইল। তিনি আনন্দভাব প্রকাশ মানসে কহিলেন :

১৬. অতি আশ্চর্য! অতি অদ্ভুত! অঞ্জলিকর্মের এইরূপই বিপাক! আমিও প্রমোদিত ও প্রসন্নচিত্তে অদ্যই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিব।

দেবপুত্র তাঁহাকে বলিলেন :

১৭. আপনি প্রসন্নচিত্তে অদ্যই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করুন। সমুজ্জ্বল পঞ্চ শিক্ষাপদ অখণ্ড ও সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিপালন করুন।

১৮. প্রাণিহত্যা হইতে শীঘ্রই বিরত হউন, জগতে চৌর্য নামধেয় পাপকর্ম

ত্যাগ করুন, মাদক দ্রব্য সেবন বিরত হউন, মিথ্যাবাক্য বলিবেন না এবং স্বীয় দারেই তুষ্ট থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ দেবপুত্র ভাষিত এই বিষয়সমূহ সাধুবাক্যে গ্রহণ করিয়া কহিলেন :

১৯. হে দেবতে, তুমি আমার বড়ই হিতকামী ও উপকারী। তুমিই আমার আচার্য। তোমার বাক্য নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিব।

২০. আমি নর-দেব-শ্রেষ্ঠ অনুত্তর বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হইতেছি।

২১. শীঘ্রই আমি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইব, জগতে যাহা চৌর্য নামে পরিচিত সেই অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হইব। মাদক দ্রব্য সেবন করিব না। মিথ্যা ভাষণ করিব না এবং স্বীয় দারেই তুষ্ট থাকিব।

ব্রাহ্মণ এরূপে আনন্দ জ্ঞাপন করিলে দেবপুত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু ধন আছে, তথায় বুদ্ধের আশ্রয় নিয়া দান দিবেন, ধর্ম শ্রবণ ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবেন। এ পর্যন্ত বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি অদ্য শ্রমণ গৌতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তুমি তাঁহার খাদ্যভোজ্যের আয়োজন কর।' তিনি ব্রাহ্মণীকে কাজে নিযুক্ত করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সেই দিনের ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। শাস্তা নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নানাবিধ খাদ্যভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

বিধর্মিগণ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে তথায় সম্যক দৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টি এই দুই দলের লোক একত্রিত হইত। মিথ্যাদৃষ্টি লোকেরা চিন্তা করিত—'আজ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কেমন নির্যাতন করে দেখিব।' সুতরাং অদ্য দিবসেও উভয় মতাবলম্বী বহুলোক ব্রাহ্মণ গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।

ভোজনকৃত্য সমাপন হইলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া নিচাসনে উপবেশনান্তে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভবৎ গৌতম, দান, পূজা, ধর্মশ্রবণ ও উপোসথাদি কিছুই পালন না করিয়া শুধু আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিলেই কি স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে?'

ব্রাহ্মণ, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আমার প্রতি কেবল চিত্ত প্রসন্ন করিয়াই যে, স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কি তোমাকে সে বলে নাই? ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কখন?' তুমি অদ্য শ্মশানে গিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলে নয় কি? তোমার অদূরে উভয় হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্রন্দনপরায়ণ এক দিব্য যুবককে দেখিয়াছিলে নহে কি?

তাহার সঙ্গে মৃষ্টকুণ্ডলে অলংকৃত, পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ও হরিচন্দনে অনুলিপ্ত' ইত্যাদি বাক্যে আলাপ করিয়াছিলে নহে কি? এইরূপে বুদ্ধ তাহাদের যথোক্ত সমস্ত কথাই যখন প্রকাশ করিলেন, ব্রাহ্মণ তখন আশ্চর্য হইলেন। বুদ্ধ আরও বলিতে লাগিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্নতার প্রভাবে স্বর্গে উৎপন্ন প্রাণীর সংখ্যা এক শত দুই শত নহে, অগণিত।'

বুদ্ধ সমবেত জনমণ্ডলীর সন্দেহ বিনোদন মানসে সবিমান মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্রের এখানে আগমন ইচ্ছা করিলেন। বুদ্ধের এবম্বিধ চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেবপুত্র সবিমান তথায় উপস্থিত হইলেন। সমুজ্জ্বল দিব্য আভরণ প্রতিমণ্ডিত দেবপুত্র বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ভগবানকে বন্দনান্তর একান্তে স্থিত হইলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাপ্রভাবশালী দেবতা, তোমার সমুজ্জ্বল বর্ণে শুকতারার ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া স্থিত হইয়াছ; তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি মানবজন্মে তুমি কী পুণ্য করিয়াছিলে?'

দেবপুত্র বলিলেন, 'প্রভো, আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়াই এ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি।' 'আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়াই লাভ করিয়াছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।'

সমবেত জনগণ দেবপুত্র দর্শনে চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া বলিলেন, 'অহো! কী আশ্চর্য বুদ্ধের গুণ! অদিন্নপূর্বক ব্রাহ্মণপুত্র অন্য কোনো পুণ্য না করিয়া শুধু মন প্রসাদ বলে এরূপ দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।'

তদনন্তর বুদ্ধ জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ধর্মসমূহে মনই পূর্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মসমূহ মনোময়। প্রসন্ন মনে যাহা ভাষণ করে বা কর্ম করে, তাহা তাহাদের অপরিহার্য ছায়ার ন্যায় জন্মান্তর পথে সুখই প্রদান করে।

৬. কৃষ্ণ প্রেত

শ্রাবস্তীতে জনৈক উপাসকের এক প্রিয়পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহাতে উপাসক শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া স্নানাহার, গৃহকর্ম ও বুদ্ধ দর্শনাদি সবই ত্যাগ করিলেন। দিবারাত্র শুধু বিলাপ করিয়াই অতিবাহিত করিতেন, 'হে বাবা, হে প্রিয়পুত্র, আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় গেলে?'

তখন ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যুষে দিব্যচক্ষে দেখিলেন, 'উক্ত উপাসকের স্রোতাপত্তিফল লাভের সময় সন্নিকট হইয়াছে।' সে দিন তিনি আহারের পর মধ্যাহ্নে আনন্দকে সঙ্গে করিয়া উক্ত উপাসকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাড়িস্থ অন্যান্য লোকেরা

বুদ্ধদর্শনে সানন্দে উত্তম আসনে তাঁহাকে বসাইলেন। গৃহের লোকেরা শোক সন্তপ্ত উপাসককে বুদ্ধের নিকট নিয়া আসিলেন। শোকবিধুর উপাসক একপ্রান্তে নীরবেই বসিয়া রহিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উপাসক, তুমি কি শোকগ্রস্ত হইয়াছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'উপাসক, প্রাচীনকালে পণ্ডিতের উপদেশে পণ্ডিত ব্যক্তি মৃতপুত্রের শোক ত্যাগ করিয়াছিল।' উপস্থিত জনগণের অনুরোধে বুদ্ধ অতীত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অতীতে দ্বারবতী নগরে বাসুদেব নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার আরও নয়জন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের নাম—বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, বরুণদেব, অর্জুন, পর্জুন, ঘৃতপণ্ডিত ও অঙ্কুর। একসময় রাজা বাসুদেবের এক প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হয়। ইহাতে রাজা অতিশয় শোকাকুল হইয়া সমস্ত রাজকর্ম ত্যাগ করিলেন। তিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়া কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঘৃতপণ্ডিত রাজার এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'আমি ব্যতীত আমার ভ্রাতার শোক নিবারণ করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। কৌশলেই তাহার শোক অপনোদন করিব।' তৎপর তিনি উন্মাদবেশ ধারণ করিয়া 'আমাকে শশক দাও, আমাকে শশক দাও' এরূপ প্রলাপবাক্যে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 'ঘৃতপণ্ডিত উন্মাদ হইয়াছেন' এ সংবাদ অচিরেই সমস্ত নগরে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে নগরের সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে 'রোহিনেয়' নামক জনৈক অমাত্য রাজা বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কথা উত্থাপন মানসে বলিলেন :

১. হে কৃষ্ণ, [গোত্রের নাম] উঠুন। শয্যাশায়ী থাকিয়া কী লাভ? যিনি আপনার হৃদয় ও দক্ষিণ চক্ষু সদৃশ সহোদর, তাঁহার উন্মাদ-বায়ু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। হে কেশব, [তাঁহার শিরকেশ অতি সুন্দর ছিল বলিয়া, তাঁহাকে কেশব বলিয়াও ডাকিত] আপনার ভ্রাতা 'আমাকে শশক দাও, আমাকে শশক দাও' বলিয়া প্রলাপ বকিতেছে।

২. কেশব রোহিনেয় অমাত্যের বাক্য শ্রবণে ভ্রাতৃশোকে অস্থির হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

রাজা যথাসত্বর ঘৃতপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ভ্রাতার হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কহিলেন :

৩. উদ্মাদের ন্যায় 'শশক দাও' এই প্রলাপবাক্যে নিরত হইয়া সমস্ত দ্বারবতী নগর পরিভ্রমণ করিতেছ কেন? তুমি কোন প্রকার শশক ইচ্ছা কর?

৪. সুবর্ণময়, মণিকময়, লৌহময়, রৌপ্যময় অথবা শঙ্খশিলা-প্রবালময়াদি নির্মিত কোন প্রকার শশক ইচ্ছা কর? তাহা আমাকে বল। আমি তাহা তোমার জন্য প্রস্তুত করাইব।

৫. অরণ্যে এক প্রকার শশক আছে। ইচ্ছা করিলে তাহাও তোমার জন্য আনাইব। তুমি কিরূপ শশক ইচ্ছা কর?

ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন :

৬. আপনার কথিত শশক অথবা পৃথিবী আশ্রিত বনচর শশকাদির মধ্যে কোনোটাই আমি ইচ্ছা করি না। চন্দ্রমণ্ডলে যে শশক আছে, সেই শশকই ইচ্ছা করিতেছি। হে কেশব, তাহাই আমাকে আহরণ করিয়া প্রদান করুন।

রাজা ঘৃতপণ্ডিতের এ বাক্য শ্রবণে একান্তই বুঝিতে পারিলেন যে 'ঘৃতপণ্ডিত উন্মাদ হইয়াছে।' এবার রাজার অন্তরে অশান্তি ঘনিভূত হইয়া উঠিল তিনি বিমর্ষ বদনে কহিলেন :

৭. হে প্রিয় ভ্রাত, আমার মনে হয় তোমার এই সাধের মধুময় জীবন হইতে বঞ্চিত হইবে। যেহেতু যাহা প্রার্থনা করিবার নহে, সেই চন্দ্রমণ্ডলের শশক তুমি প্রার্থনা করিতেছ।

ঘৃতপণ্ডিত রাজার এ কথা শ্রবণে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ভ্রাত, চন্দ্রে দৃশ্যমান শশক প্রার্থনাকারী যদি উন্মাদ হয়, তাহা অলাভে যদি মৃত্যুবরণ অনিবার্য হয়, এ কথা যদি আপনি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি অদৃশ্যমান মৃতপুত্রের জন্য শোক করিতেছেন কেন? এ কথা তিনি গাথাকারে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৮. হে কৃষ্ণ, আমাকে যেরূপ উপদেশ দিতেছেন আপনি যদি তাহা বুঝিয়া থাকেন, তবে আপনার মৃতপুত্রের জন্য আজ পর্যন্ত কেন অনুশোচনা করিতেছেন?

৯. 'আমার পুত্রের মৃত্যু না হউক' ইহা ইচ্ছা করিলেও কিন্তু দেব-মনুষ্যদের মধ্যে কেহই লাভ করিতে পারে না, ইহা অলভ্য। তাহা কী প্রকারে আপনার লাভ হইবে?

১০. হে কৃষ্ণ, যেই মৃত ব্যক্তির জন্য আপনি শোক করিতেছেন, তাহাকে মহৌষধ অথবা ধনৈশ্চর্যের বিনিময়েও লাভ করিতে পারিবেন না।

১১. যাহারা প্রভূত ধনধান্য ও ভোগশালী রাজেশ্বর ক্ষত্রিয়, তাহারাও অজর অমর নহে।

১২. ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ও মালাকার প্রভৃতি জাতি এবং আরও অন্যান্য যেসব জাতি আছে, তাহারাও অজর অমর নহে।

১৩. যাঁহারা বেদজ্ঞ, বেদস্বাধ্যায়ী, যজ্ঞ হোমে নিরত; শিক্ষা-কল্প-নিরুক্তি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষ-ছন্দ এই ছয় বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন এবং আরও অন্যান্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও অজর অমর নহেন।

১৪. যাঁহারা সংযত, শান্ত ও তপস্বী ঋষিগণ আছেন, আয়ুষ্কাল অবসানে তাহারাও দেহত্যাগ করেন।

১৫. চারি আর্যসত্য ভাবনায় ভাবিত, কৃত করণীয় ও অনাসবগণও পাপ-পুণ্যের পরিক্ষয়ে এ দেহ ত্যাগ করেন।

ঘৃতপণ্ডিতের এরূপ ধর্মোপদেশ শ্রবণে রাজা শোকশল্যবিহীন হইলেন। প্রসন্নচিত্তে তিনি নিম্নোক্তরূপে পণ্ডিতের প্রশংসা করিলেন :

১৬. ঘৃতসিক্ত অগ্নি যেমন জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়, তদ্রুপ তুমি উপদেশরূপ জল সিঞ্চনে আমার প্রজ্বলিত শোকাগ্নি নির্বাপিত করিয়াছ। আমার সমস্ত অশান্তি উপশম করিয়া দিয়াছ।

১৭. একান্তই তুমি আমার হৃদয়বিদ্ধ শোকশল্য উৎপাটন করিয়া পুত্র শোকগ্রস্তের পুত্রশোক অপনোদন করিয়াছ।

১৮. শোকশল্য উৎপাটিত হওয়াতে আমি এখন শান্ত নিবৃত হইয়াছি। তোমার ভাষিত বাক্য শ্রবণে আমি আর রোদন অনুতাপ করিব না।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলিতেছেন :

১৯. 'ঘৃতপণ্ডিত যেমন শোকগ্রস্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সদুপদেশ প্রদানে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে, যাহার এমন অমাত্য ও পরিচারক আছে, তাহার আর শোক হইবে কিরূপে?'

শাস্তা এই ধর্মোপদেশ প্রদানের পর উপাসককে কহিলেন, 'উপাসক, প্রাচীনকালের পণ্ডিত, পণ্ডিতের এবম্বিধ কথা শ্রবণে পুত্রশোক নিরসন করিয়াছিল।' তৎপর বুদ্ধ চারি আর্যসত্যের বিচিত্র ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হৃদয়গ্রাহী ধর্মশ্রবণে উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৭. ধনপাল প্রেত

ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে দশন নামক রাজ্যে এরকচ্ছ নগরে ধনপাল নামক এক নাস্তিক ধনী ব্যক্তি ছিল। সে ছিল অতিশয় শ্রদ্ধাহীন, কৃপণ, ধর্মে অপ্রসন্ন ও ঘোর মিথ্যাদৃষ্টি। যথাসময়ে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে এক মরুভূমিতে প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার দেহ তালবৃক্ষ প্রমাণ উচ্চ। দেহের স্থানে স্থানে চর্মহীন, শিরকেশ রুক্ষ ও

বিরূপ দেহের আকৃতি ভয়ানক দুর্বর্ণ ও নিকট দর্শন হইয়াছিল। সে পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ কণা প্রমাণ তণ্ডুল বা একবিন্দু জলও লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা বিশুষ্ক হইয়াছিল এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তখনকার দিনে শ্রাবস্তীবাসী বণিকগণ পণ্যদ্রব্য শকট পরিপূর্ণ করিয়া উত্তরাপথে যাইতেন। তথায় দ্রব্য বিক্রয় করিবার পর পুনরায় সেখান হইতে পণ্যদ্রব্যে শকট ভর্তি করিয়া দেশের দিকে প্রত্যাগমন করিতেন। একদা বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করিবার কালে এক সায়হ্নে কোনো এক শুষ্ক নদীর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় বলদগুলিকে ভারমুক্ত করিয়া রাত্রিবাসের আয়োজন করিলেন।

তখন উক্ত প্রেত পিপাসায় ক্লান্ত দেহে জল অন্বেষণে রত হইয়া গভীর রাত্রে তথায় উপস্থিত হইল। সেখানেও বিন্দুমাত্র জল না পাইয়া হতাশায় ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। বণিকগণ ইহার তদবস্থা দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'ওহে, তুমি কে? তোমায় দেখিতেছি নগ্ন, দুর্বর্ণ, কৃশ, শিরজাল-বেষ্টিত অস্থি চর্মসার দেহবিশিষ্ট; কে তুমি?

প্রেত বলিল :

২. প্রভো, আমি যম নামক দুর্গত প্রেতলোকের প্রেত। আমি পাপকর্ম করিয়া মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

বণিকগণ বলিলেন :

৩. কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে মানবকুল হইতে প্রেতকুলে গিয়াছ?

বণিকগণ এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রেত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করিল এবং তাহাদিগকেও উপদেশ প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিল :

৪. দশন রাজ্যে এরকচ্ছ নামক সুপ্রসিদ্ধ এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে আমি শ্রেষ্ঠী ছিলাম। সকলে আমাকে ধনপাল নামেই জানিত।

৫. আমার নিকট তখন অশীতি শকট বোঝাই হিরণ্য ছিল। আর স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, বৈদূর্য ও মণি ছিল প্রচুর।

৬. তখন আমি এরূপ ধনী হইলেও দান আমার প্রিয় ছিল না। যাচকগণ

যদি দেখিতে পাই এই ভয়ে আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়াই ভোজন করিতাম।

৭-৮. আমি শ্রদ্ধাহীন, মাৎসর্যপরায়ণ ও কৃপণ ছিলাম। দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করিতাম। বহুজনকে দান ও পুণ্যকর্ম হইতে এই বলিয়া বিরত করিয়াছিলাম 'দান-সংযমে কোনো ফল নাই, পুষ্করিণী, ইন্দারা, কলোদ্যান রোপন, জলসত্র ও দুর্গম স্থানে সেতু প্রদানেও কোনো ফল নাই; বরঞ্চ আমি তাহা ধ্বংসই করিয়াছিলাম।

৯. আমি পুণ্য করি নাই অথচ পাপই করিয়াছিলাম, তদ্ধেতু মনুষ্যত্ব হইতে চ্যুত হইয়া ক্ষুধা-পিপাসাতুর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১০. যেদিন হইতে আমার মৃত্যু হয়, সেদিন হইতে আজ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ ভোজ্যপানীয় যে ভোজন করিয়াছি, এ কথা আমার স্মরণ হইতেছে না।

১১. সংযমীকে যাহারা দান না দেয়, তাহারা একান্তই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা প্রেতগণই ভালোরূপে জানে।

১২. পূর্বে আমার নিকট বহু ধন থাকা সত্ত্বেও সঙ্কোচ চিত্ত-হেতু সংযমীদিগকে দান দিই নাই। দানীয়বস্তু যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু দান দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করি নাই। এখন স্বীয় কর্মের উৎপন্ন ফল ভোগ করিয়া অনুতপ্ত হইতেছি।

১৩. চারিমাস পরে আমার মৃত্যু হইবে। তখন আমি একান্তই উৎকট নিদারুণ ঘোর নরকে পতিত হইব।

১৪. সেই নরক চারি কোণ ও চারি দ্বারবিশিষ্ট। দীর্ঘ প্রস্থে সমান, লৌহ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং লৌহাবরণে আবৃত।

১৫. ইহার লৌহময় ভূমিতল নিত্য তেজপূর্ণ ও প্রজ্জ্বলিত থাকে। এই তেজ সর্বদা চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে।

১৬. তথায় আমি দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদুঃখ অনুভব করিতে থাকিব। ইহা আমার পাপকর্মের ফল। তদ্ধেতু আমি অতিশয় অনুতপ্ত।

১৭. হে সমাগত ভদ্রগণ, আপনাদিকে বলিতেছি যে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার পাপকর্ম করিবেন না।

১৮. আপনারা যদি সেই পাপকর্ম ভবিষ্যতে বা বর্তমানে করেন, তাহা হইলে আকাশপথে পলায়ন করিয়াও দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন না।

১৯. পিতা, মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবাপূজায় উপকার করুন। শ্রমণ এবং পাপ বহিষ্কৃত ব্রাহ্মণদের সেবাপূজা করুন। ইহাতেই স্বর্গে গমন করিবেন।

২০. অন্তরীক্ষে হউক বা সমুদ্রবক্ষেই হউক অথবা পর্বত বিবরেই হউক, যেকোনোও স্থানে আপনারা প্রবেশ করুন না কেন, জগতে এমন কোনো প্রদেশ বিদ্যমান নাই, যথায় থাকিয়া পাপকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

বণিকগণ প্রেতের এরূপ রোমাঞ্চকর বাক্য শ্রবণে সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা প্রেতের দুঃখে দুঃখীত ও তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া, তাহার শায়িতাবস্থায় জলপূর্ণ পাত্র হইতে তাহার মুখে জল ঢালিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ তাঁহারা সকলে জল ঢালিলেন বটে কিন্তু দারুণ পাপ প্রভাবে পিপাসা নিবৃত্তির কথা দূরে থাকুক, একবিন্দু জলও তাহার গলদেশের নিম্নভাগে প্রবেশ করিল না। বণিকগণ প্রেতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন তুমি এখন একটু শান্তি লাভ করিয়াছ তো?' প্রেত বলিল, 'আপনারা এতগুলি লোকে এতক্ষণ যাবৎ যে আমার মুখে জল ঢালিয়াছেন, তাহার একবিন্দু মাত্র জলও আমার গলদেশের নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই প্রেতদুঃখ হইতে আমার মুক্তি না হউক।'

বণিকগণ প্রেতের এ কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিপাসা নিবৃত্তির অন্য কোনো উপায় আছে কি?' প্রেত উত্তর করিল 'আছে বৈ-কি। তথাগত কিংবা তাঁহার শ্রাবকগণকে অন্নপানীয়াদি দান দিয়া তৎপুণ্য আমাকে দান করিলে, আমি প্রেতদুঃখ হইতে মুক্ত হইব।'

ইহা শ্রবণে বণিকগণ শ্রাবস্তীতে আসিয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এই প্রেতকাহিনী তাঁহার নিকট আদ্যন্ত বর্ণনা করিলেন। তৎপর তাঁহারা শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহ যাবৎ মহাদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। সেই দানপুণ্য প্রেত উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ভগবান এ কাহিনী উপলক্ষ করিয়া চতুর্পরিষদে বিচিত্ররূপে ধর্মদেশনা করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী লোভ ও মাৎসর্যমল ত্যাগ করিয়া দানময় পুণ্যকর্মে রত হইয়াছিলেন।

৮. চূল্ল শ্রেষ্ঠী প্রেত

বারাণসীতে এক হীনবুদ্ধিপরায়ণ ধনাঢ্য ব্যক্তি অবস্থান করিত। চূল্ল শ্রেষ্ঠী নামেই সে পরিচিত ছিল। সে ত্রিরত্নে অপ্রসন্ন, শ্রদ্ধাহীন ও কৃপণ ছিল। সে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। এই প্রেতের দেহ রক্তমাংসবিহীন কেবল অস্থি-চর্ম-স্নায়ুযুক্ত ছিল। মস্তক ছিল মুণ্ডিত। চূল্ল শ্রেষ্ঠীর অনুলা নাম্নী এক কন্যা ছিল। তাহাকে অন্ধকবিন্দ দেশে বিবাহ দিয়াছিল। একদা সেই

কন্যা পিতৃ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য বিবিধ দানীয় উপকরণ সজ্জিত করিয়াছিল। চূল্ল শ্রেষ্ঠী ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই দানপুণ্য লাভের আশায় আকাশমার্গে তথায় গমনকালীন পথে রাজগৃহ নগর সম্প্রাপ্ত হইল।

রাজা অজাতশত্রু ইতিপূর্বে দেবদত্তের প্ররোচনায় পিতা বিম্বিসারের জীবন বধ করিয়াছিলেন। এই অনুতাপে রাত্রে অজাতশত্রুর সুনিদ্রা না হওয়ায় প্রাসাদোপরি পাদচারণা করিতেছিলেন। তখন আকাশপথে উক্ত প্রেতকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. হে কৃশ মুণ্ডক উলঙ্গ সন্ন্যাসী, আপনি রাত্রিতে কী জন্য কোথায় যাইতেছেন? তাহা আমাকে বলুন। আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ উৎসাহের সহিত আপনাকে প্রদান করিব। তাহা আমি দিতে সমর্থবান।

প্রত্যুত্তরে প্রেত কহিল :

২. আমি সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী নগরে মহাধনাঢ্য, অদাতা বিষয়াসক্ত গৃহপতি ছিলাম। দুঃশীলতার দরুন যম নামক প্রেতলোক প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩. ক্ষুধার জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়া কিছু আমিষ খাদ্য লাভের আশায় জ্ঞাতিদের নিকট গমন করিতেছি। যে সব অদাতা ব্যক্তি আমার ন্যায় পরলোকে দানফল প্রাপ্তির বিশ্বাস করে না, তাহারা আমার ন্যায় প্রেত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে।

৪. আমার মেয়ে সর্বদা দানীয় বস্তু সজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দানের পর প্রত্যেকবার এরূপ বলিয়া থাকে—‘এই দান পুণ্য আমার কালগত পিতামাতা-পিতামহ প্রভৃতি জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান দিতেছি।’ আমিও তাহা পরিভোগ করিবার মানসে অন্ধকবিন্দে যাইতেছি।

প্রেতের এ কথা শ্রবণে রাজা তাহাকে বলিলেন :

৫. তুমি দুহিতার দান পরিভোগ করিয়া শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিও। আমিও দানপূজা করিব। কোন স্থানে কি প্রকারে দান দিলে তুমি পাইবে, তাহার সকারণ বাক্য আমাকে বল, তাহা আমি শ্রবণ করিব।

৬. প্রেত ‘তথাস্তু’ বলিয়া অন্ধকবিন্দ দেশে চলিয়া গেল। দেখিল পুণ্যক্ষেত্রে দান দেওয়া যাইতেছে না। দুঃশীল ব্রাহ্মণগণই ভোজন করিতেছে। তদ্দর্শনে প্রেত পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজার পুরোভাগে প্রদুর্ভূত হইল।

৭. প্রেত পুনরায় আসিয়াছে দেখিয়া রাজা তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে কী দিব? যাহাতে তাহা তোমার চির তৃপ্তির হেতু হয়, তাহা

আমাকে বল।

৮. হে রাজন, বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে অন্নপানীয় এবং চীবর দান করুন। সেই দানপুণ্য আমার হিতের জন্য প্রদান করিবেন। তাহা আমার চিরতৃপ্তি সাধন করিবে।

৯. রাজা প্রেতের বাক্য শ্রবণে তখনই প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া বিপুলভাবে শ্রেষ্ঠ দানীয় বস্তু বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে দান দিলেন। প্রেতের সঙ্গে তাঁহার যাহা আলাপ হইয়াছিল তৎসমুদয় বুদ্ধকে বলিলেন। দানকার্য শেষ হইলে দানপুণ্য প্রেত উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন।

১০. দানপুণ্য লাভে প্রেত দিব্য শ্রীসম্পত্তিতে পরিশোভিত হইল। সে রাজার পুরোভাগে প্রাদুর্ভাব হইয়া বলিল, 'আমি পরম ঋদ্ধিপ্রাপ্ত যক্ষ [দেবতা] হইয়াছি। আমার ন্যায় মহানুভাব ও ভোগসম্পত্তিলাভী মনুষ্যদের মধ্যে কেহ নাই।

১১. আমার অপরিমিত দিব্যানুভাব দেখুন। আপনি আর্যসংঘকে বিপুলভাবে দান দিয়া অনুকম্পাবশে সেই পুণ্য আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছেন। আপনার সেই বিপুল অন্নপানীয় ও বস্ত্রাদি দান প্রভাবে যাবজ্জীবন আমি সন্তর্পিত হইব। দেব-মনুষ্যলোকে এখন আমি সুখী। মহারাজ, এখন আমি যথেচ্ছিত স্থানে যাইতেছি। এই বলিয়া প্রেত চলিয়া গেল।

ইহা সঙ্গীতিকারক কর্তৃক কথিত—

প্রেত এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলে রাজা অজাতশত্রু এসব বিষয় ভিক্ষুগণকে বলিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে এইসব ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এ কাহিনীর মূলোৎপত্তি দেখাইয়া জেতবন বিহারে উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। জনসংঘ তাহা শ্রবণে মাৎসর্যমল ত্যাগ করিয়া দানাদি পুণ্যকার্যে রত হইয়াছিলেন।

৯. অঙ্কুর প্রেত

ভগবান যখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। অঙ্কুরকে উপলক্ষ করিয়া এ বিষয়টি বলা হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে অঙ্কুর প্রেত নহে। অপিচ তাঁহার জীবনীর সঙ্গে প্রেতের জীবনী সংশ্লিষ্ট থাকায় এখানে 'অঙ্কুর প্রেত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাঁহার সংক্ষিপ্ত কথা—

উত্তরমধুরাধিপতি মহাসাগরের উপসাগর নামে এক পুত্র ছিল। উত্তর পথে কংসভোগ রাজ্যে অসিতঞ্জন নগরবাসী মহাকংশের কন্যা দেবগর্ভার

সহিত উপসাগরের বিবাহ হয়। উপসাগরের ঔরষে দেবগর্ভার গর্ভে অঞ্জনদেবী, বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, বরুণদেব, অর্জুন, পর্জুন, ঘৃতপণ্ডিত ও অঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেব প্রমুখ দশ ভ্রাতা সম্মিলিতভাবে অসিতঞ্জন নগর হইতে দ্বারবতী পর্যন্ত তিষট্টি হাজার নগরের রাজবংশের সকলকে চক্রের দ্বারা বধ করিয়া দ্বারবতীতেই বাস করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের বিজিত সমস্ত রাজ্য দশ ভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। সেই সময় তাঁহাদের ভগ্নী অঞ্জনাদেবীর কথা কাহারও স্মরণ ছিল না। পরে যখন তাহার কথা স্মরণ হইল, তখন সিদ্ধান্ত করা হইল যে, 'তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যগুলি পুনরায় একাদশ ভাগে ভাগ করা হইবে।' তখন অঙ্কুর বলিলেন, 'আমার ভাগ অঞ্জনাকে দেওয়া হউক। আমি বাণিজ্য করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিব। আপনারা প্রত্যেকে স্বীয় রাজ্য হইতে আমাকে কিছু কিছু শুল্ক দিবেন।' এ প্রস্তাবে তাঁহারা সকলেই সম্মত হইয়া অঞ্জনাদেবীকে তাঁহার ভাগ প্রদান করিলেন। দশ ভ্রাতা সকলেই মহাপরাক্রমের সহিত দ্বারবতীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অঙ্কুর ছিলেন পণ্ডিত। তিনি বাণিজ্য করিয়া নিত্য মহাদান দিতেন। তাঁহার এক হিতকামী ভাণ্ডাগারিক দাস ছিল। অঙ্কুর এই দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্যয়ে তাহাকে বিবাহ করাইলেন। যথাকালে তাহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইলে, ভাণ্ডাগারিক ইহলোক ত্যাগ করিল। মাসকাল পরিপূর্ণ হইলে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তখন অঙ্কুর উক্ত দাসকে যাহা বেতন দিতেন, তাহা এই নবজাত শিশুর ভরণপোষণার্থে প্রদান করিলেন। বালক যখন ক্রমান্বয়ে বয়স্ক হইল, তখন এই বালক তাঁহাদের দাস কি অদাস, এ কথা নিয়া রাজকুলে একটা বিচারসভা বসিল। অঞ্জনাদেবী এ কথা শ্রবণে গভীর উপমা দিয়া বলিলেন, 'দাসত্ব হইতে মাতার মুক্তিতে পুত্রেরও মুক্তি।' অঞ্জনাদেবীর যুক্তিপূর্ণ এই এক কথায় বালককে দাসত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। বালক এই ব্যাপারে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। এই লজ্জায় সে তথায় বাস করিতে অসমর্থ হইয়া ভেরুব নামক এক নগরে চলিয়া গেল। তথায় এক দর্জীকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া সেলাই কর্মেই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। সেই সময়ে তথায় অসয্হ নামক জনৈক মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি সর্বদা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল, পথিক ও যাচকদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান দিতেন।

কোনো কোনো ভিক্ষার্থী শ্রেষ্ঠীগৃহ চিনিতে না পারিলে, উক্ত দর্জী তাহাদিগকে সানন্দে করুণাচিত্তে দক্ষিণবাহু প্রসারণ করিয়া 'এইদিকে শ্রেষ্ঠীর

বাড়ি, তথায় যাইয়া তোমাদের ইচ্ছিত বস্ত্র লাভ কর।' এরূপ মৃদুমধুর বাক্যে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেন। আয়ু পর্যাবসানে উক্ত দর্জীর মৃত্যু হইল। মরণান্তে তিনি মরদ্যানের এক বটবৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইচ্ছাপ্রদ মণিস্বভাব সদৃশ হইয়াছিল।

তখনকার দিনে ভেরুব নগরে একজন শ্রদ্ধাহীন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ লোক অবস্থান করিত। শ্রেষ্ঠীর মহাদান সময়ে ওই লোকটি ঈর্ষা জ্বালায় জ্বলিত। সে মৃত্যুর পর মরুভূমিতে পূর্বোক্ত দেবপুত্রের বাসস্থানের অনতিদূরে যথাকর্মানুযায়ী প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। আর মহাদাতা শ্রেষ্ঠীবর মরণান্তে তাবতিংস ভবনে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একসময় অঙ্কুর বাণিজ্যে যাইবার মানসে পাঁচশত শকট পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিলেন। অন্য এক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তিনিও পঞ্চশত শকট পণ্যদ্রব্যে বোঝাই লইলেন। তাঁহারা উভয়ে মরুকান্তার পথে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইলেন। মরুকান্তারে পথভ্রষ্ট হইয়া বহুদিন ঘুরাফিরা করাতে তৃণ, জল ও আহার্যাদি সমস্তই নিঃশেষ হইল। অঙ্কুর তখন স্বীয় কর্মচারীকে জল অন্বেষণের জন্য নানাদিকে পাঠাইলেন। মরুভূমির মরুদ্যানের পূর্বোক্ত দেবতা তাঁহাদের এই বিপদ দর্শনে তাঁহার চিত্ত দয়াদ্র হইল। বিশেষত অঙ্কুর পণ্ডিত একদিন তাঁহার উপকারী ছিল। দেবতা সেই উপকার স্মরণ করিয়া অঙ্কুর প্রমুখ এই বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য মনে করিলেন। দেবতা দেবঋদ্ধি প্রভাবে সকলকে তাঁহার আবাসবৃক্ষের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন। বহু শাখা-প্রশাখা, পত্র, পল্লব সমাচ্ছন্ন সুবিস্তৃত ও সুউচ্চ বটবৃক্ষ দর্শনে অঙ্কুরপ্রমুখ সকলেই অত্যধিক আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সেই বৃক্ষের তলদেশে বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তখন বৃক্ষদেবতা দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রথমে সকলকে জল দানে পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। অতঃপর যে যাহা ইচ্ছা করিল, তৎ সমুদয় প্রদান করিলেন। এরূপে সকলেই যথেচ্ছিত অন্নপানীয় লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া পথশ্রান্তি বিনোদন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বণিক বিবেকহীন চিত্তে চিন্তা করিলেন, 'আমরা ধনাশায় কম্বোজে যাইব কেন? এই যক্ষকে যেকোনো উপায়েই শকটে তুলিয়া আমাদের নগরে নিয়া যাইব।' তাঁহার এই চিন্তিত বিষয় অঙ্কুরের নিকট নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করিলেন :

১. 'আমরা যেই ধন লাভের আশায় কম্বোজ রাজ্যে যাইতেছি, তথায় না গিয়া যথেচ্ছিত বস্তুদায়ক এই যক্ষকেই নিয়া যাইব।

২. এই যক্ষকে অনুরোধ করিয়া অথবা বলপূর্বক শকটে উঠাইয়া শীঘ্রই দ্বারবতীতে চলিয়া যাইব।'

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, অঙ্কুর সৎ পুরুষ ধর্মে স্থিত থাকিয়া নিম্নোক্ত কথায় তাহার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিলেন :

৩. 'যেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন বা শয়ন করিবে, তাহার শাখা ভগ্ন করিবে না। মিত্রদ্রোহী হওয়া মহাপাপ।

ব্রাহ্মণ পুনরায় অঙ্কুরের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন :

৪. যেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন বা শয়ন করিবে, শাখার কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজন হইলে তাহার কাণ্ডও ছেদন করিবে।

অঙ্কুর বলিলেন :

৫. যেই বৃক্ষের ছায়ায় বসিবে বা শয়ন করিবে, তাহার শাখার কথা দূরে থাকুক, একটি পত্রও ছিন্ন করিবে না। মিত্রদ্রোহীতা মহাপাপ।

ব্রাহ্মণ নিজের কথা বজায় রাখিবার ইচ্ছায় বলিলেন :

৬. যেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন বা শয়ন করিবে, প্রয়োজন হইলে তাহার মূলও উৎপাটন করিবে।

ব্রাহ্মণের কথা নিরর্থক প্রতিপাদনের জন্য অঙ্কুর বলিলেন :

৭. যাহার ঘরে একরাত্রিও বাস করিবে, এবং যাহার নিকট যে কেহ অন্নপানীয় লাভ করিবে, তাহার প্রতি কায়-বাক্যের কথা দূরে থাকুক, মনেও পাপ চেতনা উৎপন্ন করিবে না। 'কৃতজ্ঞতা সৎপুরুষ প্রশংসিত।

৮. যাহার ঘরে একরাত্রিও বাস করিবে এবং অন্নপানীয়ে অভ্যর্থিত হইবে, তাহার প্রতি কায়-বাক্যের কথা দূরে থাকুক, মনের দ্বারাও অভদ্রজনোচিত অনর্থকর পাপচেতনা উৎপন্ন করিবে না। যাহারা অহিংসক ও সংযত মিত্রের প্রতি মিত্রদ্রোহীতা করে, তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৯. পূর্বে যিনি উপকার করিয়াছেন, তেমন ব্যক্তির প্রতি যাহারা হিংসা, অভদ্রাচরণ ও অনিষ্ট কামনা করে, তাহারা ইহ-পরলোকে হিতসুখ লাভ করে না।

১০. যাহারা পরিশুদ্ধ, নির্মল ও নির্দোষী ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে, বায়ু বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলি যেমন নিজের দেহে আসিয়া পড়ে, তদ্রূপ মূর্খগণ পরিশুদ্ধ পাপহীন নির্দোষীর প্রতি দোষারোপ করিয়া নিরয় দুঃখ ভোগ করে।

অঙ্কুর যথাযথ সৎপুরুষ ধর্ম যখন ব্যাখ্যা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইল। বৃক্ষদেবতা তাঁহাদের বাদ-প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি

অসন্তুষ্ট হইলেন এবং 'দুষ্ট ব্রাহ্মণকে যাহা করিবার আছে, তাহা পরেই করা হইবে।' এই চিন্তা করিয়া নিজে কাহারও দ্বারা যে অপরাজেয়, তাহা দেখাইয়া বলিলেন :

১১. 'আমি যেকোনো ঐশ্বর্যশালী দেব-মনুষ্য দ্বারা পরাভূত হইবার নহি। আমি পরম ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, রূপ-লাবণ্য-বল-সম্পত্তিলাভী এবং পলকের মধ্যে বহুদূরে গমন শক্তিশালী যক্ষ।'

নিম্নোক্ত ষোলোটি গাথা অঙ্কুর ও যক্ষের প্রশ্নোত্তররূপে জ্ঞাতব্য।

১২. 'আপনার দক্ষিণ হস্তটা সম্পূর্ণ সুবর্ণ বর্ণ। সে হস্তের পঞ্চাঙ্গুল হইতে সুমধুর পঞ্চরস ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাতেই আমার বোধ হইতেছে, আপনি মহাপ্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র।'

১৩. 'হে অঙ্কুর, আমি দেবতা, গন্ধর্ব ও দেবরাজ ইন্দ্র নহি। আমি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভেরব নগর হইতে এখানে আসিয়াছি। ইহাই জানিবেন।'

১৪. আপনি পূর্বজন্মে 'ভেরব' নগরে কী প্রকার শীলপালন করিতেন, কীদৃশ আচরণ করিতেন এবং কোন ব্রহ্মচর্যের পুণ্যপ্রভাবে আপনার এই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এবম্বিধ কার্য সিদ্ধি হইতেছে?

১৫. আমি পূর্বে 'ভেরব' নগরে অতি দুঃখময় কর্মে জীবন যাপনকারী অতি দরিদ্র এক দর্জী ছিলাম। তখন আমার নিকট শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দীন-দরিদ্র-দুঃখীদিগকে দান দিবার তেমন সামর্থ ছিল না।

১৬. শ্রদ্ধাবান, দানপতি, কৃতপুণ্য এবং পাপের প্রতি লজ্জাশীলী অসয়্হ শ্রেষ্ঠীর গৃহ কোথায়' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিত।

১৮. হে ভদ্র, কোন পথে তথায় যাইব, কোথায় দান দেওয়া হইতেছে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত শ্রেষ্ঠীর গৃহ কোথায়; তাহা বলিয়া দিয়াছি।

১৯. আমার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া 'হে ভদ্র, এ পথেই যাও, ওইখানেই দান দেওয়া হইতেছে, ওইখানেই অসয়্হ মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহ' ইত্যাদি বলিতাম।

২০. এ কারণেই আমার হস্ত কামদ ও বিবিধ মধুর রসস্রাবী হইয়াছে। আমার এই ব্রহ্মচর্যের পুণ্যপ্রভাবেই দক্ষিণ হস্ত হইতে ইচ্ছিত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে।

২১. আপনি কাহাকেও স্বীয় হস্তে দান দেন নাই। শুধু পরের দান প্রফুল্লচিত্তে অনুমোদনান্তর হস্ত প্রসারণ করিয়া দানের স্থান বলিয়া দিয়াছেন মাত্র।

২২. সেই কর্মপ্রভাবেই আপনার হস্ত কামদ ও বিবিধ মধুর রসস্রাবী

হইয়াছে? আপনার সেই ব্রহ্মচর্যের পুণ্যফল হস্তপথেই উৎপন্ন হইতেছে।

২৩. হে প্রভো, যিনি প্রসন্নচিত্তে স্বীয় হস্তে দান দিয়াছেন, তিনি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন?

২৪. অপরের লোভ-মাৎসর্যাদি অসহনশীল জ্যোতিন্ধর 'অসয়্হ' দেবরাজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছেন।

২৫. কুশলকর্ম সম্পাদন এবং যথাশক্তি দান দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই কামদ হস্তের প্রভাব দেখিয়া কোন ব্যক্তি পুণ্যকর্ম না করিবে?

২৬. আমি এখান হইতে দ্বারবতী নগরে গিয়া দান প্রবর্তন করিব, যাহা আমার সুখাবহ হইবে।

২৭. 'আমি অন্নপানীয়, বস্ত্র, শয়নাসন, জলকূপ, জলসত্র এবং দুর্গম স্থানে সেতু প্রদান করিব।'

অঙ্কুর এবম্বিধ দান দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে যক্ষ সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন, 'হে ভদ্র, আপনি সর্বদা ইচ্ছানুযায়ী দান দিতে থাকুন। তাহাতে আমি আপনার সাহায্য করিব। যাহাতে আপনার দানীয়বস্তু ক্ষয় না হয়, তাহাই করিব।' বৃক্ষদেবতা তাহাকে দাসকার্যে উৎসাহিত করিয়া ব্রাহ্মণ বণিককে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি মাদৃশ যক্ষকে বলপূর্বক নিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি নিজের ওজন বুঝ না। এই বলিয়া তাহার সমস্ত দ্রব্য অন্তর্হিত করিলেন এবং যক্ষোচিত ভয় দর্শাইয়া ভীষণভাবে তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন।

তখন অঙ্কুর যক্ষকে নানা প্রকার অনুরোধ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করাইলেন। ইহাতে যক্ষ কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণের সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দিলেন। অনন্তর সেই দিবস সন্ধ্যার পর তাহারা যক্ষকে ত্যাগ করিয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। তাহারা যক্ষের অনতিদূরে আসিয়া দেখিলেন অতি বিরূপদর্শন এক প্রেত। তাহাকে দেখিয়া তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল :

২৮. তোমার অঙ্গুলিসমূহ বিশ্রী-বক্র, মুখ অতিশয় সঙ্কোচিত ও চক্ষুদ্বয় হইতে অনবরত অশুচি স্রাব হইতেছে কেন? তুমি কোন পাপ করিয়াছিলে?

প্রেত কহিল :

২৯. আমি পরিশুদ্ধ, উদারচিত্ত 'জুতিন্ধর' গৃহপতির দানকার্যের কর্মচারী ছিলাম।

৩০. দান গ্রহণের জন্য আগত যাচক ও ক্ষুধার্তগণকে দেখিয়া আমি অন্যত্র সরিয়া থাকিতাম এবং মুখ বিকৃত করিতাম।

৩১. দানপতি আমাকে স্বহস্তে দান দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেও কৃপণতাবশত দানস্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইতাম। তদ্ধেতু আমার অঙ্গুলিসমূহ বক্র হইয়াছে। স্বহস্তে দান দিবার সুযোগ ঘটা সত্ত্বেও দিই নাই বলিয়া হস্ত সঙ্কোচ হইয়াছে। দান দিয়া মুখ প্রসন্ন করিবার স্থলে অপ্রসন্ন হইয়াছি বলিয়া আমার মুখ বিরূপভাবে সঙ্কোচ হইয়াছে। দানকাজ প্রিয়চক্ষে দর্শন করিবার স্থলে দ্বেষচক্ষে দর্শন করায় চক্ষু হইতে অশুচি স্রাব হইতেছে।

ইহা শুনিয়া অঙ্কুর প্রেতকে ভর্ৎসনা বাক্যে বলিলেন :

৩২. হে কাপুরুষ, তুমি পরের দানরূপ পুণ্যকর্ম দর্শনে মুখ সঙ্কোচিত করিয়াছিলে, তদ্ধেতু তোমার মুখ সঙ্কোচ হইয়াছে। চক্ষুদ্বয় হইতেও অশুচি ক্ষরিত হইতেছে।

পুনঃ অঙ্কুর দানপতিকেও একটু নিন্দা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলেন :

৩৩. অন্ন, পানীয়, খাদ্য, ভোজ্য, বস্ত্র ও শয়নাসনাদি দান করিবার সময় তিনি পরের উপর কেন নির্ভয় করিয়াছিলেন? নিজেই তথাই থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে স্বহস্তে দান দেওয়া উচিত ছিল।

এইরূপে শ্রেষ্ঠীকে নিন্দা করিয়া নিজে দানধর্ম বিষয়ে কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা প্রকাশ করিলেন :

৩৪. আমি নিশ্চয়ই এখান হইতে দ্বারবতী নগরে উপনীত হইয়া আমার হিতসুখাবহ দান প্রবর্তন করিব।

৩৫. অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, ইন্দারা, জলসত্র ও দুর্গম স্থানে সেতু প্রদান করিব।

অঙ্কুরের প্রতিপত্তি দর্শন করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত চারিটি গাথা স্থাপন করিয়াছেন :

৩৬. অঙ্কুর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বারবতী নগরে উপনীত হওয়ার পরই [ইহ-পারত্রিক সুখাবহ] দানপ্রথা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩৭. তিনি অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয়নাসন, জলকূপ ও জলসত্র প্রসন্নচিত্তে দান করিতে লাগিলেন।

৩৮. কে ক্ষুধার্ত? কে তৃষিত? যথেচ্ছা পান ভোজন কর। কাহার বস্ত্রের প্রয়োজন? সে এখান হইতে যথেচ্ছা বস্ত্র নিয়া পরিধান কর ও গায়ে দাও। পরিশ্রান্তগণ এখানে আসিয়া বিশ্রাম কর। রথের জুয়ালের যাহার প্রয়োজন, সে এখান হইতে তাহা নিয়া সুখে বাহন যোজনা কর।

৩৯. ছত্র, সুগন্ধদ্রব্য পুষ্পমাল্য ও জুতা এবং উপকরণের মধ্যে কার কী

প্রয়োজন? অঙ্কুরের গৃহে আসিয়া তাহা নিয়া যাও। নাপিত, পাচক এবং সুগন্ধিকারক সর্বদা বিদ্যমান আছে। ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা নগরে ঘোষণা করা হইত।

অঙ্কুর এমন প্রচুর পরিমাণে মহাদান প্রবর্তিত করিলেন যে, যাচকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া পরে দানশালায় তাহাদের গমনাগমন বিরল হইয়া পড়িল। অঙ্কুর তদ্দর্শনে অশান্তি মনে করিলেন। দানশালায় নিযুক্ত সিন্ধক নামক কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :

৪০. হে সিন্ধক, জনগণ মনে করে যে সর্বসুখে সুখী অঙ্কুর সুখেই নিদ্রা যাইতেছে! কিন্তু আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী যাচক না দেখিয়া আমাকে দুঃখেই নিদ্রা যাইতে হইতেছে।

৪১. হে সিন্ধক, জনগণ মনে করে যে সুখী অঙ্কুর সুখেই নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু দান প্রতিগ্রাহক অল্পসংখ্যক দর্শনে আমি দুঃখেই নিদ্রা যাইতেছি।

অঙ্কুরের এই কথা শুনিয়া সিন্ধক তাঁহার অপ্রমাণ উদারতার কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় কহিল :

৪২. তাবতিংশাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যদি আপনাকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আপনি কোন প্রকার বর চাহিবেন?

অঙ্কুর নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন :

৪৩-৪৪. তাবতিংশাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি উৎসাহের সহিত এই বরই প্রার্থনা করিব—'সূর্যোদয়ের সময় আমার জন্য যেন দেবলোকের এমন দিব্য আহার প্রদুর্ভূত হয়, তাহা শীলবান ও যাচকদিগকে দান দিলেও যেন ন্যূন না হয়, দান দিয়াও যেন আমার অনুতাপ উৎপন্ন না হয় এবং দান দেওয়ার পর যেন চিত্ত প্রসন্ন হয়, দেবেন্দ্র এরূপ বরই আমাকে প্রদান করুন।

অঙ্কুর এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তথায় উপবিষ্ট পরিচিত জনৈক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ সেনক নামক ব্যক্তি তাঁহাকে অতিদান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার মানসে বলিলেন :

৪৫. স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত বিত্তোপকরণ দান দিবেন না নিজের আয় অনুপাতে দানও দিবেন এবং সযত্নে ধনও রক্ষা করিবেন। ধনই দানের মূল। সুতরাং দানের চেয়ে ধনই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ না জানিয়া অতিদান দ্বাত্ত কুল উচ্ছন্ন হয়।

৪৬. 'অদান ও অতিদান' এই দুইটাই পণ্ডিতগণ প্রশংসা করেন না।

তদ্ধেতু দান হইতে ধনই শ্রেয়ঙ্কর। লৌকিক হিসেবে যাহাতে নিন্দনীয় হইতে না হয়, তদনুরূপ মধ্যমভাবেই দান দিবে। এই দানে ধীর, ধীতিমান ও নীতিকুশলজ্ঞদেরই ধর্ম।

অঙ্কুর বলিলেন :

৪৭. ওহে, আমি একান্তই দান দিব। আমার এই দানানুষ্ঠানে বহু শান্ত সৎপুরুষ আমার গৃহে আসিবেন। মেঘ বর্ষণে যেমন নিম্নস্থান বারিপূর্ণ করে, আমিও তেমন দীন-দরিদ্র-কাঙ্গালদের অভাব দান দ্বারা পরিপূর্ণ করিব।

৪৮. যাচক দেখিয়া যাহার মুখবর্ণ প্রসন্ন হয় এবং দান দিয়া সন্তোষ লাভ করে সে সুখেই গৃহে বাস করে।

৪৯. যাচক দেখিয়া যাহার মুখবর্ণ প্রসন্ন হয় এবং দান দিয়া সন্তোষ লাভ করে, তাহাই তাহার পুণ্যসম্পদ।

৫০. দান দেওয়ার পূর্বে আনন্দ, দান দেওয়ার সময় চিত্তের প্রসন্নতা এবং দান দেওয়ার পর চিত্তে সন্তোষ লাভ করাই পুণ্যসম্পদ।

৫১. প্রবল দানেচ্ছু অঙ্কুরের গৃহে প্রত্যহ ষাটি সহস্র নৌকার বোঝাই সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন লোকদিগকে ভোজনার্থ দান করা হইত।

৫২. তাঁহার সেই দানযজ্ঞে তিনি সহস্র মণিমুক্তা কুণ্ডলে বিভূষিত পাচক, একজন পাচকের আরও বহু উপপাচক ছিল। অঙ্কুরের আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহকারী বহুলোক তাঁহার দানযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকিত।

৫৩. অঙ্কুরের মহাদান যজ্ঞে মণিমুক্তা খচিত কুলণ্ড-বিভূষিত ষাটি সহস্র মানব প্রত্যহ জ্বালানিকাষ্ঠ বিদীর্ণ করিত।

৫৪. অঙ্কুরের মহাদানযজ্ঞে প্রত্যহ সর্বালঙ্কারে প্রতিমণ্ডিতা ষোড়শ সহস্র রমণী রন্ধনোপযোগী মরিচাদি পেষণীয় বস্তু পেষণে নিযুক্তা ছিল।

৫৫. অঙ্কুরের মহাদানযজ্ঞে প্রত্যহ সর্বালংকারে বিভূষিতা ষোড়শ সহস্র নারী ভোজনশালায় পরিবেশনকালে দর্বী হস্তে উপস্থিত থাকিত।

৫৬. সেই ক্ষত্রিয় অঙ্কুর আগতাগত বহুজনকে প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রদ্ধার সহিত সুন্দররূপে অতীব গৌরব সহকারে স্বহস্তে পুনঃপুন দান দিয়াছেন।

৫৭. অঙ্কুর বহুমাস, বহুপক্ষ ও ঋতু সংবৎসর পরম্পরা দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদান প্রবর্তন করিয়াছেন।

৫৮. অঙ্কুর এইরূপে দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদান প্রদানের পর মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি তাবতিংস ভবনে উৎপন্ন হইয়া দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ

করিতেছিলেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে ইন্দক নামক জনৈক ব্যক্তি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবির ভিক্ষাচরণ সময় প্রসন্ন চিত্তে এক চামচ মাত্র অন্নদান করিয়াছিলেন। সুক্ষেত্রে পুণ্যবীজ বপন করাতে, সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভাব দেবপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি দেবলোকে দিব্যরূপাদি দশবিধ কারণে অঙ্কুর দেবপুত্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বিরোচিত হইয়াছেন। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৫৯. ইন্দক অনুরুদ্ধ স্থবিরকে এক চামচ মাত্র ভিক্ষা দান করিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৬০-৬১. তখন ইন্দক, অঙ্কুর দেবপুত্র হইতে দশটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া বিরোচিত হইয়াছিলেন। যথা : দিব্যরূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও আধিপত্য। এই দশটি বিষয়ে ইন্দক অঙ্কুর দেবপুত্র হইতে অধিকতর বিরোচিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে অঙ্কুর ও ইন্দক তাবতিংস দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিবার সময় ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সপ্তম বৎসরে আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে শ্রাবস্তী নগরদ্বারে গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে যমক প্রতিহার্য করিয়া অনুক্রমে ত্রিপদ বিক্ষেপে তাবতিংস দেবলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অভিধর্ম দেশনা করিবার মানসে পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবেশন করিলেন। যুগন্ধর পর্বতশীর্ষস্থ চক্রবালের দেব-ব্রহ্ম তখন বুদ্ধ সন্নিধানে সম্মিলিত হইলেন। বুদ্ধের অনুপম ষড়রশ্মি দেব-ব্রহ্মের দিব্যজ্যোতিকে অভিহত করিল। বুদ্ধের অনতিদূরে উপবিষ্ট ইন্দক এবং দ্বাদশ যোজন দূরে উপবিষ্ট অঙ্কুরকে দর্শন করিয়া দানের উপযুক্ত ক্ষেত্রসম্পত্তি কী, তাহা প্রকাশ করিবার মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

৬২. হে অঙ্কুর, দীর্ঘকাল যাবৎ তুমি মহাদান দিয়াছিলে। তুমি অতিদূরে উপবেশন করিয়াছ আমার নিকটে আসিয়া বস।

দেবপুত্র অঙ্কুর বুদ্ধের এই কথা শ্রবণে চিন্তা করিলেন, 'আমি দীর্ঘকাল যাবৎ বহু দানীয়বস্তু ত্যাগ করিয়া যেই মহাদান দিয়াছিলাম, সে দান উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়ে নাই। অক্ষেত্রে বপিত বীজের ন্যায় সামান্য ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দকের এক চামক মাত্র অন্ন সুপাত্রে পড়াতে, সুক্ষেত্রে বপিত বীজের ন্যায় বহু ফলই উৎপন্ন হইয়াছে।' সঙ্গীতিকারকগণ এই বিষয় উপলক্ষে দ্বাদশটি গাথা ভাষণ করিয়াছেন :

৬৩-৬৪. পুরুষোত্তম বুদ্ধ যখন তাবতিংস স্বর্গে পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেব-ব্রহ্মা ভগবানের সেবাপূজা ও ধর্মশ্রবণ মানসে সুমেরু পর্বতের শীর্ষদেশে তাবতিংস স্বর্গে একত্রিত হইয়াছিলেন।

৬৫. তথায় কোনোই দেব-ব্রহ্মের জ্যোতি বুদ্ধের জ্যোতির্ময় জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিতে পারে নাই। অপিচ সমস্ত দেব-ব্রহ্মের জ্যোতি অতিক্রম করিয়া সম্বুদ্ধের জ্যোতিই বিরোচিত হইয়াছিল।

৬৬. তখন বুদ্ধের উপবেশন স্থান হইতে দ্বাদশ যোজন দূরেই অঙ্কুর দেবপুত্র উপবিষ্ট ছিলেন। আর বুদ্ধের অনতিদূরে উপবিষ্ট ইন্দক দেবপুত্র অতিশয় বিরোচিত হইয়াছিলেন।

৬৭. অঙ্কুর ও ইন্দককে অবলোকন করিয়া সম্বুদ্ধ দানের উপযুক্ত পাত্র সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার মানসে নিম্নোক্ত সারময় বাক্য ভাষণ করিয়াছিলেন :

৬৮. হে অঙ্কুর, তুমি দীর্ঘদিন যাবৎ মহাদান দিয়াছিলে; তুমি কেন বহুদূরে উপবেশন করিয়াছ? আমার নিকটে আস।

৬৯. পারমী ও আর্যমার্গ ভাবনায় ভাবিত সম্যকসম্বুদ্ধ যখন অঙ্কুরকে এবম্বিধ বাক্যে অনুশাসন করিলেন, তখন অঙ্কুর বলিলেন, 'আমি যখন দান দিয়াছিলাম, তখন শীলবান দানগ্রহীতা ছিলেন না। তদ্ধেতু আমার সেই দানে এত কি পুণ্য প্রসব হইবে?

৭০. এই 'ইন্দক' অল্পমাত্র দান দিয়াও নক্ষত্ররাজীর মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আমা হইতে সমধিক বিরোচিত হইতেছে।

৭১-৭২. ঊষর ভূমিতে বহুবীজ বপিত হইলেও যেমন বিপুল ফল উৎপন্ন হয় না, কৃষকও সন্তোষ লাভ করিতে পারে না, তেমন দুঃশীল ক্ষেত্রে বহুদান দিলেও, বিপুল ফল হয় না, দায়কও সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।

৭৩-৭৪. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ বপন করা হইলে, যথোপযোগী বৃষ্টিও বর্ষিত হইলে, যথেচ্ছিত ফসল লাভে কৃষক যেমন সন্তোষ লাভ করে; তদ্রূপ শীলবান গুণবানদিগকে অল্পমাত্র দান দিলেও সেই পুণ্য মহাফলপ্রদ হয়।

৭৫. যেখানে দান দিলে মহাফল হয়, সেরূপ ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া দান দেওয়া উচিত। নির্বাচন করিয়া দান দিলে, দায়ক স্বর্গে গমন করে।

৭৬. এই জীবজগতে যাহারা সুগত প্রশংসিত দানপাত্রে দান দেয়, তাহারা সুক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হয়।

ভগবান তাবতিংস ভবনে অযুত চক্রবালবাসী দেবতাদের সম্মুখে দানের

উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করিয়াই যে দান করিতে হয়, তাহার সম্যক উপলব্ধির জন্য এই অঙ্কুর প্রেতকাহিনী উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

তথায় তিনমাস যাবৎ অভিধর্ম দেশনা করিয়া মহাপ্রবারণা দিবসে দেবাতিদেব বুদ্ধ দেবগণ পরিবৃত হইয়া দেবলোক হইতে শাঙ্কস্য নগরদ্বারে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে অনুক্রমে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্পরিষদ মধ্যে দানের উপযুক্ত পাত্র দেখাইবার নিমিত্ত এই অঙ্কুর প্রেতকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। তৎপর চারি আর্যসত্য বিচিত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেশনা শেষ করিলে, এই অমৃত ধর্ম শ্রবণে বহুকোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

১০. উত্তরমাতা পেত্নী

ভগবান গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর প্রথম সঙ্গীতি প্রবর্তনকালে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ণ দ্বাদশজন ভিক্ষুসহ কৌশম্বীর অনতিদূরে এক অরণ্য প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহারাজ উদয়নের এক অমাত্যের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে সেই নগরের উন্নতিমূলক কোনো একটা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত আরম্ভ কার্য সমাপ্ত না হইতেই তাহার মৃত্যু হওয়াতে রাজা সেই অমাত্যের উত্তর নামক পুত্রকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। উত্তর রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া পিতার অসম্পূর্ণ কার্য সম্পাদনে নিজকে নিয়োজিত করিলেন।

একসময় নগর মেরামতের কাজে কাষ্ঠের প্রয়োজন হইল। তদ্ধেতু ‘উত্তর’ বর্ধকীর সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বিচরণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান ‘কচ্চায়ন’ স্থবিরের পর্ণকুটিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তর স্থবিরের আচার সংযম দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রসন্ন অন্তরে স্থবিরকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন স্থবির তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিলেন। তিনি ধর্ম শ্রবণে রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সশিষ্য স্থবিরকে আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি অরণ্য হইতেও নগরে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য লোকদিগকে বলিলেন, ‘আগামীকল্য আমার গৃহে ভোজনের নিমিত্ত ‘কচ্চায়ণ’ স্থবিরকে সশিষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনারাও আমার সেই দানকার্যে উপস্থিত থাকিবেন। পরদিবস প্রভাতেই উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যাদি সজ্জিত করাইয়া স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। স্থবির তাঁহার গৃহের সমীপস্থ হইলে, তিনি সানন্দে তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইলেন। স্থবির ও

অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে মহার্ঘ আসনে বসাইয়া সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তৎপর উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিলেন। আহারের পর স্থবির সুন্দররূপে দানের ব্যাখ্যা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া উত্তর চমৎকৃত হইলেন। তৎপর স্থবির ভিক্ষুগণসহ আসন ত্যাগ করিয়া স্বস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 'উত্তর' স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করিয়া নগরসীমা পর্যন্ত অনুগমন করিলেন। প্রত্যাবর্তন সময় উত্তর স্থবিরকে অনুরোধ করিলেন 'প্রত্যহ যেন তাঁহার গৃহে তিনি ভিক্ষাচরণে আগমন করেন।' উত্তর সর্বদা স্থবিরের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অচিরে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অনন্তর তিনি একখানা বিহার নির্মাণ করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে নিজের সমস্ত জ্ঞাতিগণকে বুদ্ধশাসনে অভিপ্রসন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা ছিল কার্পণ্য স্বভাবসম্পন্ন। সে উত্তরকে দানাদি পুণ্যক্রিয়া করিতে দেখিলে এইরূপ তিরস্কার করিত—'তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমণদিগকে যেই অন্নপানীয় দিতেছ, তাহা যেন পরলোকে তোমার জন্য রক্তরূপে উৎপন্ন হয়।' একসময় বিহার পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত একমুষ্টি ময়ূরপালক দান দিবার সময় উত্তর-মাতা 'তাহা দাও' বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিল।

কালক্রমে উত্তর-মাতা দেহত্যাগ করিয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। ময়ূরপালক দান দিবার সময় অনুমোদন করার ফলে তাহার শিরকেশ অতি নীল, স্নিগ্ধ, কুঞ্চিতাগ্র, সুচিকণ ও সুদীর্ঘ হইয়াছিল। এই পেত্নী যখন জলপান মানসে গঙ্গানদীতে অবতরণ করিত, তখন গঙ্গার সমস্ত জল রক্তে পরিণত হইত। সে এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ তীব্র ক্ষুধাপিপাসায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল। একদা দিবা বিশ্রাম মানসে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট কঙ্খারেবত স্থবিরকে পেত্নী দেখিতে পাইল। তখন সে নিজকে স্বীয় কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইল এবং পানীয় যাচঞা করিল। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতিকারকগণ এখানে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন :

১. দুর্বর্ণা ও ভীষণ দর্শনা সেই পেত্নী দিবা বিশ্রামার্থ গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল।

২. তাহার শিরকেশ এতই দীর্ঘ ছিল যে চলিবার সময় কেশের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিত। সে স্বীয় কেশ দ্বারা আচ্ছাদিতা হইয়া শ্রমণকে এইরূপ বলিল :

৩. ভন্তে, মানবকুলে যখন আমার মৃত্যু হয়, সেই হইতে আজ পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ ভোজন পান যে কখন করিয়াছি, তাহা জানি না। ভন্তে, আমি অতিশয় পিপাসিতা। আমাকে জল দান করুন।

ইহার পর স্থবির ও পেত্নীর প্রশ্নোত্তররূপে জ্ঞাতব্য।

৪. স্বচ্ছ ও সুশীতল জলসম্পন্না এই গঙ্গানদী হিমালয় হইতে প্রবাহিতা। সুতরাং এখান হইতে জল লইয়া পান কর। আমার নিকট কেন পানীয় যাচঞা করিতেছ?

৫. ভন্তে, আমি নিজে যদি গঙ্গা হইতে জল গ্রহণ করি, তাহা রক্তে পরিণত হয়। তদ্ধেতু আপনার নিকট জল যাচঞা করিতেছি।

৬. কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মেরই বা বিপাকে গঙ্গাজল তোমার স্পর্শে রক্তে পরিণত হয়?

৭. উত্তর নামক আমার পুত্র বড়ই শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিল। সে সর্বদা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে শ্রমণদিগকে দান দিত।

৮-১০. চীবর, খাদ্যভোজ্য, ওষুধপথ্য ও শয়নাসন দান দিবার সময় আমি মাৎসর্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ তিরস্কার করিতাম—'আমার অনিচ্ছায় তুমি শ্রমণদিগকে যেই বস্ত্র, অন্ন, ভৈষজ্য ও শয়নাসন দান দিতেছ, হে উত্তর, পরলোকে তোমার জন্য তাহা রক্তে পরিণত হউক। এই পাপকর্মের বিপাকেই গঙ্গানদীর জলও আমার জন্য রক্তে পরিণত হইতেছে।

অনন্তর আয়ুষ্মান রেবত স্থবির সেই পেত্নীর উদ্দেশ্যে ভিক্ষুসংঘকে পানীয়, ভিক্ষালব্ধ অন্ন দান করিলেন। আবর্জনারাশিতে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ ও ধৌত করিয়া তদ্বারা তোষক ও বিছানি তৈয়ার করিয়া দান দিলেন। সেই দানপুণ্য পেত্নীকে প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গেই পেত্নী দিব্যসম্পত্তি লাভ করিল। তখন পেত্নী স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের লব্ধ দিব্যসম্পত্তি স্থবিরকে দেখাইল। স্থবির এ বিষয় পরিষদের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। ইহাতে জনমণ্ডলী সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া কার্পণ্যমল ত্যাগ করিল। তাঁহারা দানাদি দশবিধ কুশলধর্মে অভিরমিত হইয়াছিলেন। এই প্রেতকাহিনীটি দ্বিতীয় সঙ্গীতিতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাতব্য।

১১. সূত্র প্রেত

ভগবান গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার সাতশত বৎসর পূর্বে শ্রাবস্তীর অনতিদূরে একখানা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের জনৈক বালক এক পচ্চেক বুদ্ধকে সর্বদা সেবা করিত। বালক বয়স্ক হইলে, মাতা তাহার জন্য সমকুল হইতে এক কন্যা আনয়ন করিল। কুমার বিবাহ দিবসে বন্ধুদের সহিত স্নান করিতে যাইবার সময় পথে সর্প দংশনে তাহার মৃত্যু হইল। সে পচ্চেক বুদ্ধের সেবাপূজা করিয়া বহু পুণ্য অর্জন করিলেও কিন্তু নবপরিণিতা স্ত্রীর

প্রতি অনুরাগবশত বৈমানিক প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। প্রেতদের মধ্যে সে মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভাবসম্পন্ন হইয়াছিল।

সে ওই রমণীকে স্বীয় বিমানে লাভ করিবার ইচ্ছা করিল। তবে কোন উপায়ে ইহাকে লাভ করা যায়, তাহা চিন্তা করিয়া অবধারণ করিল, 'ইহার দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধের সেবা করাইতে হইবে। সেই কুশলকর্মের প্রভাবে সে যেন আমার সহিত এ বিমানে সম্মিলিত হয়।' একদা এই বৈমানিক প্রেত দেখিল যে, পচ্চেক বুদ্ধ চীবর সেলাই করিতেছেন। তখন সে মানববেশে পচ্চেক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল এবং বন্দনা করিয়া বলিল, 'আপনার যদি সূত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অমুক রমণীর গৃহে সূত্র ভিক্ষার্থে যাইবেন। সেইদিন পচ্চেক বুদ্ধ সূত্রের জন্য নির্দেশিত রমণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে বুদ্ধকে দেখিয়া প্রসন্নমনা হইল। আর্যের সূত্রেরই প্রয়োজন হইয়াছে ইহা জ্ঞাত হইয়া একটি সূত্রের গুটিকা প্রদান করিল।

তৎপর ওই বৈমানিক প্রেত মানববেশে এই পূর্বস্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হইল। তথায় আগন্তুকরূপে কিয়দ্দিবস বাস করিবার জন্য স্ত্রীর মাতার নিকট স্থান প্রার্থনা করিল। ইহাতে সে সম্মতি দান করিয়া তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল। তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিল। এ সময় শ্বাশুড়ি মাতার অভাব মোচন মানসে গৃহের ছোট বড় সমস্ত ভাণ্ড হিরণ্য ও সুবর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। প্রত্যেক পাত্রের মুখে এইরূপ লিখিয়া দিল—'ইহা দেবদত্ত ধন। অন্য কেহ ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না।'

বিমানবাসী প্রেত এই কাজ সম্পাদন করার পর সেই রমণীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় বিমানে প্রস্থান করিল। এদিকে রমণীর মাতা প্রচুর ধন লাভ করিয়া নিজের জ্ঞাতি ও দীন-দুঃখী পথিকদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিল এবং নিজেও পরিভোগ করিল। তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে, 'আমার কন্যা যদি আসে, তাহাকে এই ধন দিও।' এই কথাটুকু জাতিবর্গকে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাতশত বৎসর পরে ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইল। ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর বুদ্ধ অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতকাল যাবৎ প্রেত-পত্নী অমনুষ্যের সহিত দিব্যবিমানে অবস্থান করিতেছিল। কালক্রমে এই নারী উৎকণ্ঠিতা হইল। একদা সে যক্ষকে বলিল, 'আর্যপুত্র, আমাকে এবার আমার স্বীয় গৃহে রাখিয়া আস।' এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বলিল :

১. পূর্বে আমার নিকট পচ্চেক বুদ্ধ আসিয়া সূত্র যাচঞা করিলে, আমি

তাঁহাকে সূত্র দান দিয়াছি। সেই সূত্রদানের ফলে আমার বিপুল ফল লাভ হইয়াছে এবং আমার জন্য বহু কোটি বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

২. নানা পুষ্পে সুসজ্জিত বিমানে রমিত হইতেছে। বহুবিধ বিচিত্র বস্ত্র ব্যবহার করিতেছি এবং বহু নরনারীর পরিচর্যা লাভ করিয়া পানভোজন করিতেছি। এই অপরিমাণ বিত্ত এতই প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা সত্ত্বেও ক্ষয় হইতেছে না।

৩. সেই কর্মের বিপাকেই এখানে মধুময় সুখ লাভ করিতেছি। আমি পুনরায় মনুষ্যকুলে যাইয়া পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করিব। হে আর্যপুত্র, আমাকে মনুষ্যকুলে নিয়া যাও।

অমনুষ্য পত্নীর এ কথা শ্রবণে তাহার প্রতি অনুরাগ ও অনুকম্পাবশত তাহার গমনে অনিচ্ছুক হইয়া বলিল :

৪. আজ সাতশত বৎসর গত হইতেছে, তুমি এখানে আসিয়াছ। তুমি তথায় গমন করিলে, মনুষ্যলোকের ঋতু আহার তোমার সহ্য হইবে না। অচিরে জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা হইয়া পড়িবে। তথায় তোমার জ্ঞাতিবর্গও লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখান হইতে তথায় যাইয়া কি করিবে?

অমনুষ্য এইরূপ বলিলেও সে ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিল :

৫. আমি দিব্যসুখে নিমগ্ন থাকায়, এখানে আমার আগমন দীর্ঘদিন বলিয়া মনে হইতেছে না। মাত্র সাত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি পুনরায় মনুষ্যকুলে যাইয়া পুণ্য কার্য সম্পাদন করিব। হে আর্যপুত্র, আমাকে তথায় রাখিয়া আসুন।

বৈমানিক প্রেত তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বলিল, ‘তুমি এই হইতে সপ্তাহকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবে। তোমার মাতাকে আমি যাহা ধন দিয়াছিলাম, তাহার কতেক তোমার জন্য রাখিয়া গিয়াছে। তাহা তুমি শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দিয়া পুনরায় এখানে উৎপন্ন হইবার প্রার্থনা করিও।’ এই বলিয়া প্রেত তাহার বাহুতে ধরিয়া তাহার জন্মভূমিতে নিয়া আসিল। প্রেত ফিরিবার সময় তাহাকে ইহাও বলিল যে, ‘অন্যকেও যথাশক্তি পুণ্যকর্ম করিতে উপদেশ দিও।’

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে :

৬. বৈমানিক প্রেত সেই নারীকে সযত্নে বাহুতে ধরিয়া পুনরায় তাহার জন্মভূমিতে রাখিয়া গেল। তাহাকে বিমান হইতে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে অতিশয় বৃদ্ধা ও দুর্বলা হইয়া পড়িল। বিমান প্রেত তাহাকে রাখিয়া যাইবার সময় বলিল, ‘তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে জনগণ

উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে সুখফল লভ্য পুণ্যকর্মসমূহ করিতে বলিও।

প্রেত চলিয়া গেলে এই রমণী জ্ঞাতিদের বাসস্থানে গিয়া তাহাদিগকে নিজের পরিচয় প্রদান করিল। সে মাতার রক্ষিত ধন উদ্ধার করিয়া শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দিতে লাগিল এবং তাহার নিকট সমাগত লোকদিগকে নিম্নোক্ত উপদেশবাণী প্রদান করিল :

৭. যাহারা কুশলকর্ম সঞ্চয় করে না, সেই পাপিগণ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর প্রেতের ন্যায় মহাদুঃখ ভোগ করিতে আমি দেখিয়াছি। ইহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে যাহারা অকুশল বর্জন করিয়া কুশলকর্ম সঞ্চয় করে, তাহারা দেব-মনুষ্যলোকে সুখানুভব করে। তদ্ধেতু পাপ দূর হইতে বর্জন করিবে এবং পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিবে।

এইরূপে সে সপ্তাহকাল যাবৎ উপদেশ ও মহাদানে ব্যাপৃত থাকিয়া সপ্তম দিবসে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ এই প্রেতকাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান এ কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। বিশেষত পচ্চেক বুদ্ধকে প্রদত্ত দানে যে মহাফল হয়, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিলেন। মহাজনসংঘ এই ধর্মদেশনা শ্রবণে কার্পণ্যমল ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সুগতিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

১২. কণ্ণমুণ্ড পেত্নী

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কিম্বিল নামক এক নগর ছিল। তথায় এক স্রোতাপন্ন উপাসক অবস্থান করিতেন। তাঁহার সমমনোভাবাপন্ন পাঁচশত সহায়ক উপাসক ছিলেন। তিনি এই কল্যাণমিত্রদের সহযোগে জনসাধারণের বিবিধ উপকারমূলক কার্য সম্পাদন করিতেন। নানা স্থানে সেতু, ফলের বাগান, রাস্তা, বিহার ও চঙ্ক্রমণাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সময়ে সকলে সম্মিলিত হইয়া বিহারে যাইতেন এবং ধর্ম শ্রবণ করিতেন।

উপাসকদের সহধর্মিণীগণ পুষ্পমালা ও সুগন্ধাদি পূজার উপকরণ হস্তে একযোগে বিহারে যাইতেন। কোনো কোনো সময় তাঁহারা বিহারে গমনাগমনকালে পথিমধ্যে বিশ্রামশালায় বিশ্রাম করিতেন।

একদা কতিপয় ধূর্ত বিশ্রামশালায় উপবিষ্টা এক উপাসিকার মনোরম রূপ দর্শনে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা যে শীলবতী ধূর্তগণ বেশ জানিত। তদ্ধেতু ধূর্তদের মধ্যে এরূপ কথা চলিতে লাগিল—‘ইহাদের মধ্যে

একজন নারীকেও কে শীলভ্রষ্ট করিতে পারিবে?' ইহা শুনিয়া এক ধূর্ত বলিল, 'আমিই সমর্থ হইব।' কথার বাড়াবাড়িতে সহস্র টাকার বাজি রাখার সাব্যস্ত হইল। যে শীলভ্রষ্ট করিতে পারিবে, তাহাকে এক সহস্র টাকা দেওয়া হইবে। আর না পারিলে তদনুরূপ টাকা তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, বাজি গ্রহণকারী লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া স্বকার্য সাধনে আপ্রাণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উপাসিকাগণ বিশ্রামশালায় উপস্থিত হইলে ওই ধূর্ত সপ্ততন্ত্রী বীণা সুমধুর স্বরে বাজাইয়া কাম সংযুক্ত গান করিতে করিতে বিশ্রামশালায় উপস্থিত হইত। এরূপে কিছুদিন অতীত হইলে গীত-বাদ্যের মোহে এক উপাসিকা বিমুগ্ধা হইয়া তাহার সহিত শীলভ্রষ্ট হইল। ইহাতে গায়ক ধূর্ত সহস্র টাকার বাজিতে জয়ী হইয়া তাহা আদায় করিয়া লইল। বাজীতে পরাজিত ধূর্ত ভ্রষ্টার স্বামীকে তাহার ব্যভিচারের কথা বলিয়াছিল। স্বামী ধূর্তের কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া ভ্রষ্টা স্ত্রীকে তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী তাহা মিথ্যা বলিলেও স্বামী তাহা বিশ্বাস করিতেছেন না জ্ঞাত হইয়া সমীপে স্থিত এক কুকুরকে দেখাইয়া সে বলিল, 'আমি যদি ঈদৃশ পাপকর্ম করিয়া থাকি, তাহা হইলে এমন ছিন্নকর্ণ কাল কুকুর আমাকে জন্মে জন্মে ভক্ষণ করুক।' এই বলিয়া শপথ করিল।

অনন্তর ভ্রষ্টার স্বামী পঞ্চশত উপাসিকাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিল, 'আমার স্ত্রী যে চরিত্র ভ্রষ্টা হইয়াছে, তাহা সত্য কি?' সে যে চরিত্র ভ্রষ্টা হইয়াছে সকলে তাহা জানা সত্ত্বেও আমরা জানি না' বলিয়া মিথ্যা কহিল এবং আরও বলিল যে, 'আমরা যদি তাহা জানি, তাহা হইলে আমরা জন্মে জন্মে যেন তাহার দাসী হই।' এই বলিয়া শপথ করিল।

অতঃপর সেই নষ্ট চরিত্রা স্ত্রী স্বীয় কৃতাপরাধের নিমিত্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল এবং ইহাতেই শুষ্ক-বিশুষ্ক হইয়া অচিরেই প্রাণত্যাগ করিল। হিমালয় পর্বত-অভ্যন্তরে সাতটি মহাসরোবর আছে। উক্ত সাতটি সরোবরের মধ্যে কণ্ণমুণ্ড সরোবরের তীরেই অপরাধিনী উক্ত রমণী বৈমানিক পেত্নী হইয়া উৎপন্ন হইল। তাহার বিমানের পার্শ্বে তাহার কর্মবিপাক পরিভোগের উপযোগী এক পুষ্করিণী উৎপন্ন হইল। ওই পঞ্চশত উপাসিকাও যথাকালে মানবলীলা সংবরণ করিল। মিথ্যা শপথ-হেতু তাহারা উক্ত পেত্নীর দাসী হইয়া উৎপন্ন হইল পেত্নী সঞ্চিত পুণ্য দিবাভাগে দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিত, অর্ধরাত্রিতে পাপকর্মের আকর্ষণে শয্যা ত্যাগ করিয়া উক্ত পুষ্করিণী তীরে গমন করিত। তখন তথায় হস্তীশাবক প্রমাণ কালকর্ণ ভয়ঙ্কর এক

কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার কর্ণদ্বয় ছিন্ন, দন্তসমূহ তীক্ষ্ণ দীর্ঘ ও কঠিন, চক্ষুদ্বয় প্রজ্জ্বলিত খদির অঙ্গার সদৃশ, নিত্য লক্‌লকমান বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, নখ অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও শক্ত এবং লোমগুলি অত্যন্ত দুর্বর্ণ ও দীর্ঘ। এই ভয়ঙ্কর কুকুর তথায় উপস্থিত হইয়া পেত্নীকে ভূমিতে নিপাতিত করিত এবং তীব্র ক্ষুধার্তের ন্যায় নৃশংসভাবে খাইতে আরম্ভ করিত। পরিশেষে মাংসবিহীন কঙ্কালখানি দংশন করিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইত। কঙ্কাল নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই পেত্নী পুনরায় পূর্বাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া দেববালা সদৃশ বিমানে আরোহণ করিত। পূর্বোক্ত পঞ্চশত উপাসিকা এই পেত্নীর দাসীবৃত্তি করিয়াই দুঃখ ভোগ করিতেছিল। এরূপে তাহারা তথায় পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিল।

দীর্ঘদিন যাবৎ এমন দিব্যসুখ পরিভোগ করিলেও পুরুষবিহীন হওয়ায় তাহাদের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল এবং সেই জন্য ইহাদের চিত্তে তীব্র উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইল।

সেই কণ্নমুণ্ড হ্রদ হইতে নির্গতা এক স্রোতস্বিনী পর্বত বিবর দিয়া গঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছিল। এই দাসীদের সমীপবর্তী স্থানে আম, কাঁঠাল, লেবু ও আনারসাদি বিবিধ দিব্য ফলবৃক্ষে সুশোভিত উদ্যানের ন্যায় এক অরণ্য প্রদেশ ছিল।

একদা পেত্নীগণ সম্মিলিতা হইয়া পরামর্শ করিয়া 'আমরা এখান হইতে কতেক আম্রফল এই নদীতে নিক্ষেপ করিলে তাহা ক্রমে নিম্নাভিমুখে গমন করিবে। কোনো পুরুষ এই ফল দেখিয়া নিশ্চয় লুব্ধ হইবে। তাহা আরও প্রচুর পরিমাণে পাইবার আশায় ক্রমান্বয়ে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহার সহিত আমরা অভিরমিত হইতে পারিব।' এই চিন্তা করিয়া কয়েকটি আম্রফল উক্ত নদীতে নিক্ষেপ করিল। নদীতে প্রক্ষিপ্ত সেই আম্রফলসমূহের মধ্যে কিছু নদী কুলবাসী তাপসগণ গ্রহণ করিলেন, কিছু বনচর লোকেরা গ্রহণ করিল, কিছু কাক দ্বারা বিনষ্ট হইল ও কিছু তীরে আবদ্ধ হইল। একটি মাত্র আম্র গঙ্গায় পতিত হইয়া অনুক্রমে বারাণসীতে গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

সেই সময়ে বারাণসীরাজ গঙ্গায় লৌহজাল আবেষ্টনীর মধ্যে স্নান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ফলটি জলতলে ভাসিতে ভাসিতে লৌহজালে সংলগ্ন হইল। রাজপুরুষগণ এই বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন প্রকাণ্ড দিব্য আম্রফল দেখিয়া তাহা রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা পরীক্ষা করিবার মানসে তাহা হইতে সামান্য কোনো এক চোরকে খাইতে দিলেন। সে তাহা খাইয়া বলিল, 'দেব,

আমি এমন সুমিষ্ট আম্র আর কোনোদিন খাই নাই। ইহা বোধ হয় দিব্য আম্র হইবে।' ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে পুনরায় আর একখণ্ড আম্র দিলেন। সে তাহা খাওয়া মাত্রই তাহার লোলচর্ম মসৃণ ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইল, শুভ্র কেশরাজি ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ হইল, এমনকি মনোহর রূপলাবণ্যময় যুবকের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে রাজা অতিশয় বিস্মিত হইল। নিজেও তাহা পরিভোগ করিয়া দেহের পরিবর্তনভাব লক্ষ করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আম্রফল কোথায় আছে?' অভিজ্ঞ লোকেরা বলিলেন, 'তাহা পর্বতরাজ হিমালয়ে আছে।' তাহা কোন উপায়ে লাভ করা যায়? 'তাহা বনচরেরাই জানে।' তখন বনচরদিগকে আহ্বান করাইয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বনচরগণ এক সুদক্ষ বনচরকে নির্বাচিত করিল। রাজা তাহাকে এক সহস্র টাকা দিয়া বলিলেন, 'যাও শীঘ্রই আমার জন্য এরূপ আম্রফল নিয়া আস।'

সেই বনচর স্ত্রীপুত্রকে সমস্ত টাকা দিয়া কেবল নিজের পরিমাণমতো পাথেয় সঙ্গে লইয়া গঙ্গার প্রতিস্রোতে কণ্নমুণ্ড হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমান্বয়ে সে যাইয়া 'কণ্নমুণ্ড' হ্রদের ষাটিযোজন দূরবর্তী স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় এক তাপস অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিল। সেখানেও এক তাপস দেখিয়া তাঁহার নিকটও পথের সন্ধান জানিয়া লইল। তদনন্তর আরও পনের যোজন পথ অতিক্রমের পর সেখানেও অন্য এক তাপস দর্শনে তাঁহাকে তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। তখন তাপস তাহাকে 'কণ্নমুণ্ড' হ্রদের গমন পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'এখান হইতে যাইয়া যে স্থানে মহাগঙ্গা শেষ হইবে, সেখানে এক ক্ষুদ্র নদীর সম্মুখীন হইবে। ইহার প্রতিস্রোতে যাইয়া দেখিবে এক পবর্ত বিবর। রাত্রিতে মশালযোগে তথায় প্রবেশ করিবে। এই নদীতে রাত্রিতে স্রোত প্রবাহিত হয় না। সেই হেতু ইহা রাত্রিতেই অতিক্রম করিতে হয়। কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করার পরই তোমার অভিপ্সিত আম্র দেখিতে পাইবে।'

বনচর তাপসের নির্দেশানুসারে পথ অতিক্রম করিয়া সূর্যোদয়ের সময় সেই মনোরম আম্রবন সম্প্রাপ্ত হইল। তখন তাহাকে উক্ত অমনুষ্য স্ত্রীগণ দূর হইতে দেখিয়া এই পুরুষ আমরাই প্রাপ্য এই বলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। বনচর তাহাদের সহিত তথায় দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিবার যথোপযুক্ত পুণ্যাভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইল এবং চিৎকার করিয়া পলায়ন করিল। অগত্যা সে তাহার গমনপথে প্রত্যাবর্তন বারাণসীতেই

উপনীত হইল। তথায় রাজাকে তাহার দৃষ্ট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। রাজা বনচর মুখে এসব কথা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তিনি সেই নারীগণকে দর্শনের বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হইল এবং আম্রফল খাইবারও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। রাজা অমাত্যের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শিকারীর বেশে তাঁহার অভিপ্সিত স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি তীর-ধনু-খড়্গে সুসজ্জিত হইয়া উক্ত বনচর ও কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে বনচর নির্দেশিত পথে চলিতে লাগিলেন। কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করার পর সঙ্গীদিগকে দেশের দিকে ফিরাইয়া দিয়া শুধু বনচরকেই সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইলেন। আরও কয়েক যোজন পথ যাইয়া বনচরকেও ফিরাইয়া দিলেন। রাজা একাকীই অগ্রসর হইয়া সূর্যোদয়ে উক্ত দিব্য আম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রমণীগণ রাজাকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, কোনো একটা অভিনব দেবপুত্রই বোধ হয় এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন; এই মনে করিয়া সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল যে, তিনি বারাণসীর রাজা। তখন তাহারা রাজাকে বহু আদর যত্নের সহিত উত্তমরূপে স্নান করাইল এবং দিব্য বস্ত্রালংকার-মালা-সুগন্ধ ও বিলেপনীয় বস্তু দ্বারা সুমণ্ডিত করিল। তৎপর মহাসম্মান-সহকারে রাজাকে বিমানে নিয়া গেল। তথায় নানা দিব্যরসময় ভোজ্যদ্রব্যে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল। তথায় তিনি যথেচ্ছিত বিলাস-সুখের কোনোই অভাব অনুভব করিলেন না। রাজা এরূপ দিব্য সুখের মধ্য দিয়া তথায় আড়াইশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একদা নিশীথকালে উক্ত ভ্রষ্টা পেত্নী শয্যাত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর তীরে যাইতেছে দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, 'এই রমণী এ বেলায় কোথায় যাইতেছে?' ইহা দেখিবার জন্য তিনি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অনন্তর সেই পেত্নী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই কুকুর আসিয়া তাহাকে দংশন করিতে করিতে মাংস উৎপাটিত করিয়া খাইতে লাগিল। মাংস নিঃশেষ হইলে অস্থি-কঙ্কালখানি দংশন করিয়া পুকুরে নিক্ষেপ করিল। পেত্নীর এই অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ইহার কারণই বা কী তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই কুকুর বোধ হয় এ রমণীর শত্রু হইবে। রাজা বিষদিগ্ধ শৈল্যে বিদ্ধ করিয়া কুকুরটিকে বধ করিলেন। রমণীও পুষ্করিণী হইতে উঠিলে পূর্বের ন্যায় তাহাকে রূপলাবণ্যশালিনী দর্শনে রাজা আশ্চর্য হইয়া নিম্নোক্ত ত্রয়োদশটি গাথায় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. এই পুষ্করিণী সুবর্ণ সোপান শ্রেণীতে প্রতিমণ্ডিত। ইহার তীর ও তলদেশ এবং পার্শ্বদেশ সুবর্ণ বালুকাতে সমাচ্ছন্ন। সেই পুকুর হইতে নিত্য সুন্দর, রুচিকর, মনোজ্ঞ ও মনোহারী নানাপ্রকার সৌরভ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

২. উহার তীরভূমি বিবিধ তরুরাজীতে সমাচ্ছন্ন। উহা হইতে নানা প্রকার সুগন্ধি প্রবাহিত হইয়া সকলদিকে সৌরভান্বিত করিতেছে। তাহার স্বচ্ছ জল বিবিধ পদ্ম ও পুণ্ডরীক পুষ্পে সমাচ্ছন্ন।

৩. বায়ু প্রবাহিত হইলে চতুর্দিক মনোজ্ঞ সৌরভে ভরপুর হয়। পুকুরে নানা জাতীয় হংস, বক ও চক্রবাকাদির সম্মিলিত রবে এক অশ্রুতপূর্ব মনোজ্ঞ রাগিনীর সৃষ্টি করে।

৪. বিবিধ স্বর নিনাদিত নানা জাতীয় বিহঙ্গম সমাকীর্ণ ও বিবিধ ফলমূল বৃক্ষে পরিশোভিত এই বনানী বড়ই মনোরম।

৫. এই প্রদেশ যেইরূপ অবর্ণনীয় সুন্দর, মনুষ্যদের নিকটও ঈদৃশ নগর নাই। তোমার সুবর্ণ ও রৌপ্যময় বহু প্রাসাদ বিদ্যমান।

৬. তোমার এই প্রসাদের অত্যুজ্জ্বলতায় চারিদিকে মনোরম শোভায় পরিশোভিত। পঞ্চশত দাসী সর্বদা তোমার সেবায় নিযুক্তা।

৭. নানা রত্নখচিত শঙ্খ-বলয়াদিতে তোমার সুন্দর বাহু ও সুবর্ণালংকারে মনোরম হস্ত সমলংকৃত।

৮. হে সর্বেচ্ছা লাভিনি, কদলী মৃগচর্মের সুসজ্জিত দীর্ঘলোমবিশিষ্ট কোমল গালিচাতেই তোমার শয্যা।

৯. অর্ধরাত্রে সেই সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া উদ্যানস্থ পুষ্করিণী তীরে গিয়া তুমি উপস্থিত হও।

১০. ভদ্রে, তথায় তুমি সুনীল তরুণ তৃণোপরি স্থিতা হইলে, তখন ছিন্নকর্ণ এক ভীষণকায় কুকুর আসিয়া তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সমস্ত মাংস ভক্ষণ করে।

১১. যখন তোমার দেহের সমস্ত মাংস খাওয়া হয়, কেবল অস্থি-কঙ্কালই অবশিষ্ট থাকে, কুকুর তাহাও পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। দেখিলাম পূর্ববৎ তোমার দেহ আবার প্রাদুর্ভূত হয়।

১২. তৎপর তুমি পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রিয়দর্শনা পরম রূপবতীর বেশে সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

১৩. কায়-বাক্য-মনে তুমি কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে ছিন্নকর্ণ কুকুর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করে?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী কহিল :

১৪. কিম্বিল নামক নগরে এক শ্রদ্ধাবান গৃহপতি উপাসক ছিলেন। আমি তাঁহার অতিচারিণী দুঃশীলা পত্নী ছিলাম।

১৫. এবম্বিধ ব্যভিচারের কথা স্বামীর শ্রুতিগোচর হইলে, একদা স্বামী আমাকে এইরূপ বলিলেন, ‘তুমি যেই অনাচারে রত হইয়াছ, তাহা যুক্তি যুক্ত নহে।’

১৬. তখন আমি তাহার নিকট মিথ্যা বাক্যে এরূপ দারুণ শপথ করিয়াছিলাম, ‘আমি কায় অথবা বাক্য দ্বারা মিথ্যাচার করি নাই।’

১৭. ‘আমি যদি তেমন ব্যভিচার করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই ছিন্নকর্ণ কুকুর আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করুক।’

১৮. সেই কৃত অনাচার এবং মিথ্যা ভাষণ, এই উভয় পাপকর্মের ফলে দুঃসহ যন্ত্রণা পরিভোগের জন্য সাতশত বৎসর এই ছিন্নকর্ণ কুকুর আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করিতেছে।

পেত্নী এইরূপে আত্মকাহিনী প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে রাজার উপকার কীর্তন করিল :

১৯. দেব, আপনি আমার বহু উপকারী। আমার উপকারের জন্যই আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার দ্বারা আমি ছিন্নকর্ণ কুকুর হইতে প্রমুক্ত হইয়া শোক ও ভয়হীন হইয়াছি।

২০. দেব, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি এবং কৃতঞ্জালিপুটে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি এখানে অমানুষিক কাম পরিভোগ করিয়া আমার সহিত রমিত হউন।

রাজা একান্তই দেশে গমনেচ্ছু হইয়া নিজের অভিপ্রায় নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করিলেন :

২১. অমানুষিক কাম পরিভোগ করিয়া তোমার সহিত রমিত হইয়াছি। হে সৌভাগ্যবতী, তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি যে শীঘ্রই আমাকে আমার নগরে রাখিয়া আস।

সেই বৈমানিক পেত্নী রাজার বাক্য শ্রবণে প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় শোকাতুরা ও ব্যাকুলা হইল। সে কম্পিত কলেবরে বিবিধ অনুনয় বাক্যে বহু প্রার্থনা করিয়াও রাজাকে তথায় অবস্থানের জন্য সম্মত করিতে পারিল না। অগত্যা সে বহু মহার্ঘ রত্নসহ দিব্যঋদ্ধি-প্রভাবে রাজাকে রাজপ্রাসাদে নিয়া গেল। পেত্নী রোদন ও বিলাপ-পরায়ণা হইয়া স্বীয় বাসস্থানেই প্রত্যাবর্তন করিল। রাজা পেত্নীর কর্মফল ভোগের ইতিবৃত্ত

স্মরণে ভীত হইয়া পড়িলেন। তদ্ধেতু তিনি সযত্নে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজা অবশিষ্ট জীবন কুশল অর্জন করিয়া মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করিলেন।

তখন ভগবান গৌতম বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অবস্থান করিবার সময় একদা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এই পেত্নীকে তাহার দাসীগণসহ হিমালয় পাদদেশে দর্শন পাইয়াছিলেন। স্থবির তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন সে আদ্যন্ত সমস্ত বিষয় স্থবিরকে বলিয়াছিল। স্থবির শ্রাবস্তীতে আসিয়া ভগবানকে এসব বিষয় বলিলেন। ভগবান উক্ত বিষয়ের মূলোৎপত্তি বিবৃত করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে মহাজনসংঘ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া পাপকর্ম হইতে বিরত হইলেন এবং পুণ্য কর্মাদি করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইলেন।

১৩. উর্বরী

শ্রাবস্তীতে কোনো এক উপাসিকার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি পতিবিয়োগ দুঃখে অত্যন্ত কাতরা হইয়া প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার স্রোতাপত্তিফল লাভের হেতু দর্শনে একসময় তিনি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলে শোকাতুরা উপাসিকা ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হইয়া বন্দনান্তে একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন, ‘উপাসিকে, তুমি শোকাতুরা হইয়াছ কি?’ উপাসিকা বলিলেন, ‘হ্যাঁ ভগবান।’ ভগবান তাঁহার শোক নিবারণ কল্পে অতীত বিষয় বলিতে লাগিলেন :

অতীতে পঞ্চাল রাজ্যে কার্পল নগরে চূলনি ব্রহ্মদত্ত নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি সর্বপ্রকার পাপকর্ম ত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের হিতকর কর্মে নিরত ছিলেন। দশবিধ রাজধর্ম লঙ্ঘন না করিয়াই তিনি রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রজাদের অভিমত জানিবার ইচ্ছায় কোনো কোনো সময় তিনি দর্জীর বেশেই একাকী দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়া যখন জানিতে পারেন যে, প্রজাপুঞ্জ নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে, পরস্পর মৈত্রীপরায়ণ হইয়া গৃহদ্বার খোলা রাখিয়াই নিদ্রা যাইতেছে, তখন তিনি হৃষ্টান্তরে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিতেন।

অনন্তর একসময়ে রাজা সমস্ত রাজ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে

ফিরিবার সময় এক গ্রামের এক দরিদ্রা বিধবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, 'আর্য, আপনি কে? কোন স্থান হইতে আসিয়াছেন?' রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি দর্জী। বেতন গ্রহণে সেলাই কাজ করিয়া বিচরণ করিতেছি। যদি তোমাদের কিছু সেলাইবার থাকে, তবে বেতনসহ তাহা আমাকে দাও। তাহা আমি সেলাইয়া দিব।' বিধবা নারী বলিল, আমার নিকট সেলাই করিবার তেমন কিছু নাই। ভাত বেতনও নাই। আপনি অন্যের নিকট গিয়া কাজ করুন। রাজা তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিলেন। বিধবী রমণীর সুলক্ষণা একটি কন্যা ছিল। সেই কন্যা দেখিয়া রাজা বিধবী রমণীকে বলিলেন, 'তোমার এই বালিকা কি বিবাহিতা, না অবিবাহিতা? সে যদি অবিবাহিতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমায় দাও। তুমি যাহাতে সুখে থাকিতে পার, সেই উপায় আমি করিয়া দিতেছি।' বিধবা নারী তাহার এই প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া কন্যাটি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা তাহার সহিত কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া তাহাকে এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়া বলিল, 'ভদ্রে, আমি কয়েক দিনের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিব, তুমি উৎকণ্ঠিতা হইও না।' এই বলিয়া রাজা স্বীয় নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎপর রাজা রাজধানী হইতে উক্ত গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সমতল করাইয়া সুসজ্জিত করাইলেন। সেই অলংকৃত পথে রাজা রাজলীলায় যাইয়া উক্ত বিধবা রমণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই বালিকাকে টাকার স্তূপে উপবেশন করাইয়া স্বর্ণময় কলসীর জলে স্নান করাইলেন। তখন হইতে তাহার নামকরণ হইল উর্বরী। উর্বরীকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্তা করিলেন। তাহার জ্ঞাতিবর্গকে সেই প্রদেশখানি দান করিলেন। তৎপর উর্বরীকে সঙ্গে করিয়া রাজা মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি উর্বরীর সাহচর্যে যাবজ্জীবন সুখেই বাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনের পর উর্বরী পতিবিয়োগ-জনিত শোকে মুহ্যমান হইলেন। প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যে শ্মশান পূজা করিতেন এবং রাজার গুণকীর্তন করিয়া উন্মাদিনীপ্রায় ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেন।

সেই সময় বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া ধ্যান অভিজ্ঞা লাভের পর হিমালয়ের এক অরণ্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতে দিব্যচক্ষে শোকাতুরা উর্বরীকে দর্শন করিয়া জনগণের দৃশ্যমানাবস্থায় আকাশপথে সেই শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আকাশে স্থিতাবস্থায় উপস্থিত জনগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কাহার শ্মশান? এই স্ত্রীলোকটি

কেন 'ব্রহ্মদত্ত, ব্রহ্মদত্ত' বলিয়া বিলাপ করিতেছে?' তখন জনগণ হইতে উত্তর হইল—'ভন্তে, উঁহার নাম উর্বরী। ইনি রাজা ব্রহ্মদত্তের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি নিত্য শ্মশানে আসিয়া 'ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্ত' বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন।

এসব বিষয় প্রকাশ করিবার মানসে সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত সাতটি গাথা স্থাপন করিয়াছিলেন :

১-২. পঞ্চাল রাজ্যে 'ব্রহ্মদত্ত' নামক মহারথী এক রাজা ছিলেন। তিনি কালক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে উর্বরী নাম্নী তাঁহার ভার্যা তাঁহার অদর্শনে দীর্ঘদিন যাবৎ 'ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্ত' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল।

৩. তথায় এক শীলবান, সংযতেন্দ্রিয় আচারগণসম্পন্ন ঋষি আসিয়া সমাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪-৫. বিবিধ সৌরভে সৌরভান্বিত এই শ্মশান কাহার? মনুষ্যলোক হইতে পরলোকগত স্বামী ব্রহ্মদত্তকে না দেখিয়া 'ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্ত' করে ক্রন্দনরতা এই নারী কাহার ভার্যা? তখন তথায় উপস্থিত জনগণ বলিলেন :

৬. ভদন্ত, বিবিধ সুগন্ধে দশদিক সুভাসিত এই শ্মশান রাজা ব্রহ্মদত্তের।

৭. ক্রন্দনরতা এই নারী ব্রহ্মদত্তেরই ভার্যা। এই নরলোক হইতে মৃত্যুর পর বহুদূরে গত স্বীয়পতি ব্রহ্মদত্তকে অদর্শনে তিনি 'ব্রহ্মদত্ত' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

তাপস তাহাদের এই কথা শ্রবণে অনুকম্পাবশে উর্বরীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শোক বিনোদন মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

৮. ষড়াশীতি সহস্র ব্রহ্মদত্তকে এই শ্মশানে দগ্ধ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তুমি কোন ব্রহ্মদত্তের জন্য শোক করিতেছ?

ঋষি উর্বরীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিম্নোক্তরূপে স্বীয় বাঞ্ছিত ব্রহ্মদত্তের কথা জ্ঞাপন করিলেন :

৯. ভন্তে যিনি 'চূলনী' রাজার পুত্র পঞ্চাল রাজ্যের রথী, সেই আমার সর্বেচ্ছা পূর্ণকারী স্বামীর জন্যই অনুশোচনা করিতেছি।

প্রত্যুত্তরে ঋষি বলিলেন :

১০. এই শ্মশানে ভস্মীভূত সমস্ত রাজার নামই 'ব্রহ্মদত্ত'। তাঁহারা সকলেই এই পঞ্চালাজ্যের অধিশ্বর মহারথী 'চূলনীর' পুত্র।

১১. তুমি অনুক্রমে সকল ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী ছিলে। পূর্বের এতগুলি রাজার জন্য অনুশোচনা ত্যাগ করিয়া এখন সর্বশেষ একজন মাত্র রাজার জন্য কেন অনুশোচনা করিতেছ?

উর্বরী তাপসের এই কথা শ্রবণে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

১২. হে ঋষিবর, আমি এখন নারী। আমার এই নারীজন্ম দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে এ কথা বলিতেছেন। নারী কি সর্বদাই নারীত্ব লাভ করিয়া থাকে? নাকি কখন পুরুষ জন্মও লাভ করিয়া থাকে? আমি বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, বহুবার মহিষী হইয়াছি, এ কথা আপনি বলিতেছেন।

তাপস বলিলেন :

১৩. তুমি কখনো স্ত্রী, কখনো পুরুষ হইয়াছ এবং কখনো তির্যক যোনিতেও জন্ম নিয়াছ। এবম্বিধ অতীত জন্মসমূহের সংখ্যা জ্ঞাননেত্রে মহোৎসাহের সহিত নিরীক্ষণ করিলেও তাহার পরিমাণ করা যায় না।

উর্বরীকে অনাদি সংসারতত্ত্ব ও কর্মবিপাক সম্বন্ধে দেশনা করাতে সংসারের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণাভাবের সঞ্চার হইল। তাহার অন্তর হইতে প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ অন্তর্হিত হইল। ধর্মে তাঁহার প্রসন্নতা ও অশোকভাব প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত বাক্যগুলি ভাষণ করিলেন :

১৪. ঘৃতসিক্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়, সেরূপ আমারও সমস্ত বেদনা শান্ত ও নির্বাপিত হইয়াছে।

১৫. আমি পতিশোকে যেই শোকপরায়ণা হইয়াছিলাম, সেই হৃদয়াশ্রিত শোকশৈল্য উৎপাটন করিয়া আমার শোক অপনোদন করিয়াছেন।

১৬. হে মহামুনি, শোকশৈল্য উৎপাটিত হওয়াতে আমার অন্তর শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া নির্বাপিত হইয়াছে। আপনার এই হিতকথা শুনিয়া আমি আর অনুশোচনা ও রোদন করিব না।

এখন উদ্বিগ্ন হৃদয়া উর্বরীর প্রতিপত্তি দেখাইবার ইচ্ছায় ভগবান নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করিলেন :

১৭. উর্বরী ঋষির সুভাষিত বাক্য শ্রবণে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিতা হইল।

১৮. সে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিতা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রদায়ক মৈত্রীধর্ম ভাবনা করিল।

১৯. সে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, রাজধানী হইতে রাজধানীতে বিচরণ করিয়া উরুবিল্ব নামক গ্রাম সম্প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার মৃত্যু হইল।

২০. ব্রহ্মলোক প্রদায়ক মৈত্রী ভাবনা বর্ধন করিয়া উর্বরী নারীত্বে অরুচি উৎপাদনান্তর ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইল।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা করিয়া সেই উপাসিকার শোক বিনোদন করার পর চারি আর্যসত্য দেশনা করিলেন। আর্যসত্য দেশনার অবসানে উক্ত উপাসিকা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। উপস্থিত পরিষদেও সেই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় উর্বরী বর্গ সমাপ্ত।

৩. চূলবর্গ

১. অভিজ্জমান প্রেত

বারাণসীর পার্শ্ববর্তী গঙ্গার অপর পারে বাসব নামক একখানা গ্রাম ছিল। তাহার পার্শ্ববর্তী চুন্দখিক নামে অপর আর একখানা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক শিকারী অবস্থান করিত। সে অরণ্য হইতে মৃগ শিকার করিত এবং পশুর স্থূল মাংসসমূহ অঙ্গারে পাক করিয়া খাইত। অবশিষ্ট মাংস নিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত। সে গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইলে, গ্রাম্য বালকগণ 'আমাকে মাংস দাও, মাংস দাও' বলিয়া উচ্চ শব্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া পশ্চাৎ ধাবন করিত। সেও বালকগণকে অল্প অল্প মাংস দিয়া চলিয়া যাইত।

একদা শিকারী বহু চেষ্টার পরও কোনোই শিকার পাইল না। সুতরাং বাড়িতে ফিরিবার সময় কতেক উদ্দালক পুষ্পে স্বীয় মস্তক ও কর্ণ বিভূষিত করিল এবং আরও বহু পুষ্প হাতে করিয়া গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইল। তখন গ্রাম্যবালক পূর্ববৎ হস্ত প্রসারণ করিয়া 'মাংস দাও, মাংস দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিল। সেও প্রত্যেককে এক একটি পুষ্পগুচ্ছ দিয়া প্রস্থান করিল।

সেই ব্যাধ মৃত্যুর পর প্রেত হইল। সে হইল বড় দুর্দশাগ্রস্ত, নগ্ন, বিরূপ ও বীভৎস। সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হওয়া অবধি ভোজ্য পানীয় কোনোদিন পরিভোগ করে নাই। তাহার মস্তক সর্বদা উদ্দালক কুসুমের সুন্দর মালা ও স্তবক বাঁধা থাকিত। একসময় সে কিছু খাদ্যভোজ্য লাভের আশায় গঙ্গার প্রতিস্রোতে জলের উপর দিয়া পদব্রজে 'চুন্দখিক' গ্রামে জ্ঞাতিদের নিকট গমন করিতেছিল।

সেই সময়ে মহারাজ বিম্বিসারের 'কোলিয়' নামক মহামাত্য প্রত্যন্ত রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করিয়া ফিরিতেছিলেন। তখন তিনি হস্তী-অশ্বাদি ও সৈন্যসামন্ত স্থলপথে প্রেরণ করিয়া নিজে গঙ্গার জলপথে আসিতেছে দেখিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে তাহার বাসস্থান ও বিচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. হে প্রেত, তুমি গঙ্গার জলপথে গমন করিতেছ। তোমার দেহের নিম্নার্ধ ভাগ নগ্ন ও উপরার্ধ ভাগ দেবপুত্রের ন্যায় পুষ্পমাল্যে বিভূষিত। তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমার বাসস্থান কোথায়?

তখন সেই প্রেত ও মহামাত্যের মধ্যে যাহা বাক্যালাপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশের ইচ্ছায় সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ

করিয়াছিলেন :

২. প্রেত তাহাকে এইরূপ বলিল, 'আমি বারাণসী ও বাসব গ্রামের মধ্যবর্তী বারাণসীর সন্নিকটে 'চুন্দত্থিক' গ্রামেই যাইব।'

৩. স্বনামখ্যাত কোলিয় মহা অমাত্য তদ্দর্শনে ছাতু, ভাত ও এক জোড়া বস্ত্র সেই প্রেত উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন।

৪. নৌকা চালনা স্থগিত রাখিয়া এক নাপিত উপাসককে উক্ত দ্রব্যসমূহ প্রদান করিলেন। নাপিতকে তাহা দান করা মাত্রই তৎমুহূর্তে সেই প্রেতের পরিধানে ও দেহে দিব্য বস্ত্র উৎপন্ন হইল।

৫. উপযুক্ত স্থানে প্রদত্ত সেই দান উক্ত প্রেতের নিকট উপস্থিত হইল। ইহাতে সেই প্রেত দিব্যমাল্য এবং বস্ত্রাভরণে বিভূষিত হইল। তদ্ধেতু প্রেতদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া প্রেত উদ্দেশ্যে পুনঃপুন দান দিবে।

অনন্তর সেই কোলিয় মহা অমাত্য সেই প্রেতের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দানকার্য সম্পাদনের পর গঙ্গার অনুস্রোতে নৌকা পরিচালিত করিলেন। তিনি অনুক্রমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বারাণসী সম্প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে সমস্ত অবগত হইয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার মানসে সেই মুহূর্তেই শ্রাবস্তীর জেতবন হইতে আকাশপথে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

তখন কোলিয় মহামাত্য নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সানন্দে বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন। তিনি ভগবানকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান মৌনভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মহামাত্য তখনই তথায় এক রমণীয় ভূমিভাগে প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন। মণ্ডপের ছাউনীতে ও চারিপার্শ্বে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রে সজ্জিত করাইলেন। মণ্ডপ মধ্যে ভগবানের উপযুক্ত আসন প্রজ্ঞাপ্ত করাইলেন। ভগবান সেই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলে, মহামাত্য ভগবানকে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যে পূজা করিলেন। মহামাত্য বুদ্ধকে বন্দনান্তর একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া উক্ত প্রেতকাহিনী বর্ণনা করিলেন। তখন ভগবান অধিষ্ঠান করিলেন, 'ভিক্ষুসংঘ এখানে উপস্থিত হউক।' বুদ্ধের এই চিত্তভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঋদ্ধিবান অর্হৎ ভিক্ষুগণ আকাশপথে আসিয়া ধর্মরাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। এই ব্যাপার দৃষ্টে তৎমুহূর্তে তথায় বহুলোকের সমাগম হইল। মহামাত্য বুদ্ধের প্রভাব ও অর্হৎ ভিক্ষুদের সমাগমে অতিশয় প্রসন্ন মনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে শ্রেষ্ঠ খাদ্যভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভোজনকৃত্যের অবসানে ভগবান জনমণ্ডলীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া 'বারাণসীর সমীপবর্তী গ্রামবাসী ও এখানে একত্রিত হউক' এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তখনই বুদ্ধের ঋদ্ধি প্রভাবে উক্ত

গ্রামের সমস্ত নরনারীও তথায় উপস্থিত হইল। এই মহাসমাগমে বুদ্ধ ঋদ্ধি প্রভাবে সেখানে বহু প্রেত-পেত্নীকে আনয়ন করিলেন। উক্ত জনতা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে প্রেতগণকে দেখিতে পায়, বুদ্ধ সেরূপ ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিলেন। সেই প্রেতদের মধ্যে কেহ কেহ অর্ধ নগ্ন, কেহ সম্পূর্ণ নগ্ন ও কেহ অস্থিচর্মসার। সকলেই ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হইয়া মহাজনতার দৃশ্যমান স্থানে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে লাগিল।

অতঃপর ভগবান এইরূপ ঋদ্ধি করিলেন যে, যেন উপস্থিত প্রেতগণ একস্থানে একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কৃত পাপকর্ম মহাজনসংঘের নিকট নিজেরাই ব্যক্ত করে। এ বিষয়ে প্রকাশোদ্দেশ্যে সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত ষোলোটি গাথা ভাষণ করিলেন :

৬. কোনো কোনো প্রেত শিরকেশে কোনো প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়া উপবিষ্ট আছে, কোনো কোনো প্রেত উদ্‌গীর্ণ ঘৃণিত দ্রব্য ও গর্ভমলাদি অশুচি পদার্থ লাভাশায় ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে বহু যোজন দূরে প্রস্থান করিতেছে।

৭. কোনো প্রেত খাদ্যান্বেষণে বহুদূরে দৌড়িয়া কিছুই লাভ করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে এবং ক্ষুধা-পিপাসায় মূর্ছিত হইয়া মৃত্তিকা পিণ্ডের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে বিশুষ্ক হইতেছে।

৮. কেহ কেহ ভূমিতে পড়িয়া পুণ্যের অভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণাগ্নিতে খরতর গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত স্থানে উৎকট অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দগ্ধ হইতেছে।

৯. আমি পূর্বে পাপ ধর্মপরায়ণা গৃহকর্ত্রী ও কুলপুত্রের মাতা ছিলাম। আমার দানাদি পুণ্য করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি সুখিনী হইবার উপায় করি নাই।

১০. প্রচুর অন্নপানীয় থাকা সত্ত্বেও তাহা কেহ না দেখে মতো লুকাইয়া রাখিয়াছি। সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন প্রব্রজিতকে কিছুই দান করি নাই।

১১. আমি ছিলাম পাপাচরণকারী ও কুশলকর্মে আলস্যপরায়ণা। আমি সুমধুর আহার্য বস্তু অধিক পরিমাণে ভোজন করিতাম বটে কিন্তু একগ্রাস মাত্রও কোনোদিন দান করিতাম না। যাচক উপস্থিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার করিতাম।

১২. আমার সেই ঘর, সেই দাস-দাসী ও বিবিধ আভরণসমূহ এখন অপরেই পরিভোগ করিতেছে। আর আমি হইয়াছি এখন কেবল দুঃখেরই ভাগী।

প্রেতাত্মা হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যকুলে জন্ম নিলেও তাহাদের অধিকাংশ

মানবই পাপকর্মের বিপাকে হীন জাতি, নিঃস্ব ও দীন-হীনকুলে জন্মগ্রহণ করে। নিম্নোক্ত দুইটি গাথায় ইহা বিবৃত করা হইয়াছে :

১৩. কৃপণগণ জন্মান্তরে পুনঃপুন হেয় মালাকার, চর্মকার, মিত্রদ্রোহী, চণ্ডাল, নিষ্ঠুর ও ক্ষৌরকার কুলাদিতে জন্মগ্রহণ করে।

১৪. ব্যাধ-পুক্কুসাদি আরও যে সমস্ত হীন ও ঘৃণ্য জাতি আছে, সে সব জাতিতে হীন-হীনকুলে জন্মগ্রহণ করে। কৃপণদেরই এরূপ গতি হইয়া থাকে।

এখন পুণ্যবানদের গতি দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষিত হইয়াছে :

১৫. পূর্বজন্মে যাঁরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই উদারপ্রাণ ব্যক্তিগণ নন্দনবন আলোকিত করিয়া স্বর্গ পরিপূর্ণ করেন।

১৬. তাঁহারা স্বর্গের বৈজয়ন্ত প্রাসাদে যথেচ্ছিত পঞ্চকাম ভোগে রমিত হইয়া তথা হইতে চ্যুত হওয়ার পর পুনরায় বহু ভোগসম্পত্তিশালী উচ্চকুলে মানবজন্ম ধারণ করেন।

১৭. তিনি মনুষ্যলোকে কূটাগার প্রসাদ ও রমণীয় পালঙ্ক প্রাপ্ত হন। গ্রীষ্মের সময় দেহ শীতলকারী ময়ূরপুচ্ছ ব্যজনীর শীতল বায়ু লাভ করেন এবং মহাযশস্বী কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮. নানারত্ন পুষ্পমাল্যে সমলঙ্কৃত বালক ক্রোড় হইতে ক্রোড়াম্বরে থাকিয়াই লালিত পালিত হয়। তাঁহার সুখান্বেষণকারিণী ধাত্রীগণ সর্বদা তাঁহার সুখের জন্য ব্যাপৃত থাকেন।

১৯. শোকহীন রমণীয় স্বর্গীয় এই নন্দনকানন পাপীদের জন্য নহে। ইহা পুণ্যবানের জন্যই।

২০. পাপীদের সুখ ইহলোকেও নাই এবং পরলোকেও নাই। কিন্তু পুণ্যবানদের সুখ ইহ-পর উভয়লোকেই বিদ্যমান থাকে।

তথায় একত্রিত কোলিয় অমাত্য প্রমুখ মহাজনসংঘ প্রেতদের গতি এবং কৃত পাপ-পুণ্যের ফল সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান উপস্থিত পরিষদের অভিপ্রায়ানুযায়ী বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনা শেষ হইলে চুরাশি সহস্র প্রাণী ধর্মে নিষ্ঠাবান হইয়াছিলেন।

২. সানুবাসী প্রেত

পুরাকালে বারাণসীর ‘কিতবস্‌স’ নামক রাজার একপুত্র হস্তীতে আরোহণ করিয়া উদ্যানক্রীড়া করিবার জন্য গিয়াছিল। সে উদ্যান হইতে ফিরিবার

সময় পথিমধ্যে দেখিল সুনেত্র নামক এক পচ্চেক বুদ্ধ ভিক্ষাচরণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছেন। ঐশ্বর্যমদে মত্ত রাজপুত্র তাঁহাকে দেখিয়া 'এই মুণ্ডক আমার প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ না করিয়া যাইতেছে কেন?' সে দাম্ভিকতার সহিত প্রদুষ্টচিত্তে হস্তীস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিল এবং বুদ্ধের হস্ত হইতে পাত্রটি লইয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে পাত্র ভাঙ্গিয়া গেল।

সর্ব বিষয়ে ক্ষান্তিভাব প্রাপ্ত 'পচ্চেক বুদ্ধ' রাজপুত্রের এবম্বিধ আচরণেও নির্বিকার ও প্রসন্নচিত্তে তাহার প্রতি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে ক্রোধনেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যে 'কিতবস্‌স' রাজপুত্র তাহা কি তুমি জান না? তোমার এই দৃষ্টি আমায় কী করিবে?' এই বলিয়া বিদ্রূপ হাস্যে প্রস্থান করিল। সে কয়েকপদ অতিক্রম করা মাত্রই তাহার দেহে নরকাগ্নি দাহের ন্যায় তীব্র দাহ উৎপন্ন হইল। সে সেই মহাসন্তাপে বিদগ্ধ হইয়া অতিশয় উৎকট দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হইল। তখনই সে মানবলীলা সংবরণ করিয়া অবীচি মহানরকে উৎপন্ন হইল। তথায় চুরাশি হাজার বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া প্রেতলোকে অপরিমিত কাল ক্ষুধা তৃষ্ণায় মহাদুঃখ ভোগ করিল। ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া 'কুণ্ডিল' নামক নগরসমীপে কৈবর্তকুলে জাতিস্মর জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। জাতিস্মর জ্ঞানে পূর্ব দুঃখ স্মরণ হওয়াতে সে পাপ হইতে সর্বদা বিরত থাকিত। বয়স্ক হইয়াও পাপভয়ে জ্ঞাতিদের সহিত মৎস্য শিকারে যাইত না। মৎস্য শিকার স্থানে অগত্যা যাইতে হইলেও মৎস্য বধের ভয়ে লুকাইয়া থাকিত। কৌশলে জাল ছিড়িয়া দিত। জালাবদ্ধ জীবিত মৎস্য পাইলে তাহা জলে ছাড়িয়া দিত। বারম্বার তাহার এসব কার্য দর্শনে জ্ঞাতিগণ তাহাকে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু তাহার একজন ভ্রাতা তাহার প্রতি বড়ই স্নেহপরায়ণ ছিল।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ কুণ্ডিল নগর আশ্রয়ে সানুবাসী পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সেই জ্ঞাতি পরিত্যক্ত কৈবর্তপুত্র ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে আহারের সময় সানুবাসী পর্বতে আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইল। স্থবির তাহাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন প্রদান করিলেন। আহারের পর তাহার দুঃখময় জীবন কাহিনী স্থবিরের নিকট বর্ণনা করিল। তখন স্থবির তাহাকে কিঞ্চিৎ ধর্মকথা বলিলেন। ধর্ম শ্রবণে সে প্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে স্থবির তাহাকে বলিলেন, 'তুমি প্রব্রজিত হইবে কি?' সে বলিল, 'হ্যাঁ

ভন্তে, প্রব্রজিত হইব।’ স্থবির তখন তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়াই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, ‘হে আনন্দ, তুমি কি এই শ্রামণেরকে অনুকম্পা করিয়াছ? সে মহাপাপের দরুন অল্পলাভী হইয়াছে।’ ভগবান তাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহাকে ভিক্ষুদের পানীয় জলের কলসী পূর্ণ করিবার কাজে নিযুক্ত করিলেন। উপাসকগণ তাহাকে এই কাজে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার জন্য নিত্য বহু পিণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি অন্য সময় উপসম্পদা লাভ করিয়া অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একদা তিনি দ্বাদশজন ভিক্ষুসহ ‘সানুবাসী’ পর্বতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পঞ্চশত জ্ঞাতিকুল পাপের ফলে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তাঁহার পিতামাতা প্রেত হইয়া চিন্তা করিল, ‘এই ভিক্ষু আমাদের পুত্র। কিন্তু পূর্বে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম।’ অতএব এই লজ্জায় তাহারা পুত্র স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। সুতরাং স্থবিরের প্রতি যে ভ্রাতা স্নেহপরায়ণ ছিল, সেও প্রেত হইয়াছিল, তাহাকেই স্থবিরের নিকট পাঠাইল। স্থবির গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় সে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া করপুটে উপবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে দেখা দিল। প্রেত যাহা বলিয়াছে, সঙ্গীতিকারকগণ তাহা গাথাকারে ভাষণ করিয়াছেন :

১. কুণ্ডিল নগরের ভাবিতেন্দ্রিয় পোট্টপাদ নামক শ্রমণ সানুবাসী পর্বতে বাস করিতেন।

২. তাঁহার দুর্গত পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ পাপকর্ম করিয়া মনুষ্যকুল হইতে যমলোক নামক প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩. তাহাদের মুখ সূচি ছিদ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল। সর্বাঙ্গ নগ্ন ও অত্যন্ত কৃশ হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় মহাদুঃখ ভোগ করিতেছিল। সেই দারুণ পাপী প্রেতগণ লজ্জা ও ভয়বশত শ্রমণের সম্মুখে আসিতে পারিল না।

৪. সেই পোট্টপাদের ভ্রাতা লজ্জা ও ভয়বিহীন হইয়া সানুবাসী পর্বতে স্থবিরকে দর্শন দিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইল। প্রেত নগ্নাবস্থায় একপদী সংকীর্ণ পথে একাকীই জানু ও হস্তদ্বয়ে লজ্জা স্থান আচ্ছাদন করিয়া উপবিষ্ট হইল।

৫. স্থবির তাহাকে দেখিয়া ‘সে কে, কেনই বা এখানে উপস্থিত হইয়াছে?’ ইত্যাদি বিষয় কিছুই চিন্তা না করিয়া নীরবেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রেত ইহা দেখিয়া বলিল, আমি আপনার ভ্রাতা, প্রেতলোকে

উৎপন্ন হইয়াছি।

৬. ভন্তে, আপনার পিতামাতা পাপকর্ম করিয়া মানবকুল হইতে যমলোক নামক প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।

৭. তাহাদের মুখের ছিদ্র হইয়াছে সূচি ছিদ্রের ন্যায়। তাহারা সর্বাঙ্গ নগ্ন ও অত্যন্ত কৃশ হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুঃখভোগ করিতেছে। সেই দারুণ পাপীরা লজ্জা ও ভয়বশত আপনাকে দেখা দিতেছে না।

৮. হে কারুণিক, আমাদের প্রতি অনুকম্পা করুন। আমরা দারুণ পাপীগণ আপনার প্রদত্ত দানের দ্বারা জীবনযাপন করিব।

স্থবির প্রেতের এই কথা শ্রবণে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষিত হইয়াছে :

৯. স্থবির পিণ্ডচারণ করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর স্বীয় অন্তেবাসী দ্বাদশজন ভিক্ষুকে ভোজন করাইবার জন্য এক স্থানে একত্রিত করিলেন।

১০. স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে বলিলেন, তোমাদের যথালব্ধ আহার্য বস্তু সমস্তই আমাকে দাও। জ্ঞাতিদের প্রতি অনুগ্রহের জন্য তাহা সংঘদান করিব।

১১. স্থবিরের নির্দেশানুসারে সকলেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন-ব্যঞ্জন স্থবিরকে দান করিলেন। স্থবির সংঘ নিমন্ত্রণ করিয়া সেই খাদ্যভোজ্য সংঘ উদ্দেশ্যে দান করিলেন। সেই দানপুণ্য পিতামাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিপ্রেতগণকে দান করিলেন।

১২. 'এই দানের পুণ্য আমার জ্ঞাতিদের হউক এবং ইহাতে তাহারা সুখী হউক।' এই বলিয়া পুণ্যদান করা মাত্রই উক্ত প্রেতদের জন্য দিব্যভোজ্য উৎপন্ন হইল।

১৩-১৪. তাহারা স্থবিরের পুণ্যদান অনুমোদন করা মাত্রই তাহাদের জন্য পরিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বহুবিধ রসসংযুক্ত খাদ্য উৎপন্ন হইল। তাহারা তাহা পরিভোগ করিয়া বর্ণ ও বলশালী এবং সুখী হইয়াছিল। স্থবিরের ভ্রাতা পুনরায় স্থবিরকে দেখা দিয়া বলিল, 'ভন্তে, আপনার দান প্রভাবে আমরা প্রভূত খাদ্যভোজ্য লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু দেখুন এখন আমরা বস্ত্রহীন। যাহাতে আমাদের বস্ত্র লাভ হয়, সেইরূপ চেষ্টা করুন।

১৫. তখন স্থবির আবর্জনা রাশিতে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড চয়ন করিলেন তাহা সেলাই করিয়া চীবর তৈয়ার করার পর চারিদিক হইতে আগত ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন।

১৬. স্থবির এই চীবর দান করিয়া পিতামাতা ও ভ্রাতার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া পুণ্যদান করিলেন, 'এই চীবর দানের ফলে জ্ঞাতিদের হউক এবং এতদ্বারা তাহারা সুখী হউক।'

১৭. এই পুণ্যদান মাত্রই সেই প্রেতদের জন্য দিব্যবস্ত্র উৎপন্ন হইল। তাহারা তদ্বারা উত্তমরূপে বিভূষিত হইয়া স্থবিরকে দেখা দিল। তাহারা বলিল :

১৮. নন্দরাজের রাজ্যে যত মূল্যবান বস্ত্র ছিল, তাহা হইতেও অধিকতর মূল্যবান পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র আমাদের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯. বহু মূল্যবান কেশ কম্বল, ক্ষোম ও কার্পাসবস্ত্র বিপুলভাবে আমাদের জন্য আকাশে ঝুলিতেছে।

২০. তাহা হইতে আমাদের যাহা মনোজ্ঞ ও প্রিয় তাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি। ভন্তে, এখন আমরা যাহাতে গৃহ লাভ করিতে পারি সেইরূপ চেষ্টা করুন।

২১. স্থবির তখন একখানা পর্ণকুটির তৈয়ার করিয়া তাহা চতুর্দিকের আগতানাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করিয়া তাহার পুণ্যসমূহ পিতামাতা ও ভ্রাতার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া দান করিলেন :

২২. 'এই দানফল আমার জ্ঞাতিদের হউক। এতদ্বারা তাহারা সুখী হউক।' এইরূপে পুণ্যদান মাত্রই প্রেতদের জন্য দিব্যগৃহ উৎপন্ন হইল।

প্রেতগণ পুনঃ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

২৩. দীর্ঘ প্রস্থে সমচতুষ্কোণবিশিষ্ট ও শৃঙ্খলাযুক্ত কূটাগার বাসস্থান আমাদের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেতলোকে যেই গৃহ লাভ করিয়াছি, তাদৃশ গৃহ মনুষ্যদেরও নাই।

২৪. দেববিমান সদৃশ আমাদের গৃহের উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিক প্রভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

২৫. ভন্তে, এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে আমরা পানীয় লাভ করিতে পারি। ইহা শ্রবণে স্থবির তখনই জলছাঁকুনি দ্বারা জল পরিশ্রুত করিয়া তাহা চতুর্দিক হইতে আগত ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন।

২৬. স্থবির জলদান দিয়া, সেই দানপুণ্য পিতামাতা ও ভ্রাতাকে এই বলিয়া দান করিলেন, 'এই পুণ্য আমার জ্ঞাতিদের হউক এবং ইহা তাহারা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হউক।

২৭. এইরূপে পুণ্যদান করা মাত্রই তাহাদের জন্য গভীর চতুষ্কোণবিশিষ্ট স্বচ্ছ সলিলা এক দিব্য পুষ্করিণী উৎপন্ন হইল।

২৮. সেই পুষ্করিণী স্বচ্ছ জল, সুন্দর ঘাট, সুশীতল এবং বর্ণগন্ধহীন জলসম্পন্না ছিল। তাহা নানাবিধ পদ্ম-উৎপল ও পুণ্ডরীক কেশর সমাচ্ছন্ন জলে পরিপূর্ণ ছিল।

২৯. প্রেতগণ সেই দিব্য পুকুরে স্নান ও জলপান করিয়া পুনরায় স্থবিরকে দেখা দিয়া বলিল, 'ভন্তে, এখন আমরা প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল লাভ করিয়াছি। তবে আমাদের পাদদ্বয় বিদীর্ণ হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতেছি।

৬০. বিচরণ করিবার সময় কুশ-কন্টক ও কর্করময় ভূমিতে খঞ্জের ন্যায় চলিতেছি। ভন্তে, আমরা যাহাতে যান লাভ করিতে পারি, সেইরূপ চেষ্টা করুন।

৩১. তখন স্থবির দানপ্রাপ্ত এক পটল জুতা চতুর্দিক হইতে আগত ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া তৎপুণ্য পিতামাতা ও ভ্রাতার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া দান দিলেন :

৩২. 'এই পুণ্য আমার জ্ঞাতিদের হউক। ইহাতে তাহারা সুখী হউক।' এইরূপে পুণ্যদান করা মাত্রেই তাহাদের জন্য দিব্যরথ উৎপন্ন হইল। প্রেতগণ তাহাতে আরোহণ করিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

৩৩. ভন্তে, আমরা আপনার অনুগ্রহে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, পানীয় ও রথ লাভ করিয়া সুখী হইয়াছি। জগতে আপনি একজন কারুণিক মুনি, আপনাকে বন্দনা করিতে আসিয়াছি।

তখন ভগবান বেণুবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। স্থবির এযাবৎ প্রেত সম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎসমুদয় ভগবানকে বলিলেন। ভগবান সেইসব বিষয়ের মূলোৎপত্তি বিবৃত করিয়া বলিলেন, 'বর্তমানে ইহারা যেরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে, তুমিও অতীত জন্মে প্রেত হইয়া সেরূপ দুঃখই ভোগ করিয়াছিলে। বুদ্ধ এরূপ বলিলে, স্থবির সেই অতীত কাহিনী বলিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনায় 'সূত্রপ্রেত কাহিনী' বর্ণনা করিলেন উক্ত বিষয়ের সারমর্ম চয়ন করিয়া বুদ্ধ সম্প্রাপ্ত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। এই ধর্ম শ্রবণে মহাজনসংঘ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া দানশীলাদি পুণ্যকর্মে রত হইয়াছিলেন।

৩. রথকার পেত্নী

পুরাকালে কশ্যপ বুদ্ধের সময় কোনো এক রমণী শীলবান কল্যাণমিত্রের উপদেশে সদ্ধর্মে অত্যধিক প্রসন্না হইয়া অতীব বিচিত্র স্তম্ভ সোপানভূমি তলসম্পন্ন সুচারু দর্শনীয় একখানা বিহার নির্মাণ করিল। সেই বিহারে

ভিক্ষুসংঘ উপবেশন করাইয়া উৎকৃষ্ট আহার্যে পরিতৃপ্ত করিল। তৎপর ভিক্ষুসংঘকে বিহারখানি দান করিল। সেই নারী অন্যতর পাপের ফলে দেহত্যাগের পর হিমালয়ের রথকার নামক হ্রদ আশ্রয়ে বিমান পেত্নী হইয়া উৎপন্ন হইল। সংঘকে আবাস দানের ফলে তাহার জন্য সর্বরত্নময়, চতুর্দিকে প্রশস্ত ও প্রসাদিত মনোহারী রমণীয় নন্দনবন সদৃশ দিব্য উদ্যানে পরিশোভিত দিব্য পুষ্করিণী ও দিব্য বিমান উৎপন্ন হইল। নিজেও সুবর্ণবর্ণা অতিশয় রূপবতী, দর্শনীয় ও লাবণ্যময়ী ছিল। সে তথায় পুরুষবিহীনা হইয়া দিব্যসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। দীর্ঘদিন পুরুষ বিনা বাস করাতে সে উৎকণ্ঠিতা হইল। বহু চিন্তার পর সে এক উপায় নির্ধারণ করিল। কতেক পক্ব দিব্য আম্রফল নদীতে নিক্ষেপ করিল। [এই হইতে সমস্ত বিষয় পূর্বোক্ত 'কপ্পমুণ্ড' প্রেতকাহিনীর ন্যায় জ্ঞাতব্য] বারাণসীর কোনো এক ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত আম্রফলের একটি গঙ্গাতে প্রাপ্ত হইয়া উহার গুণে মুগ্ধ হইল। তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণের জন্য তখনই নিষ্ক্রান্ত হইল। ক্রমান্বয়ে গঙ্গার ঊর্ধ্বস্রোতে চলিয়া শাখানদী প্রাপ্ত হইল। সেই নদীপথ অনুসরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে ওই পেত্নীর বাসস্থানে উপস্থিত হইল। পেত্নী এই পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে স্বীয় বিমানে লইয়া গেল। অধুনাগত ব্যক্তি পেত্নীর দিব্য বাসস্থান ও দিব্যসম্পত্তি দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল :

১. হে মহাপ্রভাবতী দেবী, তুমি বৈদূর্যস্তম্ভ ও সুন্দর জ্যোতির্ময় বহুবিধ চিত্রে সমলঙ্কৃত বিমানে আরূঢ়া হইয়া পূর্ণচন্দ্রনিভ গগন মস্তকে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিতেছ!

২. তোমার বর্ণ উদ্দীপ্ত স্বর্ণবর্ণ সদৃশ অতিশয় মনোহারী। মহার্ঘ পালঙ্কে তুমি একাকিনীই বিরাজ করিতেছ। তুমি স্বামীহীনা।

৩. এই পুষ্করিণী বহুবিধ পদ্মপুণ্ডরীক সমাকীর্ণ এবং সুবর্ণচূর্ণে সমাচ্ছাদিত। তথায় কর্দম, পানা কিছুই নাই।

৪. এই পুষ্করিণীর জলে দর্শনীয় ও মনোরম নানাজাতি হংসকুল সর্বদা ইতঃস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। তাহারা দুন্দুভি নিনাদ সদৃশ সমস্বরে কর্ণসুখকর সুগম্ভীর সুমধুর রব করিতেছে।

৫. হে দেবী, অত্যুজ্জ্বল দেবঋদ্ধি রূপ যশে যশস্বিনী তুমি। তোমার দীর্ঘ বেণী নীলপদ্মে সমলংকৃত। সদা হাস্যময়ী, প্রিয়ভাষিণী, সর্বময়ী কল্যাণী তুমি, পদ্ম সরোবরে সুবর্ণ নৌকায় চতুর্দিক সমুজ্জ্বল করিয়া মহার্ঘ আসনে লীলায়িত দেহের বঙ্কিম ভঙ্গিতে উপবিষ্ট আছ। ইহাতে তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

৬. এই বিমান অতিশয় স্বচ্ছ ও সর্বপ্রকারে নির্দোষ ভাবেই স্থিত। ইহা নন্দনকানন সদৃশ উদ্যানযুক্ত ও রতিনন্দী বর্ধনকারী। হে অনুপম দর্শনীয়া নারী, এই আনন্দময় স্থানে আমি তোমার সহিত অভিরমিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

বিমানবাসিনী বলিল :

৭. তুমি এই দিব্য স্থানে উৎপন্ন হইবার বিপাকদায়ী পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, তোমার চিত্তকে এই বিমানাভিমুখী স্থাপন কর। হে কামেচ্ছুক, এখানে উৎপন্ন হইবার বিপাকদায়ী পুণ্যকর্ম করিলেই আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

সেই মানব বিমান পেত্নীর কথা শ্রবণে সে-স্থান হইতে স্বীয় গৃহে চলিয়া আসিল। তৎপর হইতে সে চিত্তকে উক্ত বিমানাভিমুখী করিয়া পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিতে লাগিল। ইহাতে সে অচিরেই মানবলীলা সংবরণ করিয়া ওই প্রেতবিমানে উৎপন্ন হইল। উক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত পরিসমাপ্তি গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন :

৮. ওই ব্যক্তি বিমানবাসিনী পেত্নীর কথায় সাধুবাক্যে সম্মত হইয়া সেই বিমানে পেত্নীর সাহচর্যে উৎপন্ন হইল।

তথায় তাহারা উভয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিল। পুণ্যকর্মের পরিক্ষয়ে পুরুষটি সেখান হইতে চ্যুত হইল। নারীটি বিপুল পুণ্যের অধিকারিণী বিধায় তথায় এক বুদ্ধান্তরকাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিল।

ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইল। তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে জেতবনে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন পর্বতে বিচরণ করিতে যাইয়া উক্ত বিমান ও বিমানবাসিনী পেত্নীর দর্শন পাইলেন। তিনি পেত্নীর ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তখন পেত্নী নিজের আদ্যন্ত সমস্ত বিষয় স্থবিরকে বলিল। স্থবিরও শ্রাবস্তীতে আসিয়া ভগবানকে এসব বিষয় বলিলেন। ভগবানও ইহার মূলোৎপত্তি কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। জনমণ্ডলী এই ধর্মদেশনা শ্রবণে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সুগতিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

৪. ভুস প্রেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে কোনো এক গ্রামে এক প্রতারক বণিক বাস করিত। সে প্রতারণাময় বাণিজ্য করিয়ই জীবিকা নির্বাহ করিত। সে শালি ধান্যের ভূষিতে তাম্রবর্ণ মৃত্তিকা মাখিয়া ভারি করিত, তাহা রক্ত-শালি ধান্যের সহিত

মিশ্রিত করিয়া বিক্রি করিত। তাহার পুত্র মাতার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া মাতার মস্তকে জুয়ালের আঘাত করিয়াছিল। কারণ, তাহার মিত্র-সুহৃদ গৃহে আসিলে মাতা তাহাদের প্রতি আদরযত্ন করে না। তাহার পুত্রবধূ অভিযুক্তা হইলে বলিল, 'আমি যদি সেই মাংস খাইয়া থাকি, তাহা হইলে জন্মে জন্মে যেন আমার দেহমাংস কর্তন করিয়া খাই।' সে এইরূপ শপথ করিয়াছিল। বণিক পত্নীর নিকট কেহ যদি কিছু যাচঞা করিত, তখন সে মিথ্যা বলিত 'নাই'। যাচক পুনঃপুন যাচঞা করিলে সে এরূপ মিথ্যা শপথ করিত—'যদি তাহা থাকা সত্ত্বেও আমি 'নাই' বলিয়া থাকি; তাহা হইলে যেন জন্মে জন্মে আমি বিষ্ঠা ভক্ষণ করি।' তাহারা এই চারিজন এই প্রকার পাপার্জন করিয়া মৃত্যুর পর বিন্ধা পর্বতে প্রেত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রতারক বণিক পাপকর্মের যথোপযুক্ত ফলস্বরূপ প্রজ্জ্বলিত ভূষি উভয় হস্তে গ্রহণান্তর স্বীয় মস্তকে বিকীর্ণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। তাহার পুত্র নিজেই স্বীয় মস্তক লৌহ-মুদ্গরের আঘাতে পুনঃপুন ভগ্ন করিয়া দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। তাহার পুত্রবধু সুতীক্ষ্ণ প্রকাণ্ড স্বীয় নখে নিজের পৃষ্ঠমাংস কর্তন করিয়া খাইতে লাগিল। তাহার পত্নীর জন্য সুগন্ধ পরিশুদ্ধ ও শুভ্র শালি ধান্যের অন্ন উপনীত হওয়া মাত্রই তাহা নানাবিধ কৃমিকুলে আচ্ছন্ন, অতি দুর্গন্ধ ও ঘৃণ্য বিষ্ঠায় পরিণত হইত। সে তাহা উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া খাইতে লাগিল। তাহারা চারিজন প্রেত এই প্রকার মহাদুঃখ ভোগ করিবার সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন পর্বতে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন এই প্রেত চতুষ্টয়কে। তিনি প্রেতগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তোমাদের মধ্যে একজন শালি ধান্যের প্রজ্জ্বলিত ভূষি স্বীয় মস্তকে বিকীর্ণ করিতেছে, অপর একজন স্বীয় মস্তকে লৌহমুদ্গরের আঘাত করিতেছে আর এই নারী নিজের সরক্ত পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিতেছে। তুমি অশুচি বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছ। ইহা তোমাদের কোন কর্মের বিপাক?

স্থবির তাহাদের কৃত কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রতারক বণিকের স্ত্রী তাহাদের কৃত পাপকর্ম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিল :

২. এই প্রেত পূর্বে মাতাকে হিংসা করিয়াছিল। আর এই প্রেত প্রতারক বণিক ছিল। এই পেত্নী পক্বমাংস খাইয়া, তাহা সে খায় নাই বলিয়া মিথ্যা বাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল।

৩. আমি মানবজন্মে গৃহের সর্বময় কর্ত্রী ছিলাম। আমার নিকট দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও আমি 'নাই' বলিয়া গোপন করিয়াছি। যাচকগণকে কোনোদিন কিছুই

দিই নাই।

৪. 'ইহা আমার গৃহে নাই' এরূপ মিথ্যা বাক্যের সহিত লুকাইয়া রাখিয়াছি আরও বলিয়াছি—'আমার নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি গোপন করিয়া থাকি, তাহা হইলে বিষ্ঠাই আমার ভক্ষ্যবস্তু হউক।'

৫. সেই গোপন ও মিথ্যাবাক্য এই উভয় কর্মের বিপাকে সুগন্ধি শালি ধান্যের ভাতও আমার জন্য বিষ্ঠাতে পরিণত হইতেছে।

৬. কর্মফল অখণ্ডনীয়, ইহা কখনো নিষ্ফল হয় না। কৃতকর্মের ফল প্রদান না করিয়া কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। তদ্ধেতু আমি কৃমি সমাকুল বিষ্ঠাই পানভোজন করিতেছি।

এইরূপে স্থবির পেত্নীর বাক্য শ্রবণে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া ভগবানকে এসব বৃত্তান্ত বলিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

৫. কুমার প্রেত

একসময় শ্রাবস্তীর বহু উপাসক পুণ্য কামনায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া নগরে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন। তাহা নানাবর্ণের বিচিত্র বস্ত্রে সুসজ্জিত করিলেন। প্রত্যুষেই ভগবানও ভিক্ষুসংঘকে সাদর আহ্বান করিয়া মহার্ঘ আসনে বসাইলেন। প্রথমে তাঁহারা পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রকে বিপুলভাবে পূজা করিলেন। তৎপর অত্যুত্তম খাদ্যভোজ্যে প্রচুর পরিমাণে দান করিলেন। তথায় এক কৃপণ ব্যক্তি এই প্রকার পূজা-সৎকার দর্শনে তাহার অসহ্য হইল। সে বিকৃত বদনে বলিল, 'এইসব দানীয়বস্তু আবর্জনাস্তূপেই ত্যাগ করা উচিত ছিল। তথাপি এই মুণ্ডকদিগকে দেওয়া উচিত হয় নাই।' কয়েকজন উপাসক তাহার এই হীনতাব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে অতিশয় মর্মাহত হইলেন। তাঁহারা দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, 'এ লোকটি এমন কথা বলিয়া একান্তই ভারী পাপ উৎপাদন করিয়াছে। ইহাতে সে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের নিকট বড় অপরাধী হইয়াছে। তাঁহারা এ কথা তাহার মাতার গোচরীভূত করিয়া বলিলেন, 'এখন তোমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সশ্রাবক বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' উপাসকদের প্রস্তাব সে সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া পুত্রকে ভর্ৎসনা করিল এবং সপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অধিকন্তু সপ্তাহকাল প্রতিদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে যাগুদানও করিয়াছিল।

কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই ওই কৃপণ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। মৃত্যুর

পর সে এক গণিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। সে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই গণিকা পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে শ্মশানে ত্যাগ করাইল। এই সদ্যজাত শিশু স্বকীয় পুণ্যবলেই তথায় সুরক্ষিতাবস্থায় মাতৃক্রোড়ে শায়িতের ন্যায় সুখে শয়ন করিয়া রহিল। দেবতাই তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সেদিন ভগবান প্রত্যুষকালে দিব্যদৃষ্টিতে শ্মশানে পরিত্যক্ত এই শিশু সন্তানকে দেখিতে পাইলেন। মহাকারুণিক বুদ্ধ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্তার আগমনে তথায় বিপুল জনসমাগম হইল। ভগবান সেই জনতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মেঘমন্দ্ররবে বলিলেন, 'ওহে সমবেত জনমণ্ডলী, তোমরা এ কথা মনে করিও না, এ শিশু হেয়, অবজ্ঞেয়। যদিও বা এখন এ শিশু এই শ্মশানে পরিত্যক্ত হইয়া অনাথভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে হীন বলিয়া মনে করিও না; সে বর্তমান জন্মে ও পরজন্মে মহা ঐশ্বর্যের অধিপতি হইবে।' বুদ্ধের বাক্য শ্রবণে জনতা এই শিশু সম্বন্ধে জানিতে চাহিল। বুদ্ধ বলিলেন :

১. 'একসময় বহু উপাসক একত্রিত হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অনির্বচনীয়ভাবে পূজা-সৎকার করিতেছিল। তখন এই শিশু ছিল কোনো গৃহীলোক। সে প্রদুষ্ট চিত্তে ভেদজনক দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করিয়াছিল।' ইত্যাদি বলিয়া বুদ্ধ শিশুর পূর্বজন্মে সঞ্চিত কর্ম ও ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের বিষয় প্রকাশ করিলেন। এ বিষয় অবলম্বন করিয়া বুদ্ধ উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন এবং তদুপরি স্বয়ং লব্ধ চারি আর্যসত্যাদি দেশনা করিলেন। এই দেশনায় সমবেত পরিষদের ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

তখন জনতার ভির ঠেলিয়া একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হলেন অশীতি কোটি ধনের অধিপতি। তিনি বুদ্ধকে বিনীত বাক্যে বলিলেন, 'ভন্তে, এ শিশুকে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম।' এতদূর বলিয়া ধনপতি শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। বুদ্ধের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি স্মিতহাস্যে ধীরপদে বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শিশু ললিত সুখে লালিত পালিত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত হইতে লাগিল। অনুক্রমে সে ভদ্র যৌবনে পদার্পণ করিলে ধনপতি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ধনপতির অবর্তমানে এই যুবকই সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইল। একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এইরূপ কথা উত্থাপন করিলেন, 'অহো, শাস্তা প্রাণীদের প্রতি কেমন অনুকম্পাকারী! এই যুবক একদিন শ্মশানে

অনাথভাবেই পড়িয়া থাকিলেও, কিন্তু বর্তমানে সেই মহাসম্পত্তির মালিক। দানধর্মে তাহার সুমতি অনুপম। তাহার চিত্ত কত উদার! সে মুক্ত হস্ত! শীল পালনের প্রতি তাহার কত শ্রদ্ধা।' ভগবান ভিক্ষুদের এই আলোচ্যমান বিষয় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তাহার সম্পত্তি শুধু এই পর্যন্ত নহে; আয়ু পর্যাবসানে সে তাবতিংস ভবনে উৎপন্ন হইবে, তথায়ও অত্যুৎকৃষ্ট দিব্যসম্পত্তি লাভ করিবে।' বুদ্ধের এই কথা শ্রবণে ভিক্ষু ও জনগণ আনন্দ হাস্যে বলিলেন, 'এই কারণ দেখিয়াইত দূরদর্শী ভগবান পরিত্যক্ত সদ্যজাত শিশুকে শ্মশানে গিয়া অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।' এসব বাক্যে সকলেই শাস্তার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে সকলে এই পোষ্যপুত্রের যশকীর্তি ও ধনসম্পদের আলোচনাও করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতিকারকগণ ইহা ব্যক্ত করিবার মানসে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন :

২. সুগতের জ্ঞান বড়ই আশ্চর্যজনক। শাস্তা ধর্মদেশনায় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় কেহ কেহ বিপুল কুশলকর্ম করিয়াও ভোগসম্পত্তিতে ও জাতিকুলে হীন হয়। আর কেহ কেহ অল্প পুণ্যকার্য করিয়াও ক্ষেত্রসম্পত্তির প্রভাবে মহাজ্যোতির্ময় বিপাক লাভ করিয়া থাকে।

৩. এই কুমার শ্মশানে পরিত্যক্ত হইলে, অঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গত দুগ্ধে শিশু সে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। এই পুণ্যবান কুমার যক্ষ অথবা সরীসৃপাদি দ্বারা কোনো প্রকারের উপদ্রুত হয় নাই।

৪. কুকুর লেহন করিয়া কুমারের পাদ পরিষ্কার করিয়াছিল। কাক ও শৃগালসমূহ শিশুর রক্ষার জন্য এবং আরোগ্যভাব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছিল। গর্ভমল ও গৃধ্র ও কুণাল দ্বারা পরিষ্কার হইয়াছিল। কাক তাহার চক্ষুমল হরণ করিয়াছিল।

৫. তখন কোনো মনুষ্য বা অমনুষ্য তথায় তাহাকে রক্ষা করে নাই। কেহ তাহাকে ওষুধও প্রদান করে নাই। সর্ষপের ধূমও কেহ দেয় নাই। তাহার জন্মলগ্নও কেহ জানিবার জন্য ইচ্ছা করে নাই।

৬-৭. এমন দুঃসহ দুঃখপ্রাপ্ত, রাত্রিতে শ্মশানে পরিত্যক্ত, নবনীত কোমল মাংসপিণ্ড সদৃশ, দুর্বল-হেতু প্রকম্পিত 'প্রাণবায়ু আছে কি নাই' এরূপ সন্দেহযুক্ত শিশুকে, দেব-নরপূজিত মহাপ্রজ্ঞাবান বুদ্ধ দেখিয়া এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করিলেন, 'এ কুমার এই নগরীতে ভোগসম্পদে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে।'

৮. এতাদৃশ দুঃখপ্রাপ্ত শিশু পুনরায় যে এমন দিব্যসম্পত্তি লাভ করিবে

ইহা কোন ব্রত বা ব্রহ্মচর্য অথবা সদাচারের ফল?

উপাসকগণ ভগবানকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয়ে বর্ণনা করিয়াছেন :

৯. একসময় বহুজন একত্রিত হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বিপুলভাবে পূজা করিতেছিল। তখন এই শিশু [ইহার পূর্বজন্মে] ইহা দর্শনে দানের প্রতি অনাদর ও অগৌরবভাব পোষণ করিয়া দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করিয়াছিল।

১০. পরে তাহার মানসিক প্রদুষ্টভাব বিনোদন করিয়া বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে সপ্তাহকাল যাগু দ্বারা পূজা করিয়াছিল।

১১. তাহার সেই ব্রত, ব্রহ্মচর্য ও সদাচারের ইহাই বিপাক। সে এতাদৃশ দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় এমন দিব্যঋদ্ধি উপভোগ করিতেছে।

১২. সে ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পঞ্চকামগুণ প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিবে এবং দেহত্যাগের পর পুনরায় কাম সুগতি দেবপুরে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

[ইহার পর পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য]

৬. সেরিনী পেত্নী

কুরুরাজ্যের অন্তর্গত হস্তিনীপুরে সেরিনী নাম্নী এক গণিকা ছিল। একদা এই হস্তিনীপুরে উপোসথ করিবার নিমিত্ত নানাদিক হইতে ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে ভিক্ষু সমাগম এত হইল যে, সেই সম্মিলন বিপুলাকার ধারণ করিল; ইহা দর্শনে স্থানীয় যাচকগণ তিল, তণ্ডুল, ঘৃত, মাখন ও মধু ইত্যাদি বহু দানোপকরণ সজ্জিত করিয়া মহাদান প্রবর্তন করিলেন। সেরিনী গণিকা ছিল শ্রদ্ধাহীনা, বুদ্ধশাসনে অপ্রসন্না ও কৃপণা। সমবেত লোকেরা তাহাকে এই দান অনুমোদনের জন্য সাদরাহ্বান ও উৎসাহিত করিল। গণিকা অশ্রদ্ধার সহিত বলিল, 'এই মুণ্ডক শ্রমণগণকে দিলে কী হইবে?' এরূপে সে দানের প্রতি তাচ্ছল্যভাব প্রকাশ করিলে।

সেই গণিকা মৃত্যুর পর এক প্রত্যন্ত নগরের পরিখায় পেত্নী হইয়া উৎপন্ন হইল। সে ছিল বিবস্ত্রা; দেহ হইল অস্থি চর্মসার ও বিশ্রী দর্শনা।

একসময় হস্তিনীপুরবাসী এক উপাসক ব্যবসা উদ্দেশ্যে উক্ত নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি কোনো একটা প্রয়োজনবশে রাত্রির শেষভাগে ওই পরিখাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। 'পেত্নী' বণিককে দেখামাত্র চিনিতে পারিল।

সে বণিককে দেখা দিল। বণিক তাহাকে দেখিয়া নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'হে অস্থি চর্মসার কৃশাঙ্গী, তুমি বিবস্ত্রা ও দুর্বর্ণা; তোমার দেহ শিরাজালবেষ্টিত; তোমার শিরকেশ বিশৃঙ্খল ও বিশুষ্ক, এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তুমি কে?'

পেত্নী বলিল :

২. প্রভো, আমি যমলোক নামক প্রেতলোকবাসিনী দুর্গতা পেত্নী। আমি বিবিধ পাপকর্ম করিয়া মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. কায়-মনো-বাক্যে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছ?

পেত্নী বলিল :

৪. অবারিত নদীঘাটে কাহারো ভুলক্রমে পতিত অর্ধমাষাও লুব্ধ ব্যক্তিগণ চয়ন করিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু আমি কাহারো দ্বারা অনিবারিত পারলৌকিক তীর্থভূত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কার্পণ্যমলে আবৃত চিত্ত বিধায় অর্ধমাষাও ব্যয় না করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়াছি। অর্থাৎ অর্ধমাষা ব্যয় করিয়াও কোনো পুণ্য সঞ্চয় করি নাই।

৫. আমি যখন তৃষ্ণাতুরা হইয়া নদীতে উপস্থিত হই, তখন নদীজল শুষ্ক হইয়া যায়। তীব্র গাত্রদাহের সময় ছায়ায় উপস্থিত হইলে, তাহা উত্তাপে পরিণত হয়।

৬. অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বায়ু আমাকে দগ্ধ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রভো, আমি উক্ত দুঃখ হইতে আরও দারুণ দুঃখভোগের উপযুক্তা।

৭. হস্তিনীপুরে গিয়া আমার মাতাকে বলিবেন, 'যম প্রেতলোকবাসিনী তোমার কন্যাকে আমি দেখিয়াছি।'

৮. সে পাপকর্ম করিয়াই এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছে। তথায় তাহার নিধানকৃত ধন আছে। তাহা সে কাহাকেও বলে নাই।

৯. পালঙ্কের নিম্নভাগে চারি লক্ষ টাকা প্রোথিত আছে। তাহা হইতে তাহার উদ্দেশ্যে দান দিতে এবং তোমার জীবিকা নির্বাহ করিতে বলিয়াছে।

১০. আমার মাতা দান দিয়া দানপুণ্য আমাকে প্রদান করিলে, তদ্বারা আমি সর্বেচ্ছালাভিনী হইব।

উপাসক পেত্নীর এসব বাক্য শ্রবণে তাহার মাতাকে ইহা বলিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বণিক স্বীয় কার্য সম্পাদনের পর হস্তিনীপুরে উপনীত

হইয়া তাহার মাতাকে উক্ত বিষয়সমূহ বলিলেন। তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন :

১১. সেই বণিক সাধুবাক্যে তাহার কথায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া হস্তিনীপুরে আগমনের পর তাহার মাতাকে বলিলেন :

১২. যমপ্রেতলোকবাসিনী দুর্গতা তোমার কন্যাকে আমি দেখিয়াছি। সে পাপকর্ম করিয়া এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছে।

১৩. আমার মাতাকে এইরূপ বলিবেন, 'যমপ্রেতলোকবাসিনী দুর্গতা তোমার কন্যাকে আমি দেখিয়াছি। সে পাপকর্ম করিয়া এখান হইতে প্রেতলোকে গিয়াছে।' এ কথা তোমাকে বলিবার জন্য সে আমাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়াছে।

১৪. তাহার পালঙ্কের নিম্নে গোপনে তাহার প্রোথিত চারি লক্ষ টাকা আছে। তাহা হইতে তাহার উদ্দেশ্যে দান দিতে এবং তোমার জীবিকা নির্বাহ করিতে বলিয়াছে।

১৫. আমার মাতা দান দিয়া সেই দানপুণ্য আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলে আমি সুখিনী হইব এবং আমার সর্বেচ্ছা সিদ্ধ হইবে।

১৬. তখন তাহার মাতা দান দিয়া সেই দানপুণ্য তাহার উদ্দেশ্যে প্রদান করাতে পেত্নী সুখিনী ও চারুদর্শনা হইয়াছিল।

তৎপর স্বীয় মাতাকে সুসজ্জিতা সুন্দর দেহে দেখা দিয়া তাহার সুখোদয়ের কারণ মাতাকে বলিল। তাহার মাতা সেই বিষয় ভিক্ষুদিগকে বলিল। ভিক্ষুগণ জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে ইহা জানাইলেন। ভগবান ইহার মূলোৎপত্তি উদঘাটন করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

৭. মৃগশিকারী প্রেত

রাজগৃহে জনৈক ব্যাধ দিবারাত্র মৃগবধ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার একজন মিত্র পরম ধার্মিক ও ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন। উপাসকের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যাধকে প্রাণিহত্যা হইতে সর্বতোভাবে নিবারিত করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'রাত্রিতে প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিয়া পুণ্যকর্মে নিরত হও।' ব্যাধ বন্ধুর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দিবাতে ব্যাধবৃত্তি ও রাত্রিতে কুশলকর্মে নিরত হইল। সে অন্য সময়ে মানবলীলা সংবরণের পর রাজগৃহের সমীপে বৈমানিক প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। সে দিবাভাগে মহাদুঃখ ভোগ করিয়া রাত্রিতে দিব্য পঞ্চকামে অভিরমিত হইত। আয়ুষ্মান

নারদ স্থবির স্বচক্ষে তাহার এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. হে যুবক, রাত্রিতে দেবপুত্র ও দেববালাগণ তোমার সেবা করে এবং মনোরম কামরাগে তুমি বিরোচিত হইয়া থাক; আর দিবাভাগে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছ। পূর্বজন্মে তুমি কোন কর্ম করিয়াছিলে?

স্থবিরের কথা শুনিয়া প্রেত নিজের কৃতকর্ম নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিল :

২. আমি সুন্দর রমণীয় গিরিব্রজে রক্তপানি দারুণ ব্যাধ ছিলাম।

৩. তখন বন্ধু নিরীহ প্রাণীর প্রতি প্রদুষ্টমনে অসংযত ও অতি দারুণভাবে পর হিংসায় রত থাকিয়া বিচরণ করিয়াছি।

৪. তখন আমার এক শ্রদ্ধাবান সহৃদয় উপাসক বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পাপকর্ম হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃপুন এইরূপ বলিয়াছিলেন।

৫. পাপকর্ম করিয়া দুর্গতিতে যাইও না। পরকালে যদি সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রাণীবধ ও দুঃশীলতা ত্যাগ কর।

৬. আমার সুখেচ্ছুক ও হিতানুকম্পাকারী সেই বন্ধুর কথা শুনিয়াও তাঁহার উপদেশ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করি নাই। কারণ আমি ছিলাম দীর্ঘদিনব্যাপী পাপে অভিরত ও নির্বুদ্ধিমান।

৭. পুনরায় সেই বহু মেধাবী বন্ধুবর আমার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইলেন, আমাকে এই বলিয়া তিনি সুচরিত কর্মে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, 'যদিও বা দিবসে প্রাণীবধ করিয়া থাক, রাত্রিতে হইলেও সংযত হও। অর্থাৎ রাত্রিতে তোমার চিরাচরিত জাল শূলাদি দ্বারা প্রাণিবধ হইতে বিরত হও।' তাঁহার এই উপদেশে দিবসে প্রাণিবধ করিতাম আর রাত্রিতে হত্যাকর্ম হইতে বিরত থাকিয়া সংযমালম্বন করিয়াছিলাম।

৮. [এই কারণে] আমি রাত্রিকালে সুখে দিব্য পঞ্চকামগুণ পরিভোগ করিতেছি এবং দিবাভাগে আমার দেহের সমস্ত মাংস খাইবার জন্য বিরাটকায় কুকুরসমূহ দৌড়িয়া আসে।

৯. যাহারা বুদ্ধের শাসনে সর্বদা অধিশীলাদি রক্ষণে নিরত, আমার মনে হয়, সেই পুণ্যবানগণই অখিল অমৃতময় অসঙ্খতপদ লাভ করে।

প্রেতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে স্থবির বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ ইহার মূলোৎপত্তি বিবৃত করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

৮. দ্বিতীয় মৃগশিকারী প্রেত

রাজগৃহ নগরে বিভবসম্পন্ন একজন শিকারী বাস করিত। সে সুখভোগ ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কেবল মৃগ শিকার করিয়াই বিচরণ করিত। তাহার এক ধার্মিক বন্ধু তাহার প্রতি দয়া করিয়া এরূপ উপদেশ দিলেন, বন্ধো, প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হও। এই হত্যাজনিত পাপ দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার অহিত ও দুঃখদায়ক হইবে। কিন্তু ব্যাধ তাঁহার এই উপদেশ গ্রহণ করিল না।

অনন্তর ওই বন্ধু অনন্যোপায় হইয়া পরিচিত এক ক্ষীণাসব স্থবিরকে অনুরোধ করিলেন, 'ভন্তে, অমুক ব্যাধকে এরূপ ধর্মদেশনা করুন, যাহাতে সে প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হয়।' অতঃপর এক দিবস স্থবির রাজগৃহে ভিক্ষাচরণে বহির্গত হইয়া অনুক্রমে উক্ত ব্যাধের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শিকারী তাঁহাকে দেখিয়া সুপ্রসন্ন মনে গৃহে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইল। ব্যাধ স্থবিরের সমীপবর্তী হইয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তখন স্থবির তাহাকে প্রাণিহত্যার দোষ এবং বিরতির গুণ প্রকাশ করিলেন। সে ইহা শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু তাহার ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। পুনরায় স্থবির তাহাকে বলিলেন, 'যদি তুমি প্রাণিহত্যা হইতে সর্বতোভাবে বিরত হইতে না পার, তাহা হইলে রাত্রিতে হইলেও বিরত হও।' ইহাতে সে 'সাধু ভন্তে, রাত্রিতেই বিরত হইব।' এই বলিয়া সেই হইতে সে রাত্রিকালে প্রাণিহত্যা করিত না। [অবশিষ্ট বিষয় পূর্বোক্ত কাহিনীর ন্যায় জ্ঞাতব্য]

১. তুমি কূটাগার প্রাসাদের মহার্ঘ পালঙ্কে অবস্থান করিয়া পঞ্চবিধ সুমধুর তূর্যনিনাদে রমিত হইতেছ।

২. এরূপ সুখের রাত্রির অবসানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে যাইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাক।

৩. তুমি কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই বা এমন দুঃখ ভোগ করিতেছ?

প্রেত বলিল :

৪. পূর্বে আমি রাজগৃহের মনোরম রমণীয় গিরিব্রজে মৃগশিকারী ছিলাম। তখন আমি মৃগ শিকার করিয়াই অসংযতভাবে বাস করিতাম।

৫. তখন আমার এক সুহৃদ শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। একজন গৌতম শ্রাবক ভিক্ষু তাহার কুলপুরোহিত ছিলেন।

৬. তিনিও আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া প্রাণিহত্যা হইতে আমাকে

পুনঃপুন এই বলিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন, 'হে তাত, পাপকর্ম করিও না, তাহা করিয়া দুর্গতিতে যাইও না।'

৭-৮. যদি পরলোকে সুখের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দুঃশীলতা ত্যাগ কর, প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হও।' আমার সুখেচ্ছুক ও হিতানুকম্পীর এই বাক্য শ্রবণ করিলাম বটে, কিন্তু আমি তাঁহার উপদেশ কিছুই গ্রহণ করি নাই। কারণ আমি ছিলাম চিরকাল পাপেরত অজ্ঞ। পুনরায় সেই বহু মেধাবী ভিক্ষু অনুকম্পা করিয়া আমাকে সংযমে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

৯. যদি তুমি দিবসে প্রাণিহত্যা কর, রাত্রিতে হইলেও সংযত হও। আমি তখন দিবসে প্রাণিহত্যা করিতাম, রাত্রিতে সংযত হইয়া প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলাম।

১০. [এ হেতু] আমি রাত্রিতে দিব্য পঞ্চকামগুণে সেবা লাভ করিতেছি এবং দিবাভাগে কুকুর দ্বারা ভক্ষিত হইয়া অতি দুর্দশাপন্ন হইয়াছি। রাত্রিতে সেই কুশলের ফলে অমানুষিক দিব্যসুখ অনুভব করিতেছি। দিবসে প্রতিহত হইতেছি, আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে কুকুরসমূহ প্রধাবিত হইতেছে।

১১. যাহারা সুগত শাসনে নিত্য অধিশীলাদি রক্ষণে নিযুক্ত, তাঁহারাই মনে হয়, নিশ্চয়ই অখিল অমৃতময় অসঙ্খত পদ লাভ করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।

৯. কুট বিচারক প্রেত

বিম্বিসার মহারাজ মাসে ছয় দিবস উপোসথ পালন করিতেন। রাজার নিকট যাহারা উপস্থিত হইত, তাহাদের প্রত্যককে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি উপোসথ পালন করিতেছ কি না'; রাজ নিযুক্ত একজন বিচারক অধার্মিক, পিশুনভাষী, সাধুর ভাণকারীও উৎকোচগ্রাহী ছিল। সে উপোসথ পালন করিত না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে রাজভয়ে বলিত—'হ্যাঁ মহারাজ, আমি উপোসথ পালন করিতেছি।' একদা বিচারক এরূপ মিথ্যা বলিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার এক বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধো, অদ্য আপনিও কি উপোসথ পালন করিতেছেন?' বিচারক উত্তর করিল, বন্ধো, আমি রাজার সম্মুখে ভয়েই এরূপ বলিয়াছি। আমি উপোসথিক নহি।' 'বন্ধু বলিল, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে অর্ধ উপোসথ হইলেও অদ্য পালন করুন। এখন উপোসথ শীল গ্রহণ করুন।' বিচারক বন্ধুর কথা অনুমোদন করিল এবং গৃহে গিয়া অভুক্তাবস্থাতেই শুধু মুখ-হাত ধুইয়া উপোসথ

অধিষ্ঠান করিল। রাত্রে তীব্র ক্ষুধায় বায়ু প্রকোপিত হইয়া উদরে প্রবল শূল বেদনা উৎপন্ন হইল। ইহাতে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে পর্বত কুক্ষিতে বৈমানিক প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। সে এক রাত্রি মাত্র অর্ধোপোসথ পালন করিয়া দশ সহস্র সেবিকা, দিব্যবিমান ও দিব্যসম্পত্তি লাভ করিল। কিন্তু উৎকোচগ্রাহী, কূট বিচারক ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিল বলিয়া স্বীয় পৃষ্ঠমাংস নিজেই কর্তন করিয়া খাইতে লাগিল। আয়ুষ্মান নারদ স্থবির গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ সময় তাহাকে দেখিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি দিব্য পুষ্পমাল্য ও শিরোষ্ণীষে প্রতিমণ্ডিত, বাহুভূষণে ভূষিত এবং চন্দনসার অনুলিপ্ত। তোমার সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল তরুণ সূর্যের ন্যায় বিরোচিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২-৩. হে মহানুভব দেব, বহু দিব্য সেবক তোমার পরিচর্যায় রত; তুমি দশ সহস্র দিব্যপ্সরা পরিবৃতা; শঙ্খ, বলয়, কেয়ুরভূষণে তুমি বিভূষিত; তুমি সর্প চর্মবৎ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ; তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। তুমি কেন স্বীয় পৃষ্ঠমাংস ছেদন করিয়া খাইতেছ?

৪. তুমি কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে তুমি স্বীয় পৃষ্ঠমাংস ছেদন করিয়া খাইতেছ?

প্রত্যুত্তরে প্রেত বলিল :

৫. আমি জীবগতে পিশুন, মিথ্যাবাক্য, সাধুতার ভাণ এবং প্রবঞ্চনা দ্বারা নিজের অনর্থ নিজেই সৃষ্টি করিয়াছি।

৬. তথায় আমি বিচারস্থলে গিয়া সত্য বলিবার স্থলে মিথ্যাই বলিয়াছি। ধর্ম ও আত্মহিত ত্যাগ করিয়া অধর্মেই অনুবর্তিত হইয়াছি।

৭. যেই পাপের ফলে অদ্য আমি আমার পৃষ্ঠমাংস খাইতেছি, আমার ন্যায় যাহারা পাপী তাহারাও আমার ন্যায় স্বীয় পৃষ্ঠমাংস খাইতে হইবে।

৮. হে অনুকম্পাকারী নারদ, আপনি আমার দুঃখ স্বয়ং দেখিতেছেন, আপনি সকলকে এরূপ হিতবাণী বলিবেন, ‘তোমরা পিশুন ও মিথ্যাবাক্য বলিবে না এবং উৎকোচগ্রাহী হইবে না। উক্ত পাপকার্য সম্পাদন করিয়া তোমরা স্বীয় পৃষ্ঠমাংস খাইও না। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

১০. বুদ্ধের পূতাস্থি নিন্দুক প্রেত

ভগবান কুশীনারায় পরিনির্বাপিত হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর পূতাস্থি বিভাগ করা হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রু তাঁহার প্রাপ্য পূতাস্থির ভাগ গ্রহণ করিয়া মহান পূজোৎসব-সহকারে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা

করিয়াছিলেন। পথে মহোৎসব-সহকারে অগ্রসর হওয়াতে রাজধানীতে পৌঁছিতে সাত বৎসর সাত মাস সাত দিনের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময় অগণিত নরনারী ধাতুপূজাজনিত পুণ্যে স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর চুরাশি সহস্র শ্রদ্ধাহীন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ লোক অশ্রদ্ধাজনিত পাপে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল।

রাজগৃহের অন্যতর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পত্নী, কন্যা ও পুত্রবধূ প্রসন্নচিত্তে ধাতুপূজা করিবার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ও পুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ধাতুপূজা স্থানে গমন করিল। তখন উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি 'অস্থি পূজার কী প্রয়োজন?' ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ ও নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়াই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল এবং ধাতুপূজা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। কিছুদিন পরে তাহারা কালক্রিয়া করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা গৃহকর্তার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ধাতুপূজা করায়, সে অতিশয় কুপিত হইয়াছিল। সেই ক্রোধচিত্তে সে অচিরেই মানবলীলা সংবরণ করিয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল।

একদা আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ মনুষ্যদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া এরূপ ঋদ্ধি করিলেন যে, লোকেরা যেন সেই প্রেতগণ ও দেবগণকে দর্শন করে। তিনি এরূপ ঋদ্ধিপ্রকাশ করিয়া চৈত্যাঙ্গণে স্থিত হইলেন এবং ওই ধাতু বিদ্রূপকারী প্রেতকে নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি অন্তরীক্ষে স্থিত হইয়া পূতিগন্ধ প্রবাহিত করিতেছ। সেই দুর্গন্ধময় কৃমিকুল তোমার মুখ খাইতেছে। তুমি পূর্বে কোন কর্ম করিয়াছিলে?

২. সুতীক্ষ্ণ ও সুশানিত অস্ত্রে পুনঃপুন স্বীয় ক্ষতমুখ কর্তন করিতেছ এবং ক্ষারজলে ধৌত করিয়া পুনরায় কর্তন করিতেছ।

৩. কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই এই দুঃখ ভোগ করিতেছ?

প্রত্যুত্তরে প্রেত কহিল :

৪. ভন্তে, আমি রাজগৃহের অতি মনোরম ও রমণীয় গিরিব্রজে প্রভূত ধনধান্যের অধিপতি ছিলাম।

৫. আকাশে স্থিতা যেই নারীত্রয় দেখিতেছেন, তন্মধ্যে একজন আমার পত্নী, একজন কন্যা ও অপরটি আমার পুত্রবধূ ছিল। একদা তাহারা নানাবিধ পুষ্পমাল্য, উৎপল পুষ্প এবং অভিনব মহার্ঘ বিলেপনীয় বস্তু লইয়া ধাতুচৈত্য পূজার উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। আমি পূতাস্থির নিন্দা ও তুচ্ছ-তাচ্ছল্যকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে গমন করিতে নিষেধ

করিয়াছিলাম। এই পাপই আমি করিয়াছিলাম।

৬. ধাতুচৈত্য পূজার নিন্দাকারী আমরা চুরাশি সহস্র প্রেত; প্রত্যেকেই এই প্রেতলোকে নিরয়দুঃখের ন্যায় দারুণ দুঃখে জর্জরিত হইতেছি।

৭. অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের পূতাস্থির স্তূপ পূজায় যাহারা নিরত, তাহাদিগকে যাহারা আমার ন্যায় স্তূপ পূজার দোষ বর্ণনা করিবে, তাহারা পুণ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িবে এবং নিজেই নিজের মহাক্ষতির সৃষ্টি করিবে।

৮. আকাশে স্থিতা এই মালাধারিণী ও অলংকৃতা নারীদিগকে দেখুন, দিব্যসম্পদে সমৃদ্ধা ও পরিবার-যশে যশস্বিনীগণ পুষ্পমাল্য দানের বিপাক ভোগ করিতেছে।

৯. ভন্তে, অতি সামান্য পূজার আশ্চর্য, অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর ফল দেখিয়া প্রজ্ঞাবানেরা সেই মহামুনিকে নমস্কার ও বন্দনা করেন।

প্রেত এখান হইতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নিশ্চয়ই অপ্রমত্তভাবে পুনঃপুন স্তূপ পূজা করিবে।

মহাকশ্যপ প্রেতের এসব কথিত বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় চূলবর্গ সমাপ্ত।

৪. মহাবর্গ চতুর্থ

১. অম্বসক্কর প্রেত

ভগবান তথাগতের জেতবনে অবস্থানকালীন মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও নাস্তিকবাদী অম্বসক্কর নামক এক লিচ্ছবিরাজা বৈশালীতে রাজত্ব করিতেছিল। সেই সময়ে বৈশালী নগরে জনৈক বণিকের দোকানের সম্মুখের পথ কর্দমাক্ত হইয়াছিল। জনগণ তাহা বহুকষ্টে লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিতে হইত। কেহ কেহ কর্দমেও লিপ্ত হইত। বণিক জনগণের এই দুর্দশা অবলোকন করিয়া, তাহা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে শঙ্খবর্ণ কয়েকটি গরুর শির-অস্থি সংগ্রহ করিয়া কর্দমে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি স্বভাবত শীলবান, অক্রোধী, মধুরভাষী ও যথাশক্তি পরোপকারী ছিলেন। একদা তাঁহার এক বন্ধু স্নান করিবার সময় গাত্রমার্জনে মনোযোগী হইয়াছে দেখিয়া স্নানঘাটে স্থাপিত তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি ক্রীড়াচ্ছলে অপসারিত করিয়া রাখিলেন। তাহাকে কিছুক্ষণ কষ্ট দিয়া পরে বসনখানি প্রদান করিলেন। একসময় তাঁহার ভাগিনা অন্যস্থান হইতে কতেক জিনিস চুরি করিয়া আনিয়া তাহারই দোকানে রাখিয়াছিল। গৃহস্বামী চোরাইমাল অন্বেষণ করিয়া উক্ত দোকানে তাহা পাইল। তখন দোকানদার ও দোকানদারের ভাগিনাকে বন্ধন করিয়া বিচারের জন্য রাজার নিকট নেওয়া হইল। রাজা বিচার করিয়া এরূপ শাস্তির বিধান করিলেন 'বণিকের শিরশ্ছেদ করা হউক এবং ভাগিনাকে শূলে দেওয়া হউক।' তখনই রাজকর্মচারীগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ইহাতে বণিক কালক্রিয়া করিয়া ভূমিবাসী দেবতারূপে উৎপন্ন হইলেন। তিনি দোকানের সম্মুখস্থ কর্দমায় পথে লোকের চলাচলের নিমিত্ত যেই গো-শিরাস্থি দিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলে তিনি শ্বেতবর্ণ মনোময় বেগশালী দিব্য অশ্ব লাভ করিলেন। গুণবানদের তিনি যে সর্বদা গুণবর্ণনা করিতেন, তৎফলে তাঁহার দেহ হইতে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হইত। ঠাট্টাচ্ছলে বন্ধুর যে বস্ত্র লুকাইয়া কষ্ট দিয়াছিলেন, তৎফলে তিনি বিবসন হইয়াছিলেন। তিনি নিজের পূর্বকৃত এইসব কর্মফল অবলোকন করিবার সময় শূলে আরোপিত স্বীয় ভাগিনাকেও দেখিলেন। তখন তিনি ভাগিনার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দিব্য অশ্বে আরোহণ করিয়া অর্ধরাত্রে ভাগিনার অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'নিরয়ে পতিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা এই শূলারোপিত অবস্থাতেই জীবিত থাকা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর।'

প্রত্যহ রাত্রে আসিয়া এই কথাগুলি বলিয়া যাইতেন।

সেই সময়ে একদা 'অম্বসক্ষর' রাজা শ্রেষ্ঠ হস্তীতে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তখন এক কুলললনা বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া রাজার ভ্রমণ লীলা দর্শন করিতেছিল। রাজা বাতায়নপথে সেই নারীকে দর্শন মাত্রই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট এক কর্মচারীকে ইঙ্গিত করিলেন, 'এই গৃহ ও নারীকে চিহ্ন করিয়া রাখিও।' নগর ভ্রমণের অবসানে রাজা অন্তঃপুরে আসিয়াই লোক প্রেরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাতায়নপথে দৃষ্ট রমণীটি বিবাহিতা তাহার স্বামী এখনো বর্তমান আছে। রাজা তখন উক্ত রমণীকে নিজায়ত্তে পাইবার উপায় চিন্তা করিয়া তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'অদ্য হইতে তুমি আমার সেবকরূপে নিযুক্ত হও।' সে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতেছে না দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, 'তুমি যদি আমার এই বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।' সে রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা রাজসেবায় নিযুক্ত হইল। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, একদা রাজা তাহাকে বলিলেন, 'অমুক স্থানে এক পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণী হইতে অরুণবর্ণ মৃত্তিকাসহ একটি সপুষ্প রক্ত উৎপলের গাছ নিয়া আস। যদি তাহা লইয়া অদ্য না আস, তাহা হইলে তোমাকে বধ করা হইবে।' এই বলিয়া তাহাকে প্রেরণ করিলেন। সে রাজবাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলে রাজা দ্বারপালকে বলিয়া দিলেন যে, 'অদ্য সূর্য অস্তমিত না হইতেই সমস্ত বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে।'

রাজা যেই পুকুর হইতে রক্তোৎপল আনয়নের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন তাহা বৈশালী হইতে তিন যোজন দূরে অবস্থিত। তথাপি সেই পুরুষ মরণভয়ে ভীত হইয়া পূর্বাহ্নেই উক্ত পুকুরে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমেই সে শুনিল যে উক্ত পুকুরটি অমনুষ্য পরিগৃহীত। তদ্ধেতু সে বিপদের আশঙ্কা করিয়া ভয়ে পুকুরতীরে ঘুরিতে লাগিল। সে পুষ্করিণী রক্ষক দেবতা তাহার অবস্থা দর্শনে, তাহার প্রতি করুণা অন্তরে মানববেশে তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, 'হে পুরুষ, তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ?' সে প্রত্যুত্তরে তাহার সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। অমনুষ্য তাহার কথা শুনিয়া বলিল, 'যদি তাহা হয়, যথেচ্ছারূপে নিয়া যাও।' এই বলিয়া স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া অন্তর্হিত হইল। তখন ওই পুরুষ অরুণবর্ণ মৃত্তিকাসহ রক্তোৎপল নিয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই নরগদ্বারে উপনীত হইল। দ্বারপাল তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নগরদ্বার রুদ্ধ করিল। সে বহু চিৎকার করিয়া তাহার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল বটে, কিন্তু দ্বারপাল তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। সে অনন্যোপায়

হইয়া সেই দ্বারের সম্মুখে শূলে আরোপিত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিল, 'আমি সূর্যাস্তের পূর্বেই এখানে আসিয়া বহু চিৎকার করা সত্ত্বেও দ্বারপাল দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। আমি যথাকালেই আসিয়াছি। আমার কোনো দোষ নাই। সুতরাং তুমিও আমার এই ব্যাপারে সাক্ষী হও।' তখন শূলে আরোপিত ব্যক্তি বলিল, 'আমি এখন শূলে আরোপিত মরণোন্মুখ। কী প্রকারে আমি তোমার সাক্ষী হইব? মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এক প্রেত রাত্রিতে আমার নিকট আসিবেন। তাঁহাকেই সাক্ষী কর।' ইহা শুনিয়া সে বলিল, 'কী প্রকারে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?' শূলে আরোপিত ব্যক্তি বলিল, 'তুমি এখানেই থাক। নিজেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।' সে তাহার কথায় তথায় বসিয়া রহিল।

নিশীথরাত্রে প্রেত তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তাহার সাক্ষী করিল। প্রভাত হইলে ওই ব্যক্তি রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ তদ্ধেতু তোমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিব।' রাজার এই কথা শুনিয়া সে কাতরস্বরে বলিল, 'দেব, আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই। সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'তোমার সেই সাক্ষী কে আছে?' সে বলিল, 'শূলে আরোপিত ব্যক্তির নিকট আগত উলঙ্গ প্রেতই আমার সাক্ষী।' রাজা বললেন, 'তাহা আমি কিরূপেই বিশ্বাস করিতে পারি?' সে বলিল, 'আপনার একজন বিশ্বাসী লোক আমার সঙ্গে প্রেরণ করিবেন।' ইহা শুনিয়া রাজা নিজেই তথায় যাইবার জন্য সম্মত হইলেন এবং যথাকালে তাঁহারা উভয়েই তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় প্রেত আসিয়া শূলারোপিত ব্যক্তিকে বলিলেন, 'নিরয়ে পতিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা এই শূলারোপিতাবস্থাতেই জীবিত থাকা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর।' প্রেতের এই উদ্বেগজনক বাক্য শ্রবণে রাজা তাহাকেই লক্ষ করিয়া নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তবে প্রথম গাথাটি সঙ্গীতিকারকগণেরই স্থাপিত।

১. বজ্জীদের বৈশালী নামক যেই নগর আছে, তথায় 'অম্বসক্ষর' নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি নগর বাহিরে এক প্রেতকে দেখিয়া (এবং তাহার নিম্নোক্ত বাক্য শুনিয়া) 'নরকে গিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা তোমার এই শূলে আরোপিতাবস্থাতেই জীবিত থাকা শ্রেয়।' প্রেত (শূলারোপিত ব্যক্তিকে) এ কথা বলিবার কারণ কী? তথায় তিনি প্রেতকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন :

২. এই শূলে আরোপিত ব্যক্তির শয়ন ও উপবেশনের নিমিত্ত কোনো পালঙ্ক ও আসনাদির ব্যবস্থা নাই। কোনোদিকেই উহার নড়াচড়া করিবার

ক্ষমতাও নেই। তাহার পানভোজন ও বস্ত্রাদি পরিভোগ এবং কোনো প্রকার পরিচারিকাও নাই।

৩. পূর্বে তাহার যেই অনুকম্পাকারী দৃষ্ট-শ্রুত সুহৃদগণ ছিল, তাহারা এখন ইহার দর্শন লাভও পাইতেছে না। সুতরাং তাহারা এখন ইহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

৪. মৃত ব্যক্তির মিত্র কেহই নাই। ধনসম্পত্তি বিহীন ব্যক্তিকে বন্ধু-বান্ধবগণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ধনসম্পত্তি দর্শনে বন্ধু-বান্ধবগণ আসিয়া পরিবেষ্টন করে। ঐশ্বর্যশালীর মৃত্যু হইলেও বহু মিত্র আসিয়া জোটে; ইহা লোকের স্বভাব।

৫. এখন সে যাবতীয় উপভোগ্য পরিভোগ্য বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিহীন প্রাপ্ত হইয়াছে। সে এখন বড়ই দুঃখগ্রস্ত। তাহার সর্বাঙ্গ রুধির সিক্ত; শূল দ্বারা তাহার অভ্যন্তরিক দেহ বিদীর্ণ। তৃণাগ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় তাহার জীবন প্রবাহ অদ্য বা কল্যই নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

৬. হে যক্ষ, আপনি এতাদৃশ দারুণ ক্লেশদায়ক নিঃস্ব কাষ্ঠের শূলে আরোপিত ব্যক্তিকে কী কারণে 'নিরয়ে পতিত হইয়া জীবিত থাকার চেয়ে শূলে আরোপিতাবস্থাতেই জীবিত থাকা তোমার পক্ষে শ্রেয়' এ কথা বলিতেছেন?

রাজা এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে প্রেত স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার মানসে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করিলেন :

৭. মহারাজ, এ ব্যক্তি পূর্বজন্মে আমার সলোহিত জ্ঞাতি ছিল। ইহা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি আমার করুণা উৎপন্ন হইয়াছে। [তদ্ধেতু আমার একান্ত ইচ্ছা] এই পাপকর্মী নিরয়ে উৎপন্ন না হউক।

৮. হে লিচ্ছবি, এই দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি এখান হইতে চ্যুত হইয়া সাত প্রকারে দারুণ দুঃখদায়ক ভয়ঙ্কর ও উৎকট তপ্ত নিরয়ে উৎপন্ন হইবে।

৯. এই শূলারোপণ দুঃখ, নিরয় দুঃখ হইতে শত সহস্র গুণে লঘু। নিরয়দুঃখ একান্তই ভয়ানক, কটু, তীব্র ও নিয়ত উৎকট দুঃখপ্রদ। এই পুরুষ সেই নিরয়েই উৎপন্ন হইবে।

১০. সে আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'এই দুঃখগ্রস্ত জীবন ত্যাগ করিবে। তদ্ধেতু আমি উহার জীবন প্রবাহ রোধ না হউক' এরূপ কথা উহার সম্মুখে বলিতেছি না।

এরূপে প্রেত স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পুনরায় রাজা সেই প্রেতের জীবনকাহিনী জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় অবকাশ প্রার্থনা করিয়া নিম্নোক্ত

গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

১১. এই পুরুষের বিষয় অবগত হইলাম। এখন আপনাকে অন্য একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহা হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না।

প্রেত বলিলেন :

১২. নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার সঙ্গে আমার যেই হইতে ঘটিয়াছে, সেই হইতেই আপনাকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্নদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। এখন দেখিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথায় বিশ্বাসী। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার যথেচ্ছা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। আমিও আমার জ্ঞানশক্তির অনুরূপ তাহার উত্তর প্রদান করিব।

প্রেত এরূপ বলিলে রাজা নিম্নোক্ত গাথাটি কহিলেন :

১৩. আমি যাহা কিছু স্বচক্ষে দেখিব, তাহাই বিশ্বাস করিব। তাহা দেখিয়াও যদি বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে আমাকে নিগ্রহ করিবেন।

রাজার এ কথা শ্রবণে প্রেত বলিলেন, [এই হইতে নিম্নোক্ত গাথাগুলি রাজা ও প্রেত উভয়েরই গাথা প্রতিগাথা বলিয়া জ্ঞাতব্য]

১৪. আপনার এই প্রতিজ্ঞা আমার পক্ষে সত্য হউক। যাহারা ধর্মে অনভিজ্ঞ ও ধর্মপিপাসু, তাহারা আমার এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া উত্তম প্রসাদ লাভ করুক। ইহা প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নহে। আপনি এইখানে যাহা শ্রুত এবং অশ্রুতপূর্ব ধর্ম শ্রবণ করিবেন, তৎসমুদয় ধর্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বলিবেন।

১৫. অলংকৃত শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া শূলারোপিত ব্যক্তির নিকট আসিয়াছেন। আপনার এই অশ্ব অতিশয় আশ্চর্যজনক ও দর্শনীয়। ইহা (এই দিব্য অশ্ব লাভ) আপনার কোন কর্মের বিপাক?

১৬. বৈশালী নগরস্থ এক পথিমধ্যে কর্দম ও গর্ত হইয়াছিল। জনগণ তাহা সুখে অতিক্রম করিবার নিমিত্ত আমি তথায় সুপ্রসন্ন মনে গরুর শ্বেতবর্ণ শির-অস্থি আনিয়া দিয়াছিলাম।

১৭. আমি এবং অন্যান্য জনগণ সেই গো-শিরাস্থিতেই পদক্ষেপ করিয়া সেই কষ্টময় স্থান সুখেই অতিক্রম করিতাম। আমার উক্ত কর্মের বিপাকেই এই আশ্চর্য দর্শনীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৮. আপনার দেহজ্যোতিতে সর্বাদিক বিরোচিত হইতেছে এবং দেহের মনোমুগ্ধকর সৌরভও চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। আপনি মহানুভাব যক্ষ

ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও নগ্ন রহিয়াছেন কেন? ইহা আপনার কোন কর্মের বিপাক?

১৯. আমি সর্বদা অক্রোধ ও প্রসন্ন চিত্তে জনগণের সহিত কোমল বাক্যে আলাপ করিতাম। সেই কর্মের বিপাকেই আমার দিব্যদেহবর্ণে সতত চারিদিক প্রভাসিত হইতেছে।

২০. ধার্মিকদিগকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছি। সেই কর্মের বিপাকেই আমার দেহ হইতে সর্বদা এই দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে।

২১. আমার এক বন্ধু স্নানঘাটে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিবার সময় আমি তীরে রক্ষিত তাহার বস্ত্রখানি নির্দোষচিত্তে কৌতুকচ্ছলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই হেতু এখন আমি নগ্নাবস্থায় বস্ত্রের অভাবেই দিন যাপন করিতেছি।

২২. ঠাট্টাচ্ছলে যেই পাপ কৃত হয়, সেই কর্মের বিপাক যদি এরূপই বলেন, তবে হিংসাচিত্তে বা চুরি অভিপ্রায়ে যাহা কৃত হয়, সেই কর্মের বিপাক কিরূপ কটু, দুঃখদায়ক হইবে; সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কিরূপ বলেন?

২৩. যে সমস্ত দুষ্ট সংকল্পসম্পন্ন মনুষ্য কায়-বাক্যে পাপকার্য সম্পাদন করে, তাহারা মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়।

২৪. যাঁহারা সুগতিকামী, তাঁহারা দানে রত থাকিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ জন্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং তাঁহারা দেহত্যাগের পর নিশ্চয়ই স্বর্গে উৎপন্ন হন।

এইরূপে প্রেত সংক্ষেপে কর্মফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলে, রাজা তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

২৫. আপনি যেরূপভাবে পাপ-পুণ্যের ফল বিভাগ করিয়া দেখাইলেন, আমি কী প্রকারে তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনিতে পারি? আমি কোন নিদর্শন দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিব? বলুন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই বা তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে?

প্রেত রাজার এই কথা শ্রবণে কারণসহ সেই বিষয় রাজসমীপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করিলেন :

২৬. কুশলকর্মের সুখফল এবং পাপকর্মের দুঃখফল, ইহা শুনিয়া ও দেখিয়াই বিশ্বাস করুন। পাপ-পুণ্য এই দ্বিবিধ কর্ম না থাকিলে, প্রাণীসমূহ সুগতি-দুর্গতিপ্রাপ্ত কিরূপে হইত?

২৭. মনুষ্যলোকে মানবগণ যদি পাপ-পুণ্য না করিত, তাহা হইলে মনুষ্যেরা সুগতি এবং দুর্গতিপরায়ণ হইত না। রূপে-গুণে-ধনে-জনে ও

ভোগসম্পদেও হীন-শ্রেষ্ঠ হইত না।

২৮. মনুষ্যলোকে মানবগণ পাপ-পুণ্য উভয় কর্মই করিয়া থাকে। তদ্ধেতু ইহলোকে কোনো কোনো মানব শ্রেষ্ঠ এবং কোনো কোনো মানব হীন অবস্থার দৃষ্ট হয়।

২৯. এখানে সুচরিত এবং দুশ্চরিত কর্মসমূহের সুখ-দুঃখ অনুভবনীয় বিপাকের কথাই বলা হইতেছে। পুণ্যবানেরা দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া দিব্য ঐশ্বর্য পরিভোগ করে। পাপ-পুণ্য অবিশ্বাসী মানবগণ অপায়ে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

আপনিও কেন এই কর্মফল বিশ্বাস না করিয়া এইরূপ দুঃখ অনুভব করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন?' এই বলিয়া প্রেত অনুযোগ স্বরে রাজাকে নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

৩০. আমার পূর্বজন্মের এমন কোনো কৃতপুণ্য নাই, যদ্বারা এখন বস্ত্রাদি লাভ করিতে পারি। আমার এমন কেহ নাই যে, যিনি ভিক্ষুসংঘকে পরিচ্ছদ, শয়নাসন, অন্ন ও পানীয়াদি দান দিয়া সেই দানপুণ্য আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে। এই দ্বিবিধ কারণেই এখন আমি নগ্ন। তদ্ধেতু আমি অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহার পরিচ্ছদাদি লাভ ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

৩১. হে যক্ষ, যাহাতে আপনি বস্ত্রাদি লাভ করিতে পারেন, তেমন কোনো উপায় আছে কি? যদি থাকে তাহা আমাকে বলুন আপনার সেই হেতুবাক্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও গ্রহণ করিব।

প্রেত রাজাকে সেই উপায়মূলক বাক্য প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বলিলেন :

৩২. (সহস্র জটিলের বাসস্থানে উপালি স্থবিরের উপাধ্যায়) কপ্পিন স্থবির বৈশালীর সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ধ্যানী, সুশীল, বিমুক্ত, অর্হৎ, সংজিতেন্দ্রিয়, প্রাতিমোক্ষশীলে সুসংস্থিত, সর্বক্লেশদাহ উপশান্ত, উত্তম অগ্রফললাভী, সম্যক দৃষ্টি সম্প্রাপ্ত,

৩৩. মৃদু, বদান্য স্বচ্ছ, কোমল স্বভাব, ধর্মবিনয়ে সুবিজ্ঞ, মিতভাষী, পুণ্যক্ষেত্র, মৈত্রীবিহারী, দেবনরের দান গ্রহণের যোগ্যপাত্র,

৩৪. ক্লেশ উপশান্ত, মিথ্যা বিতর্করূপী ধূমবিগত, দুঃখহীন, নিঃতৃষ্ণ, সর্বভব হইতে বিমুক্ত, রাগাদি শল্যবিগত, আমিত্বরহিত, কায়-বাক্য-মনের বক্রতাবিহীন, ক্লেশ সংস্কারাদি উপাধি ও তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চ ক্ষয়কারী,

ত্রিবিদ্যালাভী, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান।

৩৫. পরম অল্পেচ্ছু ও স্বীয়গুণ প্রতিচ্ছাদক বিধায় অপ্রকাশ্যভাবেই আছেন। জনগণ তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য বিধায়, তিনি এবম্বিধ শীলবান এবং এরূপ স্বভাবের ইত্যাদি কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। বজ্জিদেশে তিনি মুনি নামেই অভিহিত। কিন্তু দেবগণ জানেন যে তিনি নিঃতৃষ্ণ অর্হৎ ও উত্তম শীলবান অবস্থাতেই জগতে বিচরণ করিতেছেন। সেই কল্যাণ ধর্মপরায়ণ কপ্পিনক মহাস্থবিরকে যদি আমার উদ্দেশ্যে এক বা দুই জোড়া বস্ত্র দান দিয়া সেই দানপুণ্য আমাকে প্রদান করেন এবং তিনিও যদি তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাকে দিব্যবস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিবেন।

প্রেতমুখে রাজা এ কথা শ্রবণে উক্ত স্থবিরের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন :

৩৬. আমি এখন কোন প্রদেশে দিয়া সেই ভিক্ষুর দর্শন লাভ করিব? আমার সন্দেহ ও বিপরীত দৃষ্টি কে-ই বা বিনোদন করিবেন?

যক্ষ বলিলেন :

৩৭. একান্ত সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত সেই কপ্পিন ভিক্ষু কপিনচ্চন নামক স্থানে বহু দেবগণ পরিবেষ্টিত আসনে সমাসীন হইয়া মৈত্রী ও অপ্রমত্তভাবে ধর্মদেশনা করিতেছেন।

প্রেত এরূপ বলিলে, রাজা তখনই স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছুক হইয়া নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন :

৩৮. আমি এখনই স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুগ্মবস্ত্রে আচ্ছাদন করিব। আমার দান তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন এবং আপনাকেও দিব্যবস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিব।

স্থবির এখন দেবতাদিগকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন, তদ্ধেতু এখন তথায় উপস্থিত হওয়ার সময় নহে; ইহা জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত প্রেত রাজাকে বলিলেন :

৩৯. হে লিচ্ছবিরাজ, প্রব্রজিতদের নিকট অসময়ে উপস্থিত হইবেন না, ইহা আপনার রাজধর্মও নহে। যখন তিনি নির্জনে উপবিষ্ট হইবেন, তখনই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

যক্ষের কথা রাজা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া রাজপুরিতে চলিয়া আসিলেন। তদনন্তর যথাকালে আটজোড়া উত্তম বস্ত্রসহ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া স্থবিরের সঙ্গে এরূপ আলাপ করিলেন, 'ভন্তে, এই আটজোড়া বস্ত্র গ্রহণ করুন।' স্থবির ইহা শুনিয়া

বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি পূর্বে কোনোদিন দান দেন নাই, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। এখন কেন আপনি উত্তম বস্ত্রসমূহ দান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন?' স্থবিরের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে রাজা প্রেতকাহিনী যথাযথ বর্ণনা করিলেন। এরূপ তাঁহাদের সন্তোষজনক আলাপের পর রাজা বস্ত্রসমূহ স্থবিরকে দান করিলেন। সেই দানের সমস্ত পুণ্য উক্ত প্রেতকে প্রদান করিলেন। তখনই প্রেত দিব্যবস্ত্রে ও দিব্যালংকারে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বে আরূঢ়াবস্থায় স্থবির ও রাজার পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা যক্ষকে দেখিয়া প্রীতি সৌমনস্যে বলিলেন, 'আমি কর্মের ফল প্রত্যক্ষরূপেই দর্শন করিলাম। এখন হইতে আমি আর পাপকর্ম করিব না, পুণ্যকর্মই করিব।' আপনি আমার এ কথার সাক্ষী থাকিবেন।' রাজা ইহা যক্ষকে লক্ষ করিয়াই বলিলেন। যক্ষ তদুত্তরে বলিলেন, 'হে লিচ্ছবিরাজ, আপনি যদি এই হইতে অধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম আচরণ করেন, তাহা হইলেই আমি আপনার সাক্ষী হইব এবং আপনার নিকটও আসিব। শূলে আরোপিত ব্যক্তিকে শীঘ্রই শূল হইতে মুক্ত করুন। সে জীবন লাভ করিয়া ধর্মাচরণে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আপনি স্থবিরের নিকটও যথাসময় ধর্ম শ্রবণ করিয়া পুণ্যার্জন করুন। এতদূর বলিয়া যক্ষ সেস্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর রাজা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়াই লিচ্ছবি পরিষদকে আদেশ করিলেন, 'শূলারোপিত ব্যক্তিকে শূল হইতে মুক্ত করিয়া লও।' তৎপর চিকিৎসককে আদেশ করিলেন, 'ইহাকে চিকিৎসা কর।' পুনরায় রাজা স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, নিরয়গামী পাপীদের নিরয় মুক্তির কোনো উপায় আছে কি? স্থবির বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, যদি প্রচুর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তাহা হইলে মুক্তির উপায় আছে বৈ-কি!' এই বলিয়া স্থবির রাজাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তদনন্তর তিনি স্থবিরের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সুচিকিৎসায় শূলারোপিত ব্যক্তি অচিরে আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। এই বিষয়সমূহ প্রকাশের ইচ্ছায় সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করিয়াছিলেন :

৪০. রাজা 'তাহাই হউক' বলিয়া তথায় লিচ্ছবি কর্মচারীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশের পর স্বীয় বাসভবনে উপস্থিত হইলেন।

৪১-৪২. তথায় সেই দিনকার আশু সম্পাদনীয় কার্যসমূহ সম্পাদনান্তে

স্নান আহারাদি করিয়া বাক্স হইতে আট জোড়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্বাচন করিলেন এবং তাহা লিচ্ছবি দাসগণ দ্বারা বহন করাইয়া 'কপ্পিনচ্চন' প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন সেই শান্তচিত্ত শ্রমণ পিণ্ডচারণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন।

৪৩. রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া কপ্পিন স্থবিরকে নিরোগ ও নিরাপদ অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আমি বৈশালীর লিচ্ছবি। সকলে আমাকে অম্বসক্ষর লিচ্ছবি বলিয়া জানেন।

৪৪. ভন্তে, এই আট জোড়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করুন। ইহা আপনাকে প্রদান করিতেছি। এই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে আসিয়াছি। সুতরাং ইহা গ্রহণ করিলে আমি বড়ই সুখী হইব।

৪৫. শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে আপনার গৃহ ত্যাগ করেন। আপনার গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুদের পিণ্ডপাত্রসমূহ আপনি ভগ্ন করেন এবং পরিহিত বস্ত্রসমূহ বিনষ্ট করেন।

৪৬. কুঠারী যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমণদিগকে অধোশির করিয়া নিপাতিত করেন। প্রব্রজিত ও শ্রমণগণকে আপনি এইরূপ পীড়া প্রদান করিয়া থাকেন।

৪৭. আপনি কোনোদিন তৃণাগ্রেও একবিন্দু তৈল পর্যন্ত দান করেন নাই। কৌতুক করিবার ইচ্ছায় বিপথগামীকে পথ দেখাইয়া দেন নাই এবং অন্ধের হস্ত হইতে নিজেই যষ্ঠি ছিনাইয়া লইয়াছেন। আপনি এতাদৃশ অসংযত ও কদর্য স্বভাবসম্পন্ন। অতএব আপনি এখন কী কারণে এবং কোন গুণ দর্শন করিয়া আপনার পরিভোগ্য উত্তম বস্ত্র আমাকে দান করিতেছেন?

৪৮. ভন্তে, আপনি যে বলিতেছেন, আমি শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়াছি, তাহা আমি জানি। এসব আমি প্রদুষ্টচিত্তে করি নাই। কৌতুকবশেই করিয়াছি। ইহা আমার দুষ্কর্মই বটে।

৪৯. যক্ষ ক্রীড়াবশে পাপ সঞ্চয় করিয়া অসম্পূর্ণ ভোগসম্পত্তি লাভ হওয়াতে দুঃখভোগ করিতেছেন। বালক হউক অথবা যুবাই হউক, নগ্নতার ন্যায় দুঃখতর আর কী হইতে পারে?

৫০. ভন্তে, আমি সেই যক্ষের উলঙ্গাবস্থা দেখিয়াই সংবেগ প্রাপ্ত হইয়াছি। তদ্ধেতুই আমি এই বস্ত্রসমূহ দান করিতেছি। ভন্তে, এই আট জোড়া বস্ত্র গ্রহণ করুন। এই দানের পুণ্য উক্ত যক্ষের নিকট উপস্থিত হউক।

৫১. এই দান নিশ্চয়ই বুদ্ধাদির বহুপ্রকারে প্রশংসিত। আপনার এই দানফল অক্ষয় হউক। আপনার এই বস্ত্র আট জোড়া গ্রহণ করিব। ইহার ফল যক্ষ প্রাপ্ত হউক।

৫২. তৎপর সেই লিচ্ছবিরাজ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া স্থবিরকে বস্ত্র আট জোড়া প্রদান করিলে স্থবির তাহা গ্রহণ করিলেন। তখন রাজা ওই যক্ষকে বস্ত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

৫৩. চন্দনসারে অনুলিপ্ত দেহ, শ্রেষ্ঠ অর্শ্বে আরূঢ়, দেহ দিব্যবর্ণে সুশোভিত, দিব্যালংকারে অলংকৃত, দিব্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, বহু যক্ষ যুবক-যুবতী পরিসেবিত এবং যক্ষীয় মহাঋদ্ধি প্রাপ্ত সেই যক্ষকে রাজা দেখিতে পাইলেন।

৫৪-৫৫. সেই রাজা সন্দিৃষ্টিক মহাফলদায়ক এই কর্মফলজনিত সৌভাগ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, উদার ও অতিশয় হৃষ্টচিত্তে সেই যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দিব। এই হইতে জগতে আমার অদেয় কিছুই নাই। হে যক্ষ, আপনি আমার বড়ই উপকারী।'

৫৬. 'হে লিচ্ছবিরাজ, আপনি চারি প্রত্যয়ের মধ্যে এক প্রত্যয় মাত্র অর্থাৎ শুধু বস্ত্রই আমার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন, তাহা অমোঘ আপনার সেই দানের মনুষ্য-অমনুষ্যসহ আমি সাক্ষী থাকিব।'

৫৭. 'হে দেবতে, আপনিই আমার একমাত্র গতি, বন্ধু, মিত্র ও প্রতিষ্ঠা। এখন আমি করজোড়ে যাচঞা করিতেছি যে, 'হে যক্ষ, পুনরায় আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।'

৫৮. আপনি যদি অশ্রদ্ধ, কৃপণ ও মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হন, তাহা হইলে আমার দেখা পাইবেন না। দেখা পাইলেও আলাপ হইবে না।

৫৯. আপনি যদি ধর্মের প্রতি গৌরবপরায়ণ হন, দানাদি পুণ্যকাজে রত থাকিয়া স্বীয় হিতসাধন করেন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্ত হন, তাহা হইলে আমার দর্শন পাইবেন।

৬০. হে ভদ্র, দেখা হইলে আলাপও করিব। আপনি শীঘ্র ইহাকে শূল হইতে উদ্ধার করুন। যেহেতু অধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ করিবেন বলাতে আমি নিজকে আপনার সাক্ষী করিয়াছি।

৬১. বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে যে, এই শূলারোপিত ব্যক্তির জন্যই আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাক্ষী করিয়াছি। এই শূলারোপিত ব্যক্তি শীঘ্রই উদ্ধার পাইলে সে সুন্দররূপে ধর্মাচরণ করিয়া নিরয়দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

৬২. তাহার পূর্বকর্ম অন্যত্র বেদনীয় হইবে। আপনি শূলমুক্ত ব্যক্তির সহিত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানকার্য সম্পাদন করুন এবং স্বয়ং স্থবিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া (অজ্ঞাত বিষয়ের) প্রশ্নর

জিজ্ঞাসা করুন।

৬৩. তিনি আপনাকে ইহার অর্থ প্রকাশ করিবেন। আপনি অপ্রদুষ্ট চিত্তে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্রুত-অশ্রুত সমস্ত যথাবিদিত ধর্ম আপনাকে বলিবেন। আপনি কথিত ধর্ম পালন করিয়া সুগতিপরায়ণ হইতে পারিবেন।

৬৪-৬৫. তথায় লিচ্ছবিরাজ 'অম্বসক্ষর' উক্ত রহস্য সম্বন্ধে আলাপ ও অমনুষ্যকে সাক্ষী করিয়া লিচ্ছবিদের নিকট প্রস্থান করিলেন। তখন তিনি একত্রিত লিচ্ছবি পরিষদের মধ্যে বলিলেন, 'হে পরিষদবর্গ, আর একটি বাক্য শ্রবণ করুন। আমার ইচ্ছিত বিষয় লাভ করিব। শূলারোপিত লুব্ধক ব্যক্তিকে নির্দয়ভাবে যেই কায়িক দণ্ড দিয়াছি, তাহা আজ বিংশতি রাত্রি অতীত হইতে চলিল। যেই হইতে তাহাকে শূলারোপণ করা হইয়াছে, সেই হইতে এ যাবৎ সে জীবিতও নহে মৃতও নহে।

৬৬. এখন আমি তাহাকে শূল হইতে মুক্তি দান করিব। হে জনসংঘ, আমার যথেচ্ছিত বিষয়ের আপনারা অনুমোদন করুন। ইহাকে এবং আরও অন্যান্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শীঘ্র মুক্তি প্রদান করুন। এইরূপ করিলে এই বজ্জিরাজ্যে কে-ই বা বলিবে 'ইহা না করুন।' রাজার এ কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত জনসংঘ বলিলেন, 'আপনি যাহা ভালো জানেন, তাহাই করুন।' এ বলিয়া সকলে রাজার রুচি অনুসারে সম্মতি দান করিলেন।

৬৭. তৎপর 'অম্বসক্ষর' রাজা শূলকাষ্ঠ প্রোথিত স্থানে উপস্থিত হইয়া শূলারোপিত ব্যক্তিকে শীঘ্রই মুক্তি প্রদান করিলেন। তাহাকে আরও বলিলেন, 'বন্ধো ভয় করিও না।' এই বলিয়া তাহাকে আরোগ্যার্থ চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

৬৮-৬৯. অনন্তর রাজা 'কপ্পিন' স্থবিরের নিকট যথাকালে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে দানীয়বস্তু দান করিলেন। তিনি স্থবিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নির্দয়ভাবে প্রদত্ত দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে শূলে আরোপিত করা হইয়াছে যে, আজ বিংশতি রাত্রি অতীত হইতে চলিল। শূলারোপণ দিবস হইতে জীবিতও নহে মৃতও নহে।

৭০. ভন্তে, আমি ওই যক্ষের বাক্যে এই স্থান হইতে গিয়া তখনই শূলারোপিত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছি। এমন কোনো কারণ আছে কি? যাহাতে সে নিরয়ে না যায়?

৭১. ভন্তে, যদি কোনো একটা হেতু থাকে, তাহা আমাকে বলুন। আপনার সেই প্রত্যয়যোগ্য হেতুবাক্য শ্রবণ করিব। সেই পাপকর্মসমূহের

বিনাশ আছে কি না এবং তাহা ইহলোকেই ভোগ করিয়া নিরয়দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কি না?

৭২. যদি সে ধর্ম-কর্মসমূহ অপ্রমত্ত ও সুন্দররূপে দিবারাত্র আচরণ করে, তাহা হইলে সে নিরয়দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হইবে। আর অন্য জন্মে ভোগ করিবার কর্ম যাহা, তাহা সেখানে ভোগ করিবার জন্য থাকিয়া যায়।

৭৩. হে বহু প্রাজ্ঞ ভন্তে, শূলারোপিত পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হইলাম। এখন আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া যাহাতে আমি নিরয়ে না যাই, আমাকে তদনুরূপ উপদেশ ও অনুশাসন করুন।

৭৪. অদ্যই আপনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করুন। পঞ্চশিক্ষাপদ গ্রহণ করিয়া অখণ্ড, অচ্ছিদ্র ও পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করুন।

৭৫. শীঘ্রই প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হউন। জগতে যাহা অদত্ত বস্তু নামে কথিত হয়, তাহা গ্রহণ করিবে না। মাদকদ্রব্য সেবন ত্যাগ করুন। মিথ্যাবাক্য ভাষণ করিবেন না। পরদার ত্যাগ করিয়া স্বীয় দারেই সন্তোষ থাকিবেন এবং যথাসময়ে কুশলফল উৎপাদক আর্য অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণ করিবেন।

৭৬. প্রসন্নচিত্তে চীবর, পিণ্ডপাত, ওষুধপথ্য, শয্যা, অন্ন, পানীয়, খাদ্যভোজ্য, বস্ত্র ও আসন, সম্যক মার্গপরায়ণ, শীলবান, বীতরাগ ও বহুশ্রুত ভিক্ষুদের দান করুন, ইহাতে সতত পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

৭৭. আপনি এইরূপে অপ্রমত্ত ও সুন্দরভাবে মনোযোগের সহিত দিবারাত্র পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া নিরয় পতন হইতে প্রমুক্ত হউন। অবশিষ্ট দুষ্কর্ম অন্যভবেই অনুভবনীয়।

৭৮. অদ্যই আমি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। অখণ্ড, অচ্ছিদ্রভাবে পঞ্চশিক্ষাপদও গ্রহণ করিতেছি।

৭৯. শীঘ্রই প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মদ্যাদি যাবতীয় নেশাদ্রব্য সেবন ও মিথ্যাভাষণ ত্যাগ করিতেছি এবং পরদার ত্যাগ করিয়া স্বীয়দারেই তুষ্ট থাকিব। কুশল ও সুখ উৎপাদক শ্রেষ্ঠ আর্য অষ্টাঙ্গ উপোসথ গ্রহণ করিব।

৮০. চীবর, ওষুধপথ্য, শয্যা, অন্ন, পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র ও শয়নাসনসমূহ শীলবান, বীতরাগ ও বহুশ্রুত ভিক্ষুদিগকে দান করিব এবং বুদ্ধশাসনে নিরত থাকিয়াই জীবন যাপন করিব।

৮১. বৈশালীতে যেই বহু সহস্র উপাসক আছেন, 'অম্বসক্ষর' লিচ্ছবিও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান, বিনয়ী ও ভিক্ষুসংঘের উপকারী উপাসক হইয়া তখন

হইতে সংঘকে সুন্দররূপে সেবা করিতে লাগিলেন।

৮২. শূলমুক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভের পর নিরাপদ ও সুখী হইয়া প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হইলেন। পরে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ 'কপ্পিন' মহাস্থবিরের অনুগ্রহে তিনি ও রাজা উভয়েই শ্রামণ্যফল লাভ করিলেন।

৮৩. এতাদৃশ সৎপুরুষদের সেবা পূজা ও সঙ্গ লাভ মহাফল সম্প্রাপ্ত হন, ইহা সৎ ব্যক্তিগণ জানেন। শূলমুক্ত ব্যক্তি অগ্রফল এবং রাজা স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া রাজা, প্রেত ও স্বীয় কথোপকথন এবং সমস্ত ঘটনা ভগবানের নিকট বর্ণনা করিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা মহাজনসংঘের সার্থক হইয়াছিল।

২. সেরিস্‌সক প্রেত

ভগবানের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে কুমারকশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষুসহ সেতব্য নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পায়াসিরাজ স্থবিরের আগমন বার্তা শ্রবণে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। স্থবির ন্যায়সঙ্গত বিবিধ উপমা যুক্তি প্রদান করিয়া ধর্মদেশনা করিলে, রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন হইল। রাজা সেই হইতে পুণ্যার্জনের ইচ্ছায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ [অর্হৎ]দিগকে দান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনভ্যস্থতা-হেতু সৎকারবিহীন অমনোযোগিতায় দানকার্য সম্পাদন করাতে দেহান্তে তিনি চতুর্মহারাজিক দেবলোকে অন্তর্গত সেরিস্‌সক নামক আকাশ বিমানে জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

পুরাকালে কশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু কোনো এক গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিয়া প্রত্যহ কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে আহারকার্য সম্পাদন করিতেন। তদ্দর্শনে জনৈক গোপালক চিন্তা করিল, 'এই আর্য সূর্যোত্তাপে কষ্ট পাইতেছেন।' এরূপ চিন্তার পর তাঁহার আহার করিবার স্থানে শিরীস বৃক্ষের চারিটি খুঁটি পুতিয়া পত্রযুক্ত ক্ষুদ্র শাখায় আচ্ছাদন দিয়া একখানা মণ্ডপ প্রস্তুত করিল। মণ্ডপসমীপে শিরীস বৃক্ষ রোপণ করিল। এই পুণ্যপ্রভাবে মৃত্যুর পর সে 'চতুর্মহারাজিক' দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্বকর্ম সূচক বিমানদ্বারে শিরীস উদ্যান উৎপন্ন হইল। এই উদ্যান সর্বদা বর্ণগন্ধসম্পন্ন পুষ্পরাজিতে সুশোভিত থাকিত। তদ্ধেতু সেই বিমান 'সেরিস্‌সক' নামে বিদিত হইয়াছিল। উক্ত দেবপুত্র এক বুদ্ধান্তরকাল দেব-মনুষ্যলোকে সঞ্চরণের পর ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় যশ স্থবিরের উপাসকরূপে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল গবম্পতি। তিনি ভগবানের ধর্মশ্রবণে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘গবম্পতি’ সেই আকাশস্থ ‘সেরিস্‌সক’ বিমান দর্শনে পূর্ব পরিচয়-হেতু সর্বদা তথায় বিশ্রামার্থ গমন করিতেন। একদা তিনি ‘পায়াসি’ দেবপুত্রকে তথায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কে?’ দেবপুত্র বলিলেন, ‘ভন্তে, আমি পায়াসি রাজা।’ এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।’ পুনরায় স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি যে মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন; কিরূপে এখানে উৎপন্ন হইলেন? দেবপুত্র কহিলেন, ‘ভন্তে, কুমারকশ্যপ আমার মিথ্যাদৃষ্টি বিনোদন করিয়াছেন। কিন্তু সৎকারবিহীন পুণ্যকার্য সম্পাদনে এই আকাশ বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। ভন্তে, আপনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিলে, আমার আত্মীয়স্বজনকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করাইবেন যে, ‘পায়াসি রাজ সৎকারবিহীন ও অমনোযোগিতায় দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া ‘সেরিস্‌সক’ নামক আকাশ বিমানে উৎপন্ন হইয়াছে।’ সুতরাং তোমরা সৎকার-সহযোগে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া তথায় উৎপন্ন হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প কর।’ স্থবির উক্ত সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহারাও তদনুরূপ সংকল্প ও পুণ্যকার্যাদি সম্পাদন করিয়া মরণান্তে ‘সেরিস্‌সক’ বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ বৈশ্রবণ ‘সেরিস্‌সক’ দেবপুত্রকে মরুকান্তারের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কার্য ছিল, মরুপ্রান্তরের ছায়াজল বিরহিত পথে গমনাগমনকারী মানবদিগকে অপদেবতার উপদ্রবাদি সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করা। অনন্তর একসময় অঙ্গ ও মগধবাসী বণিকগণ পণ্যদ্রব্য এক সহস্র শকটপূর্ণ করিয়া ‘সিন্ধু’ ও ‘সোবির’ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। তাহারা মরুপ্রান্তর সমীপে উপস্থিত হইলে, উষ্ণভয়ে দিবসে আর অগ্রসর হইল না নিশাযোগে নক্ষত্র নির্ণয়ে গমন করিবেন, ইহাই তাহারা সিদ্ধান্ত করিল। রাত্রিকালে বণিকদল সেই ভয়াবহ মরুকান্তার পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাওয়ার পর তাহারা পথভ্রান্ত হইল। বিপথে চলিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তথাপি তাহাদের অফুরন্ত পথ শেষ হইবার নহে। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দারুণ মরুপ্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নচেৎ মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্যু অনিবার্য। তদ্ধেতু তাহারা সেই সুবিস্তৃর্ণ মরুকান্তারের বালুকারাশির উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। যতদূর অগ্রসর হয়, সম্মুখে কেবল দেখিতে পায় অসীম বালুকা প্রান্তর। এবার তাহারা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইল। ঠিক সেই সময় তাহাদের সম্মুখে হঠাৎ গগণমণ্ডলে সমুজ্জ্বল

এক দিব্যজ্যোতি দর্শনে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিল—আকাশে মনোহর স্নিগ্ধ প্রভায় দেদীপ্যমান একখানা প্রাসাদ। তাহা দিব্য পুষ্করিণী, দিব্য নদী ও দিব্য উদ্যান পরিশোভিত হইয়া অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দিব্য প্রাসাদে এক দেবপুত্র। তাঁহার মনোহারিণী উজ্জ্বল কান্তিতে চতুর্দিক আলোকিত।

মহারাজ বৈশ্রবণ নিযুক্ত ইনিই সেই সেরিস্সক দেবপুত্র বণিকদের মধ্যে একজন উপাসক ছিলেন। তিনি ত্রিরত্নে প্রসন্ন, শ্রদ্ধাবান ও শীলবান ছিলেন। এমন কি তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির হেতুসম্পন্ন ব্যক্তি। পিতামাতার সেবার জন্যই তিনি বাণিজ্যে যাইতেছেন। একমাত্র তাঁহার প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া সেরিস্সক দেবপুত্র সবিমান নিজকে দেখা দিয়াছেন। দেবপুত্র বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ছায়াজলবিহীন বালুকা কান্তার পথে গমন করিতেছ কেন?' বণিকগণ কিরূপে যে এতদূর আসিয়াছে, তাহাদের সেই দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিল, তৎসম্বন্ধে দেবপুত্র বণিকদের মধ্যে যেই সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে। প্রথমে নিম্নোক্ত দুইটি গাথা তাহাদেরই সম্বন্ধ দেখাইবার নিমিত্ত সঙ্গীতিকারকগণ স্থাপন করিয়াছেন :

১. যথায় দেবতা ও বণিকদের সমাগম হইয়াছিল, তথায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সুন্দর আলাপ হইয়াছিল; তাহা সকলে শ্রবণ কর।

২. যিনি পায়াসি নামক রাজা ছিলেন, তিনি ভূমিবাসী [চতুর্মহারাজিক] দেবগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। সেই দেবপুত্র স্বীয় বিমানে থাকিয়া আনন্দমনে সম্যকরূপে মনুষ্যদের [বণিকদের] সহিত আলাপ করিতেছেন।

দেবপুত্র নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয়ে বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. পথভ্রষ্ট হে মানবগণ, জীবন-মরণ সংশয়স্থল কান্তারে, অমনুষ্য সঞ্চরণ স্থানে, জল ও খাদ্যহীন, অতিশয় দুর্গম মরুপ্রান্তর মধ্যে তোমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছ।

৪. এই মরুপ্রদেশে ফলমূল নাই, কোনো উপাদান নাই, অতএব এখানে খাদ্যবস্তু কিরূপে থাকিবে? আছে কেবল দারুণ উত্তপ্ত, উষ্ণ পাংশু ও বালুকা।

৫. এই জলহীন ভূমি প্রদেশ উত্তপ্ত লৌহপাত সদৃশ। ইহা নরকবৎ জীবন নিষ্পেষক। চিরকাল এই স্থান দারুণ পিচাশাদির আবাসভূমি। এই ভূভাগ যেন অভিশপ্ত স্থান।

৬. সুতরাং তোমরা কোনোরূপ বিবেচনা না করিয়া, কী কারণে কোন আশা-প্রত্যাশায় এই [ভীষণ] স্থানে সহসা প্রবেশ করিয়াছ? তোমরা কোন

অর্থলোভীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ? নাকি অমনুষ্য ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা পথভ্রষ্ট হইয়া [এই মরুকান্তারে) প্রবেশ করিয়াছ?

বণিকগণ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় দ্বারা প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৭. আমরা অঙ্গমপদবাসী বণিক। ধনার্থী হইয়া অতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশায় বহু পণ্যদ্রব্যে শকটপূর্ণ করিয়া, সিন্ধু ও সোবির রাজ্যে যাইতেছি।

৮. মনে করিলাম দিবাভাগে পিপাসা অসহ্য হইবে এবং গরুগুলির প্রতিও অনুকম্পা করা হইবে, তাই রাত্রিতে অকালে যাত্রা করিলাম। আমরা সকলে এরূপ দ্রুতবেগে [এই দুর্গম স্থানে] আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

৯. তদ্ধেতু আমরা বিপথে আসিয়া, অন্ধের ন্যায় আকুল হইয়া এই মরুকান্তারে অবশিষ্ট অর্ধপথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং অতিশয় দুর্গম এই বালুকা প্রান্তরে চিত্তবিহ্বল হইয়া দিক নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

১০. হে দেবতে, অদৃষ্টপূর্ব এই শ্রেষ্ঠ বিমান ও আপনাকে দেখিয়া [পূর্বে আমাদের জীবন নাশ হইল বলিয়া মৃত্যুভয়ে যেইরূপ ভীত হইয়াছিলাম] এখন ততোধিক জীবনের প্রত্যাশা করিয়া অতীব প্রীতচিত্ত হইয়াছি।'

দেবপুত্র পুনঃ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বলিলেন :

১১. তোমরা ভোগসম্পত্তির আশায় সমুদ্রের পরতীরে, ঈদৃশ মরুপ্রদেশে, বেত্রলতা অবলম্বনে যাইতে হয়, এমন পথে, স্থানুময় পথে, নদী ও দুর্গম পর্বত পথে ইত্যাদি বহু পথে, বহু দিকে গমন করিয়া থাক।

১২. তোমরা অপর রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তথায় বিদেশবাসী [বিবিধ স্বভাবের] মনুষ্যগণকে দর্শন করিয়া প্রস্থান কর। [এইরূপে দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন সময়] তোমরা যাহা কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় দেখিয়াছ, অথবা শুনিয়াছ; হে তাত বণিকগণ, তোমাদের নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।'

তখন বণিকগণ নিম্নোক্ত আটটি গাথা দ্বারা দেবপুত্রকে বলিলেন :

১৩. হে দেবকুমার, মানবশক্তির অতীত অনুপম সৌন্দর্যবিশিষ্ট আপনার এই বিমান বড়ই আশ্চর্যজনক। আমরা ইহা হইতে আশ্চর্যতর আর কিছুই দেখি নাই অথবা শুনি নাই।

১৪. নভোমণ্ডলে প্রভূত মাল্য ও বহু পদ্ম সমাকীর্ণা পুষ্করিণী ও নদী [শোভা পাইতেছে], নিত্য ফলসম্পন্ন বৃক্ষরাজি হইতে অতিশয় [মনোমুগ্ধকর] সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

১৫. শতহস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট দীর্ঘ অসংযুক্ত [আট-ষোলো-বত্রিশ অংশসম্পন্ন] বৈদূর্য, স্ফটিক, শিলা, প্রবাল, মসারগল্ল ও লোহিতঙ্ক মণিময়

এই স্তম্ভসমূহ জ্যোতিরসসম্পন্ন।

১৬. অতুলনীয় অনুভাববিশিষ্ট সহস্র স্তম্ভ, সেই স্তম্ভসমূহের উপর আপনার এই সুন্দর বিমান [ভিত্তি, স্তম্ভ, সোপানাদি] অন্যান্য বিবিধ রত্নে পরিশোভিত, তাহা কাঞ্চনময় বেদী পরিক্ষিপ্ত, বিবিধ রত্নময় উজ্জ্বল আলোকবিশিষ্ট ফলকে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত।

১৭. প্রোজ্জ্বল 'জম্বুনদ' নামক রত্নের আভাসদৃশ, সুমার্জিত, [পার্শ্ববর্তী] প্রাসাদসমূহ রমণীয় সোপান ও ফলকযুক্ত, স্থির অভিরূপ সুন্দরাবয়বসম্পন্ন, [প্রভাস্বরবিশিষ্ট হইলেও] অত্যন্ত দর্শনক্ষম ও মনোরম।

১৮. এই রত্নবিমানের অভ্যন্তরে প্রভূত অন্ন ও পানীয় সামগ্রী বিদ্যমান। অপ্সরাগণ আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্বদা মৃদঙ্গ, ঢোল ও তূর্য নির্ঘোষ-সহযোগে স্তুতি ও বন্দনাগাথায় অভিবাদন করিতেছে।

১৯. আপনি অচিন্তনীয় সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া বৈশ্রবণ রাজার নলিন্যা নামক ক্রীড়ন স্থান সদৃশ এই মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমানপ্রাসাদে দেববালাদের প্রবোধনে প্রমোদিত হইতেছেন।

২০. বণিকগণ তাঁহাকে [মায়াবী যক্ষ বিবেচনায় সন্দিগ্ধচিত্তে] জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যক্ষ, আপনি কি দেবতা? না যক্ষ? নাকি দেবরাজ ইন্দ্র? অথবা কোনো [ঐশীশক্তিসম্পন্ন] মানব? আপনি কে, আমাদিগকে বলুন।

দেবপুত্র আপন পরিচয় প্রদানার্থ নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

২১. আমি 'সোরিস্‌সক' নামক দেবতা বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে রক্ষার নিমিত্ত এই বালুকাময় কান্তারে নিযুক্ত রক্ষক। বৈশ্রবণ রাজার আদেশে আমি এই প্রদেশ বিশেষরূপে রক্ষা করি।

বণিকগণ নিম্নোক্ত গাথায় দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

২২. এই মনোজ্ঞ বিমান আপনি কি যথা ইচ্ছাবশে লাভ করিয়াছেন? না নিয়তিবশে [কাল পরিবর্তনে] লাভ করিয়াছেন? নাকি আপনার নিজকৃত? অথবা কি দেবগণ দিয়াছেন? আপনি ইহা কী প্রকারে লাভ করিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :

২৩. ইহা আমার ইচ্ছালব্ধ নহে, নিয়তিবশেও নহে, নিজকৃতও নহে, দেব প্রদত্তও নহে; স্বকীয় পাপহীন পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এই মনোজ্ঞ বিমান লাভ করিয়াছি।

বণিকগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন :

২৪. আপনি কোন ব্রত ও ব্রহ্মচর্য উত্তমরূপে আচরণ করিয়া এই বিপাক লাভ করিয়াছেন? কী প্রকারেই বা এই বিমানে দিব্যসুখ লাভ করিতেছেন?

২৫. আমি যখন কোশলরাজ্যে রাজাত্ব করিতেছিলাম, তখন আমার নাম ছিল 'পায়াসি'। তখন আমি অত্যধিক কৃপণ, পাপধর্ম-পরায়ণ ও উচ্ছেদবাদী মিথ্যাদৃষ্টি ছিলাম।

২৬. তখন বহুশ্রুত, শ্রেষ্ঠ বিচিত্র কথক কুমার কশ্যপ নামক একজন ভিক্ষু আমাকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া আমার মিথ্যাদৃষ্টি বিনোদন করিয়াছিলেন।

২৭. আমি তাঁহার সেই ধর্মকথা শ্রবণে আমার উপাসকত্ব প্রকাশ করি। তদবধি আমি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হই। জগতে যাহা কিছু অদত্ত বস্তু, তাহা ত্যাগ করি অর্থাৎ চুরি করি নাই। মদ্যপান করি নাই। মিথ্যাকথা বলি নাই ও স্বীয় স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলাম।

২৮. ইহাই আমার ব্রত ও ব্রহ্মচর্য। ইহা সুন্দররূপে আচরণ-হেতু আমার এই বিপাক। সেই পাপহীন পুণ্যকর্মেই আমার এই বিমান লব্ধ হইয়াছে।

সবিমান দেবপুত্রকে প্রত্যক্ষ দর্শনে কর্মফলের প্রতি বণিকগণের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তাঁহারা সেই শ্রদ্ধা প্রকাশের ইচ্ছায় বলিলেন :

২৯. প্রজ্ঞাবানগণ সত্য কথাই বলিয়াছেন। পণ্ডিতগণের বাক্য অন্যথা নহে। পুণ্যকর্মী যথায় গমন করেন, তথায় তিনি সুখসম্পদে আমোদিত হন।

৩০. যে স্থানে শোক, পরিদেব, বধ-বন্ধন ও অসহ্য দুঃখ; পাপাচরণকারীরা সে স্থানে গমন করে। তাহারা দুর্গতি হইতে কখনো মুক্ত হইতে পারে না।

বণিকগণের এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানদ্বারস্থ সিরিশবৃক্ষ হইতে একটি পরিপক্ব 'সিপাটিকা' ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে সপরিজন দেবপুত্র তখন দুঃখে বিষন্ন বদন হইলেন। তাঁহাদিগকে তদাবস্থায় দেখিয়া বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩১. হে দেবকুমার, আপনি এবং আপনার পরিজনবর্গ সকলে এই মুহূর্তেই কর্দমাক্ত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন, শোকে মুহ্যমান ও দৌর্মনস্যভাব প্রাপ্ত হইলেন কেন?

বণিকদের এই কথা শুনিয়া দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৩২. হে তাত বণিকগণ, এই সিরিশ উপবনে দিব্য সৌরভ উত্তমরূপে প্রবাহিত হইতেছে। অন্ধকার বিধ্বংসকারী এই উপবন রাত্রিদিন এ বিমানে সম্যকরূপে সৌরভ প্রবাহিত করে।

৩৩. (মনুষ্য গণনায়) একশত বৎসর অতীতের পর এই সিরিশবৃক্ষের একটিমাত্র সিপাটিকা নামক ফল (পরিপক্ব হইয়া) বৃন্তচ্যুত হয়। যেই হইতে আমি দেবলোকে দেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই হইতে মনুষ্যগণনায়

আমার একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল। (দেখিতেছি ক্রমশ পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে)।

৩৪. হে তাত, আমি দিব্য গণনায় পাঁচশত বৎসর (মনুষ্য গণনায় নব্বই হাজার বৎসর) এই বিমানে অবস্থান করিয়া আয়ু ও পুণ্য ক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইতেছি।

অতঃপর বণিকগণ সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন :

৩৫. এমন দীর্ঘকাল স্থায়ী অতুল বিভূতিসম্পন্ন বিমানে উৎপন্ন হইয়াও কেন শোক করিতেছেন? যাহারা অল্পপুণ্য, তাহারাই শোক করে নয় কি?

দেবপুত্র ইহাতেই আশ্বাসিত হইলেন। তিনি বণিকগণের বাক্য প্রতিশ্রবণ করিয়া বলিলেন :

৩৬. হে তাত, তোমরা আমাকে প্রিয় বাক্যে যাহা উপদেশ দিলে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। (অমনুষ্য পরিগৃহীত এই মরুকান্তারে) আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা সুখে যথাইচ্ছা গমন কর।

বণিকগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বলিলেন :

৩৭. আমরা 'সিন্ধু ও সোবির' প্রদেশে গমন করিয়া বিপুল অর্থ লাভের প্রত্যাশা করিয়াছি। আমাদের ইচ্ছানুরূপ অর্থ লাভ হইলে, প্রচুর অর্থব্যয়ে সেরিস্‌সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে মহা পূজোৎসব করিব।

দেবপুত্র তাঁহাদিগকে উৎসব করিতে নিষেধ করিয়া কর্তব্যে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

৩৮. তোমরা সেরিস্‌সক উৎসব করিও না। বরঞ্চ পাপকর্মসমূহ বিশেষভাবে বর্জন করিবে এবং দানাদি কুশলকর্মে অনুযুক্ত হইবে। সেরূপই তোমরা সংকল্প কর। তাহা হইলে যেই লাভের কথা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সিদ্ধ হইবে।

দেবপুত্র যেই উপাসকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া বণিকগণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্তন মানসে বলিলেন :

৩৯. তোমাদের এই দলে বহুশ্রুত, শীলব্রতসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান, ত্যাগী, কুশলকার্য সম্পাদনে সুদক্ষ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, পুণ্যকার্য সম্পাদনে সন্তোষলাভী ও ইহ-পরকালের মঙ্গল চিন্তাকারী একজন উপাসক আছেন।

৪০. তিনি জ্ঞানত মিথ্যা ভাষণ করেন না, অপরকে হত্যার চিন্তা করেন না, হিংসা করেন না, পিশুনবাক্য বলেন না, সমস্ত সুন্দর বাক্যই ভাষণ করেন।

৪১. তিনি গৌরবের উপযুক্ত ব্যক্তিকে গৌরব করেন গুরুজনের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করেন, বিনীত, পাপহীন অধিশীলে (অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলে) বিশুদ্ধ। তিনি মাতাপিতা ও পরিজনবর্গকে ধর্মত পরিশুদ্ধ ব্যবসা অবলম্বনে পালন করেন।

৪২. আমার মনে হয় তিনি মাতাপিতার জন্যই ভোগসম্পদ অন্বেষণ করিতেছেন। নিজের জন্য নহে। মাতাপিতার অবর্তমানে যাহা নির্বাণগামী ধর্ম, সেই ব্রহ্মচর্য ধর্ম আচরণ করিবেন।

৪৩-৪৪. তিনি সরল, অবক্র, অশঠ, অমায়াবী ও প্রবঞ্চণাকর বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাদৃশ সদাচারী, ধার্মিক ব্যক্তি যদি কোনো প্রকার দুঃখপ্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। (তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তোমাদিগকেও রক্ষা করিতে হইতেছে) সুতরাং হে বণিকগণ, ধর্মকে দেখ (ধর্মাচরণ কর) সেই উপাসক ব্যতীত কেবল তোমরা যদি আসিতে, তাহা হইলে, এই মরুকান্তারে অন্ধের ন্যায় আসাড় ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইতে। তাঁহাকে কিছু বলিয়া পীড়া প্রদান করিলেও অন্যের প্রতি তিনি চিত্ত দূষিত করেন না।

বণিকগণ তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪৫. হে দেব, যাঁহাকে আপনি প্রিয়চক্ষে দেখিতেছেন, এবং যাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা লাভ করিয়াছি (বলিতেছেন) তিনি কে? কি কাজ করেন, তাঁহার নাম ও গোত্র কী? আমরাও তাঁহার দর্শনেচ্ছু।

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :

৪৬. সম্ভব নামক যেই ক্ষৌরকার ক্ষৌরকর্মে জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই উপাসক তোমাদের সেবাকারী, তোমরা তাঁহাকে অবগত আছ। তাঁহাকে লজ্জা দিও না, তিনি অতি ভদ্র।

বণিকগণ তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন :

৪৭. হে দেব, আপনি যাহা বলিলেন (স্বরূপবশে) আমরাও তাহা অবগত আছি। তবে, আপনি যতদূর কীর্তন করিলেন। তিনি যে ততদূর গুণসম্পন্ন তাহা আমরা জানি না। আপনার মুখে ঈদৃশ মহত্ত্ব প্রকাশক বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া আমরাও তাঁহাকে পূজা করিব।

অতঃপর দেবপুত্র বণিকগণকে আপন বিমানে উঠাইয়া, ধর্ম বিষয়ে এরূপ অনুশাসন করিলেন :

৪৮. তোমরা এই বণিকদলে বালক, বৃদ্ধ অথবা মধ্যবয়স্ক যত মানব

আছ, সকলেই আমার বিমানে আরোহণ কর। কৃপণ ব্যক্তিগণ পুণ্যের ফল কিরূপ দেখুক।

নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ধর্ম সঙ্গায়নকারী স্থবিরগণ আরোপ করিয়াছেন :

৪৯. তথায় তাহারা সকলেই [আগ্রহাতিশয্যে আমি পূর্বে, আমি পূর্বে আরোহণ করিব] এইরূপ বলিতে বলিতে ক্ষৌরকারকে অগ্রবর্তী করিয়া সকলেই সেই ইন্দ্র ভবনতুল্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৫০. তথায় [দেবপুত্র সমীপে] তাহারা সকলেই আমি প্রথম [উপাসকত্ব গ্রহণ করিব, এইরূপ আগ্রহ-সহকারে] বলিয়া উপাসকত্ব প্রকাশ করিয়াছিল [সেই হইতে] তাহারা প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিল, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিয়াছিল।

৫১. [সেই হইতে] তাহারা মদ্যাদি নেশাদ্রব্য পান করে নাই, মিথ্যা বলে নাই এবং স্বকীয় স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিল। তথায় তাহারা সকলেই 'আমি প্রথম' এইরূপ [আগ্রহ বাক্য] বলিয়া উপাসকত্ব ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। [দেবতার উপদেশ] পুনঃপুন অনুমোদনান্তর দেবঋদ্ধি প্রভাবে তাহারা প্রস্থান করিয়াছি।

৫২. তাহারা ধর্মার্থী হইয়া বিপুল অর্থ লাভের প্রত্যাশায়, সিন্ধু সোবির দেশে গমন করিয়াছিল। তাহারা যথাভিপ্রায় ব্যবসায়ে যথেষ্টরূপে লাভবান হইয়া নিরাপদে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

৫৩. তাহারা নিরাপদে আপন আপন গৃহে আগমনের পর স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তরে, প্রসন্নচিত্তে ও প্রীতি মনে সেরিস্‌সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

৫৪. তাহারা [কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ] সেরিস্‌সক দেবপুত্রের নামে একখানা পরিবেণ [বিহার] নির্মাণ করিয়াছিল। সৎপুরুষের সেবা এরূপ অর্থসাধক। ধর্মগুণ মহাফলদায়ক। একজন উপাসকের গুণে বণিকদলের সকলেই সুখী হইয়াছিল।

পায়াসি, দেবপুত্র ও বণিকদলের মধ্যে যেইসব আলাপ হইয়াছিল, 'সম্ভব' উপাসক তাহা স্থবিরগণকে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময় যশ স্থবির প্রমুখ মহাস্থবিরগণ তাহা সঙ্গীতিতে আরোপ করিয়াছিলেন অনন্তর সম্ভব উপাসক পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৩. নন্দক প্রেত

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত বৎসর পরে 'সুবট্‌ঠ' নামক রাজ্যে

পিঙ্গল নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। নন্দক নামক তাঁহার একজন সেনাপতি ছিল। সে মিথ্যাদৃষ্টি ও অধার্মিক ছিল। 'দানের কোনোই ফল নাই' ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াই থাকিত। তাহার এক 'উত্তরা' নাম্নী কন্যা ছিল। তাহাকে কোনো এক প্রতিরূপকুলে বিবাহ দিয়াছিল।

নন্দক যথাকালে মৃত্যুর পর বিঞ্ঝ নামক অরণ্যে প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষে বৈমানিক প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। মৃত পিতার উদ্দেশ্যে কন্যা উত্তরা পরিশুদ্ধ ও সুশীতল জল এবং পাত্রপূর্ণ সুগন্ধি পিষ্টক এক ক্ষীণাসব স্থবিরকে দান করিল। এই দানপুণ্য আমার পিতা লাভ করিয়া সুখী হউক। এই বলিয়া স্বীয় পিতার উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করিল। এই পুণ্যদানের প্রভাবে নন্দকের জন্য দিব্য পানীয় ও অপরিমিত পিষ্টক প্রাদুর্ভূত হইল। নন্দক প্রেত এসব দিব্যবস্তু দেখিয়া চিন্তা করিল, 'আমি জনগণকে দানের ফল নাই বলিয়া যেই মিথ্যাভাব গ্রহণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার বড়ই পাপার্জন হইয়াছে। এখন পিঙ্গলরাজ ধর্মাশোক রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিয়া এখন ফিরিয়া আসিবেন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার 'নাস্তিক দৃষ্টি' বিনোদন করিব। তখন পিঙ্গলরাজ ধর্মাশোককে উপদেশ দিয়া প্রত্যাবর্তন সময় নন্দক যক্ষ ঋদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার আগমন রাস্তা স্বীয় বিমানাভিমুখী করিয়া নির্মাণ করিল। পিঙ্গলরাজ ঋদ্ধিময় মার্গে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন রাস্তা সম্মুখে দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু পশ্চাৎদিকের রাস্তা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। রাজার সঙ্গীদের মধ্যে যিনি সর্বপশ্চাতে ছিলেন তিনি রাস্তার এই অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন এবং বিকট চিৎকার-সহকারে রাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া রাস্তার এই আশ্চর্যজনক অন্তর্ধানের কথা বলিলেন। রাজা ইহা শ্রবণে ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্তে হস্তীস্কন্ধ হইতে চতুর্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে প্রেতের বাসস্থান ওই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দর্শনে তদভিমুখেই সেনাসহ গমন করিতে লাগিলেন। রাজা অনুক্রমে উক্ত বটবৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলে প্রেত সর্বাভরণে বিভূষিত হইয়া রাজার নিকট উপনীত হইল এবং রাজার সহিত আলাপ প্রত্যালাপ করিয়া তাঁহাকে পিষ্টক এবং পানীয় প্রদান করিল। রাজা সপরিষদ স্নান করিয়া পিষ্টক খাইলেন এবং জলপান করিলেন। পথক্লান্তি বিনোদনের পর রাজা প্রেতকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কি দেবতা, নাকি গন্ধর্ব?' প্রেত আত্মপরিচয় দিয়া নিজের সমস্ত ঘটনা রাজাকে বলিল। ইহাতে রাজা মিথ্যাদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইল। প্রেত রাজাকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিল। এসব বিষয় বর্ণনা করিবার মানসে সঙ্গীতকারক নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ

করিয়াছিলেন :

১. একদা পিঙ্গল নামক সুরাষ্ট্রাধিপতি মৌর্যবংশজাত ধর্মাশোককে উপদেশ প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় সুরাষ্ট্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২. রাজা খরতর গ্রীষ্মের মধ্যহ্নকালে পথ চলিতে লাগিলেন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে প্রেতকর্তৃক নির্মিত এক মৃদু ও সুন্দর রাস্তা দেখিতে পাইলেন।

৩. [তখন] রাজা সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, [হে সারথি,] এই রাস্তা রমণীয়, নির্ভয়, নিরুপদ্রব ও নিরাপদময়। সুতরাং এখান হইতে এপথেই সুরাষ্ট্রে গমন কর।

৪. সুরাষ্ট্রাধিপতি চতুরঙ্গিনী সেনাসহ স্বীয় নির্দেশিত রাস্তা দিয়াই চলিতে লাগিলেন। তখন জনৈক পুরুষ সন্ত্রস্তভাবে রাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন :

৫. মহারাজ, আমরা এখন ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর কুপথেই আরোহণ করিয়াছি। [যেহেতু] পুরোভাগেই রাস্তা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু পশ্চাতে অতিক্রান্ত রাস্তা দেখা যাইতেছে না।

৬. [এখন] আমরা বিপথগামী হইয়া ক্রমান্বয়ে প্রেতদের সমীপবর্তী হইতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। [কারণ এখন] প্রেতগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে এবং দারুণ শব্দ শোনা যাইতেছে।

৭. [তখন] সুরাষ্ট্ররাজ ও সংবিগ্ন হইয়া সারথিকে এরূপ বলিলেন, ‘আমরা ভয়ানক ও রোমাঞ্চকর কুপথেই প্রতিপন্ন হইয়াছি। পুরোভাগেই রাস্তা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু পশ্চাতের অতিক্রান্ত রাস্তা [আর] দেখা যাইতেছে না।

৮. আমরা কুপথই গ্রহণ করিয়া প্রেতলোকের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। (এখন) প্রেতগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে এবং দারুণ বিকট শব্দ শোনা যাইতেছে।

৯. (রাজা) হস্তীস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া চারিদিকে দেখিবার সময় অতি রমণীয় ছায়াসম্পন্ন, নীলমেঘ সদৃশ ও গাঢ় মেঘবর্ণে সুশোভিত প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।

১০. রাজা সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সারথি, নীলমেঘ সদৃশ প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় সুশোভিত ইহা কি দেখা যাইতেছে?

১১. মহারাজ, ছায়াসম্পন্ন নীলমেঘ সদৃশ প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় সুশোভিত যাহা দেখিতেছেন; (তাহা একটি) ন্যাগ্রোধবৃক্ষ।

১২. সুরাষ্ট্র মহারাজ (যেই দিকে) ছায়াসম্পন্ন নীলমেঘ সদৃশ ও প্রকাণ্ড

মেঘখণ্ডের ন্যায় সুশোভিত যেই ন্যাগ্রোধবৃক্ষ দেখা যাইতেছে, সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন।

১৩. রাজা সেই বৃক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইয়া হস্তীস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই বৃক্ষতলেই অমাত্যগণসহ সপরিষদ তথায় উপবেশন করিলেন।

১৪. তথায় দেখিলেন, স্থানে স্থানে সুশীতল পানীয় জল পরিপূর্ণ বহু ঘট এবং সুমধুর ও তৃপ্তিজনক পিষ্টক পরিপূর্ণ বহু ভাজন রহিয়াছে। সর্বালঙ্কারে বিভূষিত দেবপুত্রের ন্যায় এক পুরুষ (তখন) সুরাষ্ট্র রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

১৫. মহারাজ, আপনার আগমন স্বাগমনই হইয়াছে। আপনারা দূরে আসেন নাই। হে দেব অরিন্দম, আপনারা এই পানীয় পান করুন এবং পিষ্টক ভক্ষণ করুন।

১৬. সুরাষ্ট্ররাজ সমাজ ও পরিজনবর্গসহ উক্ত জল পান ও পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া এরূপ বলিলেন :

১৭. আপনি কি দেবতা, না গন্ধর্ব, নাকি দেবরাজ ইন্দ্র? আমরা তাহা না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমরা ইহা কী প্রকারে জানিব?

১৮. মহারাজ, আমি দেবতা, গন্ধর্ব অথবা দেবরাজ ইন্দ্র নহি, আমি প্রেত। সুরাষ্ট্র হইতেই এখানে জন্ম নিয়াছি।

১৯. আপনি সুরাষ্ট্ররাজ্যে পূর্বে কিরূপ শীলবান ও সদাচারী ছিলেন? কোন ব্রহ্মচর্যের ফলে আপনার এরূপ প্রভাব হইয়াছে?

২০. হে রাজ্যবর্ধন অরিদমনকারী মহারাজ, আপনি, অমাত্য, সপরিষদ, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতসহ তাহা শ্রবণ করুন।

২১. দেব, সুরাষ্ট্রদেশে আমি অকুশলচিত্তপরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টি, দুঃশীল জঘন্য প্রকৃতি এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে আক্রোধকারী মানব ছিলাম।

২২. আমি বহুজনকে দানাদি পুণ্যক্রিয়া ও পরের উপকার করিতে বারণ করিয়াছি। অপরের দানময় পুণ্যের অন্তরায়কারী ছিলাম।

২৩-২৪. দানের বিপাক নাই, শীলের ফল কোথায়? সদাচারাদি শিক্ষাদাতা আচার্য নাই। সদাচার কুআচার সবই মানুষের অন্তরে স্বভাবতই উদয় হয়। অদান্তকে কে দমন করিতে পারে? জগতের সকল প্রাণীই সমান। সুতরাং জ্যেষ্ঠকে পূজা-সম্মানে কী পুণ্য হইবে? জগতে বীর্য, উৎসাহ ও বল নামক কিছুই নাই। [এসব হইতে কোনোই ফল লাভ হয় না]

২৫. দানের কোনোই ফল নাই। প্রদত্ত দানের ফল ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায়

নিষ্ফল হয়। দানের দ্বারা এবং প্রাণিহত্যাদি দুঃশীলতায় শুদ্ধি লাভ হয় না। সত্ত্বগণ সুখ-দুঃখাদি যাহা কিছু লাভ করে, তৎ সমুদয় স্বভাবতই হইয়া থাকে। কর্ম হইতে কোনো ফলই লাভ হয় না।

২৬. পিতামাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কিছুই নাই। এই মনের জগৎ ব্যতীত পরলোক নামক কিছুই নাই। মহাদান এবং উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান নামক কিছুই নাই। দানে যাহা ব্যয় হয়, তাহা 'সুষ্ঠুরূপে নিধান করা হইল' বলিয়া যে কথিত হয়, তাহা অনর্থক কথা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে যে দান দেওয়া হয়, তাহাও অনর্থক ও নিষ্ফলে পর্যবসিত হয়।

২৭. যেই পুরুষ অপর পুরুষকে হনন করে অথবা শিরশ্ছেদ করে, ইহাতে পরমার্থত কিছুই হত্যা হয় না। মৃত্তিকার গর্তাভ্যন্তরে শস্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিলে যেমন কোনোই পাপের আশঙ্কা নাই, সেরূপ প্রাণীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিলেও তেমন কোনো পাপের আশঙ্কা নাই। কারণ জীব নিত্য স্বভাবধর্মী। তদ্ধেতু তাহা ছেদন ভেদন করা হয় না।

২৮. জীব অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য ধর্মশীল। জীব কখন কখন আটভাগে বিভক্ত হয়, কখন কখন গুড়পিণ্ডের ন্যায় এক হয়। আবার কোনো কোনো সময় পঞ্চশত যোজন উচুও হয়। সুতরাং এরূপ নিত্য নির্বিকার জীবকে শস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন করিবার যোগ্য এমন কে আছে?

২৯. (সূত্রের এক মাথা হাতে রাখিয়া) যদি সূত্রগোলক নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে সূত্র যেমন খুলিয়া সূত্রপিণ্ডের বিলীন হয়, সেরূপ এই জীব প্রবাহ চুরাশি লক্ষ মহাকল্প যাবৎ প্রবাহিত হইয়া বিলীন হইবে। এতদতিরক্ত প্রবাহিত হইবে না।

৩০. যেমন এক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গ্রামে প্রবেশ করে, এই জীবও সেরূপ এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবেশ করে।

৩১. মূর্খ হউক আর প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত হউক, সকলেই চুরাশি লক্ষ মহাকল্পাবধি সংসারে সংসরণ করিয়াই আবর্তদুঃখের অন্তসাধন করিবে। পণ্ডিতগণ এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মুক্ত হইতে পারিবে না এবং মূর্খগণও ইহার অধিককাল থাকিতে হইবে না।

৩২. সুখ-দুঃখ দ্রোণীতে এবং পিটকে পরিমাণ করার ন্যায় পরিমাণ করা হইতে পারে। জিন [বুদ্ধ]গণ প্রকৃষ্টরূপে জানেন। অন্য প্রাণীসমূহ সম্মূঢ়। সংসার তাহাদের জ্ঞানের বাহিরে।

৩৩. আমি পূর্বে এইরূপ কুশল প্রতিচ্ছাদিকা মোহের দ্বারা মোহিত হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি, দুঃশীল, কার্পণ্যমলে জঘন্য মলিন ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে

আক্রোধকারী ছিলাম।

৩৪-৩৫. [এই হইতে] ছয় মাস পরে আমার কালক্রিয়া হইবে। আমি এই কালক্রিয়ার পরে এমন কটু ও ঘোর নিরয়ে পতিত হইব যে [সেই নিরয়] চারিকোণ ও চারিদ্বারবিশিষ্ট এবং দীর্ঘপ্রস্থে সমান। তাহা লৌহময় প্রাচীর দ্বারা পরিক্ষিপ্ত ও লৌহবরণে আবৃত।

৩৬. সেই নরকের ভূমিতল লৌহময় নিত্য প্রজ্জ্বলিত, মহাতেজযুক্ত এবং সর্বদা চারিদিকে শতযোজন ব্যাপিয়া অগ্নিশিখা বিদ্যমান থাকে।

৩৭. নারকীগণ শত সহস্র বৎসর নরকদুঃখ ভোগ করার পর [একবার যেই ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠে] এখন তাহাই ভৈরবনাদে শোনা যায়। মহারাজ, ইহা শত সহস্র কোটি বৎসরের শতভাগের একভাগ মাত্র সময় অতিক্রান্তের লক্ষণ।

৩৮. যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি, দুঃশীল ও আর্যনিন্দুক, তাহারা কোটি লক্ষ বৎসর নিরয়ে পক্ব হয়।

৩৯. পাপকর্মের ফলে আমি তথায় পতিত হইয়া উক্ত দীর্ঘকাল যাবৎ দারুণ দুঃখ বেদনা অনুভব করিব। তদ্ধেতু আমি বহু অনুশোচনা করিতেছি।

৪০-৪১. হে রাজ্য বর্ধনকারী অরিন্দম মহারাজ [এখন আমার বর্তমান সুখের কারণ] শ্রবণ করুন আমার উত্তরা নাম্নী ভদ্রা [যেই] কন্যা আছে, সে [সর্বদা] কল্যাণকর্ম করে, পঞ্চশীল ও উপোসথ শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সংযতা, দাননিরতা, বদান্য ও কার্পণ্যমল বিহীন।

৪২. শাক্যমুনি সম্যকসম্বুদ্ধের উপাসিকা সেই শ্রীমতি পরকুলে গৃহবধূ হইলেও অখণ্ডভাবে শিক্ষাপদসমূহ রক্ষা করে।

৪৩. একদা অধোদৃষ্টিসম্পন্ন, স্মৃতিমান, সংযতেন্দ্রিয়, সুসংযত ও শীলবান এক ভিক্ষু গ্রামে ভিক্ষাচরণে প্রবিষ্ট হইলেন।

৪৪. [তিনি] ক্রমান্বয়ে আসিয়া তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই ভিক্ষুকে ভদ্রা উত্তরা দেখিতে পাইল।

৪৫. [তখন] সে একঘটি জল ও সুমধুর একখানা পিষ্টক শ্রদ্ধাচিত্তে উক্ত ভিক্ষুকে দান করিয়া বলিল, 'ভন্তে, এই দানময় পুণ্য আমার কালগত পিতার হউক।'

৪৬. এরূপে পুণ্যদান করা মাত্রই বিপাক উৎপন্ন হইল। [এখন] আমি বৈশ্রবণ রাজার ন্যায় ইচ্ছানুযায়ীই ভোগ করিতেছি।

৪৭. হে রাষ্ট্রবর্ধনকারী অরিন্দম মহারাজ, আপনি শ্রবণ করুন বুদ্ধ সদেবনরের অগ্র বলিয়া কথিত হয়। আপনি সপুত্রদার সেই বুদ্ধের শরণ

গ্রহণ করুন।

৪৮. অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারাই অমৃতপদ লাভ হয়। হে অরিন্দম, আপনি সপুত্রদার সেই ধর্মেরই শরণাপন্ন হউন।

৪৯. [বুদ্ধের শ্রাবক] সংঘ চারি মার্গে ও ফলে স্থিত। ঋজুভূত ও প্রজ্ঞাশীলে সমাহিত। হে অরিন্দম, সপুত্রদার সেই সংঘেরই শরণ গ্রহণ করুন।

৫০. শীঘ্রই প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হউন, জগতে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা পরিবর্জন করুন। মদ্যাদি নেশাদ্রব্য পান হইতে বিরত হউন, মিথ্যাভাষণ করিবেন না এবং স্বীয় দারেই তুষ্ট থাকিবেন।

৫১. 'হে যক্ষ, হে দেবতে, আপনি আমার [বড়ই] অর্থ ও হিতকামী। আপনার বাক্য গ্রহণ করিব। আপনি আমার আচার্য।

৫২. আমি নর-দেবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের, ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

৫৩. শীঘ্রই প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইব, জগতে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা পরিবর্জন করিতেছি, মদ্যাদি নেশাদ্রব্য সেবন করিব না এবং স্বকীয় দারেই তুষ্ট থাকিব।

৫৪. মহাবায়ু প্রবাহে অথবা খরস্রোতা নদীর জল প্রবাহে পতিত তৃণের ন্যায় আপনার ধর্মদেশনায় আমার পাপদৃষ্টি বিদূরীত করিয়া অমৃতময় বুদ্ধের শাসনে রত থাকিব।

৫৫. সুরাষ্ট্ররাজ এ কথা বলিয়া পাপদর্শন হইতে বিরত হইলেন এবং পূর্বমুখী হইয়া ভগবান উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিলেন। তৎপর গমনোদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করিলেন।

রথে আরোহণ করার পর যক্ষেরই ঋদ্ধ্যানুভাবে সেই দিবসেই স্বীয় নগরে উপস্থিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্য এক সময়ে উক্ত ঘটনা ভিক্ষুদিগকে বলিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা স্থবিরদিগকে বলিলেন। স্থবিরগণ এই বিষয়টি তৃতীয় সঙ্গীতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪. রেবতী পেত্নী

ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে একজন শ্রদ্ধাবান দানপতি উপাসক ছিলেন। তাঁহার নাম নন্দিক। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার জন্য সম্মুখ গৃহ হইতে তদীয় মাতুলকন্যা রেবতীকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রেবতী বড়ই শ্রদ্ধাহীনা, ত্রিরত্নে অপ্রসন্না ও কৃপণ স্বভাবসম্পন্না ছিল। তদ্ধেতু নন্দিক রেবতীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নন্দিকের

মাতা রেবতীকে বলিলেন, 'মাত, তুমি প্রত্যহ আমার গৃহে আসিয়া ভিক্ষুসংঘের উপবেশনের স্থান কাঁচা গোময় দ্বারা লিম্পন করিও, আসনাদি সজ্জিত করিও, তাহাতে পাত্রাধার স্থাপন করিও। ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া পাত্র গ্রহণ করিও এবং তাহা পাত্রাধারে সযত্নে স্থাপন করিও; আহার কার্য শেষ হইলে, পরিশ্রুত জলে পাত্রগুলি ধৌত করিয়া দিও। তুমি এরূপ করিলে আমার পুত্রের আদরণীয়া হইবে।'

রেবতী তখন হইতে নন্দিকের মাতার ইঙ্গিতানুসারে সমস্ত কাজ নির্ভুলভাবে সম্পাদন করিতে লাগিল। এরূপ কিছুদিন অতীত হইলে, নন্দিকের মাতা নন্দিককে বলিলেন, 'রেবতী এখন উপদেশ রক্ষাকারিণী ও শ্রদ্ধাবতী হইয়াছে। এখন তাহাকে তোমার জন্য আনিতে পারি কি?' নন্দিক তাহার পরিবর্তনের কথা শ্রবণ করিয়া মাতার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অতঃপর শুভলগ্নে অতীব উৎসবের সহিত বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের পর নন্দিক রেবতীকে বলিলেন, 'তুমি যদি ভিক্ষুসংঘ ও আমার পিতামাতাকে সুন্দররূপে সেবা-শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই এই গৃহে বাস করিতে পারিবে। তজ্জন্য সর্বদা সাবধান থাকিবে।' রেবতীও স্বামীর উপদেশ সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করিল। সে কিছুদিন শ্রদ্ধাবতীর ভান করিয়া স্বামীর অনুবর্তিণী হইল। এরূপে অবস্থান করিয়া সে যথাকালে দুইটি পুত্রের জননী হইল। তদনন্তর নন্দিকের পিতামাতার মৃত্যু হইল। রেবতীই এখন গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী হইয়া বসিল। নন্দিক ক্রমান্বয়ে মহাদানপতি হইয়া ভিক্ষুসংঘের জন্য নিত্য দানানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। দীন-দরিদ্র ও পথিকদের ভোজনের নিমিত্ত গৃহদ্বারে নিত্য রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঋষিপতন মহাবিহারে চারি প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানা বিহার নির্মাণ করাইয়া তাহাতে পালঙ্ক, শয্যাদি সমস্ত উপকরণ দিয়া এই বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন। দান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাবতিংস ভবনে দীর্ঘ-প্রস্থে দ্বাদশ যোজন, উচ্চতায় শতযোজন সপ্তরত্নময় এবং অপ্সরাগণ সমাকীর্ণ দিব্যপ্রাসাদ প্রাদুর্ভূত হইল।

একসময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন দেবলোকে ভ্রমণ করিবার সময় অভিনব এই দিব্যপ্রাসাদ দেখিলেন। তখন তাঁহাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত আগত জনৈক দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই প্রাসাদ কাহার?' দেবপুত্র বলিলেন, 'ভন্তে, এই প্রাসাদের অধিকারী বারাণসীর নন্দিক নামক উপাসক। তিনি এখনো মনুষ্যলোকে। তিনি সংঘের উদ্দেশ্যে চারি প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানা বিহার নির্মাণ করাইয়া দান করিয়াছেন। তৎপুণ্যেই তাঁহার জন্য এই প্রাসাদ

উৎপন্ন হইয়াছে।

সেই প্রাসাদে উৎপন্ন অপ্সরাগণ আসিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিল, 'ভন্তে, আমরা বারাণসীর নন্দিক উপাসকের পরিচারিকা হইবার জন্যই এই বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি গিয়া অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে এরূপ বলিবেন, 'তোমার পরিচারিকা হইবার জন্য উৎপন্ন দেবকন্যাগণ তোমার গৌণে উৎকণ্ঠিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছে। মৃত্তিকাপাত্র ভগ্ন করিয়া সুবর্ণ ভাজন গ্রহণের ন্যায়ই মনুষ্যসম্পত্তি হইতে দেবসম্পত্তি শ্রেষ্ঠ ও অতিশয় মনোজ্ঞ। ইহা বলিয়া তাঁহাকে অতি সহসা এখানে আসিতে বলিবেন।' স্থবিরও সাধু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। স্থবির দেবলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া চারিপরিষদ মধ্যে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, পুণ্যবানেরা ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই দেবলোকে তাহাদের জন্য দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয় কি?' ভগবান বলিলেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, তুমি দেবলোকে নন্দিকের উৎপন্ন দিব্যসম্পত্তি নিজেই দেখিয়াছ নয় কি? তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?' মৌদ্গাল্লায়ন বলিলেন, 'হ্যাঁ ভন্তে, দেখিয়াছি।' তখন শাস্তা বলিলেন, কোনো প্রবাসী দীর্ঘদিনের পর প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ তাহাকে অভিনন্দের সহিত যেমন গ্রহণ করে, পুণ্যসমূহও তাহাকে অভিনন্দনের সহিত গ্রহণ করে।' ইহা বলিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

প্রবাসী পুরুষ দীর্ঘ প্রবাসের পর দূর হইতে নিরাপদে স্বীয় গৃহে উপস্থিত হইলে, জ্ঞাতি মিত্র ও সুহৃদবর্গ যেমন তাহাকে অভিনন্দন-সহকারে গ্রহণ করে, সেইরূপই পুণ্যসমূহ ইহলোক হইতে পরলোকে গত ব্যক্তিকে প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় সাদরে প্রতিগ্রহণ করে।

নন্দিক মৌদ্গাল্লায়ন ও ভগবানের মুখে এসব কথা শ্রবণ করিয়া, আরও বহুলভাবে দানাদি পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইবার সময় রেবতীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আমার প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের দান এবং অনাথদের দান উত্তমরূপে রক্ষা করিও।' রেবতী স্বামীর উপদেশ পালন করিবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। তিনি প্রবাসে গিয়া যেই যেই স্থানে বাস করেন, সেই স্থানে ভিক্ষুসংঘ অনাথ এবং যাচকদিগকে যথাশক্তি দান দিতেন। তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া বহুদূর হইতে ক্ষীণাসব অর্হৎগণ আসিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রবাসে চলিয়া গেলে রেবতী কয়েকদিন মাত্র তাঁহার দানরীতি যথানিয়মে প্রবর্তন করিয়া অনাথদের জন্য রন্ধননীতি উচ্ছেদ করিল। ভিক্ষুদিগকেও ক্ষুদ চাউলের নিকৃষ্ট অন্ন ও

কাজি দিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষুগণ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে, সেই স্থানে নিজের উচ্ছিষ্ট ভাত ও অস্থি কণ্টক ছিটিয়া দিয়া প্রতিবেশী লোকজনকে ডাকিয়া দেখাইত এবং বলিত—'শ্রমণদের কর্ম দেখ। আমাদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত দানীয়বস্তু কী প্রকারে নষ্ট করিতেছে।' রেবতীর এরূপ ব্যবহারে ভিক্ষুগণ নন্দিকের গৃহে আসা ত্যাগ করিলেন।

নন্দিক ব্যবসায়ে বহু লাভ করিয়া দেশে আসিলেন। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে রেবতীর এবম্বিধ আচরণ জ্ঞাত হইয়া রেবতীকে গৃহ হইতে বাহির করাইয়া দিয়া তৎপর গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরদিবস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান প্রদান করিয়া পুনরায় ভিক্ষুসংঘকে নিত্য দান ও অনাথদের দান প্রবর্তন করিয়া দিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু রেবতীর এবম্বিধ দুর্দশা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন। নন্দিককে তিনি অনেক বুঝাইয়া 'শুধু জীবন রক্ষার জন্য আহার পাইবে মাত্র।' এ কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে গৃহে আনিয়া দিলেন। নন্দিক আয়ুষ্কালের অবসানে মৃত্যুর পর তাবতিংস ভবনে স্বীয় পুণ্যবলে প্রাদুর্ভূত বিমানেই উৎপন্ন হইলেন। এদিকে রেবতী মনে করিল, 'ভিক্ষুগণই তাহার অনর্থের মূল।' তাই সে ভিক্ষুদিগকে আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সেই সময়ে বৈশ্রবণ রাজা দুজন যক্ষকে এরূপ আদেশ করিলেন, 'তোমরা বারাণসী নগরে গিয়া এরূপ ঘোষণা কর যে, এই হইতে সপ্তম দিবসে রেবতী জীবিতাবস্থাতেই নরকে প্রক্ষিপ্ত হইবে।' যক্ষগণও তৎমুহূর্তে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। বারাণসীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উক্ত দেব ঘোষণা শুনিয়া অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন রেবতী করিল কি? প্রাসাদের উপর তলের দরজা জানালা সমস্তই শক্তরূপে বন্ধন করিয়া তথায় বসিয়া রহিল। সপ্তম দিবসে পাপকর্মের শক্তিবলে বৈশ্রবণ রাজার আদিষ্ট প্রজ্জ্বলিত কপিল কেশ শশ্রুসম্পন্ন, চেপ্টা বিরূপ নাসিকা, দীর্ঘ দন্ত ও ঝলঝলে লোহিতবর্ণ বিশাল ভয়ঙ্কর চক্ষুসম্পন্ন অতি ভয়ানক রূপধারী দুইজন যক্ষ হঠাৎ সেই গোপন স্থানে রেবতীর নিকট আসিয়া ভীমরবে বলিল, 'হে দারুণ পাপীয়সী রেবতে, উঠ' এ কথা বলিয়া উভয়ে তাহার উভয় বাহুতে ধরিল। মানবগণ দর্শন করুক।' যক্ষদ্বয় এই মনে করিয়া সমস্ত নগরের রাস্তায় তাহাকে পরিভ্রমণ করাইয়া আকাশপথে তাবতিংস ভবনে উপস্থিত হইল। তথায় তাহাকে নন্দিকের বিমান ও দিব্যসম্পত্তি দর্শন করাইল। রেবতীর সকাতর বিলাপ করা সত্ত্বেও যম পুরুষগণ পুনরায় সেই স্থান হইতে তাহাকে উস্‌সদ নিরয় সমীপে নিয়া গেল। ইহা উপলক্ষ করিয়া

সঙ্গীতিকারকগণ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করিয়াছিলেন :

১. হে দারুণ পাপিষ্ঠা অদায়িকা রেবতে, উঠ যেই দুর্গতি স্থানে নৈরয়িকগণকে বিধূনিত করে এবং যেখানে নারকিগণ সর্বদা মহাদুঃখে বাস করে, তোমার জন্য উন্মুক্ত দ্বার সেই নরকেই তোমাকে নিয়া যাইব।

২. রক্তবর্ণ নেত্রসম্পন্ন যক্ষ যমদূতদ্বয় এরূপ বলার পর রেবতীর বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া আকাশপথে দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এইরূপে যক্ষদ্বয় তাহাকে তাবতিংস স্বর্গে নিয়া নন্দিকের বিমানের অনতিদূরে রাখিল। রেবতী সূর্যমণ্ডল সদৃশ অতিশয় জ্যোতির্ময় নন্দিক বিমান দর্শন করিয়া যক্ষদ্বয়কে নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল।

৩. সূর্যের ন্যায় বর্ণশালী, অতিশয় মনোরম, জ্যোতির্ময়, সুবর্ণজালে সমাচ্ছন্ন, বহুজন সমাকীর্ণ ও সূর্যকিরণের ন্যায় উদ্ভাসিত এই সুন্দর বিমান কাহার?

৪. নারীগণ চন্দনসার গন্ধে অনুলিপ্ত বিমান ভিতর-বাহির অতিশয় শোভনীয় এবং তাহা দেখিতে সূর্যের ন্যায় বর্ণশালী। দেবলোকে আসিয়া এই বিমানে কে প্রমোদিত হইতেছে?

যক্ষগণ রেবতীকে বলিল :

৫. বারাণসীতে ত্যাগশীল, অকৃপণ ও দানপতি নন্দিক নামক জনৈক উপাসক ছিলেন। বহুজন সমাকীর্ণ ও সূর্যের ন্যায় রশ্মিবিকীর্ণমান এই বিমান তাঁহার।

৬. চন্দনসার গন্ধে অনুলিপ্ত নারিগণ দ্বারা নৃত্যগীতে বাদ্যে ভিতর-বাহির সুশোভিত ও দেখিতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এই বিমানে স্বর্গ সম্প্রাপ্ত নন্দিকই প্রমোদিত হইতেছেন।

যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া রেবতী বলিল :

৭. আমি নন্দিকের ভার্যা। আমি তাঁহার গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। সেই সত্ত্বে এখন আমি আমার স্বামীর বিমানে রমিত হইব। আমি নিরয় দর্শন ইচ্ছা করি না।

রেবতী এরূপ বলিলেও তাহারা 'তাহা তুমি প্রার্থনা কর বা না কর, তোমার প্রার্থনার প্রয়োজনই বা কি?' এই বলিয়া তাহাকে নিরয় সমীপে নিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি বলিয়াছিলেন :

৮. হে দারুণ পাপিষ্ঠ, এই নরকেই তোমার স্থান। তুমি মানবজন্মে পুণ্যকর্ম কর নাই। পাপী, কৃপণ ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গ লাভ করিতে পারে না।

এই বলিয়া যক্ষদ্বয় সেইখানেই অন্তর্হিত হইল। তখন পুনঃ ওই যক্ষদ্বয়ের ন্যায় দুইজন নিরয়পাল সৎসবক নামক বিষ্ঠা নিরয়ে নিক্ষেপ করিবার জন্য তাহাকে আকর্ষণ করিল। তখন রেবতী নিরয়পালদ্বয়কে দেখিয়া উক্ত নিরয় সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিল :

৯. এখানে বিষ্ঠামূত্র ও নানাবিধ অশুচি দেখা যাইতেছে কেন? ইহা কী দুর্গন্ধ পঁচা বিষ্ঠা। ইহা হইতে কী ভীষণ দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে।

নিরয়পাল বলিল :

১০. হে রেবতে, তুমি সেইখানে পতিত হইয়া সহস্র বৎসর পক্ব হইবে, এই সেই ‘সংসবক’ নামক নিরয়। ইহা শত পুরুষ প্রমাণ গভীর।

নিরয়পালগণ এইরূপ বলিলে, রেবতী জিজ্ঞাসা করিল :

১১. কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিলে শতপুরুষ গভীর এই ‘সংসবক’ নামক নরকে পতিত হয়?

নিরয়পাল বলিল :

১২. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্র ও পথিকদিগকে তুমি মিথ্যা বাক্যে প্রবঞ্চণা করিয়াছ। তুমি উক্ত পাপসমূহ সম্পাদন করিয়াছ।

১৩. হে রেবতে, সে কারণেই তুমি শতপুরুষ গভীর এই ‘সংসবক’ নামক নরক লাভ করিয়াছ। তুমি এখানে সহস্র বৎসর পক্ব হইবে।

শুধু এই নরক ভোগের দ্বারাই নিস্তার হইবে তাহা নহে। অপিচ সেখানে অনেক সহস্র বৎসর পক্ব হইয়া উত্তীর্ণ হইলে পুনর্বার হস্তপদ ছেদনাদি দুর্গতিও ভোগ করিতে হইবে। তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি বলিল :

১৪. তোমার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিবে। তৎপর প্রকাণ্ড দেহধারী অনেক শতসহস্র কাক আসিয়া তালবৃক্ষের কাণ্ড প্রমাণ সুশানিত চঞ্চু দ্বারা তোমাকে বিদ্ধ করিয়া খাইতে থাকিবে।

রেবতী ইহা শুনিয়া এরূপ প্রার্থনা করিল :

১৫. আমাকে যেই পথে আনিয়াছেন, পুনরায় সেই পথে নিয়া চলুন। যাহা করিয়া সুখী হয় ও পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয় না, সেই দান, সমচর্যা, সংযম ও চিত্ত দমনাদি বহুবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।

যমপালগণ বলিল :

১৬. তুমি পূর্বে প্রমোদিত হইয়া এখন বিলাপ করিতেছ। তোমার স্বীয় কৃত কর্মের ফল তুমিই ভোগ করিবে।

রেবতী বলিল :

১৭. কেহ দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া আমাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুশাসন করে নাই যে, 'পরপীড়ন ও দণ্ডদান বিরহিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে আচ্ছাদন, শর্যা, বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দান কর।'

১৮. 'কৃপণ, প্রদুষ্ট চিত্ত ও পাপধর্মপরায়ণদের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না।

১৯. আমি এখান হইতে গিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিলে ত্যাগশীল ও শীলবতী হইব এবং দান, সমচর্যা, সংযম ও চিত্তদমন দ্বারা বহুবিধ কুশলকর্ম করিব।

২০. আমি সুপ্রসন্ন চিত্তে পুষ্প ও ফলের বাগান রোপণ করিব। উঁচু-নিচু ও জল কর্দমময় স্থানে সেতু নির্মাণ করিয়া দিব। জলসত্র ও জলকূপ প্রদান করিব।

২১-২২. চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রতিহার্যপক্ষে প্রাণিহত্যাদি হইতে বিরতি সুসমাহিত অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিব। সকল উপোসথ দিবসে উপোসথশীল এবং কায়-বাক্য-মনে নিত্য শীলে সর্বদা সংযত থাকিব। দান দিতে ভুল করিব না। যেহেতু এই দুঃখময় স্থান আমি নিজেই দর্শন করিলাম।

নিম্নোক্ত গাথাটি সঙ্গীতিকারকগণের ভাষিত—

২৩. এইরূপে কম্পমান হৃদয়ে বিলাপে নিরতা [রেবতীকে] ঊর্ধ্বপাদ অধোশিরে ঘোর নিরয়ে নিক্ষেপ করিল।

রেবতী নিরয়ে পতনকালে নিম্নোক্ত শেষ গাথাটি বলিয়াছিল :

২৪. আমি পূর্বে কৃপণস্বভাবা ছিলাম। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে ভর্ৎসনা করিতাম এবং স্বামীকে মিথ্যাবাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়া ঘোর নরকে পক্ব হইতেছি।

যক্ষগণ রেবতীকে ধরিয়া নিয়া গেলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় বলিলেন। ভগবান তাহা শ্রবণ করিয়া প্রথম হইতে সমস্ত বিষয় তিনি বর্ণনা করিলেন। তদুপরি তিনি বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনা শেষ হইলে, তথায় বহু নারনারী স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

৫. ইক্ষুপ্রেত

ভগবান বেণুবনে বাস করিবার সময় অন্যতর এক ব্যক্তি এক আটি ইক্ষু স্কন্ধে লইয়া এবং আর একখানি খাইতে খাইতে গমন করিতেছিল।

সেই সময়ে কোনো এক শীলবান ও কল্যাণধর্ম উপাসক একটি ছোট

বালক সঙ্গে করিয়া ওই ইক্ষুবাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। বালক ইক্ষু দেখিয়া 'আমাকে ইক্ষু দাও, আমাকে ইক্ষু দাও' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। উপাসক বালকের রোদন নিবারণকল্পে ইক্ষুবাহীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে উপাসকের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপাদি করিল না এবং বালককে একখণ্ড ইক্ষুও প্রদান করিল না। উপাসক তখন সেই বালককে দেখাইয়া বলিলেন, '[ভাই] এই বালকটি ইক্ষুর জন্য রোদন করিতেছে। ইহাকে একখণ্ড ইক্ষু দাও।' ইক্ষুবাহী উপাসকের অনুরোধ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দ্বেষচিত্তে অনাদরবশে একখানা ইক্ষুযষ্টি পিছনদিকে নিক্ষেপ করিল।

এই ইক্ষুবাহী ব্যক্তি মৃত্যুর পর চিরপোষিত লোভ-হেতু প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তাহার স্বকীয় কর্মফলেই তথায় আট করীস স্থান ব্যাপিয়া অঞ্জনবর্ণ, মূসল-দণ্ডপ্রমাণ ঘন ইক্ষু সমাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ইক্ষুবন উৎপন্ন হইল। সে ইক্ষু খাইবার ইচ্ছায় ইক্ষুবনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ইক্ষু দ্বারা সে বেদমভাবে প্রহৃত হইত, এরূপ প্রহারে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িত।

অনন্তর একদা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন রাজগৃহে পিণ্ডচারণে গমনকালে পথিমধ্যে উক্ত প্রেতকে দেখিতে পাইলেন। সে স্থবিরকে দেখিয়া স্বীয় কৃতকর্ম সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল :

১. ভন্তে, বহু পুণ্যফলেই আমার এই ইক্ষুবন উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ইহা আমার পরিভোগে আসিতেছে না। বলুন ভন্তে, ইহা আমার কিদৃশ কর্মের বিপাক?

২. (এই ইক্ষুবন হইতে) কিঞ্চিৎ ইক্ষু পরিভোগের জন্য চেষ্টা করিলে, ইক্ষু দ্বারা সাঙ্ঘাতিকরূপে প্রহৃত হই, খরশান অসি দ্বারা কর্তনের ন্যায় ইক্ষুপাত্রে সর্বাঙ্গ কর্তন হয়। তখন আমি শক্তি শূন্য হইয়া অতিশয় দীন-হীনভাবে দুঃখে প্রপীড়িত হই এবং প্রলাপ করিতে থাকি ইহা আমার কোন কর্মের বিপাক?

৩. আমি শক্তিশূন্য হইয়া মাটিতেই পতিত হই এবং [জল হইতে স্থলে উত্তোলিত] মৎস্যের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অশ্রু বিগলিত নয়নে রোদনপরায়ণ হইয়া ছটফট করিতে থাকি। ভন্তে, ইহা আমার কোন কর্মের বিপাক [তাহা] বলুন।

৪. তখন আমি ক্ষুধিত, ক্লান্ত, পিপাসিত হইয়া পড়ি। আমার কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু বিশুষ্ক হয়। কোনোদিন খাইতে পাই নাই। খাওয়ার সুখ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। ভন্তে, আপনাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমি কোন

উপায়ে ইক্ষু পরিভোগ করিতে পারিব?

প্রত্যুত্তরে স্থবির বলিলেন :

৫. তুমি পূর্বজন্মে মনুষ্যাবস্থায় নিজেই ইহার কারণ উৎপন্ন করিয়াছ। আমি সেই বিষয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হও।

৬. তুমি ইক্ষু খাইতে খাইতে গমন করিবার সময় এক ব্যক্তি তোমার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। সেও কিঞ্চিৎ ইক্ষু লাভের আশায় তোমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলে তুমি তাহার সহিত কোনোই আলাপ করিলে না।

৭. তুমি তাহার সহিত আলাপ করিতেছ না দেখিয়া, সে এই বাক্যে যাচঞা করিয়াছিল—'আর্য, আমাকে কিঞ্চিৎ ইক্ষু দাও।' তখন তুমি অগত্যা তাহার উদ্দেশ্যে একখানি ইক্ষু পিছন দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহাও তাচ্ছল্য-সহকারে। সেই কর্মেরই বিপাক এখন ভোগ করিতেছ।

৮. তুমি এখন পিছুহাতেই ইক্ষু গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছা খাও। ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট ও প্রমোদিত হইবে।

৯. [তখন প্রেত স্থবিরের কথিত নিয়মে] ইক্ষুবাগানে উপস্থিত হইয়া পিছুহাতেই ইক্ষু গ্রহণ করিল এবং তাহা যথেচ্ছারূপে খাইয়া সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট ও প্রমোদিত হইল।

তৎপর উক্ত নিয়মে সেই বাগান হইতে প্রকাণ্ড এক আঁটি ইক্ষু লইয়া স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির সেই প্রেতের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। তাহার দ্বারাই উক্ত ইক্ষু আঁটি বহন করাইয়া বেণুবন বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং তাহা ভগবানকে প্রদান করিলেন। ভগবান তাহা ভিক্ষুসংঘসহ পরিভোগ করিলেন। বুদ্ধ দানের ফল ব্যাখ্যা করিলেন। প্রেত ইহা শ্রবণে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। প্রেত সেই হইতে ওই উদ্যানের ইক্ষু যথাসুখে পরিভোগ করিয়াছিল উক্ত প্রেতের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে, প্রেতলোক হইতে চ্যুত হইয়া তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল।

সেই প্রেত সম্বন্ধে প্রচার হওয়াতে বহুলোক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে এ কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। জনগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কার্পণ্যমল ত্যাগ করিলেন।

৬. কুমার প্রেত

ভগবান জেতবনে বাস করিবার সময় দুইটি প্রেত প্রসঙ্গে এই বিষয়টি বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে কোশলরাজের রূপবান দুইটি পুত্র প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিলে, যৌবনমদে মত্ত হইয়া পরদার লঙ্ঘনে রত হইল। এরূপ ব্যভিচারে রত হইয়া কিছুদিন অতীত হওয়ার পর, তাহারা উভয়েই মৃত্যুর পর এক পরিখাপার্শ্বে প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। তাহারা রাত্রিতে তথায় ভৈরব শব্দে রোদন করিত। তথাকার জনগণ তাহাদের এই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। এই অমঙ্গল উপশম মানসে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান প্রদান করিলেন এবং ওই ভৈরব শব্দের কথাও ভগবানকে বলিলেন। ভগবান সকলকে এরূপ আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলেন, 'হে উপাসকগণ, এই ভৈরব শব্দে তোমাদের কোনোই অন্তরায় হইবে না।' এরূপ শব্দের কারণ বুদ্ধ নিম্নোক্ত সাতটি গাথায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন :

১. হিমালয়ের পার্শ্বেই শ্রাবস্তী নগরী অবস্থিত। তথায় সর্বজন বিদিত দুইজন রাজকুমার ছিল। তাহা আমিও শুনিয়াছি।

২. তাহারা রঞ্জনীয় বিষয়ে প্রমত্ত ও কামগুণ আস্বাদবশে অভিনন্দনশীল হইয়া আপাতত সুখে মুগ্ধ হইয়াছিল। দুশ্চরিত্র ত্যাগ করিয়া সুচরিত আচরণে দেব-নরলোকে ভবিষ্যতের সুখ তাহারা দর্শন বা চিন্তা করে নাই।

৩. তাহারা এই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হইয়া পরলোকে গিয়াছে। এখন তাহারা প্রেত হইয়া পূর্ব দুষ্কর্ম-হেতু অদৃশ্যরূপে অবস্থান করিয়া ভৈরব রবে ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে।

৪. 'আমাদের নিকট দান করিবার বহু বস্তু থাকা সত্ত্বেও তাহা হইতে অল্পমাত্রও দান করি নাই। ভবিষ্যৎ সুখাবহ পুণ্যকর্মে নিজকে নিরুপদ্রব করিতে পারি নাই।

৫. আমরা রাজকুল হইতে চ্যুত হইয়া এই প্রেতলোকে তীব্র ক্ষুধা পিপাসাতুর প্রেত হইয়াছি। ইহার চেয়ে হীনত্ব আর কী হইতে পারে?

৬. মনুষ্যজন্মে যেসব স্থানে প্রভু হইয়া বিচরণ করিয়াছে, চ্যুতির পর সেসব স্থানে প্রভুত্বহীন হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য অবস্থায় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া মরণের পর স্বীয় কর্মবশে ক্ষুধা পিপাসাতুর হীন প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

৭. এইরূপ ঐশ্বর্যমদ-হেতু অপায়ে উৎপত্তির দোষ জ্ঞাত হইয়া ঐশ্বর্যমদ ত্যাগ করা উচিত। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা মরণের পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

ভগবান এই প্রকারে জনগণকে উক্ত প্রেতদ্বয়ের বিষয় বর্ণনা করিলেন। বুদ্ধ সেই জনগণ দ্বারা দানপুণ্য এই প্রেতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রদান করাইলেন। তৎপর তিনি উপস্থিত জনগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল।

৭. রাজপুত্র প্রেত

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালীন এই বিষয়টি রাজপুত্র প্রেতকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন।

এ গ্রন্থের পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কিতবস্‌স নামক রাজপুত্র পচ্চেক বুদ্ধের প্রতি অপরাধ করিয়া বহু সহস্র বৎসর নরকে পক্ব হইয়াছিল, সেই কর্মের অবশিষ্ট বিপাক ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। এখানে সেই রাজপুত্র প্রেতই জ্ঞাতব্য।

ইহার বিষয় সানুবাসী প্রেত কাহিনীতে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তদ্ধেতু তথায় বর্ণনানুসারেই গ্রহীতব্য।

স্থবির স্বীয় জ্ঞাতিপ্রেতদিগের ঘটনা বলিলে, তখন ভগবান বলিলেন, 'শুধু তোমার জ্ঞাতি নয়, তুমিও ইহার অতীত জন্মে প্রেত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছ।' তখন স্থবিরের প্রার্থনায় বুদ্ধ তাঁহার সেই অতীত বিষয় বলিতে লাগিলেন।

১-২. পূর্বজন্মার্জিত অকুশল কর্মের ফল বিপুলভাবে উৎপন্ন হইয়া অজ্ঞানান্ধ মূর্খের চিত্তকে মর্দন করে। মনোরম রূপ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এবং নানাপ্রকার নৃত্যগীতাদি কামবাসনা সম্পূরণ ও বন্ধুদের সহিত বিবিধ ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত হইয়া 'কিতবস্‌স রাজকুমার' গিরিব্রজের উদ্যানে প্রবেশ করিল।

৩. উত্তম দমনে দমিত চিত্ত, অর্হত্ত্বফল সমাধি দ্বারা সমাহিত অল্পেচ্ছু পাপের প্রতি লজ্জাশীল এবং পিণ্ডচারণে লব্ধ আহার্যেই সন্তুষ্টচিত্ত ঋষিবর সুনেত্ত নামক পচ্চেক বুদ্ধকে রাজপুত্র দেখিতে পাইল।

৪. সেই রাজপুত্র হস্তীস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া 'ভন্তে, কিছু লাভ করিয়াছেন কি?' এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রটি লইয়া ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষেপণ করিল।

৫. পাত্রটি শক্ত ভূমিতে পড়িয়া ভগ্ন হইল। ইহাতে রাজপুত্র অট্টহাস্যে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমি কিতকরাজের পুত্র। ভিক্ষু, তুমি আমাকে কি করিবে?'

৬. সেই কর্মের বিপাকে রাজপুত্র নিরয়ে গিয়া যাহা ভোগ করিয়াছিল, সেই দুঃখ অতি দারুণ ও ভীষণ।

৭. পাপী ব্যক্তিগণ নিরয়ে নানাপ্রকার উৎকট দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ছয় প্রকারে ছয় চুরাশি হাজার বৎসর অতীত করে।

৮. উত্তান, উপুড়, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে, শায়িতাবস্থায় এবং ঊর্ধ্বপাদ ও অধোপাদ এই ষড়বিধ অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক অবস্থায় চুরাশি সহস্র বৎসর হিসেবে সুদীর্ঘ ছয় চুরাশি সহস্র বৎসর মূর্খগণ নরকে পক্ব হইতে থাকে।

৯. পাপী ব্যক্তিগণ বহুসহস্র বৎসর যাবৎ নিরয়ে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

১০. পাপী ব্যক্তিগণ এমন অপ্রদুষ্ট ও সুব্রত ঋষিকে নিগ্রহ করিয়া অতীব দুঃখদায়ক নিরয়ে পতিত হইয়া পক্ব হয়।

১১. সেই রাজপুত্র নিরয়ে বহু বৎসর যাবৎ বহু নারকীয় দুঃখ ভোগ করার পর সেখান হইতে চ্যুত হইয়া ক্ষুধাপিপাসাতুর প্রেতরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।

১২. ঐশ্বর্যমদে মত্ত হওয়ার এরূপ দোষ দর্শনান্তর তাহা ত্যাগ করিয়া সুসংযতভাবে জীবনযাপনে রত থাকিবে।

১৩. যাঁহারা বুদ্ধের প্রতি গৌরব সম্মান করেন, সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ ইহলোকেও প্রশংসনীয় হন এবং মরণের পরও স্বর্গে উৎপন্ন হন।

ভগবান এই প্রেতের কথা বলাতে উপস্থিত জনমণ্ডলীর অন্তরে সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপর তিনি চারি আর্যসত্য দেশনা করাতে বহুলোক স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮. গূথখাদক প্রেত

শ্রাবস্তী নগরের অনতিদূরে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের জনৈক ব্যক্তি স্বীয় পুরোহিত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে একখানি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় নানা জনপদ হইতে ভিক্ষুগণ আসিয়া বাস করিতেছিলেন। দায়কগণ প্রসন্নচিত্তে চতুর্প্রত্যয়ে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত ভিক্ষু আগন্তুক ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার সহ্য করিতে পারিলেন না। ঈর্ষাবশে তাঁহাদের নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিয়া বিহার দায়ককে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তিনি পুরোহিতের ঈর্ষাময় মিথ্যাকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুরোহিতসহ আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে অতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-সহকারে তিরস্কার করিলেন।

অনন্তর কালপরিপূর্ণে কুল পুরোহিত ভিক্ষু মৃত্যুর পর সেই বিহারের পায়খানার প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল এবং বিহারদায়কও দেহত্যাগ করিয়া তাহারই উপরিভাগে প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এই প্রেতদ্বয়কে তাহাদের প্রেতত্ব প্রাপ্তির কারণ নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. বিষ্ঠাকূপ হইতে উঠিয়া দীন-হীনভাবে যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তুমি কে?

নিশ্চয়ই পাপী। কী পাপ করিয়াছ?

প্রেত বলিল :

২. ভন্তে, আমি দুর্গত যম প্রেতলোকবাসী প্রেত। পাপকর্ম করিয়াই মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

তখন স্থবির তাহার কৃত পাপকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. কায়-বাক্য-মনে তুমি কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই বা এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ?

প্রেত নিম্নোক্ত বাক্যে স্বীয় কৃতকর্ম প্রকাশ করিল :

৪. আমার এক ঈর্ষা ও কুলমাৎসর্যপরায়ণ আবাসিক পুরোহিত ভিক্ষু ছিল। সেই জঘন্য কর্কশভাষী পুরোহিত আমার নির্মিত বিহারে তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া বাস করিত।

৫. একসময় আমি তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই আমি মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

স্থবির ইহা শ্রবণে উক্ত পুরোহিতের গতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬. তোমার মিত্ররূপী যেই অমিত্র পুরোহিত ছিল, সেই দুষ্প্রজ্ঞ দেহ ত্যাগের পর কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে?

প্রেত বলিল :

৭. আমি সেই পাপকারীর মস্তকেই স্থিত হইয়াছি। সে মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে আসিয়া আমারই পরিচারক হইয়াছে।

৮. ভদন্ত মহামৌদ্গল্লায়ন, এই পায়খানায় অপরের পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি ভক্ষণ করি, আমি ইহা ভোজন করিয়া, যেই বিষ্ঠা ত্যাগ করি, এই পুরোহিত প্রেত প্রত্যহ তাহা খাইয়া জীবনযাপন করে।

বিহারদায়ক প্রিয়শীল ভিক্ষুদিগকে আক্রোশপূর্ণ তিরস্কার বাক্যে বলিয়াছিল, 'এরূপ আহার পরিভোগ করার চেয়ে তোমাদের পক্ষে বিষ্ঠা ভক্ষণ করাই শ্রেয় ছিল।' পুরোহিত বিহারদায়ককে উক্তরূপ তিরস্কার করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া নিজেও সেইরূপ বাক্যে আক্রোশ করিয়াছিল। তদ্ধেতু ভিক্ষুর এই প্রেতজীবিকা বিহারদায়কের প্রেতজীবিকা হইতে নিকৃষ্টতর হইয়াছিল।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়ন উক্ত বিষয় ভগবানকে বলিয়াছিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া আক্রোশপূর্ণ তিরস্কারের দোষ বর্ণনান্তর উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা মহাজনসংঘের সার্থক

হইয়াছিল।

৯. গূথখাদিকা পেত্নী

শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় অপর এক বিষ্ঠা ভক্ষণকারিণী পেত্নীকে উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়টি কথিত হইয়াছিল।

ইহার বিষয়বস্তু এই চতুর্থ বর্গের অষ্টম বস্তুর ন্যায়। এখানে বিশেষত্বের মধ্যে বিহারদায়কের স্থানে বিহারদায়িকা হইবে।

১. বিষ্ঠাকূপ হইতে উঠিয়া অতি দীন-হীনভাবে যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তুমি কে? তুমি নিশ্চয়ই পাপীয়সী। কোন পাপ করিয়াছ?

পেত্নী ইহা শুনিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে স্বীয় পাপ প্রকাশ করিল :

২. ভদন্ত, আমি দুর্গত যম প্রেতলোকবাসিনী পেত্নী। পাপকর্ম করিয়াই এই মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. কায়-বাক্য-মনে তুমি কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কোন কর্মের বিপাকেই বা এমন দুঃখ ভোগ করিতেছ?

প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল :

৪. আমার এক কুলমাৎসর্য-পরায়ণ আবাসিক পুরোহিত ভিক্ষু ছিল। সেই জঘণ্য ও কর্কশভাষী পুরোহিত আমার নির্মিত বিহারে তৃষ্ণাপরায়ণ হইয়া বাস করিত।

৫. একদা আমি তাহার কথায় বশীভূত হইয়া ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই আমি এই মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

স্থবির এ কথা শ্রবণে উক্ত পুরোহিতের গতি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬. তোমার মিত্ররূপী যেই অমিত্র পুরোহিত ছিল, সেই দুষ্প্রজ্ঞ দেহত্যাগের পর কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে?

পেত্নী বলিল :

৭. আমি সেই পাপীর মস্তকেই স্থিতা হইয়াছি সে মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে আসিয়া আমারই পরিচারক হইয়াছে।

৮. ভদন্ত মৌদ্গাল্লায়ন, এই পায়খানায় অপরের পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি ভক্ষণ করি এবং আমি যেই মলত্যাগ করি, তাহাই ওই পুরোহিত প্রেত প্রত্যহ ভোজন করিয়া জীবনযাপন করে।

প্রেতদ্বয়ের মধ্যে উপাসিকা প্রিয়শীল ভিক্ষুদিগকে আক্রোশপূর্ণ তিরস্কারে বলিয়াছিল, 'এইরূপ আহার পরিভোগ করার চেয়ে তোমাদের পক্ষে বিষ্ঠা ভক্ষণ করা শ্রেয়ঙ্কর।' পুরোহিত উপাসিকাকে উক্তরূপ তিরস্কার করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া নিজেও সেইরূপ বাক্যে আক্রোশ করিয়াছিল। তদ্ধেতু তাহার এই প্রেতজীবিকা উপাসিকার প্রেতজীবিকা হইতেও নিকৃষ্টতর হইয়াছিল।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন উক্ত বিষয় ভগবানকে বলিয়াছিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া আক্রোশপূর্ণ তিরস্কারের দোষ বর্ণনা করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

১০. গণপ্রেত

একসময় শ্রাবস্তীতে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিত। তাহারা শ্রদ্ধাহীন, ত্রিরত্নে অপ্রসন্ন ও মাৎসর্যপরায়ণ ছিল। দানাদি কুশলকর্মে বিমুখ থাকিয়াই সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। মৃত্যুর পর তাহারা সেই নগরের সমীপে প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। একদা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচরণে যাইবার সময় পথিমধ্যে উক্ত প্রেতগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ওহে, নগ্ন, দুর্বর্ণ, অস্থিচর্ম সার, শিরাজাল বিস্তৃত কৃশদেহধারী তোমরা কে?

প্রেতগণ বলিল :

২. ভদন্ত, আমরা দুর্গত 'যম' নামক প্রেতলোকবাসী প্রেত পাপকর্ম করিয়াই আমরা মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

পুনরায় স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন :

৩. তোমরা কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকে মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছ?

প্রত্যুত্তরে প্রেতগণ বলিল :

৪. বুদ্ধের শ্রাবকসংঘ তীর্থ স্বরূপ, প্রাণীদের একমাত্র সুখের নিদান। তাঁহাদের বিদ্যমান সত্ত্বেও মাৎসর্য চিত্ত-হেতু অর্ধমাসা ব্যয় করিয়াও কোনোদিন কাহাকেও কিছুই দান করি নাই। অথচ কেহ বারণও করে নাই। সেই অর্ধমাসাও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় করি নাই। বহু দানীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া নিজের কোনো সুখের

কারণ করি নাই।

৫. আমরা তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপূর্ণ নদীতে উপস্থিত হইলেও, নদী জলশূন্য হয়। তীব্র গরমের সময় ছায়ায় উপস্থিত হইলে, তাহাও উৎকট উত্তাপে পরিণত হয়।

৬. বায়ু সর্বদা অগ্নির ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। ভন্তে, উক্ত দুঃখ ব্যতীত আরও অনেক দারুণতর দুঃখ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে।

৭. দীর্ঘকালের তীব্র ক্ষুধার অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া আহার পাইবার লোভে বহু যোজন গিয়াও কিঞ্চিৎ আহার্য বস্তুও লাভ করিতে পারি না, সুতরাং বিফল মনোরথ হইয়াই প্রত্যাবর্তন করি। অহো! ইহা আমাদের একমাত্র পাপেরই ফল।

৮. ক্ষুধায় মূর্ছিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকাপিণ্ডের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া বিশুষ্ক হই। সময়ে উত্থানশায়ী বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকি।

৯. আমরা এইরূপে মৃত্তিকাপিণ্ডের ন্যায় ভূমিতে উপুড় হইয়া পড়ি এবং উঠিতে না পারিয়া তীব্র বেদনাগ্রস্ত হইয়া স্বীয় মস্তকও যক্ষ ঘর্ষণ করিতে থাকি। অহো! ইহা আমাদের অকুশলেরই ফল।

১০. ভন্তে, ইহার চেয়ে আরও অনেক তীব্র দুঃখবেদনা আমরা ভোগ করিয়া থাকি। দান করিবার প্রভূত শক্তি থাকা সত্ত্বেও দান করিয়া নিজকে সুপ্রতিষ্ঠমান করি নাই।

১১. আমরা এখান হইতে মনুষ্যলোকে মনুষ্যজন্ম লাভ করিলে নিশ্চয়ই বদান্য ও শীলবান হইব এবং বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।

স্থবির জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া এই কাহিনী ভগবানকে বলিলেন। ভগবান উক্ত বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। জনগণ এই দেশনা শ্রবণে মাৎসর্যমলাদি অকুশল ত্যাগ করিয়া পুণ্যকর্মে মনোযোগি হইলেন।

১১. পাটলিপুত্র প্রেত

ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময় অন্যতর এক বিমানবাসী প্রেতকে উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়টি বলিয়াছিলেন।

একসময় শ্রাবস্তীবাসী ও পাটলিপুত্রবাসী বহু ব্যবসায়ী একত্রিত হইয়া নৌকাযোগে সুবর্ণ ভূমি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় এক ব্যধিগ্রস্ত উপাসকের মৃত্যু হইল। তিনি কোনো এক নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

তাহার বহু পুণ্যবল বিদ্যমান থাকিলেও নারীর প্রতি আসক্ত চিত্ত বিধায় দেবলোকে উৎপন্ন না হইয়া সমুদ্র মধ্যে বিমান প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যেই নারীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেই নারীও তখন ওই বণিকদের নৌকায় আরোহণ করিয়া সুবর্ণ ভূমিতে যাইতেছিল। উক্ত বিমান প্রেত এই নারীকে পাইবার ইচ্ছায় নৌকার গতিরোধ করিলেন। তখণ বণিকগণ 'কী কারণে এই নৌকা চলিতেছে না' তাহা পরীক্ষার্থ 'দুর্ভাগা' শলাকা প্রদান করিলেন শলাকা পড়িল এই রমণীর হাতেই। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার প্রদান করা হইল, কিন্তু অমনুষ্যের ঋদ্ধি প্রভাবে বারত্রয়েই ওই নারীর হাতেই 'দুর্ভাগা শলাকা' পতিত হইল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, এই রমণীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বণিকদের মধ্যে একজন এই নারীর প্রতি অনুরাগী ছিল। সে দয়াপরবশ হইয়া এক আঁটি বাঁশ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল এবং তাহাতে ওই নারীটিকে তুলিয়া দিল। নৌকা হইতে এই রমণীর অবতণমাত্রই নৌকা তীরগে সুবর্ণ ভূমির দিকে ছুটিল। উক্ত বিমানবাসী প্রেত নারীটিকে তখন স্বীয় বিমানে তুলিয়া নিলেন। এই রমণী তথায় এক বৎসরকাল অতিক্রম করার পর উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রেতকে অনুরোধবাক্যে বলিল, 'দেব, আমি যদি এখানে বাস করি, তাহা হইলে আমার পর লৌকিক কোনোই হিতসাধন করিতে পারিবে না। হে দেব, আমাকে পাটলিপুত্র নগরে পৌঁছাইয়া দিন।'

প্রেত বলিল :

১. তুমি স্বচক্ষে[১] নিরয় দর্শন করিয়াছ মহানুভব নাগ সুপর্ণাদি তির্যগ্‌জাতিও দেখিয়াছ, ক্ষুধা পিপাসাতুর প্রেত, কালকঞ্জকাদি অসুর, মনুষ্য এবং চতুর্মহারাজিকাদি দেবলোকও দেখিয়াছ। তাহারা স্বীয় কর্মবিপাক ভোগ করিতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এখন তোমাকে 'পাটলিপুত্রে' দিয়া আসিব। তথায় যাইয়া কুশলকর্মে নিরত হইও।

উক্ত নারী প্রেতের কথায় অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া বলিল :

২. হে যক্ষ, হে দেবতে, আপনি আমার বড়ই হিতার্থকামী। আপনার বাক্য আমি রক্ষা করিব। আপনিই আমার আচার্য।

৩. আমি নিরয়, তির্যক, অসুর, মনুষ্য এবং দেবলোক দেখিয়াছি। তাহাদের কর্মবিপাক তাহারা ভোগ করিতে দেখিয়াছি। [আমি এখান হইতে

---

[১]। প্রেত স্বীয় প্রভাববলে ওই নারীটিকে মধ্যে মধ্যে বিবস্ত্র ও প্রেতলোকাদি দেখাইয়া আনিতেন। তদ্ধেতুই 'তুমি স্বচক্ষে নিরয় দর্শন করিয়াছ' এ কথা বলিতেছেন।

পাটলিপুত্রে গিয়া] বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিব।

অনন্তর সেই প্রেত উক্ত নারীকে আকাশপথে পাটলিপুত্র নগরের মধ্যভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার জ্ঞাতিমিত্রগণ দীর্ঘদিনের পর তাহাকে হঠাৎ তথায় দেখিতে পাইয়া কহিল, আমরা পূর্বে শুনিয়াছি, তুমি সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছ। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এখন দেখিতেছি, তুমি নিরাপদেই এখানে আসিয়াছ। এই বলিয়া সকলে তাহাকে অভিনন্দন করিল। সে তাহার ঘটনার বিষয় সকলের নিকট বর্ণনা করিল। শ্রাবস্তীবাসী বণিকগণ অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলে, তাঁহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনান্তে উক্ত নারীর বিষয় বলিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া চারি পরিষদ মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন। জনগণ তাহা শ্রবণে সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপর হইতে সকলেই দানাদি কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন।

১২. অম্বপ্রেত

শ্রাবস্তীতে এক গৃহপতি ভোগসম্পত্তির পরিক্ষীণ হওয়াতে অতিশয় দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইল। সংসারে একটিমাত্র কন্যা রাখিয়া তাহার পত্নীর মৃত্যু হয়। গৃহপতি দারুণ দারিদ্র দুঃখে নিপীড়ত হওয়াতে কন্যাটিকে নিজের এক বন্ধুর নিকট বন্ধক রাখিয়া একশতটি টাকা ধার গ্রহণ করিল। তদ্বারা কতেক পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া অন্যান্য শকটবাহীদের সহিত বাণিজ্য করিবার মানসে অন্যত্র চলিয়া গেল। তথায় সে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অচিরেই চারিশত টাকা লাভ করিল। সুতরাং মূলধনসহ পাঁচশত টাকা সঙ্গে করিয়া ব্যবসায়িদের সহিত শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পথিমধ্যে তাহারা চোরগণ দ্বারা আক্রান্ত হইল। তখন ব্যবসায়ীগণ চোরভয়ে পলায়ন করিলে, গৃহপতি টাকার থলিয়াটি এক বৃক্ষে গোপনে রাখিয়া অনতিদূরে গিয়া পলাইয়া রহিল। চোরগণ তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিল এবং তথায় তাহাকে হত্যা করিল। ধনের প্রতি তৃষ্ণাবশত গৃহপতি তথায় প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। ওই বণিকগণ শ্রাবস্তীতে আসিয়া তাহার কন্যাকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পিতার এরূপ আকস্মিক মৃত্যু খবরে সে অত্যধিক শোকাকুলা হইয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিল।

তখন তাহার পিতার বন্ধু তাহাকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন, 'কুম্ভকারের ভাজন যেমন ভগ্নপ্রবণ প্রাণীদের জীবনও তদ্রূপ ভগ্নশীল। জগতে মৃত্যু হইতে অব্যাহতির কোনো প্রতিকার এ যাবৎ কেহই করিতে পারে নাই এবং

পারিবেও না। সুতরাং তুমি তোমার পিতার জন্য এরূপভাবে অনুতাপ ও রোদন করিও না। আমিই তোমার পিতা এবং তুমি আমার কন্যা। আমিই তোমার সমস্ত পিতৃকর্তব্য সম্পাদন করিব। তোমার পিতৃগৃহের ন্যায় এখানে তুমি আনন্দের সহিত অবস্থান কর। এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল। সেও গৃহপতির সান্ত্বনাবাক্যে শোকহীন হইল। পিতৃ বন্ধুকে পিতার ন্যায় গৌরব সম্মান-সহকারে পরিচর্যা করিয়া দীনা-হীনা দাসীর ন্যায় তথায় বাস করিতে লাগিল। একদা সে মৃত পিতার উদ্দেশ্যে প্রেতকৃত্য করিবার ইচ্ছায় কতেক যবাগূ পাক করিল। কয়েকটি পরিপক্ক সুমিষ্ট আম্রফল সংগ্রহ করিয়া লইল। উক্ত যবাগূ ও আম্রফল বিহারে নিয়া গেল। তথায় সে ভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিল, 'ভগবন, আমার এই দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করুন।' সে বুদ্ধাসনে পরিশুদ্ধ একখানি বস্ত্র বিছাইয়া দিল। ভগবান তাহাতে উপবেশন করিলেন। সে শ্রদ্ধার সহিত ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে যবাগূ প্রদান করিল। যবাগূ পান করা হইলে, আম্রফল প্রদান করিল। ভগবান তাহাও পরিভোগ করিলেন। সে ভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিল, 'ভন্তে, এই আস্তরণ বস্ত্র, যবাগূ ও আম্রফল দানের পুণ্য আমার পরলোকগত পিতা প্রাপ্ত হউক।' 'তাই হউক' বলিয়া ভগবান অনুমোদন করিলেন। তৎপর সে ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল। কন্যার পুণ্যদান করা মাত্রই উক্ত প্রেত আম্রকানন, বিমান, কল্পবৃক্ষ, পুষ্করিণী ইত্যাদি মহতী দিব্যসম্পত্তি লাভ করিল।

অতঃপর শ্রাবস্তীবাসী পূর্বোক্ত বণিকগণ অন্য একসময় ব্যবসা উপলক্ষে সেই পথে যাইতেছিল। তাহারা ইতিপূর্বে সে পথে যেখানে রাত্রি যাপন করিত, এবারও সেখানে শকট চালনা বন্ধ করিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিল। বিমানপ্রেত বণিকগণকে তথায় দেখিয়া মধ্যরাত্রে আম্র উদ্যান ও বিমানসহ তাহাদিগকে দেখা দিল। তাহারা প্রেত ও তাহার দিব্যসম্পত্তি দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল :

১. আপনার এই পুষ্করিণী অতিশয় রমণীয়া, সমতল ও রমণীয় সোপান শ্রেণীতে সুশোভিত বহু তীর্থ [ঘাট] ও জলে পরিপূর্ণ; নানাবিধ সুপুষ্পিত পদ্মপুণ্ডরীক সমাচ্ছন্ন ও সর্বদা ভ্রমর সমাকীর্ণ আপনি এই মনোজ্ঞ পুষ্করিণী কি প্রকারে লাভ করিয়াছেন?

২. আপনার এই আম্রকানন অতিশয় রমণীয়। এই কাননে সকল ঋতুতেই সমভাবে পুষ্প-ফল বিদ্যমান থাকাতে সুখাবহ হইয়াছে। সুপুষ্পিত কুসুমাবলীর দিব্য সৌরভে প্রলুব্ধ ভ্রমরকুল নিত্য গুনগুন রব করিতেছে।

আপনি কোন পুণ্য প্রভাবে এই বিমান লাভ করিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে প্রেত বলিল :

৩. আমার কন্যা ভগবান বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে পক্ব আম্রফল, জল ও যবাগূ আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছিল। সেই দানের ফলেই এই দিব্য আম্রবন, মনোজ্ঞ দিব্য পুষ্করিণী, দিব্যজল লাভ করিয়াছি। যবাগূ ও আস্তরণ বস্ত্র দানের ফলে মনোজ্ঞ শীতল ছায়াসম্পন্ন এই আম্রকাননে দিব্যবিমান ও কল্পতরু প্রভৃতি লাভ করিয়াছি।

প্রেত ইহা বলিয়া সেই বণিকগণদিগকে স্বীয় বিমানে নিয়া গেল। এবং ওই পঞ্চশত টাকার থলিয়াটি দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনারা এই থলিয়া হইতে অর্ধেক টাকা গ্রহণ করুন, আর অর্ধেক টাকা হইতে আমার ধার করা টাকা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট টাকা আমার কন্যাকে দিবেন।'

ব্যবসায়ীগণও ক্রমান্বয়ে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া প্রেতের কথিত বিষয় সমস্তই কন্যাকে বলিল এবং টাকাগুলিও তাহাকে দিল। তাহারা নিজের জন্য গৃহীত টাকাগুলিও কন্যাকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল।

কন্যা সেই পঞ্চশত টাকা হইতে স্বীয় পিতৃবন্ধুকে পিতৃঋণ পরিশোধকল্পে একশত টাকা দিল এবং অবশিষ্ট চারিশত টাকাও তাহাকে প্রদান করিল। সে পিতৃস্থানীয় গৃহপতির সেবা করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। গৃহপতি উক্ত সমস্ত টাকা কন্যাকে প্রত্যার্পণ করিয়া তাহাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিল। সেই কন্যা যথাকালে একটি পুত্রসন্তান লাভ করিল। সে সস্নেহে পুত্রকে নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া খেলা দিত—

৪. দান, চিত্ত নিবৃত্তি ও সংযমের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ কর। আমি আর্যকুলের দাসী হইয়া এখন আর্যের পুত্রবধূ ও গৃহকর্ত্রী হইয়াছি।

এই নারীর জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া, একদা ভগবান তাহার প্রতি এক অলৌকিক আলো বিস্তার করিলেন। ইহাতে ভগবান বুদ্ধ তাহার সম্মুখেই উপস্থিতের ন্যায় দেখা দিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

৫. স্বাদ বিস্বাদরূপে, অপ্রিয় প্রিয়রূপে এবং দুঃখ সুখরূপে প্রমত্তাদিগকে বিদলিত করিয়া চলিয়া যায়।

এই গাথা শেষ হইলেই তিনি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। তিনি পরদিবস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া, তাঁহার পিতার কথা ভগবানকে বলিলেন। ভগবান সেই বিষয়ের মূলোৎপত্তি দর্শাইয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা মহাজনসংঘের সার্থক হইয়াছিল।

১৩. অক্ষ-রুক্ষ প্রেত

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিবার সময় শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক শকটে পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করিয়া ব্যবসা করিবার মানসে বিদেহ নগরে গমন করিলেন। তথায় দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া সেই স্থান হইতে পুনরায় অন্য পণ্যদ্রব্যে শকটভর্তি করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় শকটচক্রের একটি মধ্যদণ্ড ভগ্ন হইল। সেই সময়ে এক কাঠুরিয়া অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ মানসে কুঠারী, বাইশ ইত্যাদি কাষ্ঠছেদন যন্ত্র লইয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাহারা অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে, উপাসকের শকট যেই স্থানে অচল হইয়া রহিয়াছে তথায় উপস্থিত হইলেন।

উপাসকের শকটচক্রের মধ্যদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া কাঠুরিয়ার অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি এক কাষ্ঠদণ্ড ছেদনান্তর তাহা যথোপযুক্তরূপে তক্ষণাদি কার্য সম্পাদনের পর শক্তভাবে শকটচক্রে যোজনা করিয়া দিলেন। তিনি এই কুশলকর্মে মৃত্যুর পর সেই অরণ্যে ভূমিবাসী দেবতা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। দেবপুত্র তাহার পূর্বকর্ম চিন্তা করিবার সময় উপাসককে, যেই সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইলেন। সেই রাত্রিতেই দেবপুত্র উপাসকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত গাথাটি বলিলেন :

১. দায়ক যাহা দান করে, পরলোকে শুধু তাহাই যে প্রাপ্ত হয় এমন নহে, পরন্তু এতদ্‌সঙ্গে আরও বহু ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ বিষয় লাভ করিয়া থাকে। তদ্ধেতু যেখানে যাহা পারা যায়, তাহাই দান কর। কারণ দান দিলে ইহ পারত্রিক উভয় লোকের দুঃখ-দুর্গতি অতিক্রম করা যায়। দানে উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয়। অতএব উভয় লোকের অনর্থ নিবারক ও হিতসাধক দানকর্ম সম্পাদন করিতে সর্বদা জাগ্রত থাকিবে।

উপাসক বণিক স্বীয় কার্য সমাধার পর বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন সময় অনুক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। পরদিবস ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনান্তর নিজের এসব বিষয় বলিলেন। তখন ভগবান উক্ত বিষয়ের মূল উদ্ঘাটন করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

১৪. ভোগসংহরণ পেত্নী

ভগবান বেণুবনে বাস করিবার সময় রাজগৃহে চারিজন স্ত্রীলোক ওজনে কম দিয়া ঘৃত, তৈল, মধু ও ধান্যাদির ব্যবসা করিত। এই লব্ধধনে জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহারা দেহত্যাগের পর নগর বাহিরের পরিখাপার্শ্বে পেত্নী হইয়া উৎপন্ন হইল। তাহারা রাত্রিতে ভীষণ দুঃখে অভিভূতা হইয়া নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া ভৈরব নাদে চিৎকার করিতে লাগিল।

১. 'আমরা ন্যায় ও অন্যায়ে এবং ন্যায়-অন্যায় সংমিশ্রণভাবেও ন্যায়ের ভাণে অন্যায়রূপে বস্ত্র, অলংকার ও বিত্তোপকরণাদি সঞ্চয় করিয়াছি। সর্বদা চিত্তকে কার্পণ্যমলে আবৃত রাখিয়াছি অর্থাৎ কোনোদিন কাহাকেও কিছুই দিই নাই। এখন তাহা অপরেরা ভোগ করিতেছে। আমরা তখন কোনো প্রকার ধর্মাচরণ না করিয়া দুশ্চরিত্রই আচরণ করিয়াছি। সেই হেতু এখন প্রেত জন্ম প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখের ভাগিনী হইয়াছি।'

তথাকার জনগণ রাত্রিতে এই ভৈরব চিৎকার শ্রবণ করিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। প্রভাত হইলে সকলে সম্মিলিতভাবে নানা খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় ও নানাবিধ দানীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। আহার কার্য সম্পাদনের পর দায়কগণ রাত্রির সেই ভৈরব চিৎকারের কথা ভগবানকে নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন, 'হে উপাসকগণ সেই শব্দে তোমাদের কোনোই অন্তরায়ের কারণ নাই। চারিজন পেত্নী অসহ্য দুঃখে অভিভূতা হইয়া নিজের দুষ্কর্মের কথাই বলিতেছে মাত্র। তোমরা ভৈরব নাদে যাহা শুনিয়াছ, তাহা তাহাদেরই বিলাপধ্বনি।

ভগবান পেত্নীদের ভাষিত গাথাটি বলিয়া তাহাদের পূর্বজন্মের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিলেন। তৎসঙ্গে কালোপযোগী বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া আর্যসত্য দেশনা করিলেন। দেশনার অবসানে বহু নরনারী স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৫. শ্রেষ্ঠীপুত্র প্রেত

ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন রাজাভরণে সুসজ্জিত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রেষ্ঠ হস্তীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া রাজলীলায় নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন এক কুলবধূ প্রাসাদের উপরিতলের জানালা খুলিয়া সেই রাজবিভূতি দর্শন করিতেছিল। উক্ত নারীটি

স্বর্গীয় অপ্সরার ন্যায় রূপবতী ছিল। রাজা হস্তীস্কন্ধ হইতে অদৃষ্টপূর্ব এই নারীকে জানালাপথে দেখিয়া মাত্র তাঁহার দুর্দমনীয় কামশক্তি উৎপন্ন হইল। তখন হস্তীস্কন্ধে তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এই প্রাসাদ ও নারীটিকে স্মরণ রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তৎপর নগর ভ্রমণান্তে তিনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। [এই হইতে অন্যান্য বিষয় 'অম্বসক্ষর' প্রেতকাহিনী সদৃশ। যাহা স্বতন্ত্র বিষয়, তাহাই এখানে বর্ণনা করা হইতেছে] সূর্য অস্তমিত হইবার পূর্বেই পুরুষ আসিয়া দেখিল নগরদ্বার বন্ধ। তখন তাহার সংগৃহীত অরুণবর্ণ মৃত্তিকা ও উৎপল নগরদ্বার কবাটে ঝুলাইয়া রাখিয়া শয়নের নিমিত্ত বিহারে গমন করিল।

এদিকে রাজা রাজশয্যায় শায়িত হইলেন। সেই রাত্রের মধ্যম যামে **স ন দূ সো** এই চারটি উচ্চকণ্ঠের আর্তস্বর শ্রবণে রাজা অত্যধিক ভীত হইয়া পড়িলেন।

অতীতকালে শ্রাবস্তীবাসী চারিজন শ্রেষ্ঠীপুত্র ভোগ ও যৌবনমদে মত্ত হইয়া পরদার লঙ্ঘনাদি বহু অপুণ্যজনক কার্য করিয়াছিল। তাহারা মৃত্যুর পর লৌহকুম্ভী নরকে উৎপন্ন হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতেছিল। তাহারা লৌহকুম্ভীর তলদেশ হইতে ক্রমশ উত্থিত হইয়া কুম্ভীমুখ সম্প্রাপ্ত হওয়াতে জগতের আলো দর্শনে তাহাদের মনোবেদনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় আদি অক্ষর বলা মাত্রই আবার ডুবিয়া গেল। মনোবেদনা মনেই রহিল আর প্রকাশ করা হইল না। তখন বুঝিয়াছিল, মানবজন্ম কতই দুর্লভ।

রাজা এই শব্দ শ্রবণে ভীত, সন্ত্রস্ত, সংবিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি অতি দুঃখের সহিত অতিক্রম করিলেন। প্রভাত হওয়া মাত্র তিনি রাজ পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া সেই ভীতিব্যঞ্জক শব্দ চতুষ্টয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত রাজার এই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব জ্ঞাত হইয়া প্রলুব্ধ চিত্তে চিন্তা করিলেন, 'আমার মহালাভের উপায় হইয়াছে, মন্দ নয়।' তিনি আনন্দভাব গোপন রাখিয়া বিমর্ষ বদনে বলিলেন, 'মহারাজ, ইহা অত্যধিক বিপত্তির লক্ষণ। ইহা হইতে রক্ষার নিমিত্ত সর্বচতুষ্ক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।' রাজা পুরোহিতের এই বিধান শ্রবণ করিয়া তখনই অমাত্যকে আদেশ করিলেন, 'সর্বচতুষ্ক যজ্ঞের উপকরণসমূহ সজ্জিত কর।'

রাণী মল্লিকাদেবী এসব কথা শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণের কথায় প্রাণিবধে অগ্রসর হইলেন কেন? সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধকে আপনার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে কি? বুদ্ধ যাহা বলিবেন, তাহাই আপনার গ্রহণ করা উচিত। রাজা মল্লিকার কথা শ্রবণে তখনই বুদ্ধ সমীপে

উপস্থিত হইয়া ওই শব্দ চতুষ্টয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'মহারাজ, ইহাতে আপনার কোনোরূপ অন্তরায় ঘটিবার কারণ নাই।' বুদ্ধ এ বিষয়ের আদি হইতে সমস্ত বিবরণ রাজাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

১. ষাটি সহস্র বৎসর সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হইল, লৌহকুম্ভী নরকে পতিত হইয়া পক্ব হইতেছি। কখন এই দুঃখের অন্ত হইবে?

লৌহকুম্ভী নরকে উৎপন্ন নারকিগণ সে কুম্ভী নরকের মুখদেশ হইতে তলদেশ প্রাপ্ত হইতে ত্রিশ হাজার বৎসর সময়ের প্রয়োজন করে। পুনরায় সেই তলদেশ হইতে মুখদেশ প্রাপ্ত হইতে ত্রিশ হাজার বৎসর সময় লাগে।

২. ওহে, আমার এবং তোমাদের পাপফলের অন্ত দেখা যাইতেছে না। এ দুঃখের অন্ত কখন হয় তাহাও জানি না।

৩. আমরা বিজ্ঞজনের বিগর্হিত দুর্জীবিকাই যাপন করিয়াছি। দান ধর্ম পুণ্যকর্ম করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা করিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি নাই।

৪. এই লৌহকুম্ভী নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিলে, পূর্বের ন্যায় প্রমাদিত না হইয়া ত্যাগশীল ও শীলাচারসম্পন্ন হইব এবং বহুবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।

ভগবান এই গাথা চতুষ্টয় বলিয়া বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনা শেষ হইলে মৃত্তিকা ও রক্তোৎপল আহরণকারী পুরুষ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা সংবিগ্ন অন্তরে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরের অধিকারভূক্ত বিষয়ের প্রতি দুর্লোভ ত্যাগ করিবেন, স্বীয় দারেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

১৬. ষষ্টিকূট সহস্র প্রেত

অতীতে বারাণসী নগরে অন্যতর এক খঞ্জ ধনুর্বিদ্যায় ও কাঁকর নিক্ষেপবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিল। সে সর্বদা নগরদ্বারে এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁকর নিক্ষেপপূর্বক বটবৃক্ষের পাত্রে হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য ও ধ্বজা পতাকা সমলঙ্কৃত পূর্ণ ঘটাদির আকৃতি করিয়া দেখাইত। নগরের বালকগণ আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় খঞ্জকে এক পয়সা, অর্ধ পয়সা দিয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী আকৃতি বটপত্রে করাইয়া লইত।

একদা বারাণসীরাজ নগর হইতে বাহির হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় বটবৃক্ষের মূলে হস্তী অশ্বাদির নানাবিধ আশ্চর্যজনক চিত্র

দেখিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তিতে 'বটপত্রে এরূপ আকৃতি কে করিয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি খঞ্জকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেব, এ ব্যক্তিই তাহা করিয়াছে।' তখন রাজা সেই খঞ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওহে, আমার একজন বহুভাষী পুরোহিত আছে। তাহার অজ্ঞাতসারে তুমি ছাগবিষ্ঠায় তাহার উদর পূর্ণ করিয়া জব্দ করিতে পারিবে কি?' খঞ্জ বলিল, 'হ্যাঁ দেব, পারিব।' রাজা তাহার কথায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজভবনে নিয়া গেলেন।

তখন রাজা বহুভাষী ও অল্পভাষী পুরোহিতদ্বয়কে ডাকাইয়া নির্জন স্থানে নিয়া গেলেন এবং তথায় পর্দা বেষ্টনীর অভ্যন্তরে উপবেশন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পূর্বের ইঙ্গিতানুসারে খঞ্জকে আহ্বান করাইলেন। খঞ্জ তখন পাঁচপোয়া পরিমাণ ছাগবিষ্ঠা সঙ্গে করিয়া পর্দার বাহিরে উপবেশন করিল। রাজা ঈশারা করিবা মাত্র খঞ্জ বহুভাষী পুরোহিতের মুখামুখি হইয়া বসিল। পুরোহিত কথা বলিবার সময় মুখ বিবৃত করিবা মাত্র পর্দার ছিদ্র দিয়া ছাগবিষ্ঠাপিণ্ড তাহার মুখে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি বিষ্ঠাপিণ্ড পুরোহিতের কণ্ঠনালিতে গিয়া পতিত হইল। তিনি তাহা লজ্জাবশত বাহিরে ফেলিতে না পারিয়া এক একটি করিয়া সমস্তই গলাধঃকরণ করিলেন। ছাগবিষ্ঠায় যখন তাঁহার উদর পূর্ণ হইল, তখন রাজা তাঁহাকে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এখন আপনি যাইতে পারেন। আপনি বহুভাষণের ফল লাভ করিয়াছেন। 'মদন ফল' অথবা 'প্রিয়ঙ্গু পত্রাদি' দ্বারা ঊর্ধ্ব বিরেচন গ্রহণ করিবেন। ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।' রাজা খঞ্জের উক্ত কর্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ চৌদ্দখানি গ্রাম প্রদান করিলেন। ইহাতে সে সপরিবারে সুখে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান দিয়া কুশল সঞ্চয়ে মনোযোগী হইল। খঞ্জ নিজের নিকট আয়গত শিল্প শিক্ষার্থীদিগকে নিজেই ভাত-বেতন দিয়া শিল্প শিক্ষা দিত।

অনন্তর কোনো এক ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আচার্য, আমাকেও আপনার এই শিল্পশিক্ষা দেন। আমাকে ভাত বেতন দিতে হইবে না।' খঞ্জ তাহার কথায় রাজি হইয়া তাহাকে শিল্পশিক্ষা দিতে লাগিল। শিক্ষা শেষ হইলে, শিক্ষার্থী তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিল। তথায় সুনেত্র নামক এক পচ্চেক বুদ্ধের দেখা পাইল। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার মস্তকে কাঁকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে পচ্চেক বুদ্ধ মস্তকে ভীষণ আঘাত পাইয়া তথায়ই পরিনির্বাপিত হইলেন। তথাকার মনুষ্যগণ এই

মর্মন্তুদ ঘটনা দর্শনে সেই ব্যক্তিকে ঢিল ও দণ্ড প্রহারে হত্যা করিল। ইহাতে সে কালক্রিয়া করিয়া অবীচি মহানরকে উৎপন্ন হইল। তথায় সহস্র বৎসর নিরয় দুঃখ ভোগ করার পর সেই কর্মের অবশিষ্ট অনুকর্ম ভোগের নিমিত্ত এই বুদ্ধোৎপত্তিকালে রাজগৃহ নগরের অনতিদূরে প্রেতকুলে উৎপন্ন হইল। তাহার ওই পুরাতন কর্মের বিপাকবশত কর্মবেগে উৎক্ষিপ্ত ষাটি সহস্র লৌহ হাতুড়ী প্রত্যহ তাহার মস্তকে পতিত হইত। ইহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বেদনাতুর অবস্থায় অসাড়ভাবে ভূমিতে পড়িয়া থাকিত। লৌহ হাতুড়ি যখন অন্তর্হিত হইত, তখন সে পুনরায় প্রাকৃতিক শিরসম্পন্ন হইত।

একদা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় এই প্রেতকে দেখিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. তুমি উন্মাদ ও ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় কেন এদিক-ওদিক দৌড়িতেছ? [তাহার মস্তকে হাতুড়ি পড়িতে আরম্ভ করিলে, তাহা হতে নিস্তারের উপায় না দেখিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিত। সেখানেও তাহা পতিত হইতে আরম্ভ করিলে পুনঃ অন্যস্থানে পলায়ন করিত। এইরূপে ইতঃস্তত দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। কর্মবেগে উৎক্ষিপ্ত সেই হাতুড়ি, সে যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, তথায় গিয়া তাহারই মস্তকে পতিত হইত] নিশ্চয়ই ইহা তোমারই পাপকর্মের ফল। কেন তুমি এরূপ বিকট শব্দ করিয়া বিচরণ করিতেছ?

প্রেত ইহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল :

২. ভন্তে, আমি দুর্গত যম প্রেতলোকবাসী প্রেত। পাপকর্ম করিয়াই মনুষ্যলোক হইতে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

৩. সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ষাটি সহস্র লৌহ হাতুড়ি আমার মস্তকে পতিত হয়। তদ্বারা আমার মস্তক ভগ্ন হয়। [তাহার মস্তকে লৌহ হাতুড়ি পতনের সময় হইলে, মস্তক পর্বতকূট প্রমাণ হয়। সেই প্রকাণ্ড মস্তকে সর্ষপপতন স্থান না রাখিয়া হাতুড়িসমূহ পতিত হয়। ইহাতে মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। সেই কারণেই সে বিকট শব্দে অর্তনাদ করিতে থাকে]

অতঃপর স্থবির নিম্নোক্ত বাক্যে তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪-৫. তুমি কায়-বাক্য-মনে কোন দুষ্কর্ম করিয়াছ? কোন কর্মের বিপাকেই বা তুমি এরূপ দুঃখ পাইতেছ? [যথা] সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ষাটি সহস্র লৌহ হাতুড়ী পতিত হইয়া তোমার মস্তক ভগ্ন হইতেছে?

প্রেত তাহাকে নিজের কৃতকর্ম প্রকাশ করিবার মানসে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়

বলিল :

৬. আর্যমার্গ ভাবনায় শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় ভাবিত সুনেত্র নামক পচ্চেক বুদ্ধকে বৃক্ষমূলে বসিয়া নির্ভয়ে ধ্যান করিতে আমি দেখি।

৭-৮. তখন আমি ধনুতে আঙ্গুল প্রয়োগে কাঁকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মস্তক ভগ্ন করিয়াছিলাম। সেই কর্মের বিপাকেই আমি এই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি। যথা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ষাটি সহস্র লৌহ হাতুড়ী [প্রত্যহ তিন বেলা] আমার মস্তকে পতিত হয়। এতদ্বারা আমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

প্রেত এখন পুরাতন পাপকর্মের এই বিপাক ভোগ করিতেছে, স্থবির প্রেতমুখে ইহা শ্রবণে নিম্নোক্ত শেষ কথাগুলি বলিলেন :

৯. হে কাপুরুষ, অনুরূপ কারণবশেই সর্বতোভাবে চারি সহস্র লৌহ হাতুড়ী পতিত হইয়া তোমার মস্তক চুর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। ইহা তোমারই কৃতপাপের অনুরূপ বিপাক।

স্থবির প্রেতকে ইহা বলিয়া তথায় ভিক্ষাচরণ করিলেন। আহারের পর সারাদিন নির্জন স্থানে ধ্যানসুখ উপভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় বেণুবন বিহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এই প্রেতকাহিনী নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ ইহার মূল কারণ উদ্‌ঘাটন করিয়া চারি পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। পচ্চেক বুদ্ধের গুণানুভাব ও কর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া তাঁহার যে অবধ্য ইহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিলেন। জনগণ এ বিষয় শ্রবণ করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন এবং পচ্চেক বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। সকলেই পাপকর্ম ত্যাগ করিয়া দানাদি পুণ্যকর্মে রত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ মহাবর্গ সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ে প্রেতকাহিনি সমাপ্ত।

প্রেতকাহিনী উদান বর্গ

প্রথম উরগ বর্গে

ক্ষেত্রোপম, শূকর আর প্রেত পূতিমুখ,
পিষ্টধীতলিক, তিরোকুড্ড, পঞ্চপুত্রের খাদিকা,
সপ্ত পুত্র ভক্ষয়িকা, গোণ, পেশকার,
খল্লটিক, নাগ, উরগ, এ দ্বাদশ প্রকার
প্রেতের আখ্যান পূর্ণ এ বর্গের নাম
উরগ বর্গ নামে খ্যাত ইহাই প্রথম।

দ্বিতীয় উর্বরী বর্গে

সারিপুত্র স্থবির-মাতা, সংসার মোচক,
মাত্তা, নন্দা, মৃষ্টকুণ্ডল, কৃষ্ণ, ধনপাল।
চূল শ্রেষ্ঠী, অঙ্কুর, আর উত্তরের মাতা,
সুত্ত, কণ্নমুণ্ড, আর উর্বরী, প্রেত উপাখ্যান
এ ত্রয়োদশ বস্তুতে করি সুন্দর গ্রন্থন
দ্বিতীয় উর্বরী বর্গ বলি হয় প্রকটন।

তৃতীয় চূল বর্গে

অভিজ্জমান, সানুবাসী, আর রথকার,
ভূষ, কুমার, সেরিণী প্রেত মৃগের শিকারী,
দ্বিতীয় মৃগশিকারী, আর কূট বিচারক,
বুদ্ধের পূতাস্থি নিন্দুক প্রেত, এ দশ বিষয়
গ্রন্থন করিয়া বর্গ করেছে স্থাপন—
তৃতীয় চূল বর্গ বলি ইহা হয় প্রকটন।

চতুর্থ মহাবর্গে

অম্বসক্ষর, সেরিস্‌সক, নন্দক, রেবতী,
ইক্ষু, কুমার, রাজপুত্র, বিষ্ঠাভুক প্রেতী,
গণ, পাটালি পুত্র, আর অম্ব প্রেত বস্তু,
অক্ষদণ্ড দাতা, আর ভোগ সঞ্চায়কা,
শ্রেষ্ঠী-পুত্র, ষাটিকুট সহস্রাঘাত ধারক,
এ ষোড়শ বিষয়ে পূর্ণ এ প্রেত আখ্যান
মহাবর্গ বলি ইহা করহ ধারণ।

খুদ্দকনিকায়ের সপ্তম প্রকরণ প্রেতকাহিনি সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (একাদশ খণ্ড) সমাপ্ত।